দোলা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দোলা

উৎসর্গ

বন্ধুবর

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ

শান্তিনিকেতন

তোমার সঙ্গে আলাপ বেশি দিনের নয়, কিন্তু তোমাকে কাছে পেয়েছি পরিচয়ের অনুপাতে নয়—দরদের প্রীতির সহজ টানে। তাই প্রায় বিশবৎসর-আগের-লেখা এ-উপন্যাসটি তোমাকে উপহার দিতে মন খুসি হ'য়ে উঠেছে—আরো এই জন্যে যে নানাসূত্রেই ভরসা পাওয়া গেছে যে তুমি নিছক বাস্তববাদী নও, আদর্শবাদী—সুতরাং স্বপ্ন, অভীপ্সা, জিজ্ঞাসা তোমার কাছে অনাদৃত হবে না।

দোলার দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু অদলবদল করেছি। প্রধান সংস্কার এই যে প্রথম সংস্করণে অনেক কথাই ফেনিয়ে বলার ফলে বক্তব্যের জোর ক'মে গিয়েছিল—এ-সংস্করণে সেগুলি যথাসম্ভব সংক্ষেপেই বলেছি। এতে আশা করি ফেনাটুকুই বাদ গেছে, পানীয়ের পরিমাণ কমে নি। যেটুকু রইল সে রসাল না নীরস সে-বিচার যে-শ্রেণীর 'বিদগ্ধ' পাঠক পাঠিকার কাছে সুবিচারের কোঠায় পড়বে ব'লে মনে করি—তাদের মুখপাত্র বা প্রতিনিধি হিসেবেই তোমাকে দোলা উপহার দিলাম।

দোলার প্রথম সংস্করণ তার আতিশয্য সত্ত্বেও—(এ সংস্করণে প্রায় চারশো পাতা বাদ পড়েছে)—সে-যুগের বোদ্ধাদের কাছে সাদরেই গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু যুগ বদলেছে, কাজেই এ-যুগেও দোলা সে-যুগের ম'ত আদরণীয় ব'লে গণ্য হবে কি না—তোমার রায় থেকে মনে হয় খানিকটা আঁচ পাওয়া যাবে।

ইতি—

গুণমুগ্ধ

দিলীপদা

দোলনা ভিন কটেজ

গণেশ খন্দ রোড, পুনা—৫

আগষ্ট, ১৯৫৫

ভূমিকা

দোলার প্রথম সংস্করণের দীর্ঘ ভূমিকায় যে-ভাবে আমি আত্মসমর্থনের চেষ্টা করেছিলাম সে-ওকালতি এ-যুগে বাহুল্য ব'লেই গণ্য হবে মনে ক'রে সে-সবই বাদ দিলাম। তাছাড়া ছশো পাতার উপন্যাসে যদি তার প্রাণের কথাটি বলতে না পেরে থাকি, তবে ভূমিকায় সে-কথা ফুটিয়ে তোলা যায় কি?

শুধু একটি কথা বলবার আছে কেননা দোলা প'ড়ে সে-যুগে অনেকেই ধ'রে নিয়েছিলেন যে এর নায়ক স্বপনের মধ্যে দিলীপকুমারই রয়েছেন লুকিয়ে। একথা সত্য নয়। স্বপনের অনেক চিন্তা, কার্য, আশা-আকাঙ্ক্ষাই তার নিজের—দিলীপ-কুমারের নয়। মনের পরশ-এর নায়ক পল্লব সম্বন্ধে কিন্তু এ-কথা খাটে না। অর্থাৎ পল্লবের ভাবধারা ও আচরণের দায়িত্ব দিলীপকুমার নিতে রাজি, কিন্তু স্বপনের চরিত্র প্রায় আদ্যন্তই কাল্পনিক। কেবল এক স্থলে স্বপনের সঙ্গে দিলীপকুমারের মিল আছে: উভয়েই সত্যসন্ধানী ও বিদেশের গুণগ্রাহী।

আমেরিকা থেকে ১৯৫৩ সালে ফিরে দোলা দ্রুতহস্তে কাটাকুটি ক'রে প্রেসে দিই বন্ধুবর শ্রীগোপালদাস মজুমদার মহাশয়ের আগ্রহে। সে সময়ে নানা জায়গায় ভ্রাম্যমাণ ছিলাম কাজেই প্রুফ মাঝে মাঝেই পেতাম না। ফলে—বিশেষ ক'রে প্রথম দিকে—বহু মুদ্রাপ্রমাদ র'য়ে গেছে। সহৃদয় পাঠক-

পাঠিকার কাছে এ জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। কারণ এজন্যে দায়ী মজুমদার মহাশয় নন। শেষের দিকের প্রুফ পাই যখন পুনাতে বসবাস সুরু করি। ফলে শেষের দিকে মুদ্রাপ্রসাদ কম লক্ষিত হবে। বহুদূর থেকে প্রুফ দেখতে গেলে ভুলচুক না থেকেই পারে না। প্রথমে ভেবেছিলাম একটি শুদ্ধিপত্র দেব। কিন্তু পরে মনে হ'ল, এক স্কুলপাঠ্য পুস্তকাদিতে ছাড়া শুদ্ধিপত্র কারুরই কাজে আসে না। তাছাড়া সান্ত্বনা এই যে, মুদ্রাপ্রমাদগুলি শোচনীয় হ'লেও মুদ্রাপ্রমাদ ব'লে চেনা কঠিন হবে না।

দোলার তৃতীয় সংস্করণে অবহিত হব যাতে সম্পূর্ণ নির্ভুল ছাপা হয়।

ইতি।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

জুন, ১৯৫৫

দোলনা ভিল কটেজ
গণেশ খন্দ রোড, পুনা-৫

আনা

সনাতন হিন্দু জমিদার বংশের নন্দদুলাল সদ্যবিবাহিত স্বপন যখন ছবি-আঁকা শিখতে ছুটল পারিস তখন তার নব্যা নবোঢ়া সন্ধ্যা ঝড়-তুফান এলে ঘাটে জাহাজ লাগাতে মাথার দিব্যি দেয়নি বটে, কিন্তু প্রতি মেলে দীর্ঘপত্র লেখার শপথ আদায় করেছিল বহু মান অভিমানের পরে।

স্বপন কথা দিল শুধু চিঠি লেখবার নয়—ষড়যন্ত্র করবারও: যে, সন্ধ্যাকে ফুস্‌মন্তরে পারিসেই নিয়ে আসবে উড়িয়ে। সন্ধ্যা নানা পরীক্ষায় ফার্স্ট, বিলাত-ফেরতের মেয়ে। ফুস্‌মন্তরে ওর বিশ্বাস ছিল কি না কোথাও লেখে না, কিন্তু সত্যিই যে ওকে উড়ে যেতে হবে সাত-সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে……কে জানত!

* * * * * *
* * *

স্বপনের রাথে-কৃষ্ণ অদৃষ্ট পারিসেও তাকে রাখল: সেখানে পৌছতে না পৌছতে "le vielliard eccentrique" § পিয়ের বেনারের সঙ্গে শুধু দেখা হ'য়ে যাওয়াই নয়, প'ড়ে গেল তাঁর সুনজরে। বিখ্যাত ফরাসী চিত্রী তরুণ সুদর্শন চিত্রবিদ্যার্থীকে করলেন শিষ্যপদে বাহাল।

বৃদ্ধের স্টুডিয়োটি যেন—অমরাবতী! পারিসের সুন্দর উপান্তপল্লী "অতেই"-য়ে †

§ ছিটগ্রস্ত বৃদ্ধ। † Auteuil.

ন যযৌ ন তস্থৌ

দোরে টোকা মারতে ভুলে গিয়ে বাঙালি কায়দায় ঘরের মধ্যে আচম্‌কা ঢুকে প'ড়েই ও যা দেখল তা'তে একেবারে থতমত খেয়ে গেল।

একটি ছোট মঞ্চের ওপর উজ্জ্বল আলোয় একটি তরুণী বিবসনা একপেশো ভাবে দাঁড়িয়ে। তার ডান দিক ও মসিয়ে বেনারের পিঠ দোরের দিকে। মেয়েটি মাটির দিকে চেয়ে, এবং বৃদ্ধ একটি পাঁচ-ছয় ফুট লম্বা ক্যানভাসের ওপর তার একটা লাইফ-সাইজ ছবি আঁকতে মগ্ন। মেয়েটিও নিজের ভাবে বিভোর।

স্বপন নিশ্বাস চেপে যেমন নিশব্দে এসেছিল তেম্‌নি নিশব্দ-পদসঞ্চারেই বেরিয়ে যেতে পা বাড়িয়েছে এমন সময়ে মসিয়ে বেনারের টুলটি শব্দ ক'রে উঠল।…বিদ্যুদ্বেগে না-ভেবে-চিন্তেই স্বপন পাশে একটি রঙিন কাঠের স্ক্রীনের অন্তরালে আশ্রয় নিল। রিফ্লেক্স অ্যাক্‌শন—ওর দোষ দেওয়া যায় না।

আশ্রয় নিয়েই দুরু-দুরু-বক্ষে সে মেয়েটির পানে আড়চোখে চাইল। তার উল্লম্ফনটা—না, কেউ দেখেনি। উঃ—সর্বরক্ষে! তারপর গজেন্দ্রের মতন নিশব্দে পা টিপে টিপে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্যে ফের পা বাড়াতে যাবে—এমন সময়ে—ও কী! হঠাৎ মসিয়ে বেনারের মুখ ফুটল; কিন্তু তার মনে হ'ল যেন একটা বোমা ফাটল। সে চকিতে উদ্যত চরণটি প্রত্যাহার করল।

কিন্তু হা দুর্ভাগ্য, মেয়েটিকে আরও ভালো ক'রে দেখার জন্যে

মসিয়ে বেনার ঘুরে বসলেন ও একটু দোরের দিকে ফিরে দাঁড়াতে বললেন। স্বপনের বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ি পিটতে থাকে। সর্বনাশ! মেয়েটি যে সটাং দোরের দিকেই তাকিয়ে!...অলক্ষিতে বেরিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ! কী হবে? তার অদৃষ্টদেবতা যে এম্‌নি ক'রে তাকে গাছে তু'লে দিয়ে মই কেড়ে নেবেন—

—"ব্যস্, ঠিক হয়েছে—আর একটু ফেরো—ব্যস্—হাঁ—নোড়ো না 'শেরি'।" *

বৃদ্ধের এ-কয়টি নিতান্ত নিরীহ কথায়ও স্বপন ফের চম্‌কে ওঠে।

মেয়েটি ক্ষীণকণ্ঠে বলল: "আজ আর দাঁড়াতে পারছি না, মসিয়ে।"

স্বপনের অন্তর-দেবতা প্রতিধ্বনি করে উঠলেন এ-কথায়।

অতি-নিবিষ্ট বৃদ্ধের কানে এ-কথা পৌঁছল না। তিনি বিড় বিড় ক'রে বললেন: "এপাতাঁ!" †

এ রকম ক'রে কাটে আরও মিনিট দুই।

স্বপন শেষটায় মেয়েটির দিকে না তাকিয়েই বা করে কি? অথচ কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয় এ-ভাবে মেয়েটিকে দেখতে। নাঃ— এ-ভাবে কোনো—অর্থাৎ অসম্বৃতাকে চেয়ে দেখাটা—না—এ বড়ই—

কিন্তু উপায়ই বা কি? তার নিষ্ক্রমণের পথ যে একেবারে বন্ধ। অথচ জালের-মধ্যেকার-মাছের-মতন এ-ভাবে ঘরের মধ্যে আটকপড়ায় তার কেমন যেন হাসিও পায়।

কিন্তু এখন আত্মপ্রকাশ করেই বা কেমন ক'রে। মিনিট দুই তিন আগেও বা চলত—ঘরে ঢুকেই যদি সে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বলত যে দোরে আঘাত না ক'রে ঢোকার দরুণ সে লজ্জিত, অনুতপ্ত ইত্যাদি।

* Che'rie—প্রিয়। † Epatant—সাবাস্।

কিন্তু কোথাও কিছু নেই. স্ক্রীনের পাশ থেকে 'পর্বতের চূড়াসম সহসা প্রকাশ' হয়ই বা সে কোন্ দুঃসাহসে? নাঃ, ও কল্পনাও করা চলে না। সবাই কি সব প্যারে?

অগত্যা সে নিরাবরণাকেই চেয়ে চেয়ে দেখে। করে কি?

তীব্রতম সঙ্কটের অবস্থাও স্থায়ী হ'লে তার তীব্রতা একটু ফিকে হ'য়ে আসেই। স্বপনের অস্বস্তির ভাবটাও ক্রমশ ফিকে হ'য়ে আসে। এ অবস্থায়ও ক্রমে মেয়েটিকে দেখতে ওর যেন ভালোই লাগতে সুরু করে—ভয়ের প্রথম বিহ্বল ভাবটা কেটে যাবার পর। আশ্চর্য কিন্তু!

অথচ সেই সঙ্গে একটা কুণ্ঠার ভাবও যে না ছিল তা নয়। নানা রকম উলটোপালটা ভাব। কেন এ কুণ্ঠা? সে কি পারিসের নানা নৃত্যশালায় নগ্ন নারী দেখেনি কথনো? এ মডেল ব'লে?...কিন্তু তা'তে কি? সে বিবসনা মডেলদের কাহিনী তো কতই পড়েছে! আর দুদিন বাদে হয়ত তাকেই এ-রকম মডেল নিয়ে বসতে হবে। তবে?

হঠাৎ ও আবার বিষম চম্‌কে ওঠে—পাতার শব্দে খরগোষের মতন। মা ভৈঃ—বজ্র নয়—তরুণীর কণ্ঠস্বর মাত্র।

—"আর পারছি না মসিয়ে, ভারি দুর্বল—"

মসিয়ের কানে গেল না। বললেন: "এ দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি ভারি উৎরেছে তোমার, আনা!"

আনা হেসে ফেলে। বলে: "মান্‌লাম। কিন্তু ওটা কি আমার কথার উত্তর?"

বৃদ্ধ আঁকতে আঁকতে যেন কোন্ সুদূর রাজ্য থেকে বললেন: "কোন্—?"

—"আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আজ?"

বৃদ্ধ একবার মেয়েটির দিকে ও একবার তাঁর সামনের ক্যানভাসের দিকে

তাকিয়ে বললেন : "বেশি না, আর মিনিট চার-পাঁচ।" ব'লেই আবার আঁকতে মগ্ন।

বললেন : "এ-ছবিটা থেকেই তোমার দুঃখ ঘুচবে শেরি, আমি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে দিচ্ছি—ইচ্ছে হয় লিখে রাখতে পারো।"

মেয়েটি ম্লান হেসে বলে : "তা হ'লে বুঝব আপনি ভাগ্যের চেয়েও বড় ওস্তাদ।"

বৃদ্ধের কানে এ-কথা গেল কি না বোঝা গেল না।

স্বপন হাসি চাপতে পারে না। 'ভিয়েইন্নার এক্স'ট্রিক'-ই বটে! নইলে এ-হেন একাগ্রতা!—মেয়েটির দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে জেনেও! এই রকম ক'রে আরও কয়েক মিনিট কাটে।...

বৃদ্ধ হঠাৎ কি-ভেবে সান্ত্বনার সুরে বললেন : "এই হ'য়ে এল।"

স্বপনের মনের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে বিষম আতঙ্ক আবার জেগে ওঠে। প্রশ্ন জাগে—কার?

কিন্তু ভেবেই বা উপায় কি?

কী করে? সে ফের মেয়েটিকে দেখতে থাকে—হাল ছেড়ে দিয়ে।

টেবিল পর্ব

তার মনের মধ্যে একটা স্বর ধীরে ধীরে প্রকট হ'য়ে ওঠে। মডেলের ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়ানোর চিত্র এতদিন পড়বার সময়ে কল্পনায় তো মন্দ লাগত না! কিন্তু দেখে যেন মনে হয়, এ অন্যায়! এ-ভাবে নগ্ন নারীদেহের পানে চাওয়াটা তো দুষ্য বটেই—আঁকাটাও যেন…

সে কেমন যেন নিজের ওপর নিজেই রুখে ওঠে—অকারণ। অন্যায়! ফিড্‌ল্‌ষ্টিক!

লক্ষ লক্ষ লোক তো দিনের পর দিন দেখছে ও আঁকছে। তবে?

মনে মনে জপ করতে থাকে; আর্টের জন্যেই আর্ট…চিত্রকরের কাছে দেহ লালসার বস্তু নয়—প্রেরণার বস্তু…তবুও কোথায় যেন একটা কামনার হাতছানি…একটা নিহিত গ্লানি!…একটা কী যে অনির্দেশ্য অস্বস্তি! তবে কি শিল্পীর অনাবিষ্ট মনোভাব এতদিন যা শুনে এসেছে সবই ভুয়ো?

তার শিল্পী মন রেগে ওঠে: ভুও! কখ্‌খনো না। ঐ যে বৃদ্ধ চিত্রী ওখানে বিবসনা নারীর ছবি-আঁকায় তন্ময় হ'য়ে গেছেন তিনি কি ওর নগ্নতার মধ্যে নারীদেহের গড়নের সংহত শ্রীটুকু ছাড়া তিল-পরিমাণ অবান্তরও কিছু দেখছেন? বাজি রেখে বলতে পারা যায় না কি যে—?

কিন্তু তার ভদ্র সংস্কার এ-আস্ফালনেও কান দেয় না, মুখ অন্ধকার ক'রে বলে: রোসো, রোসো। শুধু ঐ বৃদ্ধকে দেখলেই তো হবে না। দেখতে হবে শতকরা নিরানব্বই জনের মনের অবস্থা কী দাঁড়ায়। তারা যখন ঐ যুবতীর যৌবন-লাবণ্য উপভোগ করতে ছোটে,

তখন কি সে-উপভোগের মধ্যে সৌন্দর্যের পূজারীর ধ্যান-দৃষ্টিই ফুটে ওঠে না আর কিছু? বুকে হাত দিয়ে বলো তো!

তার শিল্পী মন আরও রেগে ওঠে: কিন্তু শিল্পের বিচারে শতকরা নিরানব্বই জন অরসিকের চ্যুতিকেই বড় ক'রে দেখতে হবে, না ঐ বাকি একজনেরি নিষ্ঠাকে? সংখ্যার ওজনে সত্যের বিচার? ধিক্! আর্টে ব্যভিচার তো অবান্তর। বন্য হরিণীর ললিত নৃত্য বা নভোবিহারী বিহঙ্গমের মুক্ত লীলা দেখলেই যাদের মনে হয় শিকারের কথা—খাঁচায় পুরে সম্পত্তি করার কথা,—বলতে হবে তারাই দেখল হরিণকে, বুঝল পাখীকে?

তার ভদ্র মন মাথা নেড়ে ব'লে ওঠে: আচ্ছা তা যেন বুঝলাম, কিন্তু ঐ যে তরুণীকে অর্থের জন্যে দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপরিচিতদের সামনে এভাবে বে-আব্রু ক'রে দাঁড় করানো হচ্ছে এ-ও কি ভালো বলতে হবে? ছিঃ! এমন তার দেহলতা—

অম্‌নি তার তার্কিক শিল্প মন আস্তিন গুটিয়ে বলে: ছিঃ কেন শুনি? দেহলতার মানে কি? যত সব কুসংস্কার! প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে অসভ্য মানুষ সম্পত্তি-বৃদ্ধির ও একচেটে ব্যবসায়ে যে-লোভকে প্রাণপণে পুষে এসেছে—এ মনোভাব তো তারই ছদ্মবেশী ওয়ারিশান।...

এমন সময়ে ঘরের বিজলি বাতি গেল হঠাৎ দপ্‌ ক'রে নিভে।

মসিয়ে বেনার চেঁচিয়ে উঠলেন: "নানেৎ—নানেৎ—তার ফিউজ —একটা বাতি শীগ্‌গির—"

স্বপন বিদ্যুদ্বেগে ঘরের বাইরে এসে স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল যদিও আসার সময়ে একটা টেবিল উলটে গেছে। দীর্ঘনিশ্বাসে যে কী নিবিড় তৃপ্তি!

মসিয়ে বেনারের চীৎকার তখন সপ্তমে উঠেছে: "কী এ না?...

মাঁ ফোয়া !...আনা, আ ত্যু অঁতঁদ্যু ।...বুজি—বুজি !—নানেৎ !— মঁ দিয়্য ! ভোল্যর ?...তাব্‌ল্ রঁভেসে´? নানেৎ !" *

স্বপনের মন শিউরে-ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্তবগান করতে থাকে। চারদিকে অন্ধকার যেন জমে পাথর হ'য়ে গেছে। তার একপদও নড়তে ভরসা হয় না আর। বুকের মধ্যে কেবল গুন্‌গুনিয়ে ওঠে: ধন্য লজ্জা-নিবারণ যে, দ্রৌপদীর যুগের পরেও কখনো কখনো তুমি দেখা দিয়ে থাকো...

হঠাৎ কে গায়ের ওপর এসে পড়ে।—কী ফ্যাশাদ! স্বপন লাফিয়ে স'রে দাঁড়ায়।

স্ত্রীকণ্ঠ চম্‌কে বলে: "কে ?"

সর্বরক্ষে! স্বপন ক্ষীণকণ্ঠে বলে: "আমি, নানেৎ। মসিয়ে বেনারের স্টুডিয়োতে ঢুকতে যাব এমন সময়ে তার ফিউজ—"

নানেৎ বলে: "পার্দঁ মসিয়ে সেন। এ অন্ধকারে—"

স্বপন একটু ভরসা পেয়ে বলে: "ও কিছু না। শোনো—মসিয়ে কি স্টুডিয়োতে আছেন ?"

নানেৎ বললে: "আছেন মসিয়ে। তিনি মাদাম দ্যুপঁকে আঁকছিলেন। আপনি একটু দাঁড়ান। আমি ঘরের মধ্যে একটা বাতি জ্বালিয়ে দিয়েই আসছি।" স্বপনের কানে আসে:

—আনা, তুমি কাপড় পরতে পারো এখন, আজ আর আঁকা হবে না। চোর আর তার-ফিউজে মিলে সব প্রেরণা মাটি। এই যে নানেৎ—এত দেরি ? দেখ তো, দোরের কাছে কি উলটোলো ? মা ফোয়া! অত বড় টেবিলটা! কে হ'তে পারে!"...

* Qui est la ?...Ma foi ! As tu entendu......Bougie bougie ! Nanette !—Mon Dieu !—Voleur ?...Table renverse´e ? Nanette ! —কে—কে ?...শুনেছ আনা ? বাতি—বাতি। নানেৎ। চোর ? উলটোলো কি টেবিল ? নানেৎ !

ফরাসি প্রগল্‌ভতা

কয়েক মিনিট বাদে আলো জ্ব'লে উঠল। এবার স্বপন দোরে যথাবিধি টোকা মেরে ঢুকল। তার সে টোকার মধ্যে এমন একটা বেপরোয়া ভাব···এমন একটা ক্লিয়ার কন্‌শেন্সের দিব্য দ্যুতি···

—"কেল্ শাঁস্ * সেন! বললে না প্রত্যয় যাবে—আজ কী জানি কেন খানিক আগেও তোমার কথা কেবল-কেবলই মনে হচ্ছিল এই—অর্থাৎ সামনের ওঁকে আঁকবার সময়। পার্দঁ আনা—ভুল হ'য়ে গেছে—"

বৃদ্ধ দুজনের পরিচয় করিয়ে দিলেন—মাদমোয়াসেল আনা দ্যুপঁ—মসিয়ে স্বপন সেন।

করসম্ভাষণ সমাপন হ'তে না হ'তে বৃদ্ধ বললেন: "দেখ সেন, আহা আমার দিকে তাকাওই না ছাই—উনি তো পালাচ্ছেন না—শোনো। এইমাত্র ভারি একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে ঐ দোরের কাছে।—ঐ তেপায়া টেবিলটা খানিক আগে তার ফিউজ হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে গেল!"

—"ঠিক্ যখন তার ফিউজ হ'য়ে গেল?—সে কি?" কণ্ঠে ওর কী যে নিরীহতা!···

—"হ্যাঁ। নানেৎ তো বলল, তুমি তখন বাইরেই দাঁড়িয়ে। কাউকে কি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলে? তোমার পাশ দিয়ে কেউ ছুটে টুটে—"

* Quelle chance!—কী সময়েই এসেছে!

—"কই, না তো।"

বৃদ্ধ আনার দিকে চেয়ে বললেন: "তা হ'লেই দেখছ আনা—ঘরের মধ্যে কেউ যে লুকিয়ে ছিল বলবে তারও জো রৈল না।" হঠাৎ হেসে: "ভাবছি, এ-ভুতুড়ে কাণ্ডটা লণ্ডনের 'সাইকিক রিসার্চ সোসাইটি'কে জানিয়ে একটা প্রাইজ তো যোগাড় ক'রে রাখি, কী বলো?"

স্বপন বলে: "হয়ত কোনো বেড়াল-টেড়াল—"

—"তুমি তো আচ্ছা লোক দেখছি হে। বেড়ালে অতবড় টেবিলটাকে পারে কখনো কাৎ করতে?"

তাঁর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে স্বপন কেমন যেন বিব্রত বোধ করে: "হয়ত দম্‌কা হাওয়ায়—"

মসিয়ে বেনার হো হো ক'রে হেসে উঠলেন:

—"ভালো লোককে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলাম যাহোক। চারদিকের দোর-জানালা বন্ধ যে! খুব ব্যাখ্যাকার জুটেছে বটে, কী বলো আনা?"—ব'লেই: "ইনি কে—তা বোধ হয় এঁচে নিয়েছ? ইনি হচ্ছেন আমার সেই নবলব্ধ হিন্দু ছাত্রটি—বলিনি?"

আনা বলল: "হ্যাঁ, ওঁর ফটোও বোধ হয় দেখিয়েছেন—ঐ কোণের টেবিলের ওপর—ঐটে না?" স্বপন ভারি খুশি হ'য়ে ওঠে।

—"ও হ্যাঁ হ্যাঁ—আঃ বড্ড ভুলে যাই আজকাল। বয়সের ধর্ম—উপায় কি বলো?"—ব'লেই স্বপনের দিকে চেয়ে: "আর আনা হচ্ছেন আমার একটি নবলব্ধ মডেল—আমার অনেক পুণ্যে-পাওয়া রত্ন। এঁর কথাও বোধ হয় তোমাকে ব'লে থাকব, না?"

—"হ্যাঁ—ও অর্ধেক-আঁকা ছবিটাও দেখিয়েছেন।"

—"বটে—বটে। ফের ভুলে গিয়েছিলাম। দেখেছ?—কিন্তু সে-কথা যাক্। একটু আগে যদি আসতে সেন, তবে দুধের স্বাদ

ছবির খোলে মেটাতে হ'ত না।” ব'লেই তার হাত ধরে ছবিটির কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন : “এ-রকম মরাল গ্রীবা, সুডৌল বাহু, পুষ্পিত দেহলতা—এ-সব দেখে মনে হচ্ছে না—কি আহা. যদি মিনিট কুড়ি আগেও পৌঁছতাম!”

স্বপন এত সঙ্কুচিত বোধ করে! এতখানি মুখ-আল্‌গা—

আনা কিন্তু একটুও অপ্রতিভ না হ'য়ে বলে : “ছবিটা যখন উনি দেখতে পাচ্ছেন তখন অমন আক্ষেপ ওঁর হবে কেন বলুন?—আর্ট রিয়ালিটির চেয়ে বড়—আপনারাই তো বলেন।”

বৃদ্ধ টপ্‌ ক'রে বললেন : “সেটা তেমন তেমন রিয়ালিটির বড় একটা দেখা মেলে না ব'লে। ধরো যদি—” ওর দেহের দিকেই আঙুল দেখিয়ে : “এ-হেন রিয়ালিটি সংসারে পথে-ঘাটে মিলত. তা হ'লে কি আর তার ছবি এঁকে ঘরে টাঙিয়ে রাখতে চাইত কেউ?”

আনা সমান সস্মিতস্বরে বলল : “আশা করি পারিসের প্রধান আর্টিস্টদের কম্‌প্লিমেণ্ট-প্রিয়তার কথা মসিয়ে সেনের জানা আছে?”

মসিয়ে বেনার বলেন : “তা হ'লে আমার অপরাধ নেই কিন্তু আনা। এর পরের-দিন মসিয়ে সেনের সামনেই তোমায় সিটিং দিতে হবে—উনি নিজের মুখেই ঝাল খেয়ে দেখুন—আমি শুধু কম্‌প্লিমেণ্ট দিচ্ছিলাম কি না।”

স্বপন কুণ্ঠিত-স্বরে কি বলিল বোঝা গেলনা।

বৃদ্ধ ব্যঙ্গস্বরে বললেন : “আঃ— এই লজ্জা পেতে লজ্জা বোধ করবে তুমি কবে সেন, বলতে পারো আমাকে?—ওইটেই তোমাদের—ভারতীয়দের—আর্টিস্ট হবার পথে সবচেয়ে বড় কাঁটা—জানো?”

আনার অধরপ্রান্তে যেন একটা চাপা হাসির দ্যুতি খেলে যায়। স্বপন আরও বিব্রত বোধ করে। হাসিটা যেন একটু কেমন-কেমন!

বৃদ্ধ কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সুরে বললেন: "অবশ্য যদি তোমার কোনো নৈতিক আপত্তি থাকে—নগ্ন-দেহলতার ছবি আঁকতে—"

স্বপন ব্যস্ত হ'য়ে বলে: "না—না, তা নয়। তবে আমি বলছিলাম কি—অর্থাৎ—যদি—"

—"হঠাৎ সেই অন্ধ দেব্‌তাটির বাণ?"

স্বপন আরক্ত মুখে বলল: "না—না, তা নয়—তবে—" কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারে কই? বৃদ্ধের মুখ যে আল্‌গা ও জানত বটে—তবু সাক্ষাৎ তরুণী সুন্দরীর সামনে যে তিনি এ-রকম ডনজুয়ানি ছাঁদে রসিকতা করতে সুরু ক'রে দিতে পারেন—

বৃদ্ধ হেসে বললেন: "কিন্তু বলো তো আমাকে, এতে এত ভয়ের কী আছে? আরে, এটা তো বুঝতে পারছ যে, যদি সাক্ষাৎ ফ্রান্সে এসেও এ-কীর্তির ছায়াও না মাড়াও তা হ'লে থাকবে কেবল অকীর্তিই তোমার কণ্ঠমালা হ'য়ে। কি বলো আনা?"

অকুণ্ঠিতা সহজ হেসে বলে: "সাহস ক'রে কিছু বলি কী ক'রে বলুন? বিশেষতঃ যখন শুনতে পাই যে, আধ্যাত্মিক ভারতীয়দের মনে প্রেমের ছোঁয়াচ যদি বা লাগে তবে সে কেবল গোলাপের পাপড়িতে শিশিরের মতন—লটকে থাকতে পারে না—আলগোছে ভর ক'রে থাকে কখন ঝ'রে পড়বে সেই প্রতীক্ষায়।"

—"কিন্তু যদি ধরো সে-শিশিরের সঙ্গে একটু অরুণ-হাসির-ছোঁওয়া বা মলয়-হাওয়ার-পরাগ মেশানো থাকে, তা হ'লে? তা হ'লেও কি পাপড়ি সে-রসের স্পর্শের জন্যে উন্মুখ হ'য়ে থাকে না শেরি?" ব'লে হেসে: "তোমার যা গড়ন তা'তে আমার এ-হেন জরাজীর্ণ নিমীলিত মনটাও উন্মীলিত হ'তে চায়—ওর আলোয়—তা সেন তো ছেলেমানুষ!"

ব'লে একবার স্বপনের মুখের দিকে তাকিয়েই ফের আনার দিকে

কটাক্ষ ক'রে বললেন : "কিন্তু তবু—একদিক দিয়ে—হয়ত খুব বেশি ভরসা না করাই ভালো। আমার তরুণ বন্ধু একটু বেয়াড়া রকমের ভালো ছেলে, সেইজন্তেই তো বিশেষ ক'রে তোমার ঈভ-মূর্তি এঁকে দিয়ে তাড়াতাড়ি আঁকাতে চাই গো। এটা আর বুঝলে না?

আনাও সমান কদমে চলল: "কিন্তু ঈভের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ফল যারা খায় উনি যে তাদেরই সমধর্মী—এটা ধ'রে নিলেন কোন্ যুক্তিতে শুনি?"

বৃদ্ধ বললেন : "আহা—আগে থাকতেই হাল ছেড়ে দাও কেন সখি? একবার দেখই না বেয়ে-চেয়ে। কে বলতে পারে বন্ধু আমার বর্ণচোরা নন? আর তোমার দিক দিয়েও—এক্সপেরিমেণ্ট্‌টা বোধ করি নিতান্ত অর্থচকর হবে না—যখন—বন্ধুবরের চেহারাখানিও নেহাৎ—" ব'লে বৃদ্ধ কেশে ছাদের দিকে তাকালেন।

এবার আনা খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে ফেলল: "মানি—কিন্তু কেমন ক'রে জানলেন যে, আমার এখনো এক্সপেরিমেণ্ট্ করবার সাধ আছে?"

'আমার এখনো' কথা দুটির ওপর সে জোর দিল। মসিয়ে বেনার একটু তার দিকে চেয়ে রইলেন। পরে বললেন: "আচ্ছা আচ্ছা। ফের বলি—দেখা যাবে সখি! জীবনে চলার মোটরে তেল জোগাতে পারলে সাধের চাকায় মরচে ধরে কি না একদিন তোমার ওই শ্রীমুখ থেকেই শুনব তা ব'লে রাখছি। আমি তো অন্তত—"

হঠাৎ বাইরে টেলিফোন বেজে ওঠে।

বৃদ্ধ ঘরের বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন: " 'ও লা লা!' ডিউক অফ ড্রিঙ্কওয়াটারকে তাঁর ছবিটি দুঘণ্টা আগে পাঠানোর কথা ছিল—একদম ভুলে ব'সে আছি। বোধ হয় ছবিতে তাঁর বিপুল নধর কান্তিটির কী অপূর্ব খোলতাই হয়েছে সেটা আজই না দেখলে তাঁর ঘুম

হবে না সারারাত। আমি তাঁকে ছবিটি প্যাক ক'রে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত ক'রেই আসছি। তোমরা একটু গল্প করো ততক্ষণ।"

ব'লে বৃদ্ধ দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু নিষ্ক্রান্ত হ'তে-না-হ'তে তাঁর শুভ্র মাথাটি অর্ধোন্মুক্ত দোরের ফাঁকে দেখা গেল।

—"ভয় নেই সেন, ধীরে-সুস্থে গল্প করো। ডিউক প্রভুর ছবিটি প্যাক করতে আমার খুব কম ক'রেও আধঘণ্টা লাগবে। কাজেই আমার প্রত্যাগমনের আশু সম্ভাবনার কথা ভেবে যেন তোমাদের বিশ্রম্ভালাপের রসভঙ্গ না হয়।" ব'লেই অন্তর্ধান। স্বপন ও আনা হেসে ওঠে।

অপরিচয়ের গণ্ডি!

আনার সঙ্গে একলা প'ড়ে গিয়ে স্বপনের সে যে কী অস্বস্তি!...না পারে মুখ তু'লে চাইতে, না পারে ঘরের মধ্যেকার গুমটটাকে লঘু কথার দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে। অথচ একটা কিছু না বললেও নয়। বৃষ্টিও হয় না, হাওয়াও ওঠে না—অথচ না কাটে মেঘ, না ঝরে ধারা।...এমন অবস্থায় সে কি ছাই কখনো পড়েছে আগে—যে অতীত অভিজ্ঞতার নজির কোনো কাজে আসবে?

অগত্যা সে জোর ক'রেই ওর দিকে তাকায়।...এ কী! যেন একটা চাপা হাসি না?...কী ব্যাপার? মুখ নিচু করে।—কী মুস্কিল! তরুণীও যে চুপ! শেষটায় মরিয়া হ'য়ে হঠাৎ ব'লে বসল: "ভাই ত, বেড়াল-টেড়ালে অতবড় টেবিলটা দিল উলটে? আশ্চর্য!"

আনা ফস্ ক'রে বলে: "কিন্তু বেড়াল-টেড়ালে তো ওলটায়নি ওকে।" স্বপন সত্রাসে আনার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। আনা সহজ সুরে বলল: "তা ছাড়া বেড়ালের প্রসঙ্গটি খুব চিত্তাকর্ষক বলবেন কি?"

স্বপন আনার দিকে কুণ্ঠিত দৃষ্টিপাত ক'রে; "না—কিন্তু কী প্রসঙ্গ পাড়ব?"

—"কেন? আপনার নিজের।"

—"আমার নিজের!—কিন্তু অপরিচিতের কথা আপনার কাছে চিত্তাকর্ষক লাগবে কেন?"

"আপনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত নন। মসিয়ে বেনারের মুখে আপনার কথা অনেকবার শুনেছি।"

স্বপন ফের খুশি হ'য়ে ওঠে।

—"অনেকবার? কিন্তু কই, আপনার কথা তো তাঁর মুখে বেশি শুনিনি।"

আনা ফিক্ ক'রে হেসেই গম্ভীর: "সে বোধ হয় আমার বিষয়ে শোনবার মতন কিছু নেই ব'লে। যদিও তাই ব'লে এমন কথা বলব না যে আমার মধ্যে দেখবার মতনও কিছুই থাকতে পারে না—কারুর কারুর কাছে।"

স্বপন ঢোঁক গিলল: "কি রকম?"

আনা এবার খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ফেলল:

"ধরুন, যদি কোনো যুবক কোনো যুবতীকে অনেকক্ষণ ধ'রে লুকিয়ে দেখে তা হ'লে এ-সিদ্ধান্ত করা চলে না কি যে, তার মধ্যে দেখবার মতন কিছু সে দেখে থাকতেও পারে?—বিশেষতঃ যদি নিষ্ক্রমণের জন্যে তাঁকে তার-কিউজের অপেক্ষা করতে হয়?"

—"আমি—আমি—আমার—অর্থাৎ—আমি হঠাৎ ঢুকে—জানতাম না যে—" শীতের রাত্রেও তার চোথ-কান এমন গরম হ'য়ে ওঠে!...

আনা ঘরের মধ্যে রূপালি হাসির বান ডাকিয়ে দিল। পরে ঈষৎ গম্ভীর হ'য়ে বলল: "কিন্তু এতে এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন মসিয়ে সেন? যদি কোনো স্বভাব-বেআব্রু পথের মডেলকে অমন ভাবে দেখেই থাকেন তা'তে সঙ্কোচের এত কী আছে? আপনাদের দেশের কোনো ঈপ্সিতা পর্দানশীনা হ'লেও বা বুঝতাম।" আবার সে হেসে ওঠে খিল্ খিল্ ক'রে।

বেপরোয়া ভাবও লজ্জার মতনই সংক্রামক। স্বপনের কুণ্ঠা তরুণীর প্রগল্‌ভতায় একটু ফিকে হ'য়ে এল। সে এবার তার হাসিতে যোগ দিয়ে বলে: "বাঃ, তা হ'লে মসিয়ে বেনারের টেবিল-সমস্যাটা আপনি এতক্ষণ বেশ একহাত উপভোগ করছিলেন দেখছি।"

—"অমন অবস্থায় পড়লে আপনিও করতেন না কি?"

ওরা এবার একত্রেই হেসে উঠল।

হাসি থামলে আনা বলল: "কিন্তু—কিছু মনে করবেন না মসিয়ে সেন—আপনার ফটোর দরুণ আপনাকে দেখবামাত্র চিনতে-পারা সত্ত্বেও যখন আপনি অমন ভাবে উধাও হলেন তখন আমার মনে হঠাৎ সন্দেহ হয়েছিল হয়ত আপনি মসিয়ে সেন—না ছিঁচ্‌কে চোর।"

—"ছিঁচ্‌কে চোর!"

—"আহা, চম্‌কে ওঠেন কেন? আপনিই বলুন না এত জায়গা থাকতে আর্টিস্টের স্টুডিয়োতে এসে যদি কোনো আগন্তুক ও-ভাবে লুকোয় আর পালায় তা হ'লে তাকে ছিঁচ্‌কে-চোর ভাবাটা কি কোনো ভদ্রমহিলার পক্ষে অস্বাভাবিক?—রাগ করবেন না, প্রথম সাক্ষাতেই এতটা বেপরোয়া ভাবে কথা বলছি ব'লে। আমার শুধু দেহটা নয়—স্বভাবটাও একটু বে-আব্রু—কী করব বলুন?"

স্বপন কুণ্ঠা প্রাণপণে গোপন ক'রে যথাসম্ভব লঘু সুরে বলল : "কিন্তু তবু যদি রাগ করি—এ বে-আব্রুতায় ?"

—"তা হ'লে আপনাকে আরও একটু বে-আব্রু হ'য়ে মনে করিয়ে দিতে হবে যে, আমি যে ধরিয়ে দিইনি সে কৃতজ্ঞতার ঋণটুকু এত সহজে ভোলাটা হয়ত খুব পৌরুষের নিদর্শন নয়।" আনা মুখে রুমাল চেপে আবার হাসতে থাকে।

স্বপন বলল : "এ-কথা মানি। কিন্তু বে-আব্রু হওয়ার কথাই যখন তুললেন তখন আশা করি রাগ করবেন না যদি একটা কথা আপনাকে আপনারই মতন বে-আব্রু ভাবে জিজ্ঞাসা করি ?"

—"স্বচ্ছন্দে। ঠিক সে-জাতের মেয়ে আমি নই যাঁরা ফুলের ঘায় মূর্ছা যান।—কিন্তু বোধ হয় টের পেয়েছি আপনি কী শুধোতে যাচ্ছেন।"

স্বপন স্মিতমুখে বলল : "বলুন দেখি।"

—"একজন অপরিচিত অতিথিকে অতটা দরদ দিয়ে কেন বাঁচাতে গেলাম, এই না ? সত্যি বলবেন কিন্তু।"

স্বপন সবিস্ময়ে বলল : "কেমন ক'রে জানলেন ? সত্যিই আমি—"

আনা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সুরে বলল : "মেয়েদের সহজ বোধের কথা শোনেননি কখনো—তাদের অভিনয়-নৈপুণ্য ?"

স্বপন আরও আশ্চর্য হ'ল। নিজের সম্বন্ধে এতটা অকুণ্ঠভাবে কথা!—এ-প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলল : "সত্যি। একটু আগে আমার ভারি আশ্চর্য বোধ হচ্ছিল—আপনি আমাকে দেখেও চুপ ক'রে গিয়েছিলেন শুনে—বিশেষতঃ আপনার—অর্থাৎ—ঐ রকম—" ব'লে ঢোঁক গিলল।

আনা হাসল : "অর্থাৎ কি না ঈভ অবস্থায়—এই তো ? কিন্তু কেন এত আশ্চর্য বোধ হয়েছিল জানতে পারি কি ?"

স্বপন এবার জোর ক'রে তার কুণ্ঠাকে দাবিয়ে বলল: "মেয়েরা স্বভাবতঃই লজ্জাশীলা ব'লে—"

—"এঃ—আপনি যে দেখছি গোড়ায়ই গলদ ক'রে বসলেন।"

—"গোড়ায় গলদ!"

—"নয়?—জগতে মেয়েদের মতন নির্লজ্জ জাত কি আর দুটি আছে?"

এবার স্বপনের মনের কোণে পৌরুষের স্থলে যেন একটা বিরুদ্ধ ভাব জেগে ওঠে: "তার মানে বলতে চান মেয়েরা বেহায়া?"

—"তার চেয়ে আমি ঢের বেশিদূর যাই। আমি বলি যে, লজ্জার মূলধনের ওপর ব্যবসা করতে যাওয়ার মতন লজ্জাকর জিনিষ সংসারে অল্পই আছে।"

স্বপন আশ্চর্য হ'ল, কিন্তু বিচলিত হ'ল না এবার। বলল: "মেয়েরা যদি স্বভাব-নির্লজ্জই হবে তা হ'লে বলতে পারেন বিশ্ব জুড়ে কেন তারা এত বেশি লজ্জার আড়ালে আশ্রয় নিতে চেয়েছে?"

—"কারণ ক্রমাগত পাখি পড়ালে পাখি পড়েই।"

স্বপন এবার একটু উষ্ণ হ'য়ে ব্যঙ্গের সুর ধরল: "কিন্তু এ-কথার উত্তরে বলা চলে না কি যে পড়ালেই যে-পাখি পড়ে, তার পড়া ছাড়া আর গতিই বা কী?"

আনা হেসে বলল: "এবার একটা কথা বলেছেন বটে! কিন্তু পাখির এত সহজে পড়ার হেতু কী জানেন? মেয়েরা প্রথমটায় বড় বেশি সহজে পুরুষদের বিশ্বাস করেছিল—যখন তারা স্তবস্তুতি ক'রে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাদের দিয়ে দাসখৎ লিখিয়ে নিয়েছিল। তারা ভেবেছিল বুঝি এ-দাসখৎ লিখে দিলে সত্যিই পুরুষরা তাদের মাথায় ক'রে রাখবে।"

—"প্রথমটায় না-হয় আমরা ভুলিয়ে-ভালিয়েই দাসখৎ লিখিয়ে নিয়েছিলাম! কিন্তু আপনারা এতদিন ধ'রে সে খৎ-কে নাকচ করার

চেষ্টা করেননি কেন? কোনো কন্‌ট্রাক্টই ত চিরন্তন নয়? বার বার তাকে রিনিউ করতে গেলেন কেন?"

—"একটা শিকড় বদ্ধমূল হ'লে তাকে উপড়ে ফেলা কঠিন হ'য়ে ওঠে ব'লে। সংসারে পনের আনা মানুষ চায় স্বস্তি। সংঘর্ষের দামে সে আনন্দও চায় না, যদি সহজ আনুগত্যের দামে পায় আরাম।"

স্বপন কি-একটা বলতে যাচ্ছিল, আনা বাধা দিয়ে ব'লে চলল: "এই স্বস্তিই তাকে খানিকটা দিয়েছিল পুরুষে। সেই ঋণ শুধতেই নারী উত্তরোত্তর সেজেছে—কুণ্ঠিতা, লজ্জিতা, বেপথুমানা—পুরুষেরই মন রাখতে গিয়ে।"

—"মন রাখতে গিয়ে মানে?"

—"মানে পুরুষ ক্রমাগত বলেছে—প্রাণপণে লজ্জাবতী লতার মতন ছুঁয়োনা-ছুঁয়োনা বলতে শেখো—নইলে আমাদের বাঁধতে পারবে না! বলেছে—লজ্জা খোয়ালে মোহের, রহস্যের, কাব্য কুয়াশার ভিৎ টলমল ক'রে উঠবে।"

স্বপন হেসে বলল: "মাফ করবেন মাদ্‌মোয়াসেল। রহস্য, মোহ বর্ণ, গন্ধ সব বাদ দিয়ে বাস্তবের কঙ্কালের বেসাতি যে করে করুক, ওতে আমি নেই। আমার কাছে কুহক—নেশা ঢের বেশি আরামের।"

—"আরামের ত বটেই। নইলে কি আর সাধ ক'রে নারী চিরদিন অভিনেত্রী সেজে এসেছে? না, সাধ ক'রে কেউ তার নিজের চারধারে কুহকের বিড়ম্বনার ঠাসবুনুনি বজায় রাখতে চায়? আমার আপত্তিও ত ঐখানেই। মেয়েরা যদি স্বেচ্ছায় কুয়াশাময়ী অভিনেত্রী সেজে খুশি হ'তে পারত—নিজে আমি মহা-উৎসাহেই তাদের দল পুরু করতে ছুটতাম! কিন্তু নিজেকে গোপন রাখব অপরের খাতিরে—এটা আমার বরদাস্ত—" ব'লেই হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল: "কিন্তু এ-রকম কথা নিশ্চয়ই আপনার-

হিন্দু কানে ঠিক মেয়েলি-মেয়েলি শোনাচ্ছে না, না? আর ভাবছেন হয়ত এদেশের মেয়েরা কী শ্রীহীনা—কাটখোট্টা!"

স্বপন ব্যস্ত হ'য়ে বলল: "না না—আমি তা ভাবছিলাম না মোটেই। আমি ভাবছিলাম—অর্থাৎ—কিছু মনে করবেন না—আমার আশ্চর্য লাগছিল এই বয়সেই আপনি এ-রকম সিনিসিস্‌মের ঢঙে কথা বলতে শিখলেন কেমন ক'রে?"

আনা হাসল: "এই বয়সেই—মানে? আমি অত্যন্ত ছেলেমানুষ—এই বলতে চাচ্ছেন তো—প্রকারান্তরে?"

স্বপন এবার ললিত সুরে বলল: "আপনার মুখখানি আপনি আয়নায় দেখেছেন কি কখনো?" এতক্ষণে তার অনেকটা সাহস এসে গেছে।

আনাও হাসল: "মুখ দেখে কি কারুর জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা যায় জোর ক'রে? না, বয়সটাই অভিজ্ঞতার চরম মাপকাঠি?"

—"মানে?"

—"মানে, চোখের মতন ভ্রান্ত শিক্ষক কি আর দুটি আছে এ-জগতে?" বলতে বলতে তার কণ্ঠের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ অন্য সুর বেজে উঠল। সে বলল: "চোখ কতটুকু বোঝে বলুন? কতটুকু জানে? একটি ছোট্ট ফুলের কোটাটুকুই সে দেখে। কিন্তু যুগ যুগের ব্যথার যে-ইতিহাস এ-কোটার নেপথ্যে সঞ্চিত থাকে তার দিশা কি পায় সে কখনো? অথচ আশ্চর্য এই যে, পথ চলতে এই চোখের বিচারকে—সাক্ষ্যকেই আমরা সচরাচর সর্বেসর্বা ক'রে চলি!"

স্বপনের মনের মধ্যে খানিক-আগের কারুণ্য নিবিড় হ'য়ে ওঠে… পরিহাসের তীব্র নিখাদ থেকে এ-প্রগল্‌ভার স্বর কেমন ক'রে সহসা এ-ম্লানিমার কোমল গান্ধারে নেমে এল?

আনা তার উদাস সুরের রেশ টেনেই বলতে লাগল: "আমি

বেশ জানি মসিয়ে সেন, যে নারীর লজ্জাবতী কুহকিনীর রূপ যে তার একটা চিরন্তন ছদ্মবেশ—নিপুণ অভিনয়—আমার এ-সব কথায় আপনার পক্ষে সায় দেওয়া সম্ভব নয়। একজনের বেদনার ইতিহাস আর-একজনকে ঠিকমত বোঝানো যায় কখনো ?"

স্বপন ঈষৎ আর্দ্রকণ্ঠে বলল : "যাবে না কেন মাদ্‌মোয়াসেল—যদি —অর্থাৎ—যদি সত্যিকার সমবেদনা থাকে ?"

হঠাৎ উভয়েই চম্‌কে ওঠে : দোরের কাছে মসিয়া বেনারের হাস্যোজ্জ্বল চোখ ছুটি তাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে !...আনা ও স্বপন ছুজনেই ঈষৎ আরক্তিম হ'য়ে উঠল।

বৃদ্ধ বললেন : "লজ্জা কি সেন—দরদ তো এমনি ক'রেই গ'ড়ে ওঠে —রাতারাতি।"

তিনজনের কলহাস্যে ঘর মুখর হ'য়ে ওঠে।...

চোর না শিল্পী ?

মসিয়ে বেনার বললেন : "যাক্‌গে—কিন্তু এদিকে বৃদ্ধকে যে নানেৎ ভাবিয়ে দিল তার কি ?"

স্বপন ও আনা প্রায় একত্রেই ব'লে উঠল : "কী ব্যাপার ?"

বৃদ্ধ ঈষৎ চিন্তাকুল সুরে বললেন : "নানেৎ তো বলে যে ঘরের মধ্যে চোর না ঢুকলে টেবিল উলটোতেই পারে না। বলে তার ফিউজ হ'য়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে পালাতে গিয়েই টেবিল উলটেছে। আরে ! কেল্ আবস্যুর্দিতে !! * এ কখনো হয় ? এমন সময়ে চোর আসে কখনো ?

* Quelle absurdite !—কী হাস্যকর কথা !

আর এতই যদি—তবে ছাই কী চুরি করতে সে আমার লোহার সিন্দুকের ঘরে না ঢুকেই ষ্টুডিয়োতে ঢুকল বল দেখি? বলেই আনার দিকে চেয়ে মুহূর্তে সুর বদলে চোখ মিটি মিটি করে: "কি আনা? কথা কচ্ছ না যে? সে গোপনে তোমার অঙ্গ-সুরভির একটুখানি পাথেয় জীবনপথের জন্যে লুটে নিতে এসেছিল নাকি?"

আনা হেসে বলে: "কিন্তু মসিয়ে, ধরুন যদি সে চোর না হয়?"
—"চোর না হয়?…মানে?…হেঁয়ালি?"

স্বপনের ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে।

—"হেঁয়ালি কেন? ধরুন যদি সে শিল্পী হয়?" তার সুরের মধ্যে একটা চাপা হাসির রেশ ছিল। বৃদ্ধের মুখ মুহূর্তের জন্যে গম্ভীর হ'য়ে উঠল। হঠাৎ স্বপনের আনত মুখের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। ওর কপালে কয়েকটি স্বেদবিন্দু বিজলিবাতির আলোয় চিক্‌চিক্ করছে। নিমেষে তাঁর মুখের পর্দাটি স'রে গেল।

—"তুমি! সেন!! বল কি হে !!!—ও হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—"
স্বপন ক্ষীণকণ্ঠে বলল: "আমি অন্যমনস্কভাবে আপনার ঘরে ঢুকে—"
—"ও হো হো হো plus on est fou, plus on rit— * বোঝা গেছে। জলের মতন সাফ—ওঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। ব'লে একটু থেমে "তোমার সে-সময়ের মনস্তত্ত্ববাদ নিয়ে কিন্তু বেশ জমকালো একখানা নাটক লেখা যায় সেন,—হুঃ হুঃ হুঃ—"

আনাও খিলখিল ক'রে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়বার উপক্রম।

স্বপন মাটিতে মিশিয়ে গেল! বিশ্বাসঘাতিনী!…এ কি রকম আমোদ! অপরকে লজ্জায় ফেলে—

* যতই বলি বোকা—ততই পায় হাসি

মসিয়ে বেনার স্বপনের কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন: "আহা—এতে আর অত লজ্জা কি ভায়া? অমন অবস্থায় পড়লে চলৎ-শক্তি রোধ না হয় কার?"

স্বপন মুখ তুলল।

—"আমি—অর্থাৎ—"

কিন্তু আবার সে মাথা নিচু করতে বাধ্য হ'ল। আনা একটা চাপা হাসিতে ফুলছিল যে! তার রাগ আরও প্রবল হ'য়ে উঠল এবার।

মসিয়ে বেনার আবার সশব্দে হেসে উঠলেন। পরে বললেন: "সেন, আমি এখনো কিছুদিন তোমাকে দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যই আঁকাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখছি বেলা বেশি ব'য়ে যেতে দিলে হয় তোমার জীবনে বসন্ত আর দেখাই দেবেন না।"

ব'লে আনার দিকে চেয়ে সস্মিতস্বরে বললেন: "আশা করি সেনের জীবনে কুহুধ্বনি জাগানোর প্রচেষ্টায় তোমার পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে শেরি?"

আনা হেসে ঘাড় নাড়ল—তৎক্ষণাৎ।

বৃদ্ধ "বহুৎ আচ্ছা" ব'লে স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন: "সেন, তা হ'লে তরশুদিন সন্ধ্যায়—রবিবারে—তোমার ও আনার ডিনারের নিমন্ত্রণ রইল আমার এখানে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়।"

ব'লে আনার দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে: "তারপর কি হবে জানতে নিশ্চয়ই তোমার মনে রমণীসুলভ কৌতূহল উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে? তবে শোনো। ডিনারের পরে কী হবে জানো? আমরা দুজনে—গুরু-শিষ্যে—একত্রে তোমার দেহ-সুষমার চর্চায় ব্রতী হব; অবশ্য—চিত্রে—ভয় পেয়ো না।"—ব'লে স্বপনের পিঠে এক চাপড় মেরে বললেন: "অত ঘাড় নিচু করে না—দুর্—ঘাড় ভেঙে যাবে যে!"

স্বপনের বার্তাবহ

"ওগো অমল-ধবলে সন্ধ্যারাণি!

"দেব তোমায় আজ একটা খবরের মতন খবর?—কিন্তু ভয়ে ক'ব, না নির্ভয়ে?—নির্ভয়েই কই, কি বল? কারণ এ-খবরে অমল-ধবলাও যদি রুষ্টা হন তবে অন্যে পরে কা কথা? জানই ত' ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে মমত্বমুচ্চৈঃশিরসাং সতীব'—ক্ষুদ্রও শরণাগত হ'লে—সতী আশ্রয়দাত্রী কি প্রসন্না না হয়ে পারেন? যাক্ ব্যাপারটা শোন।

"মসিয়ে বেনারের ষ্টুডিয়োতে সুন্দরী মডেলদের শুভাগমন হয়, এ-কথা তোমায় এর আগের দশপাতা চিঠিতে বিশদ ক'রেই লিখেছি। কিন্তু এতদিন ছিল এটা শোনা কথা মাত্র। আজ হ'য়ে দাঁড়াল—দেখা কথা। কিন্তু অপরোক্ষ অভিজ্ঞতার জন্যে অনেক সময়ে এত মূল্য দিতে হয় যে প্রথমটায় মনে হয় দেখা-কথা শোনা-কথা থাকলেই যেন ছিল ভালো। এমন রোমাণ্টিক রকমে অপ্রতিভ হ'তে হয়েছে এ অসভ্যতার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে যে—"

এই অবধি লিখে হঠাৎ থেমে স্বপন খানিকক্ষণ কি ভাবল। তারপর চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন ক'রে সুরু করল ও দ্বিতীয় প্যারাটার স্থলে লিখল:

"মাসিয়ে বেনার যে মডেলদের নিয়ে এখনো আঁকেন এ-কথা তোমায় ইতিপূর্বে লিখেছি। আজ সন্ধ্যায় তাঁর ষ্টুডিয়োতে এমনি একটি মডেলের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তরুণী—চিত্তাকর্ষিণী—নাম আনা। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হবে—মসিয়ে বেনারের কাছে শুনেছি—কিন্তু দেখলে কুড়ি-

একুশের বেশি কিছুতেই মনে হয় না। 'তন্বী—শ্যামা'—কিন্তু ভয় নেই রাণী—তোমার মতন 'শিখর দশনা'-ও নন, 'পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী'-ও নন—নইলে রজ মাথে?

"তবু তাকে সুশ্রী বলতেই হয়—যদিও—"

এই অবধি লিখে স্বপন থেমে গেল—খানিক ভাবল ও লিখল: "যদিও মুখশ্রী তার তোমার মতন অনবদ্য নয়—কোনো ষ্ট্যাণ্ডার্ডেই না—তবে তার চোখ দুটি বড় সুন্দর।"

লিখে কি-ভেবে "উঁহু" বলে মাথা নেড়ে লিখল:

"তাকে আমার ভালো লেগেছে বিশেষ ক'রে বোধ হয় এইজন্যে যে, তার কথার মধ্যে যেন কোথায় একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথার সুর থেকে থেকে বেজে ওঠে—যদিও জোর ক'রে সে এ-সুরকে নিরন্তরই যেন দাবিয়ে রাখতে চায়।

"কেমন জানো? আজ সে হঠাৎ রাত্রে বিদায় নেবার সময়ে আমাকে কথায় কথায় ব'লে ফেলেছিল: 'পুরুষের চোখে বড় হ'য়ে ওঠার সার্থকতা কোথায়?' অবশ্য কথাটা বলেছিল সে খুব বাহাদুরির টোনে—কিন্তু সে যেন ঝরা-ফুলের বাহাদুরি—ফোটা-ফুলের ক্ষণস্থায়িত্ব নিয়ে—ওর ব্যঙ্গের মধ্যে কোথায় যেন একটা গভীর অশ্রুর আভাষ প্রচ্ছন্ন…এ যেন হারিয়ে যাওয়া সম্পদকে 'মানি না' বলা—তোমার মনে হয় না? আমার মনে হয় ও জীবনে খুব একটা বড় ঘা খেয়েছে এই বয়সেই।

এই অবধি লিখে স্বপন শেষ প্যারাটি দুবার পড়ল। তারপর হঠাৎ ও-পাতাটি ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হ'ল। তারপর পাতাটি আর-একবার প'ড়ে মৃদুস্বরে বলল: "থাক।" ব'লে লিখে চলল:

"আনাকে যখন আজ রাত্রে তার বাড়ী পৌঁছে দিতে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছিলাম তখন সে খুব এক চোট হেসে বলেছিল যে 'মডেলের সঙ্গে মানুষ

বড় একটা প্রেমে পড়ে না, কেননা আবরণের কুহকে নারী নিত্য যে-মিথ্যা মায়াবিলাস সৃষ্টি ক'রে নিজের চারধারে ইন্দ্রজাল বুনে তোলে মডেল সেটিকে গোড়া থেকেই বিসর্জন দিয়ে থাকে, তার গৌরবময়ী লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে।' আমি প্রেম শব্দটি উচ্চারণ ক'রে আপত্তি করতে যেতেই সে ঈষৎ তিক্ত স্বরে বলল: "দশ চোখে দেখলে দেখা যায় আমাদের বর্ণবিলাস কি আশ্চর্য রকমের ফাঁকা—যদিও এ-কথা বললে রং-মৌতাতীর রাগ হওয়া স্বাভাবিক, মানি।"

"হয়ত তুমি আশ্চর্য হবে যে এতটা খোলাখুলি কথাবার্তা!—তার ওপর অপরিচিত তরুণ-তরুণীর মধ্যে!!—তার ওপর প্রথম আলাপে!!! আমি নিজেও নভেল-টভেলে এ রকমটা অনেক প'ড়ে থাকলেও বাস্তব জীবনে যে এটা সম্ভবপর তা কখনো পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু বাস্তবিক এ রকম ঝোড়ো রোমান্স এ-সব দেশে সত্যিই বিরল নয়। কেননা, মনে রেখো স্বাধীনতার খোলা হাওয়ায় যে-জাতের নরনারী আশৈশব মানুষ, তাদের আচরণে সাহসিকতার সীমারেখা আমাদের মতন আলোবঞ্চিত জাতির তরুণ-তরুণীর কল্পিত সাহসিকতাকেও নিত্যই ছাড়িয়ে যেতে পারে। এইজন্যেই ইংরাজীতে একটা প্রবচনে বলে যে, সত্য কল্পনাকেও হার মানায়।"

কুহকিনী।

—"না মসিয়ে—ধন্যবাদ।"

মসিয়ে বললেন: "না কেন আনা? মৎস্য-সেবন অতি উত্তম জিনিস। স্বয়ং যীশু খেতেন।"

আনা হেসে বলল: "কিন্তু জীবনে আপনি বা আমি ত ভুলেও কখনো তার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলিনি মসিয়ে?—না না, সত্যি, আর দেবেন না আমি আর পারব না। আপনি বড় পীড়াপীড়ি করেন ওরিয়েণ্টালদের মতন। ভুলে যান যে আপনার পীড়াপীড়িতে যদি সর্বদা সায় দিতাম, তা হ'লে দু'দিনেই আমার বপুখানি আর মডলের তন্বী তনু থাকত না—হ'য়ে উঠত বেলুন লজ্জাদায়িনী।"

মসিয়ে বেনার তবু বাকি মাছের মেয়নেজটুকু ওর পাতে ঢেলে দিয়ে বলেন: "তন্বি! বেলুন-লজ্জাদায়িনী বপু খুব কাম্য নয় মানি—কিন্তু তাই বলে না খেয়ে না দেয়ে ইউকালিপ্‌টাস প্রতিদ্বন্দ্বিনী হওয়াটাই কি বাঞ্ছনীয় বলতে হবে?"

তিন জনেই খুব হেসে ওঠে।

হাসি থামলে বৃদ্ধ বললেন: "তা ছাড়া রসনাতৃপ্তির জোগান দেওয়াও তো একটা আর্ট বটে। দেহের রেখার রসজ্ঞ হ'তে হ'লেই যে এমন বিশ্বপ্রেমপ্রদায়িনী কলাটির প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ হ'তে হবে তার কী মানে? জীবনের চরম উপলব্ধি, যে হার্মনির উপলব্ধি, এ-কথা ভুলবে কী দুঃখে শুনি?"

আনা হেসে বলল: "আপনি 'জীবনের হার্মনিতে রন্ধনবিলাসিতার মূল্য' সম্বন্ধে একটা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন না কেন মশিয়ে? হয়ত ফলে ফরাসী আকাডেমিতে স্থান পেয়ে যেতেও পারেন। একটা নাম থেকে যাবে।"

বৃদ্ধ স্মিতমুখে বললেন: "নাম আমার মারে কে 'শেরি'? আর কিছুর জন্যে যদি না-ও থেকে যায় তা হ'লেও তনুমধ্যা আনার ছবিটির জন্যে যে থাকবেই, এটা ভুলছ কেন?"

—"যদি না থাকে?"

বৃদ্ধ সজোরে মাথা নেড়ে বললেন: "থাকতেই হবে—ওটি হবে সত্যিই স্রষ্টা বেনারের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—দেখে নিয়ো।"

স্বপন হেসে বলল: "কিন্তু সেটা কি স্রষ্টার গুণ—না সৃষ্টির?"

বৃদ্ধ হেসে বললেন: "সা স্ত ন্য পা মাল মশের।* তোমার দেখছি কথা ফুটছে যে ক্রমেই। ব্যাপারখানা কী বল তো খু'লে—শুনি। তোমার অবস্থা যেন ক্রমেই আশাপ্রদ ঠেকছে, না আনা?"

আনা গম্ভীর সুরে বলল: "ঠেকবে না? মিশছেন কার সঙ্গে আজকাল?"

স্বপন ফরাসী কায়দায় মাথা হেলিয়ে অভিবাদন ক'রে বলল: "ধন্যবাদ—মাদ্‌মোয়াসেল—আপনার নম্রতার জন্যে।"

* Ca ce n'est pas mal, mon cher—বেশ বলেছ ভায়া।

ভালোছেলেমি !

ডিনারের পরে ষ্টুডিয়োতে কফি-সমাপন নির্বাহিত হলে মসিয়ে বেনার আনার দিকে অর্থপূর্ণ নেত্রে তাকিয়ে একটু হাসলেন। আনা তৎক্ষণাৎ উঠল ও বিনাবাক্যব্যয়ে একের পর এক তার বেশভূষা খুলতে সুরু করে দিল।

স্বপন প্রাণপণে সহজভাবে তার দিকে তাকাবার চেষ্টা পায়—কিন্তু মনের মধ্যেকার কী একটা কুণ্ঠা কোনোমতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না হঠাৎ মনে পড়ে যায়—আনা রাস্তায় চলতে চলতে তাকে সেদিন একটা কথা বলেছিল যে, লজ্জা হয় পরিচিতেরই কাছে। আনা মিথ্যা বলেনি। কেননা সে তার পরিচিতা না হ'লে তাকে আঁকতে যাবার আগে এ-রকম দুর্জয় কুণ্ঠা—যাহোক ভরসা এই যে, ঘরের মধ্যে ও একা নয়। মসিয়ে বেনারের আনত প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ও একটা ছোট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তাঁর মুখে হাসি-ঠাট্টার লঘু পরদা যেন হঠাৎ দমকা হাওয়ার কুয়াশার মতনই উড়ে গেছে—আর দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে একটা অনাবিল শ্রদ্ধা, একটা গভীর মনোযোগ—ছবির দৃশ্যে শিল্পীর তদ্‌গত দৃষ্টি ! কী অনাসক্ত সে দৃষ্টি ··কী অনাবিষ্ট !···কিন্তু তবু আনার দিকে আবার তাকাতেই তার মনের মধ্যেকার সেই শ্লীল কুণ্ঠাটি ঘন হ'য়ে তার দিকে দৃষ্টির স্বচ্ছতাকে ঢেকে দিতে থাকে। এ কী !···

মসিয়ে বেনার ঠিক তার ডান দিকেই ব'সে তার রেখাপাতগুলির দিকে মাঝে মাঝে চোখ তু'লে দেখছিলেন আর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন আনার গ্রীবা, কণ্ঠ, উরস, উরু প্রভৃতি নানা অবয়বের গঠন, সঙ্গতি ও

আলোছায়ার প্রতি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের আঁকা ছবিটির নানা-বর্ণ-সমাবেশের দিকে তাকে মনোযোগ দিতে বলছিলেন ও মৃদুস্বরে ব্যাখ্যা করছিলেন কোথায় কোন্ রেখাটিকে গাঢ় করা দরকার, কোন্‌টিকে ফিকে, কোন্ ইঙ্গিতটিকে ফুটিয়ে তোলা, কোন্‌টিকে উহ্য রাখা, কোন্ আলোর সঙ্গে কোন্ ছায়ার কি ভাবে মিশ্রণ সুষ্ঠু—ইত্যাদি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এ-ভাবে কাটলে পর তিনি স্বপনের ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে খানিক চুপ ক'রে রইলেন। স্বপন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা ক'রে রইল। ·· তার বুক দুরু দুরু করছিল।

মসিয়ে বেনার বললেন: "কণ্ঠ ও গ্রীবা চমৎকার হচ্ছে—জানু থেকে গুল্‌ফ অবধিও মন্দ নয়—কিন্তু ছবিতে কোমর ও বুক আঁকতে এমন বিষম লজ্জা? ওখানেই বোঝা যায় যেন তোমার দেখার ভঙ্গীর মধ্যে কোথায় খাদ আছে।"

আনা স্বপনের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল।

স্বপন বিপন্নসুরে বলে: "মানে"—

মসিয়ে বেনার একটু হেসে বললেন: "অত বিব্রত হবার দরকার নেই তা ব'লে। তোমাকে ঠাট্টা ক'রে খোঁচা দেবার কোনো দুরভিসন্ধিই আমার নেই। প্রথম প্রথম আমার চোখের দৃষ্টিও কিছু এতটা স্বচ্ছ, কুণ্ঠামুক্ত ছিল না। কিন্তু বন্ধু দৃষ্টিকে অনাসক্ত অনাবিষ্ট ক'রে তুলতে না পারলে যে শিল্পী, রূপকার বা তুলিকার—কিছুই হওয়া যায় না এ-কথাটি ত ভুললে চলবে না।" ব'লে গম্ভীর হ'য়ে বললেন: "এইখানে দেখ আমার আঁকা —এই---আনার যুগল বক্ষের ফাঁকের স্থানটা —আর সেই সঙ্গে তোমার কৃতিত্বের তুলনা কর—তা হ'লেই বুঝতে পারবে কেন তুমি দেখতে শেখনি বলছি।"

স্বপন কুণ্ঠিত স্বরে বলে: "তা আমার আঁকা ঠিক আপনার মতন হ'তে পারে কখনো?"

—"ঠিক আমার মতই হ'তে হবে, এ দিব্যি কে দিচ্ছে হে? বাঃ, আচ্ছা লোক তো তুমি? তোমার দেখার ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যটুকুই বা তা হ'লে ফুটবে কেমন ক'রে? ঐখানেই না শিল্পকলার মহিমা 'মনামি'! * প্রতি শিল্পী যে একই চিত্রকে তার নিজের মতন ক'রে ফুটিয়ে তোলে।"

স্বপন কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল।

—"এই দেখনা কেন, আনার কণ্ঠ ও গ্রীবা তুমি এঁকেচ—চমৎকার। এর মধ্যে শুধু আনার আনাত্বটুকুই না,—সে আনাত্বকে কী চোখে দেখেছ···সেটাও ফুটেছে সুন্দর। কিন্তু ওর বুক কোমর-টোমর আঁকবার সময়ে তুমি তাকে কি ভাবে দেখেছ সেটা ফোটাতে ক্রমাগতই করেছ ইতস্ততঃ। আর কেন করেছ তা-ও তুমি জানো।—শুধু ভালো ছেলে হ'তে গিয়ে। কিন্তু এ-কথাটা ভুলো না বন্ধু, যে প্রাণপণে ভালো ছেলে হ'তে চাওয়া ধর্মজগতে চরম আদর্শ হ'তে পারে বটে—কিন্তু শিল্পজগতে —অভিশাপ।"

স্বপন হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

আনা হেসে বলল: "আপনি যদি এখন এই রকম ভাবে বক্তৃতাই চালান তা হ'লে আমি কাপড়-চোপড় প'রে সভ্যা হই।"

"হ'তে পারো—আমার আজকে সেনকে বোঝাতেই হবে—এই দেখ ডান বাহুর হেলানো ভঙ্গিটুকু—যেখানে কটি অবধি নেমে এসেছে—এই দেখ বাম উরুদেশের লাস-ভঙ্গী—তারপর এই দেখ এই খাঁজটি—" এইভাবে চলল তাঁর উপদেশ আধ ঘণ্টা। শেষে হেসে বললেন: "তাকাতেও এত কুণ্ঠা কেন 'মনামি'? যদি অন্ত কিছু করতে হ'ত তা হ'লেও বা বুঝতাম।"

* Mon ami! বন্ধু!

আনা হেসে বলল : "আপনি ভুলে যাচ্ছেন মসিয়ে যে ওঁকে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাতে হয়েছে। অকুণ্ঠে উনি তাকান কী ক'রে বলুন তো? হ'ত একা একা"—বাকিটুকু উহ্য রেখে আনা শুধু মুখ টিপে হাসল।

মসিয়ে বেনার হো হো ক'রে হেসে বললেন : "বটে বটে, ভুলে গিয়েছিলাম—কলাকারুতে টু ইজ্ কোম্প্যানী থ্রি ইজ্ নন্, না? আচ্ছা বেশ। আনা, পরশু তুমি আমার ষ্টুডিয়োতে না এসে সোজা মসিয়ে সেনের ষ্টুডিয়োতে যাবে। তিনি একাই তোমায় উপভোগ করবেন—মানে —আঁকবেন আর কি—" বৃদ্ধ কাশেন।

স্বপন চেষ্টাসত্বেও আকুণ্ঠভাবে হাসতে পারে না—

কিন্তু আনার হাসি বাধা মানে না। মেয়েদের এত বেশি হেসে-গড়িয়ে-পড়াটা কেমন যেন দৃষ্টিকটু···স্বপনের মনে জেগে ওঠে একটা কী যে বিরুদ্ধতা!

অস্বস্তি!

তার পর দিন। স্বপন সমস্তক্ষণ কী যে একটা অস্বস্তির মাঝখানে কাটায়। অথচ নিছক অস্বস্তিও না।······সঙ্গে একটা মাদকতাও ছিল যে! সে মসিয়ে বেনারের সামনে আনার নগ্ন দেহলতার দিকে তাকাতে একটা কুণ্ঠা বোধ করেছিল বটে—কিন্তু একা কি এ কুণ্ঠার নিরসন হবে? তা ছাড়া এ-ভাবে...এ-বেশে···তার নিজের ষ্টুডিয়োতে এনে সে আনাকে এঁকেছে যদি কোনক্রমে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে? কেবল মন উচ্চারণ করে —সন্ধ্যা, সন্ধ্যা, সন্ধ্যা! সে মনে করবে কী? মসিয়ে বেনারের

আদেশে সে আঁকছে এ ভরসা ? কিন্তু কে বলল—সন্ধ্যার কাছে এ-ধরণের আদেশের অলঙ্ঘনীয়তা সম্বন্ধে যে কোনো স্পষ্ট ধারণা আছে ? অবশ্য দেশে এ-খবর লিখে না জানালে আপাততঃ এ সমস্যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে বটে—কিন্তু যদি ওর পারিসের অমায়িক বাঙালি বন্ধুদের কেউ কোনো সূত্রে জানতে পারে ? চিরদিন কিছু এ রকম খবর তাদের কাছ থেকে গোপন রাখা যাবে না ! তা হ'লে ? একলা ওকে আঁকাটা গোপন রাখবে না কি তবে ? কিন্তু সন্ধ্যার কাছ থেকে এ খবরটা লুকোনোই কি তার ঠিক হবে ? বিশেষতঃ যখন সে জানে যে তার উচ্ছ্বাস-বিরাগিণী অভিমানিনী যদি বা ভয় পায় সে ভয় প্রাণ গেলেও প্রকাশ করবে না—বা কোনো-রকম আতিশয্যে নিজের আত্মসম্ভ্রম হারাবে না। আর সেইজন্যেই ত সন্ধ্যার কাছে তার বেশি অকপট থাকা কর্তব্য। যেখানে বাইরের দাবী উগ্র হ'তে চায় না, সেখানেই তো ভেতরের দাবি হ'য়ে ওঠে দুর্লঙ্ঘ্য !

একবার ভাবে মসিয়ে বেনারকে সব কথা খুলে ব'লে আনাকে মডেল হয়ে আসতে বারণ ক'রে পাঠাবে। কিন্তু তা'তেও আবার আত্মমর্য্যাদায় ও পৌরুষগর্বে আঘাত লাগে যে ! বৃদ্ধ হয়ত মুখে কিছু বলবেন না, কিন্তু যে একটা কৃপাহিম চাহনি দেবেন !—নাঃ, ও-কথা ভাবাই যায় না।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে—মসিয়ে বেনারের আনাকে দেখার সময় সেই অনাসক্ত দৃষ্টি, মুগ্ধ মনোযোগ উদ্ভাসিত আনন।······আর ও পারবে না ? ······বিশেষতঃ আজই ওকে ভাল ছেলে ব'লে তাঁর পরিহাসের পরে ? ······অসম্ভব। ও সন্ধ্যাকে চিঠি লিখতে ব'সে যায়।

আবার পত্র

"ওগো আমার ধীর মলয় ধীর গমনে সন্ধ্যারাণী !

"কাল মসিয়ে বেনারের ষ্টুডিয়োতে রাত দশটা অবধি তিনি ও আমি একত্রে আনার ছবি এঁকেছি। আমার আঁকার অনেক প্রশংসাই তিনি করলেন—যদিও সঙ্গে সঙ্গে দু-চারটে দোষও যে দেখাননি তা নয়। বললেন :"

থেমে স্বপন "বললেন" কথাটি কেটে দিয়ে লিখল :

"বুঝতেই পারছ, আনা ঠিক সুসম্বৃতা ছিল বলা যায় না। তখন ছিল যাকে বলে নগ্ন অবস্থায়।" লিখে নগ্ন কথাটির আগে একটি 'অর্ধ' বসিয়ে দিল। "কিন্তু তাতে তাঁকে এতটুকু বিচলিত হ'তে দেখলাম না। প্রথমটা আমি একটু বিব্রত বোধ করছিলাম বৈ কি।" স্বপন কলম রেখে একটু ভাবল, পরে লিখল : "কিন্তু সে অস্বস্তির ভাবটা দেখতে দেখতে কেটে গেল—বোধ হয় আরো এই জন্যে যে মসিয়ে বেনার আমায় বড় ঠাট্টা করেন আমার ভালোছেলেমিকে নিয়ে। তাই তাঁর কথামত আনাকে আরও কয়েকদিন এ-ভাবে সিটিং দিতে হবে। কাল দ্বিতীয় সিটিং-এর দিন।"

এই অবধি লিখে নতুন পাতায় লিখল :

"কাল সে আমার ষ্টুডিয়োতে একা আসবে—কারণ গুরুর তাই ইচ্ছে।" লিখেই এ-পাতাটি ছিঁড়ে ফেলে লিখল :

"কাল রাত্রে ওকে ওর বাসায় পৌঁছে দেবার পথে—রাত প্রায় এগারটার সময়ে—কাছেই একটা 'কাবারে'তে * ঢোকা গেল।

* Cabaret—রঙ্গনৃত্য শালা।

"কাবারে জিনিষটা কি তুমি হয়ত বই-টইয়ে প'ড়ে থাকবে। তবু যদি না প'ড়ে থাক তাই একটু বর্ণনা করি। কাবারেতে ভোজন ও নাচগান, দুয়েরি সরঞ্জাম থাকে। অবশ্য নানারকম কাবারে আছে। কোনো কোনটাতে দর্শকেরাও নাচে—অনেকটা বলরুমের বা লণ্ডনের নাইটক্লাবগুলির মতন। আবার কোনো কোনটাতে নানারকম রঙচঙে দৃশ্য, বিভিন্ন নক্সা প্রভৃতি দেখানো হয়। কোনো-কোনো কাবারেতে আবার—যেমন ধর, পারিসের বিখ্যাত 'লাপ্যানাজিল'-এ * পুরোনো সঙ্গীত হার্প প্রভৃতির সঙ্গে গাওয়া হয় ও দর্শকেরা শুধু রঙিন তরল পদার্থ ও ফল স্যাণ্ডউইচ প্রভৃতির চর্চা করতে করতে শোনে। এ ধরণের কাবারেতে আলাদা কোনো রঙ্গমঞ্চ থাকে না, এদের উদ্দেশ্য দর্শক ও নর্তকী অভিনেত্রী, গায়ক ও গায়িকা প্রভৃতির মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ গোছের সম্বন্ধ গড়ে তোলা। আর তোলেও। কিন্তু সে কথা যাক। আমাদের কাবারের কথাই বলি।

"যে-কাবারেটিতে আমরা ঢুকলাম সেটি পারিসের একটি রুষ কাবারে —বড় সুন্দর। এধারে ওধারে বক্সে অনেকগুলি ছোট ছোট টেবিল—সামনেই রঙ্গমঞ্চ—ছোট্ট, কিন্তু পরিচ্ছন্ন, নয়নমনোহারী। সে এমন-একটা সৌন্দর্যের আবহাওয়া যে মনটা দু'দণ্ডেই ভ'রে ওঠে। আমি নানারকম কাবারেতে গিয়েছি, কিন্তু রুষদের কাবারের মতন আর্টিষ্টিক কাবারে কোথাও দেখিনি।

"আমরা যখন এ-কাবারেটিতে ঢুকলাম তখন কয়েকটি রুষ নর্তকী দু-চারটি রুষ চাষার সঙ্গে রুষদেশের ঘরোয়া নাচ নাচছে যাকে বলে 'ফোক

* Lapin Agile—পারিসের একটি বিখ্যাতক বারে—খুব পুরোনো ঢঙের এবং মনোহর।

ডান্স'। সে এমন সরল সুন্দর অথচ আবেশময়, সন্ধ্যারাণী, যে—বলতে ইচ্ছে হয়—না, তোমাকে দেখাতে ইচ্ছে হয়।

"আনা ও আমি তো একটি নিরালা বক্সে বসলাম। আমাদের মধ্যখানে একটি ছোট তেপায়া টেবিল। শ্যাম্পেন দিয়ে গেল। সেবন করতে করতে দেখা চলতে লাগল। ফোক ডান্সটি আমাদের দু'জনার সব চেয়ে ভালো লাগল। তার পরেই যবনিকা—মধ্য অঙ্কে আমরা দেখতে এসেছিলাম কিনা।...

"কি কথায় কথায় আমাদের দেশের নরনারীর সামাজিক মেলামেশার কথা ওঠায় ও জিজ্ঞাসা করল: 'আচ্ছা আমার সঙ্গে আজ যে-ভাবে মিশছ তোমাদের দেশে কোনো তরুণীর সঙ্গে কোনো তরুণের সে-ভাবে মেলামেশা কি সম্ভব?' আমি বললাম: 'না, তবে আজকাল আলাপিতার সঙ্গে বিবাহ-প্রথার চল হচ্ছে—কোর্টশিপ এল ব'লে।' আনা সব্যঙ্গে বলে: 'বলতে পার, মেলামেশার কথা বলতেই তোমাদের মনে বিবাহ-প্রথার প্রশ্নই সব আগে ওঠে কেন? কখনো মনে হয় না কেন যে, বিবাহের ধুমধাম প্রেমের ক্ষেত্রে পূর্বরাগের বাঁশি নয় অন্ত-রাগেরই ঘণ্টা?' ব'লেই ও আমাকে জবাব দেওয়ার সময় না দিয়েই বলল: "শোনো, আমি তোমাদের চির-সুন্দর, অনবদ্য বিবাহ-প্রথাকে আক্রমণ করবার কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে ও-কথা বলিনি—বিশ্বাস কোরো। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম যে তোমাদের সমাজে কোনো মেয়ে কোনো ছেলের সঙ্গে একটু স্বাধীন বিহারের সুযোগ ও স্বাধীনতা পেতে পারে কি না। ধর, এ-রকম 'তেত-আ-তেত?' * এবার আমাকে একটু কুণ্ঠার সঙ্গেই 'না' বলতে হ'ল অবশ্য। তা'তে আনা জোর পেয়ে গেল। বলল: 'আচ্ছা, তোমাদের কি কখনো মনে হয় না যে', এতে ক'রে দেশের নরনারীর

* Tete-a-tete—নরনারীর নির্জন বিশ্রম্ভালাপ।

জীবনীশক্তি অঙ্কুরেই নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে? আমাকে নিরুত্তর থাকতে হওয়ার দরুণ ভারি দুঃখ পেতে হ'ত নিশ্চয়ই যদি না ঠিক এই সময়ে রঙ্গমঞ্চে একটি নূতন দৃশ্যে একটি নৌকাবিহারের কাহিনী সুরু হ'ত।

"সত্যি সন্ধ্যারাণী, কাল রাত্রে কাবারে জিনিষটাকে যে-ভাবে উপভোগ করলাম ও যে-চোখে দেখলাম এর আগে কখনো সে চোখে দেখিনি। ইতিপূর্বে কাবারে-র প্রতি-টেবিলের যুগল মূর্তিকেই যেন আমার একটু সন্দেহের চোখে দেখতে ইচ্ছে হ'ত। কিন্তু কাল আনা আমাকে বেশ ভাবিয়ে দিয়েছিল এই প্রসঙ্গে একটা কথা ব'লে। বলেছিল: 'তুমি যা সন্দেহ করছ যদি সে-সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক না হয় তাতেই বা কি? য়ুরোপে প্রতি নাগরিকের সঙ্গে প্রতি নাগরিকার মেলামেশার আদান-প্রদানে কোথায় তারা 'আর-না'-র গণ্ডী টানবে-না-টানবে সে-ভাবনা নিয়ে সমাজের কী এত মাথাব্যথা বলো তো?' আমি একটু প্রতিবাদ ক'রে বলেছিলাম: 'কিন্তু সমাজ যখন রয়েছে, আর যেখানে তোমাকে আমাকে নিয়েই সমাজ—সেখানে তোমার আমার বিপদ হ'লে সমাজের কি কিছুই বলার থাকতে পারে না? বাঃ!' আনা হেসে বলেছিল: 'এ-সব তোমার সেকেলে কথা, যখন নারীকে সম্পূর্ণ পুরুষের মুখ চেয়ে থাকতে হ'বে। তখনকার দিনে বিপদে আপদে নারী খুবই অসহায় ছিল। তাই সে-যুগে সমাজের হয়ত এই পাহারাওয়ালা-ইন্স্পেক্টর-রূপের একটু সার্থকতা ছিল।' ব'লেই থেমে সামনের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলল: 'ঐ দেখ ঐ টেবিলে একটি ইহুদী মেয়ে একজন জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে ব'সে। মনে কর কি ও এত অসহায় যে প্রতি কথায় ঠোঁট ফুলিয়ে সমাজের কাছে ছুটবে প্রতীকারের জন্যে? হয় ওর একটা চলনসই চাকরি আছে, না হয় কিছু সঙ্গতি আছে। আর তা-ও যদি না থাকে তবে ওর এমন কিছু ভরসা আছে ঐ জাপানী সঙ্গীটির ওপরে যে, ও জানে কোন

বিপদ আপদ হ'লে ভদ্রলোকটি ওকে একেবারে অথই জলে ফেলে পালাতে পারবে না। রুষ দেশে ত আজকাল আরও সুবিধা,—অথই জলই আর নেই; কোনো মেয়ের যে অবস্থাই হোক না কেন, সে যে একটু-আধটু হাবুডুবু খেতে পারে—কিন্তু কোনো স্খলনের জন্যেই অথই জলে ডুবতে পারে না। অর্থাৎ সন্তানের ভার সরকারই নেন।' আমি বললাম: কিন্তু গৃহজীবনকে এ-ভাবে ধ্বংস করাটাই কি ভালো?' তা'তে ও একটু উষ্মার সঙ্গে বলল: 'না। ভাল হচ্ছে পুরুষের কাঁধে মেয়েদের চাপানো—যেমন চেপেছিল আরব্যোপন্যাসের সেই সিন্ধুবাদ নাবিকের ঘাড়ের ওপরকার নাছড়বন্দ্ বুড়ো' ব'লেই উষ্মা-ছেড়ে ব্যঙ্গের সুর ধ'রে বলল: 'না, মনামি, না। একদিন হয়ত নারীর ভরসা ছিল যে ও-ভাবে পুরুষের ঘাড়ে চেপে ব'সে থাকার মধ্যে শেষটায় চরম সার্থকতা মিলবেই মিলবে। কিন্তু আজকের দিনে ও-বন্দোবস্তে না স্বস্তি পান আরোহিণী না বাহন। অবশ্য এখানে আমি গতানুগতিকদের কথা বলছি না, বলছি সেই সব প্রাণবন্ত নরনারীর কথা যাদের জীবন চিরদিন সমাজে স্রোত এনেছে, গতি এনেছে, বাঁধা ভেঙেছে, বাধা ডিঙিয়েছে।'

"আমি একটা জুৎ-সৈ উত্তরের কথা ভাবচি এমন সময়ে তিন-চারটি মেয়ে প্রায় উলঙ্গিনী হ'য়ে ষ্টেজের ওপর নাচ সুরু ক'রে দিল। আর তার পরে দর্শক ও ললনাদের সে কী হাততালি ও 'আঙ্কোর'—'আঙ্কোর'! আমার একটু যেন কেমন-কেমন লাগছিল, কিন্তু আনা নির্বিকার। সে শুধু বলল: 'এ নাচটার মধ্যে কোনো কিছু সৃষ্টি-প্রতিভাই দেখা গেল না। মামুলি গতানুগতিক—বাসি।' খানিক আগে নগ্ননৃত্য নিয়ে আমাদের একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল। আমি বললাম: 'তা হ'লেই দেখছ আমি যে বলছিলাম নৃত্যকে এ ভাবে বে-আব্রু করতে গেলে শেষটায় তার পক্ষে হাততালি পাবার জন্যে শুধু নগ্ন হওয়া ছাড়া আর কিছু হবারই

দরকার করে না সে কথাটা নেহাৎ—'আনা বাধা দিয়ে বলল: 'সে কথা তো আমি অস্বীকার করিনি। আমি বলেছিলাম অঙ্গের যদি সৌষ্ঠব থাকে তা হ'লে নৃত্যছন্দে সে-সৌষ্ঠব জাহির করার মধ্যে দোষের কী আছে? নগ্নতা যদি ছবিতে আঁকা চলে তা হ'লে নাচে দেখানোই বা চলবে না কেন—অবশ্য যদি এ-নগ্নতা সুন্দর হয়?' খানিকক্ষণ এই নিয়ে ফের কথা-কাটাকাটি চলতে চলতে আর একটি দৃশ্য অভিনীত হ'তে আরম্ভ হল।

"সেটি এক দৃশ্যে একটি ছোট্ট গল্প। একটি মেয়ে টাইপিষ্টকে একদিন রাস্তায় একটি যুবক চোখ ঠারে। মেয়েটি সন্ধ্যেবেলা তার সঙ্গে একটি নাচের ঘরে যায়। সেখানে খুব নাচতে নাচতে তারা পরস্পরের প্রতি ভারি অনুরক্ত হ'য়ে পড়ে। এখন হবি তো হ'—সেই ঘরে ঠিক সেই সময়ে নাচতে এসেছিলেন ঐ মেয়েটির স্বামী যাঁর সঙ্গে তার বছরখানেক ছাড়াছাড়ি। তিনি স্ত্রীকে দেখে তার কাছে এগিয়ে আসেন ও তাদের মধ্যে একটু কথাবার্তা হয়। তাঁর নব প্রণয়িনীটি নিখোঁজ হওয়ার দরুণ তিনি ফিরে পাওয়া স্ত্রীকে আবার ফিরে আসতে বলেন। স্ত্রী বলে, না সে আর-একটি ছেলের সঙ্গে ভাব ক'রে নিয়েছে ইতিমধ্যে। স্বামী প্রভুর এতে ঈর্ষানলে ঘৃতাহুতি পড়ে। তিনি তাঁর স্ত্রীর নবলব্ধের কাছে গিয়ে তাকে রুখে দু-চারটে কথা বলেন। মেয়েটি তা'তে এসে তার গালে এক চড় মারে। মহা গোলমাল—পুলিশ এসে তাদের ধ'রে নিয়ে যায়।

অভিনয়টি হয়েছিল বড় চমৎকার। কিন্তু ভূত প্রণয়ীর রুখে উঠা দেখে আনার মুখ তো রেগে লাল। ক্রমাগত সে বিড় বিড় ক'রে বলতে লাগল 'পশু—পশু—পশু।'

"দৃশ্যটি শেষ হবার পর আমি দেখলাম সে ভারি বিচলিত হয়েছে। আমি একটু আশ্চর্য হ'য়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে উত্তর দিল যে,

এখন যে সভ্য সমাজের মধ্যে এ-রকম উলঙ্গ বর্বরতা নিজেকে জাহির করতে পারে এ-কথা ভাবলেও তার ধৈর্যচ্যুতি হয়। আমি বললাম: 'কিন্তু স্বামিটির কথা যে তুমি একটুও ভাবছ না।' আনা বলল: 'স্বামি আবার কি? মেয়েটি তার সঙ্গে থাকতে চায় না, এই কি যথেষ্ট নয়? এর পরেও কেবল এক বর্বরেই এসে চড়াও হ'য়ে পীড়াপীড়ি করতে পারে। আমি বললাম: 'কিন্তু তিনি যে বললেন ঐ পুরুষটিকে এত অল্প আলাপে এতটা বিশ্বাস করা তার উচিত নয়?' আনা রুষ্ট হ'য়ে বলল: 'সে কথা তাঁর বলার কী অধিকার শুনি? শুধু আইন অনুসারে এখনও মেয়েটি তাঁর স্ত্রী—এই লজ্জাকর অধিকারকেও কি একটা অধিকার বলে মানতে হবে নাকি?' আমি একটু আশ্চর্য হ'য়ে বললাম: 'লজ্জাকর অধিকার? আনা তীক্ষ্ণস্বরে বলল: 'নয়? যেখানে অপর পক্ষ ছাড়তে চায় সেখানে আইনের দোহাই দিয়ে শুভার্থী হ'য়ে তাকে বাঁধতে যাওয়া—উঃ—এর অগৌরবের কথা ভাবলে মানুষের ওপর—' ব'লেই আত্মসংবরণ ক'রে বলল: 'সে কথা যাক। কিন্তু এইমাত্র তুমি ওদের অতি—অল্প আলাপের কথা তুললে কি ক'রে বল তো? ধরো, তোমার সঙ্গে আমার আলাপ তো খুবই সামান্য। কিন্তু তাতে কি এতটুকু এসে যায়? ধরো, যদি রাস্তায় ঐ বর্বটার মতন কোন ভর্তা আমাকে আক্রমণ করে তা হ'লে আমি তাকে বেশি আপনার মনে করব, না তোমার কাছে প্রার্থনা করব বাঁচাও ব'লে?' আমি কেমন যেন একটু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে লাগলাম—বুঝতেই পারছ। কি উত্তর দেব ভেবেই পেলাম না। আনা কিন্তু হেসেই বলল: 'বন্ধু, সময়ের অনুপাতেই কি ভাববস্তুটি গাঢ় হ'য়ে ওঠে, না প্রীতি বাইরের সার্টিফিকেটের অপেক্ষা রাখে? ধরো, তোমাকে দুদিন আলাপের পরই তো এতটা মনের কথা ব'লে ফেললাম, কিন্তু মনে করো কি, আমার যে-কোনো আলাপীর সঙ্গে এতটা হৃদ্যতা হ'তে পারত—

শুধু দিনের পর দিন মিশলেই? আমি হেসে বললাম: 'তা বটে, কিন্তু মনের কথা কই তুমি বললে? তুমি তো শুধু তর্ক করলে প্রাণপণে।' আনা হঠাৎ আমার মুখের ওপর অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপন করে বলল: 'কিন্তু তর্কের মধ্য দিয়েই কি অনেক কিছু বলিনি?' অমি বললাম: 'বলেছ বটে, কিন্তু তবু—' ও একটু হেসে বলল: 'ওর চেয়ে বেশি বলতে গেলে কি পারবে সইতে,—ছু'দিনের-বন্ধু?' আমি টপ ক'রে বললাম: 'বিলক্ষণ বন্ধু ছু'দিনেরই হোক আর চার দিনেরই হোক, বন্ধু তো বটে!—তুমিই তো একথা বললে—এই মাত্র।' আনা বলল: 'আচ্ছা, শোনো তবে একটু সুর করে রাখি আজ—বিশেষ যখন ঠিক এমুহূর্তে বলবার মতনঃমনের অবস্থায় এসে-যাওয়া গেছে।' কিন্তু ঠিক এই সময়ে একটা ভারি হৈ-চৈ-ওয়ালা নাচ সুরু হ'ল বিশ্রী কাড়ানাকড়া সমেত। আনা বিরক্ত হ'য়ে বলল: 'চলো উঠি। আজ আর হ'ল না।'

"উঠলাম—কিন্তু মনের মধ্যে ভারি একটা আক্ষেপ পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠল, রসভঙ্গ হ'য়ে গেল ভেবে। এ-আক্ষেপ আমার আজ সমস্ত দিনেও যায়নি—কেননা বিদেশিনীর মনের গোপন তারের কাঁপন বিদেশীর কানে একটু বেশি লোভনীয় ঠেকেই। কিন্তু ও ভরসা দিয়েছে যে, এর পরের দিন ওর মনের গোপন তারের ওপর দিয়ে একটু বেশিক্ষণ ধ'রেই আলাপ করবে – ক্ষতি পূরণস্বরূপ।

"হ্যাঁ,—একটা কথা। এসব যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না হয়—তোমার 'কানের ছুল' বা 'ভুরুর টিপ' বা 'নাকের নথ' কোনো সইয়ের কাছেই না—না—না। বুঝলে তো? লিখে স্বপন এটু ভাবে তারপর মৃদুস্বরে বলে: "থাক্।"

অতিথি সেবা

স্বপনের ষ্টুডিয়োটি ছোট হ'লেও এধারে কাঁচ—ওধারে কাঁচ ওপরে কাঁচ কোণে কাঁচ—কাঁচে কাঁচে ধুল গরিমাণ। পারিসের মতন ম্লেচ্ছদেশে নভেম্বরে যতটা আলোর পানে গগনদ্রোহী কক্ষকে খুলে ধরা যেতে পারে ততটা বে-আব্রু হ'তে স্বপন ত্রুটী করেনি। কাঁচের প্রচ্ছদের দাম বেশি—কিন্তু লক্ষ্মীর প্রসাদে স্বপনের চেকবুকেরও সম্মান রাখতে পারিসের তথা লণ্ডনের মিডিলাণ্ড ব্যাঙ্ক ছিল মজুদ।

আনা এল বিকেলে। বলল: "বেশ চমৎকার ষ্টুডিওটী তো!—আবার সামনেই বাগান।

স্বপন হেসে বলল: "এই—কঠোর কর্তব্যের সঙ্গে একটু প্রকৃতির প্রসাদলাভ আর কি। নইলে, জীবন তো হ'য়ে দাঁড়ায় শুধুই ধুলো। কফি খাও তো তুমি?

—"হাঁ' তবে দুধ দিয়ো না।"

স্বপন ছোট্ট একটি ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভে কফি চড়াতে চড়াতে বলল: "দুধ না দিয়ে কফি মুখে দাও কেমন ক'রে মাদ্‌মোয়াসেল।—"

—"ফের! কাল রাত্রে কাবারেতে রঙিন তরল পদার্থের গা-ছুঁয়ে কী দিব্যি করা হয়েছে?—"

স্বপন হেসে বলল: "ক্ষমা। সাক্ষাৎ বাঙালির ছেলে তো। একদিনেই কি বিদেশীনিকে নাম ধ'রে ডাকতে পারি? প্রথম প্রথম একটু ভুল হবেই।"

—"তুমিও ত বিদেশী—আমার কাছে। কই, আমি তো তোমাকে বেশ নাম ধ'রে ডাকতে পারছি সোয়পন!"

—"কই পারছ, আমায় দেশে ডাকে শপন ব'লে।"

—"তবে S-এর পরে একটা W জোড়া কোন্ দুঃখে শুনি?"

—"ও-কথাটা সংস্কৃত কি না। কিন্তু ফনেটিক্সের গবেষণা এখন থাকুক। সত্যি, কফির সঙ্গে দুধ খাবে না মাদ্—আনা?

আনা হেসে বলল: "এই তো চেষ্টা করতে না করতে হাতে হাতে ফল। এপাতাঁ! কিন্তু বিনা দুধে কফি—এতে আশ্চর্য হচ্ছ কেন? মানুষ জীবনে এর চেয়েও অসাধ্য-সাধন করেছে।"

—"যথা?"

—"কত দৃষ্টান্ত দেব?"

—"একটা অন্ততঃ।"

—"প্রেমকে চিরস্থায়ী ব'লে তার স্তবগান, বিবাহকে ভগবানের বিধান ব'লে অঙ্গীকার—ঐ—ঐ তোমার কেটলির জল ফুটে উঠেছে—নামাও নামাও।"

স্বপন কফি-ফিলটারে গরম-জল ঢালতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। কেবল কফি তৈরি করার সময়ে আজ তার সেদিকে মন ছিল না—আনার কথা কয়টা …ঘোরাফেরা করে মনের আনাচে কানাচে।

সদ্য-বন্ধু

কফি পান সমাপন হ'লে ব্লাউসে হাত দিয়ে আনা বলল: "তা হ'লে এবার খুলি—?"

স্বপন কুণ্ঠিত হ'য়ে বলল: "দাঁড়াও—কয়েকটা এক্লেয়ার * রয়েছে যে। দেখ দেখি—তোমাকে দেওয়াই হয়নি—"

আনা তর্জনী হেলন-সহকারে বলল: "এখন না। না-হয় শেষে হবে—আর এক পেয়ালা কফির সঙ্গে। জানো তো তোমাদের গুরুজাতি বিবেকী ইংরাজেরা কি বলেন?—আগে কাজ পরে আনন্দ।"

স্বপন হেসে বলল: "তা হ'লে তো তোমার সিটিং দেওয়াটাকেই পরের পর্যায়ে ফেলতে হয় আনা!"

আনা সকটাক্ষে বলল: "কেন আর স্বপন? অসহ্য তারা সিটিং দিলে যারা আনন্দ পায়—তাদের জাতই আলাদা যে।"

—"আহা—হা! যেন মসিয়ে বেনার একটুও আনন্দ পান না।" কেন? নারীর নগ্ন-দেহ তাঁকে আনন্দ দেয় ব'লে তোমাকেও দেবে! বাঃ! খাসা যুক্তি তো!"

স্বপন ঈষৎ আহত হওয়া সত্ত্বেও জোর ক'রে হেসে বলল: "যুক্তিটা আমার হয় তো নিখুঁৎ হয়নি—কিন্তু দুজনের শিরায়ই যেটা প্রবহমান সেটা তো একই তরল পদার্থ! তবে তাঁর দ্বারা যা সম্ভব আমার দ্বারা তা—"

—"কী পাগলামি করছ বলো তো? মনে-প্রাণে যে শিল্পী তার রক্ত

* Eclair—ক্রীম পোরা সরু কেক।

—আর মনে-প্রাণে যে ভালো ছেলে তার রক্ত? দেখতে দুই ই লাল ব'লেই কি একই উপাদানে তৈরি বলতে হবে? ইকর ও সা?"*

স্বপন জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল।

আনা ফের বলল: "কিন্তু তোমাকে দেহতত্ত্ব বোঝাবার জন্যে কি আমাকে এখানে তিনি পাঠিয়েছেন মনে করো? প্রস্তুত?" ব'লে ব্লাউজে হাত দিল ফের।

স্বপন বিপন্ন সুরে বলল: "একটু বাদে আনা। দাঁড়াও, আমার তুলিটুলিগুলো আগে বার করি।"

দীর্ঘসূত্রিতা? কিন্তু তার বুকের মধ্যে ভালো ছেলের রক্ত যে আজ হঠাৎ একটু বিশেষ রকম উতলা এ কথা আনার কাছে ধরা প'ড়ে গেলে। সে কি আর কোনদিন তার বা মসিয়ে বেনারের মুখের দিকে সোজা তাকাতে পারবে? তাই সে এইসব ছুতোয় যা ঘটবেই তাকে দেয় বাধা—জিনিষপত্র বার করতে করে দেরি। আনা শেষটায় বলে বসে:

—"কি-একটা ভাবছ তুমি, না?"

—"কই, না তো!" খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতায় কাটে।

—"যদি কিছু মনে না করো—একটা কথা জিজ্ঞাসা—"

—"স্বচ্ছন্দে। আমি ত য়ুরোপীয় নই যে প্রশ্নবাদ সম্পর্কে ছুৎমার্গপন্থী হব।"

—"তুমি বিবাহিত?"

স্বপন চকিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল: "হঠাৎ?"

*দেবতার ধমনীতে যে রক্ত বয় তার নাম ichor, মানুষের দেহে—রক্ত বা sang, ফরাসীতে।

—"আহা বলোই না—এইমাত্র তো বলছিলে যে তুমি য়ুরোপীয় নও। নিশ্চয় বিবাহ না ক'রে তবে এ-দেশে পা দাওনি?"

—'দিয়েছি।' ব'লেই তার ভারি অনুতাপ এল—শঙ্কাও।... তক্ষণি বলল: "—অর্থাৎ—ঠিক বিবাহ নয়।"

—"এর মধ্যে আবার অর্থাৎ কি?—ও—বাগ্দত্ত?"

স্বপন ব'লে ফেলে: 'হুঁ।' ব'লে একটু সুস্থ বোধ করে যেন তবু।

—"তোমার বাগ্দত্তা তোমায় ভালোবাসেন?—না, এত কথা জিজ্ঞাসা করলে বিরক্ত হবে?"

স্বপন তুলিটুলিগুলো পাশে রেখে তার মুখের দিকে চেয়ে সহজ সুরে বলতে চেষ্টা করল: "বিলক্ষণ। তুমি যত ইচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে পার—কেবল এই সর্তে যে, আমাকেও অনুরূপ প্রশ্নের অধিকার দেবে।"

আনা হাসে: "সে অনুমতি আমি তোমাকে স্বচ্ছন্দে দিতে পারি—এবং বিনা সর্তে।"

—"বিনা সর্তে কেন?"

—"যার ত্রিকুলে কেউ নেই, সে নিজের কথা গোপন করতে চাইবেই বা কোন্ লজ্জায়, আর আত্মকাহিনী বলার আগে সর্ত করতে যাবেই বা কিসের লোভে?"

—"আত্মকাহিনী গোপন করতে যায় কি মানুষ শুধু—"

—"অবিশ্যি। বন্ধুবান্ধবের কাছে যায় সম্মানের দাবি আছি, সমাজে শ্রদ্ধেয় হবার উচ্চাশা আছে, প্রিয়জনের প্রীতি বজায় রাখার মাথাব্যথা আছে—একটু বুঝে-সুঝে না চললে তার চলে?"

—"কেউ নেই তোমার?"

স্বপনের সুরে একটা কারুণ্য যেন ফুটে ওঠে...চাপাতে পারে কই?

—"আছে। স্বামী।"

"স্বামী !" স্বপন চম্‌কে ওঠে।

আনা হাসির লহর দেয় তু'লে: "অত ভয় কি বন্ধু? মাত্র আইন অনুসারে স্বামী বলছি—তার বেশি না।"

স্বপণ অপ্রতিভ হ'য়ে এবার সামলে নিল, বলল: "মানে ডাইভো—"

—"প্রায়। তবে এখনো কেস চলছে ব'লে আইন অনুসারে তাঁকে আমার স্বামী না ব'লে উপায় কি বলো?" আনা হাসে। কিন্তু কী এক করুণ রেশ যেন সে হাসিতে!

—"মাফ করো আনা।"

—"এ কথা তোলার জন্যে? না, আমার স্বামীর সম্বন্ধে কিছুই না জানা সত্ত্বেও তোমার মনে তাঁর প্রতি একটা বিদ্বেষ জন্মেছে এইজন্যে?"

—"বিদ্বেষ!" স্বপন ভারি অস্বস্তি বোধ করে। একটু রাগও। এ কী রকম ঠাট্টা!

আনা খিল খিল ক'রে হেসে ফেলে।

—"বিদ্বেষ কথাটা শুনতে যত মন্দ সত্যিই তো আর তত মন্দ নয় বন্ধু, যে, অত রাগ করছ। ভেবে দেখ না, রসিক যুবাপুরুষের স্ত্রী থাকাটা যে-কারণে তার রোমান্সের পথে কাঁটা, পূর্ণ-যৌবনার স্বামী থাকাটাও কি ঠিক সেই কারণেই অশাস্ত্রীয় নয়?"

ফের কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়া সত্ত্বেও জোর ক'রে হেসে স্বপন বলে: "হ'তে পারে। কেবল—আমাকে রসিক ঠাওরালে কি জন্যে জানতে পারি কি?"

—"যে দূরদর্শী শিল্পী সদ্য-পরিচিতা মডেলের সামনেও স্ত্রীকে বাগদত্তা ব'লে পরিচয় দিতে এত ব্যগ্র তাকে যদি রসিকচূড়ামণি না বলব, তো বলব কাকে স্বপন?"

স্বপনের মুখ হ'য়ে ওঠে টকটকে লাল!

আনা ফের তার হাসির বান ডাকিয়ে দিল: "কিন্তু কি রকম blague * ক'রে ধরেছি সেটা বলো?—আরে হ্যাৎ বন্ধু। এতে অত লজ্জা কি? আমার তো আজ তোমার প্রতি প্রথম শ্রদ্ধা এল।"

স্বপন হাসবার ক্ষীণ চেষ্টা করে: "মিথ্যে বলার জন্যে?"

—"নিশ্চয়। মিথ্যা বলে মানুষ কখন? না, যখন জীবনের বেথাপ্পা অসঙ্গতি ও বেরসিক যোগাযোগ সম্বন্ধে তার চোখ ফোটে। এ-অভিজ্ঞতাকে শ্রদ্ধার চোখে না দেখে উপায় আছে?"

স্বপন অপ্রতিভস্বরে বলে: "মানে?"

—"এই ধরো না কেন; বর্তমান ক্ষেত্রে তুমি ঠিকই বুঝেছিলে—তা মুখে স্বীকার করো বা না-করো—যে, ঘরে তোমার পত্নী থাকাটা তোমার-আমার মধ্যে—অর্থাৎ কি না—হৃদ্যতার পথে—একটা মস্ত কাঁটা হ'তে বাধ্য। অথচ কোনো যোগাযোগে যে তোমার প্রেমাস্পদ তোমার চলার পথে কাঁটা হ'তে পারেন এ কি তুমি এর আগে কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলে?"

স্বপন ফের ব্যর্থ হাসির চেষ্টা করে বলে: "কিন্তু তুমি যে এত ভেবে-চিন্তে—"

—ভেবে-চিন্তে না। স্ত্রী নেই ব'লেই তুমি থতমত খাওয়াতে আমার সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু শোন স্বপন। সত্যি আমায় ক্ষমা কোরো, তুমি বিবাহিত কি না জানবার কৌতূহল আমার পক্ষে নিতান্তই মেয়েলি কাজ হ'য়ে গেছে। কাজেই গর্হিত।"

* ধাপ্পা।

—"বাঃ, তাতে আবার হয়েছে কি? পরশু কাবারেতে কি কথা হয়নি যে, এখন থেকে আমরা পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুর মতনই আচরণ করব। আর বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে ঠাট্টা করবে না তো করবে কি সাধুসন্ত?"

আনা এ-ঠাট্টায় সাড়া না দিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে যায়। কয়েক মুহূর্ত স্বপনের মুখের ওপর তার ডাগর নীল নিষ্পলক চোখ দুটি স্থাপিত ক'রে পরে হঠাৎ মৃদুস্বরে বলে: "স্বপন, তুমি সত্যি আমার বন্ধু হবে?"

স্বপন একটু যেন কেমন কেমন বোধ করে, কিন্তু জোর ক'রে হেসে বলে: হব মানে? বন্ধু কি আমরা নই নাকি এখনো?—বিশেষত পরশু রাত্রে অত কথার পরে?—বাঃ!"

আনা একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল, হঠাৎ সোজা দাঁড়িয়ে হেসে বলে: "বলব 'মনামি'—বিশেষতঃ যখন তুমি হ'লে আমার সত্য বন্ধু—সত্যি বন্ধু। কিন্তু এখন না। বড় বেশি বিশ্রম্ভালাপ হ'য়ে গেছে আসল কাজ রেখে। মসিয়ে বেনার বলবেন কি?"

ব'লেই ব্লাউজটা ফেলল খুলে।

স্বপনের বুকের রক্ত দুলে ওঠে। তার দিকে একবার চকিতে তাকিয়েই পরে যেন যন্ত্রচালিতের মতন চট্ ক'রে গিয়ে দোরে চাবি দিয়ে এল।

আনা তার চিরাভ্যস্ত ললিত সুরে বলল: "জানো বন্ধু, এ-কাজটি তোমার অত্যন্ত কাঁচা কাজ হ'য়ে গেল—যদি ধরা পড়ো।"

স্বপন ত্রস্ত সুরে বলল: "ধরা?—কি রকম?"

আনা হেসে বলল: "যদি কেউ দোরে আঘাত করে ও তারপরে তোমার চাবি খোলার শব্দ হয় তা হ'লে সেটা যে তোমার ও আমার বিরুদ্ধে চরম সাক্ষ্য, জানো বোধ হয়? চাবি না দিলে তুমি তাকে সোজা 'এসো' বলতে পারতে—কিছু হ'ত না।"

স্বপন রক্তিম হ'য়ে বলল: "আমি ভেবেছিলাম কি—অর্থাৎ যদি আমি 'এসো' বলবার আগেই কেউ ঢুকে পড়ে।"

আনা তার হাসির ঢেউ বিছিয়ে দিয়ে বলল: "তা'তে এমনই বা কি ক্ষতি হ'ত শুনি? দেখত আমি সিটিং দিচ্চি।"

স্বপন দোর খুলতে উঠল।

আনা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে বলল: "ভয় নেই ম'শের, * ভয় নেই। আমার স্বামী খবর পাবেন না। আর পেলেই বা কি? আমাকে দুবার ক'রে তো আর ডাইভোর্স করতে ছুটবেন না।" ব'লে

তার জামার হাতা ধ'রে টেনে বলল: "বোস।" স্বপনের মুখ-চোখে কে যেন ফাগ মাখিয়ে দিয়েছে।

আনা তবুও নিষ্করুণ স্বরে বলে: "আর আমিও যে এই দোরে চাবি দেওয়ার কথা ব'লে কোর্টের স্মরণ নেব না এটুকু বিশ্বাস আশা করি বন্ধু বান্ধবীর কাছে দাবি করতে পারে?"

—"না—তা নয়—তবে—"

—"যেতে দাও স্বপন, প্রগল্‌ভতা ক্ষমনীয়। এখন তোমার কাজ সুরু করো।"

ওর চোখ দুটোতে ঠিকরে বেরোয়—কৌতুকচ্ছটা।

* Mon cher—প্রিয় সখা।

"বাক্যের ঝড়, তর্কের ধূলি"

মিনিট পনের ধ'রে স্বপন একাগ্রচিত্তেই আঁকল। আনার প্রগল্‌ভতার জন্যেই হোক বা আরম্ভের প্রথম বাধা অতিক্রম করার দরুণই হোক স্বপন আজ আর প্রথম দিনের মতন অস্বস্তি বোধ করছিল না।

হঠাৎ তার কি মনে হয়। সে তুলি পাশে রেখে কোমল কণ্ঠে বলে: "তুমি যদি ঠায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ক্লান্তি বোধ করো তা হ'লে একটু বিশ্রাম ক'রে নেবে?" ব'লেই জাগে কুণ্ঠা। এত দরদ দেখালো ও কী ভেবে?

আনা ওর দিকে একবার সস্মিত কটাক্ষ ক'রেই পূর্ববৎ একভাবেই দাঁড়িয়ে শুধু ঘাড় নাড়ে। স্বপন আবার তুলি ধরে। কিন্তু কেবলই মনে হ'তে থাকে অতটা কোমলতা স্বরের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠতে গেল কেন?

প্রায় মিনিট পনের নানাভাবে চেষ্টা করল—এখানে ছুঁয়ে ওখানে বুলিয়ে সেখানে মুছে কিন্তু ক্রমাগতই কেন যেন মনে হয়: যতই বদলাচ্ছে ততই যেন আনার মুখ চোখের মধ্যে নির্ভীকতার স্থলে ফুটে উঠছে একটা কারুণ্য, কুণ্ঠা, লজ্জা...দূর। আচম্‌কা তুলি রেখে দিয়ে ও ব'লে ওঠে: "আজ আর হবে না।"

আনা ঘরের ঘড়ির পানে তাকিয়ে বলে: "কিন্তু এক ঘণ্টা তো এখনো হয়নি, মিনিট দশেক বাকি যে এখনো।"

—"হোক। শিল্পীর কাজ মজুরি-ফুরন নয়। আমি নিজের প্রতি আজ হতশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়েছি।"

আনা কর্সেট পরতে পরতে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ ফিক্ ক'রে একটু হেসে বলে: "হেতু"

—"তোমার মুখে যে-ছবিটি দেখছি সেটি কোনোমতেই রেখার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারলাম কই ?"

"মঁ দিয়্য।* আমার মুখে কী ছবি আবার দেখলে তুমি এরই মধ্যে ?"

—"আমি আঁকতে পারি ছবি—কাজেই ছবিতেই যা ফোটাতে পারলাম না, মুখে তা ফোটাব কেমন ক'রে বলো দেখি ?"

—"কেন ? ক্রমাগত বিশ্লেষণ ক'রে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে, নানা দিক থেকে দেখতে চেষ্টা ক'রে মুখেই বা কথা ফোটে কি অল্পে ?"

—"ভাবের আলোয় যা ধরা না পড়ল—বিশ্লেষণ-ব্যবচ্ছেদের হাত-ছানিতে তা পড়বে ? ইন্‌টুইশনের—"

—"এই ধরণের ধোঁয়াটে কথা শুনলে আমার ভারি রাগ হয়। যে-সব সহায় প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের পথভ্রান্ত করে তাকে দিশারী ব'লে মানা ?"

—"ইন্‌টুইশনকে মানো না ? না সত্য-নির্ণয় ওতে হয় না কখনো বলতে চাও ?"

—"হবে না কেন ? বাজি-ফেলেও ত অনেক সময় জেতা যায়। কিন্তু তাই ব'লে কি বাজি-ফেলার পদ্ধতিকেও সত্য-নির্ণয়ের পদ্ধতি ব'লে মেনে নিতে হবে না কি ?"

—"তবে কাকে মেনে নিতে হবে শুনি ?"

—"কেন ?—যুক্তি, পরীক্ষা, বিচার—"

—"ওদেরও কি ইন্‌টুইশনের মতনই ভুল হয় না ?"

—"সম্ভাবনা কম। অন্ততঃ নেশার ঘোরে চলার চেয়ে সাদা চোখের হুকুমে চললে খানায় পড়তে হয় কম।"

* Mon dieu !—ব্যাপরে !

স্বপন হেসে বলল: "এ তোমার গায়ের জোরের কথা আনা, মাফ কোরো। যদি সাদা চোখের দৃষ্টিতেই মানুষকে সব চেয়ে বেশি চেনা যেত তা হ'লে প্রেম-দেবতার রঙিন নেশা বহুদিনই হ'য়ে যেত বাতিল।"

আনার ঠোঁটের কোণে ঈষৎ তিক্ত ব্যঙ্গের আভা উঠল ফুটে: "বাতিল হবেন কী দুঃখে? মৌতাতীকে তো প্রতি পদেই হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান হারাতে হয়! তাই ব'লে কি নেশাভাঙ বাতিল হয়েছে জগতে?"

—"আশ্চর্য করলে আনা। প্রেমের দীপ্তি আর নেশাভাঙ এ-দুই সমান হ'ল?"

—"নয় কেন? প্রেমের দীপ্তি প্রভৃতি বড় বড় গালভরা কথা শুনতে বেশ ঘোরালো গোছের ঠেকে বটে; কিন্তু ভেবে দেখেছ কি যে, ও-দীপ্তি আমাদের মদের নেশার মতনই খানায় ফেলে—প্রায়ই?"

—"তা'তে প্রমাণ হ'ল কী?"

—"শুধু এই যে, প্রেম-টেম হচ্ছে একটা ভাবালুতা—ঐ যা বললে—রঙিন নেশা। যদি নেশা কথায় তোমার এতই আপত্তি থাকে তা হ'লে না-হয় বড় জোর চোখের-ঘোর অবধি বলতে রাজি আছি। কিন্তু তাই ব'লে প্রেমের পদে-পদে-ভ্রান্ত-রায়কে দীপ্তি, অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতি গালভরা নাম দিয়ে উঁচু ক'রে তু'লে ধরতে পারিনে। ইন্‌টুইশন? দূর্‌!"

স্বপন মুখে হাসি টেনে এনে বলল: "তুমি ঠাট্টা করছ—নিশ্চয়ই —নইলে—"

—"মোটেই না। ধরো না কেন আমারই দৃষ্টান্ত। আমার স্বামী ঐ প্রেমের—কি বলছিলে?—হ্যাঁ হ্যাঁ, দীপ্তি—না? আমার স্বামী ঐ প্রেমের দীপ্তিতে আমাকে যা বুঝেছিলেন, সুস্থ-বুদ্ধি দিয়ে তো দেখতে পাই তার চেয়ে ঢের বেশি বুঝেছিলেন। তবু প্রেমোচ্ছ্বাসীর ইন্‌টুইশন-স্তবে কথায়-কথায় গদগদ হ'য়ে উঠতে হবে?"

—"তোমার স্বামী কি তোমাকে না ভালোবেসে শুধুই মস্তিষ্কের সাহায্যে তোমাকে বুঝতে গিয়েছিলেন বলতে চাও ?"

আনা সামনের জানালার মধ্য দিয়ে বাইরের বাগানে একটা লতা-নিকুঞ্জের দিকে চেয়ে খানিক চুপ ক'রে রইল। আনত সন্ধ্যা।...অস্ত-রবির শেষ রক্তরাগ তার চারদিকে এমন আদরে ঘিরে!...তারই ফাঁক দিয়ে একটুকরো মেঘের কপালে ছোট্ট একটি সোনার ফালি। মেঘের নিচের দিকে একরাশ ঘন ছাইয়ের রঙ উঠেছে অপরূপ হ'য়ে নীলাভ আকাশের বুকে।...খানিকক্ষণ দুজনেই বাইরের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে থাকে। তার পরে আনা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে মৃদুকণ্ঠে : "তোমার প্রশ্নের উত্তর আজ না দিলেই হয়ত ভালো হ'ত। কিন্তু দিলে হয়ত ভুল না বুঝতে ও পারো। তাই শোনো। আমার স্বামী আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়েই মস্তিষ্ক দিয়েই বুঝতে চেয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে আর কাউকে তিনি ভালোবাসলে আমি ব্যথা পাবই—যদিও—"

আনার স্বর মৃদু হ'তে হ'তে থেমে যায়।

স্বপন অবাক হ'য়ে ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে: কী আশ্চর্য! —ফের ওর মুখের ভাবান্তর! যেন শরতের আকাশ—কত রকমেরই না সূক্ষ্ম রঙরেখা, কোমল আলোছায়া সে মুখের 'পরে পর-পর খেলতে থাকে! হাসি-অশ্রুর কত রকমেরই না পটপরিবর্তন! আনার মুখের দিকে সে খানিকক্ষণ অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে। কোথায় সেই একটু-আগের খররৌদ্রোজ্জ্বল কলহাস্য ? কোথায় সেই নিষ্করুণ কাঠিন্য ও ব্যঙ্গদীর্ণ ওষ্ঠকম্পন ? তার স্থলে অধর-উপান্তে এ কী এক ছায়া, বিষাদের মুখের নিষণ্ণ রেখায় হৈমন্তী অপরাহ্নের নিথর শুব্ধতা, আনত পল্লবের বঙ্করেখায় গোধূলির শুক্ল ম্লানিমা!

কয়েক মুহূর্ত দুজনেই অন্যমনস্ক। আনা হঠাৎ চোখ দুটি তুলতেই

হয় ওদের চারি চক্ষুর বিনিময়। আনার কপোলে অনুরাগের রক্তিমা যায় বিছিয়ে। কিন্তু সে জোর ক'রে একটু হেসে বলে :

—"আমার কুণ্ঠার জন্যে আশা করি কিছু মনে করবে না স্বপন? না, মনে মনে ব্যঙ্গের সুরে বলছ 'কেন আর? মুখে যতই কেন না বড়াই করো স্বভাবে যে বিধাতা তোমাকে রমণী ক'রে গড়েছেন বন্ধু, যাবে কোথা!'"

স্বপন কী বলবে ভেবে পায় না।

আত্মকাহিনী

বাইরের আলো মেঘের ছায়ায় ম্লান হয়ে আসে। হাওয়া ওঠে। স্বপনের বাঁ-দিকের জানালাটা বন্ধ ক'রে দেয়। শার্শির ভেতর দিয়ে দেখা যায় কেবল গাছপালাদের হেলা-দোলা। আকাশের যে-টুকুরোটুকু গবাক্ষপথ দিয়ে দেখা যায় তা'তে সূর্যাস্তের আভা একটুও আর লেগে নেই। ক্ষতিপূরণ করেছে উদীয়মান চন্দ্রধনুর আবছা রূপালি ছোঁওয়া। সামনের বাগানে একটা পত্রবিরল গাছের ডালপালায় এখানে-ওখানে তুষারের ঝিকিমিকি। ম্লান চাঁদের আলোয় তার শুভ্রতা একটা করুণ রঙের স্তিমিত ঘেরাটোপ পরেছে।...

আনার কণ্ঠস্বর এই পরিবেশের মধ্যে কেমন যেন আরও ছায়াচ্ছন্ন হ'য়ে আসে। মুখ নিচু করে সে শুরু করে :

"আমার স্বামী কবি। তরুণ হ'লেও ফ্রান্সে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা নিতান্ত কম না। তাঁর সব চেয়ে বেশি প্রতিপত্তি ছাত্র-মহলে বটে, কিন্তু প্রৌঢ়-সম্প্রদায়ও তাঁর প্রতি উদাসীন নন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রেম—"

ব'লে আনা থেমে গিয়ে মুখ নিচু ক'রে জুতোর ডগা দিয়ে পায়ের নিচের গালিচার ওপরে বৃত্ত টানে—একের পর এক।...পরে বলে :

"আমি যখন প্রথম মরিসের প্রেমের কবিতা পড়ি তখন আমার এত ভালো লেগেছিল যে বলতে পারিনে। কিশোরীর মনের মন্দিরে প্রেম কেমন ক'রে তার মায়া-প্রতিমা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা করে। এই ছিল তার L'adolescente কবিতাটির বিষয়। পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছিল যেন আমার নিজের জাগন্ত মনের একটা ছবি সে কোথা থেকে উঁকি মেরে দেখে চুরি ক'রে চুপি চুপি নিয়েছে এঁকে। কিশোরীর মনের আফোটা কলিকায় প্রেমের রাঙিমা যেন শুধু একটি অনাগত অতিথির চুম্বন-রশ্মিপাতেরই প্রতীক্ষায় আছে—যেমন থাকে শুভ্রায়মান উষার হাসিটুকুর প্রতীক্ষায় শেষ রাত্রের বনবীথি। তারপর ধীরে ধীরে আধফোটা কুঁড়িটুকু ঐ উদ্যত চুম্বনের স্পর্শে ওঠে জেগে,—যেমন জেগে ওঠে বালারুণের স্পর্শে ঘুমন্ত বিহগকাকলি। যা কিছু যেন পথ চেয়ে আছে—সেই অনাগতের নূপুরধ্বনির জন্যে—কান পেতে। কিশোর মন পরম অতিথির কিঙ্কিণীর জন্যে উৎকর্ণ হ'য়ে থাকে যেন তেমনিই অধীর সংশয়ে, তেমনিই দোলায়মান আশা-ভয়ের মাঝে, তেমনিই আগ্রহের আঁচল বিছিয়ে। ধরণীর বুকে ফোটে ভাষা—চাঁদের আলোয়, তারার চাহনিতে, পাখীর গানে, কবির তানে। কিশোরীর বুকে ফোটে যৌবন—চির-কিশোরের প্রথম বাঁশির অচেনা আহ্বান, অজানা মধু। তার সুরলহরীতে বুকের মধ্যে ভয়ের কাঁপনও জাগে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে সব-ছাড়ার বেদনায় সব-হারানোর কল্লোল উদ্বেল হ'য়ে না উঠেও পারে না। এ যেন—" ব'লেই আনা থেমে গিয়ে স্বপনের দিকে চেয়ে একটু হাসল। বলল : "দেখছ কবিবন্ধু! কবিত্ব-কল্পনা যে আমার প্রাণের তারে কোনো কাঁপনই কখনো তোলেনি তা নয়?"

—"যেন এখনই তোলে না আর কি। নইলে এ-উচ্ছ্বাসের রংঝুরি —এ-কথার ছবি-আঁকা—"

—"না, এ এখন ছবিই। আজ এ-সব এতই সুদূর—যেন একটা প্রায়-ভুলে-যাওয়া স্বপ্ন! তবে স্মৃতিতেও মাদকতা যাবে তাই এ-বর্ণনায় এখনো কোথায় যেন হৃদয়ের একটা গোপন তার ওঠে কেঁপে কেঁপে; কিন্তু এ-সব হচ্ছে বিগত সৌরভের কাহিনী, ঝরা ফুলের প্রথম ফোটার ইতিহাস। এ-সবে এখন আর সাড়া দিই বলতে পারি না।"

ব'লে আনা তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটু জোর ক'রেই একটা লঘু সুর টেনে এনে বলতে লাগল:

"কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল খানিকটা বর্ণনা করা—সে-সময়ে আমার মনের অবস্থাটা ঠিক কি রকম ছিল। স্বপ্নভঙ্গের পরেও স্বপ্নের স্তিমিত আবেশকে কল্পনায় উপভোগ করা কি খুব দুষ্য?—যাক্ শোনো।"

ব'লে আর একটু কফি ঢেলে নিয়ে আনা ব'লে চলল:

"পারিসে একটি বল নাচে হঠাৎ মরিসের সঙ্গে আমার দেখা। আমার এক মাসিমা তাকে চিনতেন। তিনিই আলাপ করিয়ে দেন নাচের সময়ে। আমি তার কবিতার অনুরাগিণী জেনে মরিস তার পরের সপ্তাহে আমাকে ও আমার মাসিমাকে রোস্ত াঁর রোম্যাণ্টিক 'সিরানো স্ত বরজরাক্' দেখতে নিমন্ত্রণ করে।

"অভিনয়ের দিন হঠাৎ মাসিমার করল অসুখ। তাই আমি একাই মরিসের সঙ্গে যাই। বুঝতে পারছ বোধ হয় এতে আমি দুঃখিত হইনি?"

স্বপনও মুচকে হাসল: "তা বোধ হয় পারছি।"

—"পারছ না কি? তবে তো তোমার অবস্থা ক্রমেই আশাপ্রদ হ'য়ে উঠছে বন্ধু—বলতেই হবে।" ব'লে কফিতে পুনরায় চুমুক দিয়ে আনা আবার তার শান্ত সুরে আরম্ভ করল: "সে-অভিনয়ে নায়কের প্রেমের,

ট্রাজিডির ও নানারকম মহত্ত্বের দীপ্ত ব্যাখ্যা মরিসের মুখে শুনতে শুনতে আমার মনে এ-বিশ্বাস জন্মাতে দেরি হ'ল না যে, মরিসকে বিধাতা সত্যি প্রেমের অগ্রদূত রূপেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ফল যা হবার আমি তার প্রেমমুগ্ধ হলাম।"

—"সে ?"

—"সে-ও হ'ল। আমি যে দেখতে নিতান্ত মেকি টাকা নই তা আশা করি আমার অসাক্ষাতেও তুমি বলবে। আর কোন্ তরুণ তার কাব্যানুরাগিণীর কাছে দেবতা হ'তে ভালো না বাসে—যদি অবিশ্যি ভক্তিমতীর দেহের অর্ঘ্য নিতান্ত অরুচিকর না হয় ? ফলে আমরা পনের দিনের মধ্যেই চুম্বনে ও এক মাসের মধ্যেই বাগ্দানে সম্মত হলাম। দু'মাসের মধ্যেই হ'ল আমাদের বিবাহ।"

ব'লে আনা যেন আপন মনেই একটু হেসে বলল : "সে একটা সময় গেছে বটে। তর যেন আর সয় না। কবে মরিসের চিরসঙ্গিনী হব—তার সঙ্গে দেশে দেশে বেড়াব স্বপ্নাবেশে—কি রকম ক'রে 'মধুচন্দ্র' যাপন করব—তাকে আমার প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে চলব – উঃ—তখন কে ভেবেছিল যে এতে পুরুষের শ্বাসরোধ হয় জলে-ডোবার মতনই !"

—"তোমার থেকে-থেকে এই ধরণের সব সিনিক মন্তব্য কিন্তু বড় রসভঙ্গ করে আনা। জানো তো আর্টে মন্তব্যগুলো পাঠক বা শ্রোতাকেই করতে দেওয়া ভালো। সিনিক হ'তে হয়—দর্শন লেখো, গল্প বলতে যেয়ো না।"

—"সিনিক না হ'য়ে উপায় আছে স্বপন ? বলো তো ? যে-ভালোবাসা এত কথা দেয় ও পরে কথা রাখে না, যার কাছে আমরা প্রথমে এত আশা করি ও শেষে এত ঠকি তার সম্বন্ধে কৈশোরের আদর্শবাদ অটুট রাখা চলে ? কিন্তু সে যাক। তোমার আদর্শবাদ হয় তো এখনও

এতটা ঘা খায়নি। তাই শোনো, তোমার ইচ্ছামতন তোমাকে দু-চারটে ভালো ভালো কথা বলি।" ব'লে আনা আবার তার সহজ সুর ধরল: "কিন্তু ভালোবাসা কথা দিয়ে তার কিছুই রাখে না বললে একটু বেশি বলা হবে। প্রণয়ের মধ্যে নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য যে-কয়মাস থাকে সে-কয়মাসে পাওয়া যায় অঢেল। এ-কথা আমি আমার সবচেয়ে দুঃখের সময়েও স্বীকার করেছি। প্রণয়ের সে প্রথম কয় মাস—উঃ! ভাবতে এখনও গায়ে কাঁটা দেয় আমার—এ রূঢ় স্বপ্নভঙ্গের পরও। কেবল··· যদি সে-স্বপ্নকে ধ'রে রাখা যেত···আজও মনে হয় আমার সে-সময়ের নানা অনুভূতির কথা, প্রাণের নানা হিল্লোলের কথা, অনভিজ্ঞ মুগ্ধার প্রথম আল্‌পনা আঁকার কথা। একজন মানুষ যে আর একজনের কাছে এমন মধুর হ'য়ে উঠতে পারে···জীবনের প্রথম অনুভূতির পার্শ্বচর হ'তে পারে··· চোখের সামনের প্রকৃতির সমগ্র রূপকে বদলে দিতে পারে···এ দীনসম্বল জীবনের এ একটা মহিমময় অনুভূতি বৈকি। ক্ষণিক স্বপ্ন বটে··· কিন্তু তবু আমি বলব যে, এর দোল যে না খেয়েছে সে জীবনের একটা মস্ত রসে চিরবঞ্চিতই থেকে গেছে। নাও—হ'ল তো তোমার আদর্শবাদ?"

স্বপন রাগ ক'রে বলে: "ছাই আদর্শবাদ। পদে পদে কুণ্ঠার সঙ্গে কথা ব'লে ও প্রতি উচ্ছ্বাসের সময় সঙ্কোচ বোধ ক'রে কারুর আদর্শবাদ সোয়াস্তি পেতে পারে নাকি কখনো?"

আনা হেসে বলল: "রাগ কোরোনা বন্ধু। কয়েকবছর বাদে তোমার কাছে শোনার ইচ্ছে রইল প্রেমের আদর্শবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা। দেখব তখন কতটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবার সাহস থাকে তোমার।" ব'লেই হঠাৎ ব'লে বসল:

"আমার ইচ্ছে হয়—জানো?—সে-সময়ের মরিসের সঙ্গে তোমার

আলাপ করিয়ে দিতে। তা হ'লে আর-কিছু না হোক অন্ততঃ চুটিয়ে আদর্শবাদের চর্চ্চা করতে পেতে।"

—"মরিস কি খুব—"

—"উঃ—হবে না? কবি যে। ভুলছ কেন? তার ওপর পুরুষ। রাজযোটক কি একেই বলে না! কথায় কথায় সে উচ্ছ্বাসের ঢল নামত তার জিভে। বলত: 'প্রেম স্বর্গীয় থাকে ততক্ষণই যতক্ষণ সে থাকে নিরঙ্কুশ।' বলত: 'প্রেমের গতি সাবলীল থাকে কেবল ততক্ষণ যতক্ষণ কর্তব্যবোধ তার স্বপ্ন-চারণের বুকে চেপে না বসে।' বলত: 'দম্পতী যে-মুহূর্তে ভালোবাসাকে সুরক্ষিত করবার জন্যে তার চারধারে বিধি, নীতি, আইন, অনুশাসনের পরিখা কাটে সে-মুহূর্তে বুঝতে হবে প্রেমের দুর্গ জখম হ'য়ে পড়েছে।' "

—"কথাটা বেশ কিন্তু—যতই তাকে তুমি 'কবি' ব'লে ঠাট্টা কর।"

—"কথা কখনো খারাপ হয় স্বপন? আর শূন্যতার ফাঁকা হাওয়াকে ভালো ভালো কথা দিয়ে তাকে খানিকটা ভরতি করা যায় ব'লেই না কথা কয় মানুষে?"

স্বপন রাগ করতে গিয়ে ব্যঙ্গের সুর ধরে: "এ ঢঙের কথা ও কচি মুখে ঠিক মানায় কি না কখনো ভেবে দেখেছ কি আনা?"

আনা হেসে বলে: "হায় মনামি—যদি সে সময়ের আনাকে তুমি দেখতে হয়তো মনে ধরতো। কিম্বা হয়তো স্বপ্নময় ভালো ভালো কথার স্রোতে হাঁপিয়ে উঠতে।"

—"এ ঢঙ ছেড়ে গল্পটাই বলবে?"

"কী বলব বলো? তুমি চাও মুখ-মেরে আসে এমন মিষ্টি। তাই তো বলছিলাম যে এ জিনিষ তোমার পাতে দিতে পারত—সে আজকের স্বপ্নোত্থিতা নয়—সেদিনকার স্বপ্নবিভোরা।"

কথাগুলো কোথায় যেন স্বপনকে স্পর্শ করল. একটু আর্দ্র সুরে বলল: "না হয় তোমার সেদিনকার স্বরূপের গল্পই একটু করলে আজ—মুখ বদলাতে ?"

আনা একটু চুপ করে থেকে বলল: "আচ্ছা। তবে সবটাই ব'লে ফেলি আজ—হাতে না রেখে।"

নীরা

সুর নামিয়ে আনা বলে: "আমার একটি বাল্যসঙ্গিনী ছিল। নাম নীরা। দেখতে খুব যে সুন্দরী তা নয়—কিন্তু মুখের মধ্যে ছিল তার একটা কমনীয়তা—চটকও। আর তেমনি মিষ্ট ছিল তার স্বভাব। যে দেখত ভালো না বেসে পারত না।

"এক ধরণের মেয়ে জন্মায় না, যাদের সব দিক দিয়েই সুখী হওয়া উচিত, সুখী হওয়ার জন্যেই যারা তৈরী মনে হয়—অথচ যেখানে তারা থাক না কেন দুঃখ তাদের পেয়ে বসে। এ রকম মেয়ে দেখেছ তুমি ?"

—"হ্যাঁ। আমাদের দেশে এ-ধরণের মেয়েকে বলে অপয়া। অবশ্য কুসংস্কারই এর কারণ।"

আনা চিন্তিত সুরে বলল: "জানি না তাই কি না। হয়তো এমন কোনো নিয়তি - ঐ দেখ, আমিও এত বক্তৃতার পরেও ফের ধোঁয়াটে হ'য়ে পড়ছি।—যাক। নীরা ছিল এই ধরণের মেয়ে। তার মা তাকে প্রসব করার সময়েই তাকে ছেড়ে যায়। তার বাবা তাকে যেমন ভালোবাসত তেমনি মারত। একদিন মদ খেয়ে অকারণ তার উপর রেগে সন্ন্যাস-রোগে মারাই গেল। নীরা হ'য়ে পড়ল তার এক মামার গলগ্রহ।

আবার মামার গৃহে যেতে-না যেতে তার এক মামাতো ভাই তার সঙ্গে প্রেমে প'ড়ে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে বিষ খায়। ফলে নীরাকে তার মামা দেয় তাড়িয়ে। অপয়া বৈকি!—এর সবই কি কুসংস্কার?—শোনো, আরও আছে। নীরা তার দূরসম্পর্কীয় এক মাসিমার হয় অতিথি; হ'তে না হ'তে টাইফয়েড, ও তাকে শুশ্রূষা ক'রে সারিয়ে তুলতে মাসিমাও ঐ রোগেই যান মারা। দেখছ?" বলে আনা থেমে গিয়ে কি ভাবে খানিক। হঠাৎ চমক ভাঙে:

"আমি নীরার সঙ্গে এক স্কুলে পড়তাম। ওর মাসিমার মৃত্যুর পরে ওকে আমার সঙ্গে থাকতে ডাকি। ও এল না। বলল, 'না ভাই, আমি তোমার সঙ্গে থাকলে তোমার অমঙ্গল হবে।' আমি অনেক আপত্তি করাতেও শুনল না। একটা বোর্ডিং-হাউসে আশ্রয় নিল। সৌভাগ্যক্রমে ওর বাবা মেয়ের জন্তে হাজার পঞ্চাশেক ফ্রাঙ্ক ইনশিওর ক'রে গিয়েছিলেন। কাজেই ও নিতান্ত নিরবলম্ব হ'য়ে পড়েনি। বোর্ডিং থেকেই 'সরবনে' নানা লেক্‌চার শুনতে আসত ও শিক্ষালাভ করছিল মসিয়ে বেনারের উপদেশ অনুসারে।"

—"মসিয়ে বেনার?"

"হ্যাঁ, নীরার বাবা তাঁর কিরকম ভাই হতেন। মারা যাবার সময়ে মসিয়ে বেনারকে অনুরোধ করে যান যেন নীরাকে একটু দেখেন শোনেন।'

—"তারপর?"

—"এই সময়ে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের পরে আমি আবার নীরাকে বলি আমাদের সঙ্গে এসে থাকতে। নীরা তা'তে ঐ একই উত্তর দেয়। অগত্যা আমি ওর নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে নানা সূত্রে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করতাম ওকে।"

—"তোমার বিবাহের পরও সময় পেতে?" স্বপনের অধর প্রান্তে স্নিগ্ধ পরিহাসের রেশ ফুটে উঠল। কিন্তু আনা গম্ভীরভাবেই উত্তর দিল: বিবাহের পরে আমার নিঃসঙ্গ মানুষের কথা ভাবলে আরও বেশি দুঃখ হ'ত। মরিসের প্রেমে সুখ আমার যতই অসহ হ'য়ে উঠত, ততই ব্যথা বাজত কাউকে একলা বা অসুখী দেখলে। এমনিই সেন্টিমেন্টাল হ'য়ে পড়েছিলাম সে সুখের মাঝে যে, বললে বিশ্বাস করবে না, নিঃসঙ্গতার ওপরে কয়েকটা গোটা কবিতাই লিখে ফেললাম।"

স্বপন হেসে বলল: "বল কি? এতবড় সাংঘাতিক কাণ্ড!"

আনাও হাসল: "সাংঘাতিক ব'লে সাংঘাতিক। এবং ব্যাপারটা আরও সঙিন হ'য়ে উঠল যখন মরিস দু একটা মাসিক পত্রিকায় এ ধরণের কবিতা আমায় না ব'লে দিল ছাপিয়ে। যাক্।

"নীরা আমাদের ওখানে নানা সূত্রে প্রায়ই আসত। আমাদের ওখানে তার ম্লান মুখখানির মেঘ একটু কাটত দেখে আমি ওকে ক্রমে আরও বেশি ডাকতাম নানা ছুতোয়—পিক্‌নিকে, ভ্রমণে, সাইক্‌ল-টুরে—কত কী?"

মাস-দুই পরে নীরা বেশ একটু বদলে গেল যেন: অন্তত ওর মুখের ওপর থেকে সে নিঃসঙ্গতার ছায়াটা যেন খানিকটা কেটে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কোণে কোথায় যেন কি একটা বিঁধত। অথচ সে-কথা নিতান্ত নিরালায় নিজের কাছে স্বীকার করারও আমার জো ছিল না। এইভাবে আরও মাস-দুই কাটল।

"ক্রমে এমন হ'ল যে, নীরা অনেক সময় না-ডাকতেই এসে হাজির হ'ত। সেই সময়ে আমার মনের কোণে সেই অস্বস্তির কাঁটাটা আরও মাথা তু'লে দাঁড়াল যেন। হঠাৎ চোখে পড়ল যে শুধু নীরা নয়, মরিসেরও চোখ-মুখ একটু উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে নীরার সান্নিধ্যে। ভাবতেও লজ্জায়

মাথা কাটা যেত, অথচ একটা আবছা অস্বস্তি, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কাকেও তো পারতাম না ঠেকাতে। মরিসের প্রেম-চুম্বন আলিঙ্গনের মধ্যে কেমন যেন একটা শ্লথ ভাব—কথাবার্তার মধ্যে কেমন যেন একটা অসংলগ্ন সুর—অথচ মনকে বোঝাই, সব আমারই কল্পনা।

"হঠাৎ একদিন মরিস আমায় অবাক ক'রে দিল। বলল: 'আমাদের মধ্যে নীরাকে অত বেশি না ডাকলেই ভালো হয়।'

"আমি হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। কিন্তু তক্ষুনি গভীর লজ্জায় মরিসকে বললাম: 'ছি মরিস!'

"মরিস বুঝল। কিন্তু তবু একটু একগুঁয়ে টোনে বলল: 'ছি কেন আনা? যখন নবদম্পতীর প্রেমের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির—'

"আমি বাধা দিয়ে বললাম: 'মরিস! এ কি তোমার কথা! প্রেমকে আগলে বজায় রাখা? ধিক্!"

"মরিস আর কিছু বলল না। কেবল একবার তার মুখের ওপর দিয়ে একসঙ্গে যেন হর্ষ-উদ্বেগের আলোছায়া খেলে গেল বিজ্‌লির মতন। যেন একটা বেদনাদায়ক কর্তব্যপালন—দায়-সারা মতন। বুঝলে না?

"কিন্তু যেই আমার কথায় তার মুখের ওপরে মেঘটা গেল কেটে, সেই সে-মেঘ উড়ে এল আমার হৃদয়ের আকাশে। এতদিনের-চেপে-রাখা অজ্ঞাত অরূপ আশঙ্কা যেন নিমেষে রূপ নিল। মনকে ক্রমাগতই তিরস্কার করি: একটা অভিমানী সাহসে ফুলে উঠি;—অথচ আবার পরক্ষণেই পড়ি নুয়ে। হায় রে! জোর ক'রে মুঠো করলেই কি আর তরল কিছুকে বন্দী ক'রে রাখা যায় অঞ্জলিতে?"

আনার আনম্র পল্লবের কোলে আবার সেই বিষাদ রেখা ওঠে ফুটে। আপন চোখ ফিরিয়ে নিল। আনা ফের সুরু করে:

"এমন সময়ে হঠাৎ নীরার করল অসুখ। মাঝে মাঝে মাথা ঘোরা

—অনিদ্রা। ডাক্তারে বলল, স্নায়বিক উত্তেজনা, বিশ্রাম চাই ও সমুদ্রতীরে গেলে খুবই ভালো হয়। নীরা সমুদ্রতীরে 'দিনার'-এ চ'লে গেল —অনেকটা মসিয়ে বেনারের উপরোধেই।

"আমার মনের মধ্যে একটা স্বস্তির হাওয়া বইল। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা চাপা ধিক্কারও। নীরাকে না আমি নিজের বোনের মতন ভালোবাসি?....কিন্তু তবু আনন্দ চাপতে পারি কই? সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা সংশয়ও ফুটে ওঠে মনের কোণে। নীরার অনিদ্রা, স্নায়বিক উত্তেজনা, মাথা-ঘোরা এ-সবের অর্থ কী? তার মনে কিসের এত অন্তর্দ্বন্দ্ব? সে চিরদিনই সুস্থ, সাধাসিধে, স্নেহময়ী, গম্ভীর-প্রকৃতি মেয়ে।

"ও চ'লে যাবার পর প্রথম কয়দিন মরিস বেশ প্রফুল্ল ছিল। কিন্তু কেন জানি না আমার ক্রমাগতই মনে হ'ত যেন এ-প্রফুল্লতার মধ্যে একটু বেশি জাহিরিপনা রয়েছে। মাঝে মাঝে ডাকপিয়ন ওর হাতে মোটা-মোটা চিঠি দিয়ে যায়। কিন্তু শিরোনামা টাইপ করা। আর এ-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নবাদ করা—বুঝতেই তো পারছ? তাছাড়া আমরা কখনই পরস্পরের চিঠিপত্রাদি সম্বন্ধে প্রশ্নবাদ করতাম না। মরিস বরাবরই বলত: 'দম্পতীর মধ্যেও একটা আব্রু থাকা ভালো—সবদিক দিয়েই।'

"একদিন মনে হ'ল মরিস একটু বেশী অন্যমনস্ক। না জিজ্ঞাসা ক'রে পারলাম না। কিন্তু ও অস্বীকার করল। সেদিন সকালবেলা একটা মোটা চিঠি এসেছিল আমি জানতাম। আমার মাথায় ক্রমে একটা দুষ্টুবুদ্ধি চাপল। বলি।

"একদিন হঠাৎ নীরার একটা চিঠি পেলাম। সে গত দু-তিন সপ্তাহ চিঠি না লেখার জন্যে নানা ওজর দেখিয়ে লিখেছিল। সেপ্টেম্বরে দিনারে সমুদ্রের হাওয়া খুব মধুর, ভারি চমৎকার সময়, সে অনেকটা ভালো হ'য়ে

উঠছে, আর মাসখানেকের মধ্যেই ফিরবে, আমি যেন তাকে চিঠি লিখি, ইত্যাদি।

"মরিসকে দেখালাম চিঠিটা। ও বলল: 'দিনারে সময় চমৎকার শুনে কোনো সমুদ্র-তীরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে আনা। চলো না দোভিলে যাওয়া যাক—যাবে? পারিসে এখন যা বিশ্রী গরম পড়েছে! আমি ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম—বোধ হয় অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম। মরিস বলল: 'অমন ক'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে?' আমি সে কথাকে পাশ কাটিয়ে বললাম: 'চলো দিনারেই যাওয়া যাক না কেন মরিস?'

"ওর কর্ণমূল ঈষৎ রঞ্জিত হ'য়ে উঠল, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। আমার দৃষ্টি থেকে নিজেকে যেন গুটিয়ে নিয়ে অত্যন্ত সহজ সুরে বলল: 'দিনারে? আচ্ছা, যখন বলছ তাই চলো না-হয়।'

"আমার আর সন্দেহ রইল না। মরিস ঔদাসীন্যের একটু বেশি অভিনয় ক'রে ফেলেছিল সেদিন। যাক।" ব'লে একটু থেমে স্বপনের মুখের দিকে চেয়ে ম্লান হেসে বলল: "এ-সব বিষয়ে নিঃসংশয় হ'তে চাওয়ার মধ্যে কেমন যে একটা আগ্রহ থাকে অথচ ভয়ও কী ভাবে আশেপাশে লুকোচুরি খেলে বেড়ায় সেটা তুমি হয়তো কল্পনা করতে পারবে না স্বপন, কিন্তু তবু কথাটা অতিরঞ্জিত নয়। নীরা 'দিনারে' চ'লে যাওয়ার মাস দুই আগে থেকেই মরিসের আচরণে আমার মনে সূক্ষ্ম সন্দেহ জাগে। দিনে দিনে এ-সন্দেহের সূক্ষ্মতা যতই ফুলে উঠতে থাকে মনের মধ্যে একটা আশাও ততই প্রতিযোগিতা করে সুরু। মনে হয়: হয়তো আশঙ্কা অমূলক। অথচ এ অনিশ্চিত সন্দেহের ও আশার মধ্যে সন্দেহটাকেই মন যেন সত্য ব'লে চিনতে চায়। আশ্চর্য্য না?"

স্বপন কোনো কথা কইল না। আনা আবার তার সহজ স্থরে বলতে লাগল: "কিন্তু সন্দেহ ঘোচার পরে মরিসের ওপর একদিকে যেমন জাগল ক্ষোভ—তার সঙ্গে একত্র থাকতে বাধ্য-হওয়ার দরুণ, অপরদিকে মনে হ'ল তাকে হারানোর মতন ব্যথা বুঝি আর কিছুই নেই। মন যখন কুণ্ঠিত হ'য়ে তার প্রতি বিরূপ হ'তে চায়, হৃদয় ঠিক তখনই তার পায়ে পড়ে লুটিয়ে।...যাক্।

"সেদিন রাত্রে কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করলাম। স্থির করলাম ভাঙব, তবু মুইব না। গভীর রাত্রে উঠে অসহ্য ব্যথার মধ্যে অন্য ঘরে গিয়ে আলো জ্বালিয়ে মরিসের প্রেমের কবিতাগুলি বারবার পড়লাম। মনে হ'ল এই-ই তো স্থযোগ। পেছুব না। দিনারেই যাব—দোভিলে নয়। ভয় পেয়ে পেছুব—প্রেমকে আমার আগলে বজায় রাখতে? ধিক্।

"দিনারে পৌঁছতেই সন্দেহের যেটুকু বাকি ছিল গেল উবে। নীরা ষ্টেশনে এসেছিল। তার মুখের ওপর দিয়ে যেন একটা বিদ্যুতের ঝিলিক গেল খেলে। সে-ঝলক কেটে যেতেই দেখলাম তার মুখের পুঞ্জীভূত ফ্যাকাশে মেঘ পলকে হ'য়ে উঠেছে বর্ষণোন্মুখ—মেদুর। মরিস খুব সহজভাবেই 'কেমন আছ নীরা' বলে ওকে সম্ভাষণ করলে বটে, কিন্তু আবার সেই জাহির করা সহজতা। ট্যাক্সি ক'রে হোটেলে পৌঁছবার সময় মনে মনে প্রাণপণে প্রার্থনা করলাম আমি অনেক দিন পরে...।"

—"তুমি!"

—"কেন? আমাকে কি নাস্তিক ভাবো না কি?"

স্বপন একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল: "না—ঠিক—নাস্তিক নয়— তবে কি না—"

আনা হেসে বলল: "কথাটা ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে অমনিই

দাঁড়ায় বটে,এই না ? কিন্তু কুণ্ঠা কেন স্বপন ? আমার মনে হয় মানুষমাত্রেই সাধারণতঃ নাস্তিক—কেবল বিপদের সময়ে আস্তিক।"

—"ফে—র সেই সিনিসিস্‌ম্‌ ?"

—"জগতের রীতিনীতি ও মতিগতির সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় থাকলে সিনিসিস্‌ম্‌ না এসে পারে কি, উচ্ছ্বাসমস্ত ? কিন্তু এ-তর্ক থাকুক। বিপদে প'ড়ে আমি যে ভগবানকে ডেকেছিলাম সে-ডাকা তেমনিই হয়েছিল অবিশ্যি—কিন্তু সে যাই হোক্‌, বল আমি পেলাম। ভগবানকে ডাকার সময়ে না হোক, পরে একটা বল পাওয়া যায় অনেক সময়ে। লক্ষ্য করেছ কি ?"

—"এটা নাস্তিকের মতন কথা, না, আস্তিকের ?" স্বপনের অধর-প্রান্তে একটা লুকোনো ব্যঙ্গের আভা !....

—"নয় তো কি বলতে চাও যে সত্যিই ভগবানের কাছ থেকে বল পায় আস্তিকের দল ? দুঃখের সময়ে হৃদয় হাত পাতে তার নিরালা শক্তি-উৎসের কাছে। বল আসে সেই উৎস থেকেই। কিন্তু দুর্বল মানুষ ভাবতে ভালোবাসে, এল—বাইরে থেকে। অন্ততঃ মসিয়ে বেনার তো তাই বলেন। কথাটা বেশ কিন্তু, না ? কিন্তু সে যাক্‌—শোনো।"

আনা পঞ্চম কফির পেয়ালায় ফের চুমুক দিয়ে ব'লে চলে : "নীরা অবশ্য তার হোটেলেই আমাদের থাকার বন্দোবস্ত করেছিল। তার ঘরটি ছিল আমাদের শোবার ঘরের পাশেই।

"সন্ধ্যাবেলা আমার ভারি মাথা ধরল। বুকের মধ্যেও কোথায় যেন একটা ব্যথা গুমরে গুমরে ওঠে। আমি খাওয়া-দাওয়ার পর রাত প্রায় সাড়ে নটার সময় হঠাৎ বিছানা থেকে উঠে সমুদ্রতীরে গেলাম চ'লে। মরিস আমার সঙ্গে আসতে চাওয়ায় আমি বললাম : 'না মরিস, একটু একাই বেড়াব। মনে হয়, সমুদ্রের ধারে একটু বেড়ালেই সম্পূর্ণ সুস্থ

হ'য়ে উঠব। বেশী দেরী করব না, ভয় নেই ফিরব ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। তুমি শুয়ে পড়ো।'

"সমুদ্রের ধারে গিয়ে কিন্তু আমার আরও খারাপ মনে হ'ল। জ্বরভাব। মাথাটা সমুদ্রের শীকরে একটু ঠাণ্ডা হ'লো বটে কিন্তু বড় শীত করতে লাগল। আমি ঘণ্টাখানেক ব'লে মিনিট পনেরর মধ্যেই এলাম ফিরে।

"ঘরের মধ্যে খুব নিঃশব্দেই এলাম ও কাপড়-চোপড় অন্ধকারেই ছেড়ে শুয়ে পড়লাম তেমনি নিঃশব্দে—পাছে মরিসের ঘুম ভেঙে যায়। কারণ আমি জানতাম, মরিস ক্লান্ত।

"শুয়ে প'ড়েই দেখি পাশে মরিস নেই। আর ঠিক তক্ষুনি মনে হ'ল যেন নীরার ঘরে একটা খুব মৃদু ফিস্ ফিস্ শব্দ। আমার বুক দুরু দুরু ক'রে উঠল। ভাবলাম, হয়তো আমার ভুল হ'য়ে থাকবে। নীরার ঘর ও আমাদের ঘরের মধ্যের দেয়ালে একটা কাঠের দরজা ছিল। আমি ভালোমন্দ না ভেবে সেই দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম ও 'কী-হোলে' কান পেতে শুনতে লাগলাম—উচিত অনুচিত ভু'লে।

"হবি তো হ'—নীরার বিছানাটা ছিল সেই দরজারই গায়ে লাগানো। স্পষ্ট শুনতে পেলাম নীরা বলছে: 'আর না, দোহাই তোমার, এখন যাও।' তাতে মরিস উত্তর দিল: 'আর একটু—নীরা।' তা'তে নীরা ব'লে উঠল: 'কিন্তু যদি—' মরিস বলল: 'কেন মিথ্যে ভয় করছ নীরা? বলিনি, আনা ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরবে বলেছে, এখন ত কুড়ি মিনিটও হয়নি—তুমি ও-রকম না না কোরো না।' নীরা বলল: 'আমার কি অসাধ মরিস—কেবল--' মরিস বলল: 'না গো না সাবধানী—সাধে কি বলে মেয়েরা—' তার পরের কথাটা শুনতে পেলাম না, শুধু একটা মৃদু চুম্বনের শব্দ। উঃ—" ব'লে আনা থেমে গেল।

স্বপন দেখল, তার মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে। আনার সঙ্গে তার দৃষ্টিবিনিময় হ'তেই আনা কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ ক'রে বলল: "আমায় মাপ কোরো যদি আমি এত বড় বড় কথা বলা সত্ত্বেও এ ধরণের তুচ্ছ পূর্বস্মৃতিতে এখনো একটু বেশি বিচলিত হ'য়ে উঠি—"

স্বপন আর্দ্রস্বরে বলল: "আনা, মুখে কোনো কিছুকে তুচ্ছ বললেই যদি তা বাস্তবিক তুচ্ছ হ'য়ে যেত তা হ'লে জীবনে অনেক ট্রাজিডিরই নিরসন হ'ত।" ব'লে স্বপন থেমে গেল, কারণ আনা এ সব শুনছিল না: চুপ ক'রে মেজের কার্পেটে আঁকা একটা রঙিন ফুলের দিকে একদৃষ্টে ছিল চেয়ে। স্বপন বলল: "আজ থাক্ আনা। এসো অন্য কথা কই।"

আনা হঠাৎ যেন নিদ্রোত্থিতের মতন তার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু তার দৃষ্টির পেছনে তখনও তার মনের যোগ হয়নি। চমকে উঠল যেন—সঙ্গে সঙ্গে মুখ তার হ'য়ে উঠল জবাফুল। সে আরও কুণ্ঠিত হ'য়ে বলল: "না না স্বপন। তোমার সমবেদনার জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু এ দুর্বলতাকে জয় করতেই হবে। আমি বাকিটুকুও বলব—তা'তে যতই ব্যথা লাগুক না কেন।" ব'লে রুমাল বের ক'রে মুখ মুছল। তারপর সহজ সুরেই বলতে লাগল: "আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলাম না— হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম। বিছানার দিকে যেতেই একটা তেপায়া কি রকম ক'রে আমার কয়েকটা জিনিষপত্র শুদ্ধ সশব্দে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি একটা ড্রেসিং গাউন পরে বেরিয়ে আমাদের সামনের করিডোরের শেষে একটা খোলা ব্যালকনিতে একখানা বেঞ্চির ওপর ব'সে দুহাতে মুখ ঢাকলাম।" আনার স্বর একটু গাঢ় হ'য়ে এল, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ জোর ক'রে কণ্ঠে শান্ত সুর টেনে এনে বলতে লাগল: "আমি বেঞ্চে ব'সে মিনিট দুই তিন কান্নার পরেই নীরার ঘরের দোর খোলার শব্দ পেলাম।

আমার বেঞ্চটা একটু আড়ালে ছিল। আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, মরিস খুব পা টিপে টিপে নীরার ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে এল ও নীচে চ'লে গেল। আমি একলা খানিকক্ষণ খুব কাঁদলাম। মিনিট কুড়ি এই রকম কান্নার পরে ঘরে গেলাম। দেখি, মরিস্ কখন ফিরে এসে শুয়ে একটা বই পড়ছে। আমায় জিজ্ঞাসা করল: 'কোথায় গিয়েছিলে?' আমি বললাম: 'স্নানের ঘরে স্নান করতে।' ও বলল: 'এত রাত্রে?' আমি মুখ ফিরিয়ে অস্ফুটস্বরে বললাম: 'মাথা ধরার জন্যে।' ও কী বলবে? বলল: 'সমুদ্রের দিকে বেড়াতে যাওনি তা হ'লে বুঝি? আমি বললাম: 'গিয়েছিলাম, বেড়িয়ে ফিরে এসেই তো স্নানের ঘরে ঢুকেছিলাম।' আমার খেয়াল ছিল না কি রকম উলটো পালটা কথা বলছি, কেননা ড্রেসিং-গাউন প'রে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম বলাটা যে কি রকম—" ব'লেই আনা একটু থেমে বলল: "কিম্বা বোধ হয় আমার গ্রাহ্যই ছিল না ধরা পড়ার। তাই যা মনে আসছিল তাই উত্তর দিচ্ছিলাম। মাথাও ঘুরছিল। ও বলল: 'তারপর?' আমি বললাম: 'ঐ দক্ষিণের ব্যালকনিতে বসেছিলাম একটু।' মরিস হেসে বলল: 'ঘরে ফিরতে বুঝি ইচ্ছে করছিল না? আমাকে একলা ফেলে রেখে—' ব'লে কৃত্রিম অভিমান ক'রে দু'হাত বাড়াল।

"আমার চোখের মধ্যে জলে মুহূর্তে আগুন জ্বলে উঠল। কী দরকার ছিল এর? আমি কোনো মতে আত্মসংবরণ ক'রে 'আসছি' ব'লেই সেইভাবে ব্যালকনিতে গিয়ে বেঞ্চিতে ব'সে একেবারে ভেঙে পড়লাম এবার। এই কি সেই মরিস? সেই আদর্শবাদী, আদর্শ প্রেমিক, সত্যপন্থী—উঃ!....আমাকে সোজা বলতে কী হয়েছিল? আমি কি ওদের সুখের পথে কাঁটা হ'য়ে থাকতাম?—যদি ও সত্য বলত যে নীরাকে ভালোবাসে তা হ'লে ব্যথা খুবই বাজত কিন্তু এ-ভাবে আমার শ্রদ্ধা তো ও

হারাত না? হয়তো· ·কতদিন থেকে এই রকম প্রবঞ্চনা করছে আমাকে! ···কে জানে?···

"এমন সময়ে হঠাৎ মরিস আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধ'রে চাপা স্বরে বলল, 'আমায় ক্ষমা করো আনা।' আমি বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে ব'সে বললাম, 'ছেড়ে দাও।' মরিস দাঁড়িয়েই কাতরভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি সত্যিই অনুতপ্ত।' আমি একটু চুপ ক'রে থেকে শুষ্ককণ্ঠে বললাম: 'অনুতপ্ত? কিসের জন্যে?' মরিস একটু চুপ ক'রে থেকে আমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিতে যায়। আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে বললাম: 'অনুতপ্ত কিসের মরিস? তুমি তো নানা কবিতায় লিখেই থাকো: প্রেমের ক্ষেত্রে হৃদয়ের ডালি নিঃশেষ হ'লে তাকে ভরতে পারে এমন সম্বল মানুষের নেই। তবে?' আমার কথার শুষ্ক দাহে মরিস প্রথমটায় একটু চম্‌কে গেল। কিন্তু কোনো তর্ক না ক'রে শুধু বলল: 'চলো আনা, কালই আমরা পারিসে ফিরে যাই।' আমি শুধু মাথা নাড়লাম। মরিস আমার দুটো হাতই তার দুই হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে কাতরকণ্ঠে বলল: 'লক্ষ্মীটি, আনা, চলো। আপত্তি কোরো না। সত্যিই আমি অনুতপ্ত, বিশ্বাস করো। চলো কালই ফিরে যাই।' এবার ওর কণ্ঠস্বরের মধ্যে যেন একটা গাঢ় আন্তরিকতার সুর উঠল বেজে। আমি যথাসাধ্য শান্ত স্বরে বললাম: 'ছি! নীরা কী ভাববে?' মরিস ব্যগ্র স্বরে বলল: 'ভাবুক, এমন সময় আসে যখন কে কি ভাবল সে নিয়ে অত মাথা ঘামাতে গেলে চলে না।'

"আমি মরিসের দিকে অচঞ্চল দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। পরে বললাম: 'মরিস, এ-ভাবে পালিয়ে পালিয়ে বাঁচাতে চাও কাকে?' মরিস বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল: 'তার মানে?' আমি বললাম:

'মানে।—মানে আমি যাব না।' মরিস অভিমানের সুরে বলল: 'তার মানে তুমি আমাকে চাও না।' এ সময়ে তার অনুতাপের স্থলে অভিমানের সুর এমন বেসুরো বাজল! নরম হ'তে গিয়ে শক্ত হ'য়ে বললাম: 'চাই মরিস। তোমাকে আমি আজও চাই, সত্যিই চাই। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মরিসকে চাই, পঙ্গু মরিসকে না।' এবার ও পরুষ কণ্ঠে বলল: 'পঙ্গু আবার কি? ও-সব থিয়েটারি ঢং ছাড়ো। চলো—পাগলামি কোরো না—ঘরে চলো।' ব'লে আবার আমার কাছে এসে আমার কটিবেষ্টন ক'রে আমাকে ঘরের দিকে টানল।

"এই জোর ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টায় উলটো উৎপত্তি হ'ল। অন্তত যদি আমাকে আগেকার মতন অনুতপ্ত সুরে খানিক বোঝাত তবে হয়তো সেদিন রাত্রে অমনধারা একটা কেলেঙ্কারি হ'ত না। কিন্তু তার টানা-টানিতে, পরুষ-কণ্ঠে, 'থিয়েটার ঢং' বলার সুরে ফুটে উঠেছিল একটা মিথ্যা পৌরুষের দাবি, একটা রূঢ় সম্পত্তিজ্ঞানের ঝাঁঝ। আমি তার হাত সজোরে ঠেলে দিয়ে বললাম: 'ছেড়ে দাও বলছি—লজ্জা করে না?' মরিসের হাতটা আমার ঠেলাতে ছিটকে গিয়ে পাশের একটা রেলিঙের কোণায় ঠক্ ক'রে লাগল। ও রুক্ষকণ্ঠে বলল: 'বুঝেছি। তুমি আমাকে ভালোবাসো না—ভালোবাসো শুধু তোমার আত্মাভিমানকে। —অথচ মুখে কতই না ক্ষমাশীলতা, কতই না কোমলতা, কতই না সহিষ্ণুতার অভিনয় ক'রে এসেছ এতদিন!' আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম: 'মরিস! অভিনয় করি—আমি! খানিক আগের—' আমার কথাটা শেষ হ'ল না—দেখি, পাশে নীরা।

"সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্রোধের আগুনে পড়ল ঈর্ষার আহুতি। আর আমি আত্মসংবরণ করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল চারিদিকের সবই ঘুরছে। আমি জোর ক'রে পাশের রেলিং চেপে ধ'রে মুখ ফিরিয়ে অতিকষ্টে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার পা টলছিল।"

আনার শেষ কথাগুলির মধ্যে যেমন মৃদুতা তেমনি জালা। ...স্বপন মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনছিল। আনা থামতে তার চমক ভাঙল। বলল: "নীরা কি সব শুনেছিল?"

প্রশ্নটা আনার কানেই যায়নি। সে বলল: "আজ আমার ভারি আশ্চর্য মনে হয় স্বপন ভাবতে, যে যদি সেদিন ঠিক ঐ সময়ে নীরা হঠাৎ উপস্থিত না হ'ত, তা হ'লে আমার জীবনটা এমনধারা উলটো একটা পরিণতি নিত কি না?"

—"কেন?"

—"কারণ বেশ মনে আছে মরিস রাগের মাথায় কথাটা ব'লেই ভুল বুঝেছিল। তার ওপর সে আমার লাফিয়ে ওঠায় ভয়ও পেয়েছিল একটু। তার মুখের মধ্যে অনুতাপ আবার ফুটে উঠেছিল ভয়ের সঙ্গে মিশে। তার সে-সময়ের মুখ এখনো আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। সব ব্যাপারটা বলতে এত সময় লাগছে, কিন্তু ঘটেছিল যেন বিদ্যুতের মতন এক নিমেষে। মানুষ সঙ্কট সময়ে কত দ্রুত কত রাশি রাশি ভাবনা ভাবতে পারে কখনো লক্ষ্য করেছ কি?"

—"করেছি।"

—"আমাদের জীবনে এক-একটা এমন মুহূর্ত হঠাৎ দেখা দেয় যখন আমরা যেন আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল অবধি দেখতে পাই এক পলকে—যেমন দেখা যায় সমস্ত দিগন্তের তল অবধি বিদ্যুতের একটিমাত্র ঝল্‌কানিতে। সে-লাফিয়ে-ওঠার মুহূর্তে মরিসের মুখে ত্রাস, শঙ্কা, অনুতাপ ও সম্ভ্রমের যে-সমাবেশটি দেখেছিলাম সেটা আজও মনে পড়ে একটা অবিস্মরণীয় ছবির মতন। মনে পড়ে, আমি ভাবলাম মরিস আমাকে এবার থেকে সম্ভ্রম করতে শিখবে, অনুতাপ তা'তে ইন্ধন দেবে এবং আমি তাকে ক্ষমা করব—কিন্তু ধীরে ধীরে; তাকে বুঝিয়ে দেব যে

আমি প্রেমে-আত্মহারা অবলা নই, আমার মধ্যে একজন আছে যে সম্রাজ্ঞী, যে নারী; সে শত্রুতা সইতে পারে কিন্তু অবজ্ঞাকে ক্ষমা করতে জানে না।”

ব’লে আনা থেমে একটু ম্লান হেসে বলল: “কিন্তু হায় রে নিয়তি! —প্রেরণার আলোয় যে-সম্ভ্রম ওঠে ফুটে—সে যে কত দুর্বল, কত ক্ষণ-ভঙ্গুর তার কি আমরাই হিসেব রাখি? নীরার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে এ-কথাটা স্পষ্ট অনুভব করলাম। আমার সব কল্পনার সৌধই যেন নিমেষে ধূলিসাৎ হ’য়ে গেল! কোথায় গেল আমার সম্ভ্রম, রাজ্ঞীত্ব, ক্ষমা বিতরণের গৌরব, মরিসের মিনতির চিত্রে আত্মপ্রসাদ! আমি জ্বলে উঠলাম একজন অতি সাধারণ মেয়ের মতন—দারুণ ঈর্ষায়—শ্রীহীন জ্বালায়! আর মুহূর্তের উন্মাদনায় সব হারালাম!” ব’লে একটু থেমে আনা যেন আপন মনেই বলতে লাগল: “তবু আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনাই করি!—এটা কত বড় পরিহাস তাই আজ ভাবি—যখন একটা অতি তুচ্ছ অবান্তর ঘটনা আমাদের জীবনের সাগরমুখী স্রোতকে এমন নিষ্করুণভাবে মরুপথের দিকে দিতে পারে ঠেলে!” ব’লেই ওর যেন সম্বিৎ এল ফিরে। ঈষৎ লজ্জিত সুরে বলল: “আঃ—কি বাজেই বকছি! ছিঃ—আমি যে এখনো এত সেণ্টিমেণ্টাল হ’তে পারি—শোনো শেষটুকু।” ব’লে—আবার শান্ত বিষণ্ন সুরে বলতে লাগল: “নীরাকে দেখেই আমার হৃদয় শক্ত হ’য়ে উঠল। মরিসের মুখের চেহারাও গেল বদলে। তার অনুতাপের যায়গায় ফুটে উঠল—পৌরুষের সম্ভ্রম যেন! অবিচারের বোঝা আমারই আচরণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সে আবার উঠল কঠিন হ’য়ে। যে মিলনধারা আমাদের ঘনায়মান ক্রোধ ও অভিমানের মধ্যে বর্ষণোন্মুখ হ’য়ে এসেছিল, তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবের ঝড়ে উড়ে গেল মুহূর্তে।

"নীরা বলল: 'আমি সব শুনেছি আনা। কালই চ'লে যাচ্ছি আমি। আমায় তুমি ক্ষমা করো। মরিসের কোনো দোষ ছিল না এতে।'

"মরিস যেন একটু স্নিগ্ধ হ'য়ে উঠল তার প্রতি। অন্তত আমার তাই মনে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঈর্ষা ফের উঠল মাথা চাড়া দিয়ে। উঃ,—কী মহীয়সী ক্ষমাশীলার অভিনয়! মরিসের অনুতপ্ত চোখে সে এ-কথায় যতটা উঁচুতে উঠল আমার ঈর্ষার চোখে সে ঠিক ততটাই নিচে নেমে গেল। আমি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললাম: তোমরা পরস্পরকে ভালোবেসেছ, এতে ক্ষমা চাওয়ার কী আছে? আর মরিসের ওকালতি করার এ বিড়ম্বনাই বা কেন? তোমার যেতে হবে না, আমিই চ'লে যাব কাল। সংসারে কাঁটারই সব আগে বিদায় নেওয়ার কথা, একবৃন্তে তুটি ফুলকে বিচ্ছিন্ন করা কি ভালো? নীরা আমার বিদ্রূপ গায়ে না মেখে ক্ষুব্ধস্বরে বলল: 'তুমি যাবে কোথায় আনা? আর কাঁটাতো এ ক্ষেত্রে আমিই।' আমি বললাম: 'না। তুমিই হ'লে আসল ফুল—এখানে। আমারই দাঁড়ানো উচিত স'রে।' নীরা বলল: 'কেন আমাকে ফুল ব'লে ব্যঙ্গ করছ আনা? আমার কিসের অধিকার? সমাজে—' আমি অধীর স্বরে ব'লে উঠলাম: 'যেখানে ভালোবাসাই না রইল—সেখানে সমাজের কৃপানিক্ষিপ্ত অধিকারের টুক্‌রোকে ন্যায্য স্বত্ব ব'লে মনে করার উঞ্ছবৃত্তি থেকে যেন রক্ষা পাই নীরা। না, তোমার স্বত্ব তুমিই ভোগ করো, আমি নিজের পথ বেছে নিয়েছি।'

মরিস ভয় পেয়ে গেল, আমার কাছে এসে বলল: 'আঃ—কী পাগলামি করছ বলো তো? তুমি উত্তেজিত হয়েছ, এসো, শোবে এসো।' ব'লে আমার কাঁধে হাত রাখল। আমি ওর হাত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললাম: কেন মিথ্যে মিথ্যে আমাকে জ্বালাতন করছ মরিস? আজকের পর তোমার সঙ্গে কখনো একত্র শুতে পারি আমি? যে শোবে তাকে ডেকে

নিয়ে যাও।' নীরা অস্ফুটস্বরে চিৎকার করে মুখ ফেরাল। মরিস আহত হ'য়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে 'তবে তোমার যা ইচ্ছে করো—' ব'লে দুম্ দুম্ ক'রে নিজের ঘরে চ'লে গেল। নীরাও ধীরে ধীরে নতমুখে তার ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ ক'রে দিল।"

স্বপন রুদ্ধকণ্ঠে বলল: "তার পর?"

আনা ম্লান হেসে বলল: "এরও পর?"

"মরিস আর সাধাসাধি করেনি?"

—"সুযোগ দিলে তো। সেই রাত্রেই আমার বুদোয়ার * থেকে নিঃশব্দে আমার সুটকেশ হাতে ক'রে ট্রেনে চ'ড়ে পারিসে রওনা।"

—"সেই রাতেই? মরিস—"

—"বললাম না, নিঃশব্দে রওনা দেই? মরিস হয়তো রাত্রে আমার খোঁজ ক'রে থাকবে। কিন্তু সে যাক। যেটা দরকারি কথা সেটা এই যে তারপর মাসকয়েক বাদে কাগজে বেরুল, খ্যাতনামা তরুণ কবি মরিস বঁপারের পত্নী মাদাম আনা বঁপার অমুক হোটেলে অমুকের সঙ্গে রাত্রিবাস করার দরুণ মসিয়ে বঁপার তার নামে কোর্টে ডাইভোর্সে'র কেস এনেছেন।"

স্বপন চম্‌কে উঠল: "সে কি!"

আনা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল: "অবশ্য আমিও ওর নামে ডাইভোর্সে'র অভিযোগ আনতে পারতাম; কিন্তু তা হ'লে ওর সুনামের কী ক্ষতিটা হ'ত ভাবো। ওর তরুণ অনুরাগিবৃন্দ যে ওকে মস্ত আদর্শবাদী কবি ব'লে শ্রদ্ধা করে। বুঝলে না?"

—"কিন্তু তোমার ...অর্থাৎ...সুনাম?"

* Boudoir—মেয়েদের ছোট স্বকীয় ঘর।

আনার মুখে অবজ্ঞার হাসির সঙ্গে সঙ্গে তার অভ্যস্ত সিনিসিস্‌ম্‌ ফের দেখা দিল: "আমার আবার সুনাম কি? আমি তো একটা মডেল। আমার কবি, সাহিত্যিক আদর্শবাদীদের-অগ্রণী স্বামীর জীবন—আর আমার জীবন?"

—"তাই ব'লে তুমি একটা পথের লোকের সঙ্গে হোটেলে রাত্রিবাস করলে—তোমার স্বামীর পথ সরল করাতে?"

—"রাত্রিবাস আমি করিনি। ওটা শুধু একটা নাম লেখানো মাত্র—হোটেলের খাতায়। এ-রকম সাক্ষী যোগাড় করা শক্ত নয়। এটা অনেকেই করে কোর্টে প্রমান-প্রয়োগের দরুণ। এও জানো না?"

—"কিন্তু—কিন্তু—তাই ব'লে—মিথ্যাটাই সত্যরূপে—মানে—রটল তো?"

—"রটলই বা! বলিনি—আমি তো একটা পথের মডেল মাত্র! তাছাড়া···" কণ্ঠস্বর ওর গাঢ় হয়ে আসে···"তাছাড়া···আমি ওকে মুক্তি দিতেই চেয়েছিলাম—পাল্‌টা আঘাত দিতে তো চাইনি সত্যিই।"

—"ও কি আনা—"

"দূর—আমার পোড়া চোখে আজ হয়েছে কি?" ব'লে অশ্রু-গোপন করতে গিয়ে আনা ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল।

* *   * *   * *

*   *   *

সামনের শার্শির মধ্যে দিয়ে স্বপন বাইরের দিকে তাকাল। খানিকক্ষণ থেকে বৃষ্টি হয়েছে সুরু। ঠিক এই সময়ে বেগ আরও বেড়ে উঠল। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ···শার্শির ওপরে জলের ঝাপটা···গাছ-পালার 'পরে বৃষ্টির আছড়ে পড়া···আকাশে স্তূপাকার মেঘের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ চাঁদের একটুকরো আড়ষ্ট আলো···স্বপনের বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে···

ও চকিতে আনার একখানি হাত অকুণ্ঠে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চাপাস্বরে বলল: "আমাকে মাপ কোরো আনা, যে, তোমার প্রগল্‌ভতার রঙ্গে খানিক আগে—তোমাকে—মানে—একটু ভুল ভেবেছিলাম।"

স্বপন-সন্ধ্যা সংবাদ

সেদিন রাত্রে প্রায় দুটোর সময় ফিরে স্বপন হঠাৎ কলম ধরল: "স্বর্ণোজ্জ্বলে সন্ধ্যারাণী,

"যদিও কালই একটা দীর্ঘ চিঠি ডাকে দিয়েছি, তবুও আজ আবার লিখতে বসলাম। কারণ আজ রাতে মনটা আমার ভ'রে আছে, তোমার সঙ্গে একটু প্রাণখুলে গল্প না ক'রে থাকতে পারছি না যে। তুমি আজ কতদূরে!…আনার জীবন-কাহিনী শুনে সত্যি আমার এত ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিতে!

"ইচ্ছে করছে কেন?—শুধু দেখাতে যে, যে-সব ঘটনাকে বাঙালি সতী-সাধ্বীরা নভেলিয়ানা ব'লে এক কথায় বরখাস্ত ক'রে দেন সে-ধরণের অঘটনের সঙ্গে এ-দেশে কত সহজে সাক্ষাৎ-সুযোগ ঘটে। সত্যি, আনার জীবন-কাহিনী শুনতে শুনতে আজ আমার ক্রমাগতই মনে হচ্ছিল যে, যে-সমাজে নভেলিয়ানার অবকাশ আছে কেবল সেই সমাজই আটপৌরে একঘেয়েমির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে সক্ষম; আর যে-সমাজে নভেলিয়ানা নিতান্তই নভেলিয়ানা সে-সমাজে গদ্যময় বাস্তবের জগদ্দল বাঁধে জীবনের সব রঙিন স্বপ্নই যায় মাঠে মারা। কেননা, এ-রকম

বাঁধে জীবনের স্রোতস্বিনী হ'য়ে ওঠেন বদ্ধ জলা আর কি—বুঝলে না? এর জলন্ত উদাহরণ হচ্ছে—আমাদের সমাজ। বাস্তবিক তোমার কল্পনা কি তোমায় বলে না যে, যে-সমাজে অবাস্তব ঘটনা নিত্য বাস্তব হ'য়ে উঠতে পারে কেবল সে-সমাজেই সত্যি বাস্তবতার জন্ম সম্ভব? আনার আজকের জীবন-কাহিনী স্বকর্ণে শুনলে এ-কথা মেনে নিতে তোমার বাধত না কখনোই। সত্যি, আজ আমি যেন প্রথম প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করলাম যে, এদেশের নরনারী আমাদের চেয়ে কত এগিয়ে, তাদের হৃদয়ের নানা স্বপ্ন কত জীবন্ত, তাদের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষা কত বেশী সূক্ষ্ম, সুকুমার! আমরা মাথা ঘামাই উচিত-অনুচিত সুনীতি-দুর্নীতি শাস্ত্রীয়-অশাস্ত্রীয় নিয়ে;—ওরা ঘামায় ওঠা-পড়া পাওয়া-ছাড়া বরণ-বিসর্জন নিয়ে। তাই তো এদের আইডিয়ার পরিমণ্ডলে এত রকম অপরূপ বর্ণের ইন্দ্রজাল দেয় ধরা।

"কিন্তু আনার আজকের কথাগুলির মধ্যে যে-স্পন্দনটি তার সমস্ত কাহিনীর মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিল এ-চিঠির বাসি অক্ষরে তাকে মুড়ে পাঠাব কেমন ক'রে বলো? চিঠিতে আখরই পাঠানো যায়, কিন্তু প্রাণের তাপটুকু! সামীপ্যের বারতা দূরত্বের মধ্যে দিয়ে যায় কি ফোটানো?"

শেষ ছত্রটি সে কেটে দিল। তারপরে আনার কাহিনী আদ্যন্ত লিখল—তার ও আনার নানা মন্তব্য ও তর্ক সমেত। কেবল আনাকে ট্যাক্সি ক'রে তাকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়ার কোনো উল্লেখ করল না।

টেলিফোন

স্বপনের ঘুম ভাঙল দেরিতে—পরিচিত কণ্ঠস্বরে। পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করছিল: "মসিয়ের কি অসুখ করেছে? কফি ছুবার এনে ফিরিয়ে নিয়ে গেছি যে।" সে ভারি লজ্জা বোধ করল। বলল: "কটা বেলা?"

—"সাড়ে দশটা।"

—"সা—ড়ে দ—শ—টা!!"

—"হাঁ মসিয়ে। মাদাম ফোনে আপনার খবর নিয়েছেন—ছু-ছুবার।"

—"মাদাম?"

—"যিনি কাল রাতে এসেছিলেন।"

স্বপনের মনে হয় রসিকা পরিচারিকার ঠোঁটের কোণে যেন একটা ছদ্মহাসির আভা। সে মুখ নিচু ক'রে বলল: "আচ্ছা, তুমি কফি রেখে যাও—আজ ছুপুরে এখানে খাব না আমি।"

—"যে আজ্ঞে, মসিয়ে।"

স্বপন উঠে কফি খেয়েই তাড়াতাড়ি আনাকে ফোন করল।

—"কে?"

—"মাদমোয়াসেল হ্যর্প আছেন?"

—"আছেন। কার নাম বলব?"

—"মসিয়ে সেন।"

—"আচ্ছা, একটু দাঁড়ান দয়া ক'রে।"

* * * * * * *

—"বঁজুর* স্বপন!"

Bon jour!—সুপ্রভাত!

—"বঁজুর আনা!"

—"এত দেরী ঘুম থেকে উঠতে! আমি দু-দুবার ফোন ক'রে—"

—"রাতে কি ঘুম হয়েছিল না কি?"

—"স্বপ্ন দেখেছিলে কা'কে?"

—"স্বপ্ন না। ঘুম হয়নি ভালো—সত্যিই।"

—"তা হ'লে তো আমার ওপর রেগে আছ?"

—"থাকতাম—যদি স্বপ্নে খানিকক্ষণ তোমার দেখা পেয়ে ক্ষতি না পূরত।"

—"বাঃ, বেশ ফরাসী কায়দায় কম্‌প্লিমেণ্ট দেওয়া শিখে নিয়েছ যে দেখছি।"

—"শুধু শোনার জন্যে বুঝি যে, ওটা কম্‌প্লিমেণ্ট নয়—খাঁটি সত্য?"

আনার কলহাস্য শোনা গেল: "কোন্ মেয়ে কম্‌প্লিমেণ্টের চেয়ে খাঁটি সত্যকে বেশি পেয়ার না করে?"

—"ঈ—শ্। মেয়েরা পুরুষ কিনা!"

—"আ—হা—হা! ভারি যে গর্ব দেখছি পুরুষ হওয়ার দরুণ। তবু যদি ওজন্যে বাহাদুরি নিজের হ'ত!—যাক শোনো, তোমায় আমি দু-দুবার ফোনে ডেকেছিলাম কেন জিজ্ঞাসা করছ না কেন?"

—"এই করছি: কী ব্যাপার?"

—"আবার সিটিং দিতে হবে নাকি?"

—"হবে না? বিলক্ষণ!"

—"তবে কবে—বলো না কেন ছাই?"

—"যবে তোমার সুবিধে।"

—"দুদিন রেহাই?"

—"অমৃত সেবনে রেহাই?"

—"বাঃ ! পাখী পড়ছে তো বেশ। কাল ?"

—"আমাদের দেবভাষা সংস্কৃতে বলে শুভকার্যে বিলম্ব ঘটায় অনর্থ-ই। আজই নয় কেন ?"

—"তুমি যদি পথ চেয়ে থাকবে ভরসা দাও তবে আজ কেন, এক্ষুণি না হওয়ারও কোনো কারণই নেই।"

—"ঘড়ির সেকেণ্ড-হ্যাণ্ডের দিকে তাকিয়ে থাকবার মতন তারুণ্যও কি আমার নেই মনে করো ?"

—"বেশ, তবে আজই যাব—ডিনারের পর।"

—"না শোনো, এখানেই ডিনার কোরো।"

—"তোমার গৃহাধিষ্ঠাত্রী ?"

—"খুব ভালো লোক—খাওয়ানও মন্দ নয়। একটু বেশি কথা হবে'খন।"

"বহু ধন্যবাদ। ও রিভোয়া। 'আ স্ব সোয়ায়্।" *

—"আ স্ব সোয়ায়্।"

আনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে স্বপনের প্রথমটায় ভারি ফুর্তি হ'ল। য়ুরোপীয় জীবনের কি অচিন্তনীয় স্বাধীনতা !

কিন্তু দুপুর বেলা ক্রমাগত আনার কথা ভাবতে ভাবতে ওর মনে হয় আনার সঙ্গে এত দ্রুত ঘনিষ্ঠতাটা যেন...। কিন্তু তরুণি সে বলে:

—"বাঃ—কী হয়েছে তাতে ?"

* A ce soir। আজ সন্ধ্যায় দেখা হবে।

আশাভঙ্গ

সমস্ত দুপুরটা স্বপন কী এলোমেলো ভাবনাই না ভাবল! নানা বই নিয়ে কয়েক পাতা উলটেই রেখে দেয়, নানা অর্ধ-অঙ্কিত চিত্রে দু-একটা আঁচড় দিয়ে 'দূর' ব'লে তুলি ফেলে দিয়ে শেষটায় বেলা তিনটের সময় সে দুত্তোর ব'লে 'বুলোন বনে' বেড়াতে বেরিয়ে পড়ল। সেখানেই কি তার চাঞ্চল্য কাটে? অবশেষে সে সন্ধ্যার অপেক্ষায় কোনোমতে সময় কাটাতে না পেরে লুভরের মিউসিয়ামে ঢুকে পড়ল। জেরা-র বিখ্যাত 'আমুর ও সাইকে'র ছবিটা বহুক্ষণ ধ'রে দেখে হঠাৎ মনে হয় এ ছবিটি এতো ভালো বোধ হয় কখনো লাগেনি। এক একটা বিশেষ মুহূর্তে এক একটা চিরপরিচিত ছবি বা দৃশ্যও যে কি অপরূপ রঙ নিয়ে জ্ব'লে ওঠে! হিজিবিজি আরও কত কী ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে পড়ে। তারপর একটা প্রকাণ্ড কাফেতে ঢুকে কফি খেয়ে একটা ট্যাক্সি ক'রে Arc de la Triomphe. Place de la Concorde, Avenue de Champs Elysee প্রভৃতি নানা স্থানে অর্থহীনভাবে ঘুরে বাড়ি পৌঁছে দেখল ট্যাক্সিওয়ালার মিটারে চল্লিশ ফ্রাঁ উঠে গেছে। ঘড়ি খুলে দেখে ছ'টা। মহাপ্রসন্ন চিত্তে ট্যাক্সিওয়ালাকে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের একটা নোট দিয়ে চেঞ্জ ফেরত না নিয়ে তার ধন্যবাদ কানে না তু'লে ঘরে ঢুকল।

ঘরে টেবিলের ওপর একটা 'প্নামাতিক' * চিঠি দেখে তু'লে নিল ত্রস্ত হাতে। লেখা—

* প্যারিসে কিছু বেশি পয়সা দিলে এক রকম দ্রুত-প্রেরিত চিঠি ডাকে দেওয়া যায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেগুলো যথাস্থানে পৌঁছোয়। এদের নাম Pneumatique.

"প্রিয় বন্ধু,

ঘণ্টা-দুই আগে মরিস টেলিগ্রাম করেছে—এখন বেলা পাঁচটা—ভার্সেঁএ তার সঙ্গে অতি অবশ্য দেখা করতে। এ দু'ঘণ্টায় তোমায় চার-পাঁচবার টেলিফোন ক'রে না পেয়ে শেষটায় এই চিঠি লিখে আজকের নিমন্ত্রণটা স্থগিত রাখতে বাধ্য হলাম। এ-চিঠি তুমি নিশ্চয় সাতটার মধ্যে পাবে। ততক্ষণ আমি ভার্সেঁএ। আশা করি ক্ষমা করবে এ অভদ্রতার জন্যে। কাল নিশ্চয়ই তোমার ওখানে যাব সন্ধ্যাবেলা। যদি তুমি বাড়ি না থাকো তো জানিয়ো একটু। টেলিফোনে তোমাকে পাওয়া ভার বলেই জানাতে বলছি তোমাকেই।

ইতি—আনা

পুঃ। আমার ভার্সেঁএ যেতে যে খুব ইচ্ছে করছে তা বলতে পারিনে, বা মরিসকে দেখলে যে বিশেষ ভালো লাগবে তা-ও মনে হয় না। মসিয়ে বেনারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন, মরিস নিশ্চয় পুনর্মিলন প্রার্থনা করতে ডেকেছে। পুনর্মিলন? ভাঙা-হৃদয় কি আর জোড়া লাগে? কে একজন গ্রীক দার্শনিক বলেছেন না যে, মানুষ এক নদীতে কখনো দু'বার স্নান করতে পারে না? এক অনুভূতি কি দু'বার আসে?"

স্বপন চিঠিটা ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে একটা সোফায় এলিয়ে পড়ে। অথচ রাগ কার ওপর? আর কী অধিকারে! ভেবে একটা বাঁকা হাসিও ওঠে ফুটে ওর অধরপ্রান্তে।

উদ্ভট

সোফায় কুড়ি মিনিট মনে হয় ওর কুড়ি দিন। এতই খারাপ লাগে!…যেন সমস্ত জগতের প্রতিই একটা বিতৃষ্ণা! ছেলেমানুষি বৈকি!…অথচ মুস্কিল এই: যুক্তি-তর্কে কাটে কৈ? এতে একদিকে ও যেন একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে ওঠে, অপর দিকে নিজের 'পরে ওঠে চটে। এ কী এ! বিশেষ দরকারে পড়েই আনা একটা সান্ধ্যভোজনে আসতে পারেনি—এতে ক্ষোভের প্রশ্ন ওঠেই বা কি ক'রে? আনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বানের জলের মতন হু হু ক'রে দেখতে দেখতে ফুলে উঠেছে বটে, কিন্তু ধরতে গেলে আলাপ ওদের ক'দিনের? আর এ-অভিমান আশাভঙ্গের সামান্য অকৃতার্থতাটুকুকে এত বড় ক'রে দেখা—সারাদিনের এ অহেতুক চাঞ্চল্য—কী এ-সব? নিজের 'পরে ও ভারি বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। ছি ছি, যদি সন্ধ্যা তার আজকের এ সেন্টিমেন্টালিটির কথা কোনো সূত্রে টের পেত…ভাবতেই তার গায়ে কাঁটা দেয়! আনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যে কী অসম্ভব দ্রুতবেগে ফুলে উঠছে এক নিমেষে ওর চোখে প'ড়ে যায়।

অস্বস্তিকর অনুভূতি।…কী এ! ও ভয় পেয়ে যায় এবার সত্যিই। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু রাস্তায় যতই ভাবে এ-চিন্তাকে আমল দেবে না, ততই কি মনের গোপন তূণ থেকে এ-মোহ নানান্ অতনু চিন্তাবাণ একের পর এক অলক্ষিতে উড়ে এসে ওকে বিদ্ধ করতে থাকে! আর সে সব উদ্ভট কল্পনা যেন স্বপ্নের চিন্তার মতনই দুর্নিবার অসম্বদ্ধ ধারায় আসে—ঠেকানো যায় না!…সন্ধ্যার প্রতি তার প্রেম ধীরে ধীরে শ্লথ হ'য়ে যাওয়ার

কথা, আনার সঙ্গে তার কল্‌কাতা ফেরার কথা, তার পিতা-মাতা আনাকে দেখে কি ভাববেন না-ভাববেন সেই সব কথা, তার বন্ধুবান্ধবেরা—দূর! যত সব আজগুবি—

হঠাৎ একটা ট্যাক্সি ধরে। "কোথায় যাবেন মসিয়ে?" স্বপনের চমক ভাঙে। "কোথায়? হ্যাঁ—চলো—বোয়া ত্ম ম্যদঁ।" *

মেঘ কেটে গেছে। মাঝে মাঝে আর্দ্র ঝাপটা পথিককে কাঁপিয়ে তোলে—কিন্তু তবু বোয়া ত্ম ম্যদঁ তার এত ভালো লাগে!···ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে এ-পথে সে-পথে হাঁটতে থাকে। এখানে-ওখানে গাছের মধ্যে দিয়ে কৌমুদীর আলোছায়া। অষ্টমী হবে। আলো ঝাপসা। কিন্তু কী সুন্দর! গাছ সে এত ভালোবাসে!···কত রকম লম্বা, খাটো, শীর্ণ, স্থুল গাছ। কয়েকটা দেবদারু গাছের ডালে তখনও আজকের সকালে-পড়া তুষার লেগে। তার ওপর চাঁদের সোনালি আদর। ছুটো পাইন গাছের সব পাতা এখনও ঝরেনি। সেগুলো পাশে দাঁড়িয়ে হেলে দোলে—চাঁদের দিকে বাড়ায় বাহু—কত রকম ভঙ্গিতে ডাকে!···একটা হিবিস্কাসের গাছে কয়েকটা রাঙা জবা। পাশেই একটি বেঞ্চিতে আলিঙ্গনবদ্ধ যুগলমূর্ত্তি। স্বপনকে দেখে যুবক-যুবতী একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে স'রে ভদ্র হ'য়ে বসে। স্বপন কুণ্ঠিত হ'য়ে গা-ঢাকা দেয়। কিন্তু এ-দৃশ্য দেখার পরে কেমন যেন আরও একলা বোধ হয় ওর।

স্বপনের বুকের ভেতরটা যেন কেমন ক'রে ওঠে!...অনেকক্ষণ বেড়াবার পরে একটু সুস্থ বোধ করে। হঠাৎ মনে হয় তার কিছু খাওয়া হয়নি যে!

বাড়িতে তার ও আনার আহার্য তৈরী। স্বপন দু'রকম মেয়নেজ, তিন রকম অঁত্রে, আর্তিশো, পুডিং টার্ট, ডেসার্টে কমলালেবু, আঙুর,—

* Bois de Meudon.

কত কি ফর্মাস দিয়েছিল। দুপুরবেলা একটিন অ্যাস্পারাগাস্ও কিনে নিয়ে গিয়েছিল কত আগ্রহ ক'রে, আনা আস্পারাগাস্ ভালোবাসে ব'লে। কিন্তু ক্ষুধা সত্ত্বেও এখন আর তার বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে হয় না। সে বোয়া দ্য ম্যদঁ থেকে বেরিয়ে একটা ছোট কাফেতে ঢুকে মাত্র কয়েক স্লাইস রুটি ও চীজ ও এক পেয়ালা শোকোলা (chocolat) খেয়ে—হঠাৎ একটা ট্যাক্সি ডেকে মসিয়ে বেনারের বাড়ির দিকে রওনা দেয়। তাঁর সঙ্গে আনার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করবেই আজ খোলাখুলি ভাবে। এ কী উদ্ভট অস্বস্তি!···হালকা ওকে হ'তেই হবে।

উষ্মা

যখন স্বপন মসিয়ে বেনারের সুন্দর গেটে পৌঁছল তখন রাত ন'টা হবে। তুষারপাত খানিকক্ষণ হ'ল থেমেছে। মেঘের ঘোমটা থেকে চাঁদের চাপা আলো থেকে থেকে উঁকি মারে। আশেপাশের দু-একটা রিক্তপল্লব গাছের কঙ্কাল সে-আলোয় কি-রকম যেন দেখায়!···

—"আরে! কে-ও? সেন যে! এ সময়ে!! হঠাৎ!!!" ব'লেই একটু হেসে বলেন: বোস, দাঁড়িয়ে কেন? খবর কি?"

—"ভালোই, ধন্যবাদ। আপনার?"

—"আর ভায়া, গাছে যখন পোকা ধরে তখন তাকে কেবল এই প্রশ্ন কোরো—কবে সে অন্য গাছকে স্থান ছেড়ে দেবে!"

স্বপন হাসিমুখে বলল: "এর চেয়ে চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন কিন্তু আমার আছে আজ।"

—"আছে নাকি? Alors soyez le bienvenu. * কী একঘেয়ে যে লাগছিল এক তথাকথিত উদীয়মানের আঁকা কয়েকটি ছবি! যার বিন্দু পরিমাণ কথাও বলবার নেই তার সিন্ধু পরিমাণ বুলি আওড়াতে যাওয়ার সেই চিরন্তন ট্রাজেডি আর কি, বুঝলে না? এরা মুদ্রাদোষকে ভাবে স্বকীয়তা! জাহিরিপনাকে ভাবে বীরত্ব। তরুণ কি না! কিন্তু অত দূরে কেন? বাঃ। কাছে এই চেয়ারে—না না—এই—এই সোফাটাতেই বোসো।" বলে সোফাটি থেকে পা নামিয়ে নিয়ে বললেন: "ঘনিষ্ঠ হ'য়ে না বসলে কি আর প্রেমালাপ জমে হে।"

—"ধন্যবাদ। কিন্তু—ব্যস্ত নেই তো আজ? প্রেমালাপটা 'আ লা ওরিয়েণ্টাল' এমন যখন-তখন হ'য়ে পড়ছে যে—"

—"সেইজন্যেই তো ব্যস্ত হই না হে। অকসিডেণ্টে মাঝে মাঝে এ-রকম ওরিয়েণ্টালি মুখ না-বদলালে চলে? তোমাকে এত পেয়ার করি কি সাধে?"

স্বপন হেসে বলল: "তা হ'লে এ-বৈচিত্র্যবাহীকে ভরসা দিচ্ছেন তো? কিন্তু কাজ নেই সত্যিই তো? না, ভদ্রতা করছেন?"

—"ভদ্রতা? ও বস্তুটি যে আমার ধাতে লেখেনি—এতদিনেও বোঝোনি কি? সহজে কি আর 'ভিয়েইয়ার এক্‌স‌ন্ত্রিক' উপাধি লাভ হয় হে বন্ধু? যে-কোনো 'সোব্রিকে' † আদায় করতে অনেক কাঠখড় লাগে। আর তাছাড়া আজ যে বুধবার হে—আমার আলসেমির দিন. জানো না?"

* তবে তো তুমি স্বাগত হে।

† Sobripuet—ডাকনাম।

স্বপন হাসিমুখে বলল: "আচ্ছা, রবিবার বেচারীকে বয়কট ক'রে বুধবার দিনটাকে বিশেষ ক'রে আলসেমির জন্তে নির্দিষ্ট করলেন কেন! পাছে লোকে প্রথাভক্ত বলে এই ভয়ে?"

—"না, পাছে খৃষ্ট-ভক্ত বলে এই ভয়ে।"

—"খৃষ্টানিটি-ভক্ত বলুন।"

—"না। আমার আসল রাগ ত 'ক্রীকের' 'পরে না, 'ক্রীকের প্রস্থতির' পরে। আর আমি যাকে সম্বোধন করি তাকেই উদ্দেশ করি। খৃষ্ট বলতে খৃষ্টকেই বুঝি, তাঁর কুরূপ সন্তান—খৃষ্টানিটিকে না।"

স্বপন হাসল: "খৃষ্টানিটির 'পরে আপনার প্রগাঢ় প্রেমের কথা বুঝতে পারি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বেচারী খৃষ্টের ওপর আপনার এতটা নেকনজর কেন? খৃষ্টের ব্যক্তিত্ব ও খৃষ্টানিটির লেকচার এ দুই তো এক বস্তু নয়?"

—"কেমন ক'রে বলি—নয়? ও দুয়ের যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ হে! ইস্পাত ছেড়ে কি শুধু তার কাঠিন্স ভাবা যায়? না, খৃষ্টের বীজে খৃষ্টানিটি ছাড়া অন্য কিছু জন্মাতে পারত?"

স্বপন এ-ধরণের উত্তর আশা করেনি, তাই একটু মুস্কিলে পড়ল। "কিন্তু···তাই ব'লে···" ব'লে মাঝপথে থেমে গেল।

—"তাই ব'লে কথাটার অর্থ এখানে কী?—একটু খুলেই বললে না-হয়।"

স্বপন একটু ভেবে বলল: "প্রথমতঃ খৃষ্টানিটির দানকে এ-ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতে যাওয়াকে আমার কাছে একটু বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হয় মসিয়ে, মাপ করবেন। কিন্তু আপনার এ-কথাটা না-হয় না-ই ধরলাম;—কারণ আপনার আসল রাগ যখন খৃষ্টানিটির বিকৃতিরই ওপরে—খৃষ্টানিটির ওপরে নয়, তখন—"

মসিয়ে বেনার বাধা দিয়ে বললেন: "এইমাত্র বলিনি কি যে আমি একের নাম করতে আরকে বুঝিনা? আমার লক্ষ্য খৃষ্টানিটি তো বটেই—খৃষ্টও।"

"আপনি কি গম্ভীরভাবে বলছেন এ-কথা? না পরিহাস?"

—"খৃষ্ট যখন বলেছিলেন যে গাছকে তার ফল দিয়ে বিচার করতে চাওয়াটা অযৌক্তিক নয়, তখন তাঁর কথাটা কি গম্ভীর ছিল, না পরিহাস?" ব'লে যেন কৃপার হাসি হেসে বললেন: "তুমি খৃষ্টানিটির বিকৃতির জন্যে যাদের দোষী করছ তাদের—অর্থাৎ খৃষ্টের চেলা-চামুণ্ডা ঐ পাদ্রি বিশপ কার্ডিনাল পোপদের—দূর—ওদের প্রতি আমি কী বোধ করি শুনবে? এক টুকরো অনুকম্পা। ব্যস্।"

—"মানে—"

—"মানে আমার রাগ খোদ কর্তাটির ওপরে। চেলা-চামুণ্ডা-পাণ্ডা-পুরুতের দোষ কী বল? যারা শুধু ধামা ধরতেই জানে, তারা সত্যের দামামা বাজাবে কোন্ শক্তিতে? যারা শুধু অনাসৃষ্টিতেই পটু, তাদের কাছে সত্যদৃষ্টি আশা করবে কোন্ মুখে শুনি?" ব'লে স্বপনের দিকে মিটি মিটি ক'রে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন।

স্বপন সে দৃষ্টির সামনে চোখ নিচু করল। বৃদ্ধ কি মনে মনে হাসছেন, না তার ভালোছেলেমিকে খুঁচিয়ে আমোদ পেতে চাইছেন? বেনার মুখ টিপে হাসলেন: "কী? মুখে রা নেই যে?"

—"আপনার…অর্থাৎ…আপনি কি সত্যিই বলতে চান যে খৃষ্টই খৃষ্টানিটির সব কুফলের জন্যে দায়ী? বাঃ—তিনি জগতে কত সৌন্দর্যের বীজ ছড়িয়ে গেছেন বলুন দেখি?"

—"আবার কত সৌন্দর্যের বিকচ কলিকাকে নিষ্পিষ্ট করছেন বল দেখি?"

—"সে খৃষ্টানিটি—খৃষ্ট না! খৃষ্টানিটি ও খৃষ্ট এ-দুয়ের মধ্যে আপনি গোলমাল করছেন কেন বলুন তো। বাঃ!"

"গোলমাল কোথা? আমি শুধু খৃষ্টানিটিরূপ ফলটি চেখে খৃষ্ট-রূপ বৃক্ষকে বিচার করতে চাইছি। বলছিলাম না—এ বিষয়ে স্বয়ং খৃষ্টেরই নজীর রয়েছে?"

স্বপন খোদ খৃষ্টের বিরুদ্ধে এধরণের কথা কখনো শোনে নি। তাই কী বলবে ভেবে না পেয়ে খানিক্ষণ একদৃষ্টে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মসিয়ে বেনার বলেন: "আচ্ছা বলো তো তুমি নিজে খৃষ্টকে ভক্তি করো ঠিক কি জন্যে?"

স্বপন একটু বিব্রত বোধ করে: "ভক্তি করি কেন? বাঃ! কত কারণ আছে।"

—"যথা?"

স্বপন একটু ভেবে বলে: "ধরুণ যদি বলি—তাঁর সংযত জীবনের জন্যে। তাঁর চরিত্রের দৃষ্টান্তে কতশত উচ্ছৃঙ্খল মানুষও সংযমের জোর পায়নি কি?"

মসিয়ে বেনার ব্যঙ্গ হেসে বললেন: "কিন্তু সংযমের জোর পেয়ে এক শত মানুষের মধ্যে কজনার স্থায়ী লাভ হয়েছে ঠিক কী ভাবে ও কতখানি বলবে?—না, আমাকে ভুল বুঝো না—আমার আপত্তি সংযমে নয়, আমার আপত্তি ওর বাড়াবাড়িতে, ওর যা প্রাপ্য মূল্য ওকে তার চেয়ে বেশি দেওয়ায়, বুঝলে?"

স্বপন ঘাড় নাড়ল। বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "আমি কেবল একটা জিনিযে বড় অধৈর্য্য হ'য়ে উঠি—যখন দেখি যে বিজ্ঞ মানুষও সংযমকে—ধরাকাটকেই চরম তপস্যা ব'লে ভুল করছে, সৃষ্টি ব'লে স্তব করছে।"

—"ঠিক বুঝলাম না কিন্তু এবার।"

—"মানে যথার্থ তপস্যা বা সৃষ্টি হচ্ছে আসলে ইতিবাদী—পসিটিভ : শুধু সংযম হচ্ছে নেতিবাদী—নেগেটিভ এই আর কি। বলছি না অবশ্য যে নেতিবাদ কখনই সৃষ্টির সহায়তা করতে পারে না। পারে—গৌণভাবে : শক্তির অপচয় নিবারণ করার ফলে যতটুকু গ'ড়ে ওঠে ততটুকু। কিন্তু তাই ব'লে শুধু সংযমে সৃষ্টি হয় না। অর্থাৎ কি না জীবনে নিত্য নব সৃজনপ্রেরণার সঙ্গে আসলে সংযমের মূল প্রেরণাটির কোনো মিলই নেই। এবার বুঝলে ?"

—"বুঝেছি বোধ হয়—কেবল একটা জিনিষ ছাড়া। সংযম সৃষ্টির আনুকূল্য করে একথা যদি মেনে নেন তাহ'লে ওর কপালে 'নেতি-বাদী' এ লেবেল এঁটে ছোট করার সার্থকতা কোথায় ?"

মঁসিয়ে বেনার চিন্তিতস্বরে বললেন : "ছোট-বড়, উঁচু-নিচু, ভাল-মন্দ কথাগুলো প্রায়ই বড় গোলমেলে। ও-ধারণাটা মুছে ফেল মন থেকে। মনে করো না কেন—স্তরবিভাগ—শ্রেণীবিভাগ ? অর্থাৎ নিজের নিজের ক্ষেত্রে প্রতি শক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বা এই আর কি। যেমন ধরো, মার নিষেধ-শাসন ও স্নেহ-আদর—শিশুর পক্ষে দুই তো দরকার ? কিন্তু তাই ব'লে তো ওদের স্তর বা শ্রেণী এক নয়। সংযম ও সৃষ্টি সম্বন্ধেও ঐ কথা। তা ছাড়া সংযম সম্বন্ধে আমার আপত্তি ঠিক ওর প্রিন্সিপ্‌ল্ নিয়ে নয়—ডিগ্রী নিয়ে। কেবল মুস্কিল এই যে ওর সীমানা কাটবার কোনো সন্তোষজনক হদিশ নেই।"

—"হদিশ নেই ? তা হ'লে পাঁচজনে ওর ব্যবহার করে কেমন ক'রে ? একটা আবছা জিনিষ নিয়ে কি এতবড় একটা বিপুলকায় সমাজকে চালানো যায় ?"

—"না। গড়পড়তার পক্ষে একটা মাপকাটি গ'ড়ে তোলা যায়

নিশ্চয়ই। আর সেটা দরকারও।—কিন্তু আমি এখানে ঠিক গড়পড়তার কথা বলছি না। কি রকম জানো?—কথাটা বোঝান এত মুস্কিল!... এই ধরো, বড় শিল্পী বা কবিকে তো প্রায়ই বাইরে থেকে অসংযমী দেখায়, নয় কি? গ্যেটের জীবনী পড়েছ?"

—"না।"

—"পোড়ো। জীবন সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টির অমন অঢেল সম্পদ নিয়ে বোধ হয় আর কোনো কবি কখনো জন্মায়নি আজ অবধি। মানুষের যে-কোনো অনুভূতি, যে কোনো চিন্তা, যে-কোনো বেদনা ওঁর কলমের মুখ দিয়ে বেরুত যেন আগুনের দীপ্তি নিয়ে। এমন কি বিষও ওঁর মনের বকযন্ত্রে চুঁইয়ে হ'ত অমৃত। অথচ সংযমী বলতে আমরা যা বুঝি তা তো তিনি কোনো দিনই ছিলেন না!"

স্বপন আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: "সে কি? তবে কি ছিলেন তিনি উচ্ছৃঙ্খল?"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন: "বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হয় বৈ কি।"

স্বপন কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলল: "তা হ'লে কী বলতে চান আপনি? যে, সংযম ব'লে কোনো বস্তুই নেই? না, ওটা শুধুই—?"

—"না। আমি শুধু বলি যে, সংযমের কোনো বাঁধাধরা মাপকাটি নেই। একের পক্ষে যা অমৃত অপরের পক্ষে তা বিষ হ'তে পারে। গড়পড়তার সংযমের যে মাপকাটি, গ্যেটের সংযমকে তা দিয়ে মাপতে গেলে চলবে কেন? তাই আমার মতে তিনি সংযমী নিশ্চয়ই ছিলেন; বহুবার বহু প্রণয়িনীর কাছ থেকে শেষ মুহূর্তে পালিয়েছিলেনও—ঠিক সেই সময়ে যে সময়ে পালানো সব চেয়ে কঠিন; লেখার জন্যে হ্বাইমার ছেড়ে য়েনার নির্জনতায় কতবার একলা কাটিয়েছেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস,

বছরের পর বছর : রাজ্যশাসনের শত দায়িত্ব বহন করেছেন, বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন, থিয়েটার চালিয়েছেন, সমালোচনার ষ্টাণ্ডার্ড প্রবর্তন করতে ষোল বছর ধ'রে কী খাটুনীই না খেটেছেন—এক কথায় একটা বিরাট জীবন—বহুমুখী, বহুধা, বিচিত্র, অপূর্ব সমৃদ্ধ। তবু তাঁকে অসংযমী বলবে—শুধু নারীর আকর্ষণ তাঁর কাছে প্রবল ছিল ব'লে? অন্তত আমি তো গ্যেটেকে ঠিক সেইজন্তেই বড় বলব যে জন্তে সাধারণে তাঁকে ছোট করে। তাঁর সংযমের মানদণ্ড পাঁচজনের সঙ্গে মেলেনি মানি—কিন্তু তা'তে কী? দেখতে হবে—সৃষ্টির দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন কি না—প্রেমের দায়িত্ব বয়েছেন কি না—কর্মের দায়িত্ব স্বীকার করেছেন কি না।"

স্বপন খুশী হ'য়ে বলল : "আপনার এ-কথাগুলো আমার ভারি ভালো লাগল মসিয়ে! কারণ আমারও বার বার মনে হয়েছে যে, প্রেমকে যে-নীতি বয়কট ক'রে চলতে বলে সে-নীতি বন্ধ্যা—উদ্ভট।"

মসিয়ে বেনার প্রীতস্বরে বললেন : "এখন তো পাখী পড়ছে বেশ!"

স্বপন হেসে বলল : "না প'ড়ে আর করে কি বলুন? আমাদের বাংলায় একটা ছড়ায় বলে :

(যখন) পড়েছি মোল্লার হাতে
(তখন) খানা খেতেই হবে সাথে।"

মসিয়ে বেনার হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। অনেকক্ষণের জমাট তর্ক এ-অট্টহাসির হাওয়ায় যেন একটু তরল হ'য়ে গেল।

হাসি থামলে বৃদ্ধ বললেন : "যখন মোল্লার খানায় তোমার এতটা রুচি এরি মধ্যে এসে গেছে তখন তোমার আশা আছে মনামি। তাই তো তোমায় এত লেকচার দেই হে। তাই তো বলি এত ক'রে যে

অসংযমকে বর্জন করতে চাও কোরো, কিন্তু জেনেশুনে কোরো—খোলা চোখে ও খোলা মনে। সংযমের চলতি মাপকাটিকেই একান্ত ক'রে না মেনে নিজের ভিতরের তাগিদে বুঝতে চেষ্টা কোরো কোন্‌খানে সীমারেখা টানা তোমার নিজের বিকাশের পক্ষে শুভ আর কোন্‌খানে অশুভ। চলতি খৃষ্টান সংযমীদের সম্বন্ধে আমার আপত্তিই তো ঐখানে, তাঁরা সংযমের প'ড়ে-পাওয়া বিধানেই খুশী—পরিতৃপ্ত। আর যদি তাঁরা এটা করতেন তাঁদের শক্তিকে একমুখী করার জন্তে, তা হ'লেও বা বোঝা যেত—কিন্তু তা তো নয়। তাঁরা সংযমকে উপায় হিসেবে দেখেন না—চরম লক্ষ্যস্থল দাঁড় করান। নয় কি? আরে মূঢ়—এইটেই বুঝিস্ না যে সৃষ্টিশক্তিতে সংহত করে ব'লেই সংযমের যা-কিছু মূল্য?"

..."কবিদের জীবনী পড়ে এ-কথা আমারও মনে হয়েছে মসিয়ে। বিশেষ ক'রে য়ুরোপে এসে অবধি আমার মনে হয়েছে যে গড়পড়তা মানুষের কাছে যা অসংযমের চূড়ান্ত—ব্যতিক্রমের কাছে তাই সংযম হ'তে পারে।"

—"এপাতাঁ মনামি। তোমার আশা নেই কে বলে? ঠিকমত অসংযম কা'কে বলে সে-সম্বন্ধে তোমার অন্তর্দৃষ্টি খুলল ব'লে।"

স্বপন হেসে ফেলল: "আপনার এমন অমৃতময়ী বক্তৃতায়ও যদি না খোলে তবে দৃষ্টি আমার কেঁচোর চেয়েও অন্ধ বলতে হবে।"

—"প্রেম সম্বন্ধে অগ্নিগর্ভ বুলি-ঝাড়া আমার প্রায় বাতিকের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে হে। কিন্তু ঝাড়ি কেন জানো?"

—"কেন?"

—"ঝাড়ি এজন্তে যে, ওটা আমাদের খৃষ্টানিটির নিষিদ্ধ ফল—যা তুমি ভাবছ। প্রেমকে আমি বড় বলি, কারণ সৃষ্টি-শক্তিকে সক্রিয় করবার মতন অমন বেদন-মন্থন, অমন তীব্র বিষ জীবনে কমই আছে।"

কথার সুরে কোথায় যেন বিষাদাভাষ। খুব স্পষ্ট ইঙ্গিত নয় হয়তো—কিন্তু…স্বপন অস্ফুট সুরে বলল: "বিষ!"

এবার বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে বিষাদের ইঙ্গিতটুকু আর প্রচ্ছন্ন রইল না, তিনি বললেন: "না না। গোড়া থেকেই তোমাকে ভয় পাইয়ে দিই কেন? প্রেমকে অমৃত ব'লেই যেন তুমি জানতে পার। কারণ…কারণ কে বলতে পারে প্রেম তোমার জীবনেও দাহই বহন ক'রে এনে দেবে? কে বলতে পারে যে, প্রেমের ব্যথা ছানিয়ে তোমার ভাগ্যেও হলাহলই উঠবে—সুধা না উঠে?…না মনামি…একজনের প্রেমের ইতিহাস আর-একজনকে বেশি শোনানো ভুল। অথচ…তবু…এম্‌নি বিচিত্র ওর গতি …কিন্তু না থাক, হয়তো তুমি বুঝবে না।"

গভীর রাত্রে বৃদ্ধের এ আবছা কথাগুলির মধ্য দিয়ে কী-একটা বোবা ইঙ্গিতে স্বপনের বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন ক'রে ওঠে। বুঝবে না? জীবনে এমন এক-একটা ক্ষণ আসে না যখন একটা ছোট্ট কথা কত-কীই বুঝিয়ে দেয়? ছোট্ট এক ঝিলিক বিদ্যুতে সমগ্র দিগন্তরকে যেমন উদ্ভাসিত ক'রে তোলে তেমনি?…

খানিকক্ষণ হ'ল বৃষ্টির বেগ ফের বেড়ে উঠেছিল। এতক্ষণে ঝড়ও উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে।…বাগানের দিকের শার্শির গায়ে জলের ছাট তীরের মতন এসে বেঁধে। সে-ঝাপসা কাচের মধ্যে দিয়ে ঝাউগাছ-গুলোর কী মাথানাড়াই না দেখা যায়!…দেবদারুগুলো তো একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। তাদের ঘনপল্লবের ভেতর দিয়ে ঝড়ের উচ্ছ্বাস কী এক বিষণ্ণ সুরে ওঠে বেজে। হু-হু—শোঁ—ছপ্ ছপ্—আরও কত রকম শব্দ! আবার মাঝে মাঝে ঠিক যেন সাইরেনের—শানাইয়ের আদল আসে—তেমনিই শান্ত—তেমনিই—স্থায়ী—তেমনিই করুণ! আকাশের বিজলি আলো সিক্ত কাচের মধ্যে দিয়ে কী রকম

যে দেখায়! এমন বিবর্ণ!...থেকে থেকে কড়্ কড়্—কড়াৎ!....
বাগানের মাঝখানটায় একটা গোলাকৃতি ফুলের কেয়ারি দীপ্ত
হ'য়ে ওঠে!...

হঠাৎ ও চম্‌কে ওঠে। বৃদ্ধ একদৃষ্টে চেয়ে। অধরের প্রান্তে এক
টুকরো হাসির ছোঁওয়া। বড় সুন্দর হাসি—কারুণ্যে ভরা! ওঁর মুখে
কই এ-ধরণের দরদী হাসি তো এর আগে সে কখনো দেখেনি!

—"এত কী ভাবনায় ডুবে গো কবি বন্ধু? অতীতচারণ? না, মনে
হচ্ছে বুড়োটা কী সেন্টিমেণ্টাল?"

স্বপন মুখ নিচু করে।

বৃদ্ধ উত্তর না দিয়ে খাণিকক্ষণ চুপ ক,রে বাইরের দিকে চেয়ে থাকেন।
বৃষ্টি বেশ একটু মন্দা হ'য়ে এসেছে। কিন্তু স্তূপীকৃত মেঘের মধ্যে চপলা-
চমকের বিরাম নেই।...

হঠাৎ বৃদ্ধ চিন্তাবিষ্ট সুরে বলেন: "কিন্তু প্রেমকে ঠিক বিষ বলাও
চলে না। কারণ এ-বিষে মরণ তো আনে না—চেতনাকে উগ্র ক'রেই
তোলে। গেটের কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে Die Liebe herr-
scht nicht aber sie bildet!" * ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে
বললেন: "কিন্তু তবু আমি বলব যে আলোহীন আঁধারহীন বিরাট
নিশ্চিহ্ন শূন্যের চেয়ে এ লক্ষগুণে ভালো! আমার এক বন্ধু ভালের প্রায়ই
বলত: একাকার মুক্তি আমি চাই না। অস্তিত্বের জন্যে তীব্র ব্যথাও
সার্থক। নইলে কি সৃষ্টি হ'ত কখনো? বর্ণহীন, গন্ধহীন, নিস্তরঙ্গ
নির্বাণেই যদি চেতনার চরম পরিসমাপ্তি হবে তা হ'লে হাসি-অশ্রুর দ্বৈতে
এমন ইন্দ্রধনু গ'ড়ে উঠল কেমন ক'রে? আলো-ছায়ার বর্ণ-সম্পাতে এমন
মায়াপুরী গ'ড়ে উঠল কেন?"

* প্রেম মানুষকে চালায় না—বিকশিত করে।

ব'লে স্বপনের দিকে তাকিয়ে বললেন : "প্রেমের বেদনা পেয়েছিলেন ব'লেই না গেটে লিখতে পেরেছিলেন—"শোনো—" বলে পাশের শেল্ফ থেকে গেটের একটি বই টেনে নিয়ে খুলে পড়তে লাগলেন :

'একান্ত কহিতে চাহো যাহা তব গূঢ় মর্মতলে
অনির্বাণ অমলিন জ্বলে ?
শুধু তবে কহিয়ো জ্ঞানীরে ; নহে—হেন বাণী সবে
বাতুল-প্রলাপ সম ক'বে।
বোলো শুধু দরদীরে : "এ-হৃদি মন্দিরে সেই রাজে
ঝাঁপ দেয় যে জলধি-মাঝে
জগদর্চিতরে রহে যে-পূজারী চির পিপাসিত,
মরণেও বরে যে—নন্দিত !" *

স্বপনের এত ভালো লাগে ! বৃদ্ধ এত দরদ দিয়ে কবিতা পড়তে পারেন তা সে কবে জেনেছিল ? তার বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা তার কেঁপে ওঠে।

মসিয়ে বেনার ফের বলতে লাগলেন : "তাইতো আমি আনাকে এত শ্রদ্ধা করি—জানো ? এ দীর্ঘ জীবনে অনেক-কিছুর বাহুল্য দেখা যায় মনামি—কেবল দিলদরিয়া প্রাণ ছাড়া।" ব'লেই স্বপনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন : "তোমাকে বলেছে আশা করি ?"

স্বপন চোখ নিচু ক'রে শুধু মাথা নাড়ল।

---

o Sag es niemand nur den Weisen,
Denn die Menge gleich verhonet
Den Lebendigen will ich preisen
Der nach Flammentote sehnet.

বৃদ্ধ আর্দ্র সুরে বললেন : "জানতাম তোমায় না ব'লে থাকতে পারবে না। আহা! বলুক। ব'লে ব্যথার তবু তো একটু উপশম হয়!" তার দীর্ঘপক্ষ্মের মধ্যে দিয়ে এমন একটা সজল ব্যথা স্নিগ্ধ হ'য়ে ফুটে ওঠে!...

মসিয়ে বেনার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললেন : "য়ুরোপ বড় হয়েছে কেন জান মনামি! এই কথাটাই এতক্ষণ আমি বলতে চাচ্ছিলাম—খৃষ্টকে আক্রমণ করতে গিয়ে। য়ুরোপ বড় হয়েছে খৃষ্টের গোঁড়ামি ও সেন্টিমেণ্টালেটির দরুণ নয়—য়ুরোপ বড় হয়েছে আনার মতন মন নিয়ে বহু নরনারী তার মাটিতে জন্মেছে ব'লে।"

ব'লে একটু থেমে যেন নিজের মনেই ব'লে চললেন : "সংসারে পনের আনা লোক চায় শুধু ধরা-ছোঁয়া যায় এমন একটা সোয়াস্তি, আঁকড়ে পাওয়া যায় এমন একটা মোটা শান্তি। যা জীবনে আনে অসামঞ্জস্য, আনে উলটো-পালটা স্রোত, আনে ঘূর্ণী, ঝড়, অগ্ন্যুৎপাত—যা বান ডাকায়, প্লাবন বহায়, ভাঙন ধরায় তাকে বরণ করতে পারে ঐ বাকি এক-আনারই দল—ঐ আনার মতন উদ্ভট দু'চারজন। এদের মানুষ ভুলে যায় হয়তো সব-আগে—কিন্তু তবু এ কথা সত্য যে এদের বুকের রক্তই সমাজকে রেখে যায় উর্বর ক'রে।....

"আনা যেদিন মরিসের ভালোবাসাকে ফিরে পাবার বা আঁকড়ে ধ'রে রাখবার জন্যে এতটুকু চেষ্টা না ক'রে, এতটুকু ছল-ছুতো না ক'রে তাকে নীরার বাহুপাশের মধ্যে একরকম ঠেলে দিয়েই রিক্ত হস্তে, জ্বরগায়ে একান্ত নিঃসহায় অবস্থায় সটাং আমার কাছে এসে বলল ও মডেল হবে, সেদিন সাংসারিক দিক দিয়ে সে মূঢ়ের মতন কাজ করেছিল নিশ্চয়ই—কিন্তু তবু—" ব'লে স্বপনের দিকে চেয়ে ঈষৎ গাঢ় স্বরে বলতে লাগলেন : "তবু প্রেমকে যে সাংসারিক দিক দিয়ে বাঁধতে গেল না—অসামাজিক আচরণকে যে বিজ্ঞ যুক্তি দিয়ে নাকচ করল না—মুহূর্তের জন্যে ভাবল না

—কাল কী খাবে, কোথায় দাঁড়াবে, লোকে কী বলবে, কী সে কাম্য বর যার লোভে হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলছে—"

দুজনেই চম্‌কে ওঠে। দোরে কে টোকা মারে এত রাতে! এ ঝড়জলে!

—"এ কি! আনা!! এ সময়ে!!!" বলতে বলতে মসিয়ে বেনার উঠে দাঁড়ালেন—কী যোগাযোগ! ওর বুকের রক্তে বেজে ওঠে মাদল।...

একরোখা

দুজনের মুখ থেকেই যেন সমস্বরে বেরুল: "আনা!"

মসিয়ে বেনার উঠে তার দুটি হাত ধ'রে তার কপালে চুম্বন ক'রে বললেন: "ব্যাপার কি শেরি? এত রাত্রে? এ-দুর্যোগে? আর এ পাণ্ডুর কেন ও গালের গোলাপফুল দুটি?"

আনা মুখ নিচু ক'রে শুধু বলল: "মরিস আবার আমাকে ফিরে যেতে বলে।"

মসিয়ে বেনার বললেন: "বলিনি? যাক্ বোসো আগে। উঃ—কাঁপছ যে! এই—এইখানটাতে বোসো—এই ষ্টীম পাইপের কাছে। আমার পাশে এই সোফার ওপর। এ বৃষ্টিতে বেরুতে আছে!"

—"বৃষ্টি একটু ধরেছে মসিয়ে। আর আমি তো এলাম ট্যাক্সিতে।" মসিয়ে বেনার একটা ঘণ্টা বাজালেন।...নানেৎ ঘরে ঢুকল।

—"তিন পেয়ালা কফি নানেৎ—একটু পোর্টও আনতে বলি শেরি?"

—"না মসিয়ে, ধন্যবাদ—কফি হ'লেই হবে।"...কফি, কেক, বিস্কুট্‌, চীজ এনে হাজির নানেৎ একটু বাদেই।

—"এত শীঘ্র ?"

—"আপনাদের জন্যে কফি তো আনছিলামই—সবই প্রস্তুত ছিল।"

—"যার তুমি নেই নানেৎ, তার কেউই নেই"

নানেৎ মৃদু হেসে প্রীতস্বরে ধন্যবাদ ব'লে বেরিয়ে গেল। 'ভিয়েইয়ার এক্‌স্‌ত্রিক'-এর এ ধরণের রসিকতায় সে অভ্যস্ত ছিল।

স্বপন তাড়াতাড়ি উঠে পেয়ালায় কফি ঢেলে আনাকে ও মসিয়ে বেনারকে পরিবেষণ ক'রে দিল। মসিয়ে বেনার প্রীতস্বরে বললেন: "বাঃ—আদব-কায়দায় যে আমাদেরও টেক্কা দিলে সেন!"

স্বপন হেসে শুধু কপির পেয়ালায় চুমুক দিল।

খানিকক্ষণ কেউই কথা কইল না। হঠাৎ ঘরের ঘড়িতে টং টং ক'রে দশটা বাজল।

মসিয়ে বেনার বললেন: "এই নভেম্বর মাসে এত রাতে বেরিয়ে ভালো করনি আনা। বিশেষতঃ যখন কদিন থেকে তোমার শরীর ভালো যাচ্ছে না—"

—"আমি সাড়ে ন'টা অবধি বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ ক'রে আর থাকতে পারলাম না মসিয়ে। আর জানতাম আপনি বারটা-একটার আগে তো শোন্ না—তাই—"

মসিয়ে বেনার তার একটি হাত কোলের ওপরে টেনে নিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন: "আমি কি আমার জন্যে বলছিলাম না কি? বাঃ বেশতো! —কিন্তু হয়তো ভালই হয়েছে। তোমার 'পসিয়'-টা * একটু স্যাঁৎস্যেঁতে। দু-তিন দিন আমার এখানেই থাকো—শরীরটা একটু সুস্থ হওয়া অবধি।

* Pension—বোর্ডিং ধরণের হোটেল।

কেমন ?" ব'লে আমার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে আবার ঘণ্টা বাজালেন। নানেৎ ঢুকল।

—"নানেৎ, আজ মাদমোয়াসেল আমার ঐ দক্ষিণ দিককার বড় ঘরে থাকবেন—বিছানাটা—"

নানেৎ ঘাড় নেড়েই অদৃশ্য।

আনা হঠাৎ আর্দ্র কণ্ঠে বলল: "আপনি এত ভাবেন সবার জন্যে মসিয়ে!—"

বৃদ্ধ ওর গালে ঠোনা মেরে বললেন: "হয়েছে গো হয়েছে। শোনো। আমি বলি কি—তুমি আজ বড় ক্লান্ত আছ, এক গ্লাস পোর্ট খেয়ে শুয়ে পড় গে। আজ এ-সব আলোচনা থাকুক। এতে হয়তো শুধু শুধু উত্তেজনা আসবে, ফলে সারারাত ঘুমুতে পারবে না।"

আনা আবদেরে সুরে বলল: "বা রে! আমি শোবই যদি—তা হ'লে এলাম কেন এখন? আমি কোথায় এলাম ব্যাপারটাকে আপনাকে ব'লে মনটা হালকা ক'রে নিতে, না আরম্ভ হ'ল ধাত্রীপনা!"

মসিয়ে বেনার তার হাতের ওপর চাপড় দিয়ে হেসে বললেন: "দুষ্ট মেয়ে! এর নাম বুঝি ধাত্রীপনা? আমি বলছি কি—কাল সকালে আলোচনা করা যাবে সুস্থভাবে—তিন বন্ধুতে মিলে ঠাণ্ডা মাথায়। সেনও আজ না-হয় আমার উত্তরের ঘরে থাকতে পারে—কাল ভোরবেলা থেকেই আলোচনা সুরু করার সুবিধা হবে তা হ'লে, কি বলো?"

স্বপন বলল: "আমার বাসা তো কাছেই মসিয়ে। আমি কাল ভোরেই আসতে পারি।"

মসিয়ে বেনার ললিত সুরে বললেন: "এখানেও একদিন রাতে বাসায়-না-ফেরার প্রস্তাবে এত ভয়? ভালোছেলের স্ত্রী-রা বুঝি বিদেশেও তাঁর মনের মানুষটির বাইরে রাতকাটানো ক্রেয়ারভয়াঁস-এ জানতে পারে?"

আনার সামনে স্বপন যে কী সঙ্কোচ বোধ করে !...

সে জোর ক'রেই বলে : "আমার স্ত্রীর ক্লেয়ারভ'য়াস-চর্চা করা ছাড়াও কাজ আছে। আমি বলছিলাম—বাসায় রাতে ফিরব না বলে তো আসিনি—"

—"তা'তে কি হে ? আমি টেলিফোন ক'রে দিতে বলছি নানেৎকে।"

ব'লে ঘণ্টা বাজিয়ে নানেৎকে বললেন : "নানেৎ, মসিয়ে আজ রাতে উত্তরের ঘরটায় থাকবেন। তুমি ওঁর ওখানে—ও হ্যাঁ—ম'াদামোয়াসেল হ্যর্পঁর পঁসিয়ঁ-তেও এখুনি টেলিফোন ক'রে দাও।"

ঘাড় নেড়ে নানেৎ বেরিয়ে গেল আনার ও স্বপনের টেলিফোন নম্বর দুটো নিয়ে।

মসিয়ে বেনার বললেন : "তা হ'লে কী স্থির করলে আনা ? এখন শুতে যাবে, না একটু শ্যাম্পেন আনতে বলব ?"

আনা অন্যমনস্ক হ'য়ে কি যেন ভাবছিল। চম্‌কে বলল : "পার্দ ?" *

মসিয়ে বেনার তার গালে আদর ক'রে একটা চড় মেরে বললেন : "পাগলিটার ভাবনা আর ফুরোয় না। যাঃ—অত ভাবে না। যাও আজ ঘুমোওগে যাও—সেনের সঙ্গে আমার কথাও আছে। ভালো কথা সেন, তুমি কী একটা কথা আমায় জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলে না ?"

স্বপন উত্তর দেবার আগেই আনা বলল : "না মসিয়ে সে-কথা থাকুক এখন। আজ আমার কথাই আগে শুনতে হবে আপনাকে নইলে আমার রাতে সত্যিই ঘুম হবে না। সত্যি—আপনার পরামর্শ

* Pardon— ক্ষমা করবেন, কি বলেন ?

চাই। স্বপন থাকায় আরও ভালোই হয়েছে একসঙ্গে আপনাদের দুজনকে বলতে পারলে মনটা আরও হালকা হবে।"

মসিয়ে বেনার আনার পেয়ালায় আর একটু কফি ঢেলে দিয়ে বললেন: "অগত্যা! আঃ, সাধে কি সেক্সপীয়র বলেছেন Obstinacy! Thy name is woman."

তিনজনেই হেসে উঠল।

মরিস

আনা কফিতে চুমুক দিয়ে বলল: "ভার্সৈ'এ মরিস একটি চমৎকার বাগানওয়ালা বাড়ী কিনেছে সম্প্রতি। সেখানেই তার সঙ্গে দেখা করতে লিখেছিল আমায়।"

মসিয়ে বেনার বললেন: "কই, বাড়ি কিনেছে তো বলোনি আজ দুপুরে?"

—"আমি কি জানতাম তখন? মরিসের সঙ্গে যে আজ ন'মাস দেখা নেই—"

—"ও—হ্যাঁ হ্যাঁ—ভুলেই গিয়েছিলাম। যাক বলো।"

—"ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছতেই দেখি—সে। প্লাটফর্মে আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চলতে চলতে বলল গত কয়টা ট্রেণের প্রত্যেকটায় সে আমাকে আশা করেছে। তার মুখ-চোখের ভাব দেখে মনে হ'ল যেন সে সত্যিই খুশি হয়েছে আমাকে দেখে। একটু আশ্বস্তও।"

মসিয়ে বেনার বললেন: "সে বুঝি তার ক'রে ভরসা পায়নি যে, তুমি আসবে?"

—"ছেলেবেলা থেকেই আমি যে একটু একরোখা মেয়ে তা তো জানেন?"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন: "হাড়ে হাড়ে। তোমার মনটি যে কখন কোন্ দিকে ছুলবে সে নিয়ে তোমার বাবা ও আমি কি কম সন্ত্রস্ত ছিলাম, তোমার জন্মানোর প্রায় পরের দিন থেকে? —কিন্তু যাক্ সে-কথা—শুনি মরিস কী করল, কী বলল।"

আনা রুমাল দিয়ে মুখ মুছে সুরু করে ফের: "প্রথম আমাকে খুব এলাহি রকমের ডিনার খাওয়াল। তারপরে আমার হাতে গুঁজে দিল মস্ত একতোড়া গোলাপ। এতবড় 'বসোরা' ও 'পল নীরো' আমি এর আগে কখনো দেখিনি। একেই ফুলের মধ্যে গোলাপ ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়—তার ওপর এত বড় বড় ফুলের প্রকাণ্ড তোড়া। আমার মনটা বেশ একটু স্নিগ্ধ হ'য়ে গেল।

"বোধ হয় আমি তাকে একটু আর্দ্র কণ্ঠেই ধন্যবাদ দিয়ে থাকব। কারণ সে বিষম খুশি হ'য়ে উঠল হঠাৎ। বলল: 'চলো আনা, তোমাকে আমার হট-হাউসটি দেখাই। এর চেয়েও ভালো ফুল আছে সে-বাগানে। সেগুলো তোমার সামনে তু'লে তোমায় দেব।' আমি একটু আশ্চর্য হ'য়ে উঠলাম। হঠাৎ এত আদর-আপ্যায়ন? সঙ্গে সঙ্গে একটা আনন্দও হ'ল—অথচ কিসের যেন একটা অজ্ঞাত ভয়—আক্ষেপও।"

মসিয়ে বেনার ওর হাতের ওপর একটা মৃদু চাপ দিলেন।

—"সমস্ত বাড়িটি দেখিয়ে যখন সে আমাকে তার বাগানে নিয়ে গিয়ে বিজলি বাতির একটি সুন্দর ছোট্ট ঝাড় জেলে দিল তখন আকাশ

একটু পরিষ্কার হয়েছে সবে! নানা রঙের আলোর সমাবেশে বাগানটি যেন হাসছে। বললাম: 'বাড়িটি বেশ সুন্দর বটে, কিন্তু বাগানটি সবার সেরা। এটি কি ভাড়া নিয়েছ?"

"মরিস বলল: 'না, একটি জাপানী ভদ্রলোকের কাছ থেকে কিনেছি।' আমি বললাম: 'ও—তাই বলো! নইলে এমন বাগান কি য়ুরোপীয়েরা করতে পারে?' মরিস কণ্ঠস্বরে নিবিড় তৃপ্তি ঢেলে দিয়ে বলল: 'কিনে ভালো করেছি তা হ'লে?' আমি বললাম: 'সন্দেহ আছে? তোমার সুরুচির জন্যেও তোমাকে প্রশংসা করতে হয়।' তারপর এ-কথা সে-কথা—রাজ্যের অবান্তর প্রসঙ্গ। মরিস রকমারি ফুল দেখাতে থাকে ও কোনো ফুল আমার একটু ভালো লাগতে না লাগতে তৎক্ষণাৎ কেটে আমার হাতে তু'লে দেয়। দেখতে দেখতে আর একটা প্রকাণ্ড তোড়া হ'য়ে ওঠে।

"আমার মনটার মধ্যে একটা খুশির ভাব ঘনিয়ে উঠছিল বটে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সে-খুশির সঙ্গে সমান কদমে একটা অস্বস্তিও উঠছিল হু হু শব্দে বেড়ে। মরিস ঠিক কী প্রস্তাব করতে চায় সে-সম্বন্ধে যতই নিঃসন্দেহ হচ্ছিলাম ততই একটা অস্বাচ্ছন্দ্য জাগছিল কখন সে প্রস্তাবটা করবে—ভেবে। অথচ আশ্চর্য এই যে এই অস্বস্তির মধ্যে একটা প্রত্যাশাও উঁকি মারছিল!"

মসিয়ে বেনার বললেন: "ছবিটা বেশ ফুটিয়েছ শেরি।"

আনা প্রীতস্বরে হাতের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে বলতে লাগল: "ক্রমে এ-কথায় সে-কথায় এ দুঃসহ ভাবটা আমার ভারি অসহ্য হ'য়ে উঠল। এসে লাইব্রেরিতে ব'সে কফির পেয়ালায় চুমুক দেই, কত অর্থহীন প্রশ্নে অর্থহীন জবাব দেই। বাজে হাসিতে স্বপ্নাবিষ্টের মতন যোগ দেই—কত করি—সে কী বিশ্রী উশ্‌খুশ্‌—অথচ তবু মরিস কিছুতেই কিছু বলে না।

শেষটা আর পারলাম না। বাগানটির মধ্যে একটি ছোট্ট কৃত্রিম ঝরণার প্রসঙ্গ উঠতেই জোর ক'রে ব'লে বসলাম: 'ভারি চমৎকার মরিস। নীরারও নিশ্চয় খুব পছন্দ হবে—সে ঝরণা যা ভালোবাসে!'

"বলতেই ধারাসারে জল নামল। দুহাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতন সে কী কান্না মরিসের! আমার হৃদয় মুহূর্তে ভিজে উঠল। আমি তার হাত দুটো সরিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিতেই সে আমার হাত চেপে ধ'রে নিবিড় স্বরে বলল: 'নীরার সঙ্গে আমার সব শেষ হ'য়ে গেছে আনা। তুমি ফিরে এস—আমার কাতর মিনতি।' আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্রাণপণে আত্মসংবরণ ক'রে বললাম: 'সে কি? নীরা কি তোমায় বিবাহ করতে চায় না?' মরিস সেই রকম নিবিড় আগ্রহকম্পিত স্বরে বলল: 'তুমি ভারি নিষ্ঠুর আনা—মেয়েদের হৃদয় কোমল বলে লোকে কেন?' তখন আমার রক্তে বাজছে দামামা, তবু আমি একটু চুপ ক'রে থেকে যথাসাধ্য শান্তস্বরে বললাম: 'আগে আমায় সত্যকথা বলো। নীরার সঙ্গে কি তোমার সত্যিই ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেছে?—না, শুধু একটা ঝগড়া—প্রণয়ি-কলহ?' মরিস এ-কথায় সঙ্কুচিত হ'য়ে মুখ ফেরালো। আমি বললাম: 'কিন্তু দোহাই তোমার মরিস, মিথ্যা বোলো না আমাকে ভুলোবার জন্যে।'"

মসিয়ে বেনার বললেন: "এতে সে কী বলল? ও কী শেরি—"

"না—কিচ্ছু না।" ব'লে আনা তার কণ্ঠস্বর একটু পরিষ্কার ক'রে নিয়ে স্বচ্ছসুরেই বলল: "এ-কথায় মরিসের স্বরের মধ্যে উপচীয়মান আগ্রহ-স্পন্দন যেন নিভে গেল। সে আমার চোখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে একটু শুষ্ক সুরে বলল: 'মিথ্যা বলব কেন? না, ছাড়াছাড়ি ঠিক হয়নি। সে আমাকে তেমনিই ভালোবাসে।' আমি বললাম: 'আর তুমি?' মরিস হঠাৎ বলল: 'ও সব কথা আমার ভারি খারাপ

লাগছে আনা। আমি মাত্র কাল শুনলাম যে তুমি ডাইভোর্সের জন্যে ইচ্ছে ক'রে ও-মিথ্যা কলঙ্ক নিজের ঘাড়ের ওপর তুলে নিয়েছ! এর পরেও কি তোমায় আমি ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে চ'লে যেতে পারি?'

"আমি পলকে কঠিন হ'য়ে উঠলাম, বললাম: 'মরিস, শুধু এইজন্যে করুণা?' মরিস আবার আমার একটা হাতে চেপে ধরল, বলল: 'আনা, আমার শুধু একটা বলবার ভুল—একটা চ্যুতিই এত বড় হ'য়ে উঠেছে আজ তোমার কাছে? ভিতরের কামনা বেদনা অনুতাপ··· এ-সবের কি তুমি কোনো স্পন্দনই পাচ্ছ না আমার আজকের ব্যাকুলতার মধ্যে?' আমি ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একটু শান্ত সুরে বললাম: 'কিন্তু যদি তোমার নীরার প্রতি ভালোবাসা এখনো—' মরিস বাধা দিয়ে আকুল-কণ্ঠে বলল: 'তোমায় বলছি আনা, আমার মোহ কেটে গেছে—তবু—' আমি বললাম: 'কিন্তু নীরার?' ও বলল: 'নীরার জন্যে তোমাকে—বিবাহিতা স্ত্রীকে—তো ছাড়তে পারি না।' 'বিবাহিতা স্ত্রী!!' কথাটা আমার কানে কেমন যেন বেসুরো বাজল, বললাম: বিবাহের কথা তুলছ কেন মরিস? আমাদের মধ্যে কি বরাবরই একটা বোঝাপড়া ছিল না যে, প্রেমের লেনদেনে ওটা অবান্তর?' বোধ হয় এ-জবাব ও আশা করেনি। কারণ ওর মুখের পেশীগুলি যেন একটু কঠিন হ'য়ে উঠল; বলল: 'তোমার সঙ্গে তর্ক করার জন্যে তোমায় ডাকিনি আনা। যা ঘ'টে গেছে তাকে অ-ঘটানো তো আর যায় না। তবু ভুল ভুলই।' আমি বললাম: 'কিন্তু আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না মরিস যে, তুমি ভুল করেছ। নীরা চমৎকার মেয়ে, তোমাকে সুখী করতে পারবে —যা—যা আমি পারিনি।' মরিস আমার হাত দুটো ওর কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: 'না—না—আনা—নীরাকে বিয়ে ক'রে আমি সুখী হব না।' আমি ওর দিকে একদৃষ্টে খানিক তাকিয়ে বললাম:

'কেন ? নীরাকে আর তুমি ভালোবাসো না ?' মরিস তখনি-তখনি উত্তর দিতে পারল না, যেন একটু ভেবে বলল : 'নীরাকে ?—না।' আমি বললাম : 'তোমার কণ্ঠস্বরের প্রতি ভঙ্গিটি যে আমার পরিচিত মরিস ! লুকোতে পারো কখনো ?' মরিস একটু থতমত খেয়ে বলল : 'নীরাকে যদি ভালোই বাসব তা হ'লে তোমাকে চাইব কেন ? আর লুকোবোই বা কেন ?' আমি বললাম : 'হয়তো কর্তব্যবুদ্ধি ?' মরিস ঈষৎ আহত সুরে বলল : 'যদি তাই হয়, তা হ'লেই বা কি ? কর্তব্য জিনিষটা কি এতই অবহেলার ?' আমি বললাম : 'না। কেবল প্রেমের ক্ষেত্রে ওর পদার্পণ অনধিকার-প্রবেশ—এইমাত্র।' মরিস বলল : 'আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল—' আমি বাধা দিয়ে বললাম : 'তা ছাড়া কর্তব্যের দোহাই-ই যদি পাড়ো তবে স্বার্থের জন্যে নীরার প্রতি তোমার ভালোবাসাকে উপেক্ষা করতে বলাই কি আমার কর্তব্য ? না, ও-পথে প্রেমের সার্থকতা মেলে কখনো ?"

মসিয়ে বেনার তার হাতের ওপর চাপ দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন : "এ-কথা তোমারই যোগ্য আনা।"

আনার পাণ্ডুর গাল দুটিতে এই প্রথম একটু রক্তিমা দেখা দিল। ঈষৎ কুণ্ঠিত হ'য়ে বলল : "কিন্তু এ-কথাগুলির মধ্যে একটু অভিনয়ের ঢঙ ছিল আমার মসিয়ে—"

মসিয়ে বেনার একটু হেসে বললেন : "এ-সংসারে এমন বীর ক'টা আছে শেরি, যে একটা বড় কথা বলার সময়ে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে তার কথার মধ্যে এতটুকুও বীরত্বের অভিনয় করে না ? মানুষের মধ্যে কত রকম বিরুদ্ধ-শক্তি যে খেলছে তার কি সে নিজেই কোনো দিশা পায় যে, পূর্ণভাবে আন্তরিক হ'তে পারবে ? জানো, আমার এই সত্তর বছর বয়সে মাত্র আমি একটি লোক দেখেছি—ভালের—যাকে কোনো দিন

অভিনয় করতে দেখিনি। এমন কি অমন যে রুসো—তাঁর বিখ্যাত আত্মকাহিনীতেই কি কম সূক্ষ্ম জাহিরিপনা?—লিখলেন কি না: 'Je forme une entreprise, qui n'eut jamais d'exemple et dont l'execution n'aura point d'imitateur.' * কী বিনয়ের জাহিরিপনা বলো তো?—যাক কী ঘটল তার পর?"

আনা মৃদুস্বরে বলল: "সে একটা বিচিত্র ব্যাপার! উভয় পক্ষেই খানিকটা রাগও বটে, খানিকটা ক্ষোভ, খানিকটা—কী বলব?—অভিমানও বটে, খানিকটা অবিশ্বাস—বিস্ময়, একটু শ্রদ্ধা না হোক সম্ভ্রম বৈকি…অথচ অবজ্ঞাও মিশে আছে তার সঙ্গে—সে ব'লে বোঝানো যায় না এমন কঠিন!…মরিসের মুখচোখ রাঙা হ'য়ে উঠল সার্থকতার কথায়। তারপরে কি-একটা উত্তর দিতে গিয়ে আত্মসংবরণ ক'রে খানিকক্ষণ আমার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমি একটু নরম হ'য়ে বললাম: 'সার্থকতার কথায় আঘাত পেলে?' মরিসের মুখের শক্তভাবটা একটু কেটে গেল। যেন একটু উদাসস্বরেই বলল: 'না, আঘাত নয়—তবে কি জানো? সার্থকতা যে কখন কোন্ পথ বেয়ে আসে আর কোন্ ফাঁক দিয়ে মুঠোয়-ধরা জলের মতন অদৃশ্য হয় কেউ কি জানে? তাছাড়া আমার সুখ-লালসার জন্যে তোমাকে কষ্টে পড়তে দেখলে কি আমি সত্যি সুখী হব মনে কর? ধরো, তোমাকে যদি অনটনের মধ্যে পড়তে দেখি?' আমি একটু আর্দ্র হ'য়ে বললাম: 'আমি খুব কষ্টে পড়ব ভেবেও তুমি অনর্থক মনে ব্যথা পেয়ো না। মজেল হ'য়ে আমার গ্রাসাচ্ছাদন বেশ চ'লে যাবে—যাচ্ছেও।'"

ব'লে আনা একটু থেমে মসিয়ে বেনারের মুখের 'পরে চোখ রেখে

* আমি এমন একটা দুঃসাহসিক কাজ করব যা আগে কেউ কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি—পরেও ভাববে না।

একটা কী-রকম হাসল : "সমাজের মধ্যে যেমন ঘটে তেমনি আমাদের কথাবার্তার মধ্যেও যেন একটা বিপ্লবের মূর্তি থেকে প্রকট হ'য়ে ওঠে, না মসিয়ে? আমার অল্প-পরিসর জীবনেও এটা আমি বার বার দেখেছি। এক-একটা সামান্য ঘটনায় সমাজে যেমন অগ্ন্যুৎপাত হয় দেখা যায়— অবিকল তেমনি হয় সামান্য এক-একটা কথার স্ফুলিঙ্গে। যুগ-যুগের বারুদ যেন থাকে তারই পথ চেয়ে। নয়?"

মসিয়ে বেনার ঘাড় নেড়ে একটু হেসে বললেন : "বিশেষতঃ রোমান্স যেখানে সর্ব্বেসর্ব্বা। সেখানে ক্ষোভের প্রতি রেণু পলকে হয় বারুদের স্তূপ যে।"

আনা বলল : "ঠিক তাই। ঐ মডেল-হওয়ার কথাটা পাড়তে-না-পাড়তে হ'ল আমাদের তাই। আমাদের বোঝাপড়ার তরীখানি এতক্ষণ নানা-রকম প্রতিকূল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে কোনোরকম ক'রে টাল সামলে আসছিল বৈকি তীরের দিকে। কিন্তু হঠাৎ ঐ 'মডেল' কথাটা উচ্চারণ-করার সঙ্গে সঙ্গে এমন ঝড় উঠল যে সব যেন যাদুকরের ভেল্কির মতন ওলট-পালট হ'য়ে গেল—কূলে এসে তরী ডুবল। মরিস চমকে উঠে বলল : 'মডেল! তুমি!!' আমি তার মুখচোখের ভাব দেখে প্রথমটা একটু ত্রস্ত না হ'য়ে পারিনি, কিন্তু তক্ষুণি আত্মসংবরণ ক'রে বললাম : 'তুমি জানতে না? বাঃ! মসিয়ে বেনার যে আমাকে নিজে আঁকছেন ও কয়েকটি ভালো চিত্রকরের সঙ্গে পরিচয়.........'মরিস বাধা দিয়ে বলল : 'তুমি! মডেল!! ছি ছি—লজ্জাও হ'ল না?' তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা তীব্র ঘৃণা ফুটে বেরুচ্ছিল—তার চাপবার চেষ্টা সত্ত্বেও। তার পরুষকণ্ঠে আমার খানিক আগের স্নিগ্ধতাও মুহূর্তে উবে গেল। আমি শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলাম : 'লজ্জা কী মরিস? মডেল হওয়া যদি খারাপ হ'ত তা হ'লে বড় বড় শিল্পীরা কি এ প্রথাকে—'

মরিস আরও চ'টে উঠল, বলল: 'বড় বড় শিল্পীর কথা হচ্ছে না আনা—মূর্খের মতন কথা বোলো না বিজ্ঞের ভঙ্গিতে। আমি ভদ্রকন্যার আব্রুর তরফ থেকে কথা বলছি।' চক্ষের নিমেষে আমিও শক্ত হ'য়ে উঠলাম, বললাম: 'ভদ্রকন্যার আব্রু সম্বন্ধে তোমার ধারণায় যে সকলেরই সায় দিতে হবে তার কী মানে বলতে পারো?' মরিস আরও রুখে উঠে বলল: 'এ হবে না আনা—না না না।' আমি একটু আশ্চর্য হ'য়ে বললাম: 'না না না-র মানে!' মরিস বলল: 'যদি বা তোমাকে ডাইভোর্স করতাম এখন আর করতে পারি না। তোমাকে অধঃপাতের পথে এগিয়ে দিতে পারি না।' "

মসিয়ে বেনার ব'লে উঠলেন: "উঃ! ভদ্র বটে।"

স্বপন বলল: "তার পর?"

আনা বলল: "রাগে আমার মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল, তবু সহজ কণ্ঠেই বললাম: 'মরিস, আমার আশ্চর্য বোধ হচ্ছে যে এখনও তুমি আমাকে তোমার ঘরের আসবাব-পত্রের সামিল মনে কর। ডাইভোর্স করা না-করা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু কোন্‌টা অধঃপাতের পথ আর কোন্‌টা স্বর্গের সে-সম্বন্ধে তোমার নির্দেশ মানা না-মানা আমার ইচ্ছাধীন।' মরিস দাঁড়িয়ে উঠে বলল: 'ও-সব ছেঁদো কথা রাখো আনা। তোমাকে ফিরে আসতেই হবে আমার কাছে। এখনো আমি তোমার স্বামী মনে রেখো।' আমি উঠে দাঁড়ালাম। রাগে চারদিক অন্ধকার দেখছিলাম তবু প্রাণপণে নিজেকে সামলে বললাম: 'আর তুমিও মনে রেখো মরিস যে, অধিকার খুইয়ে স্বত্বভোগের দাবি করার মতন বিড়ম্বনা সংসারে কমই আছে।' মরিস রুষ্ট কণ্ঠে বলল: 'কেন তুমি ফিরে আসবে না শুনি—যখন আমি তোমাকে সম্মানিতা স্ত্রীর পদবী ফিরে দিতে চাচ্ছি? এ ছেড়ে জঘন্য মডেলের পেশা বেছে নিচ্ছ তুমি কিসের লোভে

শুনতে পাই কি ?' আমি এবার আর থাকতে পারলাম না, বললাম : 'মরিস, প্রবঞ্চক স্বামীর প্রেমহীন সংসারে সম্মানিতা স্ত্রীর পদবীর চেয়ে শিল্পের জন্যে জঘন্য মডেলের পেশা অবলম্বন করাও লক্ষগুণে শ্রেয় মনে রেখো।' আমার মুখচোখে বোধ হয় কিছু-একটা দেখে ও একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ তার চড়া সুর একটু খাদে নেমে এল। বলল : 'প্রেমহীন কেন ? আমি বারবার বলছি না যে তোমায় আমি ভালোবাসি ?' অত রাগের মাথায়ও এ-কথায় আমার হাসি এল। আমি ব্যঙ্গের সুরে বললাম : 'ভালোবাসার যোগ্য টোনেই কথা বলছিলে বটে এইমাত্র।' মরিস ফের নরম হ'য়ে গেল, বলল : 'আমি ক্রোধে আত্মহারা হয়েছিলাম, —ক্ষমা করো। আমি সত্যিই বলছি নীরাকে আমি আর ভালোবাসি না, তোমাকেই ভালোবাসি।' আমি বললাম : 'এইমাত্র তুমি তোমার ভালোবাসার যে-নমুনা দেখালে তা'তে অন্তত এ-বিশ্বাস আমার হয়েছে যে, নীরাকে তুমি ভালোবাসো না তোমার এ-কথাটা মিথ্যা কথা নয়। কিন্তু সে কেবল নীরা ব'লে নয়—কাউকেই তুমি ভালোবাসতে পারো না, পারো কেবল কল্পনার মাথায় বড় বড় কথা মিলে বেঁধে, ছন্দে বিঁধে পুতুল-নাচ নাচাতে।' মরিস এ-কথায় আবার রাঙা হ'য়ে উঠল, কিন্তু এবার সে সামলে নিয়ে বলল : 'কী চাও তুমি তা হ'লে শুনি ?' আমি কোনো উত্তর না দিয়ে দোরের দিকে অগ্রসর হ'তেই মরিস মাটিতে জানু পেতে ব'সে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। আমি এ-অপ্রত্যাশিত আদরে কি করব ভেবে না পেয়ে তার হাত ছাড়াতে যেতেই ও কাতর-কণ্ঠে বলল : 'যেও না আনা—আমার মিনতি এ—আদেশ নয়। আমার সব রূঢ় কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি, তুমি ফিরে এসো।' ব'লে সে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। ওর রাগ ও অশ্রু এমনি সহজেই এমনি অপ্রত্যাশিত ভাবেই আসত। আমি আর্দ্র হ'য়ে ওর হাত দুটি

মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে ওকে সোফায় বসালাম। বললাম: 'ছি মরিস! তুমি না পুরুষ মানুষ? এত কথায়-কথায় ক্ষেপে-লাফানো ও কেঁদে-ভাসানো কি তোমার সাজে? যে-মেয়ে কথায়-কথায় ভয় পায় তাকে তুমি দুর্বল ব'লে তো কতই অবজ্ঞা করো। কিন্তু যে-পুরুষ কথায়-কথায় রেগে ওঠে সে কি একটুও কম দুর্বল? মরিস বলল: 'আমার স্বভাব। জানো তো তুমি।' আমি বললাম: 'আজ এ-সব আলোচনা থাক—আর একদিন হবে না-হয়।' ও অধীর কণ্ঠে বলল: 'সে হবে না, আজই তোমাকে কথা দিতে হবে যে তুমি ফিরে আসবে। মডেল হ'য়ে জীবিকা-অর্জন করতে তোমায় আমি দেব না। ওতে আমাকে বাজে।' "

আনা একটু থেমে বলতে লাগল: "ঠিক এই সময়ে—যখন আমার মনটা ওর চোখের জলে সবেমাত্র নরম হ'য়ে এসেছে তখন মিনতির দিকে না গিয়ে দাবির দিকে ঝুঁকে প'ড়ে ও যা পেয়েছিল ফের বসল খুইয়ে। আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললাম: 'মডেল হওয়াটা অনুচিত কাজ ব'লে আমি মনে করি না এ-কথা তোমাকে তো এর আগে খোলাখুলিই জানিয়ে দিয়েছি মরিস, তবে ও-কথা ফের তুলছ কেন? মরিস ফের উষ্ণ হ'য়ে উঠল, বলল: 'বাজে কথা যাক্—আমি জানতে চাই তুমি ফিরে আসবে কি না—' ব'লেই আবার মিনতির কণ্ঠে বলল: 'তোমার হৃদয় কি পাথর দিয়ে গড়া আনা? ভুল ক'রে মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করা ছাড়া আর কী করতে পারে ব'লো? লক্ষ্মীটি, ফিরে এসো—দেখ এ-বাড়িটা আমি তোমার জন্যেই কিনেছি, আমার উকীলকে ব'লে দিয়েছি ডাইভোর্সে'র দরখাস্ত প্রত্যাহার করতে। এতেও তুমি ফিরে আসবে না?' আমার মাথায় হঠাৎ কি-একটা খেয়াল চাপল, বললাম: আসতে পারি মরিস—কেবল এক সর্তে!' মরিস বলল: 'কী?' আমি বললাম: 'যদি

আমাকে ডাইভোর্স করো।' মরিস আমার দিকে শুধু চেয়ে রইল : প্রস্তাবটার অর্থ তার মাথায় ঢোকেনি। আমি বললাম : 'ক্ষেপে না উঠে ঠাণ্ডা হ'য়ে শোনো মরিস। তুমি আমাকে ডাইভোর্স করো—লোকে জানুক আমরা আর স্বামী-স্ত্রী নই—মুক্ত নরনারী। তারপর আমি তোমার কাছে ফিরে তোমার সঙ্গে থাকব। কেননা স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য বা দায়িত্ব ব'লে যখন আর কিছু থাকবে না, তখন সম্বন্ধটা একটু সহজ হ'য়ে উঠবেই। বাস্তবিক বিবাহের এক্স্‌পেরিমেণ্ট ক'রে তো দেখা গেল। এখন অ-বিবাহের এক্স্‌পেরিমেণ্ট ক'রে একবার দেখা মন্দ কি? কবিতায় তুমি একদিন যা-যা লিখেছ জীবনে এবার তাই ক'রে দেখাও। আমাদের মধ্যে এই বোঝাপড়া থাকবে যে, যতদিন আমরা পরস্পরকে ভালোবাসব কেবল ততদিন একত্রে থাকব ও যেদিন দুজনের মধ্যে ও আগ্রহ যাবে নিভে—সেইদিনই এ সম্বন্ধের হবে সমাপ্তি।' ”

মসিয়ে বেনার "ব্রাভো শেরি!" ব'লেই আনার একটি হাত চুম্বন করলেন। আনার মুখচোখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। ও বৃদ্ধের একটি হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল : "ডাইভোর্স ক'রে একত্র থাকার কথা শুনবামাত্র মরিস সোফা থেকে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। মুহূর্তে তার মুখ পাথরের মতন কঠিন হ'য়ে গেল; পরুষকণ্ঠে বলল : 'তুমি কি আমার অনুরোধ-উপরোধকে ইয়ার্কি ঠাউরেছ নাকি?' আমিও উঠে দাঁড়ালাম, বললাম : 'মোটেই না—তোমার গম্ভীর প্রস্তাবের উত্তরে আমি খুব গম্ভীরভাবেই পালটা প্রস্তাব করেছি।' রাগে অপমানে ওর মুখ এবার কালো হ'য়ে উঠল। মুহূর্তকাল দাঁতে ঠোঁট চেপে ধ'রে থেকে জোর ক'রেই কণ্ঠস্বরে ঈষৎ শ্লেষের সুর টেনে এনে বলল : 'জিজ্ঞাসা করতে পারি কি এর গভীর তাৎপর্যটা কী?' কিন্তু শ্লেষ করতে গেলে হবে কি—রাগে ওর ঠোঁট থর থর ক'রে কাঁপছিল। আমি সহজ সুরে

বললাম: 'এতে এত রাগারাগির কথা কী আছে মরিস? তুমি আমাকে ডাইভোর্স করবার দরখাস্ত করেছিলে—নীরার সঙ্গে রাতের পর রাত সহবাসের পরে—' মরিস কষাহতের মতন চমকে উঠে বলল: মিথ্যা কথা।' আমারও হ'ল বিষম রাগ, বললাম: 'মরিস, লজ্জার যদি কণাও তোমার থাকত তা হ'লে এ-ভাবে আমার ওপর মিথ্যাকথার আরোপ করতে একটুও অন্তত বাধত তোমার। কিন্তু এ-নিয়ে কথা-কাটাকাটি করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি শুধু বলতে চাই আমার জীবন কি-ভাবে যাপন করতে হবে না-হবে সে-বিষয়ে তোমার উপদেশ না পেলেও আমার চলবে। উপস্থিত আমি যে মুক্ত জীবনের উদার আস্বাদটি পেয়েছি তার পরে তোমার কর্তৃত্বের জেলখানায় ঢুকতে আর রাজি নই। তাই আমার প্রস্তাব ছিল: বিবাহচ্ছেদের পরে স্বাধীনভাবে আমরা একত্রে থাকব--যতদিন টান থাকে। কিন্তু এ-প্রস্তাবও এখন আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।' মরিস ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গের সুরে বলল: 'তোমার এর পরের প্রস্তাব হবে বোধ হয় এই যে একসঙ্গে থাকলেও তোমাকে উলঙ্গ মডেল হ'য়ে যার-তার সঙ্গে গলাগলি করবার অনুমতি দিতে হবে? নইলে তোমার মুক্ত উচ্ছৃঙ্খলতার পথে পড়বে কাঁটা।' এবার আমি আর টাল সামলাতে পারলাম না, রাগে চোখে অন্ধকার দেখলাম। বললাম: 'মরিস, একসঙ্গে থাকার প্রস্তাব করার সময়ে মডেলের পেশা অবলম্বন করার কথা আমার মনে হয়নি, কিন্তু যখন তুমি এ-জঘন্য গালিগালাজের সুর ধরেছ তখন আমিও বলি শোনো। যদি একসঙ্গে থাকতামও—যদিও এখন তা আমার কল্পনারও অতীত—তা হ'লেও তোমার অনুমতি দেওয়া-না-দেওয়ার কোনো কথাই আমি উঠতে দিতাম না। আমি থাকতাম সঙ্গিনীর মতন—কিঙ্করীর মতন নয়।' রাগে মরিসের মুখ শাদা হ'য়ে গেল। সে পাশের একটা টেবিলে ঘুষি মেরে বলল: 'অর্থাৎ এককথায়--

বলনা কেন যে মভেল হ'য়ে যে-সুখটির স্বাদ পেয়েছ, তাকে না ছেড়েও যদি গৃহসুখকে হাতিয়ে নেওয়া যায় কেবল তা হ'লেই ভদ্রভাবে থাকতে রাজি আছ?' "

স্বপনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: "উঃ—কী বর্বর!"

মসিয়ে বেনারের চোথ দুটি জ্বলে উঠল, বললেন: "যে-লোক প্রেমহীন বিবাহের মধ্যে থেকেও স্ত্রীর দেহকে অধিকার ক'রে অপরার সঙ্গে গোপনে প্রেম চালাতে পারে তার কাছে এ ছাড়া আর কী আশা করো সেন? যাক—বলো শেরি—তারপর?"

আনা মুখ নিচু ক'রে বলল: "এ-কথায় আমি আত্মবিস্মৃত হ'য়ে তাকে দু-চারটে অত্যন্ত রূঢ় কথা ব'লে ফেলেছি মসিয়ে।"

মসিয়ে বেনার বললেন: "আমি নিরীহপন্থী খৃষ্টান নই শেরি, যে, ডান গালে চড় খেয়ে বাঁ গাল পেতে না-দেওয়ার জন্যে তোমার ওপর রাগ করব। সময়োচিত ক্রোধে আমার খুব আস্থা আছে। তাই তুমি নির্ভয়ে কও।"

আনা বলল: "আমি তীব্রকণ্ঠেই বললাম: 'গৃহসুখ বজায় রেখেও লম্পটতার সুখ খুঁজেছিল কে মরিস? বুকে হাত দিয়ে বলো তো।' মরিস আবার পেছিয়ে গেল। আসলে সে প্রকৃতিতে ছিল যাকে ইংরাজীতে বলে—'বুলি'—ভীতু। ও 'আমি—আমি—' করতেই আমি বাধা দিয়ে সুর একটু নামিয়ে নিয়ে বললাম: 'মরিস, তোমার শতদোষ, দুর্বলতা এক সময়ে আমার চোখে পড়েনি—বরাবর তোমাকে আমার প্রেমের-গুরু ব'লেই পূজা ক'রে এসেছি। কিন্তু তুমি যে কত হীন আজ সেটা যেমন ক'রে উপলব্ধি করলাম বোধ হয় দিনারে সে-রাতেও তেমন ক'রে করিনি। আজ আমি সব প্রথম বুঝতে পেরেছি যে প্রেম সম্বন্ধে তোমার লম্বা লম্বা কথা ছিল শুধু মুখস্থ বুলি মাত্র।' মরিস একটু থতমত

খেয়ে বলল: 'তাই ব'লে প্রেমের রাজ্যে কোনো বাঁধনই থাকবে না—কোনো যুক্তিই—' আমি বললাম: 'না, মরিস তা নয়। কেবল প্রেমের বাঁধন প্রেম পরে নিজে—যেমন কবি পরে ছন্দের বাঁধন। যুক্তিকে কর্তব্যকে যেখানে বাতি ধরার জন্যে ডাকতে হয়—সেখানে বুঝতে হবে প্রেমের সমাধি হ'য়ে গেছে। তোমার এতটুকু পৌরুষ যদি থাকত তা হ'লে এ-ভাবে ইতর ভাষা প্রয়োগ করতে না—নিজে ভণ্ড হ'য়ে।' "

স্বপন রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল: "তার পর?"

আনা বলল: " 'ভণ্ড' এ-কথায় মরিস ফের উঠল জ্ব'লে। রাগে যে সুন্দর মানুষকেও এত কুৎসিত দেখাতে পারে তা এ-ভাবে বোধ হয় এর আগে কখনো উপলব্ধি করিনি। সে দাঁতে-দাঁতে ঘর্ষণ ক'রে বলল: 'তা হ'লে তুমি তোমার ইপ্সিত নরকেই যাও। ভদ্রসমাজ তোমার জন্যে নয়।' আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি ছাতা নিয়ে দোরের দিকে এগুতে থেমে গেল। আমার মনে হঠাৎ রাগের পরিবর্তে কেমন যেন করুণা এল, আমি দোর খুলে ফিরে বললাম: 'চললাম মরিস, তোমার প্রতি আর রাগও বোধ করতে পারছি না আজ—সত্যি বলছি। কেননা তোমার যে-মূর্তি এইমাত্র দেখলাম তা'তে তোমার 'পরে রাগ করলেও আত্মসম্মানের হানি হয়। কেবল আজ আশ্চর্য হ'য়ে ভাবি তোমার এ-রূপকে তুমি এতদিন ঢেকে রেখেছিলে কি তোমার মুখোসের গুণে না আমার ঠুলির গুণে?' মরিস চেঁচিয়ে বলল: 'আর আজ তোমারও যে মূর্তি আমি দেখলাম—' বাকি কথাগুলো আমার কানে পৌঁছল না—আমি সরাসর রাস্তায় এসে পড়েছিলাম—একেবারে খালিমাথায়—মুষলধারে বৃষ্টির মাঝখানে।"

* * * * * *
* * *

মসিয়ে বেনার আনার কপালে চুম্বন ক'রে তাকে নানেতের সঙ্গে তাঁর শোবার ঘরের দিকে পাঠিয়ে দিলেন।

* * * * * *

* * *

—"এত কী ভাবছ মনামি ?"

স্বপন চম্‌কে উঠল। ঘুমন্ত খোলা চোখের মতন ওর দৃষ্টি

—"আনার রোমান্স কী উদ্ভট—এই ?" বৃদ্ধের অধরপ্রান্তে সেই ব্যঙ্গের হাসি।

স্বপনের সম্বিৎ ফিরে এল। সে কুণ্ঠিত হেসে বলল : "না মসিয়ো তার চেয়েও উদ্ভট একটা কথা।"

—"এমন কী কথা শুনি ?"

—"ভাবছিলাম যদি খৃষ্টদেব আমাদের মধ্যে ব'সে আনার এ কাহিনী শুনতেন তবে কী বলতেন ওকে ?"

বৃদ্ধ টপ ক'রে বললেন : "কেন ? বলতেন : 'O thou sinning day-dreamer that lovest ! Look at the lilies in the field ; they love not, neither do they dream. But verily I say unto thee, that Venus in all her glory was not like one of these.'"

কিন্তু স্বপন এ-কথায় মন খুলে হাসতেও পারে না আজ !

দুশ্চিন্তা

সেদিন রাত্রে স্বপন যখন মসিয়ে বেনারের নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে ঢুকল তখন রাত একটা বেজে গেছে। কিন্তু তবু বিছানায় শুয়ে চোখে ঘুম আসে কই? হাজারো চিন্তা তার মস্তিষ্ককে এমন উত্তপ্ত ক'রে তোলে!....

মসিয়ে বেনারের ধর্মদ্বেষ, নীতি-বিতৃষ্ণা ও শেষে আনার অসামাজিক আচরণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ওকে ভাবিয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু ওর চাঞ্চল্যের সবচেয়ে প্রধান কারণ এই যে ওর বান্ধবীর কাহিনীর শেষের দুঃখময় পরিণতিতে ও দুঃখ না বোধ ক'রে অযথা খুশিই হ'য়ে উঠছে যেন। কোথায় সে 'আহা' বলবে—না—এ কী? তারপর একথা, সেকথা—কত অবান্তর চিন্তা, জল্পনা, ভয়, ভাবনা!

মস্তিষ্ক ওর উষ্ণ হ'য়ে ওঠে। বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে আলোর স্যুইচ টেপে। চোখে পড়ে দেরাজের ওপর কাগজ কলম সবই থরে থরে সাজানো। হঠাৎ কী মনে হয়, একটা কাগজ নিয়ে ব'সে যায় চিঠি লিখতে।

"অয়ি জ্যোৎস্নাহসিতে প্রদোষরাণী

এখন রাত তিনটে। কোনোমতেই ঘুম হচ্ছে না। তাই মনে করলাম চিঠি লেখাই পন্থা।" লিখে একটু ভেবে লিখল: "ভয় পেয়ো না, আমার শারীরিক তথা মানসিক কুশল। তবে আজ দিনের বেলায় ঘুমিয়েছিলাম ব'লেই বোধ হয় ঘুম আসছে না।"

লিখে স্বপন আনার বিবৃতি যথাসম্ভব বিস্তারিত ভাবেই লিখে শেষে একটু ভেবে সস্মিতমুখে লিখল: "আমার জ্যোৎস্নাহসিতা সন্ধ্যারাণী এ-সবে হয়তো ভয়ভীতা হ'য়ে নানারকম সশঙ্ক জল্পনা-কল্পনা সুরু ক'রে দেবেন। কিন্তু কে এমন বেরসিক আছে যে প্রেমিকার ভয়বিহ্বলা রূপ দেখতে ভালো না বাসে? কিন্তু তবু শেষটায় তোমার অঞ্চলনিধি তোমার

আঁচলেই ফিরে যাবেন গো ফিরে যাবেন। ভয় নেই। কেননা এ যে নিয়তি। তোমরাই বল না যে সাত পাকে যে বাঁধন বাঁধে সাতাম পাকে তা খোলে না? কাজেই বেশি ভয় পেয়ো না যেন।

ইতি তোমার ভয়ভঞ্জক চিত্তরঞ্জক স্বপ্নরাজ।"

চিঠির শেষের দিকটা সে আর একবার পড়ল। তারপর "উহুঁঃ" বলেই ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে হঠাৎ কি ভেবে আর-একবার শেষ কয়ছত্র প'ড়ে "থাক্" ব'লে রেখে দিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

* * * * * *
* * *

স্বপ্ন দেখল: যেন সন্ধ্যা তার কাঁধে মাথাটি এলিয়ে দিয়ে হেসে বলছে: 'অত ভয় নেই গো ভয় নেই। তোমাদের ফরাসিনীর তুলনায় আমরা অন্‌রোম্যান্টিক, বাক্য-অপটু, লজ্জার-পুটুলি কিম্ভূতকিমাকার জীব হ'তে পারি, কিন্তু ভালোবাসতে বোধ হয় একটু জানি। আর ফরাসীভাষার মধু আমাদের সামান্য জিভ দিয়ে অশ্রান্তভাবে না ঝরলেও বিষম ভয়ভীতা না হ'য়েও বোধ হয় থাকতে পারি।' স্বপন এ-কথার উত্তর দিতে যেতেই কি-কারণ সন্ধ্যা ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল।

তারপর কত কী আবছা ছবি সন্ধ্যার আদরের। শেষে ওকে সান্ত্বনা দেবার পর গাইতে বলতে ও তার স্বরচিত একটি গান গাইল যেটি স্বপন ভালোবাসত:

ওগো মেলে যারে বঁহু আঁখিবারি সাধনে,
বল শৃঙ্খল সে নিমেষে কাটে কেমনে?
যারে করিনু আসীন হৃদি-সিংহাসনে,
সে-ও ধূলি ভরে কেন লুটে সঙ্গোপনে?

যারে ফুলদলে পূজি' সাধ মিটে না মনে,
লভে কোন্ সুখ সে-অতিথি কাঁটার বনে?
হায় হৃদি তার বুঝি নিতি ডরে বাঁধনে?
তাই প্রেমেরে সে নাগপাশ সমান গনে?

স্বপনের ঘুম ভেঙে গেল। তখন এককালি সোনা নির্মেঘ দিগন্তে সবে ফুটেছে। বাতায়নের সামনের একটা গাছ তার প্রতিচ্ছায়াতে হ'য়ে উঠেছে উদ্ভাসিত। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ষ্টীমারের করুণ বাঁশি ভেসে আসে। স্বপন বিছানায় শুয়েই শার্শির মধ্যে দিয়ে বাইরের দিকে অনিমেষ নয়নে থাকে চেয়ে। সামনের বাগানে লাল সুরকির রাস্তাটা কেমন যেন বিষণ্ণ দেখায়। বৃষ্টিধৌত লতানিকুঞ্জটিও। আজ যেন সে উষার স্মিতহাস্যে আনন্দের কোনো আগমনীই শুনতে পায় না। বিহগ-কাকলি হঠাৎ তার কানে যেন অর্থহীন ঠেকে। স্বপ্নশ্রুত গানটির একটি চরণ তার কানের কাছে ক্রমাগতই ঘুরে বেড়ায়।

যারে ফুলদলে পূজি' সাধ মিটে না মনে
লভে কোন্ সুখ সে-অতিথি কাঁটার বনে?

হঠাৎ বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে? সামনের টেবিলে ব'সে মসিয়ে বেনারকে লেখে: "আমি আপনাদের সঙ্গে প্রাতরাশ না খেয়েই বাড়ী গেলাম—ত্রুটি মার্জনীয়—বিশেষ কাজ আছে—ইতি স্বপন।"

হাতে-মুখে জল দিয়ে পোষাক প'রে নিচের ঘরে পৌছুতেই নানেতের সঙ্গে দেখা।

নানেৎ একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: "এত সকালে? কফি—"

স্বপন: "আমার একটু বিশেষ দরকার আছে নানেৎ—চিঠিটি মসিয়ে বেনারকে দিও" বলেই বেরিয়ে পড়ল। তার হৃদয়ের কোন্ এক গোপন কোণে কী বিঁধতে থাকে যে। কেন এমন হয়!...

টেলিফোনের কারসাজি

বাসায় পৌঁছে সে পোষাক খুলে ফেলে দিয়ে একটা ড্রেসিংগাউন প'রে শয়নকক্ষের একটি আরাম কেদারাকে আশ্রয় ক'রে বিকেল অবধি কাটিয়ে দিল। শরীরও কেমন অসুস্থ—বিশেষ কিছু খেতেও ইচ্ছে করে না। অস্ত-গোধূলির কি একরকম স্তিমিত ভাব যেন মধ্যাহ্ন থেকেই ধরে ওর হৃদয়কে ছেয়ে। গত সপ্তাহের মধ্যে সন্ধ্যার কথা কই আগের মতন অত বেশী তো মনে হয়নি?

আজ হঠাৎ সন্ধ্যা ওর চোখে বড় হ'য়ে ওঠে। প্রথম উচ্ছ্বাসের সে কত মান-অভিমান, কত কলহ-কাকুতি, কত মন-কষাকষি!···কত জাগন্ত স্মৃতি ফের নদীর ঢেউয়ের মতন অশ্রান্ত পর্যায়ে তার উদাস মনের তটে আছড়ে পড়তে থাকে।···মনে পড়ে কত হাস্যপরিহাস, মধুর অবিশ্বাস, কোমল নিষ্ঠুরতা। একদিনের কথা এত স্পষ্ট ভেসে ওঠে!

সন্ধ্যা সেদিন এক বিয়ে-বাড়ী থেকে ফিরতে দেরি করে। যখন ফেরে তখন স্বপন বিছানায় মুখ ফিরিয়ে শুয়ে। সন্ধ্যার পদশব্দ পেয়েই ঘুমনোর ভান করে। কিন্তু—কই?—মিনতি করবার জন্যে সন্ধ্যা ওর কাছে এসে ওকে তো জাগায় না? ও বড় ক্লান্ত হ'য়ে এসেছিল—পাশে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।—আর যাবে কোথা? স্বপনের মনে অভিমান হ'য়ে ওঠে উদ্দাম। কোথায় আত্মদোষস্খালন করবে,-কাকুতি-মিনতি করবে, না ঘুমিয়ে পড়ল?

পরদিন সন্ধ্যার সঙ্গে মিলনকে ও নানা অকারণ শিষ্টতার আড়ালে দূরে রাখে। সন্ধ্যা বোঝে না এমন নয়—কিন্তু কিছু বলে না। বুঝি সে-ও ভাবে— একদিন এত দেরি হয়েছে তাই কী? নিজে ইচ্ছে ক'রে

তো সে দেরি করেনি ?...স্বপনও কোনো অনুযোগ করে না। একেবারে মূক—শিষ্ট! সেটা সন্ধ্যাকে আরও বাজে। কারণ এর চেয়ে বড় দূরত্ব আর কী আছে—দম্পতীর মধ্যে? ভদ্রতার দূরত্বের মরু-আকাশে অনুযোগের মেঘ জমবেই বা কোথায় যে বর্ষাবে? সারাদিন দুজনেরই মনে নানান্ ছোট ছোট অভিমানের টুকরো মেঘ একত্র হ'য়ে একটা বিরাট অন্ধকার দ্বীপের মতন ব্যবধান সৃজন করে। স্বপনের মনে পড়ে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ় মুখখানির' পরে বেদনার ছায়া জমে ওঠে অথচ স্বীকার-করার অগৌরবও সে বহন করতে নারাজ। যে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে না তাকে যেচে বোঝাতে যাবে? গায়ে প'ড়ে জানাতে যাবে—কী অনিবার্য কারণে গতরাতে তার ফিরতে দেরি হয়েছিল? ওদিকে স্বপনেরও ক্ষোভ স্ফীত হ'য়ে কালো হ'য়ে ওঠে। সকালবেলা যদি বা ব'লে-ক'য়ে একটা রফানিষ্পত্তি সহজ ছিল—যত সময় যায় ততই তা হ'য়ে ওঠে সুকঠিন। দুজনের হৃদয়াকাশে গুমট ক'রে আসে। কিন্তু তার মধ্যে না জ'মে উঠতে পারে বারি-ভার—না খেলে প্রকাশ্য কলহের বিদ্যুচ্ছটা। যে-কারণটা অতি তুচ্ছ, অতি কাল্পনিক, সেটা দেখতে দেখতে হ'য়ে ওঠে এমনিই রূঢ়, এমনিই অনপনেয়! স্বপন কত কী ভাবে: সে কাশী বেড়াতে চলে যাবে কাউকে না ব'লে! পুরী, গয়া, দিল্লী, পুনা যেখানে হয়! একটা ছোট্ট চিঠি লিখে যাবে?—কিন্তু না—সে কাছে না থাকলে সন্ধ্যার ম্লানমুখ উপভোগ করবে কে? প্রেমের আদান-প্রদানে নিষ্ঠুরতা না থাকলে রস জমাট হবে কেমন ক'রে? এ-কথা ভেবে স্বপনের মন এ দূর বিদেশে আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। ছি—বেচারী সন্ধ্যাকে এমনি অকারণ কতদিন কত ব্যথাই না দিয়েছে—তার অভিমানের মর্যাদা না রেখে! প্রণয়ী যদি অভিমানিনীর মর্যাদা না রাখে—তবে তার চেয়ে প্রণয়ের অপমান আর কী হ'তে পারে? কিন্তু সে তো কতদিনই রাখেনি—

পৌরুষের অমার্জনীয় দাবি-দাওয়ায়! এইরকম কত ছেলেমানুষি নির্দয়তার কথা মনে পড়ে! নিজের কত হৃদয়হীনতা, রূঢ়তা, অকারণ বিমুখতা। যদি সন্ধ্যাকে আজ কাছে পেত! মনটা তার বর্ষণোন্মুখ হ'য়ে ওঠে। —এ-হেন সন্ধ্যাকে এত শীঘ্র—!

ও নিজের মনের মুখ চেপে ধরে। রেগে ওঠে। 'এত শীঘ্র' মানে? ওর হয়েছেই বা কী, আর সে করলই বা কী?—কিন্তু তবু ওর মনের গোপন কোণে একটা গভীর স্বর ওর সব প্রতিবাদকেই ছাপিয়ে ওঠে যে! বলে: কা'কে চোখ ঠারছ বন্ধু? কান পেতে শোনো—চোখ চেয়ে দেখ। ওর মনে পড়ে: ও নিজে থেকেই সন্ধ্যাকে জাঁক ক'রে বলেছিল যে বিদেশে যদি সে কোনো প্রলোভনে পড়েই তবে ওকে অসঙ্কোচেই জানাবে। হায় রে, মনের এক অবস্থায় যে-কথা মানুষে দেয় আর-এক অবস্থায় কি তার কোনো মানে থাকে?...

না, সাবধান তাকে হ'তেই হবে। মিথ্যাচারী হবে সে কী ক'রে? হঠাৎ সঙ্কল্প করে যে অন্ততঃ কিছুদিন আনাকে আঁকবে না—এমন কি দেখাও করবে না। কিন্তু মসিয়ে বেনার?...না-হয় তাঁর ওখানেও কিছুদিন যাবে না। সেখানে গেলেই যে আনার সঙ্গে দেখা হবে, তাকে আঁকতে বলবেনই তিনি, আপত্তি করাও মুস্কিল। সে ঠিক ক'রে বসে: ফঁতেনব্লো-র প্রাসাদের চিত্রাদি দেখতে যাবে ব'লে কিছুদিন সেখানে একটা হোটেলে গিয়ে কাটিয়ে আসবে। মসিয়ে বেনারকে সেই মর্মে একটা চিঠি লিখল। শেষে পুনশ্চ দিয়ে তাঁকে লিখল যেন আনাকে এ-খবরটা জানিয়ে দেন।

কিন্তু চিঠিটা খামে পুরে খামের ওপরে শিরোনামা লিখতে গিয়ে তার মনে আবার আসে দ্বিধা। আনা এখন কত একলা—তার শরীরও ভালো নয়—কালই তো মসিয়ে বেনার বলছিলেন। এখনই তো বন্ধুত্বের

বাধ্য-বাধকতা। আনা কী ভাববেই বা? ·ঠিক এই সময়েই কি না অজ্ঞাতবাস? হয়তো সন্দেহও ক'রে বসবে যে—কলম রেখে দিয়ে সে খানিক ভাবে। তারপর "না" ব'লে হঠাৎ সজোরে মাথা নেড়ে একটা পোষ্টকার্ডে লিখল: "প্রিয় আনা, আমার একটি বন্ধু ফঁতেনব্লো-তে এসেছেন, তাঁকে সেখানকার প্রসাদ ও ছবি-টবি একটু দেখাতে হবে—উপায় নেই। কতদিন পারিসের বাইরে থাকতে হবে ঠিক বলতে পারছি না—তবে বেশী দিন নয়। তোমাকে আমি সেখান থেকে চিঠি দেব।" ব'লে নাম সই করতে গিয়ে ফের একটু ভাবল ও পরে লিখল: "তোমার কালকের কাহিনী আমাকে এমন অভিভূত করেছে যে কী বলব! এ সময়ে বাইরে যাওয়া আমার উচিত ছিল না হয়তো—বন্ধুভাবে মাঝে মাঝে দেখাশুনো করলে ও কথাবার্তা কইলে হয়তো তোমার মনটাও একটু সুস্থ থাকত—কিন্তু ইনি আমার একটি পিতৃবন্ধু।. অনুরোধ উপেক্ষা করি কী ক'রে? কাজেই আশা করি অপরাধ নেবে না?"

লিখে সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়ল। আনা বুদ্ধিমতী মেয়ে। বুঝতে পারবে না কি?···কিন্তু তক্ষনি মনে হ'ল কী-ই বা দরকার এত ওজরের—যখন আনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখা আর চলবেই না?··· কিন্তু তবু আনার দুঃখের সময় দুটো সহানুভূতির কথা না লিখলেই বা সে কী ভাববে?··· নাঃ—এটা নিছক ভদ্রতার দাবি যে!···এ-ওজরের দরকার আছে। সুশীলতা শালীনতা সৌকুমার্য কি শুভ্র মিথ্যাকথার ট্যাক্স বসানো ছাড়া আর-কিছু? এ-ট্যাক্স নইলে কি সমাজের সাম্রাজ্য একদিনও টেঁকে?

সে নাম সই ক'রে তাড়াতাড়ি পোষাক প'রে একটি ছোট সুটকেশে অতি-প্রয়োজনীয় দু-চারটে সামগ্রী নিয়ে ফঁতেনব্লো-র ট্রেন ধরতে বেরুবার উপক্রম করছে এমন সময় বাইরের করিডোরে টেলিফোন বেজে ওঠে

নিমেষে তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হ'য়ে উঠল। সে দ্রুতপদে গিয়ে টেলিফোন ধরে।

—"হালো!"

—"হালো! স্বপন?"

—"কী আনা?"

—"তুমি আজ সকালে অমন না ব'লে-কয়ে আমাদের সঙ্গে কফি না খেয়েই পালিয়ে এলে যে?"

—"একটু কাজ ছিল।"

—"ছাই কাজ।"

স্বপনঃ যেন দেখতে পায়ঃ আনার ঠোঁট দুখানি অভিমানে ফুলে উঠেছে। হেসে অম্লানবদনে বলেঃ "সত্যিই কাজ—ভারি জরুরি। ভোরে উঠেই মনে পড়ল।"

—"কি কাজ বলো?"

—"এই—এই--"

টেলিফোনের অভ্র দুটিও আনার হাসিতে ঝন ঝন ক'রে ওঠে।...

—"এই—এই রাখো। শোনো। তোমার ও-জরুরি কাজের পরম বিশ্বাসযোগ্য ওজরটা আমি মনে প্রানে বিশ্বাস করেছি—ভয় নেই।"

স্বপনের মুখের চেহারা—ভাগ্যে টেলিফোন এখনো টেলিভিশনে পরিণত হয়নি। হেসে বললঃ "এই ভরসাটি দিতেই টেলিফোন করা নাকি?"

—"না।—শুধু জিজ্ঞাসা করতে যে আজ সন্ধ্যায় কোনো কাজ আছে না কি?"

—"কেন?"

—"কাল সিটিং দিতে যাইনি, আজ দেব বলেছিলাম মনে নেই? বাঃ!"

—"ওহো—"

—"বেশ। এটাও ভুলে গিয়েছিলে? ঐ জরুরী কাজের জন্তেই নিশ্চয়?"

স্বপন অপ্রতিভ স্বরে বলল: "না। তবে কালকের অমন ঘটনার পরে যে আজই তুমি সিটিং দিতে আসবে এটা ধারণা করা—"

আনার স্বরে তাচ্ছিল্যের সুর প্রকট হ'য়ে ওঠে: "কালকের ঘটনা কালকের সঙ্গেই শেষ হ'য়ে গেছে। তার জন্তে আজ সিটিং দেব না কেন?"

—"বেশ।"

—"আসবো তা হ'লে? না তোমার জরুরি কাজ এখনও শেষ হয়নি?"

—"না—না এসো—অবিশ্যি। সন্ধ্যাটা ঘরে এমন একলা-একলা —লাগছিল—"

—"সত্যি খুশি হবে দোকালা হ'লে?"

—"স্তুতি-লোভিনি! সাধ আর মেটে না!"

দুজনের ফের হাসি।

—"মেটে আর কি করে বলো? যে সত্যপ্রিয় তুমি! একটা ভালো স্তুতিই কি ছাই জানো করতে? পাছে একচুল বেশি বলা হ'য়ে যায়—"

—"কথ্‌খনো না—"

—"আচ্ছা থাক—শোনো তোমার ঘরে ঘড়ি আছে?"

—"আছে।"

—"এখন কটা?"

—"ছটা।"

—"আমি সাড়ে সাতটায় যাব।"

—"কথা বলছ কোথা থেকে?"

—"মসিয়ে বেনারের এখান থেকে।—দিন সাতেক এখানেই থাকব যে—ভুলে গেলে?"

—"ওহো—আমি—"

—"কেন অনর্থক ফের একটা মিথ্যা ওজর করতে যাচ্ছ?—শোনো—তা'লে সাড়ে সাতটা?"

—"তথাস্তু।"

—"আ বিয়ঁ৷ তো।"*

স্বপন চিঠি দুটি টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সুটকেসের জিনিষগুলি ঢেলে সাজাতে ব'সে যায়।

আবার টেলিফোন

সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেল—স' সাতটা—সাড়ে সাতটা—আনার দেখা নেই। স্বপন অস্থির হ'য়ে উঠল। হঠাৎ আবার টেলিফোন ক্রিং… ক্রিং। স্বপন দুই লাফে গিয়ে ধরল।

—"হালো!"

—"হালো! সেন?"

—"মসিয়ে বেনার?"

—"হাঁ—শোনো,—আনা তোমায় জানাতে বলল যে সে আজও তোমার ওখানে যেতে পারবে না—সে ভারি দুঃখিত।"

—"কেন?"

* A bientot—এখুনি দেখা হবে।

—"মরিস এইমাত্র একটি লোকের হাত দিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছে, আনার কাছে ক্ষমা চাইতে সে এক্ষুণি আসছে। কাজেই বাইরে যাওয়া ওর হ'ল না। তাকে তুমি এজন্যে ক্ষমা করবে নিশ্চয়ই—"

স্বপন কাষ্ঠহাসি হেসে শুষ্কস্বরে বলল: "ক্ষমা করবার কী আছে এতে? যদি মরিসের সঙ্গে ওর মিটমাট হ'য়ে যায় তা হ'লে তো ভালোই।"

—"মিটমাট হবে ব'লে আমার মনে হয় না। তবে মরিস যখন অনুতপ্ত হ'য়ে দেখা করতে আসছে তখন—"

—"না না—আমার কাছে অত ক'রে বলছেন কেন এ-কথা? আমার কাছে সে তো যে-কোনদিন সিটিং দিতে আসতে পারে। কেবল একটু আগে জানালে—"

—"আনা থাকবে কি না স্থির করতে পারেনি। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমিই দেখা করতে বললাম। জান তো কী তার্কিক মেয়ে? এজন্যে সোজা তর্ক করতে হয়েছে তার সঙ্গে? তাইতে সময়ের খেয়াল ছিল না। এজন্যে ধরতে গেলে দোষ আমারই।"

স্বপন আবার কাষ্ঠহাসি হেসে বলে: "আপনি ও-ঢঙে কথা বলছেন কেন মসিয়ে? এতে তো কারুর কিছু ক্ষতিই হয়নি।"

—"কাল ও নিশ্চয়ই যাবে বলতে বলল।"

একটু ইতস্তত ক'রে স্বপন বলল: "ও নিজে টেলিফোন করল না কেন?"

—"একটু নার্ভাস মেয়ে, জানোই তো! এখন উত্তেজিত হ'য়ে আছে। একটু কেঁদেছেও। তাই আমাকেই টেলিফোন করতে হ'ল। রাগ করলে?"

শেষ কথাগুলির মধ্যে তাঁর অভ্যস্ত ব্যঙ্গের রেশ! স্বপন অত্যন্ত সহজহাসি হেসে সে ব্যঙ্গকে উড়িয়ে দিয়ে বলে: "যেন আপনার কণ্ঠস্বর আনার চেয়ে কম মিষ্টি।"

টেলিফোনে দু'তরফা হাসি ঝাঁকিয়ে ওঠে।

—"তা হ'লে ও রিভোয়া! কাল আসছ এ-অঞ্চলে?"

—"যদি আনাকে আঁকতে না হয়।"

—"ওহো—তা তো বটেই, তা হ'লে কি আর আসবে এ বিগতযৌবন শ্মশ্রুনানের কাছে? আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম—"

হঠাৎ টেলিফোনে স্বপন একটা গোলমাল শুনল। তার পরেই শুনল: "সেন মাপ কোরো—আনা একটু অস্বস্তি বোধ করছে—নানেৎ বলছে—"

"কী হয়েছে?"

—"জানি না, দেখি গে। ও রিভোয়া।"

—"ও রিভোয়া, মসিয়ে"

আকস্মিক

সেদিন সারা সন্ধ্যাটা স্বপনের এত খারাপ কাটে!...ও ফের পরিচারিকাকে ডেকে বলে দেয় যে ও একাই খাবে। পরিচারিকা একটু আশ্চর্য হ'য়ে তার মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে চলে গেল।...স্বপনের ভারি রাগ হ'ল, পরিচারিকার ওপর, আনার ওপর ও নিজের ওপর। সবচেয়ে বেশি—নিজের ওপর।

খেয়ে দেয়ে দু-একটা ছবির এলবাম উলটোতে থাকে। কিন্তু একটুও কি ছাই ভালো লাগে! সে "কমেদি ফ্রাঁসেসে" মলিয়েরের "লে ফাম স়াভাত্" দেখতে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু এক অঙ্ক দেখতে না-দেখতে মনে হ'ল আমাঁদ বিদুষী হয়েও যতখানি অসহ্য, আঁরিয়েত্ গৃহলক্ষ্মী হ'য়েও তার চেয়ে কিছু কম অসহ্য না। দ্বিতীয় অঙ্কের মাঝখানেই উঠে চ'লে এল—হঠাৎ।

বাইরে এসে হাঁটতে হাঁটতে প্লাস দ্য লোপেরা-র কাছে এসে পৌঁছল। দিবালাক্ষী দীপালোকে রাস্তায় অশ্রান্ত জনস্রোত ও মোটরস্রোত চলেছে। প্রফুল্লাননা সুবেশিনীদেরও অপ্রতুল নেই। দু-একজন ওর দিকে উৎসুক ভাবে তাকাতেও ত্রুটি করে না, একজন অর্থপূর্ণ কটাক্ষপাত ক'রে একটু 'স্বাগতে'র হাসিও হাসে। স্বপনের এত রাগ হয়!

ফরাসিনীরা কি নির্লজ্জা! ছি! বাঙালী মেয়ের সলজ্জা সীমন্তিনী কল্যাণী মূর্তির সঙ্গে এদের শর্ট স্কার্ট প্রগল্‌ভা ভাবভঙ্গির তুলনা? কিসে আর কিসে! চলল লুভ্‌রের দিকে।

লুভ্‌রের কাছে এসে সে একটা প্রকাণ্ড কাফেতে ঢুকল। পরিচারিকা এসে দাঁড়াতেই বলল: "এক পেয়ালা শোকোলা।"...

পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আশেপাশে দেখতে লাগল।

এককোণে একটি নিগ্রো একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করছে।

একসময়ে ফরাসিনীদের বর্ণবিদ্বেষ-না-থাকার ও কতই প্রশংসা করেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ এত খারাপ লাগে!...কী অব্যবস্থিতচিত্তা, লঘুপ্রকৃতি মেয়ে এরা—ছি! নইলে ঐ বিভীষিকাটার সঙ্গে আলাপ করতে করতে এমন হেসে গড়িয়ে পড়ে!

বাড়ী ফিরল রাত সাড়ে এগারটায়।

ষ্টুডিওতে ঢুকে আলো জ্বেলে নিজেরই একটা এলবাম নিয়ে বসে।—এমনিই—ছবি দেখতে নয়। একটু বাদেই ছুঁড়ে ফেলে দেয় সেটা।

হঠাৎ সামনে আনার ছবির ড্রয়িং চোখে পড়ল।......যে-বেদনাকে ও এতক্ষণ হেসে উড়িয়ে দিতে চাইছিল সে-বেদনা হঠাৎ ওঠে ফুলে। শতচেষ্টা সত্ত্বেও আনার প্রতি অকারণ ক্ষোভে মন হ'য়ে ওঠে কালো, অভিমান তীব্র!...নানারকম ক'রে ও নিজের সঙ্গে তর্ক করে। এতে আনার

অপরাধ কি ? আনা কেমন ক'রে আসবে ?···বিশেষতঃ মসিয়ে বেনারের উপদেশ উপেক্ষা ক'রে ? মরিসের সঙ্গে যদি একটা পুনর্মিলন হ'য়ে যায় তবে তো ভালোই—এমনি কত উদার যুক্তি, কত সহজ তাচ্ছিল্যের প্রবোধ, কত ঔদাসীন্যের অভিনয় !···কিন্তু সবই বৃথা।

সঙ্গে সঙ্গে তার ভারি একটা ধিক্কারের ভাব আসে। দু দু—টো দিন সে আনার পথ চেয়ে রইল, আর আনা এল না ! কি ? আনার কোনই অপরাধ ছিল না ? কিন্তু তা'তে সান্ত্বনা কোথায় ? এ-ভাবে নবপরিচিতার পদধ্বনির দিকে কান পেতে যে ও দু দু—টো দিন বসেছিল এ-চিন্তায় ওর নিরুদ্ধ ক্ষোভ নিশীথ রাত্রে বানের জলের মতন দেখতে দেখতে ফুলে ওঠে। ও শয়নকক্ষে ঢুকেই দ্রুত হস্তে একবারও না থেমে লিখে ফেলে :

"প্রিয় আনা,

আমি সাত-আট দিনের জন্যে নীসে যাচ্ছি—এইমাত্র আমার এক পিতৃবন্ধু তার করেছেন—"

লিখেই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে অর্ধস্বগতভাবে রুখে ওঠে : "নাঃ— মিথ্যা ওজরের কি দরকার !" দৃঢ়হস্তে লেখে অধর দংশন ক'রে :

"প্রিয় আনা,

হঠাৎ আমার নীস দেখার ইচ্ছে হয়েছে। আমি কাল সকালেই নীসে রওনা হচ্ছি। তাই মসিয়ে বেনারকে জানাতে পারলাম না। তাঁকে বোলো যে সাত-আট দিন বাদে ফিরব।" লিখে একটু ভেবে অর্ধস্বগত বলে : "নাঃ এত কাটখোট্টাভাবে চিঠি—" কিন্তু কী লিখবে ভেবে খুঁজে না পেয়ে শেষে জুড়ে দেয় : "কাল সন্ধ্যায় তোমার শরীর হঠাৎ অসুস্থ হয়েছিল। এতক্ষণে নিশ্চয় সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠেছ ?

ইতি—তোমার বন্ধু স্বপন।"

স্বপন

নীস

নীস—নীস—নীস। কী আলো আকাশে বাতাসে! লঘু শুভ্র ছোট বড় নানারঙা মেঘের পতাকা শুধু যেন আলোর অভিযানের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে এক নাম-না-জানা দিগ্বিজয়ের উদ্দেশে। গত ক'দিন ধ'রে পারিসে স্বপন কী যে একটা কুশ্রী চাপ বোধ করছিল! আলোকৃপণ গগনের দিকে চাইলেই কেমন যেন একটা চাপা বেদনা! জীবন দেবতার 'পরে এমন অভিমান হয়! দুহাতে যদি বিলোতেই না পারবে তবে দেবতা কী! নীসের আলোর উদার প্রপাত তার মনের সে সব পুঞ্জিত কুয়াশাকে দূর ক'রে দেয়—মুহূর্তে!

শুধু জ্যোতিরুচ্ছল আকাশ বা আলোর দাক্ষিণ্যই তো নয়। নীসের সমুদ্রও যে! এমন বহুরূপী সমুদ্র ও কি কখনো দেখেছে? সমুদ্রের উদারতা ধরাধূলিক্লিষ্ট কোন্ বুকে না স্বপ্ন বিছিয়ে দেয়? কিন্তু সমুদ্রের এ-রকম নিত্য-নূতন বর্ণপ্রসাধন তো সে কখনো দেখেনি এর আগে। কখনো গাঢ় নীল, কখনো নীলাভ; কখনো সবুজ কখনো ধূসর; কখনো বেগুনী কখনো পাটল; কখনো পাণ্ডুর কখনো গৈরিক,—যেন মাথার ওপরের চাঁদোয়ার সঙ্গে অশ্রান্ত প্রতিযোগিতা চলেছে তার—কে কার ঝুলি থেকে কত রকম রঙের ঝরণা বইয়ে দিতে পারে।

সর্বোপরি নীসের প্রাকৃত-শোভার সঙ্গে বারিব্যোমের মণিকাঞ্চন-যোগ। উষায় তার সৈকত-বিসর্পী গিরিপথের ঘুম-ভেঙে-যাওয়া রূপ, মধ্যাহ্নে তার শুভ্র-বেলায় ঊর্মিবালাদের অশ্রান্ত লুটোপুটি খেলা, সন্ধ্যায় নীলকুন্তলা পাহাড়মালার সর্বাঙ্গে দীপাবলি প্রোজ্জ্বল মণিমুক্তার

অপরূপ ঝিকিমিকি। ও সারা দিন সারা সন্ধ্যা দেখে চেয়ে চেয়ে। নিশীথ রাতে ঘুম ভেঙে গেলেও মাঝে মাঝেই ঘরের সামনেকার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যালকনির রেলিঙে হেলান দিয়ে চেয়ে থাকে সম্মুখে তারা-জাগা লহরী-মালার সাদহীন নটচাঞ্চল্যের দিকে। কান পেতে শোনে তাদের শঙ্খকল্লোল। বুক পুরে আঘ্রাণ নেয় জলধির লবণাক্ত নীলগন্ধ। রোমে রোমে বাজে কী এক নবজীবনের দুন্দুভি! সত্যিই মনে হয় যেন সে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভায় সেই দিগ্বিজয়ী পূর্ণকাম রাজা—

"যমাত্মনঃ সদ্মনি সন্নিকৃষ্টো মন্দ্রধ্বনিত্যাজিতযামতূর্য্যঃ
প্রাসাদবাতায়নদৃশ্যবীচিঃ প্রবোধয়ত্যর্ণব এব সুপ্তম্।"

একদিন হঠাৎ অনুভূতি ওঠে জেগে! এতদিন সীমাহীন আকাশের কথা, জ্যোতির্মণ্ডলের অসহতার কথা, সময়ের অশ্রান্ত গতির কথা ভাবতে ওর কেবলই নিজেকে মনে হয়েছে ঠিক তেমনিই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর—যেমন অকিঞ্চিৎকর বজ্রপাতের পাশে ঝরাপাতার স্খলন। কিন্তু আজ অকস্মাৎ ওর মনে হয় যেন ওর মতন তুচ্ছাদপিতুচ্ছ বামনেরও ত্রিপাদে জলস্থল অন্তরীক্ষ নীরন্ধ্র হ'য়ে বুজে গেছে—কোথাও নেই আর তিল-ধারণের স্থান। মনে হয়: এ অনন্ত শূন্যের বিশাল নীরবতার মাঝখানে একা ও-ই আছে—বিশ্ব ব্যেপে, যেন লক্ষ সৌরজগতের অসহ জ্বালা, কোটি গ্রহতারার অভাবনীয় বেগ, অর্ব্বুদ নীহারিকার অনধুমেয় আয়তন কিছুই পায় না ওর নাগাল। অখিল সৃষ্টি যেন সসম্ভ্রমে ওকেই করছে প্রদক্ষিণ—জীবজগৎ গাইছে ওরই বন্দনা—স্পন্দিত মৌনতা করছে ওরই মূর্তির ধ্যান!···ওর রোমে রোমে সে কী বিস্মিত আতঙ্ক ওঠে জেগে!··· কী কম্পিত প্রণতি! কে ও?···স্বদেশ—বিদেশ? নীতি—কর্ত্তব্য? আনা—সন্ধ্যা? মসিয়ে বেনার—প্রেমের সমস্যা? দূর—ও সব তো ছায়াবাজি—যাদুকরের ধুপ—বাজীকরের পুতুল নাচ—এই আছে এই

নেই !···আছে কেবল ওর মধ্যেকার এক অনাদি অশেষ অনন্ত অতিকায় সত্তা ! উদাত্ত সামস্তোত্র জেগে ওঠে ওর চেতনায় অণুতে অণুতে ! অবর্ণ্য বর্ণে জেগে ওঠে এক বিপুল সম্ভ্রম তার চিত্ততলে ! বর্ণবিহ্বল নভঃস্পর্শী সৃষ্টিকল্লোল শিহরিত উচ্ছ্বাসে যে সত্তার স্তবগান করছে তার সাম্‌নে ওর নিজেরই মাথা আসে নুয়ে—এক অচিন পরিচয়ে। পরিচয়—কার ? তার নিজের ?···

চিঠির সান্ত্বনা !

কিন্তু হায়, এ উধ্বর্গ স্বপ্নকে ও ধ'রে রাখতে পারে কই ? ও খদ্যোতের মতন ওঠে সত্য—কিন্তু নামেও যে সেই গতিতে ! যখন ওঠে তখন মনে হয় বটে যে, উর্ধ্বগতির ওর বুঝি আর অবসান নেই। কিন্তু বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ সব নভোবিহারকেই করে ধূলিসাৎ ! উষার আগমনী গানে উৎসব-শঙ্খ যখন বেজে ওঠে তখন দেহের প্রতি রক্তবিন্দুতে জাগে অশরীর প্রতিধ্বনি। কিন্তু প্রদোষের বিসর্জনীতে প্রতিমা হয় ম্লান—বিরহী ভক্ত শূন্য মণ্ডপে আসে ফিরে। এম্‌নিই দোলা—মানব-মনের !····

স্বপনও আসে নেমে। আর নামামাত্র বিপুল স্বপ্নচারণকে মনে হয় ওর কাব্যকুয়াশা—ভাববিলাস ; উদগ্র বাস্তবের লক্ষ দাবি তার তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিকে ইন্দ্রজালকে ঝাপ্‌সা ক'রে তোলে। ও আবিষ্কার করে যে শুধু স্বভাবে, শুধু প্রকৃতিতে ওর মন ভরে না—সাহচর্যও যে চাই ; অথও অবসরে ও চিরদিন পাল তু'লে দিয়ে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করতে পারে না—মাঝে মাঝে মাটির নোঙরও দরকার ; কল্পনার ধূমকেতু হ'য়ে চলাই চলে না—কর্মের বাঁধনও অপরিহার্য।

সঙ্গে সঙ্গে আসে অতৃপ্তি! মনে প'ড়ে যায় আনার কথা। সে কী করছে? কী ভাবছে? চিঠি লেখেনা কেন? রাগ করল নাকি? একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে! যদি করেই তবে তাকে দোষ দেবেই বা সে কোন্ মুখে? অথচ তবু মনের কোণে কোথায় যে বেঁধে!...একলা এ-ঐশ্বর্য্যবিলাসের মধ্যে এ-ভাবালুতার দুগ্ধফেন-শয্যায় এপাশ-ওপাশ ক'রে কি আশ মেটে?......মনে প্রশ্ন জাগে হয়তো আনা তার স্যাঁৎসেঁতে বোর্ডিং হাউসে ফিরে গেছে। সে গরবিনী—অভিমানিনী—মসিয়ে বেনারের অতিথি হ'য়ে বেশি দিন থাকবে না কখনই।......আহা!...... কেন তার এ দৈন্য?......কেন......

কিন্তু না......এ কী সব চিন্তা? সে না প্রতিজ্ঞা করেছে আনার চিন্তাকেও প্রশ্রয় দেবে না? যেখানে পথ পেছল সেখানে পা বাড়ানোর কল্পনায়ও বিপদ্ যে!......

কিন্তু দিন যে কাটে না আর? হঠাৎ মনে প'ড়ে যায় বাধাবন্ধহীন স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসে সন্ধ্যাকে গত মেলে লেখা হয়নি এক ছত্রও। মনে অনুতাপ জাগে। আরও রাগ হয় নিজের 'পরে। এ-মেলে সে এমন চিঠিই লিখবে!......চিঠি লিখতে ব'সেই তার এত ভাল লাগে। বোঝে সঙ্গের ও কতখানি কাঙাল! মনের দোলা সঙ্গে সঙ্গে যায় কেটে— চিঠির আবহে ভেসে ওঠে সন্ধ্যার মূর্তি—এত অপরূপ হ'য়ে!.... অবসাদ যায় কেটে। জাগে ওষ্ঠপ্রান্তে রহস্যচ্ছন্দ। হঠাৎ কলমও চলে তো বেশ!

লেখে: "হঠাৎ চ'লে এসেছি নীসে। কেন? শুনে হবে কী? তার চেয়ে শোনো না কেন—গত সপ্তাহটা আমার কি রকম বহুরূপী ছন্দে কেটেছে?"

লিখে স্বপন তার নানা অনুভূতির বেশ একটা বিশদ বর্ণনা দিল সোল্লাসে।

"কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি সত্নঃখে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে অন্ততঃ আমার মনটা আজকাল কেমন যেন বেশি ক'রেই দোলায়মান। এর কোনো পাত্তাই ঠিক্ ক'রে পাচ্ছি না। আমি কী চাই? আর্ট, না যশ, না প্রেম" এখানে হঠাৎ থেমে "প্রেম" কথাটা মুছে লিখলো—"না লোকসঙ্গ, না স্বাচ্ছন্দ্য, না স্বপ্ন, না কী? কোনো এক মুহূর্তে যা চাই পরমহূর্তে দেখি ঠিক্ তা চাই না। আজকের শরৎ-নীলিমা কালকের হেমন্ত-কুয়াশায় হ'য়ে যায় ঝাপসা; এ-মুহূর্তের শীত-ত্রস্ততা পরের মুহূর্তেই বসন্তোৎসবে ওঠে হেসে।

"কিন্তু এ-সব বাজে গবেষনা থাক্ এখন।—তোমার শেষ চিঠিটির একটি প্রশ্নের বা ব্যঙ্গের উত্তর দেই—যথাসাধ্য।"

লিখে একটু থেমে ভাবল। একবার একটু মাথা নাড়ল সন্দিগ্ধভাবে। পরে হঠাৎ কি ভেবে দৃঢ়ভাবে কলম ধ'রে লিখে চলল:

"মানে—তোমার মডেল-বিভীষিকা। ওকে তুমি বিভীষিকাময় বর্ণেই এঁকেছ। এবং সে-ভয়েরও যে কারণ ঘটেছে তা-ও আমি ইতিপূর্বে অকপটে তোমার কর্ণকুহরে কুহুস্বরে করেছি নিবেদন।

"কিন্তু মাভৈঃ! সে আজ তোমার চেয়েও দূরে। কারণ তুমি রয়েছ শুধু দেশের ব্যবধানে, সে তার উপরে হৃদয়ের ব্যবধানে। তার কথা সত্যি আজকাল এত কম মনে হয়!"

হঠাৎ স্বপন থামল: Protesting too much?…দূর্। পরক্ষণেই দৃঢ়ভাবে কলম ধ'রে লিখলো:

"অবশ্য কখনো ওর কথা মনে হয় না বললে সত্যের অপলাপ হবে। খুবই মনে হয়। বিশেষতঃ আর দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ ক'রে কোনো কোনো সময়ে এমনও মনে হয় যে ঠিক্ এ সময়ে ওকে এতটা নিসঃজভাবে ফেলে আসাটা"— থেমে এ লাইনটা মুছে লিখল: ঠিক্ এ সময়ে ও না জানি

কতই নিঃসঙ্গ! কখনো বা মনে প্রশ্ন জাগে কোন্ দিকে ওর জীবনের মোড় বেঁকবে! আবার এক এক সময়ে আশ্চর্য লাগে ভাবতে —কোন্ আলেয়ার লোভে ও পাতা-সংসার এমন ক'রে পায়ে ঠেলে এল?"

থেমে এ-কয়টা লাইন প'ড়ে দেখল ফের। পরে সস্মিত মুখে লিখে চলল:

"কিন্তু এতে 'শঙ্কাকুলা হোয়ো না অকারণে! এ-সব অতি আল্‌গা-ভাবেই মনে আসে আজকাল।

"তবে সুসম্বদ্ধভাবে মনে আসে কার কথা জানো?—তোমার। আর কি ভাবে শুনবে? তোমার উড্ডীয়মানা মূর্তি। আশ্চর্য না? হঠাৎ থেকে থেকে কেন যে মনে হয় তুমি হঠাৎ একদিন সুন্দর প্রভাতে পরীর মতন উড়ে আসবে—তা কে জানে? মেটারলিঙ্কের L' Hote Inconnu (অচেনা) ব'লে একটা বই সেদিন পড়ছিলাম। ভদ্রলোক লিখেছে ভারি একটা হাসির কথা। শেষটায় বোধ হয় ক্ষেপেই গেল। লেখে কি জানো?—যে অনেক অসম্ভাব্য চিত্রও—যা পরে ঘটবে—কল্পনায় আসে সব আগে। যদি তিনি জানতেন আমার কল্পনায় জাগছে আজ নিত্যানন্দ সেন হিন্দু-মুকুটমণির পুত্রবধূর উড়ে নীসে আসার কথা—তা হ'লে? তাঁর মুখ চুণ হ'য়ে যেত না কি? তবু আমার চিত্তে জাগে ছন্দোবন্ধে—

বৈদ্যকুল-সম্ভবা
অসম্ভব-গৌরবা
　　পরীর রূপে মেলি' যুগল পাখা।
আসিবে উড়ি' নন্দিতা
বিরহী-পতি-বন্দিতা
　　বিভুঁয়ে—তারে যাবে না ধ'রে রাখা।

দিন যে যায় না কী করি?

আরও দুদিন স্বপন এলিয়ে এলিয়ে দিন কাটাল। কিন্তু কাঁহাতক মানুষ এ-ভাবে কাটায় হোটেলের খাঁচায়!

হোটেলটি খাঁচা বৈ কি। বিশেষ ক'রে এই বিরাট নেগ্রেস্কো। ও একবার সুইজর্লণ্ডে লসানে গিয়েছিল বেড়াতে। একটি ছোট্ট হোটেলে ছিল। বড় ভালো লেগেছিল। সে-হোটেলটির একটা মেজাজ ছিল, একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। এ-রকম দু-একটা হোটেল তার কদাচ চোখে পড়েছে বটে। কিন্তু বড় হোটেলের মধ্যে কক্ষনো পড়েনি। ভুলেও না। সব বড় হোটেলই হুবহু এক। যেন বিধাতা সব কিছুর জন্যে আলাদা ছাঁচ ক'রে শেষটায় বিরক্ত হ'য়ে দেখাতে চেয়েছিলেন যে অবিকল এক ছাঁচে ফেলে একই ধরণের অজস্র চীজ গ'ড়ে তোলার মার্কিনী প্রতিভাও তাঁর আছে। আর এ-ধরণের বড় হোটেলেও আসে কি বেছে বেছে রাজ্যের অখাদ্য লোক! মাগো মা! এত রকমের বপুও কি একই চিড়িয়াখানায় মেলে—আপ্‌না থেকে! চালনিতে ছেঁকে যেমন আটক পড়ে মোটা মোটা দানা—বড় হোটেলের বিজ্ঞাপনের জালেও কি তেমনি ধরা পড়ে যত বিপুলকায় ও বিপুলকায়া? শুধু কি তাই? ছাই একটা তরুণ মুখই চোখে পড়্—একটা স্বপ্ন-ছোঁওয়া পেলব হোম, একটা আবেশভরা লালিমা সোম, একটা তন্বী শ্যামা তনিমা বোম! তা না—

ও অবাক হ'য়ে ভাবে—কেন আজ দশ বারোদিন এখানে রয়েছে? কী আকর্ষণে? সঙ্গে সঙ্গে ওর পারিসের ফ্ল্যাটটি ভেসে ওঠে ওর চোখের সামনে। কী চমৎকার সে ষ্টুডিয়োটি! সহরের একপ্রান্তে। আর মনে পড়ে ওর সুদর্শনা পরিচারিকাটির কথা। কি মিষ্টি স্বভাব!

আর সত্যি ওকে কী যত্ন-ই না করত ! ও ভিজে এলে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করত, কোনো কিছু জিনিষ দরকার হ'লে জোর ক'রে কেনাত—কত কী ছোটখাটো দৃষ্টি ছিল মনটা ওর আর্দ্র হ'য়ে ওঠে তাকে সত্যি তার চাকরাণী মনেই হ'ত না এমন মিষ্টি তার কথা—সুন্দর তার ব্যবহার—সংযত তার আত্মীয়তা ! কেন মরতে এল এই স্ফীতকায়, ক্যাকাশে, কোলাহলময় বিদেশীদের প্রদর্শনীতে ? কিন্তু আর না, তিন-চার দিন বাদেই ফিরবে।

ভাবতেও আনন্দ !···পারিসের শত আকর্ষণ ভেসে ওঠে মুহূর্তে। মুহূর্তে তার কোলাহল ধোঁয়া দায়িত্ব কর্মবন্ধন সব যায় ভেসে। বৃদ্ধ বেনারকে হঠাৎ মনে প'ড়ে যায়। কী অপূর্ব চরিত্র ! মনে পড়ে তাঁর ব্যঙ্গ—gauloiserie, অশ্লীলতা-প্রীতি, যার নাম শুনলে নীতিবাগীশেরা মূর্চ্ছা যান। কিন্তু কী হৃদয়-গ্রাহী, অনবদ্য, পবিত্র অশ্লীলতা। অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা দুই কত দূর তা সে প্রথম উপলব্ধি করে এই বৃদ্ধের সাধুসঙ্গে এসে। মনে পড়ে বৃদ্ধ মুখ টিপে হেসে বলতেন :

"জানো সেন, আমি কাদের জন্যে সত্যি দুঃখবোধ করি ? না, যারা অশ্লীলতাকে ভাবে গ্রাম্যতা—তোমাদের দেশে শুচিবাইয়ের সেই যে গল্প বলেছিলে,—জানবে এ দীর্ঘশ্মশ্রুদের মনেরও ধরেছে সেই রোগ। আর এ-রোগ মনোম্যানিয়ারও বাড়া। কারণ মনোম্যানিয়াকরা জানেই না তাদের অসুখ আছে। শ্লীলতাম্যানিয়াকরা সব জেনেও ভাবে—অসুখটাই তাদের পরম সম্পদ।"

স্বপনকে স্রেফ চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে এ গুরুর পাল্লায় হ'তে হয়েছিল অশ্লীলপন্থী। বৃদ্ধ ওর কাছে পড়তেন সেক্সপীয়ারের সনেট, কখনো বা Rabelais-র Gargantua et Pantagruel, কখনো বা বদ্‌লেয়ারের Fleurs du Mal, কখনো বা রুসোর Les Confessions, কখনো বা

আনাতোল ফ্রাঁসের Rotisserie ed la Reine Pedauque, কখনো বা বাইরণের Don Juan. মোট কথা স্বপনকে শক্ করা ছিল তাঁর নিত্যব্রত। বিষম শক্ পেতও সে—প্রথম প্রথম। কিন্তু ক্রমে এ-সবের মধ্যে রস পেতে শিখল। তারপর কত সরস অশ্লীল বই-ই না পড়েছে ও বৃদ্ধকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছে। মনে হয়েছে কত সত্যি কথা বলতেন বৃদ্ধ।—যারা এ-রস পায়নি তারা জানে না মিথ্যা কুসংস্কারে মানুষ কতখানি সুস্বাদু রস থেকে বঞ্চিত থাকে—অকারণ। ফিরবে ও তাঁর কাছে।

কিন্তু কোনোমতেই ও নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না এই সত্যটি যে বস্তুতঃ তার প্যারিসে ফিরে যাবার ইচ্ছার পিছনে যে রয়েছে সে তার পরিচারিকাও নয়, তার ফ্ল্যাটও নয়, বৃদ্ধ বেনারের সুস্বাদু অশ্লীলতাও নয়। সে হচ্ছে—কিন্তু সে সজোরে মাথা নেড়ে অস্বীকার করে।…কক্ষনো না…

এক ধরণের চিন্তা আছে, তাকে যতই অর্ধচন্দ্র দাও ততই সে আসে ফিরে। পুরুভুজের মতন যতই কাটো ততই সে নতুন আর-একটা চিন্তা-কীটের দেয় জন্ম। ওর ভারি আক্ষেপ হয় সন্ধ্যা পাশে নেই ব'লে। কী অস্বস্তির মাঝখানে সে তাকে ফেলে দিল বলো দেখি একলা! কে-ই বা এ রুজরক্তকপোলা, নীলহরিৎনয়না, আবেশ-প্রজায়িনী কামিনী? কাছে থেকেও কেমন যেন শান্তি নেই, দূরে গেলেও খালি খালি!…

হায়, কোথায় গেল তার কদিন আগেকার মুক্তি—উল্লাস—অতিকায় অনুভূতি! তার উপরে আর এক নতুন বিপদ! কাল থেকে হঠাৎ বৃষ্টি সুরু হয়েছে, বেরুতেও পারে না। কোথায় সেই ছায়াপথের পুঞ্জীভূত নীরবতা! কোথায় বা সে প্রকৃতির হরিৎ হিল্লোল!

একটা পালকের গদিওয়ালা কৌচের মধ্যে প্রায়ই আগ্রীবা নিমজ্জিত হ'য়ে সে ভাবে এইসব, শোনে পাশের ঘরে বলরুমে নানারকম যন্ত্রের

হসুরা, ঐ পাশ্চাত্য সভ্যতার কলঙ্ক—স্যাক্সোফোন। কী খারাপই যে তার লাগে ঐ যন্ত্রটি! অথচ ধনীদের এই-ই ভালো লাগে। তবু তাদেরই সভ্য ব'লে নাম! তবু অম্লানবদনে বলি আমরা যে টাকা হ'লে অবসর হ'লে লোকে ভালো জিনিষ বুঝবেই বুঝবে!! বেচারী গণিতজ্ঞ পোঁয়াকারে! কী শিশুর মতন বিশ্বাসই ছিল তাঁর যে—মানুষ খাওয়া-দাওয়ার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেলে প্রকৃতির নানা রহস্য নিয়ে আলোচনা করবে—আঁক কষবে!

মনটার ভিতর কেমন হু হু ক'রে ওঠে। কোথায় এসেছে ও? কাদের কাছে শিক্ষা পেতে? দেশের টাকা এ-ভাবে অপব্যয় করছে কেন? দেশে কত দুঃখী কত দীন-দরিদ্র উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খেটেও অর্ধাসনে থাকে, আর সে—

স্থির করে: না, কালই পারিসে ফিরবে—মসিয়ে বেনারের কাছে আর মাসকয়েক ভালো ক'রে চিত্রবিদ্যা শিখেই ফিরবে দেশে। কদিন আগে টলষ্টয়ের জীবনী পড়ছিল। তা'তে এক জায়গায় টলষ্টয় বলেছেন, বেশি অবসরের মতন মন্দ জিনিষ আর কিছুই নেই। মানুষ এমন কাজ করবে যে নিশ্বাস ফেলার অবকাশ পাবে না—তবে সে হবে সার্থক। —হঠাৎ একটি টেলিগ্রাম-ফর্ম নিয়ে মসিয়ে বেনারকে লিখল: "আমি দু-তিন দিনের মধ্যে পারিসে ফিরব—আপনি কি এখন পারিসে? আনা কেমন আছে? তার করবেন। কাজ করতেই হবে এবার। সেন, নেগ্রেস্কো হোটেল, নীস।"

লিখে পকেটে পুরে রাখল। কালই সকালে পাঠিয়ে দেবে। বেলা ব'য়ে যায়।

মনটা খুশি হ'য়ে ওঠে ওর—তারটি লিখে। রুখে উঠে যা-হয় একটা-কিছু করে ফেলা—এই-ই তো জীবন। এই-ই তো পৌরুষ। কেবল

অনিশ্চয়ের দোলা! ধিক্!—হঠাৎ ও চম্‌কে ওঠে। ওর খুব কাছের টেবিলেই ব'সে সেই চৈনিক ও চারুহাসিনী।

তরুণ-তরুণী

ওদের উভয়কেই স্বপন ইতিপূর্বে দেখেছে চলতে ফিরতে। না দেখে উপায় কি? ওরা দুজন থাকে যে স্বপনের ঠিক পাশের ঘরে। মাত্র দিন দশেক হ'ল এসেছে। কার না কৌতুহল হয় এ-হেন যোগাযোগ দেখে? প্রণয়িনীটি যেমন সুন্দর তার প্রণয়ীটি কি ঠিক তেমনি কুৎসিত! ওদের কথা হোটেলের কে না জানে? তার শয়নকক্ষের মেড তো প্রায় রোজই ঘর পরিষ্কার করতে করতে ওদের কথা স্বপনকে চুপিচুপি বলে। রোজই কিছু-না-কিছু রোমহর্ষক জনশ্রুতি জ্ঞাপন করা হচ্ছে প্রায় ওর নিত্যকর্মের মধ্যে। দুদিন খবরের কাগজেও দেখেছিল ওদের নাম। পরিচারিকার উৎসাহ দেখেও আনন্দ হয়। কে বলে: মানুষ পরের কথা ভাবে না? মেয়েটি—ইসাবেলা—মাদ্রিদের বিখ্যাত অভিজাত সেরানো ঘরের মেয়ে। ওদের পরিবার যেমন ধনী তেমনি গর্বী। কেবল স্পেনেই এমন অভ্রভেদী কৌলীন্য-গর্ব এখনো সম্ভব। বাঙ্গালিকেও হার মানিয়েছে। ইসাবেলা বিপত্নীক পিতার একমাত্র সন্তান—বহু স্প্যানিশ 'হিদাল্‌গোই' ওর রূপমোহে হাবুডুবু খেয়েছো। (স্বপন মেডকে কিছু না ব'লে চুপি চুপি অভিধান দেখে জেনে নেয় 'হিদাল্‌গো' মানে স্পেনের সুভদ্র) "আর শুধু কি একটা মসিয়ে?" (সবজান্তা মেড হাসে টিপে টিপে) "কত শত রাজা, উজীর, মাতাদোর (ষাঁড়কে যারা বধ করে ষাঁড়ের লড়াইয়ে)। আম্বাসাডর, প্রিমো ডি রিভিয়েরা, কিন্তু হায়!" (মেড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে)

"পুষ্পধন্বার মতি-গতি বিচিত্র। শেষে কিনা মাদ্রিদের বিখ্যাত চিত্রশালায় একটি চৈনিক চিত্রকরকে দেখে যেচে আলাপ ক'রে পড়লেন মাদ্‌মোয়াসেল প্রেমে!" "তারপর?"—"তারপর আর কি মসিয়ে—যা হবার তাই—জেনেরাল সেরানো উঠ্‌লেন ক্ষেপে।"—"ক্ষেপে?"—"তা উঠ্‌বেন না মসিয়ে!" (মেডের অধর-প্রান্তে অবজ্ঞার কুঞ্চিত হাসি ফুটে ওঠে) "অমন মেয়ের ওই ধরণের মর্কট স্বামী!! ওকে মানাত মসিয়ে আপনার সঙ্গে!" (য়ুরোপের কোনো কোনো হোটেল-মেড বেশ একটু রসিকা।) কুণ্ঠিত স্বপন তবুও খুসি না হ'য়ে পারে না: "যাক্ যাক্, তারপর?"—"তারপর আর কী মসিয়ে? যা হবার তাই। যুদ্ধ—আর কি। একদিকে মেয়ে, অন্যদিকে রাজ্যের হোমরাও-চোমরাওদের ঝাড়কে ঝাড়। জেনেরাল সেরানো মেয়েকে কত বোঝান—কিন্তু ধন্যি মেয়ে, মসিয়ে! ঐ একরত্তি মেয়ের বুকে সাহস পাহাড়-প্রমাণ—জানেন? কত অনুনয়-বিনয় সাধ্য-সাধনা তর্জন-গর্জন,—উঁহুঁ:—মেয়ে বোঝা তো দূরের কথা—এতটুকু কি হুইল?"—"তারপর?" স্বপন শুধায় রুদ্ধ নিশ্বাসে। —"তারপর আর কি মসিয়ে! ঐ যে বললাম—যা হবার তাই। মেয়ে বসলেন বেঁকে। আর বেঁকলেন তো একেবারে ধনুক। শেষে জেনেরাল কোর্ট অবধি গেলেন—এই দেখুন কাগজ।"

বাকিটুকু কাগজেই ছিল। কোর্টে জজসাহেব ইসাবেলাকে পিতার কাছে ফিরে যেতে বলাতে ইসাবেলা সেই রাত্রেই তার মার জড়োয়া গহনা নিয়ে স্পেন ছেড়ে ফ্রান্সে উধাও। মার সম্পত্তি,—স্ত্রীধন—উইলে মেয়ের নামেই লেখা। জেনেরাল ধরতেও পারেন না। আর ওছাড়া কোনো চার্জই নেই, সে সাবালিকা। "কিন্তু জানবেন মসিয়ে—এ ভালো কথা না। ওই মর্কটটি মাদ্‌মোয়াসেলকে গুণ করেছে—না তুক্—'সোর্সলরি'!" স্বপন শুনে হাসে। হায়রে, জগৎ এ-সব ব্যাপারকে এই চোখেই দেখে!

মেডের কথা শুনে ও বিজ্ঞভাবে হাসছে—কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জনেরই মনের ভাব কি মোটামুটি এই-ই নয় ?

এ গেল আজ দিন আষ্টেকের কথা। তার পর থেকে স্বপন তার প্রতিবেশী-যুগলকে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখত ও নানা ছুতোয় খোঁজ নিত। গত তিন দিন চাং রাত্রে ঘরে ছিল না। মেড তাকে বলে: লুকিয়ে মাদ্রিদ থেকে তার দামী ছবিগুলো আনতে গেছে। স্বপনের কৌতূহল হ'য়ে ওঠে উদ্দীপ্ত! কিন্তু যেচে আলাপ করতে গেলে যদি মেয়েটি অপমানিত বোধ ক'রে বসে—বলা যায় না তো! অথচ কি জানি কেন—ওর কেবলই মনে হ'ত যেন মেয়েটি ওর সঙ্গে আলাপ করতে গররাজি নয়। সিঁড়িতে, বাগানে, সালঁতে ওদের মাঝে মাঝেই দৃষ্টি-বিনিময় হ'ত। আর স্বপনের মনে হ'ত: যেন মেয়েটির চোখ দুটি তাকে ডাকছে আলাপ করতে। কিন্তু ঐ যে বেরসিক চাং! কি জানি কেন, মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করতে যাবার কথা মনে হ'লেই স্বপনের হৃদয় অকারণ বিরূপ হয়ে উঠত চাঙের প্রতি।

আজ সকালে নীসে বিখ্যাত রিভিয়েরা-পার্বণ ফুল-যুদ্ধ (Bataille des Fleurs) হ'য়ে গেছে রাস্তা দিয়ে। ফুলে ফুলে অপ্সরোপম বরাঙ্গনাদের রাস্তায় সে কী ভিড়! কতরকম যান-বাহনের শোভাযাত্রা! ফুলের অতিকায় ঈগল, ফুলের তিমিমাছ, ফুলের দেব, ফুলের দানব, ফুলের গণ্ডোলা—সে এক অপূর্ব ব্যাপার!...আশি বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও বেরিয়েছে ঠেলাগাড়ি ক'রে—অপরিচিত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করছে গলাগলি নাচানাচি হাসিগান—উঃ, সে কী হুল্লা! চাং আজই সকালে ফিরেছে হোটেলে ও সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে নাচ সুরু ক'রে দিয়েছে। আর আশ্চর্য এই যে, কম মেয়েরা তার সঙ্গে নাচেনি। কম ক'রে দশ-বারটি প্রৌঢ়া, তিন-চারটি বৃদ্ধা, পনের-ষোলজন সুন্দরী ও অসুন্দরী! অপর দিকে ফুলরাণী-

ইসাবেলার বেলায়ও তাই : মৌমাছির গাঁদি লেগেছে ওর পিছনে। চাং ও ইসাবেলা যেন এ নৃত্য-আসরের রবি শশী। কিন্তু কী সুন্দরই নাচে চাং। স্বপন আজ অনেকক্ষণ চাঙের কতরকম নাচ দেখছে ওয়াল্ট্‌জ্, ট্যাঙ্গো, চার্লসটন, পোলকা—কত কী! চাং-ও তার দিকে চেয়ে চৈনিকদের মতন অনবদ্য ঢঙেই ক্রমাগত মাথা নুইয়ে হেসেছে। স্বপনের হঠাৎ মনে হ'ল—আজ প্রথম—যে চাঙের হাসি অতি অপরূপ মিষ্টি। সন্ধ্যাকে সে প্রায়ই ঠাট্টা ক'রে বলত, এক-একটা মুখ আছে হাসি যাদের মানায় না—যেমন তোমাদের ডায়োসিসানের হেডমিস্ট্রেস মিস্ গ্রিগ,—আবার এক-একটা মুখ আছে যাদের হাসি বিনা দেখায় সুন্দর কিন্তু হাসির জ্যোৎস্না পড়তে না পড়তে স্নিগ্ধ অপরূপ হ'য়ে ওঠে। যেমন এই চাং। ওকে কুৎসিত না বলবে কে?—ফাঁক-ফাঁক ছোট চোখ, সমতল নাক, ফ্যাকাশে রং, মুখের, কপালের, দেহের গড়ন ভাববিহীন। কিন্তু সব শ্রীহীনতাই কি উবে যায় একটু হাসির ছটাতে! কোরো-র পেণ্টিং যেন। পঙ্কল ডোবার 'পরেও তার তুলির-রং পড়তে না পড়তে হ'য়ে ওঠে দীপ্যমান্ অভিরাম। যেন পাণ্ডুর নীরস দিগ্বলয়ের বুকে অস্তরাগের টুক্ ক'রে রঙের নামে ফোয়ারা!…স্বপনের এত ভালো লাগে!…

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা তার মনে ভারি একটা কৌতূহল জাগায়। শ্রদ্ধাও। কাল মেড বলছিল মসিয়ে চাং মাদ্রিদে তাঁর ছবিগুলি আনতে গিয়েছিলেন—মহা রিস্ক নিয়ে। "রিস্ক কেন?"—রিস্ক কেন! মেড চোখ কপালে তু'লে বলেছিল : "জেনেরাল সেরানো কি সোজা দুর্দান্ত মসিয়ে! মানুষের প্রাণ তাঁর কাছে তেমনি—মাতাদোরদের কাছে যেমন বলদের। শুধু হত্যা না—হয় পুড়িয়ে মারবেন, কিম্বা ফেলবেন পুঁতে।"

জেনেরাল সেরানোর প্রতাপের কথা স্বপন কাগজেও পড়েছিল বটে। তাই মনে হয়েছিল কেবলই : এমন কী ছবি— যার জন্যে এ-নবীন প্রণয়ী

সন্তোলব্ধা রূপবতী প্রণয়িনীকে একলা ফেলেও নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে মাদ্রিদে পাড়ি দেয়? দেখতে হবে তো!

আজ বিকেলে চাঙের হাসির মিষ্টতা উপভোগ করার সময়ে মনে হ'ল তার আর-একটা কথা। এ-হাসি শুধু মিষ্টই তো নয়—এর মধ্যে কোথায় শৌর্যের ছোঁওয়া জ্বলছে। নইলে এ হেন অবস্থায় এত বড় বিপদকে উপেক্ষা করতে পারে কেউ?

অশ্রদ্ধার ভাবটা ওর এম্‌নি করে ধীরে ধীরে কেটে যায়। চাঙের মুখের মধ্যে আজ যেন কি-একটা নতুন দীপ্তি তার চোখে পড়ে। ভাবে: আশ্চর্য...ছোট্ট একটা ভাবের অঞ্জনে চোখের দৃষ্টি কী বদলেই যায়!

চাহিবে যারে আসিবে একদিন

এ-হেন ইসাবেলা ও চাং হঠাৎ আজ তার এত-কাছের একটা টেবিলে ব'সে। চম্‌কাবে না? প্রথমটা তার মনে হ'ল: ওরা বুঝি ভাব করতেই এসেছে। পরমুহূর্তেই মনে হ'ল দুর্—তা কখনো হয়? যদি ভাবই করতে চাইবে তবে সকালে করল না কেন—এখন সে ফুলযুদ্ধের একটি শোভাযানের কোনো একটি ফুলের মকর আঁকছিল—নেগ্রেস্কোর সামনের কাফেতে ব'সে? ওরা তো তখন আরো কাছে বসেছিল। চাং একবার তার স্কেচ্‌টির দিকে উৎসুক দৃষ্টিপাতও করেছিল। নাঃ—ওরা আলাপীর জাতই না। স্বপন ধরালো একটা পাইপ।

হঠাৎ মনে পড়ল ইসাবেলের কথা। জিজ্ঞাসা করল ইসাবেলের দিকে চেয়ে: "Vous permettez?" *

* ধরাতে পারি কি?

মেয়েটি একগাল হেসে এমন সুন্দর অনুমতিজ্ঞাপক ঘাড় নাড়ে! চাং পরিষ্কার ফরাসীতে বলে: "Mais certainement, Monsieur." †

ওদের সস্মিত ঘাড়-নাড়ার ঢংটি স্বপনের এত ভালো লাগে! আর চাঙের কী সুন্দর ফরাসী উচ্চারণ! নিজের উচ্চারণ সম্বন্ধে ক্রমাগত প্রশংসা শুনে শুনে ওর মনের কোণে একটা গর্ব কায়েম হ'য়ে গিয়েছিল: চৈনিকেরা হাজারই কেন না ভালো ছবি আঁকুক, ওদের উচ্চারণ অশ্রাব্য—কি ইংরাজী, কি ফরাসী, কি জর্মন। হাঁ—বাঙালির কাছে ওরা বহুদিন শিখতে পারে। সোজা জাত বাঙালি !!···কিন্তু চাঙের certainement-র র-এর উচ্চারণ শুনেই তার চক্ষুস্থির। শুধু ভালো উচ্চারণ করে না—ঠিক ফরাসীদের মতনই 'র' উচ্চারণ করে—যা সে নিজে কোনোদিন শতচেষ্টায়ও পারেনি।

ও কি-একটা বলতে গিয়েই থেমে যায়। চাং তার ভ্যালেটকে তলব ক'রে তাকে চুপি চুপি কি বলে। সে ঘাড় নেড়ে চ'লে যায় ও প্রায় তৎক্ষণাৎ একটা মরোক্কো-বাঁধাই মস্ত আল্‌বাম এনে দেয়। চাং ধন্যবাদ জানায় অতি মিষ্ট সুরে।

হঠাৎ স্বপন চম্‌কে ওঠে। চাং বলে: "Puis-je vous montrer quelque chose—" * ব'লে আলবামটি খোলে সন্তর্পণে।

স্বপন মহা আপ্যায়িত সুরে বলে: "Je serai enchanté Monsieur ; vous etes bien aimable." †

† বিলক্ষণ, মসিয়ে।

* আপনাকে কি আমি দেখাতে পারি কিছু?

† আমি অত্যন্ত বাধিত হব যদি দেখান মসিয়ে—আপনার সৌজন্যের সীমা নেই।

চাং স্কেচ-বইটির একটা পাতা খুলে তার পাশে এসে দাঁড়ায় ও ঝুঁকে দেখিয়ে বলে : "আপনি পুষ্প-মকরের যে-সুন্দর ছবিটি আজ সকালে আঁকছিলেন, সেটা আমিও এঁকেছি—মাফ করবেন আপনার ছবিটি আমি উঁকি মেরে দেখেছি ব'লে। সেইজন্যেই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার ছবিটি দেখাতে চাইছি।"

স্বপনের বুকের মধ্যে একটা কবোষ্ণ স্নিগ্ধতা জেগে ওঠে। কী মধুর টোন! য়ুরোপের সৌজন্যে ও আকৃষ্ট হয়েছে কিন্তু চৈনিক সৌজন্যে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেল।—এরই প্রতি কি না সে এতদিন বিমুখভাব পোষণ করেছে!

—"বসুন না।"

—"Ne vous de'rangez pas, je vous prie." ‡ ব'লেই চাং পাশের একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে তার একটু কাছ ঘেঁষে ব'সে তার স্কেচ-বইটির পাতা উলটোতে করে সুরু।

স্বপন স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। এ কী ব্যাপার! সে নিজে খুব খারাপ আঁকত না—স্বয়ং মসিয়ে বেনার ও তার অনেক বিদেশী বিশেষজ্ঞ বন্ধু তারিফ করেছেন—কিন্তু চাঙের পুষ্প-মকরের একটি ডেউখেলানো রেখা দেখলেই বুঝতে আর বাকি থাকে না যে, ছবি-আঁকায় সে ওর কাছে শিশু। তার মনের কোণে সম্ভ্রম জেগে উঠল। কুৎসিত! যার প্রাণের বীণায় সাক্ষাৎ শ্বেতভুজা ধরা দিয়েছেন—যার আঙুলের প্রতি কাঁপনে, রেখার প্রতি টানে ছন্দিত তরঙ্গ! এ কী বর্ণবিন্যাস, সৌষ্ঠব ও স্বকীয়তা! এ-বস্তু কি বাঙালির তুলিতে আসবার? কী? নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথ?

‡ ব্যস্ত হবেন না—মিনতি আমার।

ওরকম দু-একটা অলোকসামান্ত প্রতিভার কথা ছেড়ে দাও। One swallow does not make a summer. চৈনিকদের এ-প্রতিভা বংশগত, ঐতিহ্যগত—যেমন জাভার নৃত্য, য়ুরোপের হার্মনি, ভারতের রাগ-সঙ্গীত। ললিত-কলায় ঐতিহ্যের যুগসঞ্চিত অবদানের সঙ্গে পারবে দু-এক পুরুষের সৃষ্টি? ওর মনে প'ড়ে যায় মসিয়ে বেনারের একটা কথা আমেরিকার শিল্প-দৈন্তের সম্পর্কে:—"মঁশের, বিজ্ঞানের ট্র্যাডিশন দু-এক পুরুষে গ'ড়ে তোলা চলে, কিন্তু আর্টের জন্যে চাই বহু পুরুষের সাধনা—তপস্তা। চাই বনেদি ঘর—নবাবি অবসর! মাটির উপরকার নানা উপাদান দিয়ে বিজ্ঞান ইণ্ডিগোর রং সৃষ্টি করতে পারে—কিন্তু মাটির নীচের কয়লাকে হীরে করতে পৃথিবীর মন্বন্তর কাটে।"

কথাটা স্বপনের মনে লেগেছিল ও পারিসে কয়েকটি চৈনিক ও জাপানী চিত্র-প্রদর্শনীতে বার বারই মনে হয়েছিল অকাট্য ব'লে। কিন্তু আজ চাঙের ছবি দেখে সে এ-কথাগুলির মর্ম যে-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করল ইতিপূর্বে কখনো তেমন বেদনায়, তেমন আনন্দে অনুভব করেনি।

ওর মুখের দীপ্ত সম্ভ্রমে অদূরে তরুণী যে খুশি হ'য়ে ওঠে—স্বপন বেশ অনুভব করে। তাকে আরও খুশি করার জন্যেই স্বপন ঈষৎ উচ্চতর সুরে থেকে থেকে নানান্ উল্লাস-সূচক শব্দ করে। প্রতিদানে তার কপোলে সে ঐ তরুণীর উৎসুক চাহনি অনুভব করে আরও নিবিড় ভাবে।

হঠাৎ তরুণী ব'লে ওঠে: "মসিয়েকে তোমার সেই বাঘের ছবিটা দেখাও না চাই-চাই!"

চাং বলে: "কিন্তু সেটা তো এটাতে নেই। সেটা আছে সেই গোল স্কেচ-বইটাতে—যেটা আজ মাদ্রিদ থেকে নিয়ে এসেছি।"

তরুণী টপ্ ক'রে লাফিয়ে উঠে বলে: "আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি।" ব'লেই প্রায় দশ বছরের মেয়ের মতন দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ঘরের মধ্যে চার-পাঁচটি স্থূলোদর কোটিপতি প্রশংসমান দৃষ্টিতে তার আন্দোলিত দেহলতার দিকে ক্ষুধার্তের মতন চেয়ে থাকে।

আলাপ!

একটা গোল টেবিলের তিন দিকে বেশ জুৎ ক'রে বসল ওরা তিনজন। ইসাবেলা উৎসাহে একেবারে চার-পাঁচটা রকমারি স্কেচ-বই এনে হাজির। স্বপন এর আগে কখনো এ রকম গোল, ডিম্বাকৃতি, গণ্ডোলাকৃতি স্কেচ-বই দেখেনি। ইসাবেলা সগর্বে বলে: "এ-ধরণের আকৃতির ফন্দি ওর মাথা থেকে বেরোয়নি কিন্তু।"

চাং মধুর হেসে বলে: "সত্যি মসিয়ে, ফন্দিতে ওঁদের কাছে আমরা এখনও বহুকাল শিখতে পারি।"

ইসাবেলা খুশি-আরক্তমুখে হেসে বলে: "যা—ও।"

স্বপন হাসিমুখে বলে: "সত্যিই মসিয়ের ছবি আপনার উদ্ভাবিত এ-ধরণের স্কেচ-বুকে এমন নতুন লাগছে—"

ইসাবেলা আরও ললিতস্বরে বলে: "এই দেখুন। সেই বাঘ।"

স্বপনের বুকের রক্ত দ্রুত বয়। পারিসের নানা জাপানী ও চীনা প্রদর্শনীতে সে ওদের পশুচিত্রণে অপূর্ব কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু এ যে—এ যে—তার মনের কথা মনেই র'য়ে যায়। মুখে অস্ফুটে শুধু বলে: "C'est inoui!" *

* ভাবা যায় না!

চাঙের মুখ হাসিতে ভ'রে গেল। প্রশংসায় খুসি হওয়া—এ যে বিশ্বজনীন!...স্বপন ভরসা পায় বৈ কি। হঠাৎ চাঙের সঙ্গে চোখোচোখি। এবার সে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। কী সুন্দর কোমল দৃষ্টি! ইসাবেলা কেন ঘর ছেড়েছে একটু পরিষ্কার হ'য়ে আসে।

চাং বলে: "আমরা কিন্তু ঠিক যা দেখি তা আঁকি না মসিয়ে। এমন কি অনেক সময়ে বাস্তব অনুকৃতির ধার দিয়েও ঘেঁষি না। আর্ট যে নেচারকে অনুসরণ করবেই এ-কথা চীন দেশের চিত্রকরেরা একদম মানে না। আপনার হয়তো—"

স্বপন খুশি হ'য়ে বলে: "না না আমরাও যে ঐ দলের—জানেন না? হাল আমলের ভারতীয় চিত্রকলা কি কখনোই দেখেননি কোনো প্রদর্শনীতে? কিম্বা বৃটিশ ম্যুসিয়ামে রাজপুত মোগল পেন্টিং, বা অজন্তার কোনো কোনো কপি—ফ্রেস্কো?"

চাং ঘাড় নেড়ে জানায়—না। ইসাবেলা বলে: "আমি দেখেছি: রাজপুত পেন্টিং।" ব'লে চাঙের দিকে চেয়ে বলে: "তোমায় তো ওদের রঙের বাহারের কথা কতবার বলেছি।"

চাং বলে: "হ্যাঁ। আর আমি বিনিয়ন, কুমারস্বামী ও গাঙ্গুলির প্রবন্ধে পড়েছি কিছু কিছু ওর বিষয়ে। কিন্তু ভারি লজ্জিত যে, আপনাদের চিত্রকলা মূলে দেখবার সুযোগ ক'রে উঠতে পারিনি।"

স্বপন বলে: "তা'তে কি—এবার দেখবেন—যখন লণ্ডনে যাবেন অন্তত এ-বিষয়ে যে আমাদের সঙ্গে আপনাদের মেলে তা'তে একটু খুশি না হ'য়েই পারবেন না?"

"—খুশি তো হবারই কথা—বিশেষতঃ এদেশের চিত্রকরদের সঙ্গে মেলামেশার পরে। সত্যি আমি তো ভেবেই পাইনে মসিয়ে যে এদের দেশে অনেকেই কেন এটা এমন স্বতঃসিদ্ধের মতন ধ'রে নেন যে, চিত্রকর

বা শিল্পী সর্বদা প্রকৃতিকে কপি করতে বাধ্য? কেন, কী দুঃখে? আমরা তো বরাবরই বলি কপি হাজার ভালো হ'লেও আর্ট হয় না। তার জন্যে চাই উপরি-লাভ, আর সেই লাভটাই হচ্ছে সবার সেরা।"

এবার ইসাবেলা কথা কইল: "কিন্তু এখানেও ঠিক ও-কথা বলেন না বড় সমজদারেরা। কালই বদ্‌লেয়ারের Curiosite's Esthe'tiques-এ পড়ছিলাম যে, বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তবেই শিল্পীকে প্রকৃতির মর্মজ্ঞ হ'তে হয়: প্রকৃতির অনুকারক হ'লে তাকে না যায় দেখা, না বোঝা।"

স্বপন উৎসাহিত হ'য়ে বলল: "খুব সত্যি কথা। আমারও এ বার বার মনে হয়েছে। আমার মনে কেবলই জাগে ওয়াগনারের সেই কথাটি যে, আর্ট জীবনের প্রতিচ্ছবি তো নয়ই—আর্টের আরম্ভ সেখানেই যেখানে জীবনের শেষ।"

চাং ইসাবেলরে দিকে চেয়ে বলল: "আমরা কিন্তু এবার এশিয়ায় এসে পড়ছি, ইসা।" ব'লে স্বপনের দিকে চেয়ে ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে বলল: "এদেশের লোক বাস্তবতাকে সর্বেসর্বা ক'রে দাঁড় করাতে না পারলে যেন ক্ষেপে ওঠে, আপনার মনে হয় না?"

ইসাবেলা ফের অনুযোগের সুরে বলল: "না চাং—সবাই না। তোমাকে তো কতদিন বলেছি..."

চাং বললে: "না, আমি বলছি না তো যে, তোমাদের দেশে স্বপনী বা আদর্শবাদী একেবারেই নেই। আমি শুধু বলছি এখানকার সাধারণ গড়পড়তা শিল্পীদের মূল প্রবণতাটির কথা। এঁদের বড় ভয় পাছে মানুষের পা মাটি ছেড়ে একটু ওঠে।" ব'লে স্বপনের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল: "কিন্তু মসিয়ে, এরা কেন এত ভয় পায় বলুন তো? মাটি আমাদের অস্থিসন্ধিতে। তাকে আঁকড়ে থাকার জন্যে এত আপ্রাণ

চেষ্টার দরকার আছে কি? পাখীকে উড়তেই প্রাণপণে চেষ্টা করতে হয়। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কেবল ঐ এক চেষ্টা: কখন সে আকাশ ছেড়ে মাটিতে লুটোবে।"

স্বপন হেসে বলল: "তা সত্যি। কিন্তু বিড়ম্বনা দেখুন, এত সত্ত্বেও এয়ারোপ্লেন আবিষ্কৃত হ'ল এখানেই—আপনাদের দেশেও না, আমাদের দেশেও না।"

ইসাবেলা খুশি হ'য়ে হাততালি দিয়ে বলল: "বেশ বলেছেন মসিয়ে। চাঙের ঐ এক মহা দোষ: কেবল এদেশকে ছোট করবে।"

চাং আপত্তি করতে যাবে এমন সময়ে পাশের ঘরে শোনা গেল নারীকণ্ঠে গান। ইসাবেলা বলল: "চলো চলো সাঁ-য়—তর্ক রেখে Dona Graziella Pareto-র গান শুনি গে। স্পেন থেকে আজকের ফুলোৎসবের জন্যে ওঁকে এরা অনেক টাকার মুজরো দিয়ে ডেকে এনেছে। এমন সুন্দর সোপ্রানো! তোমাদের দেশে এমন অপূর্ব গলা মেলে সুন্দরীদের মধ্যে? তোমাদের দৌড় তো পাঁচটি পর্দা পর্যন্ত।"

চাং হেসে বলল: "এবার একহাত নিয়েছ ইসা! সঙ্গীতে তোমরা চীনকে দুয়ো দিতে পারো, মানতেই হবে। চলুন মসিয়ে!"

ঘনিষ্ঠ

পাশের ঘরে এক কোণে একটা ডাইভ্যানে গিয়ে ওরা বসল। মাঝে স্বপন, দুপাশে দুজন। স্বপনের বুকের মধ্যে এমন একটা তৃপ্তির হিন্দোল ওঠে দুলে!...এমন সকৃতজ্ঞ পুলক!...অঙ্গে অঙ্গে কি একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ যেন শির্ শির্ ক'রে ওঠে। আলাপ-পরিচয়ের স্বত-উৎসারিত-আত্মীয়তায়

কত বাধাই না মানুষ নিরর্থক কল্পনা ক'রে দুঃখ পায়! কত এটিকেটের ঊর্ণা—বৃথা শঙ্কার ব্যারিকেড!...মনে হয় তার: আলো—আলো।

কিন্তু কী বিপদ্। একটা ছায়াও রয়েছে যে আলোর সঙ্গে!... ইসাবেলাকে তার এত ভালো লেগে গেল কেন? এমন কি আনাকেও তো প্রথম দিনেই এতটা ভালো লাগে নি! হঠাৎ ও নিজের 'পরে অগ্নিশর্মা হ'য়ে ওঠে। এ কী হ'ল তার? সব তাতেই সন্দিগ্ধপনা—একটা 'কিন্তু-কিন্তু' ভাব। সব কিছুই বিশ্লেষণ—সব ছায়াকেই বে-আব্রু করা? কিন্তু মনও গোঁ ধরে। বলে: "তর্জন-গর্জন ক'রে যুগধর্মকে ডিঙিয়ে যাওয়া? মানুষের মন উঠেছে জেগে আর তুমি চাও তাকে ঘুম পাড়াতে? বেধে যায় তুমুল তর্ক। প্রাণ বলে: "কিন্তু ক্রমাগত এই তন্নতন্নপন্থী হ'য়ে ফলটা হচ্ছে কি? আগের যুগে মানুষ জীবনে যে-সহজানন্দ পেত—আজকাল পায় কি? মনের এই ব্রণান্বেষণ—ভিষক্‌পন্থা—পদে পদে মনের স্নায়ু-ধমনী-পেশী-ব্যবচ্ছেদ—চিকিৎসাই বুঝি বা হ'য়ে দাঁড়ায় একটা নতুন ব্যাধি!" প্রতিবাদে মন ঘোরতর মাথা নেড়ে বলে: "ও-সব হচ্ছে তোমার এক চিরন্তন অতীত বিলাস। কিন্তু বৃথা অশ্রুপাত বন্ধু, যা যায় তা আর ফেরে না। অতীতের সরলতা, আর্জব, ঋজুতা গেছে সব নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে। রুসো, টলষ্টয়, গান্ধি যাই বলুন না কেন সে-সব আর ফিরবে না। মানুষ এমন কি রোগমুক্তিও কামনা করে না—যদি ঐ ধরণের মামুলি ওষুধ খেয়ে রোগ সারাতে হয়। অনেক পাঁচনের চেয়ে জ্বরও ভালো।"

ভাবতে ভাবতে ও এত অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে যে, মাদাম পারেতোর গান ওর কানেই প্রবেশ করে—মরম করে নৈবুজ্য। হঠাৎ চমকে ওঠে: ইসাবেলা বলছে: "শুনলেন না? আমাদের বিখ্যাত Jose Padilla-র Valencia গাইলেন যে উনি, আর স্পানিশ ভাষায়।" ওর মুখচোখ দিয়ে আনন্দের দীপ্তি ঠিক্‌রে পড়ছে যেন!......

স্বপন একটু অপ্রতিভ সুরে বল্‌ল : "Valencia !"

ইসাবেলা ঈষৎ অনুযোগের সুরে বলল : "কত ভাষায় অনুবাদ হয়েছে জানেন ?" এমন সময় হোটেলের ম্যানেজার এসে ইসাবেলাকে ব'লে গেল : "Madame, Dona Graziella Pareto va chanter la chanson de votre pays en allemand maintenant." *

চাং বলল : "জর্মনেও ওর অনুবাদ হয়েছে না কি ?"

ইসাবেলা রাগত সুরে বলল : "তুমি ভাবো কি ? এ-গানটির কত··· কত....ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। এর জর্মন অনুবাদ করেছেন Beda— ভারি চমৎকার।" ব'লে স্বপনের দিকে তাকিয়ে বলল : "কিন্তু সে-ইতিহাস পরে বলব। এখন গানটা একটু শুনবেন কি—অন্যমনস্ক না হয়ে ? মনে রাখবেন ইনি সমস্ত জগতে দেখিয়েছেন স্পেন গানেও কত বড়— Jose Palet, Sammarco, Sarasate-র মতন। ইনি বার্সেলোনায় জন্মে—"

ঠিক এই সময়ে স্বপন চম্‌কে উঠল—মাদাম পারেতোর হঠাৎ তারস্বরে আর্তনাদে সপ্তমে Valencia ধরার জন্যে। তিনি গাইলেন :

Valencia !
Deine Augen gluh'n und saugen mir die seelen
aus dem Leib ;
Valencia !
Deine Lipper sind die Klippen meines Lepens,
holdes Weib
Valencia ! *

* মাদাম, আপনাদের দেশের স্পানিশ গানটি উনি এবার জর্মন ভাষায় গাইবেন।

স্বপনের না ভালো লাগল গানের ভাব, না মাদাম পারেতোর হু-হু-হু শব্দে তীক্ষ্ণ উৎকট কম্পন—ট্রেমোলো। য়ুরোপে পুরুষের গম্ভীর গলা ওর লাগত ভালো—bass জলদমন্দ্র সুর। মেয়েদের মধ্যে কনট্রাল্টো। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের পর য়ুরোপীয় সোপ্রানো বা টেনর গলায় আর্টিফিশিয়াল ট্রেমোলো ও প্রবল কর্কশতা ওর নিরীহ কানের পর্দায় এত আঘাত করত! অবশ্য ও প্রকাশ্যে কিছু বলল না। গানের পর গানে হাততালি দিয়ে চলল—অসহায় উল্লাসে।

ইসাবেলার কাছে গানের নানা বিরতির সময়ে ও নানা কথাই শোনে: কেমন ক'রে স্পেনে ধর্মসঙ্গীত থেকে সাংসারিক সঙ্গীতের (villancicos) উদ্ভব হ'ল, কেমন ক'রে যন্ত্রসঙ্গীত বিনা প্রেমসঙ্গীত (madrigal) গাওয়া হ'ত, কেমন ক'রে প্রথম গান ষ্টেজে গাওয়া সুরু হ'ল, খানিকটা নাটুকে-পনার সাথে (tonadillas) কেমন ক'রে তা থেকে কথা-সমেত নাট্যগীতির আমদানী হ'ল (zarzuela), কেমন ক'রে স্পেনের পুরানো যন্ত্র vihuela-তে চারটির স্থলে পাঁচটি তার জুড়ে guitar-এর সৃষ্টি হ'ল, কেমন ক'রে তার পরে ইতালীয় অপেরা এসে স্পানিশ জাতীয় সঙ্গীতকে প্রায় ডোবাবার উপক্রম করে কিন্তু পারেনি (ভগবানকে ধন্যবাদ !!)···আরো কত কী। স্বপন যতটা পারে, মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করল—কিন্তু এই সূত্রে যেটা ওর সব চেয়ে ভালো লাগল সেটা তথ্য না··· সেটা হচ্ছে ইসাবেলার তরুণ জীবন্ত মনের পরশটি! কী তাজা ওর অন্তরের তরুণ পাপড়িগুলি! মনে হয় কোলরিজের উক্তি ওয়র্ডসওয়র্থের নৈসর্গিক কবিতা সম্বন্ধে: The dew is on them!"

দেহ হ'তে মোর প্রাণ উড়ে যায় জ্বলে যবে তব নয়নে জ্বালা:
মনে হয় তব অধর যেন গো জীবনের মোর শিখর, বালা।···

এমনি ক'রে তাদের প্রথম আলাপ জ'মে ওঠে দেখতে দেখতে। গানের সুর তন্বীর প্রীতির চারধারে একটা অনুকূল পরিমণ্ডল গ'ড়ে তোলে। থেকে থেকে মাদাম পারেতো গায় ও স্বপনের চিন্তা ছোটে আথাল-পাতাল, গান থামলে আবার বিশ্রম্ভালাপ হয় সুরু। চমৎকার আস্বাদ। দেশে এমন মেলে কই? এ যেন পরিব্রাজকের পথচলা—দায়িত্বহীন, কর্তব্যমুক্ত, উধাও। যখন যে-প্রসঙ্গের পান্থনিবাসে ইচ্ছে খানিক জিরিয়ে নেওয়া—আবার যখন ইচ্ছে পাড়ি-দেওয়া। যেখানে ইচ্ছে তর্কজাল গড়ে ওঠে—অকারণ, আবার যেখানে ইচ্ছে হাল্‌কা-হাসির হাওয়ায় সব উষ্মাতাপ যায় ছিন্নভিন্ন হ'য়ে—সমান অকারণ। বিদেশের প্রতি বাঁকে এই যে নানা সূত্রে দেখা মেলে আকস্মিক bonne camaraderie—এর মূল্য যাচাই করবে মানুষ কী দিয়ে? জীবনের কত সুরভিত স্মৃতি তার বিজড়িত হ'য়ে আছে এই দায়িত্বহীন হাল্‌কা সুরের উড়ে-আসা-টুকরোগুলির সঙ্গে! ও স্বভাব-তার্কিক বটে—কিন্তু স্বভাব-রসিকও যে সঙ্গে সঙ্গে। অনেকদিনের পুঞ্জিত নৈঃশব্দ্য আজ এ কাকলিময়ী তরুণীর কলনাদে কোথায় যে যায় ধুয়ে মুছে—ভেসে!...

আর কী বিচিত্র সে কাকলি! কত রকম তার সুর—মিড়, গমক! স্পেনের আজও সেকেলে মতিগতি, জর্মনদের অত্যাধুনিক ডিসিপ্লিন, ফরাসীর রসিকতা, জাপানের শামুরাই, চীনের 'রি ও কি' (শিব-শক্তিবাদ), মেয়েদের ছোট পা (চাঙের উত্তর—য়ুরোপীয়াদেরও তো ছোট কোমর), য়ুরোপের হোটেল-খাঁচা, শ্বেতাঙ্গিনীদের স্বাধীনতা, ভারতের ভানুমতী, রবীন্দ্রনাথের মিস্‌টিসিসম্‌, গান্ধির চরকা-মূঢ়তা (স্বপনের উত্তর—'কেন টল্‌ষ্টয়?' এ নিয়ে তুমুল তর্কও), চাঙের স্কলার্শিপ পেয়ে য়ুরোপের চিত্রবিদ্যা থেকে নতুন আইডিয়া নিতে আসা, মসিয়ে বেনারের কাছে কয়েকমাস শিক্ষানবিশি, পরে তাঁর উপদেশে

স্পেনে যাত্রা, সেখানে কেমন ক'রে ওদের দুজনের আলাপ হ'ল তার আধা-সপ্রতিভ আধা-অপ্রতিভ সস্মিত আলোচনা—এমন-কি দু-একবার একটু আদি-রসাত্মক রহস্য-পরিহাসেরও কাছ ঘেঁষে যাওয়া—উঃ বহুদিনের নিরুদ্ধ বাঙ্ময়-গৈরিকস্রাব যেন ফিন্‌কি দিয়ে উছ্‌লে পড়তে থাকে। যেন ওরা তিনজন পরস্পরকে নিবিড়ভাবে পাবে ব'লেই এ-হোটেলে এ-অসম্ভব যোগাযোগটি গ'ড়ে উঠেছিল—এই আলাপেরই জন্যে। স্বপন অবাক হ'য়ে ভাবে—'মিরাক্লের যুগ' চিরদিনের মতন গত কে বলে? ভাবতে গেলে প্রতি অসম্ভাব্য যোগাযোগই তো একটা মিরাক্ল! আর এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি আত্মীয়তা? এর চেয়ে মিরাক্ল আর কী হ'তে পারে—একটু ভেবে দেখতে গেলে?....

ঘনিষ্ঠতর

গান শেষ হ'লে ফের নৃত্যের পর্ব। ইসাবেলা চাং-কে বলল: "চলো, একটা কোনো নির্জন ঘরে গিয়ে ব'সে গল্প করি।"

কিন্তু এহেন লগ্নে নির্জন ঘর মেলে কোথায়? শেষটা লাইব্রেরীতে।

চাং কথায় কথায় বলল যে, ওরা এখনো কিছুদিন নীসে থাকবে। কতদিন—ভাঙল না কিন্তু।

স্বপন বলল, তারও কিছুদিন থাকার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এমন একলা লাগছে—"অথচ এমন কাউকে দেখি না যে ভাব করতে ইচ্ছে যায়।"

ইসাবেলা সকৌতুকে টপ ক'রে বলল: "আপনি যে-স্পষ্টবক্তা মসিয়ে, কারুর সঙ্গে ভাব হবে কোত্থেকে বলুন?"

স্বপন বিপন্নমুখে: "আমি কিছু ভেবে—" বলতেই চাং বাধা দিয়ে বলল: "ইসা, দুমদাম ক'রে কী যে বলো যখন তখন—"

স্বপন বলল : "না না মসিয়ে, উনি সত্যিই বলেছেন কিন্তু কি জানেন ? এ-কথাটা বলতে আমি সাহস পাই কেমন ক'রে বলুন যে, ওঁর সঙ্গে আলাপ করার আমার ইচ্ছে—"

ইসাবেলা হেসে বলল : "এ-কথাটা বলবার সাহস না হয় নাই পেলেন—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আলাপ করবার সদিচ্ছাটিকেও এতখানি দুঃসাহস ঠেকল কেন ? দেখছিলেন তো আমরাও কত একলা।"

স্বপন হেসে বলল : "জানেন তো ইংরাজিতে বলে রোমান্টিকদের ক্ষেত্রে two is company three is none !"

ইসাবেলা চাঙের মুখের দিকে তাকাতেই সে ওকে স্পানিশ ভাষায় মানেটা বুঝিয়ে দিল—তেমনিই দ্রুতভাবে। স্বপনের মনে সম্ভ্রম জেগে উঠল। চাং কটা ভাষা জানে ? চৈনিক জাতি—নানা ভাষাবিৎ !—এ যে ফের একটা মিরাক্ল !

ইসাবেলার গণ্ডে উষার রক্তিমা দেখা দিল : "কিন্তু মানুষ হাজারই রোমান্টিক হোক্ না কেন—দিনের পর দিন দুটি মানুষ পরস্পরের কাছে কু-কু ক'রে মশ্‌গুল হ'য়ে থাকতে পারে না কি ? আপনাদের দেশের যোগি-যোগিনীরা পারে হয়তো—জানি না। কিন্তু য়ুরোপীয়েরা হ'ল সর্বাস্তিবাদী, তারা পেরে উঠবে কেন ? তাই হয়তো এত কুণ্ঠা আপনাদের আমাদের সঙ্গে ভাব করতে।"

স্বপন বলল : "মানে ?"

ইসাবেলা বলল : "চাং প্রায়ই বলে ওকাকুরা বলেছেন এশিয়া নাকি এক। ওর দেখেছি কি না অদ্বৈতবাদ প্রীতি। তাই হয়তো আপনার মনেও আমাদের সম্বন্ধে চাং-বেচারীদের মতন একটা ভয় আছে বা !"

চাং হেসে বলল : "চাং-বেচারীরা ভয় পেত না যদি তোমরা সত্যিকার সর্ব্বাস্তিবাদিনী হ'তে। কিন্তু তোমরা তো তা নও—তোমরা

হচ্ছ আসলে বহুবাদিনী। কাজেই তোমাদের নিয়ে ঘর-করাটা—আমাদের মতন, মানে, প্রাচ্য দেশীয়দের—"

ইসাবেলা তার হাতে একটা ছোট্ট চাপড় মেরে বলল: "আ—হা—রে। যেন আসলে ওকাকুরার কথাটা সত্যি। যেন সব প্রাচ্য-দেশীয়েরাই একনিষ্ঠতার পূজারী। যেন এশিয়ার মতন অতবড় দেশে কোনো একটা সার্বজনীন প্রবণতা আছে। জানা আছে গো জানা আছে! য়ুরোপিনীদের বদ্‌নাম রটে গেছে এই যা। নইলে আসলে নানা ফুলের সৌরভ যে এশিয়াবাসী বা চৈনিকরা চায় না তা'তো মনে হয় না। ওয়েষ্টারমার্কের 'বিবাহের ইতিহাস' স্পেনের তরুণীরাও কেউ কেউ পড়ে মনে রেখো। এবং তা'তে ভারত ও চীন দেশের সম্বন্ধে অনেক কথাই ফাঁস ক'রে দিয়েছেন তিনি।"

স্বপন ও চাং দুজনেই হেসে ওঠে। স্বপনের ভারি ভালো লাগে। কী সুন্দর খোলাখুলি কথাবার্তা!...

সে একটু বেশি দীপ্তকণ্ঠেই বলে এবার: "এ-কথায় আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত মাদ্‌মোয়াসেল। কারণ আমারও মনে হয় যে মানুষ সব দেশেই বৈচিত্র্যভক্ত। তবে আমাদের দেশে গল্প আছে যে বাঘের ছানাকে ভেড়ার পালে মানুষ করার পর সে ঘাসই খেত। আমরা নির্জীবতার আবেষ্টনে মানুষ—তাই বৈচিত্র্যের আমিষ ভুলে একঘেয়ে অদ্বৈতবাদের ঘাস খেয়ে মুখে বড়াই করি আমরা ভারি গভীর। বুঝলেন না?"

চাং স্নিগ্ধ হাসে, জোরে হাসতেও জানে না। ইসাবেলা হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে। চাঙের দিকে দুষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে: "কেমন একহাত নিয়েছেন তোমাকে মসিয়ে সেন! এখন তো আর কোণঠাসা করতে পারবে না আমাকে এ ব'লে যে, 'পশ্চিমে'-রা পূর্বদেশের সন্তাদের

মহিমার কী বুঝবে? ধন্যবাদ মসিয়ে সেন—আপনার হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়ার জন্যে।"

স্বপন মন খুলে হাসে। ইসাবেলাকে ফুলের মুকুট ফুলের হার প'রে এমন সুন্দর দেখায়। তার বুকখোলা ব্লাউজের ওপর একটি মরকত মালা—প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি হাসিতে তাদের অক্ষগুলি ওঠে পড়ে। স্বপনের ভারি ভালো লাগে। অথচ থেকে থেকে মনে হয় ইসাবেলার সংস্পর্শের মধ্যে কোথায় যেন আনার ও সন্ধ্যার আভাষ!...

চাং হঠাৎ ব'লে ওঠে: "ওহো ইসা—হের গুত্‌মান্‌কে যে তুমি বলেছ তাঁর সঙ্গে অষ্টম নাচটি নাচবে? এখন বোধ হয় অষ্টম নাচ শেষ হ'য়ে গেছে।"

ইসাবেলা অস্ফুট চীৎকার ক'রে বলে: "ও মা! তাই তো! দেখেছ, একদম ভুলে গেছি! মসিয়ে সেন, বৈচিত্র্য যে জীবনের খুব বড় রকমের নেশা তার প্রমাণ দেখলেন তো? নইলে যে নাচের আমি এত ভক্ত আপনার কথা শুনতে শুনতে সেই নাচের কথাই যাই ভুলে?"

স্বপন মনে মনে ভারি খুসি হ'য়ে ওঠে। বলে: "ধন্যবাদ মাদ্‌মোয়াসেল। কিন্তু না-হয় একবার ভুললেনই নাচের কথা। ও তো আছেই বারো মাস।"

চাং ব'লে ওঠে: "না না তা কখনো হয়! অভদ্রতা হবে যে।"

স্বপনের মনে প'ড়ে যায় চৈনিকদের ভদ্রতা-প্রীতির কথা। মনে প'ড়ে যায় সে কোথায় পড়েছিল উ-পেই-ফু একবার বর্ষায় শত্রুসৈন্যকে আক্রমণকরা-রূপ অভদ্রতা করেছিলেন। ফলে তাঁর প্রতিপক্ষ সেনাপতি হেরে গিয়ে অনুযোগ করেন যে এটিকেট তিনি লঙ্ঘন করেছেন। উ-পেই-ফু তৎক্ষণাৎ সৈন্যদের নিয়ে ফিরে যান যুদ্ধারম্ভে যেখানে ছিলেন সেখানে ও পরে ভালো

দিনে কের যুদ্ধ ক'রে জয়লাভ করেন। ওর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে, বলে: "কিন্তু এখন নাচ যে প্রায় শেষ হ'য়ে গেল মসিয়ে চাং— রাত প্রায় বারোটা সে-খেয়াল আছে?

চাং গাত্রোত্থান ক'রে বলে: "তা হোক্। এখনো সময় আছে। নাচ আজ রাত দুটো অবধি চলবে।—ইসা, আমি দেখে আসি তুমি বোসো। হের গুত্‌মান্‌ হয়তো তোমাকে খুঁজছেন এখনো।"

ইসাবেলা বলল: "খুঁজুন গে। ওঁর সঙ্গে নেচে একটুও আমোদ হয় নাকি আমার? কোটীপতিরা এত খারাপ নাচে—"

চাং বলল: "তা ব'লে তো অভদ্র ব্যবহার করা চলে না— কোটীপতির সঙ্গেও না। যদি ওঁর সঙ্গে নাচতে এত খারাপ লাগে তবে কথা দিলে কেন?"

ইসাবেলা অপ্রীত মুখে চুপ ক'রে রইল।

চাং বলল: "কী? ডাকব না তাঁকে? তোমার ইচ্ছে না থাকলে অবশ্য—"

—"না—অনিচ্ছা কি?"

চাং উঠে গেলে ইসাবেলা বলল: "চীনদেশের এই অতিরিক্ত ভদ্রতা আমার যে কী খারাপ লাগে।...সমাজে থাকতে হ'লে প্রত্যহ সত্যিকথা বলতেই হবে ভেবে যদি কথা কইতে হয় তা হ'লে তো সামাজিকতাকে গোড়া থেকে ফেলতে হয় উপড়ে। শুধু বে-আব্রু সত্য-নিষ্ঠ তীক্ষ্ণ রোদ্দুর নিয়ে কি বাসা বাঁধা চলে? না, নানারকম ছোটোখাটো প্রবঞ্চনার নরম ছায়া নইলে মানুষের চলে!"

স্বপন চুপ ক'রে থাকে। দুই সভ্যতার সংঘর্ষ, না শুধুই দাম্পত্য মতভেদ?

হঠাৎ ইসাবেলা বলে : "মসিয়ে সেন! আপনি তো কোনোদিন নাচেন না?

স্বপন বলে : "না, নাচতে আমি জানি না।"

—"আঃ। শিখে নিন না।" স্বপন চুপ ক'রে থাকে।

—"ইচ্ছে করে না? না, আপত্তি?

স্বপন আমৃতা আমৃতা ক'রে বলে : "আপত্তি নেই, তবে—"

ইসাবেলার মুখে হাসির ঝর্ণা পড়ে ফেটে। স্বপনের মনের তারে লাগে তার কাঁপন। আনার হাসিও মিষ্টি—কিন্তু সঙ্গে যেন একটা জোর-ক'রে-টেনে-আনা সিনিক ঢঙ। এ-তরুণীর মধ্যে শুধু নির্ঝরিণীর পরিপূর্ণ নির্বারিত কলোচ্ছ্বাস। মনে পড়ে একটা কবিতার লাইন :

"শুভ্র তরল রজতধারার দীপ্ত আলোয় উদ্ভাসি"।

* * * * * *

* * *

—"কি বলেন? শুধু হেসে উড়িয়ে দিলে তো চলবে না।"

—"কী সম্বন্ধে?"

—"বাঃ। এরি মধ্যে ভুল!"

স্বপন ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে বলে : "কি জানেন মাদ্‌মোয়াসেল—"

ভাগ্যে—চাং এসে পড়ে।

চাং গম্ভীর মুখে বলল : "ইসা, যা ভেবেছিলাম।"

—"কী?"

—"হের শুভ্‌মান্‌ নিজেকে অপমানিত বোধ করেছেন। অষ্টম নাচ শেষ হ'য়ে গেছে। তিনি শুতে চ'লে গেলেন এইমাত্র। কিছুতেই আর নাচতে রাজি হ'লেন না আজ।"

ইসাবেলা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠে। কিন্তু চাং তা'তে যোগ দিল না। গম্ভীর হ'য়ে ডাইভ্যানে না ব'সে কাছের একটা চেয়ারে বসল।

—"অত দূরে কেন? এই ডাইভ্যানে—"

—"থাক্—বেশ আছি।"

ইসাবেলার প্রভাতী মুখখানি প্রদোষ ম্লানিমায় যায় ছেয়ে।

খানিকক্ষণ কেউই কথা কয় না। হঠাৎ চাং উঠে বলল: "আমার ঘুম পেয়েছে" ব'লেই তৎক্ষণাৎ স্বপনের দিকে তাকিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হাসি হেসে বলল: "শুভরাত্রি মসিয়ে সেন!"

আশ্চর্য্য, সে-হাসিতে গাম্ভীর্যের বাষ্পও নেই!…মুহূর্তে মুখের উপরকার মেঘের অন্ধকার স্নিগ্ধ হাসির আলোতে এমন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে মুছে! স্বপনের মনে একটা সম্ভ্রম জাগে।…সন্ধ্যার সঙ্গে তারও তো কতবারই কলহবিবাদ হয়েছে—কিন্তু কই, হাজার চেষ্টা ক'রেও তো বাইরের লোকের সামনে সে ঠাট বজায় রাখতে পারেনি এ-ভাবে! এ কুৎসিত চৈনিক যে ভদ্রতা শুধু অপরের কাছ থেকে দাবি করে তাই নয়, —নিজের কাছেও এ-দাবি সমান অক্ষুণ্ণ রাখতে জানে।

ইসাবেলা বলে: "চাং আপনাকে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করছে।"

স্বপন অপ্রস্তুত হ'য়ে ব্যস্ত সুরে বলে: "মাপ করবেন মসিয়ে, আমি অন্য একটা কথা ভাবছিলাম, শুনতে পাইনি। শুভরাত্রি।"

চাং হেসে বলে: "তা'তে কি হয়েছে? কেবল একটা কথা বলব?"

—"কী?"

—"দেখুন আমরা দুজনেই বিদেশী—দুজনেই একলা। (ইসাবেলার মুখ আরও মেঘলা হ'য়ে যায়) তার ওপর আমরা দুজনেই এশিয়াবাসী—

কাজেই আমাকে খুব দূরে দূরে রেখে সমিহ ক'রে চলবেন না, এই অনুরোধ রইল।"

স্বপনের বুক থেকে একটা গুরুভার যেন যায় নেমে। যে-লোক সৌজন্যের দাবি-দাওয়ায় এত নিষ্করুণ যে, বাগ্দত্তাকেও তার চ্যুতির জন্যে ক্ষমা করে না—তার সঙ্গে সর্বদা বনিয়ে চলা কী কঠিন—এই কথাই তার মনে হচ্ছিল হের গুত্‌মানের প্রসঙ্গে। সে সাগ্রহে বলল: "আমি খুবই রাজি। খুব বেশি ভদ্রতা—অন্তত আমার ধাতে নেই। তাই বিশ্বাস করতে পারেন যে, আপনাকে আজ আমার মনে হয়েছে এক মাটিরই আত্মীয়।"

ইসাবেলা টপ ক'রে বলল: "আর আমাকে? কোনো এক শনি-গ্রহের সঞ্চারিণী বুঝি?"

চাং হেসে ওঠে। ইসাবেলার মুখের উৎকণ্ঠা তরল হ'য়ে আসে। স্বপন মনে মনে ভাবে: কুৎসিত শিল্পীর প্রভাব আছে বটে!···মুখে হেসে বলে: "কিন্তু আপনি যে বিদেশিনী, তার ওপরে আবার অভিজাত-কন্যা।"

চাং সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করল: "কার কাছে পেলেন এ খবর?"

ইসাবেলা বলল: "আ—হা। যেন খবরের কাগজের পাতায় পাতায় টিটিকার হ'তে একটুও বাকি আছে।"

—"কিন্তু সে-সব যে ওঁর চোখে পড়েছে ধ'রে নিলে কেন?"

স্বপন টপ ক'রে বলে: "পাশের ঘরের একাকিনী সুন্দরী তরুণীর দীর্ঘনিশ্বাস যে-বিদেশীর ফী সপ্তাহে চারদিন ক'রে শুনতে হয় তার চোখেও পড়েবে না? বাঃ!"

চাং ফের স্নিগ্ধ হাসে—নিঃশব্দে: "বেশ বলেছেন। তা হ'লে একটা মস্ত সুবিধে হ'য়ে আছে। পরিচয়টা অন্ততঃ খানিকটা একতরপা হ'য়েই আছে—উভয় দিক থেকেই।"

—"উভয় দিক থেকেই মানে?"

এবার ইসাবেলা কথা কয়ঃ "মানে আপনারও একটু পরিচয় আমরা জানি। সামান্য পরিচয় বটে, তবু এ-রকম ক্ষেত্রে 'তার দাম তাই ব'লে কম নয়।"

—"মানে?"

চাং বলেঃ আজই সকালে মাদ্‌মোয়াসেল ত্রাপঁ লিখেছেন আপনার সম্বন্ধে। অবশ্য সামান্যই।"

স্বপনের মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল।

—"আপনি তাঁকে চেনেন?"

—"তাঁর স্কেচ দেখবেন? আমার ঘরে কাল সকালে যাবেন তা হ'লে।"

—"আপনারও মডেল ছিলেন নাকি তিনি?" স্বপনের হৃৎস্পন্দন আরো দ্রুত হ'য়ে ওঠে।

—"ঠিক মডেল না, তবে চিত্রী হিসাবে মসিয়ে বেনারের ঘরেই আলাপ হয়েছিল ও সেখানেই দু-একদিন তাঁকে এঁকেছিলাম।"

স্বপন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেঃ "মাদ্‌মোয়াসেল ত্রাপঁ কী লিখেছেন আপনাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

তার বুকের মধ্যে ধুক্ ধুক্ করে!....দুর্ ...

ইসাবেলা টুক ক'রে বলেঃ "কিছু লেখার আছে নাকি তাঁর?" ওর ঠোঁটের কোণে কৌতুক-আভা।

স্বপন চম্‌কে ওঠে। জোর ক'রে টেনে হেসে বলেঃ "স্পেনদেশেও কি ফরাসী কায়দায় বিদেশীকে অপ্রস্তুত করা মক্স করা হয় নাকি?"

চাং কথাটাকে সহজ প্রণালীতে চালিয়ে দেয়ঃ "না। তবে বিদেশীরা যে বিদেশে বিশেষ ক'রে বিদেশিনীদের কাছে অনেক সময়ে বিপন্ন হ'য়ে পড়ে এ-কথা সর্বদেশিনীরাই জানেন কি না!"

ইসাবেলার মুখ এতক্ষণে সম্পূর্ণ উজ্জল হ'য়ে উঠে। সে বলে: "কিন্তু বিদেশেও যে-বিদেশী বিদায় নিয়েও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বদেশের কায়দায় গল্প করতে থাকে তাকেও কি কোনো বিদেশিনী বিপন্ন করতে পারে?"

চাং ক্ষের নিঃশব্দে হেসে বলল: "না, এবার সত্যিই যাব। শুভরাত্রি Positively the last valediction." শেষ কথা কয়টি ইংরাজীতে।

কী সুন্দর উচ্চারণ। স্বপন চমৎকৃত হয়। এবার প্রশ্ন ক'রে বসে: "আপনি কি লিঙ্গুইষ্ট, না আর্টিষ্ট?"

ইসাবেলা হেসে বলে: "উনি যে কী তা কি জগতে কেউ জানে?" ওর মুখেচোখে গর্ব্ব ও গৌরব যেন উছ্‌লে পড়ে। স্বপনের এত ভালো লাগে! এ যে চেনা ভঙ্গি। অন্য কারুর সাম্‌নে তার সুখ্যাতি করলে সন্ধ্যার মুখও কি এম্‌নি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ত না—গর্বে, গৌরবে?

চাং বলে: "একজন জানে। অথচ মজা এই যে সে নিজেকে তেমন জানে না।"

—"আ—হা। আমাকে এম্‌নি ছেলেমানুষই ঠাওরাও।"

—"ভুল ঠাওরাই কি, ইসা?"

মুহূর্তে চাঙের সুরের মধ্যে এমন একটা কোমল ঢং এসে যায়!... প্রেমজ্ঞাপনে, প্রেমগ্রহণে, মানুষ দেশকালকে কি আশ্চর্য ডিঙিয়ে যায়! ....অথচ দুদিন আগে এই চৈনিককে তার মনে হয়েছে কী ভীষণ রকম পরদেশী—সুদূর! ইসাবেলা কৃত্রিম কোপে বলে: "নিশ্চয়। জানো তো ন্যাবা-রুগীই দুনিয়াকে হল্‌দে দেখে? ছেলেমানুষরাই সকলকে ছেলেমানুষ ভাবে—ভালোবাসেও তাকেই।"

স্বপন বলে: "পুরুষেরা নয় কিন্তু মাদ্‌মোয়াসেল। ঐখানেই

মেয়েদের সঙ্গে তাদের তফাৎ। মেয়েরা যেখানেই ভালোবাসে একটি অসহায় শিশু খোঁজে—ছেলেরা খোঁজে আশ্রয়দাত্রী ”

চাং ব'লে: “বেশ বলেছেন। জমবে ভাব—আপনার সঙ্গে। আপনি বিচক্ষণ বৈ কি। মাদ্‌মোয়াসেল হ্যুপঁ ঠিকই লিখেছেন।”

—“কী লিখেছেন বলুনই না।” বুকের মধ্যে ফের সেই কৌতূহল—সেই অস্বস্তি!...

—“ইসার কাছে শুনুন তা হ'লে। আমার আর অপেক্ষা করা ভালো দেখাচ্ছে না। দু-দুবার শুভরাত্রি জ্ঞাপন হ'য়ে গেছে যে। ইসা ফের রুখে উঠ্‌বে। আর নারীর রসনা—জানেনই তো—শুভরাত্রি।”

ইসাবেলা বলল: “আমার এখনো ঘুম পায়নি—তুমি আলো নিবিয়ে দিয়েই শুয়ে পোড়ো।”

স্বপনের কিরকম একটু লজ্জা লজ্জা করে। অবিবাহিত দম্পতি প্রকাশ্যেই একত্রে শোবার কথা বলছে তৃতীয় সদ্যপরিচিত ব্যক্তির সামনে। কিন্তু শক্‌ পাওয়া ভালো। তাতেই না ও এত বদ্‌লেছে।...

চাং চ'লে গেলে স্বপন ইসাবেলাকে জিজ্ঞাসা করে:

“মাদ্‌মোয়াসেল হ্যুপঁ কি লিখেছেন আমার সম্বন্ধে জানতে পারি?”

—“এত আগ্রহ কেন?”

স্বপন বিপন্ন মুখে বলে: “না—আগ্রহ এমন আর কি—তবে—”

ইসাবেলা একটু গম্ভীর হ'য়ে বলে: “মাদ্‌মোয়াসেল হ্যুপঁ-র ইতিহাস তো জানেন আপনি?”

—“জানি কিছু কিছু। আপনি?”

—“আমিও অল্প জানি। মসিয়ে বেনার চাংকে কিছু কিছু বলেছেন। বড় অসহায়, না? ওর চোখ দুটির মধ্যে ফুটে ওঠে এমন স্নিগ্ধতা!....”

—হ্যাঁ।” স্বপন মুখ নিচু করে। ইসাবেলার কোমল স্বরটি একটু যেন বেশি কোমল!

—"বিশেষত এখন।" স্বর আরও কোমল। ...স্বপন জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায় ওর পানে—কিন্তু কিছু বলে না।

—"শোনেন নি? মরিস যে ফের উৎপাত করছে। আহা, এই সময়ে যদি তার কোনো বন্ধু কাছে থাকত!"

স্বপন মুখ আরও নিচু ক'রে বলে: "মসিয়ে বেনার তো আছেন।"

—শুভার্থী আর বন্ধু কি এক? না, দরদীর সাধ আশ্রয়দাতায় মেটে?"

ইসাবেলা বলিয়ে নিতে চাইছে কী? স্বপনের বক্ষস্পন্দন দ্রুততর হয়। একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ বলে: "আ—মাদ্‌মোয়াসেল ত্যুপঁ কি আমার খোঁজ করেছেন?"

—"হ্যাঁ। মসিয়ে বেনার আমাদের পালিয়ে-আসার কথা জানতেন। চাং এখানে এসে তাঁকে একটা চিঠিও লেখে। উত্তরে তিনি অনেক কথাই লেখেন আমাদের সম্বন্ধে। সে সব অবান্তর। সঙ্গে মাদ্‌মোয়াসেল ত্যুপঁ-র একটা টুক্‌রো চিঠি ছিল—স্বপন সেন সম্ভবতঃ নীসে নেগ্রেস্কো হোটেলেই আছেন—ভারতীয় চিত্রী—ইচ্ছে করলে চাং তার সঙ্গে আলাপ করতে পারেন—খুব ভালো লোক, ভালো শিল্পী—মিশুক ইত্যাদি।"

ব'লেই একটু থেমে: "যদিও বেশ বোঝা যায় তিনি আপনার খোঁজই চাইছিলেন এই অছিলায়।"

স্বপন একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "তাই বুঝি আপনারা যেচে আলাপ করলেন?"

—"খানিকটা। অবশ্য আমার নিজের আলাপ করতে ইচ্ছে ছিল অনেকদিন থেকেই। কিন্তু আপনি যে মুখচোরা—একটু ছুতোই কি ছাই দিতে চান? হাজার হোক অবলা তো—খুব জোর করতেও ভরিয়ে উঠি।"

স্বপন জোর ক'রে হেসে বলে: "মানুষের নিজের সম্বন্ধে কতরকম চমৎকার ধারণাই না থাকে!"

ইসাবেলা খিল খিল ক'রে হেসে বলে: "বেশ বলেছেন।" ব'লে একটু থেমে বললে: "না—আমি বা মাদ্‌মোয়াসেল দ্যুপঁ জাতিতে অবলা হ'লেও প্রকৃতিতে খুবই সবলা—মানি। কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

—"করুন না।"

—"নাঃ। আজ থাক্। হয়তো ভাববেন অনধিকারচর্চা—"

স্বপন "না" ব'লেই থেমে গেল। সত্যিই সদ্যপরিচিতার সঙ্গে আনার আলোচনা....বাধে যে!"

ইসাবেলা হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে বলল: "উঃ প্রায় একটা। শুভরাত্রি মসিয়ে—আমার প্রণয়ী হয়তো আমার পথ চেয়ে রয়েছেন—না ঘুমিয়ে।"

—"শুভরাত্রি।"

গতি ও স্থিতি

স্বপন শয়নকক্ষে ঢুকেই টেলিগ্রামটি ছিঁড়ে ফেলল। পারিসে যেতে দুদিন হ'লই বা দেরি। ছবিআঁকা-শেখা তো পালাচ্ছে না। আর সেটা তো এখানে চাঙের কাছেও শিখতে পারে বেশ কিছুদিন। কিন্তু তবু···স্বভাব!···এই নিয়েই কতক্ষণ যে ভাবে!···যখন মনস্থির ক'রে বিছানায় শুয়ে পড়ল তখন রাত প্রায় দুটো। কিন্তু আশ্চর্য, তখনও ঘুম নেই চোখে। দেহ শ্রান্ত, কিন্তু মন তাজা। এমন ওর কতবারই

যে হয়েছে! শুধু তাজা নয়। উপবাস করলে মস্তিষ্ক যেমন অনেক সময়ে অতি-সক্রিয় হয় তেমনি। কত চিন্তা যে ভিড় ক'রে আসে!—

সত্যি চাংকে ও কী ভুলই না ভেবেছিল!···মনে অনুতাপ হয়। কিন্তু সঙ্গে একটা তীব্র আনন্দও। বিস্ময়ও। একটুখানি পরিচয়ের অরুণোদয়ে সমস্ত পরিপ্রেক্ষিত বদলেই না যায়!···

আর ইসাবেলাকে?···কী সুন্দর ওর মুখখানি!—ততোধিক সুন্দর —ব্যবহার!···তাছাড়া চর্মচক্ষে কোনো রোমান্টিকার মধ্যে রোমান্সকে এ-ভাবে মূর্ত হ'য়ে উঠতে দেখা—এ-ই কি কম না কি? রোমান্স সম্বন্ধে ওর ধারণা এর মধ্যেই কতটা বদ্‌লে গেছে—অজ্ঞাতে!···দেশে থাকতে রোমান্সকে মনে হ'ত কল্পনার খোরাক। এদেশে রোমান্স অনেকের মধ্যে প্রায় রক্তের উত্তাপেরই সামিল। এ-কথা তার প্রথম মনে হয় আনাকে দেখে। আজ ইসাবেলাকে দেখে এ-ধারণা অকস্মাৎ দৃঢ়মূল হ'য়ে উঠল। মনে প'ড়ে যায় আনার সেদিনের একটা কথা: "তোমরা প্রতি পদক্ষেপের আগে দূরবীণ লাগিয়ে দেখো রোমান্সের তলাকার মাটিটা চোরাবালি কি না। ওতে কি রোমান্স হয় মনামি?"

কথাটা সে মিথ্যা বলেনি তো। আজই ইসাবেলা যখন তাকে তার কাছে নাচ শিখতে অত ক'রে অনুরোধ করেছিল তখন···রোমান্স সম্বন্ধে তার মজ্জাগত চোরাবালির ভয় তাকে কী বাধাই না দিয়েছিল এগুতে!

এ-চিন্তাটা তার ভালো লাগে না।···কক্ষনো সে অতটা ভয়-তরাসে না। সত্যিই তো এদের ট্যাঙ্গো চার্লষ্টন প্রভৃতি অতি গ্রাম্য ব্যাপার। কে না জানে নৃত্য-জনারণ্যেই এদের দেশের স্বয়ংবরারা প্রণয়ী শিকার ক'রে থাকে—তাদের হাবভাবের, যৌবনের, কটাক্ষের টোপ ফেলে। হ্যাঁ, নাচ যদি শিখতে হয় তবে শিখবে ও সোলো নাচ—রুষ নাচ।

উদয়শঙ্করের মতন আনা পাভ্‌লোভার কাছে বা আনা কার্সাভিনার কাছে করবে আগে নকল-নবিশি।...মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার।...

কিন্তু তবু সে একটা সত্য অস্বীকার করতে পারে না: যে, ভয় ওর মনের কোন্ ছায়ান্ধকার গুহায় লুকিয়ে রয়েছে—কবি-উপমিত দিবাভীত গুহাশ্রয়ী অন্ধকারের মতন। নইলে চাং পাশে থাকার জন্যে এতটা সত্যিকার ভরসা আসে কেন? সত্যিই আশ্চর্য লাগে!... চাঙের প্রতি তার সেই বিমুখ ভাবের বাষ্পও আর নেই তো!

কিন্তু সে দেখে তার মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা নড়চড় হ'য়ে যাবার উপক্রম। সেখানে দুদিন আগে নিঃসঙ্গতার আবহে যে-একটা গভীর টল্‌টলে পূর্ণতার প্রশান্তির ভাব থিতিয়ে আসছিল সে-ভাবটা যেন কেমন ঘুলিয়ে গেছে, আর তার স্থলে এসেছে যেন একটা অর্থহীন আলোড়ন—তার রক্তের মধ্যে, একটা উদ্দেশ্যহীন গতিবেগ—তার স্নায়ুতে, একটা অহেতুক চাঞ্চল্য—তার দেহে-মনে। কিন্তু আশ্চর্য, এতে য়ুরোপীয়রা কই তো একটুও ভাবে না,—আশপাশের আবহাওয়া থেকে গতিবেগ, প্রাণচাঞ্চল্য, উন্মাদনা সঞ্চয় ক'রে চলে—বেপরোয়া ভাবে। কিন্তু প্রাচ্যদেশীয়রা বোধ হয় একটু অন্য উপাদানে গড়া। আছেই কোথায় একটা প্রভেদ। কোথায়, সেটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া কঠিন। কিন্তু তবু অনুভব করা যায় বৈ কি: আনা ও ইসাবেলার সঙ্গে চাঙের ও তার নিজের কোথায় একটা মূলগত প্রভেদ নেই কি? আছে নিশ্চয়ই। এবং সে-প্রভেদ যেন অনেকটা ভিত্তিগত। মনে পড়ে চাঙের একটা কথা। ইসাবেলা কি-একটা প্রসঙ্গে তাকে একবার "কর্মঠ" বলায় চাঙ হেসে বলেছিল: "সে-কথা হয়তো মিথ্যা না ইসা। কিন্তু তবু তোমাদের ও আমাদের কর্মিষ্ঠতার মধ্যে একটা প্রকৃতিগত ব্যবধান আছেই। আমরাও

গতি-কে হয়তো অনেক সময়েই ভালো না বেসে পারি না। কিন্তু তোমরা শুধু তো গতি-কে ভালোবেসেই ক্ষান্ত নও, স্থিতিকে একটু কৃপার চোখে না দেখলে তোমাদের যেন হয় না তৃপ্তি। আমরা গতির ঘূর্ণীর মধ্যে পড়লেও বোধ হয় স্থিতির প্রশান্তিকে একেবারে বরখাস্ত করি না। নেহাৎ পক্ষে আমাদের অন্তরে ওর জন্যে একটা নিহিত ক্ষুধা জাগেই। নয় কি মসিয়ে সেন ?"

স্বপন বলেছিল: "কথাটা আমারও মনে হয়েছে—নানাসূত্রে। বিশেষতঃ গত কদিন ধ'রে। অথচ আমার সংশয়ও যায়নি একেবারে। গতি নইলে কি আমরাই সত্যি বাঁচি ? এই ধরুন না কেন, দুদিন আগেও আমার মনে হয়েছিল নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতার মধ্যেই বুঝি আমি পূর্ণ হ'তে পারি। কিন্তু এই দেখুন—আজ কী গল্পই না করছি আপনাদের সঙ্গে। মাদ্‌মোয়াসেল সেরানোর সঙ্গে ঠিক সমান কদমে হয়তো চলতে পারিনি সব সময়ে—তবু খুব পেছিয়ে যে পড়িনি এ-ও তো সত্যি।"

চাং হেসে বলেছিল: "কথাটা আপনি বেশ বলেছেন। আমারও ও-রকম মনে হয়েছে বহুবার। কিন্তু তবু আমি বলব যে আমাদের গতি-প্রীতির সঙ্গে এদের গতি-মোহের একটা গুরুতর গোছের তফাৎ আছেই। কি রকম জানেন ? বিখ্যাত ওকাকুরা ভ্রমণের সম্পর্কে এ-প্রভেদটি বড় সুন্দর ক'রে বলেছেন: 'Asia knows, it is true, nothing of the fierce joys of a time-devouring locomotion, but she has still the far deeper travel-culture of the pilgrimage.' একজন হ'ল—তীর্থযাত্রী যাযাবর, আর-একজন—আস্মান্ ভ্রমণী। দুজনেই ভ্রমণ করে। ভ্রমণের আনন্দও পায় দুজনেই। কিন্তু তাই ব'লে কি দুজনের ভ্রমণে এক ফল ফলে বলবেন ? না, যে বেশি বেগে যায় সে বেশি বেঁধে ফলতে হবে ?"

স্বপনের কথাটি বড় ভালো লেগেছিল, কিন্তু ইসাবেলা বলেছিলেন: "এ-কথা আমিও মানি, কিন্তু তবু আমার মনে প্রশ্ন জাগে—গতিবেগের আনন্দ শান্ত-ভ্রমণের আনন্দের পরিপন্থী হবেই বা কেন? ও দুটো আনন্দ একই মনের দুটো অবস্থা নয় কি? ঐ দেখ, ঐ কোণে যে ভদ্রলোক রেড-ইণ্ডিয়ান সেজে সং-পনা করছেন ক'টি বাজে মেয়ের সঙ্গে উনি কে জানো? উনি একজন খ্যাতনামা দার্শনিক—সেভিলের।"

চাং ব্যঙ্গ হেসে বলেছিল: "য়ুরোপের আবার দর্শন!"

ইসাবেলা রাগ করেছিল, তা'তে চাং বলেছিল: "রাগ কোরো না ইসা। প্রাচ্যে সত্যিকার বিজ্ঞান আর য়ুরোপে সত্যিকার দর্শন হয়তো একদিন হবে, কিন্তু এখনো দেরি আছে জেনো। তোমরা গণতন্ত্রী এ-কথায় হয়তো রাগ করবে—কিন্তু আমি একটু সেকেলে, আমার মনে হয় প্রত্যেক বৈদগ্ধ্যের অনুকূল একটা মাটি থাকে—পরিমণ্ডল—আবহ। শুধু জোরোয়্যাষ্টার, মনি, লাওৎসে ও বুদ্ধ না—খৃষ্টও ছিলেন ওরিয়েণ্টাল তার ওপরে সেমিটিক। রাগ ক'রে হবে কি বলো? খাঁটি দার্শনিকতা খাঁটি বৈজ্ঞানিকতার মতনই একটা জীবন-সাধনা যে। প্রশান্তির চাষ করা চাই যুগ-যুগ ধ'রে, তবে একটা জাতির মনের মাটি একাগ্রতায়, ধ্যানমৌনতায় হ'য়ে ওঠে উর্বর। অনেক দিনের চাওয়ার পরে তবে আসে পাওয়ার পর্ব। য়ুরোপের অনুসন্ধিৎসা সব খরচ হ'য়ে গেছে বিজ্ঞানের দিকে বহির্জগতের দিকে। সেদিকে মস্ত মস্ত কীর্তিমন্তও জন্মেছে তাই ওদের মধ্যে। কিন্তু ব্যস্, ঐখানেই ওদের সত্য কৃতিত্বের শেষ জানবে। যতই কাণ্ট হেগেল সোপেনওয়রের নাম কর না কেন ওদের সঙ্গে লাওৎসে-বুদ্ধ-খৃষ্ট-র তফাৎ ততখানি—যতখানি তফাৎ সি-ভি রমনের সঙ্গে আইনষ্টাইনের।"

স্বপনের মনে হয় চাঙের কথা কত গভীর। বাস্তবিক ওকাকুরার কথা

হয়তো সত্য, 'All Asia is one' ; অবশ্য ও নিজে জোর ক'রে এ-বিষয়ে কোনো কথাই বলতে পারে না, কারণ সমগ্র এশিয়ার খবর সে রাখে না, জাপান বা চীন সম্বন্ধে তার ধারণা এখনো নাবালিকা। কিন্তু এটা ও নিবিড়ভাবেই অনুভব করেছে যে চাঙের সঙ্গে ওর কোথায় একটা বড় রকমের মনের-মিল আছে যা ওর কোনো য়ুরোপীয় বন্ধুর সঙ্গেই নেই। এ প্রভেদ বা মিল হয়তো ব'লে বোঝানোও যাবে না—এমন কি হয়তো প্রকাশ করাও যাবে না ঠিকমত। কিন্তু তাই ব'লে কে বলবে প্রভেদটা আসলে কাল্পনিক ?

চার

নূতন স্রোত

ওরা তিনজনেই যেন উন্মুখ হয়েছিল পরস্পরকে জানবার জন্তে। বিদেশে এ পলকে-প্রণয়ের অভিজ্ঞতাটি ভালো না লাগে কার?…সেই গতির নেশা। জন্ম-অজানার হঠাৎ পরিচয়।…স্বদেশে কি এমনটি হবার জো আছে? সেখানে কত ভেবেচিন্তে তবে অপরিচিতের কাছে বুকের বাতায়নের একটি পাখী খোলা! স্বপনের মনে হয় কত কথাই যে!… অবশ্য আনার সঙ্গেও ওর এমনি সহজেই ভাব হয়েছিল বটে, কেবল সে-ভাবের মধ্যে একটা বিপদাশঙ্কাও ছিল না কি?—স্পষ্ট রাহু না হোক্— রাহুর গ্রাসোন্মুখ ছায়া? সে-ছায়া সর্বত্রই নিত ওর সঙ্গ যেন। চাঙের ব্যক্তিরূপের আলোয় সে-ছায়া যেন গেছে উবে। ইসাবেলের সঙ্গে তাই না ও এত সহজে মিশতে পারে!…আশ্চর্য! দু'দিন ওর সঙ্গে মিশতে না মিশতে ওর সৌন্দর্যের মাদকতা ছাপিয়ে সুরভিটিই তার মনে চারিয়ে গেছে। অবশ্য ইসাবেলার আচরণের জন্তেই এটা অনেকটা সম্ভব হয়েছিল এ-কথা সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও সমান সত্য যে চাং পাশে থাকাতেই ওর সহজ ব্যবহার আরও স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছিল।

তিনজনে রোজ একত্রেই বেড়ায়। কোনোদিন বা নৌকায়, কোনো-দিন বা হেঁটে, কোনোদিন বা মোটরে। আর আশ্চর্য—যে সব বাগান, ক্যাসিনো, দুর্গ, মঠ, এসেন্সের ফ্যাক্টরি ওর একা একা দেখতে এত একঘেয়ে লেগেছিল সে-সবকেই ওদের দুজনার সঙ্গে দেখতে কী ভালোই যে লাগে!…আনার অভাব বোধ করে বটে—কিন্তু তত না। সন্ধ্যার অভাব হয়তো একটু বেশি বোধ করে। কিন্তু তেমন কই? কেন এমন হয়?

সবচেয়ে ভালো লাগে অবশ্য এ-সব বেড়ানো, পিকনিক, হয়্‌রা নয়। সবচেয়ে ভালো লাগে এই সূত্রে ওদের মনের পরশটি। চাঙের কথাবার্তা এত ভাল লাগে।.. খুব বেশি কথা বলে না বটে--পারলে অনেক সময়েই মুচ্‌কে হেসে অনেক বিপজ্জনক প্রশ্ন এড়িয়ে যায় এ-ও ঠিক—কিন্তু কেউ চেপে ধরলে বা ইসাবেল আবদার অভিমানের উপক্রম করলে ওর রসনার অর্গল ধীরে ধীরে খুলে যায় এবং তখন স্বপনের দর্প হয় চূর্ণ। চৈনিকদের উচ্চারণ, আড়ষ্টতা, কাষ্ঠপ্রকৃতি-ভদ্রতা ও এতদিন কত বিদ্রূপই না ক'রে এসেছে! আজ হঠাৎ আবিষ্কার করে—এক কুশ্রী দরিদ্র চৈনিকের কাছে ধনী বাঙ্গালীকেও হার মানতে হ'ল ব্যবহারের ঋজুতায়, বনেদি সৌজন্যে, হৃদয়ের কবোষ্ণতায়। চৈনিকেরা স্বভাব-দুর্বোধ্য—inscrutable—এই-ই ও বরাবর শুনে এসেছে। আজ দেখে চাং যেন তার কতদিনের চেনা। সত্যিই ওকে ভালোবেসে ফেলে। এমন শুভ্র সৌজন্যকে আন্তরিক স্নেহপ্রবণতাকে ভালো না বেসে উপায় আছে! মুগ্ধ হ'য়ে যায় ও। কলকাতায় একবার একজন মত চিত্রজ্ঞর কাছে ও শুনেছিল ছবির কারুতে অধুনাতন ভারতীয় চিত্রী অধুনাতন চৈনিক বা জাপানী চিত্রীর কাছে শিশু বললেই হয়। চাঙের ছবি দেখে এ কথা ও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা জিনিষ: যে, সৌজন্যের কলাকারুতেও বাঙালি—শুধু বাঙালি কেন—শ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয় সুজনও চৈনিকের কাছে শিশু। সত্যি—পুরুষের ভদ্রতা যে এত কমনীয় হ'তে পারে তা কি সে কখনো স্বপ্নেও ভেবেছে? চাঙের ঐতিহ্য-প্রীতিতে ও একটু একটু ক'রে সাড়া না দিয়েই পারে না। স্বীকার করতে হয় বৈ কি যে, বনেদি সভ্যতার কর্ষণের মধ্য দিয়ে মানুষের মনের মাটিতে এক-একটা বিশেষ গুণের ফসল ফলে—ফলাই স্বাভাবিক।

সত্যি ভারি অপূর্ব স্বাদ এ। ইসাবেলার কাছে ও সব শোনে।

আনার সম্বন্ধে ওরা বিশেষ কিছু জানত না—মনিয়ে বেনারের একটি চিঠিতে চাং একটু আভাষ পেয়েছিল মাত্র। হয়তো ভেবে থাকবে: আনার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব একটু বেশিদূর গড়িয়েছে! কখনো বা এই নিয়ে স্বপনকে ও ঈষৎ ঠাট্টা করত। কিন্তু সে-ঠাট্টাও এত সংযত, এত স্নিগ্ধ যে, স্বপন কখনো অপ্রস্তুত হ'ত না যেমন হ'ত অনেক সময়েই ইসাবেলার মুখরতায়। মানুষকে অপ্রস্তুত করা ছিল যেমন ইসাবেলার স্বধর্ম, তাকে পুরোপুরি স্বস্তির মধ্যে আরামের মধ্যে রাখা ছিল তেমনি চাঙের। ইসাবেলার কথাবার্তা কখনো বা একটু বেচাল হবার কিনারায় এলেও ও শুধরে নিত। ইসাবেলাও ওর সামনে একটু সংযত হ'য়ে কথা কইত। স্বপনকে খোঁচা দিত বেশি—চাঙের অনুপস্থিতিতেই।

নৃত্যপর

স্বপনের নীস আরও ভালো লেগে গেল—ইসাবেলা তাকে নাচ শেখাতে আরম্ভ করার দরুণ। ক্রমাগত প্রলোভন। রক্তমাংসের শরীর তো। তার ওপর এমন শিক্ষয়িত্রী। নাচ শেষটায় তাকে শিখতেই হ'ল। কয়েক দিনের মধ্যেই সে ফক্সট্রট, ট্যাঙ্গো ও ওয়াল্ট্‌স্ শিখে নিল,—একটু বেগ পেতে হ'ল বটে চার্লস্‌টোন শিখ্‌তে—কিন্তু বেশি না। ওর ছন্দনৈপুণ্য দেখে ওর নৃত্য-গর্বিনী শিক্ষয়িত্রীও বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে মাঝে মাঝে বলতেন: "নিশ্চয়ই তুমি সঙ্গীতজ্ঞ—নইলে—" স্বপন হেসে বলত: "সত্যি না—তবে সঙ্গীতজ্ঞার স্বামী বটে।" চাং হেসে বলত: "ও—তাই। জানো তো হাবার্ট স্পেন্সার বলেছেন—রাজাতে প্রজার গুণ বর্তায়।" ইসাবেলা রাগ ক'রে বলত: "ঈ—শ্—প্রজাতে রাজীর গুণ বর্তায় বলো বরং।" চাং হেসে বলত: "ওটা মুক্তালোক

হাল্কেন ফ্যাশান।" ইসাবেলা আরও কুপিত স্বরে বলত: "আ—হা! যেন ফ্যাশান মামুলি হলেই অচলায়তন হয় স্বর্গ-রাজ্য।"* চাং ওর মান ভাঙাবার জন্যে তখন দু-চারটে মিষ্টি কথা বলত। ইসাবেলের রাগ চড়তেও যেমন, পড়তেও তেম্‌নি—হেসে বলত: "শুধু বচনের জোরেই তো এত জারিজুরি তোমাদের—অথচ কলঙ্কিনী নাম রটল শুধু আমাদেরই।" হাসির ঐক্যতানে ওদের এ-রকম ঝগড়ার প্রায়ই উপসংহার হ'ত।

এমনি ক'রে দেখতে দেখতে দু সপ্তাহ গেল কেটে। ও আরও এক সপ্তাহ থাকবে স্থির করল। ইসাবেলার চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। বলল। "তা হ'লে আজ ফের একটা নাচের পার্টিতে যাওয়া যাক চলো।" এ-সবে স্বপন কবে নারাজ? এ-রকম নিত্য-নূতন অছিলায় ছিল ওদের নিত্য-নতুন নৃত্য-জুবিলি। স্বপনের অপরাধও ছিল না খুব। একে তো নতুন নাচ শেখার উঠতি উৎসাহ—তার উপর ইসাবেল ছিল "cynosure of neighbouring eyes"—চাং বলত মাঝে মাঝে মিলটনি ঢঙে। স্বপন দেখত পাঁচজনে ওকে কী হিংসেই করছে—কারণ বেশির ভাগ নাচ এই শ্যামলের সঙ্গেই নাচত এই 'লোকচক্ষুমধ্যবর্তিনী' তনুমধ্যা।

শুধু মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে মনে হ'ত সন্ধ্যার কথা, আনার কথা। একজন বিরহিণী, অপরা—পরিত্যক্তা।...

* চৈনিকরা চীনরাজ্যকে বরাবর চীনে ভাষায় যা ব'লে বর্ণনা করে তার ইংরাজী [illegible]—Celestial Empire.

ডিডাল

সেদিন সকালে ওরা সাঁতারের শেষে সমুদ্রতীরে ব'সে রোদ পোহাচ্ছে এমন সময় চাঙের ভ্যালেট একটি টেলিগ্রাম দিয়ে গেল। চাঙের মুখের একটি পেশীও নড়ল না বটে, কিন্তু তার দৃষ্টির স্বচ্ছতা যেন একটু ঝাপসা হ'য়ে এল। ইসাবেলা উদ্বিগ্ন মুখে তার দিকে তাকাতেই সে শান্ত মুখে তারটি তার হাতে দিল। গোলাপের টকটকে রক্তিমাভা যে এক লহমায় এমনভাবে উবে যেতে পারে—! ইসাবেলা পাংশুমুখে চেয়ে রইল চাঙের দিকে। চাং মুখ নিচু ক'রে ভাবতে লাগল। স্বপন বলল: "আমি একটু বেড়িয়ে আসি।" চাং হঠাৎ বলল: "না, গোপনীয় কিছু নয়। দেখবে?"

—"দুঃসংবাদ?"

—"দেখই না।" চাং টেলিগ্রামটি ওর হাতে দিল।

লেখা ছিল: "জেনেরাল সেরানোর লোক আজ সকালে আমার চাকরের হাত থেকে তোমাকে লেখা একটি চিঠি আমার নাম ক'রে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। সে অনেক কথা। তোমাদের ঠিকানা বদলালে ভালো হয়। শুনছি তিনি গুণ্ডা লাগিয়েছেন ইসাবেলাকে মোটরে পুরে মাদ্রিদে চালান করবার জন্যে—বেনার।"

খানিকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না।

স্বপন প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল—বলল: "এ কি মগের-মুল্লুক না কি?"

চাং একটু হেসে বলল: "স্পেনের রাজন্যবর্গের মতি-গতি ও আইডিয়লজি এখনো সেই আমলেরই। স্পেন আজো মিডীভাল বে—বলিনি তোমায়?"

—"কিন্তু তাই বলে—এ যে—এ যে দিনে-ডাকাতি!"

ইসাবেলা বিবর্ণমুখে বলল: "বাবা সব পারেন। বছরখানেক আগে তাঁকে একজন অপমান করে। তার মাসখানেক বাদে এক থিয়েটার থেকে বেরুবার পথে, একদল লোক বেচারিকে নিয়ে কোথায় যে চালান দিলে, কেউ জানে না আজ পর্যন্ত। কেউ বলে গুমি—কেউ বলে জেনেরাল সেরানো কোথায় আটকে রেখেছেন কোন্ অতল পাতাল-পুরীতে—কিম্বা কোন্ ক্যাটাকোম্বে।"

স্বপন বলল: "সে কি? আইন—"

চাং বলল: "আইনে করবে কী? প্রথমত, প্রমাণ করার উপায় নেই—দ্বিতীয়ত, জেনেরাল সেরানোর বিরুদ্ধে সাধ ক'রে লাগতে যাবে কে বলো? টাকা, প্রতিপত্তি, লোক-লস্কর কিসের অভাব তাঁর? মডীভাল যুগে এইসব সম্বল যাদের ছিল তারাই তো ছিল সমাজের হর্তা কর্তা। আর অ্যালফন্সো ও প্রিমো দি রিভিয়েরা মহোদয়-যুগলের কৃপায় স্পেন এখনো সেই যুগের ছন্দেই চলছে। সুতরাং—" ব'লে শুধু একটু মুচকে হাসল।

ইসাবেলা হঠাৎ চাঙের হাতের পরে হাত রেখে বলল: "চলো চাই চাই—নরওয়েতে, কি লণ্ডনে।"

চ্যাঙের মুখচোখের মধ্যে একটা পাণ্ডুর পরুষতা দেখা দিল। চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে উঠল জ্বলে। কিন্তু তার পরেই সেই চিরসংযত শান্ত কঠিন আভা—ইস্পাতের ধূসর-নীলাভ চাপা দ্যুতি। তার অভ্যস্ত সুললিত স্বরে হেসে বলল: "পাগল হয়েছ? গুণ্ডার গুণ্ডামির ওষুধ পালানো নয়—পালটে গুণ্ডা লাগানো।"

ইসাবেলা উদ্বিগ্ন হ'য়ে বলল: "তাঁর বিরুদ্ধে লাগাবে না তো?"

চাং তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: "তা

যে তোমার জন্যেই পারি না ইসা ! তবে সাবধান একটু হ'তে হবে বৈ কি : তোমাকে রক্ষা করার জন্যে দু-একজন বন্ধুকে রাখব পাহারা - যতদিন না সে-ছবি ক'টা বিক্রির টাকা মসিয়ে বেনারের কাছ থেকে পাই।"

স্বপন ওর মুখেই শুনেছিল যে চাঙের কয়টা ছবি একজন আমেরিকান কোটীপতি একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক দিয়ে কিনেছেন ও বলেছেন ছবি কালিফর্ণিয়াতে তাঁর বাগান-বাড়িতে পৌঁছলেই তিনি মসিয়ে বেনারকে চেক্ পাঠিয়ে দেবেন।

ইসাবেলা বলল : "চলো না কেন, পারিসেই যাই তা হ'লে ?"

চাং দৃঢ়কণ্ঠে বলল : "না।"

ইসাবেলা কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

চাং তৎক্ষণাৎ ওর হাতদুটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল : "ইসা, আমার অমন টোনে 'না' বলার জন্যে ক্ষমা কোরো। কিন্তু ভেবে দেখ : প্রাণের ভয়ে পালানো এ চলতেই পারে না। তা ছাড়া পারিসেও গুণ্ডার অভাব নেই। এখান থেকে তোমাকে চুরি ক'রে নিয়ে যাওয়া যতটা সহজ পারিস থেকে কি তার চেয়ে একচুল কম সহজ হ'বে মনে করো ? বরং এখানে আশে-পাশে দুষ্মণ চেহারার ছায়া পড়লে বেশি সহজে সাবধান হওয়া যাবে।" ব'লে তার গালে দুটো আদরের টোকা মেরে বলল : "কিন্তু ভয় কি ইসা ? তুমি না নব্যা নির্ভীকা ?"

ইসাবেলার পাণ্ডুর গালদুটি মুহূর্তে লাল হ'য়ে উঠল। চাঙের কাঁধে মাথা রেখে বলল : "আমি আমার জন্যে ভাবি না চাং। আমার ভয় হয় পাছে গুণ্ডায় তোমার—" ওর কণ্ঠস্বর ধ'রে এল।

চাং ওর কটি-বেষ্টন ক'রে কাছে টেনে এনে স্বপনের দিকে চেয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ চাপাহাসি হেসে বলল : "নারীর ছলনার এ-রূপ দেখেছ কখনো সেন ? শুধু আমার জন্যেই !"

ইসাবেলা সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে কৃত্রিম কোপে বলল: "ছলনা? মনে নেই—সেবার?"

চাং বলল: "কী এমন ঘটেছিল আমার শুনি? আমার ঘাড়ের কাছে ছোরার কোপে মাত্র এক খাবল মাংস ক'মে গিয়েছিল। কিন্তু জেনেরাল সেরানোর দুটি মস্ত লেফটেনাণ্ট? পঙ্গু থাকতে হবে আমরণ।"

—"সে তখন তারা জানত না ব'লে যে, তুমি রিভলভার নিয়ে রাস্তা চ'লে থাকো। নইলে ছোরা ছেড়ে তারাও রিভলভারের ব্যবস্থাই করত। সবই তো জানো!"

—"জানি ইসা। কিন্তু মরতে তো একদিন হবেই। আর আমি ভয় পেতে চাই নে ব'লে যে সাবধান হ'তে নারাজ তাও তো নয়। বলছি তো: লোকলস্কর আমিও রাখব।—কেবল একটা কথা—এখন অন্ততঃ একদিন তোমার ঘর থেকে একদম বেরিয়ো না।"

ইসাবেলা বলল: "তুমিও না, কিন্তু।"

চাং বলল: "আমায় এখনি যেতে হবে একবার গ্রাসে—ওসো-র কাছে। আমার জন্যে ভেব না।"

ব'লে একজন ওয়েটারকে ডেকে একটা ট্যাক্সি আনতে ব'লে দিল।

এবার স্বপন কথা কইল: "কিন্তু চাং তোমাকে এবার পথে যদি—"

চাং বলল: "আমি মোটরে যাব ও বিকেলের আগেই ফিরব। তা ছাড়া জেনেরালের চরেরা মাত্র আজ পারিসে জানতে পেরেছে এখানকার ঠিকানা। তাদের এখানে এসে পৌছুতেও তো অন্ততঃ দেড়দিন লাগবে সেখান থেকে।"

ইসাবেলা বলল: "তোমার বুদ্ধি দেখে সময়ে সময়ে আমার সত্যিই অবাক্ লাগে চাং। তারা ট্রেনে না এসে যদি এয়ারোপ্লেনে আসে?"

চাং একটু অপ্রতিভ হ'য়ে বলল: "তা বটে। আশ্চর্য, এ-কথাটা আমার মনে হয়নি।"

স্বপন বলল: "চাং একটা অনুরোধ করব, রাখবে?"

—"কী?"

—"গ্রাসে তোমার সঙ্গে আমিও যাব লোক ঠিক করতে।"

—"সে কি হয়? আমার বিপদের মধ্যে তোমাকে টানব কেন?"

স্বপন হেসে বলল: "এবার ধরা প'ড়ে গেছ মঁশের! এখুনি না বোঝাচ্ছিলে ইসাবেলাকে যে, বিশেষ কিছুই বিপদ নেই তোমার মোটরে যাওয়ায়?"

ইসাবেলা বলল: "হ্যাঁ হ্যাঁ স্বপন। তুমি যাও ওঁর সঙ্গে। ওঁর কথা শুনো না। উনি ঐরকম। কাউকে নিজের জন্তে এতটুকু দুঃখ দিতে চান না—বিপদের অংশ নিতে বলা তো দূরের কথা।"

স্বপনের ঠোঁটের কোণে একটু বিজ্ঞ গোছের হাসির আভা খেলে গেল: দয়িতের শুভচিন্তায় দয়িতা তৃতীয় ব্যক্তির শুভাশুভ সম্বন্ধে অজ্ঞাতে কতখানি উদাসীন হ'তে পারে! কিন্তু ও সহজ সুরেই বলল: "ভেবো না ইসাবেলা। বিপদ কিছু হবে না আমরা দুজনে থাকলে। অন্তত Cote d' Azur যে মিডীভাল স্পেন নয় এ-ভরসা তোমাকে দিতে পারি। তাছাড়া আমি রিভলবার ছুঁড়তেও জানি—জমিদারের ছেলে—শীকারে অনেকদিন থেকেই—"

চাং বলল: "না না সেন, অত বীরত্বের দরকার হবে না। বন্ধ মোটরে গেলে কোনই ভয় নেই, আর তারা কিছু আমার চৈনিক বন্ধু গুলো-র ঠিকানাও ক্রেয়ারভয়াঁসে জেনে রাখেনি। তার ওখান থেকে আমার দু-তিনটি স্বদেশী বন্ধুকে নিয়ে এখানে আসছি ফিরে—রাত্তির দুটো-তিনটের মধ্যেই ফিরব।"

স্বপন ঈষৎ ক্ষুণ্ণস্বরে বলল: "ও-সব ছেলেমানুষি প্রবোধে ভোলাচ্ছ কা'কে চাং? তোমার বিপদে আমাকে দূরে রাখতে চাওয়া তোমার দিক দিয়ে বিবেচকের কাজ হ'তে পারে,—কিন্তু—"

চাং হেসে বাধা দিয়ে বলল: "দূরে রাখতে চাই না স্বপন! আমার বিপদে আমার এর চেয়েও বড় উপকার তুমি সত্যিই করতে পারো। করবে?"

স্বপন সাগ্রহে বলল: "কী বলো?"

চাং বলল: "আমি যতক্ষণ না ফিরি তুমি ইসার পাশে থাকো। কারণ বস্তুতঃ বিপদটা আমার চেয়ে ওরই তো বেশি। তাই এ-সময়ে তুমি যদি ওর কাছ-ছাড়া না হও তা হ'লে আমার সবচেয়ে বন্ধুর কাজ করবে। তিনটি অনুরোধ আছে আমার: কোনো ছুতোয়ই হোটেলের বাইরে ওকে যেতে দিয়ো না, ঘরের দোর খোলা রেখো না; এবং কেউ দোরে টোকা মারলে নাম জিজ্ঞাসা না ক'রে দোর খুলো না। আমি ভ্যালেটকে ব'লে যাচ্ছি তোমাদের খাবার ইসাবেলার ঘরেই দিয়ে যাবে। কেমন, রাজি?"

স্বপন হেসে বলল: "যেমন শক্ত, তেমনি অপ্রীতিকর! রাজি হ'তে পারা যায় কখনো?"

চাং নিঃশব্দে হাসে। স্বপনের আশ্চর্য লাগে!—তেমনিই শুভ্র নিশ্চিন্ত হাসি! মুখের কোথাও একটুকরো মেঘ নেই! স্বপন বলল: "কিন্তু তোমার প্ল্যান কি জানতে পারি?"

চাং বলল: "আমাদের শোবার ঘরের উত্তর দিকে যে বড় ঘরটা খালি আছে সেটাতে আমার দুটি চৈনিক বন্ধু দেহরক্ষীর মতন থাকবে—কিছুদিন।"

স্বপন জিজ্ঞাসা করল: "এরা কারা?"

চাং বলল: "এরা ক্যান্টনে আমার দুটি ছাত্র ছিল—ওয়ে ও উয়েদা। ক্যান্টন-গভর্মেণ্ট স্কলার্শিপ দিয়ে পাঠিয়েছে এদেরও। আমাকে বড় ভালোবাসে: যেমন বলবান্ তেমনি সাহসী, গ্রাসে এসে আছে—Cote d' Azur-এর নানা ছবি আঁকবে এই মৎলবে। মাঝে মাঝে এদের কাছে আমি যাই। কখনো কখনো রাতও কাটিয়ে আসি—ইসা হয়তো তোমায় ব'লে থাকবে।"

স্বপন বুঝল, তাই মাঝে মাঝে বিরহিণী একলা রাত কাটায়। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ এই চাং!—বাসকসজ্জা-জাগা নবলব্ধা সুন্দরী প্রণয়িনীকে ছেড়ে স্বদেশবাসীদের ঘরে রাত কাটায়! পারে এরাই!

বলল: "কিন্তু এরা জানে তোমরা পালিয়ে এসেছ?"

চাং বলল: "হাঁ, কেবল—" ব'লে থেমে একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল।

—"কেবল কী?"

চাং বলল: "একটা অনুরোধ আছে—রাখবে?"

—"বিলক্ষণ।"

—"এদের কাছে বোলো না যে, আমরা বিবাহ করিনি এখনো।"

—"কেন!!"

—"এরা একটু পিউরিট্যানিক—তোমাদের দেশে কী বলো যেন এ-রকম মেণ্টালিটির লোককে—সেদিন বলছিলে?"

—"ব্রাহ্ম?"

—"হ্যাঁ। তবে অতটা নয়। তবু কম্পানিয়নেট ম্যারেজের আদর্শটার এরা অনুমোদন করবে বলে মনে হয় না। তাই এদের কিছুই বলিনি আমি এ-সম্বন্ধে।"

স্বপন বিস্মিত সুরে বলল: "আমাকেও তো বলোনি। তোমরা কি শীঘ্রই বিবাহ করবে না?"

চাং আশ্চর্য হ'য়ে বলল: "ইসা তোমায় বলেনি বুঝি? তা জানলে যে আমিও ব'লে ফেলতাম না।"

স্বপন কি-একটা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল। কোথায় বাজে যে!...

চাং ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: "রাগ কোরো না স্বপন। একটু ভেবে দেখ দেখি ধাঁ ক'রে তোমাকে এ-সব কথা বলতে ভরসা না-হওয়াটা কি খুব দোষের?"

স্বপন একটু উপশান্ত হ'য়ে বলল: "তা তো বলিনি।—কেবল—একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

চাং হেসে বলল: "একটা কেন—যতক্ষণ ট্যাক্সি না আসে প্রশ্নের ব্যাটারি বর্ষণ ক'রে যেতে পারো?"

স্বপন বলল: "এ-বিবাহবিমুখতাটা কি প্রিন্সিপ্‌ল্‌ থেকে করা, না য়ুরোপের অনুকরণে?"

চাং হাসল: "আমাকে কি তোমার খুব অনুকৃতিপ্রবণ মনে হয়েছে এ-কয়দিনে?"

—"তা নয়, তবে—"

চাং বলল: "শোনো স্বপন। অনুকরণ আমি ভালোবাসি নে। কিন্তু এ-ও আমি বিশ্বাস করি নে যে, কোনো দেশে কোনো নতুন আইডিয়া বা আবিষ্কারে কোনো জাতির একচেটে স্বত্ব থাকতে বাধ্য।—বিশেষ দাম্পত্য-বিধানাদিতে প্রায় সব সভ্য জাতিরই সমস্যা বোধ হয় খতিয়ে একই। নয় কি? কাজেই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, যতদিন নরনারীর বিবাহ-বন্ধন রুষ-দেশের মতন ইচ্ছামাত্রেই ছিন্ন করা সম্ভব না হবে, সন্তানের ভার সমাজ না নেবে, ততদিন তাদের পক্ষে আগে কিছুদিন একত্র থেকে পরখ ক'রে দেখা মন্দ কি? তোমারও মনে হয় না আজকাল? তুমি করতে না?"

স্বপন একটু ফাঁপরে প'ড়ে গেল। অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্টে ব্রাহ্মদের ব্রাহ্মামির 'পরে কটাক্ষ করা সহজ,—কিন্তু কংক্রীটে এতটা সাহসিক হওয়া!—একটু ইতস্তত: ক'রে বলল: "কিন্তু যেখানে সত্য ভালোবাসা—"

এবার ইঁসাবেলা কথা কইল, মুখে তার একটুখানি-ম্লান হাসির ছোঁওয়া লেগে! বলল: "কিন্তু ভালোবাসা কোন্‌খানে সত্য ও কোন্‌খানে অসত্য তা আগে থেকে জানবে কেমন ক'রে কারো মিয়ো? * আমার তিনটি বান্ধবী—যারা তাদের প্রণয়ীর জন্যে সব ছেড়েছিল—বিয়ে করতে না করতে বল্লভকে ছাড়বার জন্য সে কী ব্যগ্র! পরে তাদের মধ্যে একজন করল আত্মহত্যা, একজন তার স্বামীকে ডাইভোর্স ও আর-একজন রইল প্রায় জীবন্মৃত হ'য়ে বেঁচে তার সন্তানের খাতিরে! যদি তারা বিয়ে করার আগে কিছুদিন একত্রে থাকত—"

ভ্যালেট এসে বলল: "ট্যাক্সি হাজির, মসিয়ে!"

চাং উঠে হেসে বলল: "বিবাহের বিরুদ্ধে তোমায় একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দেব স্বপন—যদি বেঁচে ফিরে আসি।"

ইসাবেলা পাণ্ডুর হ'য়ে বলল: "কী যে সব ঠাট্টা করো চাং। তোমাকে বার বার বলেছি ও-সব ঠাট্টা আমার একটুও ভালো লাগে না। তোমাকে আমি দেব না যেতে।"

চাং ওর গালে শুধু একটি টোকা মেরে স্নেহভৎর্সনার সুরে বলল: "ছি ইসা, এত ভয় কি তোমাকে সাজে? তুমি না কথায় কথায় তোমাদের সার্ভান্টেসকে কোট কর—

গান গেয়ে দাও উড়িয়ে বেদন ভার
দূর করো সব তিমির আশঙ্কার?"

* Caro mio—প্রিয় বন্ধু।

* * * * * *

* * *

স্বপন মোটর অবধি এল—ইসাবেলা ওপরে গাড়িবারান্দা থেকে চাঙের দিকে চেয়ে হাসে—রুমাল নেড়ে। কিন্তু এত ম্লান হাসি!…

মোটরের রঙিন পর্দাগুলি টেনে চাং স্বপনকে বলল: "সেন, আমার নামে কোনো টেলিফোন এলেও কিন্তু ইসাবেলাকে নিয়ে বেরিয়ো না—আমার নামে তার এলেও না। বুঝলে? যদি আমি তার করি তবে লিখব—ধরো, Xerexesa.—বুঝলে? এ-নাম না থাকলে বুঝবে সে শত্রুর তার।"

—"বুঝেছি। কিন্তু এতটা—"

—"বলিনি,—জেনেরাল সেরানো মিডীভাল যুগের লোক? একশো বছর আগে ওঁর এক পূর্বপুরুষ বিখ্যাত জলদস্যু ছিলেন শোনা যায়। সেই 'নীল রক্ত' ওঁর দেহে। নইলে এমন কৌশলী"?

—"খুব কৌশলী না কি?"

—"উঃ—সে নিয়ে শার্লক হোম্‌সের চেয়েও ভালো গল্প লেখা যায়। ও রেভোয়া মনামি।"

—"ও রেভোয়া—আ বিয়ঁ্যাতো।"

দ্বিধাবসান !

ইসাবেলাকে তার শয়নকক্ষে ডবল অর্গল লাগাতে ব'লে দিয়ে স্বপন অনেকক্ষণ নেগ্রোস্কোর সামনে সাগরতটে বেড়িয়ে বেড়িয়ে নানা কথাই ভাবতে থাকে। ভেবে কোনো কূল-কিনারাই পায় না। এ কী এক মধ্যযুগের রোমান্সের মধ্যে ও প'ড়ে গেল বলো দেখি। আনার সঙ্গে বড় জোর একটু দুর্নাম হ'ত। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা যে-ভাবে ঘনিয়ে উঠছে তা'তে যে-কোনোদিন তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় বা।...আর শুধু তা হ'লেও বা রক্ষে ছিল। কিন্তু জেনারেল সেরানোর কীর্তিকলাপ এইমাত্র যা শুনল তা'তে তো মনে হয় না—তিনি কোনো কাজ আরম্ভ করলে তার শেষ পর্যন্ত না গিয়ে থামতে জানেন। সে-মহাপ্রভু যদি তাকে চাঙের সহকারী ভাবেন তবে চাঙের যা বিপদ তারও তো প্রায়—দূর! বিপদ? সে বীরের মতন হেসে উঠতে চায়। কিন্তু হায়রে, তার শত বাহ্বাস্ফোট সত্ত্বেও তার মনের কোণে একটা স্বর ক্রমশঃই প্রবল হ'য়ে ওঠে—'পালাও পালাও বৈষ্ণবংশতিলক!'

সে রেগে ওঠে। কী? যাদের সঙ্গে সুখের দিনে সে এত আনন্দে কাটিয়েছে বিপদের দিনে কাপুরুষের মতন তাদের ছেড়ে যাবে? তাছাড়া ব্যাপারটা মসিয়ে বেনার আদ্যন্ত জানেন, সে হঠাৎ পালিয়ে গেলে তাঁর কানে ও শেষটায় আনার কানেও পৌঁছবেই। আশ্চর্য, এ-সময়ে তার মনে নিঃস্বার্থ যুক্তি ও বীরত্বের প্রণোদনা উদয় না হ'য়ে এইসব আগুপাছু ভাবনা আসছে! কোণঠেশা হ'লে বীর হওয়া তত কঠিন নয়। কিন্তু চিন্তায়ও খাঁটি থাকা—সহজ কথা?

তার চোখে চাঙের বজ্রকঠোর মুখ ভেসে ওঠে, কানে তার সংযত নির্ভীক কথা কয়টি বেজে ওঠে। কোথা থেকে ও পেল এ-সাহস যার মধ্যে জাহিরিপনা, জাঁকজমকের বাষ্পও নেই? তার ভাবনা নিজেকে নিয়ে তো নয়—ইসাবেলাকে নিয়ে। আর সে বিপদ কতখানি বুঝতেও তো বেশি কল্পনার দরকার করে না। একবার ছুরিকাঘাত তো হয়েইছে এবার হয়তো চলবে গুলি। ভাবতেও মনের মধ্যেটা কেমন কুঁকড়ে ওঠে—সে-রক্তারক্তি ব্যাপার সে যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখে।...উঃ! শিকার সে করত বটে একসময়ে—কিন্তু জীবজন্তুর রক্ত আর মানুষের রক্ত? নাঃ, তার গা'র মধ্যে কেমন যেন ছম্ ছম্ ক'রে ওঠে।....

দূর্—সে কোথায়? ঐ তো সামনের রবিকরোজ্জ্বল লক্ষ ঊর্মিমালার ফেনকিরীটের চূড়ায় চূড়ায় বৈদূর্যমণি ঝলমল করছে। ঐ তো দূরে নীসের সেই অভিরাম ঘনশ্যাম শৈলমালা ঢেউয়ে ঢেউয়ে জলের কোল অবধি সর্পিল ছন্দে নেমে এসেছে। ঐ তো একখণ্ড অলস মেঘস্তূপ নীলাম্বুর মুকুরে নিজের মুখ দেখতে মগ্ন। ঐ তো দিগন্তবিতত বহুরূপী লহরীর বুক সরল রেখায় বিভক্ত হ'য়ে গেছে দুটি বর্ণে। ঐ তো গন্ধময় মোটর বাস, চিন্তাক্লিষ্ট পথিক, স্বাস্থ্যান্বেষী তরুণ-তরুণী, আনন্দোজ্জ্বল বালক-বালিকা সামনের অশ্রান্ত স্রোতের সঙ্গে সমান কদমেই চলেছে। ঐ তো হোটেলের সালঁ থেকে পিয়ানোর সুর মন্থর-ছন্দে আসছে ভেসে। ঐ না—সামনের কাফেতে ঔদরিক কোটিপতি হের গুতমানের দাড়িতে সাদা ক্রিমের ছোঁয়া লেগে! স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এ-হেন যায়গায়, এ-হেন বাস্তব আবহে কোত্থেকে আসবে খুনজখম, নারীহরণ, গুপ্তচর, ভদ্রবেশী ঘাতক ও বহুরূপী শান্ত্রী?—এ-সব কি সত্য, না রোমান্স? ওরা সব বানিয়ে বলেনি তো? কে জানে—অনেকে যে আবার তিলপ্রমাণ বিপদকে

তালপ্রমাণ সঙ্কট ব'লে জাহির ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে থাকে এ সংসারে !···পালাও পালাও।

ছী—ছী! ওর মনে পড়ে খানিক আগে ইসাবেলার ধূসরাভ চোখ দুটির গাঢ় শঙ্কিত দৃষ্টি। কিসের অভাব ছিল তার? স্পেনে তার পিতার প্রতিপত্তি, পদবী, অজস্র ধন—রূপ যৌবন স্বাস্থ্য—কত প্রণয়ী—স্পেনের অভিজাত সমাজের সম্পদ, বিলাস, মান-সম্ভ্রম, সবই তো ছিল ওর করায়ত্ত। শুধু তাই? যার জন্যে সব ছেড়েছে যে—তাকেও যে-কোনো মুহূর্তে হারাতে পারে, এ জেনেশুনে তবে তো এসেছে সে। ধিক্! ইসাবেলার এ-হেন ভালোবাসাকে অবিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি তার হয় কী ক'রে?—বিশেষ চাঙের সঙ্গে মেশার পরে? সত্য বটে চাঙের সঙ্গে আলাপ তার দুদিনের—কিন্তু তা'তে কী? তাকে কি তার প্রিয়তম বন্ধুর চেয়েও কম চেনে সে? মিথ্যা বলবে চাং? ছি ছি! তার মনে অনুতাপ গাঢ় হ'য়ে ওঠে চাংকে সন্দেহ করার দরুণ। ও কথাই নয়—তার মনে এক গহন কোণে এক অপূর্ব গর্ব জাগে: বিধাতা কম লোককেই আত্মদানের সুযোগ দিয়ে ধন্য করেন। আনার পাশে সে দাঁড়ায়নি—তার ভয়কাতুরে প্রকৃতির জ্বালায়, নৈতিকতার তর্জনে। কিন্তু এখানে তো সে অজুহাতও নেই? এখানে কী ব'লে ও পালাবে? অথচ তবু যে তার পালাবার দুর্দম্য ইচ্ছে হচ্ছে এইতেই সে নিজের 'পরে ওঠে রেগে।

আর সব ছাপিয়ে মনে হয় স্বদেশের কথা। চাঙের মধ্যে দিয়ে সে পরিচয় পেয়েছে চীনদেশের কত মহৎ গুণের আর তার মধ্যে দিয়ে ওরা পরিচয় পাবে ভারতের ভীতিত্রস্ত কুণ্ঠার? কাপুরুষতার? সাংসারিক যুক্তিবাদের?

কিছুদিন আগেকার সেই বিরাট অনুভূতির হারানো আভাষ ফের

ওর মনে ওঠে জেগে। তাকে স্পর্শ করে কে? "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।" এ-সব কি কেবল কথার কথা? মনে জাগে ওর প্রিয়বন্ধু অতনুর একটা কথা: "বিদেশে মনে রাখিস্ আমাদের প্রত্যেকেই আমাদের দেশের তেত্রিশ কোটির প্রতিনিধি—স্বদেশে যে দোষ ব্যক্তিগত বিদেশে তা হ'য়ে দাঁড়ায় জাতিগত।" পালানো? অসম্ভব।

বিস্রম্ভালাপ

ইসাবেলার ঘরের দুয়ারে যখন স্বপন টোকা মারল তখন তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব একেবারে উবে গেছে। মনের মধ্যে এমন একটা হিল্লোল!··· আনার সম্বন্ধে যেমন একটা রক্ষকের মতন ভাব জমে উঠছিল—যেন সেই রকম, না? ভাবে আর মনে মনে হাসে। আনা বলত প্রায়ই: "পুরুষ নারীর ধারক না হ'তে পারলে পুরুষজন্ম সার্থক বোধ করে না।"

—"কে?"

—"ভয় নেই ইসাবেলা—গুণ্ডা না।"

ইসাবেলার হাসিমুখ দেখে মন ভ'রে ওঠে। সে ভেবেছিল বুঝি কত সান্ত্বনাই দিতে হবে। কেবল সঙ্গে সঙ্গে একটু নিরাশও যেন হয়, একটু সান্ত্বনা, একটু ভরসা, একটু মা ভৈঃ—দিতে পারলে যেন মন্দ হ'ত না। তবু বলে: "কী, মন কেমন করছে?"

ইসাবেলা তেমনি হাসিমুখেই বলে: "মন কেমন করবার দিন আর আমার নেই।"

···"ঊ—শ্, খানিকক্ষণ আগে তবে যে কেঁদে ভাসিয়ে দেবার উপক্রম করেছিলে!"

—"তখন যে আমার ইচ্ছে ছিল না চাং-কে একলা ছেড়ে দিতে। কিন্তু যখন চ'লে গেছেই তখন অতীত নিয়ে অনুশোচনা জল্পনা-কল্পনা ক'রে লাভ কি ?"

—"যেন মানুষ লাভ ভেবেই সব কিছু ক'রে থাকে।"

—"প্রথমত, আমরা মানুষ নই—মানুষী ; দ্বিতীয়ত, নব্যা ; এবং শেষত, মানুষ সচরাচর যা ক'রে থাকে চাং বা ইসাবেলাকেও যে তারই জের টেনে চলতে হবে এমন কোনোই কথা নেই। কিন্তু এ-সব বীরত্বের কথা থাক্ এখন। এ-সব মনে অনুভব করাই ভালো, কথার তুলিতে আঁকতে গেলেই হ'য়ে পড়ে কিরকম যেন ফ্যাকাশে—অস্বাভাবিক, নয় ?"

স্বপন হেসে বলে : "বেশ বলেছ ! এতক্ষণ আমারও অনেকটা এই ধরণের কথাই মনে হচ্ছিল, জানো ? কিন্তু বড্ড সময়ে সাবধান ক'রে দিয়েছ। নইলে হয়তো কথার তুলি দিয়ে সে সব আমিও আঁকতে যেতাম —বীর বন্‌তে।"

—"কিন্তু এ-ব্যাপারের কী ছবি আঁকতে তুমি শুনি ?"

স্বপন মুস্কিলে প'ড়ে যায়।—বলতে গিয়েই দেখে বাস্তবিক চাং ও ইসাবেলা সম্বন্ধে সে কত কম জানে। এ-কয়দিন নানা তর্ক আমোদ প্রমোদেই কেটেছে—নাচেই সবচেয়ে বেশি ! অথচ আনার সঙ্গে দুদিন আলাপে সে তার সম্বন্ধে কত বেশি জেনেছিল !···হঠাৎ মনে হ'ল চাং তার নিজের সম্বন্ধে প্রায় কোনো গূঢ় কথাই বলেনি। একটু ভেবে বলে : "যদি বলবার মতন কিছুই না বলো, আঁকবার মতন ছবি আঁকব আমি কেমন ক'রে ? কেবল—" ব'লে একটু থেমে : একটা প্রশ্ন করব ?"

"কী ?"

"নিজের সম্বন্ধে আমাকে বেশি কিছু বলো নি কেন ? চাং কি বলতে বারণ করেছে ?"

—"দূর। চাং কখনো কোনো জিনিষ বারণ করে? ওর সঙ্গে তবে কী মিশলে?"

চাঙের সম্বন্ধে কথা হ'লেই ইসাবেলার ওই গভীর শ্রদ্ধার ভাব স্বপনের বড় ভালো লাগে। পুরুষের সুপিরিয়রিটি-কম্‌প্লেক্স ব'লে কি? না, শ্রদ্ধা জিনিষটাই তাকে বড় মুগ্ধ করে ব'লে?

—"ভাবছ চাং সম্বন্ধে আমি বড় উচ্ছ্বাসিনী, না?"

"যদি বলি—ভুল তো ভাবিনি?"

ইসাবেলা রূপালি হাসির বান ডাকিয়ে দিয়ে বলল: "তাহ'লে আমিও বলব যে, পুরুষের এ-ধরণের মেয়েলি উচ্ছ্বাস শুনতে ভালো লাগে ব'লেই ইসাবেলা তোমার কাছে উচ্ছ্বাসের মুখোস পরে।" বিশ্বাস করবে কি?"

—"বলতে পারো—কিন্তু বিশ্বাস করাতে পারবে না একথা।"

—"কেন?"

—"কারণ ইসাবেলা মুখোস পরতে শেখেনি এখনো।"

—"ভুল বন্ধু, ভুল। যুগ যুগ ধ'রে যাদেরকে মুখোস প'রে থাকতে শেখানো হয়েছে, এক যুগেই তারা কাটিয়ে উঠবে সে-প্রভাব?—না, সত্যিই মুখোস-পরা আমার ধাতুগত হ'য়ে পড়েছে।"

—"কক্ষনো না।"

—"আমার সম্বন্ধে তুমি কী জানো শুনি যে বললে 'কক্ষনো না'?"

স্বপন ঈষৎ ফরাসী ব্যঙ্গ ধরে: "জানি তুমি প্রেম-বিহ্বলা, নিবিড়-কুন্তলা, শিশুসরলা, আবেগচঞ্চলা—"

ইসাবেলা বাধা দিয়ে বলল: ওর মধ্যে, কেবল নিবিড়কুন্তলা বিশেষণটি সুপ্রযুক্ত—বাকি সব ভুল।"

—"কখ্‌খনো না!"

—"তবে শুনবে আবেগচঞ্চলার সত্য রূপ? ধরব নিজ মূর্তি?"

—"তার আগে বরং বলো—চাংকে কোন্ মূর্তি দিয়ে ভুলিয়েছ।"

—"চাংকে ভোলানো যায় না—সে তো আর স্বপন নয়।"

স্বপনের এ-তুলনা ভালো লাগল না। বলল: "স্বপন যদি চাঙের পদবী পেত তবে ইসাবেলা তার সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলত।"

—"ভুল করলে ফের। চাং জীবনকে দেখেছে, মেখেছে, চেখেছে—ওর জলে ডুব দিয়েছে, হাবুডুবু খেয়েছে।"

—"মানে, আমি—"

—"হাঁ অবিকল: জীবনের তুমি জানো কী?—রাগ কোরো না মনামি। তুমি শুধু তীরে দাঁড়িয়ে তার নানা স্রোতকে একটু ভাব-ঢুলুঢুলু চোখে দেখছ বই তো নয়। হাবুডুবু খাওয়া দূরের কথা—ডুব সাঁতারও কাটো নি।"

স্বপন এবার বেশ জোর দিয়েই বলল: সেটি শুনতে মন্দ নয় মানি। কিন্তু একটা কথা ধ্রুব জেনো—যে, উপমা দিয়ে সত্যকে মেলে না—মেলে কাব্য-কুয়াশাকে। কারণ যাকে আমরা খুব কাছ থেকে দেখি তাকেই যে খুব নিবিড় ক'রে চিনি এ-রকম সরল কথা বলে শুধু তোমার মতনই ছেলেমানুষ।"

—"ছেলেমানুষ? আমি?"

স্বপন হেসে বলল: "মনে রেখো যে, ছেলেমানুষ অপবাদে রাগ করাটাই হচ্ছে ছেলেমানুষির সব চেয়ে অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু কিন্তু সে কথা যাক্। তর্কটা যখন তুললেই তখন বলি শোনো—জীবনের ঊর্ণাজালে যে সব চেয়ে বেশি জড়িয়ে পড়ে সেই যে সে-ঊর্ণার স্বরূপ সব চেয়ে ভালো জানে এ-কথা সত্যি নয়। তাহ'লে কেরাণীরা ও শ্রমিকরা জীবন-সম্বন্ধে গেটে বা টলষ্টয়ের চেয়ে গভীর কথা শোনাতো তোমাকে আমাকে।"

—"ঠিক্ বুঝলাম না।"

—"তোমার হাবুডুবু খাওয়ার উপমাটাই নেও না। কী ক'রে তুমি বললে যে জীবনের জলে হাবুডুবু খেয়েছে ব'লেই চাং সংসারকে বেশি চিনেছে? জীবনকে ও চেনেনি বা জানেনি বলছি না—কিন্তু যদি জেনে থাকে তো সেটা শুধু হাবুডুবু খাওয়ার ফলে না—এ নিশ্চয়। কারণ কে না জানে—হাবুডুবু যে খায় তার সবচেয়ে বড় চিন্তা হয়—কী ক'রে ডাঙায় উঠবে। এই লোক জানবে জলের স্বরূপ? কোনো কিছুর সত্যরূপ জানতে হ'লে তা থেকে নিজেকে একটু বিচ্ছিন্ন করতে—তার একটু উপরে উঠতে হয়ই। এই ধরো না কেন, তোমার কথাই যদি সত্যি হ'ত তবে জলের সম্বন্ধে সব চেয়ে চমৎকার ও সত্য কবিতা লিখত জেলে ও নাবিক, নয় কি?"

ইসাবেলা একটু বিপন্নস্বরে বলল: "আমি তোমাদের মতন অত অগাধ জলের কবিও নই—বৈজ্ঞানিকও নই, সেন। শুধু তাই না—আমি দার্শনিক বিচারেও পাকা নই। আমি বলছিলাম কি—" বলেই যায় থেমে।

স্বপন আত্মপ্রসন্ন সুরে হেসে বলে: "না না বলো তুমি অকুণ্ঠে, দার্শনিক কথা আর বলব না আমি!"

ইসাবেলা নম্রস্বরে বলল: "বলবে না কেন? আমার সত্যিই ভালো লাগে। শুধু—বেশি আবছা হ'লে আমি ঠিক ধরতে পারি না। যদি—"

হঠাৎ দুয়ারে টোকা।—"কে?"

—"আমি, মাদাম। একটা তার আছে।"

চাং মাত্র ঘণ্টা তিনেক গেছে। এরি মধ্যে তার? স্বপনের বুকের মধ্যে কেমন একটা ছায়া ঘনিয়ে ওঠে যেন।...

ইসাবেলা তারটা খুলে শুষ্ক মুখে স্বপনের হাতে দিল :

"তুমি অবিলম্বে গ্রাসের হাঁসপাতালে এসো। আমার হঠাৎ মোটর থেকে প'ড়ে হাত ভেঙে গেছে, দেরি কোরো না—চাং।"

স্বপন প'ড়ে তারটি তার হাতে ফিরিয়ে দিল।

ইসাবেলা জিজ্ঞাসা করল : "কথা বলছ না যে ?"

—"কী কথা বলব ?"

—"এটা কি মিথ্যে তার ?"

—"তার আর সন্দেহ আছে ? এ-রকমটা হবে জানত ব'লেই যে চাং ব'লে গিয়েছিল সে নিজে তার করলে Xerexes নাম দিয়ে করবে—এর মধ্যে ভুলে গেলে ?"

—"ভুলিনি—কেবল সন্দেহ হচ্ছে যদি চাংই ভুলে গিয়ে থাকে ও-সঙ্কেতটার কথা ?"

—"তুমি ভারি ছেলেমানুষ ইসাবেল। যে এতটা দূরদর্শী যে, এ-রকম তার আসার কথা ভেবে আগে থাকতে সঙ্কেতের কথা ব'লে যায় সেই যাবে সেটা ভুলে ?"

ইসাবেলা অপ্রতিভ হ'য়ে বলল : "তা বটে !"

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে রইল। স্বপনের কেবল মনে হচ্ছিল—কী নভেলিয়ানা কাণ্ড ! জীবনে যে সত্যিই এ রকম যোগাযোগ হ'তে পারে এ যেন বিশ্বাসই হয় না। অথচ আশ্চর্য এই যে, ব্যাপারটা বাইরে থেকে শুনতে যত উদ্ভটই লাগুক না কেন ভেতর থেকে লাগে বেশ আট-

পৌরে—স্বাভাবিক। ওর মনে প'ড়ে যায়, সে কী মহা উৎসাহ ক'রে অগাধ বিস্ময় নিয়ে মাস কয়েক আগে নরওয়ে যাত্রা— land of the midnight sun দেখতে। কিন্তু মধ্যরাত্রে দুদিন দিগন্তে সূর্যদেবকে দেখতে না দেখতে কই তেমন আশ্চর্য আর মনে হ'ত না তো!

—"এত কী ভাবছ শুনি?"

স্বপন চম্‌কেই একটু অপ্রতিভ হ'য়ে হাসে, পরে বলে:

—"ভাবছিলাম দেশে থাকতে যা উদ্ভট নভেলিয়ানা লাগত—শুনলে বিশ্বাসই করতাম না—এখানে সেই যোগাযোগই ঘটল—দু-দুবার: অথচ প্রতিবারই মনে হ'ল যেন কতই দৈনন্দিন—ঘরোয়া ব্যাপার!"

"ইসাবেলা হাসল। ওর চোখের দৃষ্টিতে ঈষৎ বিষাদ ও উদ্বেগের ছায়া উঠল ফুটে: "সত্যি। আমার জীবনেই কি কম অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেছে গত দু-তিন বছরে? না, দুদিন আগে আমি কখনও কল্পনাও করতে পারতাম—দুদিন বাদে আমাকে কী অবস্থায় দিন কাটাতে হ'তে পারে?"

স্বপন ওর হাতের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে স্নিগ্ধ স্বরে বলল: "ভাবছ কেন ইসাবেল? সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

ইসাবেলার চোখ জলে ভ'রে এল: "কিন্তু যদি চাওের সত্যিই মোটর থেকে প'ড়ে হাত ভেঙে গিয়ে থাকে? যদি সত্যিই সঙ্কেতের কথাটা ভুলে গিয়ে নিজেই আমার নামে তার ক'রে থাকে? যদি—" ওর গলা ধ'রে আসে।

স্বপন তার হাত নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে কোমল সুরে বলল: "না না ইসাবেল—অতগুলো 'যদি' সংসারে জোট পাকিয়ে ষড়যন্ত্র করে না। তাছাড়া গ্রাসে ওর বন্ধুবান্ধবেরাও তো রয়েছে। যদি সত্যি হ'ত, তারা টেলিফোন করত না কি সব আগে?"

—"যদি তারা কোথাও বেরিয়ে গিয়ে থাকে? ধরো জেনেভায় কি শামনি-তে? তারা তো মাঝে মাঝে ছবি আঁকতে টুরে বেরোয়?"

স্বপন একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "না—তা-ও হ'তে পারে না। বললাম না, এত-রকম যদি-র অঘটন এমনভাবে একসঙ্গে ঘটে না!"

হঠাৎ সামনের জানালার পরদাটা দমকা হাওয়ায় স'রে যায়। যুগপৎ দুজনেরই দৃষ্টি পড়ে সামনের রাস্তার একটি পপ্‌লার গাছের গুঁড়ির 'পরে। তার পাশ থেকে নীলচশমা পরা একটি লোক সন্দেহজনক ভঙ্গিতে ত্বরিৎ পাশের মোটরের হুডের আড়ালে স'রে যায়। স্বপন নক্ষত্রবেগে উঠে জানালার কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে দেখে। ইসাবেলাও ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। লোকটা মোটরে চ'ড়ে বসে ও শোফারকে কি বলতেই মোটর দেয় ছুট।

স্বপন তৎক্ষণাৎ ভ্যালেটের ঘণ্টা বাজায়।

ইসাবেলার মুখ ছাইয়ের মতন সাদা হ'য়ে গেল। স্বপন তার দুটো হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে বলল: "ভয় কি ইসাবেল? এ মগের মুল্লুক নয় যে—"

ইসাবেলা লজ্জিত হ'য়ে বলে: "না না—ভয় আবার কি? তবে লোকটাকে আমার যেন মনে হ'ল দেখেছি কোথায়।"

—"আমারও। রাস্তায় আজই সকালে যেন—"

ঘরের দোরে আঘাত।

* * * * * *
* * *

ভ্যালেট এসে অভিবাদন ক'রে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াল।

স্বপন বলল: "ওই সামনের মোটরে নীলচশমা চোখে একটি লোক গেল এইমাত্র। তাকে চেনো?"

ভ্যালেট বলে: "না মসিয়ে। তবে ঘণ্টা দেড়েক আগে উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন মসিয়ে চাং বাড়ি আছেন কি না? উনি ছবি অর্ডার দিতে চান।"

—"আর কিছু?"

—"মসিয়ে কোন্ ঘরে থাকেন জিজ্ঞাসা করছিলেন।"

—"আর কিছু?"

ভ্যালেট ইতস্ততঃ করতে লাগল।

স্বপন তার হাতে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের একটা নোট গুঁজে দিয়ে বলল: "সত্যি বলো—ও লোকটা ভালো নয়।"

ভ্যালেটের সততা উথলে উঠল: "আমারও তাই মনে হয়েছিল মসিয়ে ওর ধরণ-ধারণ দেখে। নইলে বলে কি না ছবি অর্ডার দেবার কথা যেন মসিয়ে চাংকে না বলি।"

—"বটে?"

—হ্যাঁ মসিয়ে। আমি 'কেন' জিজ্ঞাসা করাতে বলল মসিয়েকে হঠাৎ একটা বড় অর্ডার দিয়ে বিস্মিত ক'রে দিতে চায়।"

স্বপন ও ইসাবেলা মুখচাওয়া-চাওয়ি করল।

স্বপন বলল: "তোমাকে আরও পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক বখশিশ দেব যদি ও ফের এলে তুমি ওকে এ-সব কথার একটাও না বলো।"

ইসাবেলা বলল: "আর ও যদি ফের আমাদের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করে এসে ব'লে যেও সব।"

ভ্যালেটের প্রভুভক্তি দেখে কে? বলে: "নিশ্চয় মাদাম। ও লোকটাকে আমার কেমন খারাপ লেগেছিল প্রথম থেকেই—

স্বপন মনে মনে হেসে বাধা দিয়ে বলল: "আচ্ছা হয়েছে—এখন তুমি যেতে পারো।"

স্বপন স্মিতচক্ষে ওর চোখের পানে ফিরে তাকাল, ভাবটা: "বলিনি ?"

ইসাবেলা অস্ফুট স্বরে বলল: "সত্যি। চাং কত ভেবে কাজ করে !"

স্বপন কোথায় যেন একটা নৈরাশ বোধ করে। কিন্তু কিছু উত্তর দেয় না।

ইসাবেলা বুঝতে পারে কেমন ক'রে। তক্ষনি বলে: "তোমাকে কী ব'লে ধন্যবাদ দেব কারো মিয়ো ? তুমি না থাকলে—" কথাটা শেষ না ক'রে স্বপনের একটা হাত ও নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়।

স্বপনের ক্ষোভ জল হ'য়ে যায়। ওর হাতের 'পরে স্নেহভরে নিজের হাতের চাপ দিয়ে বলে: "এতে ধন্যবাদের আবার আছে কী বলো তো ?"

—"বাঃ! নেই! তুমি না থাকলে আমি নিশ্চয় সাত-পাঁচ ভেবে শেষটায় গ্রাসের পানে ছুটতাম। আর পথে কী যে হ'ত তা হ'লে !—উঃ ভাবতেও গা কাঁপে !"

* * * * * *
* * *

ইসাবেলা: "আমি ভাবছি—"

স্বপন সপ্রশ্ননেত্রে বলে: "কী ?"

—"কিছু না।"

—"নিশ্চয় কিছু। বলো।"

ইসাবেলা ফিক ক'রে হেসে ফেলে: "অপরে মনের কথা বলতে না চাইলে কেবল মেয়েরাই পীড়াপীড়ি করে, না ?"

স্বপন একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে হাসে: "ও-সব ঠাট্টায় আমি ভুলছি না।

তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলে—কিন্তু কুণ্ঠিত হচ্ছ—শুধু ভদ্রতাবশে। না?”

ইসাবেলা মুখ নিচু ক’রে একটু চুপ ক’রে থেকে বলে: “হ্যাঁ, কিন্তু ভদ্রতাবশে নয়।”

—“যা-বশেই হোক্। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যখন—তখন জানতে চাওয়ার অধিকার আমার মারে কে?”

ইসাবেলা খানিকক্ষণ চুপ ক’রে ভাবে। পরে স্বপনের চোখের ’পরে ওর অচঞ্চল দৃষ্টি রেখে বলে: “তোমাকে আমাদের বিপদের মধ্যে জড়াই কেন স্বপন? আমাদের কী অধিকার আছে? বিশেষ যখন এতে সত্যিকার বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। হয়তো গুলিটুলি ছুড়তেও পারে। ওরা সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। আমি জানি তো।”

স্বপনেরও ঠিক এই কথাই মনে হচ্ছিল একটু আগে। কিন্তু ইসাবেলার মুখে এর প্রতিধ্বনির দম্‌কা হাওয়ায় ওর কুণ্ঠাভয়ের কুয়াশা যায় উড়ে, বাহাদুরির হাসি হেসে বলে: “পাগল? এ কি মগের মুল্লুক না কি? তাছাড়া ওরা তোমাকে গুমি করতে চায়—গুলি করতে তো আর চায় না।”

—“কে বলতে পারে?”

—“বাঃ, তা হ’লে ওদের সব কাজই যে হবে ভণ্ডুল।”

ইসাবেলার কথায় বিষাদের ছায়া পড়ে: “কে জানে? যদি গুমি করা সম্ভব না হয় তবে গুণ্ডারা হয়তো আমাকে খুন করবারি হুকুম পেয়েছে।”

শত চেষ্টা সত্ত্বেও স্বপনের বুকের মধ্যে কোথায় একটা আতঙ্ক মোচড় দিয়ে ওঠে; কিন্তু মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে: “দুস্। মেয়েকে না কি আবার কখনো—”

—"কিন্তু তুমি মেয়েকে জানলেও বাবাকে তো জানো না বন্ধু। তিনি ভয়ানক রাগী—দ্বেষ ঈর্ষা তাঁর মজ্জাগত। এক অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশী এসে তাঁর মেয়েকে হরণ ক'রে নিয়ে যাওয়ায় তাঁর অকলঙ্ক বংশগৌরবের 'পরে ঘা পড়েছে যে! তবে এ-সব হয়তো তুমি ঠিক বুঝবে না।"

স্বপন হেসে বলে: "এবার কিন্তু তোমার ভুল হয়েছে ইসাবেলা। বাঙালি জাত আর কিছু বুঝতে পারুক বা না-পারুক বংশ-টংশ নিয়ে কুরুক্ষেত্রটা বেশ বোঝে। কেবল এর দরুণ নিজের মেয়ে-জামাইকে গুলি করাটা—" কথাটা সে শেষ না ক'রেই ছেড়ে দেয়।

ইসাবেলার মুখে ছায়া আরও ওঠে ঘনিয়ে, বলে: "যে-লোক মিথ্যা সন্দেহের ঈর্ষাবশে তার স্ত্রীকে গুলি করতে পারে—তার পক্ষে বংশ-কৌলীন্যের খাতিরে গুণ্ডা লাগিয়ে পলাতক মেয়ে-জামাইকে গুলি করা কি এতই অকল্পনীয় ব্যাপার?"

স্বপনের গায়ে কাঁটা দেয়: "বল কি!!"

ইসাবেলা ধরা গলায় বলে: "তোমাকে কতটুকুই বা বলেছি স্বপন—আমার—আমার অভিশপ্ত জীবনের?" বলতে বলতে সে নিজের মাথাটা দুই হাতে চেপে ধরল।

স্বপন উদ্বিগ্ন সুরে বলল: "কী হ'ল?" ইসাবেলার মুখ এমন ফ্যাকাশে দেখায়!

—"মাথাটা কেমন করছে।" ব'লেই ও স্বপনের কোলে মাথা রেখে সোফাটিতে শুয়ে পড়ল। স্বপনের উৎকণ্ঠার মাত্রা বেড়ে ওঠে: "স্মেলিং সল্টটা—" পাশের টেবিলেই ছিল, হাত বাড়িয়ে নেয়—"দেব?"

—"দাও।"

* * * * * *

ইসাবেলা একটু সুস্থ বোধ করে, বলে : "উদ্বিগ্ন হোয়ো না, এ-রকম আমার মাঝে মাঝে হয়। এক্ষুনি কেটে যাবে।" ব'লে সেই ভাবেই খানিক শুয়ে প'ড়ে থাকে স্বপনের কোলে মাথা দিয়ে। পাশের দেরাজ থেকে জাপানী পাখাটা নিয়ে স্বপন ওর মাথায় হাওয়া করতে থাকে। ইসাবেলা বুঝি ঘুমিয়ে পড়ল?...স্বপন তাকে না জাগিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। সামনের সমুদ্রের বুকে সূর্যকিরণে লক্ষ ঝিকিমিকি কাঁপে। ঠিক মাঝখানে দুটো ছায়ার স্তম্ভ। মেঘের ছায়া এমন মেদুর হ'য়ে লুটিয়ে পড়ে! ছায়া-স্তম্ভ দুটি ধীর মন্দ গতিতে বইতে বইতে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। জলের বুকে দুটি সরল রেখা বেশ পরিষ্কার হ'য়ে ওঠে। পাঁটল থেকে ধুসর জলকে ভাগ করে প্রথমটি; ধুসর থেকে নীলাভ জলকে ভাগ করে দ্বিতীয়টি। নীলাভ জলের অংশটি দেখায় যেন ঠিক একটি পাড়ের মতন। মনটা এমন ভ'রে ওঠে! এক-একবার তাকায় লাবণ্যময়ী ইসাবেলার মুদিত নয়নের দীর্ঘ পক্ষ্মের পানে, এক-একবার—সামনের সুদূর-বিস্তীর্ণ অশ্রান্ত লহরী-নৃত্যের পানে। খানিক-আগেকার আতঙ্ক-রোমাঞ্চ ও বিস্বাদ বিপদের উত্তেজনা-মিশ্রিত চাঞ্চল্যের ভাব যায় কেটে, ও তার স্থলে একটা মুগ্ধ আবেশ—আত্মপ্রত্যয় জেগে ওঠে। চুপ ক'রে ইসাবেলের মাথায় হাত বুলোতে থাকে। এলো-চুলের গন্ধে তার তৃপ্তির ঘোর যেন আরও নিবিড় হ'য়ে ওঠে। ওকে এত আপন তো কখনো মনে হয়নি এসে অবধি! কোথা থেকে যেন ওদের দুজনের মধ্যেকার সব বাধা, সব কুণ্ঠা, এমন কি নর-নারীর দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্বের সীমারেখাটি পর্যন্ত স'রে গেছে!... একই বিপদের এলোমেলো হাওয়ায় দুটি বহুদূরের অচেনা তরণী ভাসতে ভাসতে পরস্পরের কত কাছাকাছি স'রে এসেছে অলক্ষিতে!...

ইসাবেলা হঠাৎ তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে: "স্বপন, ওমো-রা ওখানে একটা তার করো না কেন?"

স্বপনের আবেশের ভাবটা ফিকে হ'য়ে যায়—মুহূর্তে। "এক্ষুনি" ব'লে পাশে মেডের বোতাম টেপে।...ইসাবেলা উঠে বসে।

মেড এলে তার হাতে একটি টেলিগ্রাম ফর্মে লিখে দেয়: "এখানে নীলচশমাওয়ালা চর। তুমি কি পৌঁছেছ? তার এসেছিল—তোমার নাকি হাত ভেঙে গেছে—আমাকে এক্ষুনি যেতে। অবিলম্বে তার কোরো —ইসা।"

কিন্তু মেড বেরিয়ে যেতে না যেতে স্বপন তাকে ডাকে ফের। বলে: "থাক্—ওটা আমাকে দাও।"

মেড চ'লে গেলে ইসাবেলা তার দিকে তাকায় জিজ্ঞাসু চোখে। স্বপন বলে: "মনে হ'ল আমি নিজেই এ-তারটা ক'রে দিয়ে আসি। কাজ কি—চাকরদের হাতে দিয়ে এ-সব? বুঝলে না?"

ইসাবেলা বোঝে। কৃতজ্ঞ সুরে বলে: "ধন্যবাদ, মনামি!"

—"তুমি দোর বন্ধ ক'রে একটু বোসো ইসাবেলা, আমি তারটা ক'রে দিয়েই আসছি পনের-বিশ মিনিটের মধ্যে।" মনটা ওর খুশিতে ভ'রে উঠেছে।....

আজগুবি

পোস্টাফিসে যাবার পথে স্বপনের মনে হ'ল যেন সেই লোকটাই মোটরে ক'রে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু চোখে তার নীলচশমাটা ছিল না ব'লে খুব জোর ক'রে বলতে পারল না সেই মুখই কি না। কিন্তু মোটরটার নম্বর চোখে পড়ল। তার ক'রে দিয়ে ফেরবার পথে আর সন্দেহ রইল না। ফের পাশ দিয়ে সেই ৮৩৩ নম্বরের সিত্রঁ মোটরটাই হু হু ক'রে বেরিয়ে গেল। সেই একই লোক—অবধারিত!

মনটা ওর কেমন খারাপ হ'য়ে গেল হঠাৎ! এদের মৎলব কি? সত্যই কি এরা ইসাবেলাকে গুমি করবে? এ-সব দেশে কি হয় ও-ধরণের উদ্ভট কাণ্ড? খুন জখম—মানি। কিন্তু গুমি? দুর্! হ'তেই পারে না।

কিন্তু তার মনে পড়ল আনার একটা কথা। একটি যুবক বছর পাঁচেক আগে তাকে অনেক সাধ্যসাধনা করে। ভার্সে'এ আনা রাজি না হওয়ায় সে গুণ্ডা লাগিয়ে সত্যিই তাকে একটা মোটরে তুলেছিল ক্লোরোফর্ম ক'রে। একটা অভাবনীয় যোগাযোগে সে রক্ষা পেয়ে যায়। ছেলেটি ধনিপুত্র ও স্বভাব-লম্পট। গুণ্ডা দুটির জেল হ'ল কিন্তু কর্তাটির কোনো সাজা হয়নি। প্রমাণ মেলেনি।

স্বপন ঠিক করল খুবই সাবধান হ'তে হবে এবার। হঠাৎ পিছন দিকে চাইল—স্নায়ুর মধ্যে কেমন যেন শির শির ক'রে ওঠে। ঐ একটা লোক দূরে ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে ঊর্ধ্বমুখে আপ্রাণ শীষ দিচ্ছে না? এত উদাসীনভাবে? স্বপনের সন্দেহ বাড়ল। চাং ওকে শার্লক

হোম্‌সের একটা গল্প বলেছিল সেদিন—অপরের-পাঠানো টেলিগ্রাম-ফর্মে একটা ভুল কথা লেখা হ'য়ে গেছে ব'লে হোম্‌স্ সেটা টেলিগ্রাম-ক্লার্কের কাছ থেকে চেয়ে তারটা প'ড়ে নিয়েছিল। ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। ও-লোকটা হয়তো তার পাঠানো টেলিগ্রামটা ঐভাবে চেয়ে নিয়ে প'ড়ে ফেলেছে—কিম্বা একটু বাদেই ফেলবে। টেলিগ্রাম ক্লার্ক তো আর মনে ক'রে রাখতে পারে না—কোন্ টেলিগ্রাম কে দিয়েছে। সে তক্ষনি ফিরল পোস্টাফিসে, ও আর একটা তার ক'রে দিল: "খানিক আগে আর একটা তার করেছি। যদি পারো কোনো পোস্টাফিস থেকে একটা ফোন করলে খুব খুশি হব। আমাকে একজন অনুসরণ করছে মনে হ'ল।—সেন।"

ফেরবার পথে ইচ্ছে ক'রেই ও হঠাৎ একটা গলিতে বিদ্যুদ্বেগে বেঁকল, তারপরেই আর একটা গলিতে। তার পরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ সেই শীষদাতা!—দ্রুতপদে আসতে আসতে ওকে দেখেই থম্‌কে গিয়ে ফিরে পাশের একটা ছোট্ট গলিতে ঢুকে গেল। সন্দেহের আর পথ কই?

বাড়ি গিয়েই ও উদ্বিগ্নচিত্তে তাড়াতাড়ি ইসাবেলের ঘরের দোরে আঘাত করল।

—"কে?"

—"আমি—ভয় নেই।"

স্বপনের বুকের ওপর থেকে একটা বোঝা নেমে গেল।—ইসাবেল মজুদই আছে। সর্ব রক্ষে!...

প্রাক্‌পরিচয়-পর্ব

ইসাবেলা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল : "একটা লোক তোমার পিছু নিয়েছিল মনে হ'ল। নেয় নি?"

মিথ্যে ওর উদ্বেগ বাড়িয়ে লোকসান বই লাভ নেই। স্বপন বলল : "দূর।"

—"দূর্ না। আমি স্বচক্ষে দেখলাম—একটা লোক ঐ পাম গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে যেন তোমার পিছু পিছু—"

বলতে বলতে সে ব্যালকনির রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। স্বপনও। কেউ কোথাও নেই। স্বপন বলল : "দেখ, কী সুন্দর নীল আকাশ—"

—"সত্যি, এত গাঢ় নীলাকাশ য়ুরোপে বড় মেলে না।"

—"কেন তোমাদের দেশে তো শুনি খুবই মেলে।"

—"আমাদের দেশকে তো আর য়ুরোপীয়েরা ঠিক য়ুরোপ বলে না।"

—"তাই না কি?"

—বাঃ! চাং কত ঠাট্টা করে না স্পেন মিডীভাল—আধা-ওরিয়েণ্টাল, সৃষ্টিছাড়া—আরো কত কী ব'লে--স্বকর্ণেই শোনো নি?

—"আমার কিন্তু ঠিক্ সেইজন্যেই স্পেন দেখতে দারুণ ইচ্ছে করে, জানো? আমার মনে হয় Loyola-র জন্ম অন্য কোথাও হ'তেই পারত না।"

—"সে তো সব দেশেরই প্রতি বড় লোকের সম্বন্ধেই বলা যায়। প্রত্যেক দেশের ও সভ্যতারই এক-একটা ধারায় তার বিশিষ্ট মানুষগুলি গ'ড়ে ওঠে—চাং বলে না?"

—"বলে বটে।"

দুজনে খানিক বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

দিগন্তবিতত নীল জলের স্বচ্ছ বাগান। রকমারি সাদা ঢেউয়ের ফুল—রকমারি গতির ছন্দে ফুটছে ঝরছে আবার হেসে ফেটে মিলিয়ে যাচ্ছে। কতরকম রং বদলায় বহুরূপী লহরীর বুকে। ওই—ওই—ওইখানে মেঘের ছায়া প'ড়ে পাশের স্ফটিক-বিম্বগুলি আরো উজ্জ্বল, আরো সুন্দর দেখায়!…হঠাৎ ঐ একটা মকর উল্লাসে জলের ওপর ধনুকের মতন রেখা কেটে জলে দিল ডুব। সর্ব্বাঙ্গ স্বচ্ছ নীলাভ—মুখটা সিন্ধুঘোটকের মতন। কী আনন্দ ওদের' গতিতে!…

হঠাৎ ইসাবেলা তাকে ঠেলা দিয়ে বলে: "ঐদিকে ঐ নৌকো—শীগ্‌গির!"

মোটর বোটটি নেগ্রেস্কো হোটেলেরই। ত'তে একটি নিগ্রো যুবক ও একটি শ্বেতাঙ্গিনী সুন্দরী যুবতী। যুগলের ঢলাঢলি দেখে কে? এ ওর গায়ে ছুঁড়ে মারে ফুল—ও এর গায়ে ছুঁড়ে মারে হাতের পাখা। হাসাহাসি—গলাগলি—শেষে—যা হবার—চুম্বনে পরিসমাপ্তি। স্বপনের একটু যেন কেমন কেমন লাগে। বলে: "এ দৃশ্য এক ফরাসী দেশেই সম্ভব বোধ হয়!"

ইসাবেলা হেসে বলে: "ভুল—কারো মিয়ো,—ভুল। রুষ দেশেও—ইতালিতেও—স্পেনেও হয় এ-রকম। শুধু যে হয়—তাই না, আমি জানি এই-ই অনেক মেয়ে ভালবাসে।"

—"মানে—ঐ রকম কা—কুশ্রী পুরুষের প্রতি অমন সুন্দরী মেয়ের আকৃষ্ট হওয়া?"

ইসাবেলা ঘাড় নাড়ে শুধু।

তার এতটা সহজ অনুমোদনের ভাব কি-জানি-কেন স্বপনের ভালো লাগল না। বলল: "তা' হ'লে বলতে হবে এটা প্যাথলজিকাল।"

ইসাবেলা হাসল : "চাং থাকলে বলত—তুমিও শেষটা য়ুরোপের ধাঁচ পেলে মনামি ?"

—"অর্থাৎ ?"

—"চাং বলে শোনোনি—য়ুরোপ বড় নাম-ভক্ত। কোনো-কিছুর একটা গালভরা নাম দিতে পারলেই ভাবে বুঝি ব্যাপারটার তল মিল্‌ল।"

স্বপনের মনে পড়ল, চাং দু-একবার বলেছিল বটে কথাটা : "স্বপ্ন দেখি কেন ?—না উইশ-ফুলফিলমেণ্ট—ব্যস্‌, সব জলের মতন সাফ ! কিন্তু কার উইশ্‌ ?—বাঃ, সাবকনশাসের যে ! এও জানো না ? কেউ একটিবার তলিয়ে ভেবে দেখে না যে, সাবকনশাস নাম দিলেই ও বস্তুর এক তিলও পরিষ্কার হয় না—ও যেমন অবোধ্য তেমনি অবোধ্যই থেকে যায়। কারুর একবারও মনে হয় না যে, ব্যাখ্যা বলে কেবল তাকে—যার আলোয় মনে আর 'কেন' প্রশ্নই ওঠে না। অ্যাগনস্টিকদেরও আমি সম্মান করি—মাপজোপকারী বৈজ্ঞানিকদেরও আমি খাতির করি। কিন্তু আমার চোখের বালি—এই বিজ্ঞম্মন্য সিউডোসায়েন্টিস্‌ট্‌। যা মাপাজোপা যায় না তাও ওরা মাপবেই—লেবেল আঁটবেই—ছোট ছোট পায়রার খোপে পুরে বলবেই বলবে—আমরা ব্যাখ্যা করে দিলাম সব—জলের মতন।"

ইসাবেলা উত্তর না পেয়ে ঝুঁকে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : "কী ? কথা কচ্ছ না যে ! রাগ করলে না তো ?"

স্বপনের চমক ভাঙল। হেসে বলল : "দুর্‌।"

—"কী ভাবছিলে এত তা হ'লে ?"

—"ভাবছিলাম—ও এমন-কিছু বলবার মতন কথা না।"

—"তা হোক—বলো।"

স্বপন একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "আমি ভাবছিলাম—তুমি কতটুকু জেনেছ, শিখেছ, চেখেছ এক চাংকে দিন কয়েক ভালোবেসে!"

ইসাবেলা টপ করে বলল : "কিন্তু এ-কথা তুমি ধ'রেই বা নিলে কেন যে, এক চাংকে ছাড়া আর কাউকে আমি ভালবাসিনি?"

—"তুমি!"

—"কেন? আমার হৃদয় কি এতই জড় যে, চব্বিশ বছরের মধ্যে একজন ছাড়া মনের মানুষ খুঁজে পেতেই পারি না?"

স্বপন চুপ করে থাকে।

—"ব্যথিত হলে না কি—আমাকে বহুবল্লভা জেনে?"

স্বপন বলে : "এক সময়ে হয়তো হতাম।—কিন্তু মানে—কেবল জানতে ইচ্ছে হয়"— বলেই থেমে গেল।

ইসাবেলা বলল : "কী?"

—"এমন কিছুই না—তবে—"

—"তবে বলোই না কেন খোলাখুলি—অত আমতা আমতা রেখে!"

—"বলা যায় কি—সব না জেনে? তোমার ভালোবাসার ইতিহাসের আমি কী জানি বলো যে, তার সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করব?"

"—এতটা উদার যখন হতে পেরেছ তখন তোমাকে বলা যেতে পারে আর একটু।"

—"কী? ভালোবাসার ইতিহাস?"

—"তাই। কিন্তু শুনতে কি তোমার ভালো লাগবে?"

—"বলো না ইসাবেল। এ সব তো জিজ্ঞাসা করা যায় না—অথচ জানতে কার না আগ্রহ হয়?"

—"তোমার হয়? সত্যি বলছ?"

—"না হ'লে তোমায় আমার নিজের কথা এত বললাম কেন বলো তো? অথচ তুমি কই কিচ্ছুই বলোনি তো কোনোদিনই।"

—"রাগ কোরো না বন্ধু। তুমি বলেছ, কারণ তুমি স্বভাবশিল্পী। জানো তো, রাজা পঞ্চদশ লুইর ক্রমাগত হাঁই উঠত যদি তাঁর সামনে কোনো কথোপকথনে তাঁর নিজের সম্বন্ধে প্রশস্তি ছত্রে ছত্রে না থাকত।" ব'লে একটু থেমে ইসাবেলা হেসে বলে: "প্রতি শিল্পীই হচ্ছেন এক-একটি মূর্তিমান লুই। অপরের মনের আয়নায় নিজের আত্মকাহিনীর ছায়া না ফেলতে পারলে তাঁরা তেম্‌নি অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠেন যেমন তরুণীরা হ'ন ঝকঝকে আয়নায় সর্বদা নিজের মুখ দেখতে না পেলে।"

হঠাৎ ঘরের দোরে আঘাত।

—"কে?"

—"আমি, মাদাম।"

স্বপন গিয়ে দোর খুলে দিল। মেড ও ভ্যালেট দুঠো ট্রে হাতে।

স্বপন বলল: "এ কি? ওহো—ঘরে খাবার দেবার কথা ছিল বটে। কিন্তু কই, আমি তো অর্ডার দেইনি?"

ভ্যালেট বলল: "মসিয়ে চাং নিজেই ব'লে গিয়েছিলেন আমাকে—ঠিক বারটার সময় যেন আপনার ঘরে আপনাদের দুজনের খাবার দিয়ে যাওয়া হয়।"

ইসাবেলা বলল: "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, ধন্যবাদ। কেবল দুটো ছোট টিপয় দিয়ে যাও।"

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে স্বপন বলল: "চাঙের খুঁটিনাটির দিকে কী আশ্চর্য দৃষ্টি! মাথার উপরে এত বিপদ ঝুলছে খাঁড়ার মতন—অথচ এ-সব সে এমন পরিপাটি ক'রে ভেবে রেখে গেছে!"

ইসাবেলা গর্ব্বিত কণ্ঠে বলে: "ও এক আশ্চর্য মানুষ! অপরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি যেমন ওর খর দৃষ্টি—সব অবস্থায়ই তেমনি নিখুঁত ওর ব্যবস্থা, অটল—চিত্তস্থৈর্য! বোধ হয় ফাঁসিকাঠে ঝুলবার সময়েও ও টাইপিস্টকে ব'লে যেতে পারে কোন্ পত্র-লেখককে কী উত্তর দিতে হবে।"

মেড ও ভ্যালেট দুটো টিপয় দিয়ে গেল।—"আর কিছু মাদাম?"

—"না। ধন্যবাদ।"

স্পেনোদ্ভবা

ইসাবেলার চোখের কোণে ছায়া এল নিবিড় হ'য়ে। বলল:

"প্রথমে একটু ইতিহাস দেই।

"সেরানো বংশের নাম হয়তো স্পেনের ইতিহাসে প'ড়ে থাকবে। শুনেছি সেভিলে বিখ্যাত Giralda Tower-এর নির্মাণে নাকি আমার এক বিখ্যাত পূর্বপুরুষের হাত ছিল। নেপোলিয়নের ভাই জোসেফ বোনাপার্ট যখন স্পেনের সিংহাসনে, তখন Vittoria-তে যুদ্ধ করেছিল আমার প্রপিতামহের কাকা। শোনা যায়—অন্ততঃ আমাদের বংশের পঞ্জিকায় আছে—যে বিখ্যাত স্পানিশ আর্মাডায়ও আমার বাবার পিতামহ না প্রপিতামহ যুদ্ধ করেছিলেন, যিনি তার আগে ছিলেন নাকি জলদস্যু। কিন্তু এ-সব হচ্ছে প্রধানত কিংবদন্তী।"

—"তবে যে বললে তোমাদের বংশের পঞ্জিকায় আছে?

ইসাবেলা একটু হাসল, বলল: "অভিজাতদের চারণরা যে অনেক সময়েই নেশাখোর ও মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন শোনোনি কি? চাং বলে:

জাতির ইতিহাসেরও অনেকখানিই এই রকম সব সত্যসন্ধী মহাপুরুষদের লেখা। তাই ইতিহাসের বিড়ম্বনা এখন থাক্। কেবল এইটুকু জেনে রাখো যে ১৮৬৯ না ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আমাদের পিতামহের কে এক খুড়ো না জ্যাঠা—General Serano—স্পেনের অছি হ'ন! সেই নিয়ে আমাদের খুড়ো জ্যাঠার দল আজও অহঙ্কারে মাটিতে পা ফেলেন না। সোজা নীলরক্ত! প্রিমো দি রিভিয়েরার কাছে আমরা খাতির দাবি করতাম সেদিনও—শুধু এই গর্বে। ভাবতে পারো?"

ব'লে একটু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে ইসাবেল ব'লে চলল: "একদিকে এই বনেদি নীলরক্ত—টকটকে নীল—অন্যদিকে পিরেনেতে, কাতালোনায় ও আন্দালুসিতে জমিদারি, ফ্যাক্টরি, মিল্। মানে অজস্র অর্থ। আর রক্ষে আছে? বংশের সঙ্গে অর্থ-গৌরব জুড়লে যে কী অনর্থ ঘ'টে যায় জানো তো—মানুষ অনেক সময়ে হ'য়ে ওঠে প্রায় উন্মাদ। অবিশ্যি মানুষের উন্মাদ হ'তে বেশি উপচারের দরকার করে না। শুধু বংশ-গৌরবেই ও হয়। স্টীভেন্‌সনের ওলালা পড়েছ?"

—"অনেকদিন আগে পড়েছিলাম। স্পেনের সে কোন্ এক পুরোনো প্রাসাদে সেই এক রোমাণ্টিক মেয়ে যার বাপ না মা উন্মাদ ছিল, না?"

—"হাঁ! স্টীভেন্‌সন্ ছিলেন কল্পনা-বিলাসী শিল্পী। ব্যাপারটায় একটু বেশি রঙ চড়িয়েছেন। বইটা পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দেয় তাঁর জেকিল ও হাইডের গল্পের মতন। কিন্তু এ-থেকে একটা সত্য পরিচয় পাওয়া যায় ব'লেই বইটার কথা তুললাম।"

—"যে, তোমরা মিডীভাল এখনো?"

—"শুধু তাই না। স্পেনের দস্যুতা, বীর্য, বিলাস, ষড়যন্ত্র, রূপ, উন্মত্ততা ও বনেদি বংশ এই সবেরই বনেদি বীজাণু আমার ধমনীতে বইছে

অহরহ—অনেকটা সেই ওলালার মতন। যদিও পুরোপুরি নয় হয়ত।" ব'লে ইসাবেলা একটু হাসল।

—"পুরোপুরি নয় মানে?"

—"সে থাক্। আমি এ থেকে যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা এই যে, আমার মধ্যে যে অশান্তি ও চাঞ্চল্য এত প্রবল তার মূলে আছে এই যুগসঞ্চিত বংশপ্রভাব।"

—"যদি বলি—বর্তমান য়ুরোপের হাওয়ার মধ্যে যে লক্ষ্যহীন উদ্দামতার মাইক্রোব ঘুরে বেড়াচ্ছে—তারা?

ইসাবেলা কেমন একরকম হেসে বলল: "জানি না। এ-সব বলতেও কেমন অশান্তি বোধ করি। ঐ লক্ষ্যহীন ভাব আমাকে বেঁধে। আর মনে হয় আমি সব চেয়ে কম জানি নিজেকে। মনে ধিক্কার জন্মায়।"

স্বপন কোমল সুরে বলে: "আমার কি মনে হয় জানো, ইসাবেল? মনে হয় নিজেকে যন্ত্রণা দিয়ে আনন্দ পাওয়ার প্রবৃত্তি বোধ হয় আমাদের সকলের মধ্যেই আছে—শুধু কম আর বেশি। তাই মনে হচ্ছিল—এ-সব নিয়ে সংজ্ঞানির্ণয় করতে যাওয়া মূঢ়তা—যদিও হয়ত মোটামুটি কয়েকটা শ্রেণী আছে যা—"

—"আমাকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলবে স্বপন?—যে চায় এক, করে আর? যে ভালোবাসে যাকে তাকে অনেক সময়েই শ্রদ্ধা করতে পারে না—যাকে শ্রদ্ধা করে তাকে প্রায়ই ভালোবাসতে পারে না?—যে জীবনে চায় সুষমা, সংযম—কাজে—উচ্ছৃঙ্খলতা, অমিতাচার?—যে ভালোবাসে চরিত্রবলের শুষ্ক মরু—ডুবে থাকতে চায় বিলাসের পঙ্কে?—যে গড় করে সত্যকে—বরণমালা দেয় মিথ্যাকে?"

স্বপন প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে যায়।

ইসাবেলা বলে: "ভাবছ আমি নিও-রুসো? কিন্তু তা নয়। নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন ক'রে আমার আনন্দ নেই। আমার বলবার কথাটা শুধু এই যে, যে-শিক্ষা-দীক্ষার আবহাওয়ায় আমি মানুষ, যে-বংশে আমার জন্ম, যে-বিলাসে আমি লালিত, যে-অসংযমে আমি আজন্ম অভ্যস্ত তা'তে আমার চরিত্রের অন্য কোনোরকম পরিণতি হওয়াই অসম্ভব ছিল। কথাটা আরো একটু পরিষ্কার ক'রে বলি। কিন্তু তা করতে হ'লে আগে আমার জীবনের কয়েকটা গোড়াকার অধ্যায় বলতে হয়।"

ব'লে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলতে লাগল: "তোমায় বলেছি—আমাদের বংশের খুব বেশি খাতির এই জন্যে যে, পঞ্চাশ ষাট বছর আগে আমাদের পিতামহের এক পিতৃব্য স্পেনের এক বিপ্লবের সময় হয়েছিলেন রাজার অছি। কাজেই আমার পিতা ও পিতামহকে লোকে জেনারেল ব'লে সম্মান দেখিয়ে এসেছে। কিন্তু ওঁদের দুজনেরই উপাধি হওয়া উচিত ছিল জেনেরাল সেরানো নয়—ঘাতক সেরানো!"

স্বপন একটু আশ্চর্য হ'য়ে ওর মুখের দিকে তাকায়।

ইসাবেলের মুখে একটা শুষ্ক হাসি ফুটে ওঠে, বলে: "পিতার প্রতি ঠিক কন্যাসুলভ ভাষা নয়, না? কিন্তু মাকে যখন তিনি গুলি করেন—" স্বপনের গার মধ্যে কি রকম শির্ শির্ ক'রে ওঠে—"তখন আমার বয়স এগার—বোঝবার বয়স হয়েছে বৈ কি খুন কা'কে বলে।"

—"ইসাবেল, থাক, এ-সব বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে—কাজ নেই। এসো, অন্য কথা কই।"

ইসাবেলা হাসল: "আমি যে-দুঃখের বোঝা আজন্ম ব'য়ে এসেছি, এটুকু বলার দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে সে-ভার কতটুকু হালকা করবে বন্ধু?—কিন্তু যাক এ-সব মন্তব্য। —কি বলছিলাম যেন? হ্যাঁ, শিক্ষার

ও আদরের আমার ক্রটি ছিল না। দু-দুটি গভর্নেস আমার পাঁচ বছর বয়স থেকে মজুদ। কাজেই দশ বছর বয়সেই জর্মন, ফরাসী ও ইংরাজী বেশ পরিষ্কার বলতে শিখে গিয়েছিলাম। তার ওপর বাবার সঙ্গে বেড়াতামও অজস্র। অর্থের তো আর অভাব ছিল না। তিনি মিশতেও জানতেন। কাজেই ষোল বছর বয়সের মধ্যে আমি প্রায় সমস্ত য়ুরোপ বেড়িয়ে শেষ করেছিলাম বললেই হয়।

"ফলে হ'ল এই যে, সংযম বা নিয়মানুগত্য ব'লে কিছু শেখবার আমি সুযোগ পাইনি, প্রবৃত্তির বেহিসেবি ঝ'ড়ো হাওয়াই হ'য়ে উঠেছিল আমার দিশারি।" ব'লে একটু থেমে বিষাদের সুরে বলল: "এ আমার অতিরঞ্জন নয় স্বপন। যে-পরিবেশের মধ্যে আমি মানুষ সেখানে প্রবৃত্তিতে গা-ভাসান দেওয়াই ছিল আভিজাত্যের চরম নিদর্শন—কী পুরুষের, কী নারীর। আশৈশব যা চেয়েছি পেয়েছি—বিলাস ও সুখচর্চার মধ্যে থেকেছি ডুবে। এতে কি চরিত্রের বনেদ গ'ড়ে ওঠে কখনো?"

স্বপন কোমল স্বরে বলল: "কেন এ-ভঙ্গিতে কথা বলছ ইসাবেল? যার চেতনা এসে গেছে যে জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতাই আদর্শ নয়—তার তো আসল ফাঁড়াই কেটে গেছে। নয় কি?"

ইসাবেলা হাসে: "ভুল, কারো মিয়ো, ভুল। এ তো চেতনা নয়—ধারণা। আর মানুষ গ'ড়ে ওঠে তো শুধু আদর্শের ধারণা দিয়ে নয়: সাধনায়, উর্ধ্ব-প্রয়াসের তিলে-তিলে-সঞ্চিত আনন্দ বেদনা দিয়ে। এ-সব আমি জানলাম কবে বলো? যদি চাঙের সংস্পর্শে না আসতাম—হয়তো আমি জীবনের একটা বিকৃত রূপকেই জেনে রাখতাম তার সত্য স্বরূপ ব'লে। তবে আমি কী ধরণের জীবন যাপন করতাম তা তো আর তুমি জানো না—বোধ করি কল্পনাও করতে পারো না—কাজেই এ-সব হয়তো বুঝবে না।

"কিন্তু সে-জীবনের বিবরণ আমি দেব না তোমাকেও। সে শুধু লজ্জাকরই নয়—একঘেয়ে। দিনের পর দিন এক সুন্দরী ধনিকন্যা সব রকম সংযম, মিতাচারকে উপহাস ক'রে—বড়াই ক'রে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে গা-ভাসান দিয়ে—কিন্তু—থাক্ এ-সব। এ সব বলতে গেলেও—" ব'লে থেমে গেল।

স্বপনও কোনো কথা কইল না। শুধু ওর হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

ইসাবেলা ফের নিজেই সুরু করল: "কিন্তু এ-থেকে একটা মহামূল্য অভিজ্ঞতা আমার হয়: আমি বুঝতে পারি অমিতাচারের, উদ্দামতার, স্বৈরাচারের জীবন কল্পনায়ই লোভনীয়—বাস্তব-জীবনে ও-বস্তু যেমন এক-ঘেয়ে, তেম্‌নি দুঃসহ।

"কেবল একটা সম্পদ আমার ছিল। প্রকৃতিকে আমি কেমন ক'রে যেন ভালোবেসে ফেলেছিলাম। শুধু ওই এক জায়গায় পেতাম আমি আশ্রয়। উদার সমুদ্র, স্নিগ্ধ নদী, মেঘের ছায়া, চাঁদের আলো, ঋতুরঙ্গে ধরণীর নিত্য নব প্রসাধন, সংখ্যাহীন তৃণতরুর অবিরাম আবর্তন, পাতার মর্মর, পাখির কাকলি, ঊষার কলহাসি, সন্ধ্যার দীর্ঘশ্বাস, অলস মধ্যাহ্নের উদাস রূপ—সবই আমার হৃদয়ে জাগাত অপার বিস্ময়। মানুষকে আমি তেমন ভালোবাসতে পারিনি—কারণ মানুষের মধ্যে বড় জিনিষটা দেখবার চোখ আমার কেউ ফুটিয়ে দেয়নি চাঙের আগে। কিন্তু প্রকৃতি দেবীর লক্ষ্মীশ্রীর মধ্যে আমার মন চিরদিনই এমন ছাড়া পেয়েছে!"...

ব'লেই সে কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল: "কিন্তু এর ফলে আমার মনে হ'ল এক উলটো উৎপত্তি: মানুষের প্রতি জন্মাল একটা অবজ্ঞা—বিতৃষ্ণা। বিশেষ—সুন্দর মানুষের প্রতি। কারণ সুন্দর মানুষ দেখে আমার দেহ যতই আকৃষ্ট হ'ত—তার নিকট-পরিচয়ে মন হ'ত ততই প্রতিহত।"

ব'লেই হঠাৎ বলল: "আমি প্রথম ভালোবাসি কা'কে জানো?"

তার প্রশ্নের এ-আকস্মিকতায় স্বপন একটু বিস্মিত হ'য়ে বলল: "কা'কে?"

—"একজন রেড ইণ্ডিয়ানকে। সে এমন সুন্দর ছিল—"

—"রেড ইণ্ডিয়ান! সুন্দর!"

—"তুমি বুঝি রেড ইণ্ডিয়ান কখনো দেখনি? তোমার চেয়েও তার মুখশ্রী লালিত্যে-ভরা—রাগ কোরো না।"

স্বপন হাসিমুখে বলল: "এতে বরং আমার তো আহ্লাদে আটখানা হওয়ারই কথা ইসাবেলা। অবশেষে জানা গেল আমার মুখশ্রী তোমার কাছে—কিন্তু সে যাক্—বলো—তারপর?"

—"তার পরে যার সঙ্গে ভালোবাসায় পড়ি সে ছিল আফগান। ঠিক অম্‌নি—যেমন কন্দর্পকান্তি তেমনি নীচমনা ও নিষ্ঠুর। তারপরে মালা দেই কা'কে বলো দেখি?"

—"কেমন ক'রে বলব বলো?" স্বপন হেসে ফেলল।

—"আহা আন্দাজ করোই না।"

—"এস্কুইমো—বুশম্যান—মিসিং লিংক?"

—"হ'ল না—বাঙালি।"

—"বাঙালি!!"

—"পুরোপুরি না। মানে তার বাপ বাঙালি, মা হাঙ্গেরিয়ান। কিন্তু সে দেখতে ছিল ঠিক তার বাপের মতনই।—কিন্তু এ সব কথা যাক্। এ-সব বলতে চাইওনি আমি। যেটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা এই যে, এই সূত্রে আমি প্রতিবারেই ঠেকে শিখি যে প্রেম শুধু চোখের মোহ—ক্ষণিক উন্মাদনা।—উন্মাদনাও নয়—দৈহিক উত্তেজনা—কেবল ওপরে পাতলা একটু চিনির-পর্দা।"

—"কী ভয়ানক!"

—"মোটেই না। সাধে বলছিলাম—তুমি অন্ততঃ বহু লোকের জীবনের বাস্তব দিকটার কোনো খবরই রাখো না!"

—"অর্থাৎ?"

—"অর্থাৎ য়ুরোপে এ-যুগে বহু ধনী তরুণ-তরুণীরই প্রেম-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এই-ই। এমন কি তাই নিয়ে তারা জাঁক ক'রে কবিতাও লেখে—আর তার প্রশংসাও ছাপা হয়।"

—"তা হ'লে য়ুরোপীয় আভিজাত্যের অবস্থা বড় শোচনীয় বলতে হবে।"

—"তা কেন? তারা ভাবে তারা খাসা আছে। ইংরাজীতে যাকে বলে না—to take life as one finds it?—মনামি, দুঃখ পায় তারাই যারা আশায় উঁচু। এরা থাকে শিকার, ভ্রমণ, অর্থহীন কর্ম বা হৃদয়হীন লোভের যাগযজ্ঞ নিয়ে। এদের আমোদ-প্রমোদ—না, সে সব যাক—তুমি বিশ্বাসই করবে না হয়তো। কারণ য়ুরোপকে তুমি তোমার স্বপ্নের রঙে রঙিয়েই দেখে থাকো, চর্মচক্ষে তো নয়।"

স্বপনের মনের মধ্যে ফের কেমন রাগ এসে গেল। এ-ধরণের বিজ্ঞ সমালোচনা ও কোনদিনই সইতে পারত না। বলল: "এ তোমার একটু গায়ের জোরের কথা ইসাবেল, ক্ষমা কোরো। তুমি বলতে চাও য়ুরোপকে তুমি যা জানো তাই তার আসল রূপ। ভুলে যাচ্ছ যে, প্রত্যেকেই জীবনকে তার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করবার সমান অধিকারী।"

ইসাবেলা কোমলকণ্ঠে বলল: "রাগ কোরো না স্বপন, আমি সত্যি কথাটা অতটা একরোখাভাবে বলতে চাইনি। আর বিশ্বাস কোরো: তোমার সকাল বেলাকার কথাটা আমাকে স্পর্শ করেছে যে, কোনো বস্তুকে খুব কাছ থেকে দেখাই সবচেয়ে সত্য দেখা না হ'তে পারে।

কাজেই য়ুরোপের স্বরূপ সম্বন্ধে আমি যে তোমার চেয়ে বেশী সত্যদর্শী এ-কথা ঘোষণা করার কোনো দুরভিসন্ধিই আমার ছিল না।"

স্বপন স্নিগ্ধকণ্ঠে তার হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: "আমার কথাটাও একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলা হ'য়ে গেছে ইসাবেল, ক্ষমা কোরো। কিন্তু কি জানো? আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে-পশু আছে তাকে আমিও অস্বীকার করি না। আমি কেবল বলি—শুধু তার ওপরে আলো ফেলে বাকি অংশটাকে ছায়ায় রেখে দিলে আমাদের স্বরূপের সত্য পরিচয় মেলে না। এক্স্রের আলোয় দেহের হাড়ের খাঁচায় যে-ছবিটা ফুটে ওঠে তাকেই কি বলবে মানুষের আসল ছবি?"

ইসাবেলা একটু ভেবে হঠাৎ স্বপনের চোখের 'পরে চোখ রেখে বলল: "তা হ'লে হয়তো আমি নিজেকে যত হীন মনে করি তত হীন সত্যিই নই?"

থেকে থেকে ইসাবেলের এই ধরণের শিশুসরল প্রশ্ন স্বপনের এত ভালো লাগে! সে স্পৃষ্ট হ'য়ে বলে: "তোমার নিজের সম্বন্ধে তোমার চার্জের পর চার্জ কি আমি মন দিয়ে শুনেছি ভাবো তুমি? না, আমি ভাবতে পারি যে, যে-মেয়ে ভালোবাসার জন্যে এত ছাড়তে পারে তার আসল প্রকৃতিটি হীন হ'তে পারে?—কিন্তু থাক্ এ-সব—বলো এখন চাঙের সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয় হ'ল কী ক'রে।" ইসাবেলা হাসল: "প্রসঙ্গের মোড় ফেরানো? বেশ—শোনো।" ব'লে একটু থেমে: "য়ুরোপীয় চিত্রবিদ্যা শিখতে চাং এসেছিল প্রথমে পারিসে স্কলার্শিপ নিয়ে। তার ওপর ওর বাবা নানকিনে অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। কাজেই অর্থাভাব ওর ছিল না প্রথমে। পারিসে মসিয়ে বেনারের সঙ্গে ওর আলাপ হয় ও তাঁর কাছে য়ুরোপীয় চিত্রকলার টেক্‌নিক সম্বন্ধে কিছু শিখে ও আসে মাদ্রিদে। সেখানে মিউসিয়ামেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ।"

—"তার পর ?"

—"ঠিক সেই সময়ে নানান্ দুর্যোগে ওর স্কলার্শিপ যায় বন্ধ হ'য়ে, ওর বাবা মারা যান কোন্ এক বিজয়ী সেনাপতির বিপক্ষে যুদ্ধ ক'রে। ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হয় বাজেয়াপ্ত। কাজেই চাং পড়ে প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায়। সে অনেক কাহিনী,—ওর কাছে শুনো মা-হয় একদিন। মোট কথা, সে-সময়ে আমি ওকে কিছু টাকা পাইয়ে দিই।"

—"তারপর ?"

—"তারপর ও আবার অর্থকষ্টে পড়ে। তখন বাবাকে ব'লে ক'য়ে তাঁর সেক্রেটারির পদে আমি ওকে বাহাল্ করি।".

—"তারপর ?"

—"তারপর আর কি ? ও আমাদের সঙ্গে একবছরের ওপর থাকে ও ভ্রমণ করে। পরে যা হবার তাই। আমি প্রথম পরিচয় পাই ভালোবাসা কা'কে বলে।" বলতে বলতে ওর কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে ওঠে: "প্রথম পরিচয় পাই—এমন ডাকও আছে জীবনে যার পায়ে সর্বস্ব ঢেলে দিয়েও আশ মেটে না। প্রথম দেখতে শিখি—মানুষের সত্য সভ্যতা, সত্য গৌরব কোথায়। প্রথম জানতে আরম্ভ করি—চরিত্রের সুষমা-সমৃদ্ধি বলে কা'কে। অন্ধকারের নিতল গহ্বরে যে-আকণ্ঠ আলোতৃষ্ণা আমার মধ্যে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল সে ধীরে ধীরে বর পায় নব-জীবনের।"

ওর চোখের কোণে জল টলটল ক'রে ওঠে: "কেবল দুঃখ এই বন্ধু যে, হয়তো মিলনের আস্বাদ আমাকে নিয়তি দিয়েছেন শুধু বিয়োগের ব্যথাকেই তীব্র করতে। কেউ কি জানে ?"

স্বপন ওর দুটি হাত কোলে টেনে নিয়ে বলল: "অথচ এইমাত্র নিজের সম্বন্ধে কত অবিচারই করছিলে ইসাবেল—ও কি—ছী—শোনো—"

ইসাবেলা ওর কোলের ’পরে ভেঙে পড়ে—চাপা কান্নায়।

—“ছী ইসাবেল, শোনো—অমন করে কি?”

স্বপন ওর দুটি গাল ধ’রে আদর ক’রে মুখটি জোর ক’রে তুলে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল; “আমি বলছি—শোনো—চাং—”

ইসাবেলা অশ্রু-গদগদ স্বরে বলল: “যদি না ফেরে আর?”

—“কী পাগলামি চেপেছে ঐ ফাঁপা এলোকেশী মাথাটির মধ্যে বলো দেখি? অথচ জীবনকে দেখেছ ব’লে কতই না গর্ব করা হয়!”

ইসাবেলা সোজা হ’য়ে বসে চোখ মুছে বলল: “দেখেছি ব’লেই যে ভয় পাই স্বপন! আমি ধনসম্পত্তির অভিশাপের আবহাওয়ায় মানুষ। জীবনে দেখেছি কেবল বিলাসিতা, অবিশ্বাস, হৃদয়হীনতা ও ইন্দ্রিয়-বিলাস। যে-মুহূর্তে একটা বড় সত্যের দেখা মিলল—সে-মুহূর্তেই আমার মুখ থেকে নিয়তি জলের পাত্রটি—” ও দু’হাতে মুখ ঢাকে।

স্বপন ওর অবিন্যস্ত কেশদামের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে আর্দ্র কণ্ঠে বলল: “কেন ব্যস্ত হচ্ছ ইসাবেল? এ তো স্পেন নয়—সুসভ্য ফরাসী দেশ—এখানে কি—”

ইসাবেলা তার কাঁধের ’পরে মাথা রেখে বলল: “তুমি আমার বাবাকে তো জানো না স্বপন! তিনি না করতে পারেন এমন কাজই নেই। তাঁর সহায় সম্পত্তি বন্ধুবান্ধবও—”

স্বপনের মনে জেগে ওঠে বিপুল বীর্য: “ভয় কি তা’তে? চাঙেরও যে এখানে সহায় বন্ধু নেই তা তো নয়।” বীর্যের অনুভব যে এত মধুর হ’তে পারে!—

ইসাবেলা ওর কণ্ঠবেষ্টন ক’রে বলল: “বলো তা’হলে তুমি চাংকে ছেড়ে যাবে না? কথা দাও।”

স্বপন ওর কপালে গাল রেখে গভীর স্নেহে বলল:

কোথাকার! চাংকে কি একা তুমিই ভালোবাসো—না, হঠাৎ এমন একটি নতুন বোন পেলে মানুষ ফেলে পালাবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠতে পারে?"

ইসাবেলা এবার দুহাতে ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রে বলল: "আমার একটি ভাইয়ের সাধ কতদিন থেকে রয়েছে—তুমি আমার ভাই হবে স্বপন? সত্যি হবে?"

—"সত্যি বোন কি এমন বেরসিকার মতন প্রশ্ন করতে পারে যদি না ভাইকে করে অবিশ্বাস?"

ইসাবেলার গাল দুটিতে জেগে ওঠে অরুণিমা। "তুমি সত্যি এত ভালো ভাই!" ব'লেই ওর গণ্ডে করে চুম্বন।

ঘরের দুয়ারে আঘাত। স্বপনের এত রাগ হয়!

ইসাবেলা উঠে ব'সে চোখ মুছে জিজ্ঞাসা করে: "কে!"

—"আমি—মাদাম। একটা তার।"

সৌভ্রাত্র্য

ইসাবেলা বলল: "তুমিই খোলো ভাই।"

এ কী! এ তো তার নয়। এ যে চিঠি বিশেষ! দুজনে একত্রে পড়তে লাগল:

"সেন, নেগ্রেস্কোর মোটর বোটে আজই সন্ধ্যা ছটায় মার্সেল্‌সে রওনা হ'লে বড় কৃতজ্ঞ থাকব। ওমো-র ওখানে তোমার দুখানা তারই পেয়েছি। ভারি মাল ট্রেনে পারিসে পাঠাও। আমি ওদের এড়াতে পারব। তোমরা শুধু মোটর বোটে মার্সেল্‌স্ রওনা হবে ছটায়। Bastille Pier বললেই মোটরবোট-চালক পৌঁছে দেবে। সে সব

জানে। Bastille Pier-টা হচ্ছে একটা ছোট হোয়ার্ফ। মার্সেল্‌সে এত অজস্র হোয়ার্ফ পিয়ার আছে—ওরা টের পাবে না। আর পেলেও খুব আশঙ্কা নেই। ইসাকে বোলো একটুও উদ্বিগ্ন না হ'তে। আমার কোনো বিপদই হয়নি। কেন এ-ব্যবস্থা করলাম দেখা হ'লে বলব। মার্সেল্‌সে হোটেল আংলেতেরে আমি থাকব শ্যং নামে। মার্সেল্‌স্‌ থেকে ইচ্ছা করলে তুমি নীসে ফিরতেও পারো—তবে যদি আমাদের সঙ্গে পারিস অবধি যাও অত্যন্ত খুশি হব। তোমায় কষ্ট দিচ্ছি—ক্ষমণীয়।—Xerexes—Xerexes ইসা, কোনো ভয় নেই। আমার ভাবনা শুধু তোমার জন্যে। টেলিফোন করার সুবিধে হ'ল না। কারণ আছে।—চাই চাই।"

যদিও সন্দেহের কারণ ছিল না তবু স্বপন ইসাবেলার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল: "এ চাঙেরই তার। কি বলো?"

—"অবধারিত। এক আমি ছাড়া জগতে আর কেউ ওকে চাই চাই ব'লে ডাকেনি কোনোদিন।"

—"তবু এক্ষণি বলছিলে ভালোবাসতে জানো না। এ-ডাক কি প্রেমস্ফুরিত ছাড়া অন্য কোনো অধরে বেরোয়?"

—"ভা—রি দুষ্টু!"

স্বপন হেসে বলল: "মানলাম। কিন্তু বলো—এখন বিশ্বাস হয়েছে তো যে আমি তোমাদের ছেড়ে পালাব না? না, আবার শুনতে চাও নবলব্ধ ভাইটির মুখ থেকে?"

ইসাবেলা তার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে কানে কানে বলল: "না, চাই না। কেবল গোপনে মোটর-বোটে চড়ার ভারটি এ-হেন বীর ভাইয়ের কাঁধে চাই চাপাতে। নবলব্ধা বোন পেলেই হয় না, তার জন্যে স্বার্থত্যাগ করা চাই।"

স্বপন তার চিবুকে টোকা মেরে বলল : "এমন নবলব্ধা বোনের জন্যে নবলব্ধ ভাই স্বার্থত্যাগ তো স্বার্থত্যাগ—ট্রয়ের অভিযানে যেতে পারে। বিশেষ যখন চাঙের মতন ভগিনীপতি উপ্‌রি-লাভ।

ইসাবেলা ওর হাতে চড় মেরে রাগত সুরে বলল : "ভাইটি যে এত দুষ্টু তা আগে জানলে বোনটি হয়তো ভ্রাতৃহীনই থাকতে চাইত।"

—"কিন্তু ভাইয়ের কথা তো আর তাই ব'লে মিথ্যা প্রমাণ হয় না ?"

—"হয় না ? নিশ্চয়। চাং কি তোমার ভগিনীপতি ?"

—"তবে কি ?"

—"বাঃ মনে নেই আমরা companionate marriage—"

—"ওহো হো—সে উদ্ভটা প্ল্যানটা তোমাদের আমি ভুলেই গিয়েছিলাম বেমালুম।"

ইসাবেলা রাগ করে : "উদ্ভট ?"

—"একশোবার।"

—"পাঁচশোবার না।"

—"হাজারবার হ্যাঁ।"

—"এ-সব আদর্শের তুমি কী বুঝবে ?

—"হুঁঃ। একটা অপল্‌কা ফ্যাশান আবার আদর্শ ! আরশোলাও পাখি !"

—"শুধু ফ্যাশন হ'লে চাং কখনো আমার প্রস্তাবে রাজি হ'ত ?"

স্বপন ইসাবেলার গালে টোকা মেরে বলল : "এমন একখানি মুখের জন্যে মানুষ এর চেয়েও অসাধ্য-সাধন করতে ছুটেছে—সেই ইলিয়াডের সময় থেকে আজ অবধি।"

—"আমি তো জোর করিনি—"

—"শিশুর আবদারের চেয়ে জোরালো জিনিষ আর কী আছে শুনি ?—মানে, যারা শিশু নয় তাদের কাছে ?"

ইসাবেলা রেগে বলল: "শিশু! এতক্ষণ এত ইতিহাস বললাম নিজের—"

—"ইতিহাস বললে আবার কখন। বললে তো নিজের মনগড়া কয়েকটি থিওরি।"

—"থিওরি? লক্ষবার না।"

—"কোটিবার হ্যাঁ।"

ইসাবেলা হেসে ফেলল: "হ্যাঁ-র সংখ্যা যে ক্রমশই উঠতি মুখে।"

—"ধারে না কাটতে পারলে ভারের দিকেই ঝোঁকে মানুষ—বিশেষ সুন্দরী থিওরিস্ট বোনের সামনে। নইলে সে এঁটে উঠতে পারবে কেন?"

—"থিওরিস্ট? হা ভগবান্—এতক্ষণ মুক্তা ছড়ালাম কি না এক কর্মকারের সামনে!"

"—তবু রক্ষে বরাহ না ব'লে ভাইয়ের মর্যাদাটা বাঁচিয়ে দিয়ে গেলে।"

—"আর তুমি আমাদের একটা বড় আদর্শকে জাহান্নমে পাঠিয়ে দিয়ে বোনের মর্যাদাটাই বড় রাখলে!"

—"থামো। কম্প্যানিয়নেট ম্যারেজ আবার একটা আদর্শ! ও তো একটা দেনা-পাওনার ব্যবস্থা—সুখ-সুবিধার দর-দস্তুর। ও-ব্যবস্থা আমেরিকা থেকে বেরিয়েছে—ওদের স্কাই স্ক্রেপারেরই মতন। ও ওদেরই সাজে। হ্যাঁ, আনার সঙ্কল্পকে আদর্শ বলো, বুঝি—যার জন্যে নিজের সুখ-সুবিধায় দিল সে জলাঞ্জলি।"

ইসাবেলা এবার গম্ভীর হ'য়ে বলল: "তুমি কি ঠাট্টা করছ,—না—"

—"আচ্ছা ইসাবেল, যে-প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের প্রেমের জন্যে এত দুঃখ বিপদ বুক পেতে নিল তাদের ভালোবাসাও পদে পদে যাচাই ক'রে তবে মঞ্জুর করতে হবে।"

—"যেন চোখের নেশা ও উন্মাদনার মধ্যে সীমারেখা টানাটা এতই

সোজা!—লালসার জন্তে মানুষ কি কিছু কম দুঃখ বিপদ সয়েছে? এইমাত্র ট্রয়ের কথা বলছিলে না?"

এবার স্বপন তক্ষণি তক্ষণি জবাব দিল না। একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "প্রেম ও উন্মাদনার মধ্যে তফাৎ করা শক্ত—মানি। কিন্তু তবু বলবই বলব তফাৎ আছেই। অন্ততঃ চাংকে দেখে যে তুমি চোখের নেশায় মুগ্ধ হওনি—এ বুঝতে খুব বেশি ভূয়োদর্শিতার দরকার করে না। শোনো—তর্ক কোরো না। সত্যের দিশা পাওয়া কঠিনই হয়ে ওঠে পেঁচালো যুক্তির কাছে হাত পাতলে—যাকে ইংরিজিতে বলে—sohpisti-cation."

—"মানে?"

—"সরল অনুভব ব'লে একটা জিনিষ আছে যাকে না যায় ব'লে বোঝানো, না চোখে দেখানো। কিন্তু তার গভীর স্বর যখন বেজে ওঠে তখন সন্দেহ করার বিজ্ঞতাই হ'য়ে দাঁড়ায় সব চেয়ে মূঢ়তা।—কিন্তু তর্ক এখন থাক—আর ঘণ্টা তিনেক মাত্র সময় আছে—প্রস্তুত হ'য়ে নেও এবার। আমি ভেবে বার করি—নীল-চশমাধারী প্রভুর মাথায় কী ক'রে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে আমরা ঘণ্টাখানেক ঘুরে আসতেই মোটর বোটে চড়তে যাচ্ছি।"

ইসাবেলের মুখে মুহূর্তে উদ্বেগের ছায়া এসে গেল, বলল: "কিন্তু কেমন ক'রে—"

—"অবশ্যই আমাদের প্রভুভক্ত নির্লোভ ভ্যালেট-প্রবরকে দিয়েই সারতে হবে এ-কাজ। শোনো, তুমি কিন্তু ইতিমধ্যে প্রসাধন সেরে রেখো। এখন ঠিক ক'টা দেখ তো।"

—"সাড়ে তিনটে।"

—"সময় আছে আড়াই ঘণ্টা। বেশ ধীরে-সুস্থে গুছিয়ে নেও সব।"

নানা রঙা

স্বপনের মালপত্র সত্যিই সংক্ষেপ। জমিদার-পুত্রের মাপকাটিতে দেখলে অসম্ভব রকমের সংক্ষেপ বৈ কি। দুটি ব্রীফ কেস ও একটি স্যুটকেস, ব্যস্। প্যাক করতে দশ মিনিটও লাগে না। স্বপন বিলাসী বটে, কিন্তু ভবঘুরে প্রকৃতিরও তো!

প্যাক শেষ ক'রে বেতের একটি হেলানো কেদারা টেনে এনে ও বসল তার ঘরটির সামনেকার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যালকনি বারান্দার কাছে। সামনেই বিস্তীর্ণ নীল-হরিৎ জলরাশি। মনের পাখা মেলতে হয়তো এরই সামনে। তাছাড়া হাতে দু'ঘণ্টা সময়ও রয়েছে যে! তার মনটা খুশির আলস্যে উদার হ'য়ে ওঠে!...

ইসাবেলের সঙ্গ মধুর বৈ কি। কিন্তু আরও মধুর বুঝি ছাড়া পেয়ে সে-সঙ্গের স্মৃতিগুলির নানান টুকরো নিয়ে জাবর কাটতে ব'সে যাওয়া: তাদের 'পরে রকমারি সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার তির্যক রঙ ফেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা। জীবনের বাস্তবতার রস? কতটুকু সে? তার উপর আলো ফলিয়ে, গন্ধ মাখিয়ে, স্মৃতি জড়িয়ে, কল্পনায় রাঙিয়ে তবে না প্রাত্যহিক সত্য হ'য়ে ওঠে সুন্দর—গন্ধময়—যাত্রাপথে বিছায় স্বপ্নহিন্দোল!....

ভাবে আরো কত কী!...ইসাবেলা আশ্চর্য সুন্দরী! কিন্তু আরো আশ্চর্য ওর প্রাণশক্তি। দেশে কত মেয়েই তো সে দেখেছে—কিন্তু বুকের তটে ঢেউ হ'য়ে আছড়ে পড়েছে কজন? এক সন্ধ্যা। কিন্তু না, সেও এত জীবন্ত নয়। তাই, মানতেই হবে, এমন সুন্দরীও নয়। কারণ সৌন্দর্যের প্রাণ তার গতিবেগে। স্থিতি আনে সুষমা, গতি আনে রূপ,

—যেহেতু বদল না হ'লে রূপ তো একঘেয়ে। স্বপনের মনে প'ড়ে যায় চাঙের কোবেদাইশি-র একটি বচন উদ্ধৃত করা :

'বহিয়া বহিয়া—শুধুই বহিয়া চল্‌রে পথিক চল্‌,
জীবনের স্রোত ধায় দেখিস না শিহরণ-উচ্ছল ?'

ঠিক কথা বৈকি! আর বোধ হয় চাংকে তার প্রথমটা সুন্দর লাগেনিও এইজন্যেই। তার মুখের পেশীগুলি যেন বড় বেশি স্থির। অথচ—আশ্চর্য!—তাঁর আঁকা ছবি কী অদ্ভুত সচল—গতিমান্! ইসাবেলা ও চাং! ওদের দুজনের মধ্যে এ-রোমান্স গ'ড়ে উঠল কী করে? এ-দুই অনাত্মীয় দেহে মনে? নির্ঝরের সঙ্গে পাষাণের রোমান্স! তার মনে পড়ে তার পারিসের এক অধ্যাপক বন্ধুকে। লোকটি কী আশ্চর্য অরসিক! অথচ তারই ভাগ্যে স্ত্রীও জুটেছে কি তেমনি! আনন্দ-প্রতিমা যেন।—হেসে গেয়ে নেচে কুঁদে অস্থির—অষ্টপ্রহর। স্বপন ওদের বাড়ি গেলে কানের কাছে হরবোলা ডেকে, টেনিস খেলে, ছোট শিশুর সঙ্গে দৌড় করিয়ে, নিজে তাদের ঘোড়া হ'য়ে হামাগুড়ি দিয়ে—হাসির সে কী অশ্রান্ত জলপ্রপাত! অথচ এ ওকে ছেড়ে 'দুদণ্ডও থাকতে পারে না!

স্বপনের অধরপ্রান্তে হাসি ফুটে ওঠে। জীবন অনিত্য হ'লেও বিচিত্র বটে! কোন্ অলিগলি দিয়ে যে কোন্ পথিক কোন্ গন্তব্যস্থানে পৌঁছয় কেউ কি কোনোদিন তার দিশা পেয়েছে? এই দেখ না কেন, সে তো নিজেকে ভাবে চলচঞ্চল শিল্পী—প্রেমিকপ্রবর—বিবেকনিষ্ঠ, আরও কত কী। নয়? অথচ কেমন ক'রে আনার সাহচর্যে সন্ধ্যার প্রতি অনুরাগ তার আশ্চর্য রকম দ্রুতগতিতে ক'মে গেল! ক'মে গেল? না না··· সে কি এতই চঞ্চলমতি? অনুরাগ তার অটলই আছে, আছে, আছে। কিন্তু স্মৃতি? আনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার মুখে সন্ধ্যার কথা আর

ক'বার মনে হ'ত প্রতিদিনে? আবার ইদাবেলাকে কাছে পেয়ে কই পারিসে ফিরতেও তো আর ইচ্ছে করে না তেমন! কত রকম অদ্ভুত জল্পনা কল্পনা আসে ঢেউ তুলে! যদি ধরো, চাং না থাকত—যদি ধরো চাং না ফিরত—কিম্বা অতীত ছেড়ে ভবিষ্যতের কোঠায় এসে, ধরো, যদি তাদের দুজনার এখানে তিন চার মাস থাকতেই হ'ত একত্রে ও তাকে হ'তে হ'ত নবলব্ধা সহচরীর সহচর তথা শাস্ত্রী?—তা হলেও কি সে সত্যই কবি লরেন্সের মত বলত?—

সখী, শুধু হও সঙ্গিনী মম—প্রীতির টানে
মুক্ত দোদুল তালে চলি যেন দোঁহে উজানে;
মৃদু কিঙ্কিণি যেমন মধুর কাঁপে ক্বণিয়া
তব সাথে নিতি তেমনি সখ্যে আমার হিয়া
উঠুক স্নিগ্ধ তরঙ্গিয়া!

হঠাৎ দোরে আঘাত হয়।
মেডের হাতে একটি চিঠি।

সন্ধ্যার চিঠি!

চিঠিটির শিরোনামা দেখেই তার মনের কূলে কূলে বেজে ওঠে সহসা উচ্ছল জোয়ারের কুলুধ্বনি। ভরসা পেয়ে ভাবে সে—কত কথা! কিন্তু তক্ষনি আবার মনে হয়—গত মেলে সন্ধ্যাকে শুধু এদের একটু-আধটু গন্তময় খবর দেওয়া ছাড়া তেমন কিছু সরস মধুর চিঠি তো সে লেখেনি। অবশ্য ঠিক খবর বলতে যা বোঝায়, তেমন কিছু ছিল না বটে লেখার—তবু...। খামটি নিয়ে সে বেশ আর্দ্র হ'য়েই উলটে-পালটে দেখে।...সঙ্গে সঙ্গে একটা অত্যন্ত স্পষ্ট বাসনায় তার প্রাণের কূলে তরঙ্গ উদ্বেল হ'য়ে

ওঠে !···সে সবকে অস্বীকার ক'রে এবার চিঠিটা খোলে। মনে হয় নরেন্দ্রের আদর্শটি বড়ই বেশি প্রাংশুলভ্য।

খামটি খুলতেই—আতরের গন্ধে ভুর ভুর ক'রে ঘর ছেয়ে যায়—ছাই রঙের চিঠির কাগজের আভা এত সুন্দর দেখায় ! সে আরও চঞ্চল হ'য়ে ওঠে সেই বাসনা-তীব্র করুণ-মধুর বেদনায়। সচকিত হ'য়ে পড়তে সুরু ক'রে দেয়—

"ওগো

চলচঞ্চল স্বপ্নকান্তি আমার !

"বাঃ, তুমি বুলোন থেকে পারিসে যাবে ব'লে এক দৌড়ে গেলে কি না দোভিলে—আর তা আবার এয়ারোপ্লেনে চেপে ! ফরাসী অভিধানে এরই নাম বুঝি—'চিত্রকলার তালিম' ? হবেও বা। কিন্তু সে যাই হোক, তুমি এ-বিষয়ে ইহুদিদের ভগবানের ওপরেও টেক্কা দিলে দেখছি। তিনি তবু ছ'দিন সৃষ্টির মহলা দিয়ে একদিন জিরিয়েছিলেন, আর তুমি গিয়ে আগেই সুরু করেছ জিরোনোর মহলা দিতে !

"ওঃ, কী দেশের কাজই ক'রে বেড়াচ্ছ নটরাজ, 'নৃত্যের তালে তালে' ! যদি জানতাম এই-ই তোমার মনে ছিল, তবে সব ফেলে সটাং তোমার সঙ্গ নিতাম হয়তো। দেশের কাজ করবার প্রবল ইচ্ছা অবলা বঙ্গবালার হৃদয়কেও সময়ে সময়ে মথিত ক'রে উঠে থাকে জেনো।

"আমার সময়ে সময়ে মনে হয় আর একটা রূপকথা যা আজ অবধি বলা হয়নি : এক যে ছিল রাণী, (মানে শিল্পরাণী) তার ছিল দুই রাজা —কেজো দুয়ো ও অকেজো সুয়ো। দুয়ো রাজা—সংসার-দাস, রাণীর তল্পি বয়। সুয়োই করে তাঁর প্রসাধন—আনন্দ চর্চায়—ভ্রমণে —দেশের নামে। অক্ষয় হোক তোমার ভাগ্যে নিরঙ্কুশ ভ্রাম্যমাণের আনন্দ। আর আমাদের ভাগ্যে ? অক্ষয় হ'য়ে থাকুক—দুয়োর দেওয়া

হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর, পতি-পরম-গুরু চিরুনি এবং রাজ্যির দেবীসম্ভবা কল্যাণীগৌরবা কাজ—যথা শ্বশুর-বন্দন, ভাসুর-সম্ভ্রম, অন্দর-সম্মার্জন, ও—সর্বোপরি সুয়োরাজাকে দিস্তে দিস্তে চিঠি-লেখা।

স্বপনের অধর-কোণে হাসি ফুটে ওঠে। এত ভালো লাগে!—

"কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি: এতখানি নির্জলা ফরাসিনী-প্রীতি কি নির্জলা সমাজতান্ত্রিক গবেষণারই ফল? একেবারে নিরামিষ? এ কি একটা কথা হ'ল রসরাজ?

"কিন্তু না গো না। অত ভয় পেয়ো না আমার 'পাছে ভয় পাওয়া'-র কথা ভেবে। আর ধরো যদি আমি ভয়ই পাই—তা'তেই বা কী? তোমার না জীবনের অপ্রতিদ্বন্দী মটো—Do well and right and let the world sink? আমিও প্রতিধ্বনি ক'রে বলি: বটেই তো, Do love and win and let the bride blink. জানো তো কবি শ্রীঅকুণ্ঠকুমার মহাপ্রকাশ বেশ বজ্রনাদেই বলেছেন সেদিন তাঁর 'পরকীয়া' মহাকাব্যে:

'যাহা ভালো বোঝো ক'রে চল বীর! জগত? যাক্ না পাতাল-তলে।
নিতি-নব-মধু চাখো। বধূ?—দূর্—এসেছে যে ভেসে বানের জলে!'

"আবার নম্রতাও করা হয়েছে।—'ভয় নেই—শ্যামলিনী বাধ্যবরারা তাঁদের মনচোরকে যে চোখে দেখে থাকেন ধবলিনী স্বয়ংবরাদের দৃষ্টিভঙ্গি সে-জাতেরি নয়।' আবার এ-লাইনকটি লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওগো ঠাকুর! ঠাহর ক'রে দেখেছ কি যে এ বিনয়ে সন্ধ্যারাণীর গৌরব একতিলও বাড়ে না? কারণ এই যে তার সবচেয়ে বড় অপবাদ। নারী সব সইতে পারে, পারে না কেবল তার রুচির গায়ে ধুলো দেওয়া,—বিশেষ তার বল্লভ সম্পর্কে। শ্যামলিনীকে 'রাখিলে রাখিতে পারো, মারিলে মারিতে পারো' কিন্তু তার চিত্তচোরকে ছোট করা—ঈ—শ্, বাব্বা কিঁ?—ওগো

শ্যামলিনীর মন যে চতুর হরে
পারবে না সে—ইচ্ছা যদি করে
জিনতে হেলায় তুষার-ধবলিনী ?
কৃষ্ণ-আঁখি বরেন যারে—তারে
নীলনয়না ঠেলতে কভু পারে ?
চায় কে বলো রইতে উপোষিনী ?
দেয় মালা যায় সন্ধ্যা কাজলিনী
চাইবে না তায় রুজ্-উষা-রঙ্গিণী !
চাওয়ার তৃষা মিটবে তাহে জেনে ?
চিত্ত যখন ধায় উতলা গো
কেমন যে হয় যায় কি বলা গো ?
প্রেম কি চলে রঙের বাধা মেনে ?

"অতএব 'সমাশ্বসিহি' ওগো ভয়বিহ্বল ! কেমন ? আর মারবে ঢিল—বাঙালিনী ফরাসিনী নয় ব'লে ? তা হ'লে কিন্তু জেনো পাট্‌কেলটি ফেরত দিতে অবলারাও জানে। ইতি স্বপ্ন-অশঙ্কিতা—সন্ধ্যারাণী।"

তারপরে গোলাপী কাগজে লেখা আর একটা চিঠি। স্বপনের এত ভালো লাগে :

"পুনশ্চ। এ-চিঠিটা ডাকে দিতে যাবো এমন সময় তোমার আনার জীবনীসমেত পেলাম দু-দুটি চিঠি একত্রে। গত সপ্তাহে ছিল বম্বের ওদিকে রেলস্ট্রাইক, তাই তোমার আগের চিঠি দুটি—তোমার এ-চিঠি দুটির আগে এসে পৌঁছতে পারেনি—বিরহিণীর অদৃষ্টে রেলস্ট্রাইকও বাদ সাধে। কিন্তু সে যাক, আমি কেবল ভাবছি ভক্তের ভগবান-ই বটে। নইলে যে-বিদেশিনীর মনের খবর অহর্নিশই কামনা করছি—ও সে-কথা আজই লিখেছি—তার সংবাদ কি আজই মিলত এভাবে ?

"তবে এ পুনশ্চ হয়তো একটু বড়ই হ'য়ে যাবে, যেহেতু একটু ফোঁস না করলেই নয়।

"রাগ?—অত খোঁটা দেওয়া হয়েছে কেন শুনি? কেবল সন্ধ্যারাণীই কি ক্ষণস্থায়িনী? আর স্বপন-দেবতা বুঝি মার্কণ্ডেয়ের মতনই চিরস্থায়ী? আমাদের সান্ধ্যহৃদয় ক্ষণিকের রঙে রঙিন হ'য়ে ওঠে? কিন্তু তুমি ঠাকুর যে ধূমকেতু—তার হিসেব আছে কি? আমাদের হৃদয়াকাশে গোধূলির রক্তরাগ না-হয় প্রতিদিনই যায় মিলিয়ে। কিন্তু আবার প্রতিদিন ফের ওঠেও তো! কিন্তু ওগো নিপট, তুমি? তুমি আজ যে-সন্ধ্যাতারার বুক জুড়ে ওঠো কাল তাকে লক্ষ যোজন দূরে সরাও—তার কি? আজ পূজা করো সপ্তর্ষি-র—কাল ধাওয়া করো কোন্ শনিগ্রহের পায়ে লুটোতে; তার কি?"

"কিন্তু আমি সব চেয়ে রাগ করেছি তোমার ভরসা দেওয়ায়: 'অঞ্চলনিধি' কথাটি যে নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়াও বাদ যায়নি—তাইতে। কিন্তু হিসেবে যে তোমার এবার একটু চুক্ হ'য়ে গেল প্রভু। সম্পত্তিজ্ঞান আমাদের না—ও যে তোমাদেরই একচেটে—সেই মান্ধাতার যুগ থেকে। আমাদের যে-ডাক সে হচ্ছে প্রতীক্ষমাণার ডাক—আঁচল পেতে, পথ চেয়ে, ডালা সাজিয়ে, মালা গেঁথে। আর তোমাদের?—সে তো ডাক না—দাবি;—রক্তচক্ষে, ভর্তাহুঙ্কারে—দাবি। কিন্তু ঠাট্টা থাক্। আনার ছবিটি তুলিতে কি রকম এঁকেছ জানি না, কিন্তু কথায় এঁকেছ ভালো—মানতেই হবে। কেবল একটা কথা বলবে বুকে হাত দিয়ে? সত্যিই কি সে অত ভালো কথা বলে, না তুমি রং রাংতার জোরে পুতুলটিকে প্রতিমা দাঁড় করিয়েছ? বেশি জিজ্ঞাসা করতেও ডরাই। তোমরা যে সন্দিগ্ধ—পাছে আমাদেরও তাই ভেবে বসো।

"কিন্তু সত্যি বলছি, তোমার চিঠি প'ড়ে আমার আনাকে জানি

দেখতে ইচ্ছে করছে। কেবল আমার মনে হয় কি জানো? বলব? নাঃ, থাক্।

"এমন মুস্কিলেও তুমি ফেলতে জানো ঠাকুর! আনার সম্বন্ধে নানা কথা জানতে ইচ্ছে করে, কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা করতেও বাধে! তবু একটা কথা শুধোই, বুক ঠুকে!—আচ্ছা সে যে মরিসকে ছাড়ল—সে কি নিছক আদর্শেরই খাতিরে? না, রঙিন কোনো আশার দু-একটা পূর্বরাগ তার সামনের আঁধার পথকে আলো করেছিল? অমাবস্যা না পেরোলে চাঁদের আশা দুরাশা এ-কথা কি তার ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি?—

"কিন্তু না—এ-সব প্রসঙ্গও বিপদ্‌জনক। কেঁচো খুঁড়তে কেউটে—কাজ কী স্বপ্নরাজ? শোনো, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না যেন। সত্যিই বিশ্বাস কোরো—আমি নিছক কৌতুহলবশেই এ-সব জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললাম—তোমাকে ছলভরে সাবধান ক'রে দিতে নয়।

"আজ আর সময় নেই—এখনি ডাকে না দিলে এ-মেল ধরতে পারব না। নইলে হয়ত এখনি সব ফেলে আগে আনার জীবনী নিয়ে মহাভারত-প্রমাণ মন্তব্য লিখতে বসে যেতাম। দেখা যাক্ পরের মেলে কী চিঠি আসে। মন্তব্য দেওয়া তো আর ফুরুচ্ছে না।

"কিন্তু শোনো, কবে তুমি ফিরবে বলো তো? সত্যি, সময়ে সময়ে কিচ্ছু ভালো লাগে না। চিঠিতে ফেনিয়ে উচ্ছ্বাস আমার আসে না। 'হাল্‌কা তুমি করো পাছে হাল্‌কা করি তাই আপন ব্যথাটাই।'

কিন্তু তুমি ওখানে আনন্দে আছ, থাকো। তাই যেন থাকতে পারো।

"আমার সে-গানটা কালও গাইছিলাম :

'হায় হৃদি তার বুঝি নিতি ডরে বাঁধনে?
তাই প্রেমডোরে—নাগপাশ-সমান গণে?'

"কিন্তু না, এ-গান কেন? বাঁধনহারা যে তোমরা। তোমাদের কি আমাদের বাড়ির দিকে টানা উচিত? তাই শোনো বলি ভেবে বোলো না যেন—আমি শকুন্তলার মতন 'বসনে পরিধূসরে বসানা' বা কাচিৎ 'কান্তা'-র 'নয়নসলিলোৎপীড়-রুদ্ধাবকাশা' হ'য়েই সচরাচর কাল কাটাই। আমি তোমার এ-চিঠি পড়ে একটি ছোট্ট গান বেঁধে গাইছিলাম আজই :—

শুধু, বিধুরার তরে ফিরে এস না কবি,
যদি চাও—যেয়ো যেয়ো ভেসে ভাসায়ে সবি।
তুমি যেও দূরে—চাও যদি,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নিরবধি
বরিও অকূল নদী—কামনা-ছবি
শুধু আঁকিতে থেকো না ব'সে-কূল-গরবী।

তোমার উষামুখী সন্ধ্যারাণী।"

প্রতিক্রিয়া

সন্ধ্যার চিঠির প্রথম দিকটা পড়তে পড়তে স্বপনের ঠোঁটের প্রত্যন্তদেশে যে হাসি অমিতাভ হ'য়ে উঠেছিল, শেষ দিকটা পড়তে না পড়তে বায় ঝ'রে। সম্প্রতি ইসাবেলার আকর্ষণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছিল আনা একাই। প্রতিযোগিতা কথাটা শুনতে খারাপ, কিন্তু যতই কেন না লরেন্সের কবিতা আওড়াক—একথা আজ ওর কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল যে, এই দুই বিদেশিনীর স্পর্শের প্রতিক্রিয়া এক স্থলে এক···হুবহু এক। য়ুরোপে এসে একটা জিনিষ অন্তত সে বুঝবার কিনারায় এসেছে : যে, নারীর হ্লাদিনী শক্তির কূল ছাপানো স্থূল দিকটা বিশ্বজনীন, সার্বভৌম।

যতই কেননা শুগার কোটিং দাও ওর মধ্যে তিক্ততাটা সর্বত্রই এক রকমের ভেতো—এবং চিনির আবরণটুকু সবসময়েই প্রায় একই রকমের পাতলা। মুখে দিতে না দিতে যায় মিলিয়ে। অথচ মজা এই যে ঐ একটুখানি ক্ষণস্থায়ী মিষ্টতার জন্যে মানুষ কতই না সয়!...ভদ্রাসন বাঁধা রেখে জুয়াখেলা—ঐ একটুখানি আশা-আলেয়ার প্রসাদ পেতে!

সে হঠাৎ স্থির করে পারিসে যাবে না। না না—কিছুতেই না। কেন যাবে। এখনো যে সে কত দুর্বল তা কি সে ইসাবেলার সংস্পর্শে এসে বার বারই অনুভব করেনি? তবে! তবে কোন্ সাহসে পারিসে ফিরে যাচ্ছে এখনি?

হঠাৎ সন্ধ্যার চিঠির শেষ কয় পাতা আবার পড়ে। গানটির শেষ কয়টি লাইন তার কানের কাছে গুন্ গুনিয়ে ওঠে:

"তুমি যেও দূরে—চাও যদি
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নিরবধি
বরিও অকূল নদী—কামনা ছবি
শুধু আঁকিতে থেকো না ব'সে কূলগরবী।"

সন্ধ্যা গরবিণী—সে জানে মর্মে মর্মে। না আছে তার মধ্যে বৃথা হা-হুতাশ করবার মতন দীনতা, না—প্রেমকে কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার মতন হীনতা! এ চিঠির টোনের মধ্যে বেদনা থাকতে পারে, কিন্তু আবেদন নেই।

অথচ নেই ব'লেই তো তার এ-অনুক্ত আবেদন হ'য়ে উঠেছে আদেশ। নয় কি?

হঠাৎ অন্য একটা চিন্তা স্বপনের মনের ভিতর উঁকি মারে। এর মধ্যে আবেদন নেই? সে কি! আচ্ছা বলো দেখি, এর চেয়ে জোরালো

আবেদন সে আর কী করতে পারত? তার ওষ্ঠপ্রান্তে ফের হাসি খেলে যায়। বুদ্ধি যার সত্যি সত্যিই আছে সে কি আত্মরক্ষার্থে সেই অস্ত্রই ব্যবহার করে না যা সবচেয়ে অল্প সময়ে সবচেয়ে বেশি কাজ দেয়? আমরা যতই সুকুমার হই প্রেমাস্পদকে ততই সূক্ষ্ম বেদনা দিতে চাই যে।

সন্ধ্যার চিঠিটা ফের পড়ে। একমাত্র সন্ধ্যার কাছেই সে 'নেসেসিটি'। প্রেমের ঐকান্তিকতার মধ্যে হঠাৎ একটা নতুন মহিমা সে দেখতে পায় যেন। নাঃ—পারিসে যাওয়া চলতেই পারে না—সন্ধ্যার প্রেমের মূল্য তাকে দিতেই হবে।...

কিন্তু এ-সবের সাথে তার মনের কোণে ঠেলে উঠতে থাকে আর একটা চাপা স্বর।—সে কি শুধু সন্ধ্যার কথা ভেবেই পারিসে ফিরতে চাচ্ছে না? তার মনের মধ্যে আনার সম্বন্ধে একটা কুণ্ঠাও নেই কি সঙ্গে সঙ্গে? যদি ফিরে গেলে ও মুখ ফেরায়—এ-শঙ্কা? তার মনের কোণে সন্ধ্যার একটি গানের কয়েকটি লাইন গুন্‌গুনিয়ে ওঠে:

যারে হেলাভরে ছেড়ে সখা গেছ অধীরে,
"এসো" ব'লে ডাকিলেই সে কি আসে গো ফিরে?
যারে পাইবার সুলগনে
হেরিলে না ভুনয়নে,
মেলিলেই আঁখি তারে পাবে অচিরে?
চাও প্রদোষে হেরিতে বঁধু, উষা-শিশিরে?

সে রেগে ওঠে নিজের 'পরে। কক্ষণো না। পারিসে সে ফিরতে চায় না শুধু সন্ধ্যারই জন্যে—পারিসে না-গিয়ে সে এইটেই প্রমাণ করবে আজ।

যাত্রা

তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠেই এক ছুটে নিচে। হোটেল ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করে হোটেলের মোটর বোট তাদেরকে মার্সেল্‌সে পৌছে দিতে পারবে কি না। ইঙ্গিত করে: মোটা পুরস্কারের। কর্তা বোটের অন্য তিনজন প্রার্থীর নাম নক্ষত্রবেগে কেটে তার নাম দেন বসিয়ে। স্বপন হাসে—রূপচাঁদ!

সে কায়রোর কথাও জিজ্ঞাসা করল। ম্যানেজার তক্ষণি মার্সেল্‌সে টেলিফোন ক'রে বললেন:—রাত ছটোয় আজই একটা ইতালিয়ান জাহাজ আলেক্‌সাণ্ড্রিয়া রওনা হবে;—স্থানীয় জাহাজ, প্রথম শ্রেণীর প্যাসেঞ্জারকে রাত একটা অবধি উঠতে দেবে। সময় যথেষ্ট, শুধু মার্সেল্‌সে গিয়ে সটাং ওঠার অপেক্ষা। নিশ্চিন্ত হয়ে সে ভ্যালেটের হাতে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক গুজে দিয়ে তাকে বলল সেই নীলচশমাধারী এলে শুধু বলতে হবে মসিয়ে ও মাদাম বোটে ক'রে একটু হাওয়া খেতে গেছেন মাত্র ও আজই সন্ধ্যায় ফিরবেন। ভ্যালেট এক গাল হেসে বলল: "এ আর শক্তটা কি মসিয়ে? ও লোকটাকে ধাপ্পা দিতে আমার এত আনন্দ!"

—"আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে।"

এই সময়ে হোটেলের দ্বারপাল ওর হাতে একটা চিঠি দিয়ে যায়। একী! মসিয়ে বেনারের করলিপি! তৎক্ষণাৎ খাম ছিঁড়ে চিঠি পড়ে।

বেনারের চিঠি

"প্রিয় সেন,

"জানি, তুমি একটু অজ্ঞাতবাসে থাকতে চাও—চিঠিপত্র থেকে। এ-রকম সদিচ্ছা আমারও সময়ে সময়ে আসে। সভ্যতার দায়িত্ব থেকে কখনো অব্যাহতি পেতে চায় না এ-রকম অসভ্য আশা করি এ-জগতে বিরল। কিন্তু তবু তোমাকে বাধ্য হ'য়েই এ-চিঠি লিখতে হল।

"আমার দরকারটা কার জন্যে আশা করি বলে বোঝাতে হবে না? কেবল একটা কথা তোমাকে চুপি চুপি বলে রাখি আগে: আনা তোমার কাছ থেকে অন্ততঃ একটা চিঠির প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু খবর্দার। এ-কথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না হয়। সে জানতে পারলে এত রাগ করবে—হয়তো এ-বৃদ্ধের আর মুখদর্শনই করবে না। যে অভিমানী মেয়ে!

"সেদিন মরিসের সঙ্গে সন্ধি-আলোচনায় কোনো ফলই ফলেনি। কিন্তু না—কথাটা একটু স্থূলদর্শীর মতন হ'ল। ফল ফলেছিল—স্টীলের তরোয়ালের সঙ্গে কাঠের তরোয়ালের শক্তি-পরীক্ষায় যেমন ফল ফলে—তেমনি। একটা হয় ভোঁতা—অন্যটা ক্ষতবিক্ষত। মরিস হ'য়ে উঠল অগ্নিশর্মা, ও সব ভদ্রতা ভুলে মোটা মোটা হাজারো অকথা কুকথা শুনিয়ে দিল যাবার সময়। আনার কিন্তু—কেন জানি না—হঠাৎ ফিটের মতন হ'ল—মরিস চ'লে যাওয়ার পরই! তাইতে আমার সন্দেহ হয় (ও মুখে এখন যা-ই বলুক না কেন) যে, মনে মনে মরিসের প্রতি ওর কোথায় একটা মমতার মূল রয়েছে লুকিয়ে। আশা করা যাক—এবার সেটাও হবে উন্মূল। তবে যেখানে বিষফোড়া সহজে না পাকে, সেখানে ডাক্তার

ছুরির ঃ যেখানে মমতার চোখ অন্ধ সেখানে শক্ লাগাতে তলব করতে হয় আলো-কে। তাই মোটের উপর আমি দুঃখিত নই ওকে এতটা অন্তর্দাহ সইতে হ'ল ব'লে। কিন্তু মরুক গে। দার্শনিক গবেষণা ছেড়ে ব্যাপারটা বলি সংক্ষেপে।

"আনার এর পরেই আসে একটা স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া। সঙ্গে প্রবল জ্বর। সবে গত সপ্তাহে সে পথ্য করছে দিন পনের প্রলাপ ব'কে—কেঁদে কেটে—বেচারি! এত রোগা হ'য়ে গেছে!...তার একটা ছবি কাল নিয়েছিলাম এই সঙ্গে পাঠালাম।"

স্বপন ব্যগ্রভাবে চিঠি পড়া স্থগিত রেখে খামের মধ্যে খোঁজে। কই?...হঠাৎ মনে হয়ঃ এতখানি ব্যগ্রতা!...নিজের কাছে স্বীকার করতেও লজ্জা হয়। ফটো-টা খুঁজে না পেয়ে জোর ক'রেই খুসি হয়। কিন্তু তক্ষণি দেখে চিঠিরই শেষ পাতার সঙ্গে আঁটা।...সত্যিই তো! এত রোগা হ'য়ে গেছে! তার মন করুণায় যায় ভ'রে!...অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে। এত অল্পদিনে এত কৃশ!.. কিন্তু তবুও কী সুন্দর! চোখ দুটো যেন আরও বড় দেখাচ্ছে—আর তার মধ্যে এমন একটা ব্যথা—অথচ দৃঢ়তা!...তার মনের কূলে কূলে ফের আনার প্রতি শ্রদ্ধার জোয়ার ব'য়ে যায়। সঙ্গে একটা নতুন ধরণের টান। আহা, কী ব'লে এল!... সাগ্রহে ফের চিঠিটা পড়া সুরু করেঃ

"এ থেকে দেখতে পাবে সে কত একলা। এবার আসি আমার বক্তব্যে।

"ডাক্তার বলে—চাই প্রশান্তি, বায়ুপরিবর্তন ও সাধুসঙ্গ। অথচ মহামুস্কিল এই যে, তরুণীর পক্ষে বৃদ্ধের সান্নিধ্য সাধু হলেও সঙ্গ হয় না। এবং আনার পক্ষে 'সাধু'র চেয়েও বেশী দরকার এখন 'সঙ্গ'। বুঝলে তো? তাই তোমাকে লিখছি আজ।

"তোমার কথা আমার মনে হ'ল বিশেষ ক'রে আর-একটা কারণে: আনা জ্বরের ঘোরে তোমার নাম করেছিল বহুবার।"

স্বপনের বুকের রক্ত দ্রুত বয়। এ ছত্রটি দুবার পড়ে।

"এখন কথা হচ্ছে—তুমি কি এসে তাকে কোথাও নিয়ে যেতে পারো না? দক্ষিণ ফ্রান্সেই কোথাও? নীসে নয়—বড় ভিড়। পাশে গ্রাসে কিম্বা মঁপেলিয়েতে কোনো ছোটো হোটেলে। মানে, একটু নির্জন কোনো জায়গায় আর কি। ওর সত্যিই বন্ধু বলতে তো কেউই নেই। ও ওর সমস্ত জীবন মরিসের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়েছিল এতদিন। এবং পতিপরায়ণার যে বন্ধু থাকে না এ-ও বিশ্ববিদিত। একমাত্র বন্ধু ছিল ওর—নীরা। তবে বুঝছই তো—অন্ততঃ নীরাকে উপস্থিত ক্ষেত্রে ডাকা যায় না ওকে সঙ্গদান করতে! তাছাড়া গুজব—মরিস আনাকে ডাইভোর্স ক'রেই নীরাকে বিয়ে করবে। আহা অন্তত নীরা বেচারি একটু সুখী হোক। তার তো বিশেষ কোনো দোষই নেই এতে।

"কিন্তু ওরা যা ইচ্ছে করুক, তুমি কি এ-সময়ে সত্যিই আসতে পারো না? ডাক্তার বলছিলেন আনার সবচেয়ে দরকার প্রফুল্ল থাকা ও স্নায়ুমণ্ডলীর বিশ্রাম। নইলে চাই কি ওর একটা শক্ত কিছু রোগ দাঁড়িয়ে যেতে পারে।"

বুকের মধ্যে হঠাৎ কোথায় যেন মোচড় দিয়ে ওঠে!...

"তাই যদি সম্ভব হয় আসবে চলে পত্রপাঠ? কিন্তু আসো-বা-না-আসো—পত্রপাঠ একটা তার করতেই চাও। কারণ তুমি যদি না পারো তবে আমাকেই—কাজ ফেলেও—কোথাও নিয়ে যেতে হবে ওকে। কিন্তু কাজ ফেলার জন্যে তত ভাবি না—ভাবি, মধু-পিপাসিতাকে ইক্ষুরস দেব কোন্ প্রাণে? ইতি।

তোমার—হস্তাকাঙ্ক্ষী পিয়ের বেনায়"

"পুনশ্চ। ইংরাজিতে বলে না, 'এমন মেঘ নেই যার কোনো প্রান্তেই রজতরেখা ঝিলিক মারে না?' তাই একটা আনন্দ সংবাদ দেই। আনার বায়ুপরিবর্তনের খরচপত্রের একটা অপ্রত্যাশিত বিলিব্যবস্থা হ'য়ে গেছে, ঠিক কালই। আমার-আঁকা আনার সেই প্রকাণ্ড ছবিটা প্রদর্শনীতে ভারি নাম করায় এক আমেরিকান ধন-দানব ওটি কিনেছেন নগদ পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক দিয়ে—কালই। আমি আনাকে বললাম এর অন্ততঃ অর্ধেক ওর প্রাপ্য। গরবিনী ফোঁস ক'রে উঠলেন: 'কথ্খনো না মসিয়ে, মডেল আবার কবে ছবি-বিক্রির টাকার অংশীদার হয়? বিপদ বৈ কি। তবে অনেক সাধ্য সাধনা ক'রে—শেষটা অভিমানের নিপুণ অভিনয় ক'রে ওকে দশ হাজার ফ্রাঙ্ক নিতে রাজি করিয়েছি। এত রোখালো মেয়ে—কোথাও দানের একটু গন্ধ পেয়েছে কি রেগে টং! কিন্তু শেষটা কেঁদে সারা। বলে কি জানো? আমিই ওর একমাত্র বন্ধু, আমার দান স্বীকার ক'রে নিয়ে আমাকেও হারাতে চায় না। পাগ্লি কি না! আমার ভারি আশ্চর্য লাগে সেন, জানো? আমাদের এ অর্থসর্বস্ব সভ্যতায় স্নেহাস্পদকে সবই দেওয়া চলে, কেবল অর্থ রইল বেল্লিক আত্মীয় কিংবা কুলাঙ্গার পুত্রের একচেটে! মানুষ আত্মমগ্ন জীবনের মধ্যে থেকে থেকে ভুলে যেতে বসেছে যে দানের জন্যে উপকৃতের চেয়ে দাতার লাভ কত বেশি।

"আমার শুধু এই দুঃখ রইল সেন, যে ঠিক এই সময়েই তুমি অদৃশ্য হ'লে একটু কারণও না জানিয়ে। গুরু ব'লে তোমার কাছে কিছুই চাইনি কোনো দিনও,—কিন্তু স্নেহাস্পদের কাছে থেকে একটা চিঠির আশা করাও কি নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের পক্ষে 'বড় বেশি আশা'?"

শেষ কথা কয়টিতে স্বপনের মন এত ভিজে ওঠে। সে তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম আপিসে গিয়ে এক লম্বা টেলিগ্রাম করল:

"বড়ই বাধিত—ঠিক সময়ে জানিয়েছেন ব'লে। ওদের দুজনকে নিয়ে আমি আজই রাত্রের ট্রেনে পারিস রওনা হচ্ছি। ওদের খবর খানিকটা এঁচে নিয়েছেন আশা করি। ওদের পিছনে লোক লেগেছে। সে-সব এক অ্যাডভেনচার। আপনার চিঠি আজ না পেলে কাল হয়তো কায়রো বেড়াতে রওনা হতাম। আনাকে বলবেন আমাকে ক্ষমা করতে। তার জন্যে যদি কিছু করতে পারি সেজন্যে আমার আনন্দের অবধি থাকবে না। কেন হঠাৎ চ'লে এসেছিলাম সব দেখা হ'লে বলব। আমার নাম ইচ্ছে করেই দিলাম না ওদের জন্যে। সে-সব সহজেই বুঝবেন। রোমহর্ষক। আপনাকে চিঠি না লেখার জন্যে অপরাধ ক্ষমা করবেন এ ছাড়া আর কি বলতে পারি। আমি সত্যিই বড় অকৃতজ্ঞ।"

কাব্যোচ্ছ্বাস

স্বপন সব ঠিক ঠাক ক'রে যখন ঘরে এসে ঘড়ির দিকে চাইল দেখল হাতে ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় রয়েছে। মনে বেশ একটা স্ফূর্তির হিল্লোল। সে দেখেছে যখনই দ্বিধা কেটে যায় এমন একটা হিল্লোল জাগে এমন আলো···তার মনের দ্বিধাকুণ্ঠ ছায়াবীথিকায়! মসিয়ে বেনারকে তারটা ক'রে দিয়ে হঠাৎ কোত্থেকে যে একটা দমকা তরল হাওয়া এসে চারদিক স্নিগ্ধ উদ্ভাসিত করে তুলেছে!····

সে হঠাৎ সন্ধ্যাকে উত্তর লিখতে বসে যায়:

মানিনি!

"এতানি তে সুবচনানি কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি," বৈ কি।

"অবিশ্যি 'তা ব'লে তোমার পাটকেলটি যে তুলোর মতন লাগে তা নয়।—কিম্বা গরবগুলি বিনয়বচন।

"কিন্তু তুমি আমাকে রাগিয়ে দিলে এ সূত্রে, সাবধান! আর তার ফলও ফলতে যাচ্ছে হাতে হাতে। কী—শুনবে? আমি আজ রাতে চাং ও ইসাবেলার সঙ্গে প্যারিসই যাচ্ছি। যাচ্ছিলাম—আজই রাতের একটি ইতালিয়ান জাহাজে—কায়রো, কিন্তু তোমার চ্যালেঞ্জে রোখ্ চেপে গেল—বিদেশিনীর মনের অন্দর মহলে ফের উঁকি মারতে ছুটব ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে—বারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে।"

লিখে একটু ভেবে ভনিতা ক'রে ইসাবেলা ও চাঙের কথা লিখল হু হু ক'রে সাড়ে চার পাতা। তারপর লিখল:

"অর্থাৎ ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও—আর কি। পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবো সাধ্য কি? একদিক থেকে যার জন্যে চুরি করি সেই বলবে চোর, ও অপর দিকে এক রোমান্টিকা যান পুনঃ অন্য রোমান্টিকা আসেন।

"ঠাট্টা না। সত্যিই ঠিক করেছি 'সিংহের গুহার মধ্যে ঢুকে তার দাড়ি ছেঁড়াই' হচ্ছে পন্থা। যদি তুমি অশ্রুর 'আসন পাতি' পথের ধারে ব'সে থাকতে—তবে হয়তো বেপথে ছুটতে মন শিরপা তুলত, কিন্তু তোমার এ রোখালো খোঁটার পরে সে-পথও রইল না। এ-অঙ্কুশের ফলে আমি ছুটব গ্যালপে। সাবধান!"

লিখে একটু ভাবল। একবার মনে হ'ল, নাঃ। ছিঁড়ে ফেলে আর কি। কিন্তু কি ভেবে হেসে বললে: "থাক না।"

লিখেই চলল:

"কেবল ভয় হয় যদি ভয় না পেয়ে ক্ষেপে যাও, তা হ'লে? যদি বিষম রেগে যাও—তা হ'লে? যদি হন্ত দন্ত হয়ে এয়ারোপ্লেনে চেপে উড়েই আসো—তা হ'লে?"

"কিন্তু তা না হ'লে, সেই তো হবে আমার সব অসমসাহসিকতার চরমতম পুরস্কার।

"কে না জানে—মানুষ—

ভয় দেখিয়ে চায় ছুঁতে তার কোথায় প্রেমের তল
ভুল বোঝারই গ্রীষ্ম-শেষে নামে সুধার ঢল।

"তাই তো মনে মনে জপি—

আমার রাগের ছন্দে হাসির মালা গাঁথবে সন্ধ্যারাণী
আমার মেঘলা মুখের অমায় আলা ঝরাবে সেই—জানি।
সে যে একঘেয়ে এই জীবনটারে
ভুলবে মাতি' রং বাহারে
তাই তো আনি মেঘ ডাকিয়ে ভুলবোঝারি আঁধি
চাই ছিঁড়তে বাঁধন ভয় দেখিয়ে—তাই তো তারে বাঁধি।"

তার হঠাৎ মনে হ'ল প্রফুল্লতার যেন একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে, কিন্তু আজই না পোস্ট করলে কালকের ডাকে যাবে না। তাই লিখে চলল:

"কিন্তু আজ আর সময় নেই। মোটর বোট তৈরি থাকবে ঠিক ছটায়। এখন ছটা বাজতে দশ মিনিট। মার্সেল্‌সে পৌঁছেই পারিস রওনা। পারিস থেকে ফের বড় চিঠি দেব। গত দু-তিন মেল যে বড় চিঠি লেখা হ'য়ে ওঠেনি তার জন্যে আগামী দু-তিন মেলে চুটিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব। এ-চিঠি এক্ষণি ডাকে দেব—কালকের জাহাজেই চলবে এ কলকাতা মুখো।

"কিন্তু তুমি শেষের দিকে অমন নিপুণ অশ্রুবিলাসী ঢং ধরলে কেন বলো তো? ভাবো কি—খুব টকটকে রক্তবর্ণ কথা না ব্যবহার করলেই মনের উচ্ছ্বাস দেখায় পাণ্ডুর? তোমার শেষ কবিতাটা আমাকে সত্যি এত মুগ্ধ করেছে—জানো?

"কিন্তু সত্যি, অমন সব গান গেয়োও না, বেঁধোও না। তুমি কি ভাবতে পারো তোমার স্থান আর কেউ কখনো নিতে পারে? ঠাট্টা ক'রে বলো—বুঝি। কিন্তু তোমার পুনশ্চটুকু কি নিছক ঠাট্টার ঢঙে লেখা? দুকথা হয়তো শুনিয়েই দিতাম—কিন্তু আজ আর এক মিনিটও সময় নেই। তুমি আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও। ইতি—

অঞ্চললগ্ন ছন্দরাজ।"

রওনা

চিঠিটা ডাকে দিয়েই সে তাড়াতাড়ি ইসাবেলার ঘরের দুয়োরে আঘাত করতে যাবে—ঠিক সেই মুহূর্তেই সে বেরিয়ে এল। তার মুখে ঈষৎ উদ্বেগের চিহ্ন: "তোমাকে খুঁজে খুঁজে—"

স্বপন ঈষৎ লজ্জিত সুরে বলে: "একটা জরুরি চিঠি ডাকে দিতে বেরিয়েছিলাম।"

ইসাবেলা হেসে বলে: "ও—তাঁকে বুঝি?"

স্বপন সহাস্যে বলে: "হাঁ। কিন্তু দেরি তো হয়নি। এই দেখ," (হাত-ঘড়ি দেখিয়ে) "ঠিক ছটা—কাঁটায় কাঁটায়।"

—"কিন্তু কাঁটায় কাঁটায় ছটার সময় কি আমাদের হোটেল করিডোরে দাঁড়িয়ে কথা কওয়ার কথা, না—মোটর বোটের বাঁশি বাজার কথা?"

স্বপন হেসে বলল: "বাবাঃ—তর্ আর সয় না!" আচ্ছা, মার্সেল সে আটটার মধ্যে পৌঁছুলেই তো হ'ল?"—হঠাৎ সে চম্‌কে ওঠে পেছনে একটা ছায়াপাতে। ও—ভ্যালেট।

—"কি ?"

—"মসিয়ে—সেই নীল-চশমাকে এমন ধাপ্পা মেরে দিয়েছি।"
ভ্যালেটের মুখে প্রতীক্ষমান হাসি।

স্বপন তার হাতে আরও পঞ্চাশ ফ্রাঁর এক নোট গুঁজে দিয়ে বলে:
"বেশ বেশ। কিন্তু সে বিশ্বাস করেছে তো ?"

—"হ্যাঁ মসিয়ে।"

—"কেমন ক'রে জানলে ?"

—"তার পাশে একটি লোক ছিল তাকে সে পর্টু'গীজ ভাষায় বলল,
মোটর বোটে আপনারাও বেড়িয়ে ফেরবার সময় তার মোটরটা যেন
হাজির থাকে। মসিয়ে জানতেন না যে আমি লিস্‌বনে দুবছর কাজ
করেছি একটা হোটেলে—পর্টুগীজ বুঝি।"

ভ্যালেটের মুখে গর্বের এমন আভা চক্‌চক্ ক'রে ওঠে!

স্বপন এবার সত্যিই খুসি হ'য়ে ওঠে। বলে: "বেশ বেশ। কিন্তু
আমাদের—মানে মাদামের মোটা তোরঙ্গটা ?"

—"এতক্ষণ স্টেশনে চ'লে গেছে মসিয়ে—দুদিন বাদে পারিসে আপনার
বাড়ির ঠিকানায় গিয়ে উঠবে আপনা-আপনি—কোনো ভাবনা নেই।
আমি নিজে সব লেবেল এঁটে দিয়েছি। এই নিন রিসীট।"

স্বপন তাকে খুসি হ'য়ে আরও কুড়ি ফ্রাঁ "পুরবোয়ার" * দিয়ে
ইসাবেলাকে নিয়ে বেরুল। নিজের সুটকেস ও গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ দুটো ও
ইসাবেলার একটা ছোট সুটকেস ও attache-case সমেত সটাং মোটর
বোটে গিয়ে উঠে বসল। বোট ছাড়ল।

ইসাবেলা তীরের দিকে চেয়ে বলল: "আঃ বাঁচা গেল—সে লোকটা
নেই।"

* Pourboire—বখশিশ

একটা নীল-প্রচ্ছদ মোটর এসে লাগল ঠিক সেই মুহূর্তে। নীল-চশমাওয়ালা লোকটি দ্রুতপদে বেরিয়ে মোটর বোটের দিকে দৌড়ে এসে হাত ঘন ঘন নেড়ে চালককে বলল: "দাঁড়াও।"

স্বপন তার হাতে পঞ্চাশ ফ্রাঁর নোট গুঁজে বলল: "এক সেকেণ্ডও দাঁড়ালে চলবে না, আমাদের বড্ড তাড়াতাড়ি এক মিনিটও সময় নষ্ট না। কেবল একটি কাজ করতে হবে। মার্সেল্‌সের দিকে আগে চললে হবে না—মাইল খানেক ঠিক উল্‌টো দিকে চ'লে—ঐ প্রকাণ্ড জাহাজটা ডিঙিয়ে ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে তবে মার্সেল্‌সের দিকে ফেরা।"

পাইলট সসম্ভ্রমে অভিবাদন ক'রে বলল: "এ আর কথা কি মসিয়ে? ওর চোখ এড়ানো তো ছেলেখেলা। ঐ যে দুরে তিন চারটে মোটর বোট ভেসে চলেছে ওদের মধ্যে মিশে ওর চোখে আগে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়ে তারপর অদৃশ্য হ'য়ে যাবো ও সব শেষে মার্সেল্‌সের দিকে বোটের মুখ ফেরাব।"

—"কিন্তু সময়ে পৌঁছে দিতে পারবে তো?"

পাইলট সগর্বে বলল: "আমি regate (বাচ) খেলতাম মসিয়ে। আর আমাদের এ-বোটটি—যাকে বলে—হাওয়া।"

নীল-চশমা ফের তাকে বলল চেঁচিয়ে: "শোনো—এক সেকেণ্ড। বিশেষ দরকার।"

পাইলট চেঁচিয়ে বলল: "এক্ষণি ফিরে আসছি, একটু অপেক্ষা করুন।"

সে চেঁচিয়ে বলল: "কতক্ষণ?"

—"এই এক ঘণ্টা শ'এক ঘণ্টা। এঁরা ফিরে ডিনার খাবেন, তাই সময় নেই।"

সে লোকটা ফিরে তার পশ্চাদ্বর্ত্তী বন্ধুকে কি বলল যেন।

স্বপনের বোট ছুটল—মার্সেল্‌সের উলটো দিকে।

পাইলট বোটটাকে খুব দূর সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলল। তারপর ফিরল সেই মস্ত জাহাজটাকে প্রদক্ষিণ ক'রে তিন চারটে মোটর বোটের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে নিয়ে। স্বপন ও ইসাবেলা দুজনেই প্রায় একসঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল—বোট মার্সেল্‌স্‌ অভিমুখী হ'তেই।

এতক্ষণ—প্রায় কুড়ি মিনিট—কেউই কথা বলেনি।

স্বপন এবার কেবিনের দু-দুটো বিজলি বাতিই জ্বেলে দেয়। ইসাবেলার মুখ হঠাৎ এত মোহময় দেখায়—সে নীলাভ আলোতে!....

স্বপন হেসে বলল: "জানো ইসাবেল, তোমাকে কি রকম দেখাচ্ছে?"

ইসাবেলাও হাসল: "আবেশ-বিহ্বলা?"

—"না, আশ্বাস-উজ্জ্বলা।"

ইসাবেলা এবার হাসল না, কোমল-কণ্ঠে বলল: "সত্যিই আমার মনের ওপর থেকে যেন পাষাণ গেছে নেমে। উঃ, সকাল থেকে কী উৎকণ্ঠায়ই যে কেটেছে!"

স্বপন প্রথমটা তার দিকে চেয়ে শুধু স্নিগ্ধ হাসে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনের কোণে কোথায় জাগে একটা ক্ষোভ। সে যে তার জন্যে বিপদ ঘাড়ে ক'রে নিয়ে মার্সেল্‌সে ছুটেছে—এ ভাবে···

ইসাবেলা তার হাতের মধ্যে স্বপনের একটা হাত টেনে নিয়ে বলে: "তোমার ঋণ ভাই, আমি জীবনে ভুলব না।"

স্বপনের ক্ষোভ তৎক্ষণাৎ যায় কেটে। বিদ্যুতের হাসিতে যেমন কাটে জমাট অন্ধকার! ইতিপূর্বে কতবার সে আশ্চর্য হয়েছে নারীর সহজবোধের অকাট্য প্রমাণে—তবু ফের আশ্চর্য হয়। ইসাবেলা কেমন

টপ ক'রে ধরল তার মনের কথা! ওর হাতটি নিজের দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকে। এত সহজে তার উচ্ছ্বাস আসে…বাইরে উচ্ছ্বাস বেশি চাপলে যা হয়—ভিতরটা হ'য়ে ওঠে স্পর্শকাতর। তাই বুঝি এত সহজে তার মেজাজ যায় বদ্‌লে? হবে…

দুজনে খানিক বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। দূরে সেই জাহাজটির দীপাবলি এখনো ঝিক্‌মিক্ করছে।…নীচের থাকে-থাকে-নামা পাহাড় ঐ এক টুকরো বাঁকা চাঁদের আলোয় এক অপরূপ ঘোমটাপরা মূর্তি নিয়ে আকাশের দিকে উন্মুখ অধর মেলে।…সেখানেও আর এক আলোছায়ার অভিনয়।…এক ছাই রঙের মেঘের আড়ালে এক টুকরো অনামা পীতাভ রঙ অন্যমনস্ক হ'য়ে কী ভাবে যেন গালে হাত দিয়ে। তার কাছেই আর এক দল মেঘের গায়ে পীতাভ শাড়ী। ঐ চাঁদের ওপর দিয়ে একটা মেঘের গুচ্ছ এসে পড়ে…পীতাম্বরী রূপ বদলায়—হয় নীলাম্বরী!…

ইসাবেলা হঠাৎ বলে: "কী সুন্দর!"

তার এত কাছে—ও! স্বপনের খুসি যেন উছ্‌লে ওঠে। সে অস্ফুটস্বরে প্রতিধ্বনি করে: "সত্যি।"

হঠাৎ তার মনের মধ্যে একটা নিশ্চিন্ত শান্তি বিছিয়ে যায় মাথার উপরে ঐ বর্ণময়ীদের মতন! তারও মনের মধ্যেকার টুক্‌রো টুক্‌রো ছন্নছাড়া চিন্তাগুলি আবোল-তাবোল বকতে সুরু ক'রে দেয় ওদের সুরে সুর মিশিয়ে। অমনিই মন্থরকান্তি, স্নিগ্ধ উদাস, অর্থহীন আবোল-তাবোল।…মোটর-বোট হু হু ক'রে চলতে থাকে।

প্রায় পনের-বিশ মিনিট। স্বপনের মন স্নিগ্ধতায় ভ'রে যায়। ইসাবেলা হঠাৎ বলে বিজলি বাতি নিভিয়ে দিতে।…সত্যিই তো!—এ-কথা কেন মনে হয়নি এতক্ষণ?…চাঁদের আলো এখন আরও কত সুন্দর দেখায় কেবিনের মধ্যে!…বাইরের দিকে চেয়ে থাকে ওরা এক-

দৃষ্টে।...কোন্ এক সময়ে ইসাবেলা স্বপনের কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়েছে।...চাঁদের সোনালি দ্যুতি ওর মুখখানির ওপর ঢ'লে পড়েছে।...স্বপন এক-একবার ফিরে তাকায়! এ-রকম রাত জীবনে ক'টা এসেছে!—

কয়েক মিনিট পরে হঠাৎ যেন ইসাবেলার নিশ্বাস এসে তার গ্রীবায় লাগে। সে একটু কেমন কেমন বোধ করে—মুহূর্তের জন্তে। দূর—সে মনের মাথা সজোরে নাড়ে।...তার মনটা এমন কেন?

কিন্তু শত চেষ্টায়ও তার মনের সে-স্নিগ্ধতাকে তো কই ধরে রাখতে পারে না! যেমন আপনি ঘনিয়েছিল তেমনি আপনিই মিলিয়ে যায়। ইসাবেলার নিশ্বাস আরও দু-একবার তারে কানে লাগে। তার চুলের গন্ধে কেমন যেন আবেশ জেগে ওঠে মনের মধ্যে।...সে আরও দৃঢ় হয় মনে মনে: বাইরের প্রকৃতির সৌন্দর্যেই নিজেকে ডুবিয়ে দিতে হবে।

তখনও ইসাবেলার মাথা স্বপনের কাঁধে। স্বপনের মনে হয় যে বড় দূরে দূরে ব্যবহার করছে বুঝি সে।...ধীরে ধীরে ওর কটিবেষ্ঠন ক'রে বসে। ইসাবেলার দেহ এত সহজভাবে সাড়া দেয়—ভরসা পেয়ে সে লুকিয়ে ওর দিকে চায়। একবার, দুবার, হঠাৎ তিনবারের পর দুজনের চোখাচোখি হয়। ইসাবেলাও তাকে আড়ে দেখছিল...ধরা প'ড়ে যায়।

মুহূর্তে কি-একটা যেন ওলটপালট হ'য়ে যায়।

বুকের মধ্যে কি-একটা দুর দুর ক'রে ওঠে। সে জোর ক'রে অন্ত দিকে থাকে তাকিয়ে। কিন্তু তাকিয়েই বা থাকতে পারে কই? রূপোচ্ছলা প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য যেন মুহূর্তে পার্শ্ববর্তিনীর মুখে পড়েছে ঢ'লে। সে ফের আড়চোখে চায়। ইসাবেলার কণ্ঠ থেকে ব্লাউস ঢিলে হ'য়ে

নুয়ে পড়েছে…একটু…সামান্য। কিন্তু চাঁদের আলোয় তাতেই বাধে বিপ্লব। স্বপন ভালো ক'রে ভাববারও অবকাশ পায় না।…নৈতিক মনের বিরুদ্ধ স্বর ক্ষীণ হ'য়ে আসে, ইচ্ছাশক্তি স্তিমিত। হঠাৎ ইসাবেলা মাথা একটু তুলে স'রে আসে ওর দিকে। স্বপনের মাথাও যন্ত্রচালিতের মতন ওর দিকে ঢলে। ওদের গণ্ড প্রায় স্পর্শ করে পরস্পরকে।…এবার স্বপন ওর কটিবেষ্টন ক'রে একটু কাছে টেনে আনে। চাঁদের আলো… চাঁদের আলো!

হঠাৎ স্বপন ফিরে ইসাবেলার ওষ্ঠাধরের 'পরে নত হয়। মনে হয় সে-ও বুঝি…চায়। ঝোঁকের বশে কী করছে ভেবে পায় না—চায়ও না ভাবতে! ইসাবেলা তার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে। স্বপন ওকে আরও একটু কাছে টেনে আনে। এবার ইসাবেলাই তাকে চুম্বন করে—একটুখানি মাথা তুলে। অভাবনীয়!…স্বপনের স্নায়ুর মধ্যে মাদল বেজে ওঠে।…

ইসাবেলা এলিয়ে দেয় নিজেকে আরও একটু। হঠাৎ স্বপনের ভয় হয়…আরও।…না…যদি ইসাবেলা কিছু ভাবে! যদি একটু আপত্তি করে…তবে লজ্জায় যে মাথাকাটা যাবে তার? আশ্চর্য!—পরিষ্কার দেখতে পায় বিবেকের চিহ্নও নেই আর…সন্ধ্যা, আনা, চাং…সব গেছে ভেসে। আছে শুধু একটা অত্যন্ত ঘরোয়া কামনা…হায়রে—সে ভাবে —কেবল যদি সঙ্গে একটা নাম-না-জানা ভয়ও না ছায়ার মতন পাশে পাশে থাকত! ভরসার অভাব যদি কিছুক্ষণের জন্যেও উবে যেত! যদি নিশ্চয় জানত—এগুতে গেলে প্রতিহত হ'তে হবে না…থাকত যদি কোন জামিন!…

একটা অস্পষ্ট অথচ নিশ্চিত চেতনা শুধু জাগে।—এ-টান যে কিসের টান ভুল করবার কোনো পথই নেই বটে!…অথচ তবু এক অপূর্ব মাদকতা তার দেহের রোমে রোমে চারিয়ে যায়! লক্ষ তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎকণা

যার সঙ্গে জড়িয়ে—এক তীব্র সূচীদাহ…অথচ তাদের জ্বালার সঙ্গে ওতপ্রোত হ'য়ে রয়েছে এক অপরূপ মন্ত্রমুগ্ধ কোমলতা…

বহ্নির সঙ্গে মেশানো সুধার প্রবাহ…সমুদ্রের তরঙ্গের সঙ্গে নীলিমার নিমন্ত্রণ! এক-একবার এক-একটা সজাগ নিষেধ-বাণী ওঠে জেগে… কিন্তু সে নিমিষের জন্যে।

ইসাবেলার হাত তার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে যে এখনও…

স্বপনের ভাবনা এলোমেলো হ'য়ে যায়।

সে ফিরে ইসাবেলাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে। তার একটা চেতনা শুধু লোপ পায় না।—এখন আর উচিত-অনুচিতের সমস্যা নেই, নেই কর্তব্যের শাসন, নেই বিবেকের নিষেধ—আছে শুধু ভয়ের বাধা…যদি ইসাবেলা "না" বলে।

বলবে কি সত্যিই?...না. স্বপনের রক্তের প্রতি অণু বলে: "ভয় কোরো না" কিন্তু তার কাপুরুষ অহমিকা যে ভরসা পায় না! যদি "না" বলে? আশ্চর্য, কামনার এই বে-আব্রু উদগ্রতার মধ্যেও অপমানিত হওয়ার ভয়...প্রতিহত হবার কুণ্ঠা...ও সে-সম্বন্ধে তীক্ষ্ন সচেতনতা কি এতটুকুও ঝাপসা হ'তে জানে না?

উচিত-অনুচিত,সুনীতি-দুর্নীতি, বংশগৌরব, বিবেক সব গেছে আবিল হ'য়ে, আছে শুধু এক তীব্র লজ্জাজড়িত ত্রাস: "যদি ইসাবেলা তার অগ্রসারী কামনার স্রোতকে হটিয়ে দেয়—যদি এতটুকু কুণ্ঠার ছায়ায় চোখের সামনে নিখিল যায় মুছে?" এ-কুণ্ঠার নাম যে আত্মসম্মান নয় ও স্পষ্টই দেখতে পায় বৈ কি। এ যে শুধু বাইরের ঠাট বজায় রাখবার প্রয়াস—ফেরবার পথ রাখবার উৎকণ্ঠা—তাও পরিষ্কার বুঝতে পারে—কেবল এই বিস্ময় তার চিত্তে জাগে—যে, যে-খরস্রোতের মুখে বড় বড় ঔচিত্য বুদ্ধির বাঁধও নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায় তার সামনে একা যুঝতে পারে

এমন একটা বুটো জিনিষ—এই ঠাট বজায় রাখার দুর্দম প্রয়াস ?

স্বপনের মনে এ সব চিন্তা…দ্বন্দ্ব হাঁ ও না…কামনা ও কুণ্ঠা…অগ্রগতি ও পিছিয়ে আসা…ভিড় ক'রে আসে। স্বল্পপরিসর সময়ের আয়তনে কী বিপুল প্রমাণ উলটোপালটা চিন্তার বান ডেকে যেতে পারে ভাবতে বিস্ময়ও জাগে। সব ব্যাপারটা ঘ'টে যেতে বোধ হয় দু'মিনিটও লাগেনি। তার মন সবে কোমর বাঁধে আর কি—এমন সময়ে যেন ইসাবেলা হঠাৎ ন'ড়ে ওঠে তার বাহুবন্ধনের মধ্যে। স্বপন তৎক্ষণাৎ ওকে যেন বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতনই ছেড়ে দেয়। তার এত স্পষ্ট স্মরণ আছে এ জ্বালাদীপ্ত কয়েক মিনিট ব্যাপী ড্রামার প্রথম থেকে শেষ অঙ্কের যবনিকাপতন অবধি! তার চেতনার মধ্যে অতি তীক্ষ্ণাগ্র হয়েছিল শুধু দুটি তাড়না : লুব্ধতা ও ভয়। লুব্ধতা—দেহের, ভয়—মনের। এবং কী আশ্চর্য!—একটা যতই তীব্র হ'য়ে উঠছিল অন্যটাও তার সঙ্গে সমান কদমেই বেড়ে উঠছিল! অবশ্য তার সঙ্গে একটা অপমানের লজ্জাও—কিন্তু এ লজ্জাও ছিল যেন তার চালচিত্র। মূল কাঠামোটি ছিল আশঙ্কার—পাছে ওর চোখে সে মর্যাদা হারিয়ে বসে। ছী! কোনদিন কি সে ভুলবে তার এ গ্লানিভরা আত্ম-আবিষ্কার ? কোনোদিন ভুলবে ইসাবেলাকে ছেড়ে দেবার পরই তার সে-দিনকার সেই তীব্র রুদ্ধ আক্ষেপ—করতলগতকে ফস্‌কে যেতে দেওয়ার দরুণ সে লজ্জালেশহীন অনুশোচনা ? বিবেক ? কর্তব্য, আন্তিকতার দাবি ? হায় রে হায়! কতটুকু ওদের মূল্য ? ওরা এসেছিল বটে, কিন্তু কখন ? যখন ভরাডুবি হ'য়ে গেছে—তখন।

বেশ মনে পড়ে—পরে কী কী ঘটল : ইসাবেলা তার ছোট্ট খোঁপাটি ঠিক ক'রে নিয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে 'মনালিসা' হাসি হেসে একটু স'রে বসল। সে হাসি ও দৃষ্টি—বিশেষ ক'রে দীর্ঘনিশ্বাসটি—তার বুকে কী রকম বিঁধেছিল! মাথার মধ্যে অনুশোচনার সঙ্গে সঙ্গে কি একটা

বাসনাও শির্ শির্ ক'রে উঠেছিল! হবে না? তার ওষ্ঠাধরে তখনও ওর উষ্ণ কামনার ছোঁওয়া লেগে যে! বিদ্যুতের প্রবাহ প্রতি ধমনীতে তখনও জমাট হ'য়ে যে! আর একবার কি—?

কিন্তু আর কি হয়? প্রতি তরঙ্গেরই একটা উত্থান পতন আছে—প্রতি আগমনীরই একটা নিজস্ব তাল আছে—প্রতি পাওয়ারই একটা মুহূর্ত আছে—মাহেন্দ্রলগ্ন। পেতে হ'লে উঠতি মুখেই এই ছন্দটির সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে ছুটতে হয়। কোনো স্রোতকে তার নামার মুখে ধরতে যাওয়ার মতন বিড়ম্বনা আর নেই। না, যা গেছে সে কখনো আর ফেরে না।

মনে তার ক্রমে ক্রমে ক্ষোভ নিবিড় হ'য়ে কালো হ'য়ে ওঠে।...

মূঢ়...মূঢ়...মূঢ়...মসিয়ে বেনার সাথে তাকে বলেন কাপুরুষ? আমা সাথে তাকে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করেছে। সন্ধ্যা!—তার স্মৃতিকে সে ঠেলে দেয়। সন্ধ্যাকে তো সে জিতে নেয়নি, প'ড়ে পেয়েছে যে! সে এক্ষেত্রে অবান্তর। চাঙের কথা—বাধ্যবরা!

ইসাবেলা আর একবার হঠাৎ তার দিকে চায়। ঠিক কি সেই মুহূর্তেই সেও তাকায় তার কণ্ঠের, ওষ্ঠের, উরসের দিকে! লজ্জায় তার কান গরম হ'য়ে ওঠে। ধরা প'ড়ে গেছে। সে যে এখনো কার জন্যে উন্মুখ এটা ধরা প'ড়ে গেছে। কিন্তু ইসাবেলা আর উন্মুখ নয় এ-ও স্পষ্ট দেখতে পায়। মুহূর্তের জন্যে ও বিবশা হ'য়ে পড়েছিল মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ঠেলে ওঠে শুধু লজ্জা, ছায়াহীন, গুণ্ঠনহীন, দুকূল ভাঙা লজ্জা। ইসাবেলের চোখে তার স্বরূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়ল বৈ কি! ছী ছী! চারিদিকে লজ্জার নিকষ কালো উর্মিমালা ঐ সাগরের কালো জলের সাথেই নেচে নেচে তাকে উপহাস করে যেন!...

ইসাবেলা বাতায়নের কাঠের পরে কপাল রেখে চুপ ক'রে শুয়ে থাকে

...স্বপন বাইরের দিকে চেয়ে। আর তার দিকে একবারও তাকায় না। যদি তাকাতে গেলে দৃষ্টিবিনিময় হয়!...

* * * * * *

* * *

আধঘণ্টা কেটে গেছে।

ইসাবেলা বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বপনের মনের গ্লানির পূর্বমেঘ জড়ো হয়েছে।...

আরো আধঘণ্টা।

সে-গ্লানি অবসাদে পরিণত হয়েছে। কেমন একটা অনির্দেশ্য বিষাদ, সমস্ত চেতনার নিম্নাভিমুখী গতি। কী? তার চরম স্খলন হয়নি? কিন্তু তা'তে সান্ত্বনা কোথায়? শুধু একটা মুহূর্তের ভুল-বোঝার জন্যে—দুটো উন্মুখ স্রোতের ছন্দের একটুখানি গরমিল হওয়ার জন্যেই না সে বেঁচে গেল—শুধু ঘা খাবার ভয়ে গতিরোধ,—অপমানের অঙ্কুশে পিছু হটা! নয় কি?

তার পরের ঘটনাগুলোও তার মনের পাষাণ ফলকে যেন কেটে কেটে বসে রয়েছে। পাথর না লুপ্ত হ'লে এ-দাগ লুপ্ত হবে না। এক একদিনের স্মৃতি এমনিই চির নূতন, চির স্পষ্টই থাকে! শুধু ফিরে তাকালেই সব ফুটে ওঠে...যেন কাল ঘটেছিল!...

বেশ মনে আছে কী ভাবে এক চিন্তার পরে অন্য চিন্তা ব'য়ে এসেছিল।...

ইসাবেলা তাকে মন্দ ভাববে? খুব মন্দ হয়তো ভাববে না...য়ুরোপীয় মেয়েরা এ সবকে খুব সীরিয়াস চোখে দেখে না সে শুনেছিল—অনেকবার।

কিন্তু সব চেয়ে তাকে বিঁধেছিল বিবেক ব'লে তেমন কিছু নেই—

অন্ততঃ তার কাছে নেই—এই পরিচয় পেয়ে। তার আদর্শ-জগতেও যে ভয় ও কুণ্ঠাই তাকে স্খলন থেকে বাঁচালো, এর সান্ত্বনা কোথায়? ছী ছী! তবু সে নিজেকে আদর্শবাদী ব'লে জাহির করে সকলের সামনে?

মুহূর্তের উত্তেজনার চকিত ব্যুত্থানের সামনে আবাল্য সংস্কার, জন্মগত সততার আদর্শ, বংশগত আত্মসম্ভ্রম, শিক্ষাগত কর্তব্যবোধ, বন্ধুর বিশ্বাস রক্ষার দায়িত্ব—সব যে-লোক বিসর্জন দিতে পারে…সে কেমন ক'রে বড়াই ক'রে বেড়ায় তার অন্তর্নিহিত দেবত্ব নিয়ে?

সামান্য ত্বক্‌গত লুব্ধতার কাছে বহু-আয়াস-সঞ্চিত সংযম যে হেলায় লুটিয়ে দিতে পারে, সে কোন্ লজ্জায় বৈদগ্ধ্য সৌকুমার্য প্রভৃতি দিয়ে লম্বা লম্বা বুলি আওড়ায়!—তার সর্বাঙ্গ ধিক্ ধিক্ করে ওঠে!…

* * * * * *
* * *

অদূরে মার্সেলের অগণ্য দীপাবলি…স্বপন সেদিকে তাকায়ও না। মোটর বোট মন্থর হ'য়ে এসেছে, তার হুঁশই নেই। হঠাৎ চম্‌কে ওঠে কেবিনের বিজলি বাতি জ্ব'লে ওঠায়: ইসাবেলার নির্মেঘ মুখ তার দিকে চেয়ে হাসছে। তার মাথায় সেই কালো কিনারাওয়ালা হ্যাট। তার মোভ রঙের ব্লাউসের ওপর সেই সোনালী রঙের শাল। সেই আগেকার ইসাবেলই তো! স্বপন মুখ নিচু করে।

ইসাবেলা হেসে বলে: "চলো মনামি, ছোট স্যুটকেসটা আমিই নিতে পারব—তুমি শুধু আমার attache-caseটা ধরো। ঐ যে—"

চাং হোয়ার্ফের ওপর দাঁড়িয়ে—একটা আর্ক-ল্যাম্পের ঠিক নিচেই।

ইসাবেলা লাফিয়ে নামে। চাং তাকে প্রতি-চুম্বন দেয় বাহুপাশে আবদ্ধ ক'রে।

—"সেন, ইসাকে তোমার জিম্মাতে দিয়ে কী যে নিশ্চিন্ত ছিলাম…"

ইসাবেলা ওর পানে তাকায়…স্বপন চোখ নামিয়ে নেয়।

তিনজনে।

ট্যাক্সিতে চ'ড়ে তিনজনে চলল হোটেল আংলেতেরের দিকে। ইসাবেলা মাঝে—দুধারে ওরা দুজন।

ইসাবেলা বলল: "পারিসের ট্রেন কটায়?"

—"এখনো তিনঘণ্টা। "কিন্তু পারিসে আমাদের যাওয়া হবে না।"

স্বপন আশ্চর্য হ'য়ে বলল: "সে কি!"

চাং কুণ্ঠিতস্বরে বলল: "জানি স্বপন, তোমাকে এ-কথা আমার জানানো উচিত ছিল, কিন্তু উপস্থিত দু-একটা বিশেষ কারণে পারিসে না যাওয়াই স্থির করতে হ'ল—তোমাকে জানানোর উপায় ছিল না। তার করলেও সময়ে পেতে না।"

স্বপন বলল: "আমাকে জানানো না-জানানোর কথা বলছি না, কিন্তু তোমরা পারিসে যাবে না কেন—জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

চাং বলল: "ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই যে, পারিস এখন ইসার পক্ষে প্রীতিকরও হবে না, নিরাপদও না। তাছাড়া ওমো ও উয়েদা কালকের জাহাজে লণ্ডন রওনা হচ্ছে—ওদের ফ্ল্যাটে আমাদের থাকা সবদিক দিয়ে সুবিধে হবেও বটে।"

স্বপন অবাক। "বলার ধরণটা তোমার ভারি মজার চাং। যেন সবই আমার জানা আছে।

চাং কুণ্ঠিতস্বরে বলল: "মাপ কোরো স্বপন, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে ব্যাপারটা একটু খুলে বলার দরকার। চলো বলছি সব।"

বলতে বলতে ট্যাক্সি হোটেল আংলেতেরের প্রকাণ্ড গেটের সদানেকার আলোকিত লাল কাঁকরের উপর দিয়ে সশব্দে ঢুকল।

আলোচনা !

চাং ও ইসাবেলার বৃহৎ শয়নকক্ষেই ওরা স্বপনকে সটান টেনে নিয়ে এল। চাং স্বপনের জন্যে কোনো ঘর রিজার্ভ করেনি—যদি সে রাত্রের গাড়ীতেই পারিসে যায় কি অন্য কোথাও রওনা হয়?

স্বপন কোথায় যাবে ঘণ্টাখানেক ভেবে মন স্থির করতে পারেনি। এখন পারিসে ফেরার সে-সঙ্কল্প আরও নড়চড় হ'য়ে গেছে। বলল: "আমি কোন্‌দিক পানে রওনা হব সে-কথা থাক। তোমাদের ব্যাপারটাই শুনি আগে।"

চাং একটু চুপ ক'রে রইল। মুখে উদ্বেগের পাতলা ছায়া—কিন্তু এত পাতলা যে খুব লক্ষ্য ক'রে না দেখলে ধরা যায় না। হঠাৎ—শান্ত সুরেই—বলল: "ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি তা হ'লে? ইসাবেলার সঙ্গে ওর চোখোচোখি হয়।

ইসাবেলা একটু অসহিষ্ণু সুরে বলল: "আমি মূর্ছা যাব না গো, যাব না—অত ভয়কাতুরে নই তা ব'লে।"

চাং স্নিগ্ধ হেসে তার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: "সে জন্যে না ইসা—তবে আমি ভাবছিলাম আজ রাতে না ব'লে যদি কাল সকালে আলোচনা করা যায় খুব দোষ হয় কি? আজ কি তোমার বিশ্রাম দরকার নেই একটু? তোমাকে এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

ইসাবেলার মুখ কোমল হ'য়ে উঠল। বলল: "আমায় ক্ষমা করো চাং। সত্যিই গত কয় ঘণ্টা আমার যে অন্তর্দাহ ও উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে!"

স্বপনের কানে বাজল। সে চোখ নিচু ক'রে রইল।

চাং বলল: "তাই তো বলছিলাম ইসা—"

ইসাবেলা আবদেরে সুরে বলল: "না, আমি সব এক্ষুনিই শুনতে চাই, নইলে কি রাতে আমার ঘুম হবে মনে করো?"

স্বপন বলল: "তোমাকে কি কেউ অনুসরণ করেছিল?"

চাং বলল: "হাঁ—আর আমি তাকে এড়াবার কোনো উপায়ও করতে পারিনি। তারা ছুটেছিল মোটর সাইক্‌লে—দুজন; মনে হ'ল স্পানিয়ার্ডই।"

ইসাবেলা উদ্বিগ্ন সুরে বলল: "তারপর?"

চাং বলল: "ঠিক ওমোর বাড়ীতে ঢুকবার সময়ে দেখি তার গেটের সামনেকার একটি গাছের গুঁড়ির পেছনে ঘুপ্‌টি মেরে একটা লোক!"

ইসাবেলা শিউরে উঠল: "মাগো! গুলি-টুলি ছোঁড়েনি তো?"

চাং বলল: "হয়তো সত্যিই ছুঁড়ত—যদি না ওমো ও উয়েদা গেটের কাছেই আমার জন্যে অপেক্ষা করত। আমি তার ক'রে দিয়েছিলাম কিনা—ঠিক কখন পৌঁছব।

ইসাবেলা আশ্বস্ত সুরে বলল: "ভাগ্যিস্।"

স্বপন বলল: "তারপর?"

চাং বলল: "তারপর আমাদের তিনজনে মিলে সে বিস্তর আলোচনা তর্কাতর্কি! সে-সব বলার কোনো মানেই নেই। ফলে ওদের মতেই আমাকে সায় দিতে হ'ল অনেক ভেবে চিন্তে।"

স্বপন বলল: "কী মত?—যে তোমাদের পারিসে যাওয়া নিরাপদ হবে না এখন?"

চাং বলল: "শুধু তাই না। ইংলণ্ডে হঠাৎ রওনা হ'লে জেনেরাল সেরানোর লোকজনের খোঁজ পাওয়াও একটু শক্ত হবে।"

ইসাবেলা বলল : "তা বটে।"

স্বপন বলল : "কিন্তু জেনেরাল সেরানোর গুণ্ডা কি লণ্ডনেই নেই মনে করো ?"

চাং বলল : "আছে, কিন্তু ওরা খবর রাখে যে আমার টাকার জোগাড় করতে পারিস যাওয়া দরকার সব আগে। তাছাড়া পারিসে ট্রেন থেকে নামতে হবে তো ? মার্সেল্‌সে আমরা কোথায় আছি কেউ জানে না—কিন্তু মার্সেল্‌স থেকে পারিসে যে-যে ট্রেন পৌঁছায় ওরা সযত্নে নজরবন্দী ক'রে রাখবে।—সে সব ফালতো কথা থাক। মোট কথাটা হচ্ছে এই যে, লণ্ডনে ওমোদের ইস্‌ট-এণ্ডের একটা ফ্ল্যাটে ওদের সঙ্গে দু একমাস থাকা সব দিক দিয়েই সুবিধের হবে—খরচের দিক দিয়েও।"

স্বপন একটুক্ষণ পরে বলল : "কিন্তু—টাকার দরকারের জন্যেই যদি—"

চাং হেসে বলল : "জানি বন্ধু, তোমাকে এ কয়দিনেই চিনেছি : ধারের জন্যে কথা নয়—ধার তুমিও দিতে পারো, মসিয়ে বেনারও। কিন্তু ধারের মুস্কিল এই যে, শোধ দিতে হয়।" ব'লেই টপ ক'রে সুর বদলে নিয়ে বলল : "মনে কোরো না ভাই তোমাকে আমি পর মনে করি, বিশ্বাস কোরো যদি ধারই করতাম মসিয়ে বেনারের কাছে হাত না পেতে তোমার কাছেই পাততাম—বেশি অসঙ্কোচে। কিন্তু লণ্ডনে তিন-চার মাস ওমোদের সঙ্গে থাকতে বিশেষ খরচ লাগবে না ব'লেই যে সেখানে যাচ্ছি তাও তো নয়। আসল কথা এই যে, লণ্ডনের একটা মস্ত সুবিধে —গুণ্ডামির রোমান্স ওখানে সেভাবে ঘটতে পারে না যেভাবে পারে কন্টিনেণ্টে।

স্বপন বলল : "মানে ?"

চাং বলল : "মানেটা ঠিক পরিষ্কার ক'রে বোঝানো শক্ত। তবে

কি জানো ? দুর্দান্ত লোকদের অনেক সময়ে একটা প্রভাবগণ্ডি বা পরিমণ্ডল থাকে—শুনে থাকবে হয়তো ? জেনেরাল সেরানোপ্রমুখ মানুষ কন্টিনেন্টের গণ্ডিতে যতটা সক্রিয় হ'তে পারেন তার বাইরে তেমনটি না। ইংলণ্ডের পরিমণ্ডল ও-ধাতের লোকের ঠিক সয় না, এবং এটা ওরা সব চেয়ে বেশি জানে।" ব'লে একটু হেসে বলল: "শোনোনি এক-একটা বাড়ির এক-এক রকম মেজাজ আছে ? ভূতুড়ে বাড়ী, রাক্ষুসে বাড়ী, আত্মহত্যাময় বাড়ী—প্রভৃতি ? এ-ও তেমনি। কন্টিনেন্টের সেরানোদের মতন মাকড়সারা জাল বিস্তার ক'রে ব'সে থাকেন—আর যুগযুগের জমকালো রোমান্সের আনুকূল্যের ফলে তাঁদের ব'সে-থাকা সহজও হয়। মাকড়সার জালের উপমাটি সুপ্রযুক্তও বটে—কেননা এ-ধরণের চক্রান্তজাল একটু নিবাত যায়গায়ই জমে ভালো। আর কন্টিনেন্টের চেয়ে ইংলণ্ডে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার, বেপরোয়া ভাবের হাওয়া একটু বেশি। তবে হয়তো কথাগুলো একটু ধোঁয়াটে শোনাচ্ছে—"

স্বপন বলল: "না, বুঝেছি। আর কথাটা ঠিকই মনে হচ্ছে।"

ইসাবেলা বলল: "গ্রাস থেকে মার্সেল্‌সে এলে কী ক'রে ? ওরা পিছু নেয়নি ?"

চাং হেসে বলল: "হঠাৎ একটা সুবিধা হ'য়ে গেল। উয়েদার এক বন্ধুর মোটর-বোট আছে—তিনি টুক্ ক'রে নিয়ে এলেন। ওদের চোখে এমন ধুলো দিয়েছি"...ব'লে চাং পরম তৃপ্তির হাসি হাসল—চাপা সুরে। তার মুখে খানিক আগের উদ্বেগের বাষ্পও নেই। ঠিক যেন শিশুর চিন্তাহীন খুসি।

স্বপনও মৃদু হেসে বলল: "এটা বোধ হয় ওরা আশা করেনি ?"

চাং বলল: "না।"

ইসাবেলা বলল: "আমরা কি তবে কালই রওনা হব নাকি জাহাজে ?

চাং বলল : হাঁ—অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে।"

ইসাবেলা বলল : "আপত্তি? বরং লণ্ডন এখন ঢের বেশি ভালো লাগবে। লণ্ডন আমার কাছে প্রায় নতুন যে। পারিস তো কতবার গিয়েছি।"

চাঙের চোখ দুটি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সে ইসাবেলার দিকে তাকিয়ে "Merci, ma cherie" ব'লেই স্বপনের দিকে চেয়ে বলল : "কিন্তু এতক্ষণ আমাদের কথাই হচ্ছে কেবল। তোমার কথা কেউ ভাবছিই না।"

স্বপনের ভারাক্রান্ত মনে যেন একথা কেমন বিস্বাদ বাজে। সে তবু জোর ক'রে হেসে বলল : "আমার কথা ভাববার দরকার কি বলো?—আমার মুণ্ডের ওপর তো আর কোন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা পুরস্কার ঘোষণা করেননি।"

ইসাবেলা বলল : "কিন্তু তুমি কী করবে? পারিসে এগুবে, না নীসে ফিরে যাবে?"

স্বপন হঠাৎ বলল : "আমি আজ রাত সাড়ে বারটায় চড়ব একটি জাহাজে।"

চাং ও ইসাবেলা সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালো।

স্বপন তাদের প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টির উত্তর দিল শুধু একটু হেসে।

ইসাবেলা বলল : "কোথায় যাবে সে জাহাজ?"

চাং বলল : "অবশ্য যদি বলতে বাধা কিছু না থাকে—"

স্বপন বলল : "না না বাধা কি? আমি কায়রো বেড়াতে যাবো স্থির ক'রে ফেলেছি হঠাৎ।"

ইসাবেলা আশ্চর্য্যস্বরে বলল : কই, এ-কথা তো বলোনি আমায়?"

চাং ঠাট্টার সুরে বলল : "সব কথাই যে তোমাকে বলতে হবে ওঁর—এর মানে কী? তুমিই বা ওঁকে নিজের সম্বন্ধে কী এমন ঘনিষ্ঠ-কথা বলেছ শুনি।"

ইসাবেলা রুখে উঠে বলল: "সব সময়েই কি ঘনিষ্ঠ-কথা ব'লে তবে ঘনিষ্ঠ কথা শোনার অধিকারী হ'তে হয় নাকি?"

চাং হাসল: "তা বটে।"

ইসাবেলা তার পানে চটুল কটাক্ষ ক'রে বলল: "কিন্তু এ সব বলছি—তর্কচ্ছলে—academically—মনে রেখো। কারণ আসলে স্বপনকে যে ঘনিষ্ঠ-কথা কিছু বলিনি তা নয়। বিশ্বাস না হয় ওকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না।" ব'লে স্বপনের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।....

স্বপন তার দৃষ্টি এড়িয়ে চাঙের দিকে তাকিয়ে বলল: "হাঁ চাং, ঘনিষ্ঠতা আমাদের মধ্যে হয়েছে বৈ কি। ইসাবেলা আমাকে ওর জীবনের অনেক কথাই আজ বলেছে—একলা পেয়ে। ওর মনটা আজ যে-উঁচু পর্দায় বাঁধা ছিল! উঃ।" ব'লে হাসার চেষ্টা পেল।

চাং স্নিগ্ধ স্বরে বলল: "ওরে দুষ্টু! আমাকে লুকিয়ে বুঝি নবলব্ধ বন্ধুর অন্তরঙ্গা হ'য়ে ওঠা হয়?"

এবার ইসাবেলা স্বপনের দিকে চেয়েই ঈষৎ লাল হ'য়ে উঠল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। তার পরেই অত্যন্ত লঘু স্বরে বলল: "আমি নবলব্ধ বন্ধুর সঙ্গে সহজেই প্রীতির মালাবদল করতে না পারলে কি তুমি আমি এ অবস্থায় পড়ার সুযোগ পেতাম গো শিল্পিরাজ?"

চাং স্বপনকে বলল: "তোমার জাহাজে কি আজ রাতেই উঠতে হবে?

স্বপন বলল: "হাঁ।"

ইসাবেলা বলল: "কখন"

স্বপন বলল: "সময় আছে। সাড়ে বারটার পরেও উঠতে দেবে প্রথম শ্রেণীর প্যাসেঞ্জারকে।"

কয়েক সেকেণ্ড কেউ কথা বলে না।

স্বপন স্পৃষ্ট হয়, বলে: "ইসবেল, তোমার চিঠি যে আমার কাছে কত কাম্য তা কি ভরসা দিয়ে বলতে হবে?"

ইসাবেলা তার কফির পেয়ালা নিঃশেষ ক'রে বলল: "আর আমাদের জাহাজ ছাড়বে কাল কখন?—সকালবেলা?"

চাং বলল: "না, বিকেল চারটেয়। কিন্তু এখন তোমার শুতে গেলে কেমন হয়? যে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

স্বপন উঠে দাঁড়াল: "আমি তা হ'লে চলি এখন।"

চাং বলল: "এখনো তো হাতে প্রায় দুঘণ্টা সময় আছে বললে।—চল না একটু গল্প করি দুজনে মিলে। কতদিন পরে আবার দেখা হবে।"

স্বপন প্রশ্নোৎসুক ভাবে ইসাবেলের দিকে তাকাতেই চাং বলল: "ও এখন ঘুমুবে কাঠের মতন পাশ না ফিরে। ওকে জানো না তো।"

ইসা হাসল: "কিন্তু স্বপনই যে এখন ঘুমুতে চায়না জানলে কী ক'রে?"

স্বপন বলল: "আমি মোটেই ক্লান্ত নই—কেবল তা হ'লে একটা ট্যাক্সি মজুদ রাখতে বলতে হয় বারটা নাগাদ।"

চাং "সে আমি এক্ষণি ঠিক ক'রে আসছি" ব'লেই দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

স্বপনের বুকের রক্ত এমন অস্বস্তিকর তালে বইতে থাকে!...সে ইসাবেলার মুখের দিকে তাকাতে না পেরে উঠে জানালার দিকে অগ্রসর হয়। ইসা তক্ষণি তার হাত ধ'রে এনে তাদের কোণের অটোম্যানটিতে বসিয়ে অত্যন্ত সহজসুরে বলে: "তা হ'লে আজকেই বিদায়?"

সহজসুর সংক্রামক। স্বপন একটু হেসে বলে: "আমাদের মতন পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া বন্ধুকে পরের হাতে সঁপে দেওয়াকে কি বিদায় বলে?"

ইসাবেলা একটু চুপ ক'রে যেতে তার দিকে স্থিরনেত্রে চেয়ে বলে: "এ-কথার উত্তর দেব কিন্তু চিঠিতে:—অবশ্য যদি অনুমতি দাও।"

ইসাবেলা ধন্যবাদ দিয়ে তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে: "আরও একটি অনুরোধ আছে। কিন্তু সে-বিষয়ে একটু ভরসা সত্যিই চাই।"

—"কী?"

—"আমাকে ক্ষমা করতে পারবে কী?—মুখের ক্ষমা নয়—মনের?"

স্বপন বিপন্নমুখে বলে: "ক্ষমা? বাঃ। কিসের জন্যে? যেন তুমি আমার কাছে কতই অপরাধ করেছ।"

ইসাবেলা খানিক তার মুখের দিকে ফের তাকিয়ে থাকে। পরে শুধু বলে: "করিনি?"

স্বপনের বুকের রক্ত আরও উচ্ছল হ'য়ে ওঠে, বলে: "বাঃ! কিসের জন্যে?"

—"তাও কি বলতে হবে?"

স্বপন ম্লান হেসে বলে: "ইসাবেলা, সেজন্যে দোষ তো তোমার নয়।"

ইসাবেলা হঠাৎ বলে: "কারো মিয়ো, একটা খুব বড় রকম মিথ্যে চলে সমাজে যে, পুরুষ এগোয় নারী দেয় সাড়া।"

—"মিথ্যে?"

—"আত্যন্ত। অমি নিজে নারী—জানি না? পুরুষের সাধ্য কি এগোয় যদি নারীর অদৃশ্য ইসারা না থাকে।"

স্বপন নির্বাক নেত্রে চেয়ে থাকে ওর পানে।...

ইসাবেলা বলল: "তোমায় বলিনি যে আমি নিজেকেই জানি সবচেয়ে কম? অন্ততঃ সেটা যে একটা ঢং ছিল না তার প্রমাণ তো হাতে হাতে পেলে?"

স্বপন তবুও কথা কয় না।

মুহূর্তে ইসাবেলার কণ্ঠে বেজে ওঠে ছায়াম্লান অপরাহ্নের সুর। সে

বলে: "আমি সত্যিই আবাল্য উচ্ছৃঙ্খল স্বপন। একদিনে কি চরিত্রের মেরুদণ্ড গ'ড়ে ওঠে?"

—"তুমি সব দোষটাই নিজের ঘাড়ে নিচ্ছ।"

—"না স্বপন। অমি যে জানি মোহের নেশার টান কী প্রবলভাবে টানে পুরুষকে। কেউ এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। মানি ঝড়ের মতনই এর গতি···যেমন অকারণ ওঠে তেমনি অকারণই মেলায়। কিন্তু প্রকৃতির বহু আয়াসে গড়া এর মন্ত্রতন্ত্র—তাই এ-ঝড় যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তাকে রোখে কে?"

স্বপন একটু আবছা হাসে: 'কিন্তু ঝড় তো একেবারে অকারণ ওঠে না ইসাবেল। শুনি বায়ুর চাপ এক যায়গায় কমলে তবেই আর-এক যায়গা থেকে হাওয়ার পাহাড় পড়ে ভেঙে। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, নিশ্চয় আমরা অন্তরে তেমনি কোনো বাসনাবুভুক্ষু গুহা রচি যাতে বাইরের এইসব মোহ, এইসব তোলপাড় বিপর্য্যয় ভেঙে পড়বার সুযোগ পায়।"

ইসাবেলা একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "কথাটা মিথ্যা বলোনি স্বপন —এ-কথার ছায়াধ্বনি আমারও মনে বেজেছে। কে জানে—আমরা যাকে প্রেম বলি তারও প্রকৃতি এই মোহ বাসনার মতন কি না। বিশেষ যখন দেখি প্রতি পদেই মোহ ও প্রেমকে চিনে নিতে এত ঠিকে-ভুল হয়।" ব'লেই একটু থেমে বলে: "কিন্তু তবু কথা দাও, আমাকে তুমি সত্যিই তো—বন্ধুর মতন ভাববে। নইলে সত্যি, আমার মনে একটা বড় ব্যথা চিরদিন খচ্ খচ্ ক'রে বাজবে—মুহূর্তের ঝোঁকে তোমার মতন বন্ধুর বন্ধুত্ব হারালাম ব'লে।"

স্বপনের মন একটু হালকা হ'য়ে ওঠে যেন। সে তার হস্তচুম্বন ক'রে বলে: "কথা দিচ্ছি ইসাবেল। আর তুমিও কথা দাও আমাকে ভুল

বুঝবে না. বিশ্বাস করবে যে সত্যিই তোমাকে যখন বোন ব'লে আদর করেছিলাম তখন আমার মনের মধ্যে এতটুকু ছল ছিল না। আমি —কিন্তু কপট নই।”

ইসাবেলা স্নিগ্ধ হেসে বলল: “তোমরা এ-সব ব্যাপারে একটু-আধটু ভুলচুককে বেশি বড় ক'রে দেখে তিলকে প্রায়ই তাল ক'রে ধরো। বন্ধুত্ব বড় জিনিষ, তাই তাকে হারাবার শঙ্কাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যাকে মোহ ব'লে জেনেছে এবং যার 'পরে মানুষের হাত নেই বললেও বেশি বলা হয় না, তার প্রবল টানের জন্যে এত আত্ম-গ্লানির বাড়াবাড়ি কেন বলতে পারো?”

এমন সময়ে দোরের হাতল ঘোরানোর শব্দ। ইসাবেলা স্বপনের হাত ছেড়ে দিয়ে স'রে বসে। স্বপনের এমন বিশ্রী লাগে।...আগে হ'লে দিত কি? চাঙের হাতে স্বপনের ব্যাগ, সুটকেসটা ভ্যালেট ঘরের মধ্যে দোরের কাছে নামিয়ে দিয়েই চ'লে গেল।

স্বপন জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাতেই সে বলল: “আর দুঘণ্টা বাদে ট্যাক্সি হাজির থাকবে। এগুলো আমাদের ঘরেই থাকুক এখন। তুমি যাবার সময় তোমার ট্যাক্সিতে তুলে দেব। কেমন?”

স্বপন বলল: “না না, সে কি হয়? ইসাবেলার চোখ দেখছ না? ঘুমে বুজে আসছে।”

চাং বলল: “বেশ তো। ইসা তো আর দোর দিয়ে শুচ্ছে না। চলো আমরা লাউঞ্জে ব'সে গল্প করি ততক্ষণ।”

স্বপন হাসল: “তা হ'লে শুভরাত্রি ইসাবেলা।”

ইসাবেলা বলল: “শুভরাত্রি কারো মিয়ো।”

চাং হঠাৎ বলল: “ইসা; আমি এক কাজ করছি। দোরে আমি বাইরে থেকে চাবি দিয়ে গেলাম নিচে, কি জানি: দোর খুলে শোওয়া

কিছু নয়। যদিও এখানে কোনো ভয় নেই—সেয়ানোর শনিচক্রের কেউ জানেই না আমাদের পাত্তা—তবু, বলা যায় না। আর মাত্র এক-দিনের জন্যে—সাবধান হওয়াই ভালো। স্বপনের সুটকেসটা দোরের কাছেই রইল। আমি বারটার সময়ে চোরের মতন নিঃশব্দে চাবি দিয়ে দোর খুলে বের ক'রে নেব।"

ইসাবেলা হেসে বলল: "যেমন ভাবে দেহে চাবি দিয়ে মনের দোর খুলে আমার হৃদয়টিকে চুরি ক'রে নিয়েছিলে।"

তিনজনেই ওঠে হেসে! হাসি থামলে ইসাবেলা দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে: "Au revoir স্বপন।"

—"Au revoir ইসাবেলা।" স্বপন তার করচুম্বন করে।

চাং ইসাবেলার হস্তে চুম্বন ক'রে বলে: "তিন ঘণ্টা ঘুমোও ইসা। তারপরে কিন্তু চোরের মতন নিঃশব্দ ব্যবহার করব না—সাবধান।"

ইসাবেলার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।…

উভয়ে!

কিন্তু লাউঞ্জে তিন চারটি দম্পতি! কাজেই সেখানেও হ'ল না। খুঁজে খুঁজে শেষে ওরা হোটেলটির লাইব্রেরিতে এসে বসে। বেশ নির্জন এ সময়ে।

চাং বলে: "কিছু পানীয়?"

—"চা খেতে ইচ্ছে করছে আজ হঠাৎ।—যদি তোমার আপত্তি না থাকে।"

চাং বলে: "বেশ।" ঘণ্টা বাজায়।

ওয়েটার শ্যাম্পেন ও চার অর্ডার নিয়ে বেরিয়ে গেলে চাং বলে:

"আচ্ছা স্বপন, আমি পীড়াপীড়ি করছি ভেবো না—কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি বারুণীর 'পরে প্রেজুডিস কি সত্যিই নেই তা হ'লে রাগ করবে ?"

স্বপন হেসে বলে : "না, করব না।"

—"তবে ?"

—"তবে কি ?"

—"রাগ না করাটা কি আমার প্রশ্নের উত্তর ?" চাঙের মুখে স্নিগ্ধ ঠাট্টার হাসি।

ওকে এ-ভাবে প্রশ্ন করতে স্বপন কথনো শোনেনি। একটু আশ্চর্য্য হয় মনে মনে। কোনো বিষয়ে একটুও জোর করা যে ওর প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলে : "কিন্তু এ-প্রশ্নের উত্তরের জন্যে এতটা মাথাব্যথাই বা কেন—এ-পালটা প্রশ্ন যদি ক'রে বসি ?"

—"একটু কারণ আছে বৈ কি।"

স্বপন স্মিতমুখে বলে : "এটাই কি উত্তর ?"

চাং ফিক্ ক'রে হাসে। সমস্ত মুখটা তার খুসিতে উপ্‌ছে পড়ে। কোনো প্রত্যুত্তর বা রসিকতায় কোণঠাসা হ'লে এত খুসী হ'তে স্বপন কাউকে দেখিনি। চাং তার মুখের দিকে চেয়ে বলে :

"When an Oriental meets an Oriental then is the tug of war, এই না ?"

পরিবেষক একটা ট্রেতে ক'রে এক বোতল শ্যাম্পেন, দুটো শ্যাম্পেনের গেলাস ও চায়ের পট্ প্রভৃতি এনে রেখে যায়।

স্বপন চা ঢালতে ঢালতে বলে : "দুটো গেলাস কি করতে ?"

—"আহা চা শেষ হ'লেও কি একবার চেখে দেখবে না ?—যখন প্রেজুডিস নেই বলছ।"

স্বপন বিস্মিত হ'য়ে তাকায় তার পানে। চাং তো এ-রকম কথনো করে না ! পীড়াপীড়ি করছে চাং ! অভাবনীয় যে !

চাং স্বপনের গেলাসটা সরিয়ে রেখে বলে: "শোনো স্বপন। আমি সত্যিই একটা পরক করতে চাইছিলাম, মাফ কোরো।"

—"কী? এ-সব বিষয়ে আমার সংস্কারের মূল কতখানি গভীর?"

—"না, আমি দেখতে চেয়েছিলাম ধর্মপ্রাণ হিন্দুসন্তানকে মদ খেতে পীড়াপীড়ি করলে তার মুখ-চোখের অবস্থা কী রকম হয়।"

"কোনো উত্তর পেলে আমার মুখ-চোখে?"

"—পাবো না?—বাঃ!"

"—কিন্তু পেতে চাইছিলে কেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"এখন পারো। ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয় অবিশ্যি। ওমো আমাকে বলল লণ্ডনে এক 'একসেন্ট্রিক ক্লাবের' কে এক পাগলা সমাজদার বুড়ো তাকে অর্ডার দিয়েছে সনাতন সংস্কারীকে 'প্রথম প্রলোভনে টেনে নামানো'—এই বিষয়ে একটি ছবি চাই। পুরস্কার এত বেশী যে আমিও একবার চেষ্টা ক'রে দেখব ভেবেছি। তাই একটু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা চাইলাম।"

স্বপন হেসে বলে: "পদ্ধতিটা নতুন—মানতেই হবে।"

"নতুন মোটেই না। আমাদের ওধারে এ-রকম প্রত্যক্ষ-দর্শন শিল্পীরা প্রায়ই খোঁজে। তোমাকে একদিন: বিখ্যাত জাপানী চিত্রী কুনিসাদার নাম বলিনি?"

স্বপন হেসে বলল: "না তো। কী করতেন তিনি? সুন্দরী গাইশার ফাঁদে প্রিয়তম বন্ধুকে ফেলে তার উচ্ছন্ন যাওয়ার ছবি আঁকতেন।"

চাং খুব একচোট হাসল: "অতদূর না—তবে না-ই বা বলি কী ক'রে। তাঁর স্ত্রীকে নিজে ডাকাত সেজে দেখিয়েছিলেন প্রচণ্ড ভয়—ভয় পাওয়ার ছবি আঁকতে চেয়ে।"

—"এ-ও কি ভালো করেছিলেন বলতে হবে?"

—"নয় কেন?"

—"কেনই বটে? মানুষের জীবন নিয়ে খেলা?"

—তুমি এ-কথা বললে স্বপন? আর্ট খেলা?

স্বপন একটু অপ্রতিভস্বরে বলল: "না-ই হ'ল। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর যদি ধরো ভয় পাওয়ার পরে হার্ট ফেলই করত?"

চাং তাচ্ছিল্যের সুরে বলে: "কী এমন তা'তে জগতের ক্ষতি হ'ত শুনি? Wife may come and wife may go but art goes on for ever."

স্বপন একটু ক্ষুণ্ণ সুরে বলে: "ঠাট্টা?"

চাং বিস্মিত সুরে বলে: "আর্ট নিয়ে ঠাট্টা? আমি করি কখনো?"

—"করো বুঝি শুধু স্ত্রী নিয়ে?"

—"তা করি—যদিও এক্ষেত্রে করিনি। আমার সত্যিই মনে হয় মাদাম কুনিসাদা ভয় পেয়ে মারা গেলে হয়তো অমর হতেন—কুনিসাদা এমন একটি ছবি আঁকতেন মৃত্যু-শঙ্কিতার। অন্ততঃ আমাদের ঐতিহ্যের খাতিরে আর্টের জন্যে জীবন দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।"

—"সত্যিই কেউ দেয় দেখাতে পারো?" স্বপনের টোনে তর্কের সুর বাজে।

—"হসাকাওয়ার নাম শোনোনি—যিনি একটি বিখ্যাত ছবি বাঁচাবার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন?"

—"সত্যি, না গুজব?"

চাং হাসে: "আর্টকে তুমি এখনো সত্যি ভালোবাসতে পারোনি স্বপন, ক্ষমা কোরো। কিন্তু এ-ভালোবাসা আমাদের তেমনি ধাতুগত

যেমন হয়তো তোমাদের মেয়েদের মধ্যে পূজাপার্বণকে ভালোবাসা। টাইকো-রাজের সেনাপতিরা যুদ্ধজয়ের জন্যে সত্যিই জমিজমা বখ্‌শিশ না নিয়ে ভালো ছবি বখ্‌শিশ চাইতো। না, এ-ও কি গুজব ব'লে অবিশ্বাস করবে?"

"এ-কথা বিশ্বাস হয়—কিন্তু আমি হসাকাওয়ারই আর্টের জন্যে প্রাণ দেওয়ার কথা বলছিলাম।"

—"কিন্তু তিনি সত্যিই দিয়েছিলেন যে। তাঁর প্রাসাদে হঠাৎ একবার আগুন লাগে। তার মধ্যে ছিল সেসনের 'ধারুমা' নামে একটি ছবি। আগুন থেকে তাকে বাঁচাবার আর কোনো উপায় না দেখে তিনি তরোয়াল দিয়ে নিজের দেহ চিরে ছবিটি পুরে ফেলেন। আগুন নিভলে দেখা গেল হসাকাওয়ার দগ্ধ-দেহের মধ্যে ছবিটি অক্ষত আছে। বলবে কি: কাজটা মন্দ করেছিলেন?"

স্বপন উষ্ণ সুরে বলল: "এ আমার কাছে কিন্তু বড় বেশী বাড়াবাড়ি ঠেকে চাং, তুমিও ক্ষমা কোরো।"

চাং শ্যাম্পেনে চুমুক দিয়ে স্নিগ্ধ হাসে: "স্বপন দরদের জায়গায় তর্ক চলে না। কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি: তোমাদের দেশে শুনেছি বিগ্রহ বাঁচাতে গিয়ে ভক্ত প্রাণ দেয়। তাকেও কি দূষবে কুসংস্কারী ব'লে?"

—"দূষবে না তুমি?"

—"না। এ ধূলোর জীবনে স্বপন, প্রাণ কি এতই মহার্ঘ? না, পদে পদে আগলে রেখে তাকে বাঁচালেই সে সত্যি বাঁচে?"

—"তার মানে মানুষকে তুমি ভালোবাসো না।"

"মানুষকে বাসি, কিন্তু মানুষকে জীইয়ে রাখার প্রবৃত্তিকে না; তাইতো আমরা—চৈনিকরা—Hygeia-কে গ্রীকদের মতন দেবতার বেদীতে

বসাতে পারি না—স্যানিটেশনের দামামা বাজিয়ে জীবনের সব সৌন্দর্যের বাঁশিকে ডুবিয়ে দিতে পারি না। আমরা বলি—রোগ হয় সে-ও সই—কিন্তু জ্যাক জনসনের মতন হিপোপোটামাসের স্বাস্থ্য বা দীর্ঘায়ুতাকেই যেন জীবনপথের পাথেয় না করি।”

স্বপন একটু শান্ত স্বরে বলল: “এতে আমারও আপত্তি নেই। কিন্তু তাই ব'লে বলবে কি—জীবনের চেয়ে আর্ট বড় ?”

—“সব জীবনের চেয়ে না। লাখে একজন মানুষ মিলতে পারে—যেমন ধর বুদ্ধ, লাওৎসে, সোশি বা সান্ ইয়াৎসেন যাঁদের জীবনের দাম সনিসেটস্ বা মরুকিনি বা কোরিনের ছবির চেয়েও ঢের বেশি। কিন্তু ব্যতিক্রমের প্রাপ্য যে গৌরব, তা কি সাধারণ মানুষ দাবি করতে পারে কখনো ? ধরো না কেন, ঐ অভিজাত হসাকাওয়ারই দৃষ্টান্ত। উনি বেঁচে থেকে যদি সেসনের ছবিটি পুড়ে যেত তা হ'লে ওঁর অলস চা-খেয়ে বেঁচে থাকা জীবন দিয়ে কি সে-ক্ষতির পূরণ হ'ত বলতে চাও ?”

স্বপন একটু ভেবে বলে: “কিন্তু এ-প্রশ্ন কি স্বতঃই মনে ওঠে না চাং যে ছবির জন্যেই মানুষ, না মানুষের জন্যে ছবি ?

চাং শ্যাম্পেনের বোতল থেকে আর-একটু শ্যাম্পেন ঢেলে নিয়ে বলে: “এর উত্তর দিতে হ'লে প্যারাডক্সেই দিতে হবে। বলতে হবে মানুষকে মানুষ বলি তখনই যখন সে একটু-না-একটু অমানুষ হ'য়ে ওঠে।”

স্বপনের হঠাৎ হৃদয়ের কোনো একটা তন্ত্রী বেজে ওঠে—অহৈতুক। প্রীত হ'য়ে বলে: “এ-কথায় এদেশের সুবোধ লোকে হাসবে কিন্তু। এরা চায় শুধু হিউম্যানিটির জয়গান করতে।”

চাং হাসে। শ্যাম্পেনের গেলাসটি হাতে দোলাতে দোলাতে বলে: “লাওৎসে ব'লে গেছেন একটি লাখ কথার এক কথা:

পরম পুরুষ 'টাও' যারে কহ—শুনি তার বাণী সুবোধ হাসে ?—

হ'ত সে কি 'টাও'—শুনি নাহি যদি হাসিত সুজন কলোচ্ছ্বাসে ?"

আজ চাঙের মুখ খুলে গেছে···অকস্মাৎ। স্বপন কখনো কখনো তাকে নিজে থেকে কথা বলতে শুনেছে বটে—কিন্তু এতটা মন খোলা বেপরোয়া ভাবে কখনো না। তার মনটা ধীরে ধীরে প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে। তার তর্কের স্পিরিটটা ধীরে ধীরে উবে যায়।

সে হেসে বলল: "এ-ধরণের কথায় আমাদের দেশের কৌলিন্য-পন্থীরাও সাড়া দেবেন চাং। কিন্তু এদেশে এ-ধরণের অ্যাটিচিউডকে এরা শুধু একটা কথা বলে উড়িয়ে দেয়—highbrow. এরা বলে দু-একটা মানুষের কীর্তি নিয়ে কী করব যদি দেশজোড়া রটে হাহাকার ?"

চাং অবজ্ঞার হাসি হেসে বলে: "য়ুরোপের শূদ্রপন্থীদের কথা আর বোলো না—যাকে কু হুং মিং ব'লে আমাদের এক চিন্তাশীল বিদ্বান য়ুরোপ-অভিজ্ঞ চৈনিক সুধী L'adoration de la plebe * ব'লে বিদ্রূপ করেছেন।" ব'লে শ্যাম্পেনের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে: "রোমানদের পতন হয়েছিল মানুষকে দাস ক'রে—তাঁদের বংশধর য়ুরোপীয়দের সমাধি হবে—তাকে উপাস্য ক'রে। অথচ আমাদের আইডলেটর বলে এমন য়ুরোপ—যে নিজে হচ্ছে Titanic idolator of vulgarity masquarding as Humanity with a capital H."

চাঙের ওষ্ঠপ্রান্তে তিক্ততার আমেজ। ওর মনের দুয়ার ক্রমেই খুলছে যে ও আজ! ব্যাপার কী ?

স্বপনের মন সাড়া দেয়, আবার দেয়ও না। সে বলে: "কিন্তু চাং, মানুষকে কি শুধু তার জনকতক বড় মানুষ দিয়েই বিচার করবে ? শুধু কীর্তি দিয়ে ? ভুলো না যে, নগণ্যদের বনেদের উপরেই গণ্যেরা দাঁড়িয়ে থাকেন।"

* গণপূজা।

চাঙের কণ্ঠে মুহূর্তে আবার সেই স্নিগ্ধ সুর ফুটে ওঠে, বলে: "তুমি আমাকে একটু ভুল বুঝেছ স্বপন। আমি জীবনকে কার্তি দিয়ে বিচার করি না; তা যদি করতাম কোনদিনই তা হ'লে আমি মাদাম সান্ ইয়াৎসেনকে তাঁর জগদ্বিখ্যাত স্বামীর সমকক্ষ বলতাম না জেনে-শুনে যে তাঁর নেপথ্য জীবনের মূল্যকে কোনো কীর্তি দিয়েই মাপা চলে না।"

—"মাদাম সান্ ইয়াৎসেন? তাঁকে তুমি জান না কি?

"হাঁ। আর মনে করি সান্ ইয়াৎসেনের শক্তি ছিলেন—এই অলক্ষিতা নারীটি। ইনি প্রথমে হ'ন তাঁর সেক্রেটারী ও পরে স্ত্রী—তাঁর বিপদের চরম মুহূর্তে—যখন তিনি দেশ থেকে নির্বাসিত। আজীবন এ-মহীয়সী নারী স্বামীর আদর্শের আগুনে নিজের শক্তির ইন্ধন দিয়েই সে-শিখাকে অনির্বাণ রেখে গেছেন। কিন্তু লোকে শিখার আলো-কেই দেখে স্বপন—সমিধ্‌কে গৌরব দেয় ক'জন?"

স্বপন চুপ ক'রে রইল।

চাং বলতে লাগল: "এঁকে হয়তো লোকে কোনোদিনই জানবে না—কিন্তু তা'তে ক'রে তাঁর মহত্ত্বের মর্যাদা একচুলও কমে না। তাঁকে একদিন এ-কথা বলেছিলাম জেনেভাতে।"

—'জেনেভাতে?"

—"হাঁ, স্বামীর মৃত্যুর পরে এই অসামান্যা নারী চীনদেশকে প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন বললেই হয়—স্বামীর আদর্শকে ছাড়তে চান না ব'লে। ভয়, মিথ্যা কপটতা কা'কে বলে ইনি জানেন না। এখন তিনি লণ্ডনে—যদি ও-অঞ্চলে আসতে,—আলাপ করিয়ে দিতাম। তবে মুস্কিল এই আলাপ ক'রে এঁর মহিমা বোঝা শক্ত।"

—"কেন?"

—"ইনি অনেকটা তোমাদের দেশের মেয়েদের মতনই। লজ্জাকে

ইনি বিশ্বাস করেন—য়ুরোপের মেয়েরা যাকে বহুদিন জলাঞ্জলি দিয়েছে।"

স্বপন বিস্মিত হ'য়ে তার দিকে তাকায়।

চাং হাসে: "একটু আশ্চর্য হচ্ছ, না? আশ্চর্য হবার কথা বটে, কারণ আমি পাশ্চাত্য নারীর লজ্জাহীন স্বাবলম্বিতারও ভক্ত, আবার প্রাচ্য নারীর লজ্জবতী সুষমারও অনুরাগী যাকে আমরা বলি yuhsien."

স্বপন বলে: "হাঁ ও কথাটা ইসাবেলা বলে বটে।

চাং হেসে বলে: "বলবে না? ওকে আমি যে ঐ গুণটির অভাবের জন্যে প্রায়ই ক্ষেপাই!—যেমন মসিয়ে বেনার তোমায় ক্ষেপাতেন আনার সম্পর্কে পুরুষালি নির্ভীকতা ও insouciance-এর অভাব নিয়ে।"

স্বপন একটু অপ্রতিভ হ'য়েও হেসে বলে: "কিন্তু এ-কথা তোমায় বললে কে?"

—"কে বলো তো?"

—"চিঠি লিখেছেন বুঝি?"

—"না টেলিফোনে বলছিলেন।"

—"টেলিফোনে? কখন?"

—"এই ঘণ্টা তিনেক আগে। এখানে এসেই তাঁর সঙ্গে প্রায় পনের-কুড়ি মিনিট কথাবার্তা কই—ইংলণ্ডে যাওয়া এখন উচিত কি না জিজ্ঞাসা করতে। তিনি সেই সুযোগে আনার সম্বন্ধেও বেশ দু'কথা ব'লে নিলেন।"

স্বপনের কর্ণমূল উষ্ণ হ'য়ে ওঠে: "আমাকে কিছু বলতে বললেন না কি?"

চাঙের ঠোঁটের প্রান্তে হাসি ফুটে ওঠে: "বৃদ্ধকে কি অতই কাঁচা উকিল মনে কর তুমি? তিনি এমনভাবে কথা বললেন যাতে আনার মর্যাদা

ষোলো আনা বজায় থাকে—অথচ তিনি নিশ্চই জানতেন আমি এ-সব তোমার কানে তুলবই।"

—"কী বললেন ?"

"কী বলবেন বলো ? আনার নিঃসহায়তার ও সাহসের কথা। ইঙ্গিতে একটু দুঃখ জানালেন—যদি তার কোনো শুভার্থী বন্ধু থাকত হাতের কাছে।—এমন বন্ধু যে শুধু তার নিজের কথাই ভাবেনা অপরের কথাও একটু ভাবে।"

স্বপন ঈষৎ তিক্ত হেসে বলে : "আচ্ছা চাং, তোমার কি মনে হয় আমার প্রতি কটাক্ষ ক'রে তিনি সুবিচার করলেন ? আমি বিবাহিত : আনার ঝক্কি আমি বইতে বাধ্য—এ কোন্ আদর্শের বর্ণপরিচয়ে লেখা আছে শুনি ?"

চাং তার হাতের 'পরে হাত বুলোতে বুলোতে কোমল স্বরে বলল : "তাঁকে ভুল বুঝো না ভাই। তিনি আনাকে ভালোবাসেন, তাকে যে-কোন উপায়ে হোক বাঁচাতে চান—দরকার হ'লে নৈতিকতাকে নাকচ ক'রেও—কারণ জানো তো ও বস্তুটি তিনি একদম মানেন না। তার ওপর দেখ, তোমাকেও তিনি অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করেন। মানুষ স্নেহের ক্ষেত্রে কবে পুরোপুরি নিঃস্বার্থ হয় বলো ? সে চায় বৈকি যে তার নিজের ঝক্কি স্নেহাস্পদ একটু আধটু বইবে—মাঝে মধ্যে। মুখে আমরা হয়তো এ-কথা স্বীকার করি না—কিন্তু মুখর দাবির চেয়ে অকথিত অশ্রুত দাবি তো কিছু কম জোরালো নয় ভাই।"

স্বপন একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : "তুমি কী বললে তাঁকে ?"

চাং বলল : "আমি ? বিশেষ কিছু বলিনি, শুধু বললাম যে, এ সব শুনলে তুমি নিশ্চয়ই সানন্দেই পারিসে ফিরবে এবার। কিন্তু তখন তো জানতাম না তুমি এর মধ্যেই কায়রো পাড়ি দিচ্ছ।"

স্বপনের মন একটু নরম হ'য়ে এসেছিল. কিন্তু চাঙের এ-কথায় তাকে একটু বাজল: "সানন্দেই পারিস ফিরব ভাবলে কেন? আমার তো মনে হয় না আমাকে আমার জন্যেই কেউ চায় এখানে। আমার খোঁজ পড়ে —দরকারে।"

চাং একটু দুঃখের সুরে বলল: "এ-কথা কেন বলছ ভাই? অন্তত আমরা তো তোমাকে সত্যিই চাই, জানো। যদি কারুরো যাওয়া না স্থির ক'রে ফেলতে তোমায় নিশ্চয় নিমন্ত্রণ করতাম—আমাদের সঙ্গে একবার লণ্ডনে যেতে। ওমোও বলছিল।"

স্বপন কোনো কথা বলল না।

চাং তার হাতের উপর একটা হাত রেখে বলল: "চলো না, যাবে?"

স্বপন ভাবতে থাকে।

চাং মৃদু হেসে বলে: "কিন্তু সত্যিকথা বলতে হ'লে বলতে হয় স্বপন যে, তোমার কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়, এতে আমাদেরো স্বার্থ রয়েছে বৈ কি।"

স্বপন ঈষৎ কুণ্ঠিত বোধ করে: "কী স্বার্থ?"

—"তোমার মতন বন্ধু ইসা পাবে কোথায়? আর অন্য কার হাতেই বা তাকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার এমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে সঁপে দিতে পারব বল?"

স্বপনের বুকের মধ্যে যে আত্মগ্লানি ধোঁয়াচ্ছিল হঠাৎ জ্বলে ওঠে। এতখানি বিশ্বাস! সে সোজা ওর পানে তাকাতেও পারে না আর।

—"কী, কথা কইছ না যে? যাও তো বলো—আমাদের পাশের ঘরটা তা হ'লে তোমার নামে রিজার্ভ ক'রে আসি?"

—"না।"

তার "না"-র মধ্যে এমন একটা রুক্ষ রেশ আহত কাংস্যপাত্রের মতন ঝনঝন্ ক'রে ওঠে! চাং তার মুখের দিকে তাকায় বিস্মিত হ'য়ে।

স্বপনও কোনো কথা বলে না। তার মনের আকাশ ছি-ছির ধোঁয়ায় কালো হ'য়ে উঠেছে।

চাং তার হাতের পরে হাত রেখে বলে: "কিছু মনে করো না, স্বপন, তোমাকে আজ যেন একটু কেমন কেমন দেখছি। আমার কোনো কথায় কি তুমি কোথাও আঘাত পেয়েছ?"

এ কোমল বিশ্রব্ধ সুরে স্বপনের হৃদয়ের একটা উঁচু পর্দার নিভৃত তার বেজে ওঠে, সে মুখ নিচু ক'রে বলে: "চাং, আমি কোনো হিসেবেই অসাধারণ নই, না বন্ধু হিসেবে, না প্রেমিক হিসেবে, না—" বলতে যাচ্ছিল "বিশ্বাসের পাত্র হিসেবে—" কিন্তু পারল না।

চাং বিস্মিত কোমল সুরে বলল: "কী হয়েছে বলো তো। তোমার সদাপ্রফুল্ল মুখ এমন মেঘলা তো কখনো দেখিনি। তোমাকে যে ভাই চিরদিন খোলা হাওয়া ব'লেই জেনে এসেছি!...."

স্বপন তার দৃষ্টি এড়াতে মুখ একটু ফিরিয়ে বসে···নিশীথ রাত। মাথার ওপরে পাতলা সবুজ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে একজোড়া বিজ্‌লি বাতি এমন ক্লান্তছন্দে তাদের মধ্যেকার টেবিলের 'পরে নিষণ্ণ!···তার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে।···

দুজনের কেউই কথা বলে না।···অদূরে একটা জাহাজের গম্ভীর বাঁশি করুণ সুরে ওঠে বেজে।···জাহাজের বাঁশি তাকে বরাবরই উদাস ক'রে তুলত, আজ হৃদয়ের মধ্যে সে বহুক্ষণ-ধ্বনিত বিষাদসুরে জমে ওঠে—একটা পথহারা নীড়। কাল কোথায় যাবে সে?···কেন এমন ঘুরে বেড়াচ্ছে? ···কিসের পথ চেয়ে? পারিস থেকে নীস, নীস থেকে কায়রো। কোনো লক্ষ্যই কি নেই জীবনের?···বাঁশি একটু থেমে আরও কোমল সুরে বাজতে থাকে!···স্বপনের বুকের মধ্যে কোথায় যেন মোচড় দিয়ে ওঠে এবার।··· অমনি একটা স্টীমারে এরাও যাবে কাল···সে কোন্ একদিকে!···পথে-

পাওয়া বন্ধু, এম্‌নি পথেই বুঝি ছেড়ে যায়···আর, ছুদিনের পাওয়ার মধ্যেও কি না একটা আবিলতা এসে গেল···তার চোখে উপচীয়মান জলকে সে বহুকষ্টে রোধ করে।···ঠিক এই সময়ে চাং তার মুখের কাছে ঝুঁকে "এ কী?" ব'লেই তার ছুটি হাত নিজের ছুই হাতের মধ্যে টেনে নিল। "কী হয়েছে ভাই? বলবে না?"···পুরুষের স্বর যে এত কোমল হয় তা স্বপন কখনো জানত না!···এমন বিশ্বাসের—এমন দরদের প্রতিদানে!—তার কানের কাছে ঘোরাঘুরি করতে থাকে কেবল ওর ছুটি ছোট্ট কথা: "তুমি যে ভাই খোলা হাওয়া!" হায়রে, এ শ্রদ্ধাঞ্জলিকে স্বীকার করারও কোনো পথই নেই যে আর!···তার আত্মসম্ভ্রম যে আজ সহসা-আহত বিহঙ্গের ম'তই ধূলিক্ষুণ্ণ···পঙ্গু!···সে হঠাৎ গাঢ় কণ্ঠে ব'লে বসে: "চাং আমাকে তুমি বড় বোলো না আর।"

চাং তার হাতছুটির 'পরে নিবিড় স্নেহের চাপ দিয়ে ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল: "সে কি ভাই?"

—"হ্যাঁ, আমি তোমার বিশ্বাসের অযোগ্য—তোমার কাছ থেকে সব গোপন ক'রে তোমার শ্রদ্ধা প্রীতি ভোগ করতে চেয়েছিলাম—মাটিতে-গড়া দেবতার ম'ত।" ব'লেই স্তিমিত কণ্ঠে মোটর-বোটের উপর যা যা ঘটেছিল সব একনিশ্বাসে ব'লে গেল।

চাঙের মুখের একটি পেশীও নড়ল না। ঠিক প্রস্তরীভূত মূর্তি! স্বপনের মনে কোথায় একটা নৈরাশ্য ঘনিয়ে আসে।···কেন বলতে গেল! ···কেন দরদী ব'লে ভুল করল ওকে? যদি ইসাবেলাকে এজন্যে ছুঃখ পেতে হয়?···আরও কত উলটোপালটা চিন্তা।···

প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেল নিঃশব্দে। স্বপন বলল: "তাই আমি স্থির করেছি প্যারিসে আর ফিরবই না। কেন মিথ্যে মিথ্যে তাকে ব্যথা দেব? তোমাকে বেদনা দিয়েছি এই-ই আমার যথেষ্ট তিরস্কার।"

চাঙের পাথরের মত মুখ ধীরে ধীরে মানুষের ম'ত হ'য়ে উঠল। সে শান্তকণ্ঠে তার দিকে চেয়ে বলল: "এতে আমি বেদনা পাইনি বললে মিথ্যা বলব। —আর···মিথ্যা আমি খুব কমই বলি।" ব'লে ফের একটু থামল। স্বপনের বুকের মধ্যে কেমন যেন গুমট ক'রে ওঠে। চাং বলে: "কিন্তু এ-ব্যথা-পাওয়াটা একান্তভাবে আমার নিজেরই—এর সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্বন্ধই নেই। তবে একটা কথা জেনো: এর দরুণ তোমাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কমবে না। যদি ফের ঐ অবস্থায়ই কখনো পড়ি তবে ফের তোমার তদারকেই ইসাকে রেখে যাবো। এ-বিদায়রাত্রে আমার এ-কথা তুমি অবিশ্বাস কোরো না!"

স্বপন কী যে উত্তর দিল তা সে নিজেই জানে না।

বোধ হয় চাঙের কানেও সে-সব পৌঁছল না। সে বলল: "এ আমার ঢং নয় স্বপন। শোনো তোমাকে আমার জীবনের একটা মাত্র ঘটনা আজ বলি, যা আমি কখনো কাউকে বলিনি।"

ব'লে একটু থেমে কেমন যেন আবছা হেসে বলল: "তোমার 'আত্ম-আবিষ্কার' কথাটি খুব সত্যি বৈ কি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে কত রকমের জীব লুকিয়ে থাকে····আর কতরকম যে তাদের ক্ষুধা, মতিগতি, কতরকম প্রতারণার খোরাকেই যে তারা বাড়ে···"

পাশের গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে এগারটা বাজে···চাঙের শেষ কথাগুলো ঢাকা প'ড়ে যায়।

ম্যারিয়া

শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে চাং বলতে লাগল : "ইসা তোমাকে ব'লে থাকবে আমি বণিক পিতার ধনীপুত্র ছিলাম এক সময়ে : তার ওপর ক্যাণ্টন থেকে স্কলাশিপ পেয়ে বিশেষ ক'রে য়ুরোপীয় চিত্রকলার টেকনিক ও পদ্ধতি শিখতে এদেশে আসি—বলেনি ?"

—"বলেছে।"

—"আমি প্রথমে আসি লণ্ডনে। সেখান থেকে পারিসে। পারিসে মাস ছয়েক মসিয়ে বেনারের কাছে য়ুরোপীয় পরিপ্রেক্ষিত তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু শিখে ইচ্ছে হ'ল একটু বেড়াই। মসিয়ে বেনারও বললেন নানা দেশের ছবি-টবি দেখা মন্দ নয়। আমি চ'লে আসি স্পেনে।"

—"কিন্তু এত দেশ থাকতে আঘাটা স্পেনে কেন ?"

চাং হেসে বলল : "ছেলেবেলা থেকে ঘাটের চেয়ে আঘাটার 'পরেই আমার একটু বেশি লোভ। সেইজন্যই বোধ হয় স্পেন সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকে কেমন একটা কৌতূহল আমার মনের মধ্যে জাগ্রত ছিল। শুনেছিলাম স্পেনে মীডিভাল যুগকে এখনো জীইয়ে রাখা হয়েছে। ভারি ঔৎসুক্য বোধ হ'ত। কারণ—য়ুরোপের মধ্যযুগের প্রতি কি জানি কী একটা দুর্নিবার টান ছিল আমার—বোধ হয় আমরা চৈনিকরা একটু মীডিভাল ব'লে। এ আধুনিকতার ঘাটে আমরা কি রকম ঠোকর খাচ্ছি জানো তো ? সাধে য়ুরোপে আমরা inscrutable ব'লে বিখ্যাত ?"

স্বপন একটু অপ্রস্তুত সুরে বলল : "আমি আঘাটা বলছি ও-কথা—"

চাং হেসে বাধা দিয়ে বলল: "জানি হে জানি। ও আমি একটা ঠাট্টা করলাম। যাক শোনো।

"মসিয়ে বেনারেরও এতে সায় ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন—সব আগে মাদ্রিদে গিয়ে একটু ভেলাস্কে-র secular গন্ধ ও মুরিলোর picaresque আমেজ লুটে নিয়ে এসো হে। পাছে রেনেসাঁসের ইতালিয় ধার্মিক আবহাওয়ায় আমার মনের উপকূলে ভগবদ্ভক্তির মায়াধন্থ ফুটে ওঠে এজন্মে তাঁর দুর্ভাবনার সীমা ছিল না। জানো তো?"

স্বপন হেসে বলল: "হাড়ে হাড়ে।"

চাং শ্যাম্পেনের গেলাসে চুমুক দিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে পড়ল। থেকে থেকে সে এমনি হঠাৎই গম্ভীর হ'য়ে পড়ত। তারপর বলতে লাগল: "স্পেনে এসে আমি আগে খুব একচোট বেড়িয়ে নিলাম। সেভিল, গ্রানাদা, কাতালোঞা, কাস্তিল, সান সেবাস্তিয়ান চক্র দিয়ে মাদ্রিদে পৌঁছে মহাসমারোহে উঠি—মসিয়ে বেনারেরই এক ভূতপূর্ব ছাত্র দন রুবিয়োর অতিথি হ'য়ে—মানে পেয়িং গেস্ট্ হ'য়ে। মসিয়ে বেনারেরই চিঠি ছিল।

"দন রুবিয়ো ছিলেন মাদ্রিদের বিখ্যাত প্রাদো ম্যুজিয়ামের কিউরেটর। কিন্তু আমার বর্ণনীয়া হচ্ছেন তাঁর স্ত্রী—Dona Maria Rubio."

এক অনির্দেশ্য প্রত্যাশায় স্বপনের বক্ষ চঞ্চল হ'য়ে ওঠে: মনে হয় যেন নিজেরই কাহিনী—যেমন বিদেশে প্রিয়বন্ধুর কাহিনী শুনতে শুনতে কত সময়েই হয়।

চাং বলতে লাগল: "এঁর বয়স তখন—মানে, বছর দেড়েক আগে—প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। আমার চেয়ে ঠিক তের বছরের বড়। যৌবনের রক্তচ্ছটা অস্তায়মান—কিন্তু গোলাপী ঘোর তখনও দেহের দিগন্ত-রেখায় ঝিকমিক্ করছে। এ-রকম আসন্নপ্রৌঢ়া অথচ যৌবনচঞ্চলা নারী

বোধ হয় এদেশে যেমন মনোহর বর্ণে দেখা দেয় প্রাচ্যে তেমন দেয় না, তোমার মনে হয় না?"

—"হয়। আমি এ-রকম কয়েকটি নারী দেখেছি। তাঁদের দেখলে নয়ন তত মুগ্ধ হয়তো হয় না, কিন্তু ..কোথায় যে—" ব'লেই সে থেমে গেল।

চাং হেসে পাদপূরণ করল: "তাঁদের শেষ যৌবনের রক্তরাগ অস্তরবির মৃত্যুশিয়র থেকেও আমাদের মনকে রাঙিয়ে তোলে—এই না?—অবিকল ঐকথাই তাঁর সম্বন্ধেও আমার মনে হ'ত হয়তো! কিন্তু হয়নি কেন জানো—প্রথমটায়?" স্বপন উৎসুক হ'য়ে চেয়ে রইল তার পানে, কিন্তু কিছু বলল না।

চাং একটু আবছা হাসল, পরে ধীরে ধীরে বলল: "হয়নি কারণ, তাঁর মধ্যে ছিল একটি অসামান্য পতিনিষ্ঠা।"

—"পতিনিষ্ঠা?"

—"হাঁ। আর সে একটা দেখবার জিনিষ ছিল, সত্যি। আমাদের দেশেও মেয়েরা খুবই পতিগতপ্রাণা হ'তে পারে। কিন্তু দনা মারিয়ার পাতিব্রত্যের সঙ্গে তার তুলনা হয় না।"

—"কেন?"

—"কারণ তাঁর কাছে পাতিব্রত্য শুধু ব্রত ছিল না—ছিল স্বধর্ম। সাধনালব্ধ আলো ও স্বয়ংপ্রভ জ্যোতির মধ্যে ভেদ নেই? এ-ও সেই রকম!"

—"কথাটা বলেছ ভালো।"

স্বপনের কথাটা যেন চাঙের কানেই গেল না: "আর-এক রকম পাতিব্রত্য আছে—যেমন তোমাদের হিন্দু সতীর। কিন্তু কেন জানি না—সে-ধরণের প'ড়ে-পাওয়া বাধ্য-বরার সতীত্বে আমার কোনোদিনই

তেমন শ্রদ্ধা হয়নি ; যদিও সব আত্মত্যাগের মধ্যেই যে প্রশংসার কিছু-না-কিছু খুঁজলে মেলে এ-কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু দনা মারিয়ার সরল, সবল পতিপ্রেম আমাকে মুগ্ধ করেছিল এইজন্যে যে, পতিকে তিনি হিন্দু সতীর মত পাতিব্রত্যের প্রতীক হিসেবেই উপাসনা করেননি—সহজ প্রেমে দেহ মন দিয়েই বরণ ক'রে নিয়েছিলেন—যেমন আমাদের চীনদেশে চিত্রীরা বরণ করে চিত্র-লক্ষ্মীকে। তাঁর সমস্ত জীবন তিনি শুধু আনন্দের আত্মদানে নিবেদন ক'রে দিয়েছিলেন—তাঁর স্বামীর পায়ে। সকলেই তাঁকে দেখে এই কথাই বলত। আর বাস্তবিক না ব'লে উপায়ও ছিল না।"

স্বপন আবিষ্ট হ'য়ে শুনতে থাকে।

—"আমার কয়েকটি ছবি তাঁর অত্যন্ত ভালো লেগে যায়।"

—"তিনি কি তোমাদের ছবির কিছু বুঝতেন ?"

—"হাঁ। অন্ততঃ আমাদের ছবির বৈশিষ্ট্য রুবিয়ো-দম্পতী যত ভালো বুঝতেন তত ভালো এদেশে কাউকে কখনো বুঝতে দেখিনি। তবে এটা যে তাঁদের শুধু স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টির দরুণই ঘটেছিল তাই নয়—তাঁরা বেশ একটু চর্চাও করেছিলেন। এমনকি দন রুবিয়ো একবার লম্বা ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক চীনে ছ'মাস ও জাপানে চারমাস কাটিয়ে আসেন--শুধু চীন-জাপানের ছবি সম্বন্ধে শিখতে।"

—"বটে ?"

—"হ্যাঁ। আর স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বড় ভালোবাসতেন চীনের সভ্যতা ও চীনা নরনারীকে।"

—"দুজনেই ?"

—"হ্যাঁ। অবশ্য দন রুবিয়োই ছিলেন এ-বিষয়ে স্ত্রীর দীক্ষাগুরু কিন্তু গুরু যদি স্বামী হন তবে শিষ্যা স্ত্রী সহজেই দীক্ষায় ফললাভ ক'রে থাকেন —সব দেশেই, নয় কি ?"

স্বপন একটু হাসল শুধু। চাং ফের গম্ভীর হ'য়ে বলতে লাগল: "ঠাট্টা ক'রে বলিনি একথা, কারণ দনা মারিয়া রুবিয়ো স্বামীর দীক্ষাগুণে সত্যিই চৈনিক আর্ট সম্বন্ধে খানিকটা অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পেরেছিলেন। ফল হয়েছিল এই যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করতে হ'লে ওর বর্ণপরিচয় থেকে সুরু করতে হ'ত না। এ-চিত্রবর্বর-যুগে এটা বড় কম লাভ নয়, কী বলো—আর্টের দিক থেকে?" ব'লে একটু ভেবে চাং চিন্তিত সুরে বলল: "তবে এখন আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে, হয়তো মারিয়া আমাদের আর্ট সম্বন্ধে কিছু না জানলেই সব দিক দিয়ে ভালো হ'ত।"

স্বপন বিস্মিত সুরে বলল: "কেন?"

—"এইজন্যে যে, আমাদের আর্ট সম্বন্ধে এত বলা-কওয়ার না থাকলে আমাদের এত ভাব হ'ত না কখনই।"

—"তা কি বলা যায় জোর ক'রে? বাঃ।"

—"যায়। কেননা মারিয়া এমন কিছু উচ্চ-শিক্ষিতা ছিলেন না যাঁর সঙ্গে আলাপে লাভবান হওয়া যেত।"

—"এ তুমি ভারি কাঁচা কথা বললে চাং, মাফ কোরো। মেয়েদের সঙ্গে আলাপে আমরা যে প্রধান লাভবান হই সেটা কি তাঁদের উচ্চশিক্ষিতা হওয়ার দরুণ, না মেয়ে হওয়ার দরুণ?"

চাং চম্‌কে উঠল: "কথাটা তুমি মন্দ বলনি স্বপন, এবং এ-কথা আমি পুরোপুরি অস্বীকারও করি না। কিন্তু আমার ইতিহাসটা একটু বলি এখানে তা হ'লে। নইলে বুঝবে না ঠিক—আমার কথা কেন একটু স্বতন্ত্র ছিল এ-ক্ষেত্রে।

"আমি যখন য়ুরোপে আসি তখন প্রতিজ্ঞা ক'রে আসি যে, বিদেশে শুধু আর্ট-ই হবে আমার একমাত্র উপাস্য দেবী—অন্যকোনো হাতেই অস্ত্র

কোনো দেবীকে ওঁর বেদীতে বসাবো না। রুদ্র সঙ্কল্প করেছিলাম যে কোনো নারীকে আমার মনের অন্দর-মহলের চাবি মুহূর্তের জন্তেও দেবো না। অন্দর-মহলের চাবি দেওয়া তো দূরের কথা—শপথ করেছিলাম তাকে প্রীতির সদর দেউড়িতে ঢুকবার ছাড়পত্রও দেবো না।"

—"বাপ্ রে। এমন করিয়োলানাসী প্রতিজ্ঞা কেন?"

—"সে অনেক কথা। সব বলতে গেলে আজ সমস্ত রাতেও ফুরুবে না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো যে, য়োকোহামাতে আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম বন্ধুকে হারাই একটি তরলমতি জাপানী মেয়ের জন্তে—যে আমাদের দুজনকে নিয়েই খেলাত। তিনি আত্মহত্যা করেন আমারই প্রতি ঈর্ষায়। তা'তে আমার মনে এত আঘাত লাগে যে আমি অসুখে পড়ি। বাঁচবার আশা ছিল না। সেই থেকে স্থির করি যে, বয়োজ্যেষ্ঠা না হ'লে কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশবই না, এবং বয়োজ্যেষ্ঠা হ'লেও শুধু আর্ট বা স্বদেশ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কথাই কইব না তাঁর সাথে। মানে—" চাঙের ঠোঁটে একটা আবছা হাসি ফুটে ওটে: "শুধু নিজের বর্মের 'পরে ভরসা রেখেও নিশ্চিন্ত থাকা নয়—অজ্ঞাতকুলশীলার তূণীরের সব বাণগুলিই ভোঁতা হওয়া চাই, বুঝলে না?"

স্বপন ঘাড় নাড়ল।

"মারিয়া প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কারণ তিনি ছিলেন আমার এক দিদির বয়সী; এবং দ্বিতীয় পরীক্ষায়ও পাশ করলেন—কেননা শুধু যে আর্ট সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলাপ করা সম্ভব ছিল তাই নয়, বিশেষ ক'রে চীন জাপান সম্বন্ধেও তাঁর ঔৎসুক্যের অবধি ছিল না। সত্যিই তাঁকে যে আমি শুধু দিদির চোখে দেখতাম তাই না—তাঁর সঙ্গে অন্ততঃ পনের আনা কথা হ'ত নৈর্ব্যক্তিক প্রসঙ্গ নিয়ে: হয় পিকিনের কুয়োৎলেকীন বিশ্ববিদ্যালয়, না-হয় নানকিনের পোর্সেলেন টাওয়ার; হয় শাংহাইয়ের

পাগোডা, না-হয় ক্যান্টনের কুওমিনটাং : হয় চাং-রাজত্বের কবি লি-তাই-পে, না-হয় সুং-রাজত্বের কবি সু-টং-পো ; হয় য়েটোকুর 'মমর়ামা স্ক্রীন', না-হয় জকুচুর 'মোরগবৃন্দ' ; হয় বার্টরাণ্ড রাসলের চীনসমস্যা, না-হয় লাফকাডিয়ো হানে'র জাপান-উচ্ছ্বাস—এককথায়, একান্ত নিরামিষ কথাবার্তা আর কি।"

চাং একটু থামল। তার ঠোঁটের কোণায় পূর্বস্মৃতির হাসি ফুটে ওঠে যেন।..."কিন্তু হ'লে হবে কি ? তুমি সেদিন তোমাদের নল-দময়ন্তীর গল্পে বলছিলে না—কলির ছিদ্র খোঁজার কথা ? শুনেই আমার মারিয়ার কথা মনে হয়েছিল। এত সাবধানে থেকেও কেমন ক'রে যে কী হয় !"

চাং বলতে লাগল : "আমার মধ্যে এ-সন্দেহ প্রথম উদয় হয় হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার ছায়ায় মারিয়ার চোখের একটা দৃষ্টি আচমকা নজরে প'ড়ে যাওয়ার ফলে। তার পরে জাগ্রত মুহূর্তে দূর ক'রে দিতাম সে-দৃষ্টির চিন্তা। কিন্তু স্বপ্নে তার এ-চাহনিকে নানাভাবেই দেখতাম। মনটা কোথায় যেন একটু একটু ক'রে বিবশ হ'তে লাগল ঐ একটা দৃষ্টির পর থেকে। আমি বুঝতে পারতাম সে কথাবার্তার একটু মোড় ফেরাতে যেন চেষ্টা পাচ্ছে অথচ কোনো ধরা-ছোঁয়া-যায় এমন প্রমাণও পেতাম না। নিজেকে তিরস্কার ক'রে বলতাম—এমন পবিত্রচিত্তা, পতিগতপ্রাণা মেয়ের সম্বন্ধে—ছী ! একটু একটু ক'রে বিমনায়মান মনের রাশ আরও ধরতাম টেনে। কথাবার্তার মধ্যে চৈনিক সৌজন্য দিয়ে সব অন্তরঙ্গতার ফাঁক আপ্রাণ চেষ্টায় বুঁজিয়ে দিতাম।"

চাং ফের সেই আবছা হাসি হাসল : "কিন্তু নিয়তি যে কখন কী খেলা খেলেন ভাই ! একদিন Puerta del Sol-এর রাজপথে মারিয়ার সঙ্গে আমি রাস্তা পার হ'তে যেতে একটা ট্যাক্সির নিচে চাপা পড়তে পড়তে

বেঁচে যাই। এই সময়টা আমি বোধ হয় রোখ ক'রেই বেশি খাটতাম—মারিয়ার চিন্তাকে ঠেকাতে। ইচ্ছাশক্তির জোরে এ-ভাবে মনের এদিককার ছিদ্রগুলি বুঁজিয়ে দিতাম বটে—কিন্তু ফলে কেমন যেন একটু ক্লান্ত লাগত। তা ছাড়া বলেছি য়ুরোপে আসার ঠিক একটু আগেই আমার সেই বন্ধুটির আত্মহত্যার দরুণ পড়ি অসুখে। প্রায় ব্রেনফিভার মতন হয়। য়ুরোপে পৌছিয়েও মাঝে মাঝে মাথা ঘুরত। ডাক্তার বেশি পরিশ্রম করতে বারণ করেছিল বছর খানেক। এই সময়ে আমি সে-কথাকে অবহেলা ক'রে বেশি খাটা সুরু ক'রে দিলাম। না খাটলে ঐসব চিন্তা আমাকে এত বেশি পেয়ে বসত!....যাক কী বলছিলাম যেন?"

—"ট্যাক্সি চাপা পড়তে পড়তে—"

—"ও—হাঁ। মারিয়াই এক রকম আমাকে বাঁচায়। ট্যাক্সিটা মোড়ে হঠাৎ বেঁ:ক, আমি যখন হর্ণ শুনলাম—মাথার মধ্যে কেমন করে উঠ্‌ল—তারপর আর মনে নেই। পরে শুনলাম মারিয়া আমার হাত ধরে হেঁচ্‌কা টানে ও আমি মাটিতে প'ড়ে যাই। সে সময়ে মোটরের বনেট না মাডগার্ড লেগে তার হাতেও খুব লাগে, কিন্তু আমি বেঁচে যাই। কেবল হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে মাথায় চোট লাগে।"

"যখন জ্ঞান হ'ল তখন মাথার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা। চুপ ক'রে রইলাম। খানিক বাদে সম্বিৎ ধীরে ধীরে ফিরে এলো।—বুঝতে পারলাম আমি একটা ট্যাক্সিতে। ঝাঁকুনিতে মাথায় বড্ড লাগছিল। কিন্তু কথা বলতে পারছিলাম না। হঠাৎ মনে হ'ল আমার মুখের খুব কাছে কার যেন উষ্ণ নিঃশ্বাস। তার পরেই ওষ্ঠে উষ্ণ স্পর্শ অনেকক্ষণ ধ'রে। আমি হঠাৎ চোখ খুললাম। ও তৎক্ষণাৎ সোজা হ'য়ে বসল।···আমার যে এত হঠাৎ জ্ঞান আসবে তা বোধ হয় সে ভাবেনি। ওর দু'চোখে জল।"

চাং বলতে লাগল: "ইচ্ছাশক্তির 'পরে আমার একটু কর্তৃত্ব আছে এ হয়তো তুমি লক্ষ্য ক'রে থাকবে। আমি শুধু তারই জোরে সোজা হ'য়ে বসলাম ও মারিয়ার সঙ্গে সহজভাবেই কথা কইলাম, তাকে বুঝতে দিলাম না কিছু। সে-ও মুখে কিছু বলল না। আমার সেদিনের অভিনয় সে যে ধরতে পেরেছিল এ-কথা সে আমাকে বলেছিল বহুদিন পরে—আমার জীবনের এক স্মরণীয় রাতে। কিন্তু সে-কথা যথাস্থানে।"

চাং বলতে লাগল: "কিন্তু সেদিন থেকে আমরা অজ্ঞাতসারে পরস্পরের একটু কাছে এসে পড়লাম বৈ কি। মজা দেখ,—বেশি ক'রে খাটছিলাম ওর চিন্তাকেই এড়াতে—অথচ বেশি খাটার জন্যেই মাথা ঘুরে প'ড়ে গিয়ে এসে পড়লাম ওর আরও কাছে। এ-কথা আজও ভাবি আর মনে মনে হাসি: মানুষ কী ভাবে আর কী হয়!"

চাং একটু থেমে ফের ব'লে চলল: "আমাকে সাত-আট দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হ'ল। ডাক্তারে বলল concussion of the brain-এর রগ ঘেঁষে গেছি। মাথার তীব্র যন্ত্রণার সময়ে মারিয়া কয়দিন অক্লান্ত সেবা করল। প্রায় সারারাত শিয়রে জেগে ব'সে থাকত বললেই হয়। মাথা টিপে দিত, হাতে ক'রে খাইয়ে দিত, আরও কত কী। কারণ আমার স্নায়ুমণ্ডলী কেমন যেন আমার বেদখল হ'য়ে গিয়েছিল।"

"কিন্তু এ কয় দিনে একটা বড় রকম পরিবর্তন হ'য়ে গেল: কথাবার্তায় দূরত্ব বজায় রাখা আর সম্ভব রইল না, মনে যাই ভাবি না কেন প্রকাশ্যে নির্দোষ শুষ্কতা থেকে নামতে হ'ল ঘরোয়া কোমলতার আঙিনায়।"

—"তারপর?"

—"তারপর থেকেই সুরু হ'ল আমাদের দ্বন্দ্ব। আমরা মুখে আগের মতনই সহজ অনাবিল মিষ্ট ব্যবহারের প্রয়াস পেতাম—কিন্তু মন নাগাল

পেতে চাইত আর কিছুর। অবশ্য ট্যাক্সির প্রসঙ্গটা দুজনেই চলতাম এড়িয়ে। সে কি ভাবত সেই জানে, আমি ভাবতাম ও বুঝি তার ক্ষণিকের দুর্বলতা বৈ আর কিছুই না।

"কিন্তু শক্তিমত্তার মতন দুর্বলতাও সংক্রামক। আমার মনেরো একটু একটু করে বদল হ'তে সুরু করল। ক্রমাগতই মনে হ'ত সেই ট্যাক্সির কথা। তার দেহের সেই একান্ত সান্নিধ্য—সেই উষ্ণ স্পর্শ। প্রথম প্রথম এ-সব চিন্তাকে আসবামাত্র দিতাম তাড়িয়ে—কিন্তু রাত্রে নানারকম স্বপ্ন আবার সেখানেও সাধল বাদ।—কিন্তু সে-সব তুমি কল্পনা ক'রেই নিও, কারণ সব বলবার সময় নেই।" শ্যাম্পেনের গেলাসে চুমুক দিয়ে চাং শান্তকণ্ঠে বলতে লাগল: "খতিয়ে যেটা দাঁড়ালো সে বড় বিচিত্র। দুজনেই দুজনের একটু কাছে এসে পড়েছি, সে-ও জানে আমার প্রতি তার টান ঠিক শিল্পী ছোট ভাইয়ের প্রতি দিদিয়ানা নয়—আমিও জানি—বুঝতেই পারছ?—অথচ দুজনেই চলি পা টিপে টিপে। সদা-সজাগ বুদ্ধি কেবল ভাবতে থাকে কেমন ক'রে বাইরের ঠাটটা বজায় রাখা যাবে। প্রতি পা বাড়াবার মুখে পেছনের পায়ে দেহভার ন্যস্ত করা আর কি—কে জানে—অন্য উদ্যত চরণ নিচে মাটি পাবে—না অতল তল।"

স্বপন চম্‌কে ওঠে যেন।

—"কী?"

—"কিছু না। তারপর?"

—"তারপরের অধ্যায়টা হ'য়ে উঠল আরও বিচিত্র! প্রতিদিনে সে কত কী ছোট ছোট ঘটনা।—কতরকমের আত্মপ্রতারণা, ছল ক'রে কাছে আসা, ভয় পেয়ে দূরে স'রে যাওয়া, কত অছিলায় একজনের আর-একজনকে বলতে চাওয়া যে, একটু এগিয়ে এলেই বা—অথচ মুখ ফুটে বলার ভরসা না-পাওয়া—সে এক গিবনের ইতিহাস

লেখা যায় হে—মাত্র সে তিন মাসের দোলা নিয়ে।" ব'লে একটু থেমে: "আর আশ্চর্য এই যে আমার মনের মতিগতি ধীরে ধীরে বদ্‌লে যেতে লাগল—ছোট ছোট সান্নিধ্যের প্রশ্রয় নিতে নিতে যে-ই একটু বড় বড় প্রশ্রয়ের লোভ জন্মালো, যে-ই মনে হ'ল সে দাবিরও মর্যাদা মিলতে পারে হয়তো—সে-ই স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে পালাবার জোরও পাচ্ছি না। তাছাড়া পালাবার পথে যে একটা সত্যিকার বড় বাধাও ছিল। শুধু দুর্ভাগ্যই যে একা আসেন না তাই নয়—জীবনের প্রতি সৎ সঙ্কল্পের অরাতিরাও আসেন ব্যূহ বেঁধে? ঠিক এই সময়েই কি আমি সান ফার্ণান্দোর আকাডেমিতে মুরিলোর বিখ্যাত সেণ্ট ফ্রান্সিসের ছবিটির একটি কপি করছিলাম—দেশে নিয়ে যাবো ব'লে! এ খানিকটা দেশের কাজও বৈ কি,—সুতরাং শুধু একটা ফাঁদে পড়বার ভয়ে—একান্ত ব্যক্তিগত কারণে কাজ ফেলে দৌড় দেব—এ-কথা ভাবতেও বাধত। দেখছ তো, সাধু মৎলবের বিপক্ষে অন্তরায়রা কী রকম সার বেঁধে পাহাড়-প্রমাণ হ'য়ে ওঠে?"

স্বপন মৃদু হাসল, কিন্তু এ-কথার উত্তর দিল না, বলল: "কিন্তু শেষটায় দাঁড়াল কী? পালালে না—না?"

—"পালানোর ফুর্স‍ৎ মিলল কৈ তখন? যখন মিলল, মানে—পরে, তখন না পালালেই ছিল ভালো।"

"কি রকম?"

—"বলি। আমার এ-যাবৎ ধারণা ছিল যে, ইচ্ছাশক্তি প্রবল হওয়ায় বুঝি কেবল সুবিধেই আছে, কিন্তু এইবার নতুন ক'রে টের পেলাম যে ওর অসুবিধেও আছে যথেষ্ট। ক্রমাগত ইচ্ছাশক্তির কাছে হাত পাততে পাততে শেষটায় শুধু যে মন আত্মসম্মান হারিয়ে বসে তাই নয়, প্রবৃত্তিও হ'য়ে ওঠে অত্যধিক-রাশটানা-ঘোড়ার-মতন অভিষ্ঠ। তবু এ-ও সওয়া

যায়, কিন্তু সওয়া যায় না যখন স্নায়ুরাও প্রবৃত্তির চাপে দেয় ইস্তফা।—আমার সুরু হ'ল অনিদ্রা।

"ঠিক এই সময়ে মারিয়া গিয়েছিল তিন-চার দিনের জন্যে সেভিলে—তার এক ভাইয়ের খুব অসুখে। আমি একটু জোরও পেলাম। দন রুবিয়োও ভাবিত হ'য়ে বললেন, সান সেবাষ্টিয়ানে সমুদ্রের হাওয়া খেতে যেতে—অন্ততঃ দিন পনেরর জন্যে। আমি রাজি হলাম। গেলাম, কিন্তু মারিয়া ফিরে আসার আগেই।"

স্বপন বলল: "তা হ'লে পালাতে পেরেছিলে বলো—শেষটায়?"

চাং ঈষৎ হাসল: "পেরেছিলাম বটে, কিন্তু কেমন পালানো জানো? চাকার প্রতি অংশ উপর দিকে উঠবার সময়ে যেমন ভাবে—মাটি থেকে পালাচ্ছে।"

—"ঠিক বুঝলাম না।"

—"বুঝবে সান সেবাষ্টিয়ানে কার সঙ্গে আমার দেখা হ'ল শুনলেই।"

—"কার?"

—"ইসাবেলার। আমি সান সেবাষ্টিয়ানে যে-রবিবারে পৌঁছলাম ও পৌঁছল তার পরের রবিবারেই—এবং ওর স্থানও হ'ল ঠিক আমার পাশেরই ঘরে। এবার বুঝেছ?"

—"তবে যে ইসাবেলা বলল ও তোমাকে মাদ্রিদেই দেখে প্রথম?"

—"ও আমাকে প্রথমে দেখে মাদ্রিদেই বটে, কিন্তু আমি ওকে প্রথমে দেখি আমার ঘর থেকে সমুদ্রে স্নান ক'রে উঠে আসতে। দেখেই মুগ্ধ, এবং সেই দিনই মাদ্রিদে চম্পট।"

—"কেন?"

"—মানুষকে যদি দুর্ভোগ ও মরণের মধ্যে বেছে নিতে বলা যায় তবে কি সে শেষেরটা বেছে নেয়—না প্রথমটা? মারিয়ার হাতে আমার

অন্ততঃ মৃত্যু ভয় তো ছিল না ?"

—"কিন্তু ইসাবেলার হাতেই যে ছিল এ-কথা—"

—"ইসাবেলাকে নৌকায় কাছে পাওয়ার পরেও কি এ-কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে বন্ধু ?"

স্বপনের কর্ণমুল বেয়ে রক্ত ওঠে শির শির ক'রে। কিন্তু সে সামলে নিয়ে মুখে হাসি টেনে বলল : "কিন্তু ঐ রকম অবস্থায় তুমিও তাকে পেতে এ-কথা ধ'রে নিচ্ছ কেন ?"

—"বলিনি – সে একা এসেছিল সান সেবাষ্টিয়ানে ! —আর হোটেলে আমার পাশেই ছিল তার ঘর !"

—"তা'তে কী ? যদি সে ধরো না মিশত তোমার সঙ্গে ?"

চাং এবার শুধু হাসল—উত্তর দিল না।

—"হাসলে যে ?"

চাঙের অধর প্রান্তে হাসির রেখা আরও ফুটে উঠল, বলল : "ওটা ঈষৎ গর্বের হাসি ব'লেই ধরতে পারো।"

—"যথা ?"

চাং মুহূর্তে গম্ভীর হ'য়ে পড়ল : "আমার মনের মধ্যে কেমন একটা ধারণা আছে স্বপন যে, কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশতে চাইলে না-পেরে হ'টে আসতে আমি পারিই না। তবে বোধ হয় আজ অবধি এদিক দিয়ে কথনো ঘা খাইনি ব'লেই এ-রকম একটা মিথ্যে দর্প মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—বলতে বলতে তার ঠোঁটের উপর ফের ঈষৎ হাসির আভা ফুটে উঠল : "কিন্তু যতদিন মানুষ ঘা না খায়—ততদিন নিজেকে তো তেমন ক'রে চেনে না ভাই—দর্পকে অসত্যভিত্তি ব'লেও জানে না। নয় ? তাছাড়া মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে কি—বিশেষতঃ এ-সব আত্মা-দরের ক্ষেত্রে ?—কিন্তু এ-সব গবেষণা যাক্—তোমারও রাত হয়ে যাচ্ছে !"

ব'লে শ্যাম্পেনের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলতে লাগল: "ইসাকে সান সেবাষ্টিয়ানে দেখবামাত্র আমার মনের একটা অংশ উঠল উন্মুখ হ'য়ে—যেমন উন্মুখ বোধ হয় আমি কখনো কোন নারীকে দেখে হইনি আজ অবধি।—কিন্তু আর-একটা স্বর বলতে লাগল: 'পালাও পালাও।'

"ফের দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়বার আগ্রহও ছিল্ না। তা ছাড়া ইসাবেলাকে দেখেই কেমন যেন একটু জোর পেয়ে গেলাম—শুধু চোখের দেখা দেখেই। মনে হ'ল মারিয়ার ভয় আর নেই: চাঁদের আলোয় তারা গেছে নিভে। এ-সাতদিনে শরীরও একটু সেরেছিল। তা ছাড়া সেণ্ট ফ্রান্সিসের ছবিটাও র'য়ে গিয়েছিলো অসম্পূর্ণ: সে আমাকে ডাকছিল নিরন্তর।

"ফিরলাম তো। কিন্তু ফিরে এসেই আবার এক নতুন সমস্যা। দেখলাম মারিয়া বেঁকে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য মুখে খুব ভদ্র ব্যবহার করল, কিন্তু যেখানে মন সব চেয়ে বেশি স্পর্শকাতর সেখানেই দিল আঘাত: ব্যবহার করতে লাগল বড় দূর-দূর। বুঝলাম ও সেভিলে চ'লে যাওয়ার সুযোগে আমি যে ওর কোমল ঊর্ণাজাল কেটে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা পেয়েছি তা ও টের পেয়েছে।"

—"তোমাদের মধ্যে একটা ব্যবধান এল বুঝি?"

—"ব্যবধান ঠিক না। কিন্তু—কী ব'লে বোঝাই?…যেটা ঘটল সেটা আমার দিক দিয়ে অভাবনীয়। ব'লি শোনো।

"মারিয়া আমার কাছে আসাই দিল ছেড়ে। আগে যদি ও স্বামীর মধ্যে থাকত আকণ্ঠ-ডুবে—এখন থেকে দিতে সুরু করল ডুব-সাঁতার। ওর দৃষ্টি, হাসি, ভাবভঙ্গি সবই যেন নীরব তূরীধ্বনিতে ঘোষণা করতে সুরু করল—আমি তোমার নাগালের বাইরে—আমি হচ্ছি ঐকান্তিকা—ও তাঁর একান্ত উপাস্যটি হচ্ছেন পতি-দেবতা। তবু এ-ও আমি সইতে পারতাম কারণ আমি বিশ্বাস করি পূজারীর অধিকার আছে প্রতিমা

প'ড়ে পূজা করবার। কিন্তু যেটা সব চেয়ে আমার লাগল সেটা এই যে ও নানা আভাসে নিষ্ঠুরভাবে আমাকে ক্রমাগত স্মরণ করিয়ে দিতে যে, আমি হচ্ছি বিদেশী।"

স্বপন উৎসুক নেত্রে বলল: "তারপর?"

—"এর যা ফল ফলল তাকে বলছিলাম না 'অভাবনীয়'? কিন্তু আবার অভাবনীয়ও পুরোপুরি নয়। মারিয়ার প্রতি কোথায় আমার একটা ঈর্ষার টান ছিল, ও একটু দূরে স'রে যেতেই সেটা করল আত্মপ্রকাশ।"

—'ঈর্ষার টান?"

—"ও যে ওর স্বামীর সম্পত্তি এটা মনে মনে আমাকে কোথায় বিঁধত যেন। এ-সব টান এক ঈর্ষার আলোতেই ধরা পড়ে—তাই একে আমি ব'লে থাকি ঈর্ষার টান। যতদিন ওকে আয়ত্তাতীত মনে হয়নি ততদিন এ-ঈর্ষা নগ্নভাবে প্রকাশ পায়নি। কিন্তু যেই ও একটু হাতের বাইরে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করল—অমনি আমার মনের মধ্যে জ্ব'লে উঠল ঈর্ষা—ও তার ফলে এক অত্যন্ত কুশ্রী বাসনা।"

স্বপনের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড দ্রুত চলে।

চাং বলতে লাগল: "আমার বেশ মনে আছে আমার এ আত্ম-আবিষ্কারে আমার প্রথম সেই ক্ষোভ। আমি এই? আমি এই?—গর্বী রমণীমনোহারী চাং হচ্ছে আসলে আর পাঁচজনেরই মতন রমণীলোলুপ? আর বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি এই হীন ভাব?—সে-সব বলতেও ঘৃণা হয়। তাই এ-অধ্যায়টা আমি বাদ দিয়ে যাব। তুমি এ-সব কল্পনা ক'রে নিও। হ্যাঁ, শুধু একটি কথা বলা দরকার: আমার প্রবৃত্তিতে একটা হিংস্রতাও খুব প্রবল—যার দরুণ নিষ্ঠুরতায়ও আমি প্রবলভাবে সাড়া দেই। ও আমাকে যেই আঘাত করল সেই আমিও

সুযোগ খুঁজতে সুরু ক'রে দিলাম কেমন ক'রে ওকে এই দিক দিয়েই সে-আঘাত সুদে-আসলে ফিরিয়ে দেওয়া যায়।"

স্বপন একটু আশ্চর্য হ'য়ে ওর মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করল না। চাং ব'লে চলল: "ওকে আঘাত করবার একটা সুযোগ এল অবশেষে। ঠিক এই সময়ে আমার বাবা মারা গেলেন ও আমাদের সম্পত্তি হ'ল বাজেয়াপ্ত: আমি হ'য়ে পড়লাম একেবারে নিঃস্ব।

"মারিয়ার মন পেণ্ডুলামের মতন এক চমকে নিষ্ঠুরতা থেকে এল দরদের উপান্তসীমায়। বলল: তাদের ওখানে অমনি থাকতে। অন্য সময়ে হ'লে থাকতাম। কিন্তু শুধু ওকে আঘাত দিতেই মাদ্রিদের এক অত্যন্ত দীন পল্লীতে আশ্রয় নিলাম—একটি ছোট্ট গ্যারেটে।

"মুহূর্তে মারিয়ার আগেকার সেই স্নিগ্ধ, কোমল, স্নেহময়ী মূর্তি দীপ্ত হ'য়ে উঠল। সে একদিন গ্যারেটে এসে ঝর ঝর ক'রে কেঁদেই ফেলল—আমার দুর্দশা দেখে। আর সত্যি সে-সময়ে আমার দৈন্যদশারও হয়েছিল চরম। সে গল্প হয়তো একদিন বলব—যদি ফের দেখা হয়। মাস দুই সময়ে সময়ে সত্যই প্রায় অনাহারে কেটেছে—ছেঁড়া জুতো, তালি-দেওয়া জামা—সে-সব অজস্র খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে যাই। শুধু এইটুকু জেনে রেখো যে, মারিয়া প্রায়ই আসত ও মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করত।"

—"তোমার মন তা'তে গলত না একটুও?"

—"না। আমার নিষ্ঠুর হবার ক্ষমতাও যে অসামান্য—ইসা তোমায় বলেনি?"

—"কই, না তো।"

—"আমার অসামান্য কল্পনাশক্তিকে আমি নিয়োগ করি নিষ্ঠুরতার নানা পদ্ধতি-উদ্ভাবনে—এ অনেকবারই করেছি—যখনই নিষ্ঠুর হবার

ক্রোধ চেপেছে। তারপরে অনুতাপও আসে অবশ্য,—কিন্তু নিষ্ঠুর হবার ভূত যখন আমার মাথায় চাপে তখন—" বলতে বলতে তার ওষ্ঠপ্রান্তে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে: "আমার মাঝে মাঝে সত্যিই মনে হয় স্বপন যে, আমাদের আশে-পাশে অ-কায়া নানান্ জলজ্যান্ত ভূত প্রেত দৈত্য দানা লুকিয়ে আছে যারা একটু ডাকলেই ফাউস্টের মেফিস্টফিলিসের মতন পরমানন্দে সাড়া দেয়, এবং ঘাড় মটকে রক্ত না খাক—ঘাড়ে চেপে সহজেই রাক্ষস ক'রে তোলে। অন্ততঃ আমাদের দেশে এ-রকম নিষ্ঠুরতার ভূত চাপতে আমি অনেকবার দেখেছি—অত্যন্ত কোমলপ্রবৃত্তি, মহদাশয় মানুষের স্কন্ধেও! কিন্তু এবার এ-সব দার্শনিক মন্তব্য রেখে শেষ অঙ্কটি ব'লে সমাপ্তি টানি।"

শ্যাম্পেনের গেলাসে চুমুক দিয়ে চাং বলতে লাগল: "স্পেনে চীনে ছবির তেমন আদর নেই—মসিয়ে বেনার কখনো কদাচিৎ আমার-পাঠানো দু-একটি ছবি বিক্রি করিয়ে দিয়ে প্যারিস থেকে কিছু টাকা পাঠাতেন—ধরতে গেলে তাতেই কোনমতে দিন গুজরান হ'ত আমার। কিন্তু সে-আয়ও ক্রমে ক'মে এল। উপায় না দেখে অবশেষে নানা বাজে ছবির কপি সুরু করলাম—জীবিকার জন্যে। ভাবতে পারো?

স্বপনের মুখ দিয়ে অস্পষ্টস্বরে বেরিয়ে গেল: "বেচারি!"

—"মোটেই না। আমার জীবনের এ-অধ্যায়টা সত্যিই ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষী। এইসব দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবনের যে-সব চিত্র দেখেছি—সুন্দর ও অসুন্দর—সে-সব হয়তো আমার চিরদিনই অজ্ঞাত থেকে যেত যদি প্রাচুর্যের মধ্যেই বরাবর আমার দিন কাটত। তাই এজন্যে আমি দুঃখিত নই।"

—"তারপর?"

—"ঠিক এই সময়ে আমার দেখা ইসার সঙ্গে। আমি প্রায়ো মুজিয়ামে

ব'সে ভেলাস্কের বিখ্যাত 'বয়নরতা'র কপি আঁকছি এমন সময়ে দেখি পিছনে—সে। দেখতেই চিনলাম। তার পিছনেই দন রুবিয়ো। তিনি আমাদের আলাপ ক'রে দিলেন।

"ইসাবেলা একটু আলাপের পরেই বলল: 'শুনলাম আপনার কাছে কয়েকটি চীনে ছবি আছে। আমি বড় ভালোবাসি চীনদেশের ছবি। আমাকে দেখাতে আপত্তি আছে কি?'

"আমি মুস্কিলে পড়লাম। আমার গ্যারেটে জেনেরাল সেরানোর মেয়েকে আসতে বলতে লজ্জা করল। —দন রুবিয়ো বিচক্ষণ লোক, বুঝলেন, বললেন ইসাবেলাকে: 'আমার ওখানে কাল আসবেন—ওঁর ছবিগুলি আমার ওখানেই দেখার সুবিধে হবে।'

"আমার মনটা কৃতজ্ঞ হ'য়ে উঠল। তার পরদিন দন রুবিয়ো ইসাকে ও আমাকে চা খাবার নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর ওখানে।

"তারপরে ইসার সঙ্গে ধীরে ধীরে কেমন ক'রে যে প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হ'ল, প্রীতি বন্ধুত্বে ও বন্ধুত্ব প্রেমে রূপান্তরিত হ'ল, সে-সব আজকের বর্ণনার বিষয় নয়। এ-সূত্রে মারিয়ার কথাই শুধু বলি আজ।"

চাং বলতে লাগল: "মারিয়া প্রথম থেকেই ওকে বিষচক্ষে দেখল তাদের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণে সেই বিকেলে। প্রথম কারণ—অস্তায়মানা উদীয়মানাকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারে না, দ্বিতীয় কারণ—বোধ হয় বলতে হবে না?"

—"না। কিন্তু মারিয়াকে কিছু বললে নাকি তুমি?"

—"না। আমি শুধু তাকে নিষ্ঠুরভাবে বেদনা দিতে শুরু করলাম। সদাশয়, অসন্দিগ্ধমনা, স্নেহান্ধ দন রুবিয়ো বেচারি অবশ্য কিছুই জানতেন না—তিনি আমাকে ও ইসাকে তাঁর ওখানে প্রায়ই ডাকতেন। ও:—বলতে ভুলেছি ইসা আমার দু-তিনটি ছবি বিক্রি ক'রে দিয়েছিল,

একটি নিজেও কিনেছিল। তা'তে আমার পক্ষে একটু মাঝারি গোছের হোটেলে আশ্রয় নেওয়া সম্ভব হয়, এবং অন্ততঃ অনাহারের যন্ত্রণার খানিকটা নিরসন হয়।

"ক্রমে ইসাবেলা আমার হোটেলের ঘরেই সোজা আসা সুরু করল। জেনেরাল সেরানোর উদ্ধতা মেয়ে সে—লোকের নিন্দা-প্রশংসা ছিল তার কাছে হাসির বস্তু—কেবল এই এক বিষয়ে পিতাপুত্রীর মধ্যে ছিল গভীর মিল।"

চাং বলতে লাগল: "মারিয়া এবার প্রায় ভেঙে পড়ল। মুখে অবশ্য সে কিছুই বলত না—কিন্তু তার ম্লান মুখ দেখে শেষটায় আমার দয়া হ'ল।—বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে, তার প্রতি টান আমার তখনো অস্ত যায়নি। ইসার প্রতি আমি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছিলাম সত্য—কিন্তু তখনও মারিয়াকে ঢের বেশি ভালোবাসতাম এ-ও সমান সত্য।"

—"শুধুই কি ভালোবাসা?"

—"না। নারীর মধ্যে যতদিন যৌবনের অস্তরাগের শেষ ছটাটিও থেকে ততদিন সে একটু ইচ্ছা করলেই পুরুষ-পতঙ্গের কাছে দীপশিখা হ'য়ে উঠতে পারে। যৌবনের প্রত্যন্ত-সীমায়ও তার এ-জন্ম-অধিকারে সে বঞ্চিত হয় না: য়ুরোপের বসন্তগোধূলির মতন—আলো ডুবু-ডুবু হ'য়েও ডোবে না। তার ওপর মারিয়া ছিল সত্যিই সুন্দরী—বেশভূষার পারিপাট্যেও অসামান্যা। সে আমায় ডাক দিত—শুধু তার স্নেহে নয়—দেহেও। আর মনের মধ্যে যেখানেই একটু মঙ্গলস্পর্শ থাকে সেখানেই ইন্দ্রিয়ের নিমন্ত্রণ সরস হ'য়ে ওঠেই—ভূরিভোজনের উপাদান না থাকলে।"

চাং অন্যমনস্কভাবে একটু থামল, পরে বলতে লাগল: "কিন্তু জক্ষণ, এমনি আমাদের প্রবৃত্তি যে, ইসাবেলার সঙ্গে একটু সখ্য হ'তে না

হ'তেই মারিয়াকে কেমন যেন নিষ্প্রভ ঠেকতে আরম্ভ করল। ঠিক নিষ্প্রভও না। তার আকর্ষণী-শক্তি উজ্জ্বলই ছিল...তবে কি রকম জানো? এক-একটা অসুখ আছে না, যার মধ্যে তেষ্টাও পায় অথচ বেশ বোঝা যায় জল খেলে কোনো শান্তিই আসবে না?"

—"বেশ বলেছ।"

—"এ যে আমি অনুভব করেছি বহুবার। আর শুধু মারিয়ার সম্বন্ধেই নয়—নানা মেয়ের সম্বন্ধেই—নানান্ সূত্রে। কিন্তু আর নয়—এবার শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যটি ব'লে যবনিকা ফেলি।—সেই রাত্রিটির কথা—যা জীবনে কোনদিন ভুলব না।"

স্বপন রুদ্ধনিশ্বাসে শোনে:

—"সেদিন সকালেই ইসাবেলা আমাকে অনুরোধ করেছে তার পিতার সেক্রেটারির পদ স্বীকার করতে এবং ভেবেচিন্তে আমিও রাজি হয়েছি। কেন তা বোধ হয় বলতে হবে না?"

—"ইসাবেলার একটু কাছে আসার জন্যে?"

—"হাঁ। তা ছাড়া এ তিনমাস দারিদ্র্যের সঙ্গে অশ্রান্ত যুদ্ধ ক'রে একটু বিলাসও চাইছিলাম। আশৈশব বিলাসে মানুষ আমি—এ-অপরাধ ক্ষমণীয়। মানুষ শুধু বীর নয়—কাপুরুষও। স্রষ্টা নয়—প্যারাসাইটও যে। যাক্—যা বলছিলাম।" শ্যাম্পেনে চুমুক দিয়ে চাং বলে:

"মারিয়া কোথা থেকে খবর পেয়েছিল জানি না—সেদিনই সন্ধ্যাবেলা ব্যস্ত হ'য়ে আমার ঘরে এসে হাজির। আর ঠিক এমনি সময়েই এলো যে-সময়ে ইসাবেলা আমার ঘর থেকে যাচ্ছে বেরিয়ে। আমি ইসাবেলার জন্যে দোর খুলতেই দেখি সামনে মারিয়া।

"ইসাবেলা তাকে হাত বাড়িয়ে, বিদায়-সম্ভাষণ করল—কিন্তু সে

উত্তরও দিল না, আমার ঘরে ঢুকেই ইসাবেলার মুখের ওপর আমার ঘরের দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে বলল: 'তুমি নাকি ছবি-আঁকা ছেড়ে মোসাহেবি-পদের জন্যে দরখাস্ত করেছ?'

"অন্য সময়ে হ'লে আমি রাগ করতাম—কিন্তু আজ আমার মনে কেমন যেন করুণা এল। ওর মুখ ম্লান, নয়নে অস্বাভাবিক জ্যোতি, চোখের পাতা অশ্রু-স্ফীত। গত দু-তিন মাস ধ'রে ওকে যে নানা অছিলায় আকারে-ইঙ্গিতে কত দুঃখ দিয়েছি হঠাৎ মনে পড়ে গেল এক জোটে। শান্ত স্বরেই বললাম: 'মোসাহেবির নয়—সেক্রেটারির পদ। আর আমি দরখাস্ত করিনি—ইসাবেলা নিজে অনুরোধ করতে এসেছিল।' মারিয়ার চোখদুটি ওর নামে উঠল জ্ব'লে, বলল: 'অনুরোধ? কা'কে ভোলাচ্ছ চাং? আমি সব জানি।' আমি বললাম: 'যদি এমন কিছু জানো যা আমার জানলে ভালো হয় তবে বলাই তো ভালো। আর যদি তা বলার মতন না হয় তবে মিথ্যে মিথ্যে কেন নিজে তা নিয়ে দুঃখ পাচ্ছ?' ওর ঠোঁট এবার কেঁপে উঠল থর থর ক'রে, বলল: 'দুঃখ পাই তোমারই জন্যে চাং। তোমাকে ওরা কী বুঝবে—যারা তোমার মতন শিল্পীকে সেক্রেটারির অছিলায় মোসাহেবের পদে বহাল করতে চায়? ধিক্।' আমি একটু নরম সুরে বললাম: 'আমার ওপর রাগ করছ কেন মারিয়া? আর আমি কী-এমন অন্যায় করেছি যে, তুমি আমাকে মোসাহেব বলতে পারলে?' ও আমার দিকে তাকালো, বলল: 'বুঝতে কি পার না কত দুঃখে বলেছি? তুমি কি না শেষটায় ছবি-আঁকা ছেড়ে সেক্রেটারি হ'তে চললে জেনেরাল সেরানোর মতন জঘন্য চরিত্র লোকের?' আমি বললাম: 'কিন্তু ছবি-আঁকা আমি ছাড়ব এ-কথা কে বললে তোমায়? ইসাবেলা এইমাত্র তো আমাকে ভরসা দিচ্ছিল যে, জেনেরাল সেরানোর সেক্রেটারি হওয়া মানে কোনো কাজই নেই—

জীবিকার জন্যে অন্যের বাজে ছবি কপি না ক'রে পারব নিজের ইচ্ছামত ছবি আঁকতে।' ও বলল: 'কিন্তু যদি জানোই যে, ও-পদে কোনো কাজই নেই তবে তার জন্যে টাকা নিতে চাও কেন? অথচ আমি যখন সাহায্য করতে চাই তোমার আত্মসম্মান বাধা দেয় তা গ্রহণ করতে।' আমাকে বাজল, তাই এবার ধরলাম বাক্‌চাতুরী, বললাম: 'তুমি তো দন রুবিয়োর মত নিয়ে সাহায্য করতে আসোনি মারিয়া যে নেবো।' মারিয়া এ-কথায় কোণঠাসা হ'য়ে উষ্মার সুর ধরল, বলল: 'মিছে আমাকে এ-সব কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার? তুমি কেন ও-পদ নিতে যাচ্ছ তুমিও জানো আমিও জানি। তবে কেন মিছে—' ব'লেই সে থেমে গেল। আমি এবার ঈষৎ শুষ্ক সুরে বললাম: 'মারিয়া, যে-লোক দারিদ্র্যের মধ্যে প'ড়ে যুঝছে সে যদি একটা চাকরি পায় তবে যে তা নিতে গেলে তার এতটা কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন আছে আমার মনে হয়নি।' মারিয়া সুর নামিয়ে বলল: 'আমি কৈফিয়ৎ চাইতে তোমার কাছে আসিনি তা তুমি বেশ জানো। আমি এসেছিলাম তোমাকে সাবধান ক'রে দিতে। কিন্তু দেখছি তা নিষ্ফল।' আমারো রাগ একটু পড়ল তার নরম সুরে, বললাম: 'সাবধান কিসের জন্যে? বলোই না।' ও বলল: 'ইসাবেলাকে তুমি জানো না, এই কথা বলতেই আমার আসা। ও নিস্বার্থভাবে তোমার উপকার করেনি।' আমি অবশ্য বুঝেছিলাম যে হাওয়া এইদিকে বইবেই শেষটায়। তবু শান্ত সুরেই বললাম: 'কেমন ক'রে জানলে?' মারিয়ার ঠোঁট ঘৃণায় বাঁকা হ'ল, বলল: 'মাদ্রিদশুদ্ধ লোক জানে। ওর স্বভাব: পুরুষ দেখলেই টোপ ফেলা।' এবার আমি ঈষৎ ঝাঁঝালো সুরে বললাম: 'একজন ভদ্রকন্যার সম্বন্ধে ও-টোনে কথা না বললেই বাধিত হব।' ও এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠল: 'বড় দরদ যে!' আমি কঠিন কণ্ঠে বললাম: 'ভদ্রকন্যার সম্বন্ধে কুৎসা শুনতে না-চাওয়ার

নাম যদি দরদ হয় তবে তা'তে দোষ দেখি না অন্ততঃ জঘন্য কুৎসা রটানোর চেয়ে ভদ্র দরদ দেখানো ভাল।' মারিয়া আহত সুরে বলল: 'জঘন্য কুৎসা!—বলতে পারলে—এতদিন আমাকে দেখে? আমি কি মিথ্যা মিথ্যা কারুর চরিত্রে কখনো—' আর বলতে পারল না—ঠোঁট দাঁতে চেপে চুপ ক'রে গেল। মুখ খড়ির মতন শাদা। আমি কথাটা ব'লেই ভুল বুঝেছিলাম, কারণ বলেছি: মারিয়ার 'পরে আর রাগ আমার ছিল না, ছিল শুধু নিবিড় করুণা, বললাম: আমাকে ক্ষমা করো মারিয়া—আমি রূঢ় বলেছি।' ওর চোখে এবার জল উপছে পড়ল কিন্তু আত্ম-সম্বরণ ক'রে বলল: 'শুধু এইজন্যেই ক্ষমা? তুমি কি জানো না —কেন—' ব'লে থেমে ব্লাউসের হাতায় চোখ মুছে বলল: 'এতদিন কি তুমি আমাকে কিছুই চেনোনি—যে আমাকে এত হীন ভাবতে পারলে?' আমি ওর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম: 'তোমাকে হীন আমি কোনোদিনই ভাবব না মারিয়া। তা ছাড়া তোমার ঋণও আমি কোনোদিন শুধতে পারব না।' চাপা-অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে ও বলল: 'তা হ'লে ওদের সঙ্গে যাচ্ছ কেন?' আমি বললাম: 'মারিয়া, জানো —কালকে হোটেল-বিলের টাকা দিতে হবে ও আমার কাছে আছে মাত্র চারটি পেসেতা?' মারিয়া এবার ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল, তার দুই বাহুতে আমার কণ্ঠ-বেষ্টন ক'রে বলল: 'আমি কী করতে পারি বলো, তুমি তো আমার কাছ থেকে ধারও নিতে চাও না—তুমি চাও শুধু আমায় যন্ত্রণা দিতে।'

"তার দেহ স্পর্শমাত্রেই আমার মন যেন কেমন হ'য়ে গেল। মনে আছে বাঁকা চাঁদের এক ফালি আলো এসে ওর তুষারশুভ্র সুন্দর গ্রীবায় ও সুডৌল নগ্ন বাহুতে লুটিয়ে পড়েছিল। ঘনকৃষ্ণ কয়েকটি চূর্ণালক ওর কণ্ঠ বেয়ে বুকের ওপর পড়েছিল ছড়িয়ে। ওর সুন্দর নীল ব্লাউস ঘন ঘন

নিশ্বাসে উঠছিল পড়ছিল। আমার রক্ত মাতাল হ'য়ে উঠল মুহূর্তে'। ওকে বুকে চেপে ধরলাম। সে ও আর থাকতে পারল না। আমার বুকে মুখ লুকিয়ে শিশুর মতনই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল: "আমাকে ক্ষমা কর—রূঢ় বলেছি ব'লে।' আমার মনের মধ্যে যেন বিশ্বের কোমলতা নিবিড় হ'য়ে এল। আমাদের ওষ্ঠাধর মিলিত হ'ল—আমার জীবনের প্রথম দীর্ঘ চুম্বনে। সে-স্বাদ আর কখনো পাইনি, ইসাকে পেয়েও না।"

চাং বলতে লাগল উদাস সুরে: "মনে আছে মনের মধ্যে গুন্‌গুনিয়ে উঠেছিল:

'To hold infinity in the palm of your hand,

And eternity in an hour.'

"মনে আছে সে-দীপ্তলগ্নে জগতের প্রত্যেক প্রেমের কবির কাছেই কৃতজ্ঞ মনে হয়েছিল ভেবে যে, প্রেমের এ-অঙ্গীকারে স্বাক্ষর ক'রে তাঁরা এর মূল্য কত বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন···অথচ তবু .."

স্বপন ওর মুখের দিকে তাকাল। খানিকক্ষণ কেউই কথা বলল না। বাইরে এক সার ঝাউয়ের মধ্যে দিয়ে একটা দমকা হাওয়া ব'য়ে গেল। চাং যেন কানপেতে কী শোনে তার মধ্যে।···তারপর কী ভেবে যেন আপন মনেই ব'লে চলে: "অথচ তবু আমার কাছে সবই মনে হয় কেমন যেন ছায়াময়। মনে হয় যাকে আমরা প্রেম প্রেম ব'লে এত উচ্ছ্বাসী হ'য়ে উঠি সে বুঝি আলো নয়—কুহেলিকা। অন্ততঃ অনেকখানি কুয়াশাই যে তার মধ্যে আত্মগোপন ক'রে তাকে এতখানি আয়তন—এতখানি পরিস্ফীতি দিয়েছে এ নিশ্চয়। এ-কথা ইসারও মনে হয়েছে—জানি না তোমার হয়েছে কি না কখনো?"

স্বপনের মনের চক্রবালে কেমন একটা বিষাদের মেঘ ঘনিয়ে আসে,

সে বলে : "হয়েছে ;—শুধু হয়েছে না—মাঝে মাঝে এখনো হয়—কিন্তু কেন যে—বুঝি না।"

চাং তার কথার যেন প্রতিধ্বনি ক'রেই বলে : "কেন হয় ?...সত্যি কেন হয় ?...কে জানে ? এ-প্রশ্নের কোনো উত্তরই আমি পাইনি আজ পর্যন্ত...অথচ এ আমি কতবারই না দেখেছি যে প্রবলতম নিবিড়তম দুর্বারতম আবেগের অঙ্গীকারও জীবনের দৈনিক ঘর্ষণে—স্থূলহস্তাবলেপে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায়। কেন ? কে বলবে ?"

স্বপন বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে রইল। এক-টুকরো মেঘ দ্বীপাকৃতি হ'য়ে পশ্চিমাকাশ ছেয়ে গেছে। চাং ব'লে চলে : "এর কত দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে। মারিয়ার সঙ্গে মিলনের সেই স্মরণীয় সন্ধ্যার কথাই নেও না। সে-রাত্রে তাকে দয়িতার রূপে এত কাছে পেলাম তো ? কিন্তু পেয়ে কোথায় সে আরও কাছে আসবে না গেল দূরে স'রে। সেদিন রাত্রে...বেশ মনে আছে...তাকে পেয়েছিলাম কী অবিস্মরণীয় আনন্দের উন্মাদনায়....স্নেহের কোমলতায়। সমস্ত হৃদয় আমার কারুণ্যে, উচ্ছ্বাসে, মাদকতায় ছেয়ে গিয়েছিল তো ? কিন্তু তার পরদিনই ভোরে ইসাবেলার সঙ্গে ট্রেনে সুইজর্লণ্ড যাত্রা করার সময়ে সে বিচিত্র লক্ষরঙা ইন্দ্রধনুর কতটুকু রঙ অবশিষ্ট ছিল ?"

স্বপন একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : "কিন্তু এতে এত দুঃখই বা পাই কেন আমরা ? বলি না কেন জীবনকে সাদা চোখে দেখাই ভালো—প্র্যাকটিক্যাল লোকদের মতন—to take life as we find ?"

চাং আবছা হাসে : "ঐ তো, ভাই। এ তো বুদ্ধির কমনসেন্সের কথা নয়—দরদের কথা, প্রকৃতির কথা। ফুলের কুঁড়ি যারা মাড়িয়ে যায়, দেখেছি তাদেরকে আমাদের দেশে অনেক পুষ্পবিলাসীরা কোনোমতেই

বোঝাতে পারে না তারা ওতে কেন বেদনা পায়। সুং-রাজত্বের সময় চিত্রীরা বলতেন একটি পুষ্পিত শাখা চিত্রের অলঙ্কার মাত্র নয়, প্রকৃতির অমেয় অতল রহস্যের ইঙ্গিত—আভাস। এরা জীবনের কাছ থেকে শিল্পের কাছ থেকে চাইত খুবই বেশি। আমি সেই দলের লোক। তাই আমি দুঃখ পাই ভাবতে যে, রঙিন মুহূর্তে প্রেমের যে-রক্ত-শপথ চিরঞ্জীবী ব'লে মনে হয়—সহজ মুহূর্তে সে কর্পূরেরই মতন মিলিয়ে যায় শুধু ক্ষণিক গন্ধ বিলিয়ে। আমার মন আজো ব্যথিয়ে ওঠে ভাবতে—যে প্রেমের মিলন-লগ্নে যাকে এত প্রবল—এত দীর্ঘায়ু মনে হয়—বাস্তবের ধূসর আলোয় তাকে এত পাণ্ডুর এত ভঙ্গুর দেখাতে পারে! প্রেমের উন্মাদনাও যদি দৃঢ়ভিত্তি না হয় তবে সত্যের পীঠ বলব কা'কে? দাঁড়াব কোন্ অনুভূতির 'পরে ভর ক'রে?"

ব'লে একটু চুপ ক'রে থেমে বলল: "যেখানে হৃদয় কথা দেয় না, যেখানে প্রকৃতি স্বভাব-কৃপণ সেখানে তার অনৌদার্যে আমি তত দুঃখ পাই না স্বপন। আমি দুঃখ পাই হৃদয়ের গৈরিক উচ্ছ্বাসকেও কালের তুষারপাতের স্পর্শে নিঃস্রোত হ'তে দেখলে। নিজের কাছে নিজে চিরজীবন অচেনা র'য়ে গেলাম এর চেয়ে দুঃখ আর আছে?"

—"তারপরে তার সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়নি?"

—"না। দু'মাস বাদে নানা দেশ ঘুরে যখন জেনেরাল সেরানোর সাথে মাদ্রিদে ফিরি তখন মারিয়া আর এ-জগতে ছিল না।"

স্বপন মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল: "মনোদুঃখে?"

—"না। সে আর এক কাহিনী।—রুবিয়ো দম্পতী ছুটিতে গিয়েছিল জার্মাণির 'রাইন উপত্যকা' বেড়াতে। সেখানে একদিন নৌকো থেকে ডন রুবিয়ো হঠাৎ কেমন ক'রে জলে প'ড়ে যান ও মারিয়া তাঁকে বাঁচাতে তৎক্ষণাৎ ঝাঁপ দেয়। কেউই সাঁতার জানত না—কোথায় তলিয়ে যায়

—দুজনেই।"

স্বপন স্তম্ভিত হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

চাং ম্লান হেসে বলতে লাগল: "এ-নিয়ে আমিও অনেক ভেবেছি ভাই, কিন্তু ভেবে কোনো কূল পাইনি। শুধু এই-ই মনে হয়েছে যে মানুষের নানা আচরণে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের প্রত্যাশা ক'রেই হয়তো আমরা এত বেশী ঘা খাই, ভুল বুঝি। ধরো না কেন, আমি ভাবতে ভালবাসি সে ছিল শুধুই অভিসারিকা। সমাজ ভাবতে ভালোবাসে—সে ছিল শুধুই পতিপ্রাণা। কিন্তু আসলে হয়তো সে এ দুই-ই ছিল—কিম্বা… কে জানে?…হয়তো দুয়ের একটাও না। কেননা এ-ও হ'তে পারে যে অন্য কোনো যোগাযোগে তার এমন এক তৃতীয় রূপ ফুটে উঠত—যা তার এ দুই রূপকেই অস্বীকার করে। অথচ…কী বলব?…যে-মুহূর্তে সে আমার কাছে এসেছিল সে-মুহূর্তে অভিসারিণীর সমগ্র উন্মুখতা ও আত্মদান দিয়ে সে একা আমাকেই চেয়েছিল এ-ও আমি জানি—এবং যে-মুহূর্তে সে স্বামীর জন্যে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল সে-মুহূর্তে যে সে স্বামীকে একান্তভাবেই ফিরে চেয়েছিল এ-ও বিশ্বাস করি।"

—"কিন্তু তা হ'লে দুঃখ পাও কিসে?"

—"এই ভেবে যে তার নিজেরই দুটো সত্য স্বরূপের সংঘর্ষে কেন সে এত দুঃখ পেল? বলবে কি—দুই সত্যের দ্বৈরথে মিথ্যার সৃষ্টি হয়? না দুই প্রেমের সংঘাতে ওঠে শুধুই হলাহল। যদি বলো, দুই-ই প্রেম, তবে প্রশ্ন ওঠে—এ-দুয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে অমৃত ওঠারই বা বাধা কী ছিল? কিম্বা হয়তো এই-ই জীবনের স্বরূপ? হয়তো…নানা অদৃশ্য বিদেহী শক্তি সংঘর্ষেই আমাদের জন্ম—তাদের দ্বারাই আমরা চালিত—যেমন জন্মায় হাওয়ার সঙ্গে স্রোতের ধাক্কায় বুদ্বুদ—যেমন চলে গ্রহের টানে উপগ্রহ। আর আশ্চর্য এই যে বুদ্বুদ ভাবে—সে স্বয়ংসিদ্ধ।…কিন্তু স্বাধীনতার এ চেতনাই

বা তার এলো কোথা থেকে ? উপগ্রহ ভাবে কেন—সে খেয়ালী ভ্রমণানন্দেই আকাশ পথে চলেছে ? যন্ত্র-চালিত মানুষ বিচার করেই বা কেন ? তোমার কী মনে হয় ?"

স্বপন চিন্তিত সুরে বলে : "আমি ভেবে কোন তল পাইনি ভাই। তাই কিছুই বলতে পারি না—শুধু এইটুকু ছাড়া যে নিয়তি, লীলা, যোগাযোগ প্রভৃতি কথায় আমার মন ভরে না। আমার মনে হয় কোনো কিছুর দিশা না পেলেই মানুষ ঐ ধরণের কয়েকটা ধ্বনি-সমৃদ্ধ বুলি সৃষ্টি ক'রে ভোলায় পরকে, ঠকায় নিজেকে। ওর চেয়ে বরং তোমার সেদিনকার কথাটা আমার বেশী ভাল লাগে—যে, এ-রহস্যপুরীর চাবি আছে, কেবল আমরা সন্ধান পাইনি এ-অবধি। তাই বেদনাকে আমি কাব্যকুয়াশা দিয়ে চাই না ইন্দ্রধনু প্রতিপন্ন করতে। আমি চাই জানতে : বেদনা এলো কেন ?—আমি এই প্রশ্নের উত্তর চাই—কেন মারিয়ার মতন সুন্দর জীবনও শেষে ব্যর্থতার মরুতে হ'ল অবলুপ্ত ? কবি বলেন কাঁটাই গোলাপ হ'য়ে ফোটে। কিন্তু ও-ধরণের কথায় আমার সান্ত্বনা নেই। কাঁটার অস্তিত্বই আমাকে বেঁধে—দেহের চেয়েও বেশি—মনে।"

চাং বলল : "ঠিক বলেছ স্বপন। আমার হৃদয়ের তারেও এ-কথা এ-ছন্দে না হোক্, এ-সুরে বেজেছে—একবার নয়—বারবার। কাঁটার গোলাপ হ'য়ে ফোটার কথা বলছিলে না ? ও-সান্ত্বনা যে একেবারেই ভুয়ো, এ-বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত। জীবনে ফুল যখন পরম হ'য়ে ফোটে তখনই তো কাঁটার শ্রীহীনতা সব চেয়ে খচ খচ করে, জগতের দুঃখে বুদ্ধের মতন মানুষই ক্ষেপে বেরিয়ে যান—শ্রমিকের দুঃখে প্রিন্স ক্রপটকিনের মতন মানুষই কারাবরণ করেন—অধমতারণের জন্য খৃস্টকেই ক্রুসে ঝুলতে হয়। এর সান্ত্বনা কোথায় ?"

ব'লে চাং অন্যমনস্কভাবে একটু ভাবল, পরে বলল : বড় বড় কথা

রেখে আমাদের এই দৃষ্টান্ত দিয়েই দেখনা—তাহ'লে হয়ত আগের বক্তব্যটা আরো একটু পরিষ্কার হবে। ইসা ও মারিয়ার কথাই দেখ না। ইসাকে তো আমি সত্যিই ভালোবেসেছি—যেমন ভালো কখনো কাউকে বাসিনি ? —কিন্তু তবু ওকে সব চেয়ে কাছে পাওয়ার মুহূর্তেই তো মারিয়ার কাঁটা সব চেয়ে তীক্ষ্ণ হ'য়ে বিঁধেছে ! মনে হয়েছে : আমার ইসাকে ভালোবাসার জন্য যে মারিয়াকে দুঃখ পেতে হ'ল এ-ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও মস্ত একটা অব্যবস্থা আছে। নইলে একজনের সুখে আর একজন অসুখী হবে কেন ?"

স্বপন বলল : "কবি বলবেন : দুঃখ শেখায় হার্মনি—দার্শনিক বলবেন : মায়া।"

চাং দৃঢ়স্বরে বলল : "ও-দুয়ের একটায়ও আমার মন সায় দেয় না। ফুলের কলির মধ্যে মাটির ঢেলা সাজিয়ে হার্মনির মালা গাঁথা যায় এ-কথাও যেমনতর কবির সৃষ্টি, সুখ-দুঃখকে প্রাণপণে এড়িয়ে মরুবাসী হ'তে হবে এ-ও তেম্‌নিধারা দার্শনিকে সমাধান।"

—"কিন্তু ধরো, মারিয়া যদি তোমাকে এড়িয়ে সুখী হ'ত—তা হ'লে ?

—"স্বপন, সুখ ও সার্থকতা কি এক ? সুখ যে ঠিক কী বস্তু তার দিশা আজ অবধি আমি পাইনি। কিন্তু যদি ধ'রেও নিই যে মারিয়াকে তার স্বামীর প্রেমের খাঁচায় কর্তব্যের শিকেয় তুলে বন্ধ ক'রে রাখলেই সে নিটোল সুখী হ'ত—তবু এ-কথা কখনই মানব না যে ঐ এড়িয়ে চলার পথেই সে সার্থকও হ'ত।"

—"কিন্তু হ'ত না এ-কথাই বা প্রমাণ করবে কী ক'রে ?"

চাঙের মুখে সেই করুণ হাসি ফুটে ওঠে : "প্রমাণ ভাই আমি কিছুই করতে পারি না এক সময় ছিল যখন মনে হ'ত জগৎ বুঝি আমার অনুমোদনকেই কেন্দ্র ক'রে প্রদক্ষিণ করছে—তাই অনেক-কিছু

বদ্ধেই বিজ্ঞভাবে রায় দিতাম—অনেক-কিছুই মহা উৎসাহে প্রমাণ করতে ছুটতাম। আজ বুঝেছি জগৎ আমাদের সুখ-দুঃখের প্রমাণ-অপ্রমাণের একটুও অপেক্ষা রাখে না। সে চলে তারই একটা নিজস্ব ছন্দে, নিজস্ব নিয়মে। আমার লক্ষ্য— যাচাই না; আমার লক্ষ্য এ-অসুন্দর পরবাসে একটু সুন্দর পথ ক'রে চলা। এ অবোধ ধাঁধায় অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে খুঁজতেই আমি চলি, যে দু-এক টুকরো সত্য ও সুন্দরের কণা পাই—দেখি আমার পথচলায় তারা আলো ধরতে পারে কি না। আমার জীবনে একটু আলো তারা ধরে বৈ কি—তাই তো তাদের আদর করি, কিন্তু এ-ভুল বোধ হয় আর করি না যে তারা সবার পথেই আলো ধরে। কারণ আমি দেখছি: একের আকাশ নিত্যই অপরের আকাশ-কুসুম হ'য়ে ওঠে। আমি শুধু এইটুকু সার বুঝেছি যে, মানুষকে জোর ক'রে খাঁচায় পুরে শান্তি দিতে-চাওয়া কিছু না।—অশান্তির আকাশে লক্ষ দুঃখ থাকলেও সেইখানেই তার স্থান—পরমরম্য স্বস্তির খাঁচার মধ্যে না। তাই আমাকে সবচেয়ে বাজে যখন দেখি একের ধর্ম অন্যে ঠিক ক'রে দিতে ছোটে, সমাজ, নীতি, দেশ, কর্তব্যের হাজারো অজুহাতে, যুক্তিতে, অনুশাসনে। টাওইস্টদের একটি গল্প আমার বড় ভালো লাগে, শোনো।"

চাং বলতে লাগল: একদা ছিল এক বিরাট বনস্পতি, নাম করি। একটি যাদুকর তার কাঠ দিয়ে একটি অত্যাশ্চর্য বীণা তৈরী করেন যাকে কেবল জগতের শ্রেষ্ঠতম বীণাকারই সুরে জাগাতে পারবে। কত বড় বড় গুণী উন্মুখ হ'য়ে আসে কিন্তু কারুর হাতেই বেজে ওঠে না। শেষ একদিন এল গুণীরাজ পেইও। বীণার তারে তারে উঠল ঝঙ্কার, আকাশ স্থির হ'য়ে শুনল। চীনসম্রাট তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'গুণী, কেমন করে তুমি এ-অবাধ্য বীণাকে সুরে জাগালে যা জগতের সব বীণকারের হাতে ছিল

সুপ্ত ? কেউ যা পারেনি তুমি পারলে কি করে ?' সেইও বললঃ 'মহারাজ, 'আর-সবাই পারেনি কারণ তাদের নিজের সুর বীণায় জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল—আমি পেরেছি, কেননা আমি বীণাকে বলেছিলাম : তুমি তোমার নিজের সুরেই বাজো। তাই ও উঠল ঝঙ্কার দিয়ে।"

চাং বলতে লাগল : "মনুষের সম্বন্ধে এই কথা বারবারই আমার মনে হয়েছে। আমি বোধ হয় কখনো ভুলব না সেদিন রাত্রে আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে মরিয়ার সেই কান্না—সে কী করলে ব'লে ? এ-কান্না সে কাঁদল কেন বলো তো ? শুধু এই জন্যেই নয় কি যে, সমাজ তাকে পাতিব্রত্যের যে-বাঁধা-শড়কে চলার বিধান ধ'রে দিয়েছিল সে শত চেষ্টায়ও সে-বিধানকে মানতে পারেনি—অথচ ভেবে দেখ সমাজের এ-বিধান না থাকলে আমার সহবাসে অন্ততঃ সে-রাত্রে সে কী আনন্দই না পেত।"

ঘরের মধ্যে বাইরের হাওয়ায় কোথা থেকে বেহালার একটা বিচ্ছিন্ন মীড় ভেসে আসে।....তার পরই সব চুপ।...বাইরের ঘরে ব্যাঙ কখন গেছে থেমে।...চার ধার এত নিশুতি লাগে! ....স্বপন চাঙের দিকে চায় ; কিন্তু তার দৃষ্টি দূর দিগান্তে নিবদ্ধ...সেখানে শুধু এক টুকরো আলগা মেঘ ধূসর চোখে চেয়ে।....তার ভুরুর উপরেই এক বিন্দু শীতার রশ্মির টিপ।...

চাং বলতে লাগল :..."এ আমার থিওরি নয় ভাই। আমার স্মৃতির ফলকে খোদা রয়েছে মারিয়ার সে-রাতের প্রতি কথাটি। তার মধ্যে তার দেহদানের জন্যে নিরানন্দ এতটুকু ছিল না। ছিল শুধু ভয় : যে কাঠামোর মধ্যে লোকমত তাকে থাকতে বলেছিল পাছে সে-কাঠামো কোনো বড়চড় হ'য়ে যায়। সার্থকতা-অসার্থকতার প্রশ্ন তার কাছে

একবারও উদয় হয়নি—সেদিক দিয়ে কেউ তাকে ভাবতে শেখালোই বা কবে?—এমন কি সে কখনো বোধ হয় অনুভবই করেনি যে তার নিজের সুরে সমাজ তাকে ভুলেও বাজতে বলেনি—বলেছিল সমাজের মনগড়া সুবিধাজনক সুরে নিজের সুর মেলাতে।"

হঠাৎ বাইরে একটা হাওয়া ওঠে। বৃষ্টি নামে। বাইরের বাগানে পাতায় পাতায় জেগে ওঠে মর্মর। স্বপনের বুকের কোথায় কি-একটা উদাস তার বেজে ওঠে যেন এ পথভোলা শব্দে!…

চাং দিগন্তের দিকে চেয়ে যেন আপন মনেই ব'লে চলে: "কিন্তু না। আরও একটা কথা মনে হয়েছে আমার। শুধু যে সমাজই মারিয়ার দুঃখের জন্যে দায়িক তা হতো নয়। মনে হয়েছে হয়তো মানুষের মধ্যে একটা হীনতা—দুর্বলতার ইসারা আছে ব'লেই সমাজ এ-ভাবে চড়াও হ'তে পেরেছে।"

"—কী দুর্বলতা?"

—"চাওয়ার দুর্বলতা—কাড়াকাড়ির দুর্বলতা—প্রতিপদে অদৃশ্য শক্তিদের ইঙ্গিতকে লোভে হোক্, ভয়ে হোক্, বাসনায় হোক্—দাসের মতন অনুসরণ করার দুর্বলতা—মেনে-নেওয়ার গ্লানি।"

স্বপন বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে রইল, পরে বলল: "কিন্তু বাঁচতে যে হয় চাং।"

চাং বলল: "জানি সে-ট্রাজিডি। এ-ও জানি যে, আমরা জীবনে অনেক সময়েই নানা জিনিষ চাইবার সময়ে মনে করি বুঝি সে-সব না পেলে বাঁচবই না। কিন্তু তবু আমার কেন জানি না মনে হয়—যদিও আমি প্রমাণ করতে পারি না এ-কথা—যে, এই চাওয়ার হীনতাকে না মেনেও বাঁচা চলে, আর তাতেই হয় সত্যিকারের বাঁচা; মনে হয়: এ যদি পারতাম তা হ'লেই বুঝি জীবনের চিরকুজ্মাটিকার হ'ত নিশান্ত।

এক এক গভীর মুহূর্তে এর চকিত আভাষ পেয়েছি—মন বলেছে সজসুখ হোক্, বিলাস হোক্, ভোগ হোক্, যাই হোক্ না কেন নিজের জন্ত চাইব কেন? কিন্তু ঐ পর্যন্তই ;—ওর পরের ধাপে উঠতে পারিনি, কী ক'রে যে এ-হীনতা থেকে—জীবনের এ-দাসখৎ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে তার কোনো দিশাই পাইনি—যদি পেতাম তা হ'লে হয়তো ব'লে দিতে পারতাম আমার ও মারিয়ার মধ্যে এ-স্নেহ-সম্বন্ধের কেন পরিসমাপ্তি হ'ল যন্ত্রণায়—কেন বাঞ্ছিত সার্থকতাকে না পেলাম বিরহের শূন্যতায়, না মিলনের পূর্ণতায়।"

বাইরে বাতাস হু হু ক'রে ওঠে।·····স্বপন ওরে টেবিলের উপর ন্যস্ত চাঙের একটি হাতের 'পরে হাত রাখে। সহসা মনে হয় যেন কতদিনের চেনা সাথী···

বৃষ্টির ফোঁটা বড় বড় হ'য়ে পড়ে।...দেখতে-দেখতে মেঘের কপালে বিজলীর ভ্রূকুটি ঝিলিক্ মেরে ওঠে!...সর্পিল...জ্বালাময়!...

চাং স্বপনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে: "আমার মনে হয় কি জানো স্বপন?"

—"কী?"

—"কোথায় আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। তাই প্রাপ্তি পাওয়া ও চাওয়ার মধ্যে এই চির-বিরোধ। তাই আজো হৃদয় থেকে থেকে অকারণ ঝর্ ঝর্ ক'রে ওঠে ঐ নিরাশ্রয় বৃষ্টিবিন্দুর মতন, মানুষ পাহাড় পর্বত প্রান্তর কান্তারে ছুটে ছুটে বেড়ায় ঐ দিগ্‌ভ্রান্ত হাওয়ার মতন—দীর্ঘশ্বাসের বোঝা বুকে চেপে। তাই তার দৃষ্টির দিগন্তে আজো রং ধরে, অথচ চক্রবালের মধ্যে উষার দেখা মেলে না।"

চাং বলতে লাগল: কেবল কখনো কখনো...এক টুক্‌রো রশ্মি প্রাণপণে ভেসে ওঠে দিগন্তরেখার ঊর্ধ্বে—কিন্তু জগৎ-জোড়া অন্ধকারের

পিছুটানে অর্ধোদয়েই ফের যায় ডুবে। এতটুকু শান্তির সুধা রসনায় বইতে না বইতে আমাদেরই মুখর শ্রীহীন কাড়াকাড়িতে পলকে যায় বিস্বাদ হ'য়ে তাই বুঝি আমরা যা চাই তা পাই না; যা পাই—পেলে দেখি তা চাই না। তাই প্রতি পদে আনন্দ আমাদের পথ-চলায় বাতি ধরতে পারে না, ধরে ভয়।"

মেঘের বুকে মৃদঙ্গ বেজে ওঠে। ঢং ঢং ঢং ক'রে বাজে বারোটা।

স্বপন উঠে দাঁড়ায়।

চাং বলে: "কিন্তু এই জল-ঝড়ে জাহাজে উঠবে?"

স্বপন বলে: "না, ট্রেনে।"

চাং আশ্চর্য হ'য়ে বলে: "ট্রেনে? কোথাকার?"

—"পারিসের। বারোটা পঁচিশে ছাড়ে বলছিলে না?"

সমাপ্ত

অভিভাবক

বেলা বারোটা। সমস্ত আকাশ নীল হাসিতে উপ্‌ছে পড়ছে। মসিয়ে বেনারের লাল গোলাপগুলি জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। একটা চির-সবুজ গাছের মসৃণ পাতায় নরম আলো ঝলমল করছে। তার সামনে জাপানী ধরণের গোল চাঁদোয়ার খাঁজে খাঁজে তুষার-কণার ঝিকিমিকি। স্বপনের মনে প'ড়ে যায় শেলির—

The emerald green of leaf-enchanted beams...

হঠাৎ পদশব্দ—সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়।

আনা ও মসিয়ে বেনার ঘরে ঢোকেন। স্বপনের বুকের মধ্যেটা কেমন করে ওঠে···আনা এত রোগা হ'য়ে গেছে!...আহা!... কিন্তু তবু আনার চোখে যেন একটা নতুন দৃঢ়তার আলো!...যেন এ কয় সপ্তাহে সে জীবনকে তার স্বরূপে চিনে নিয়েছে। আনা হাত বাড়িয়ে দেয়। স্বপন অসঙ্কোচে সে-হাতটি চুম্বন করে।

বৃদ্ধ হেসে বলেন "হঠাৎ? এক মন্বন্তর চিঠিপত্র নেই। এমন বেমালুম উধাও? কার ভয়ে হে?"

আনা বলে: "নতুন বন্ধুবান্ধবী পেলে পুরোনোদের ভুলে যাওয়া এই-ই তো আধুনিকী চাল, মসিয়ে।"

স্বপন কাষ্ঠ হাসি হাসি...

ভাগ্যক্রমে নানেৎ ঢোকে: "খাবার দেওয়া হয়েছে মাসিয়ে।"

* *

*

মসিয়ে বেনার আনার প্লেটে এক গুচ্ছ আঙুর জোর ক'রেই তুলে দিয়ে বললেন: "আহা—হা, সব ভোজ্যদ্রব্যেই অমনতরো বিদ্রোহী 'না' কেন বলো তো? একটু-হাঁ'র দিকে না ঝুঁকলে তরুণীর চলে? —বিশেষ মনে রেখ এ আঙুর সেন এনেছে তোমারই জন্যে শুধু—নীস থেকে। কোৎ দাজুরের জগদ্বিখ্যাত আঙুর—তোমার গালের সঙ্গে পাল্লা দেয় শেরি—তা এ-তুলনায় তুমি রাগই করো আর যা-ই করো।"

আনা হেসে ছুটো কালো আঙুর চেখে বলল: "সত্যি ভারি মিষ্টি." ব'লেই মসিয়ে বেনার পানে চোখ ফিরিয়ে বলল: "আপনার শিষ্যটি আপনার কাছ থেকে দূরে গিয়ে কিন্তু একটা নতুন রসগ্রাহিতা শিখে এসেছেন মসিয়ে—দ্রাক্ষার। উন্নতি হয়েছে বৈ কি?"

বৃদ্ধ চোখ মিট মিট করে বললেন: গুরুগিরির গুহ্যতত্ত্বই যে ঐ, শেরি! ধাপে ধাপে ওঠাতে হয়। পরে আরও রঙিন রসের রসিক হবে ও, ভেবো না।"

—"মানে?"

—"সে কি একটা রস যে ফিরিস্তি দেব মুখে মুখে? ধরো, অভিভাবকের রস।—তবে ওর সে মূর্তির হয়তো গুরুগৃহে খোলতাই হবে না—সে যথাস্থানে!"

আনা উৎসুক। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বৃদ্ধের চোখের দিকে চেয়েই ফিরে স্বপনের দিকে তাকাল। স্বপন একটু আশ্চর্য হ'ল। আনাকে কি বৃদ্ধ একটু আভাসও দেননি কেন সে হঠাৎ নীস থেকে পারিসে এসেছে? এত সাবধানতার অর্থ কী? তার হঠাৎ কী খেয়াল চাপল, বলল: বাঃ, তোমায় যে আমি নীসে হাওয়া বদ্‌লাতে নিয়ে যাব—জানো না?"

আনা কৌতূহলী দৃষ্টিতে স্বপনের দিকে তাকালো: "ব্যাপার কি স্বপন?"

স্বপন বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে শুধু একটু হাসল নীরবে। আনার সংযত স্বরের পিছনে একটা চাপা স্পন্দন।

স্বপন উত্তর দেবার আগেই মসিয়ে বেনার পকেট থেকে দুটি টিকিট বার করে আনার হাতে দিয়ে বললেন: "পড়তে পারছ কি?—মসিয়ে সেন, প্রথমশ্রেণী Coupe wagon-lit—আর কেউ নয় এ-কক্ষে, শুধু তোমরা দুজনা। সে বন্দোবস্ত আমি করেছি। পড়েছে রাগ?"

আনার চোখ দুটির মধ্যে থেকে আলো যেন ঠিকরে পড়ল। হাসিমুখে বলল: ভেতরে ভেতরে বুঝি দুজনায় তারযোগে এইসব ষড়যন্ত্র আঁটা হচ্ছিল?"

বৃদ্ধ চোখ মিট মিট করে বললেন: "শেরি, বুড়োদের তোমরা চিরদিন হেনস্থাই করো—জবুস্থবু ব'লে—ফুলময় রসের-পথে কাঁটার-ব্যারিকেড ব'লে। কিন্তু তারা যে অনেক সময়ে তরুণ-তরুণীর স্বখাত পরিখার 'পরে সাঁকোরও কাজ করতে পারে—এখন থেকে মানবে তো?

আনা মসিয়ে বেনারের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল।

বৃদ্ধ তাঁর অপর ছাড়া-হাতটি দিয়ে আনার গালে দুটি টোকা মেরে বললেন: "মজুরি পোষাবে না শেরি এ হাত অত ক'রে টিপে। মনটা নবীন হ'লে হবে কি, দেহটা যে হয়ে গেছে মলিন। তাই আমি বলি কি—নাহয় অন্যত্র একবার বেয়ে ছেয়েই দেখলে।"

আনা স্বপনের দিকে তাকায় হাসিমুখে: "কি বন্ধু, রাজী? না ফের ভয় পেয়ে হাওয়া হয়ে যাবে?"

স্বপন একটু অপ্রতিভ হওয়া সত্ত্বেও মুখে হাসি টেনে এনে বলে: "হাওয়া হ'লেই যে বিপদ কাটে কে বলল? যেখানে হাওয়ার চাপ কম সেখান থেকে টান আসে।"

মসিয়ে বেনার হো হো করে হেসে বললেন: "উপমাটা লাগসৈ হয়েছে মানতে ইহবে।"

আনা হেসে বলে : "কিন্তু এখানে নিশানা কাকে ? ভুলবোঝার ঝড়কে না মিলনের শান্তিকে ?"

মসিয়ে বেনার হাততালি দিয়ে বললেন : "দেখি এবার কে জেতে— পাল্টা উপমার জোরে।"

এই ভাবে কাটে সময় খাওয়ার সঙ্গে রসিকতার ও হাসির সঙ্গতে।

হঠাৎ একটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজল।

আনা চমকে বলল : "ওহো, আমার ওভার কোটটা দুটোর সময় দেবে ব'লেছিল—"

মসিয়ে বেনার বললেন : "বটে বটে—সেন, লক্ষ্মীটি! ওকে নিয়ে যাবে একবার লুভ্রে ? কয়েকটা জিনিষপত্র কিনতে হবে ওকে, আর একটা ওভারকোট ফর্মাস দিয়েছে।

আনা বলল : "না না। ও-বেচারি এখন একটু জিরিয়ে নিক— আমি একাই পারব।"

স্বপন বলল : "সে কি হয় ? যে দুর্বল এখনো—,'

মসিয়ে বেনার ওর পিঠ চাপড়ে বললেন : "সাবাস সাকরেদ! তুমি পারবে। অভিভাবকের টোন একেবারে নিখুঁত হ'য়ে ফুটে উঠেছে এখনি। হাতে-খড়ির দিনেই বিদ্যাসিদ্ধি।''

তিন জনেই হেসে ওঠে।

ট্যাক্সিতে

"কতদিন পরে—মনে পড়ে স্বপন ? সে দিন আর এদিন ?" আনার হাতটা মোটোরের ঝাঁকুনিতে স্বপনের কোলের উপর এসে পড়ে

স্বপন ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে আনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে : "তুমি কি ভাবছ আমি খুব বদ্‌লে গেছি এ-কয়দিনে ?"

—"আমি ভাবছি·না —আমি জানি

—"কী"

—"যে, চাং যখন তোমাকে তার অভিভাক ক'রে রেখে এসেছিল তখন—"

—"থামলে কেন?—আমার মন চঞ্চল হয়েছিল? এই তো?" স্বপন জোর দিয়েই বলে: "এই তো?"

—"রাগ করছ? না স্বপন, রাগ তুমি করতে পারো, এ-সবই যে আমার অনধিকার-চর্চা, মাপ কোরো। কোন্ অধিকারে—" বলেই সে ফের চুপ করে গেল।

স্বপন সহসা আর্দ্র বোধ করে। আনার মুখ ট্যাক্সির মধ্যেকার ঘোরালো আলোয় এমন মায়াময় দেখায়...সে তার হাতের 'পরে হাত রেখে' বলে: "না আনা। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ইসাবেলের চেয়ে বেশি সত্য। তার ওপর যদি তাকে তোমার কথা ব'লে থাকি—তবে তোমাকে তার কথা বলব এ-প্রত্যাশা তোমার খুবই ন্যায্য। এতে অধিকারের প্রশ্নই ওঠে না।"

আনার চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "তা হ'লে বলো।"

এপন প্রথম থেকেই বলল সব। কিছুই গোপন করল না—কেবল চাঙের প্রতি তার প্রথম দিকে ঈর্ষার ইতিহাসটুকু বাদ। চাং চ'লে আসার দিন ইসাবেলার তাকে ভাই বলা—তারপর নৌকোর কীর্তি—সবশেষে চাঙের জীবন-কাহিনী। ট্যাক্সির দুলুনিতে আনার কোমল হাতের স্পর্শে ওর মনের নিভৃত আবেগকুঞ্জ এ-স্বীকারোক্তিতে কেমন যে এক তৃপ্তির সৌরভ নিবিড় হ'য়ে ওঠে!...সে কী গভীর অভিনিবেশ আনার!...স্বপন জানত সে-ই এক ভালো শ্রোতা। আজ দেখল

মেয়েরাও যখন ঔৎসুক্য বোধ করে, কায়মনোবাক্যে শুনতে জানে। কেবল ছেলেরা শোনে মন দিয়েই প্রধানতঃ। মেয়েরা শোনে—যদি শোনার তাগিদ বোধ করে অবশ্য—তাদের প্রাণের তাগিদে।

স্বপন বার বার এটা দেখেছে ইসাবেলা, সন্ধ্যা, আনা তিনজনারই ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়। মেয়েদের কাছে যখন সে হৃদয়ের দুয়ার খুলেছে ...এমন এক বিশেষ ধরণের তৃপ্তি পেয়েছে···যে সে...কী ব'লে তার বর্ণনা করবে? সে যে অনির্বচনীয়।...মনে হয়েছে পুরুষের পৌরুষ, বান্ধবীদের কাছে যত উষ্ণ, জীবন্ত, প্রত্যক্ষ হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে বন্ধুদের কাছে বুঝি তার সিকির সিকিও করে না। বন্ধু ও বান্ধবী —বান্ধবী ও বন্ধু—ওদের সাড়াই যে আলাদা।—একের অভাব অপরে পূর্ণ করতে পারবে কেমন ক'রে? মনের কথা বন্ধুও টেনে বার করতে জানে। কিন্তু প্রাণের—সে পারে এক বান্ধবী। ইসাবেলার নানা কথা নানা প্রশ্ন নানা আত্মকথনে আনার সাড়া দেওয়া—এ-ও এক বিচিত্র ব্যাপার নয় কি? একটা মনের নানা মিড় নানা গমক, নানা তান আলাপ আর-একটা মনের তারে কী রকম অনুরণন তোলে—তা দেখে তা শুনে তা অনুভব ক'রে কল্পনা ক'রে তবেই না মেলে হার্মনির আভাষ—সুরসম্পাত। মনে পড়ে: পল্লব একদিন আর-একটা উপমা দিয়েছিল এ-সম্পর্কে দার্জিলিঙে: একটা সুরের নানা বোল হচ্ছে মেলডির একক রেখা—আঁকাবাঁকা। একাধিক মেলডির ঘাত-প্রতিঘাতে তবেই না কাউণ্টারপয়েণ্ট—তবেই না হার্মনি। ঠিক বলেছিল সে। আজ এ-ট্যাক্সিতে ইসাবেলা ও সন্ধ্যাকে নিয়ে তার নানা কাহিনীর কাঁপনে আনার মনের কত রকম সূক্ষ্ম দোলা যে সে দেখল...অনুভব করল—তা কি ভুলবার?

বিশ্রম্ভালাপ

রিজার্ভ কুপেতে আনার ও স্বপনের 'কুপে-লি' টেনে প্রশস্ত ক'রে দিয়ে ট্রেনে বালিশ ও বিছানা বিছিয়ে দিয়ে ফরাসী গার্ড মধুর হেসে তাকাতেই স্বপন ঝট্ ক'রে তাকে একেবারে কুড়ি ফ্রাঁ বখশিশ দিয়ে ফেলল।

গার্ড একগাল হেসে বলল: "যদি কাল ভোরে কি আজ রাতেই দরকার হয় মসিয়ে. তবে এই ঘণ্টাটি শুধু একবার বাজালেই হবে। যত রাতে কিম্বা যত ভোরেই হোক না কেন—সব আমি 'কুপে'তেই দিয়ে যাব। রেস্তরাঁ গাড়িতে মাদামের কষ্ট ক'রে যেতে হবে না।"

স্বপন ঈষৎ হেসে ধন্যবাদ দিয়ে তাকে বিদায় দিল। রূপচাঁদ...

আনা বলল: "ভারি অন্যায় করলে।"

—"কী ক'রে?"

—"অত বেশী বখশিশ দিয়ে। তোমাদের মত ধনী বিদেশীরাই তো পারিসের পথে ঘাটের সব কর্মচারীদের অকর্মা করে। বিশেষ ক'রে আমেরিকানদের দাক্ষিণ্যের ফলে এমনই হয়েছে যে ওরা বখশিশ না পেলে এক পা এগুতে চায় না। অথচ বদনাম হয় শেষটায় ফ্রান্সের একার।"

—"উঃ! তোমার এ-দেশাত্মপ্রাণা মূর্তি তো কৈ আগে কোনোদিন ধরোনি?"

স্বপন চেষ্টা সত্ত্বেও একটু অপ্রতিভ না হ'য়ে পারল না, বলল: "এ-সমস্যার সমাধান করবার ঢের সময় পাওয়া যাবে কাল। এখন তুমি শুয়ে পড়বে? রাত দশটা বেজে গেছে।"

—"যাক্ গে। ট্রেন না চললে আমি শুতে পারি? ততক্ষণ একটু কফি খেলে কি-রকম হয়? একটু গরম হ'তে ইচ্ছে করছে।"

—"বেশ।" স্বপন ঘণ্টা বাজালো...কফিতে চুমুক দিয়েই আনা রেখে দিল।

—"কী?"

—"কেমন বিস্বাদ। শীত শীত করছে।"

স্বপন ঈষৎ উদ্বিগ্ন হ'য়ে তার কপালে হাত রাখল: "একী। একটু গরম ঠেকছে যে? মুখও যেন একটু রাঙা মনে হচ্ছে। জ্বর এলো না কি ফের?"

—"দূর। একটু সর্দি-তো ছিলোই—তার ওপর ট্যাক্সিতে অতক্ষণ রোমান্টিক গল্প! একটু ঠাণ্ডা লেগে গিয়ে থাকবে ফের।"

—"শুয়ে পড়ো এবার—আর দেরি না।"

—"দাঁড়াও ট্রেনটা ছাড়ুক—"

—"কথাটি না। আমি অভিভাবক, মনে রেখো।"

আনা হেসে ফেলল: "উঃ! বড় চাল যে! আচ্ছা—তা হ'লে তুমি একটু—কেননা এটা স্টুডিয়ো নয়।"

বলতে না বলতে স্বপন বেরিয়ে এসে করিডোরে দাঁড়ালো—কুপের নীল স্ক্রীনটা টেনে দিয়ে।

* *

*

—"আসতে পারো এখন।"

স্বপন ঢুকে কুপের দরজা বন্ধ ক'রে দিল। আনার দিকে চেয়েই বলল: "এ কী! ড্রেসিং গাউন প'রে ব'সে? আমি বুলি—বুঝি রাত-শেমিজ প'রে শুয়ে পড়েছো।"

—"ট্রেন না ছাড়লে শুতে পারে মানুষ ?"

—"খুব পারে—বিশেষ আসন্নজ্বরারা।"

—"ও কিছু না। একটু জল এনে দেবে ?—নির্মল বারি।" স্বপন কাছের আলমারি খুলে জল দিল।

আনা ঢক ঢক ক'রে প্রায় এক গেলাস জল খেয়ে ফেলল। কিন্তু তবুও ট্রেন ছাড়বার বাঁশি বাজে না। আনা বলল: "নাঃ আগেই শুয়ে পড়তে হ'ল দেখছি।"

স্বপন উদ্বিগ্ন স্বরে তার কপালে ফের হাত রেখে বলল: "হুঁ। জ্বর বৈ কি। কী হবে ?"

*   *

*

স্বপন নিজের বিছানার ওপর থেকে নিজের দামী সীলস্কিন কম্বলটি আনার ওপর বিছিয়ে দিয়ে সযত্নে ধারগুলো গুঁজে দিলো চামড়ার তোষকের নিচে।

—"ও কী করছ ?"

—"বাঃ কাঁপছ যে।"

—"ও কিচ্ছু না, এখখুনি থেমে যাবে—তা ব'লে তোমার কম্বলটা—" বলতে বলতে কাঁপুনি বেড়ে উঠল। স্বপন তাড়াতাড়ি তার বিছানার উপরকার দুটি কম্বলের একটি কম্বল আনার ওপর টেনে দিলো।"

—"কী হচ্ছে শুনি ? রাতে তোমাকে বুঝি ঘুমুতে হবে না—না তোমার শীতে কাঁপুনি ধরলে—"

—"আমার বাকি ঐ একটা কম্বলেই হবে। যদি নিতান্ত শীত করে আমার ফার ওভারকোটটি মারে কে ?"

—"না না—সে হবে না। এ কম্বলটি নাও je vous en prie—*"

—"চুপ্—কথাটি নয়। বাজে তর্ক রেখে আমার কথায় উত্তর দাও : খুব শীত করছে?"

—"না, ধন্যবাদ, একটু কমেছে। দুটো কম্বলেও যদি না কমে—বন্ধুকে বঞ্চিত ক'রে—"

"আমাদের রক্তে এত সূর্যতাপ জমা হ'য়ে আছে যে ভাঙিয়ে খাওয়া চলে—উটের পিঠের পিণ্ডের মতন।"

আনা চক্ষের নিমেষে উঠে বসল : "আমি কক্ষনো শোবো না—শোবো না—শোবো না।"

—"বাপ্‌রে—থাক্ থাক্। শোও—শোও—আর কম্বলের কথা তুলব না—হ'ল?"

আনা হেসে শুলো। স্বপন আলো নিভিয়ে দিল।...

* *

—"স্বপন!" হঠাৎ ঘরের চাপা সবুজ বিজলি বাতিটা জ্বলে ওঠে। স্বপন চম্‌কে ওঠে :

"কী? কষ্ট হচ্ছে?" বলতে বলতে উঠে বসে।

—"না—জ্বরটা বোধ হয় কমছে। মাথাধরাও। কিন্তু তুমি ঘুমোও নি এখনো?

—"মোটে এগারটা। বারটার আগে আমি শুই?"

—"আমি কি ইসাবেলা সেরানো যে জানব?"

স্বপন অপ্রতিভ হ'য়ে বলল : "কী যে সব তোমাদের ঠাট্টা! শোও তো এখন বাজে কথা রেখে।"

* "অনুরোধ করি তোমাকে মিনতি।"

—"আমার ঘুম পায়নি যে—বাঃ।"

—"তবে কী পেয়েছে?"

—"কথা।"

—"কার কথা শুনতে চাও বলবে খুলে?"

"যদি বলি—সন্ধ্যার?"

স্বপন ওর দিকে তাকিয়ে বলল: "কী কৌতূহল তোমাদের! অয়েও বিরাম নেই।"

আনা মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ল:

"যাও। চাই না শুনতে।"

স্বপন হেসে বলে: "আহা—ঠাট্টাও বোঝো না। তা শোনো—একেবারে মূল থেকে প'ড়ে শোনাচ্ছি—তাহ'লে হবে তো?"

আনা ফিরে বলল: "মূল? মানে—"

"হ্যাঁ—ওর চিঠি। মুখে মুখে অনুবাদ ক'রে দিলে হবে?" ব'লে বুক পকেট থেকে দুটো খাম বের করল।

আনা ঠাট্টার সুর ধরে ফের: "এ কী? বিরহিনীর চিঠি কি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘোরো না কি কণ্ঠমালা ক'রে?"

একথার উত্তর না দিয়ে ও পড়া শুরু করে। একটু একটু ক'রে প'ড়ে থামে ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদ ক'রে বুঝিয়ে দেয়।

পড়া শেষ হ'লে আনা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। পরে বলে:

"একটা কথা বললে বিশ্বাস করবে?"

"কী?"

"সন্ধ্যাকে সত্যি দেখতে ইচ্ছা করছে আজ।"

স্বপন চুপ ক'রে থাকে।

আনা ওর দিকে তাকায়: "কী ভাবছ?"

স্বপন বলে : "ভাবছি ও-ও লিখেছে ঠিক এই কথাই।"

আনা বলে : "ত'হলে এক কাজ করো না কেন।"

"—কী?"

—"তার ক'রে দাও নীসে উড়ে চলে আসতে।"

স্বপন হেসে ফেলল : "সাধে কি বলে মেয়েরা মানুষের উল্টো!"

আনা রাগতঃ সুরে বলল : "যেন একেবারে ভারি অসম্ভব প্রস্তাব করেছি।"

—"নয়? কলকাতা থেকে নীসে আসা কি মুখের কথা নাকি?"

—"শক্তটা কী শুনি? তোমরা ধনী—তোমার স্ত্রী পাকা নব্যা—নইলে এ-ধরণের কবিতা আসত না কলমে। আমি যদি এক কথায় তোমার মতন দুর্দিনের আলাপীর সঙ্গে একেবারে একলা পারিস থেকে নীসে পাড়ি দিতে পারি তা হ'লে তার পক্ষে নিরাপদে কলকাতা থেকে য়ুরোপে আসা কি এতই অকল্পনীয়?"

—"বাঃ—দূরত্বের কথাটা বেমালুম ভুলেই যাচ্ছ।"

"দূরত্ব—এই আকাশে ওড়ার যুগে? তা ছাড়া, যে-তরুণী এ-ভাবে দূর থেকে স্বামীকে কড়ে আঙুলের ওপরে ঘোরাতে পারে সে কিছু না জেনে ম্যাডাগাস্কারে রওনা হ'লেও বুদ্ধির কম্পাসের জোরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে এ ধ্রুব।"

—"বাপ্‌রে! একটা কবিতা প'ড়েই? আচ্ছা, অন্ততঃ তোমার এ-ধারণা তাকে আমি জানাব। মেয়েরা ভক্তাধীনা। কে বলতে পারে—তোমাকে বর দিতে ছুটে আসবে না?"

আনা হাসিমুখে বলল : "বেশ বলেছ।" ব'লেই নিজের কপালে স্বপনের হাত ফের রেখে বলল : "দেখ, এত হাসি গল্পে আমার জ্বর

বোধ হয় ছেড়ে গেল। ঘাম হচ্ছে। তোমার সীলস্কিন কম্বলটা সরিয়ে নেও এবার। কেমন, এখন তো আর আপত্তি নেই ?"

—'নেই ? বিলক্ষণ ! তা হ'লে অভিভাবক হ'য়ে লাভ ?—না না আনা, ঠাট্টা না—ঐ কম্বল মুড়ি দিয়েই এখন ঘুমোতে হবে। আর একটী কথাও না। শুভরাত্রি।" ব'লেই দিল আলো নিভিয়ে।

দ্বিধার দোলায়

পাশে তরুণী। গাড়ী হু হু শব্দে চলেছে। স্বপন ওভারকোটটা মুড়ি দিয়ে শোয়। কিন্তু ঘুম আসে কই ?...মাঝে মাঝে আনার নিশ্বাস প্রশ্বাস ও উস্‌খুস্‌ শব্দে কত রকমের চিন্তা যে ওকে চেপে ধরে !...কত কী আশঙ্কা !...এ কী রকম অবস্থা !

কার ভার হঠাৎ ওর স্কন্ধে এসে ভর করল অতর্কিতে ? ইসাবেলার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে-না-পেতে আবার এ কী অঘটন বলো দেখি ?.... আর কোন্ দিকে কখন মোড় নেবে এ-মোহ ? ভাবে আর ভাবে।

দূর্—আশঙ্কা, অস্বস্তি মোহ আবার কী ! আনা একটু সেরে উঠলেই তাকে পারিসে ফিরিয়ে আনবে। এ'তে এত শত প্রশ্নই বা ওঠে কোথা থেকে, আর অস্বস্তি ভয় কুণ্ঠা এ-সবের তর্কই বা আসে কোথা থেকে ? সে পাশ ফিরে শুল।

কিন্তু কোথায় একটা অর্ধ-স্ফুট স্বর যেন একটা অদৃশ্য কাঁটার মত বি

তাকে বিঁধতে থাকে। না পায় তার দিশা—না পারে তাকে অপসৃত করতে। যেন এ-কাজটা…

কী কাজ?—সে রুখে ওঠে। সে করেছে কী শুনি? একটি অসহায়া বান্ধবী—নারীর প্রতি তার বন্ধুজনোচিত কর্তব্য মাত্র। এ না ক'রে তার কি উপায় ছিল? তবু একটা 'কিন্তু' জাগে—সেই অদৃশ্য কাঁটা! শুধুই কি বন্ধুজনোচিত কর্তব্য না—নিছক পরোপকার?

তার পরেই তার মনে পড়ে আজ ট্যাক্সিতে আনার সঙ্গে তার খোলাখুলি এত কথা। ইসাবেলার কথা সে-ও শুনতে চাইল কেমন সহজ দাবিতে—আর স্বপনও বলল কেমন সাগ্রহে…সর্বোপরি আজকের রাতের এ বিশ্রম্ভালাপ? ওরা পরস্পরের আরো কাছে স'রে আসেনি কি অজান্তে? না, আনার কথাবার্তা অনুযোগ কৃতজ্ঞতা—এ-সবের মধ্যে বন্ধুত্বের সরল স্বাক্ষরের বাড়া আর কিছুই পায়নি সে?

কিন্তু যদি পেয়েই থাকে—সে ফের রুখে ওঠে—যদি একটু কোমলভাব এর মধ্যে এসে থাকেই—কোমলভাব কথাটা সে বার বার উচ্চারণ করে—তা হ'লে তাতে কী এত ভাগবত অশুদ্ধ হ'য়ে গেছে শুনি? তরুণ-তরুণীর লেনদেনে সবুজ মাধুর্যটুকুকে বাদ দিলে জীবন মরুভূমি না হ'য়ে পারে? ইসাবেলার কালকের কথা মনে পড়ে যায়—"তোমরা বড় বাড়াবাড়ি করো স্বপন এ-সব ব্যাপারে একটু-আধটু ভুলচুক নিয়ে।"

কিন্তু—সন্ধ্যা? তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও কেবলই মনের মধ্যে সন্ধ্যার প্রশ্ন ওঠে। বাড়াবাড়ি হয়তো হ'ত যদি সন্ধ্যা না থাকৃত। যেখানে দু'পক্ষই স্বাধীন সেখানে বেপরোয়ামি চলে—কিন্তু যেখানে একপক্ষ বাঁধা সেখানে?

হঠাৎ ঘুমের ঘোরে আনা কি-যেন বলল। সে কান পেতে শোনে। এ কী! আনা তার নাম করছে! ঘুমের ঘোরে! হয়তো তাকেই স্বপ্ন দেখছে!!! তার বুকের রক্ত উদ্বেল হ'য়ে ওঠে!

হঠাৎ আনার একটি অনাবৃত বাহু তার কণ্ঠে এসে ঠেকে।...সে তড়িৎ-স্পৃষ্টবৎ স'রে যায়।

হঠাৎ আনার কাতরোক্তি শুনে ফের চম্‌কে ওঠে।

—"কী আনা?"—মুহূর্তে বিদ্যুৎপ্রবাহ স্নিগ্ধ শ্যামলতায় ফেটে পড়ে।...

—"আমার ফের জ্বর এল যেন মনে হচ্ছে। মাথাটা বড্ড ধরেছে।"

—"টিপে দেব?" স্বপন সেই সবুজ বাতিটার সুইচ টেপে।

—"নঁ—নঁ মনামি শের, মের্সি।" *

এমন কোমল কণ্ঠে তাকে আনা কখনো 'প্রিয়বন্ধু আমার' ব'লে সম্ভাষণ করেনি। তার কণ্ঠস্বরে যেন আর্দ্রতা, কৃতজ্ঞতা মাধুর্য—উপ্‌চে পড়ছে।

স্বপনের রক্তের মধ্যে নিবিড় হ'যে ওঠে কারুণ্য, সমবেদনা, কোমলতা। ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে উঠে ব'সে আনার বার্থের শিয়রে ব'সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। কপালটা ফের যেন একটু বেশি গরম।

—"এ কী আনা? ফের জ্বর এসেছে যে খুব? গা যে পুড়ে যাচ্ছে?"

—"ও কিছু নয়।" একটু থেমে মৃদুস্বরে আনা বলল: "বছর দুই আগে একবার আঁ্যাদোশীনে বেড়াতে গিয়ে ভীষণ ম্যালেরিয়ায় ভুগি মাস ছয়েক। তার পর থেকে জ্বর আমার যখনই হয় একটু বেশই হয়। ওতে ভাববার কিছু নেই।—তোমার হাত কী চমৎকার ঠাণ্ডা কিন্তু! শীত করছে না তো?" তার কণ্ঠস্বরে কোমলতার নির্যাস ভরা যেন!

—"না না। দেখছ না আমার গায়ে ওভারকোট!"

—"তুমি এত ভালো মনামি শের—বেচারি!"

স্বপনের মনের মধ্যে অনুকম্পার জোয়ার ওঠে ফুলে। সে তার ঘাড়

* Non—non mon ami cher, merci না না প্রিয় বন্ধু আমার, ধন্যবাদ।

মাথা টিপে দিতে দিতে বলে : "আচ্ছা গো আচ্ছা—হয়েছে। এখন ঘুমোবার চেষ্টা করবে কি একটু ?"

আনা তার একটা হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে নিজের গালে কপালে ঘাড়ে কণ্ঠে রাখতে লাগল : আঃ—। কী ঠাণ্ডা !"

* *

*

হঠাৎ চোখ মেলে আনা বলল : "হয়েছে—এবার তুমি ঘুমোও স্বপন।" স্বপন সুবিধে ক'রে মাটিতে কম্বলটা বিছিয়ে ব'সে ওর মাথা টিপে দিচ্ছিল।

—"আচ্ছা গো আচ্ছা। আমার ঘুমের ভাবনা রেখে নিজের ঘুমের চরকায় তেল দেবে কি একটু ?"

আনা ম্লান হাসে। আবছা সবুজ আলোয় ওর মুখখানি কী সুন্দরই যে দেখায় !....কণ্ঠ অনাবৃত। সুডৌল নগ্ন বাহু কম্বলের বাইরে। এক হাত স্বপনের কোলে—আর-এক হাত স্বপনের করতলে—মূর্ছিত। স্বপনের দিকেই পাশ ফিরে শুয়ে। মাঝে মাঝে এমন ক'রে তাকায় !··· স্বপনের বুকের কত কাছে ওর মাথা ! কয়েকগাছি চূর্ণালক শুভ্র গ্রীবায় ট্রেনের ঝাঁকুনিতে অল্প কাঁপে....কণ্ঠের ঠিক মাঝখানে একটি সরু সোনার হারে বাঁধা একটি লকেট।···কী মোহময় দেখায় ওর এ-নিষণ্ণা অনুতাপিতা মূর্তি ! ঠিক যেন বিশ্রব্ধতার একটি ছবি !—নির্ভরের। ছবি.. ছবি... ছবিই বটে— স্বপন ভাবে।....

আনার শ্বাস-প্রশ্বাস মন্থর দীর্ঘচ্ছন্দ হ'য়ে আসে। ঘুমিয়ে পড়েছে।··· তখনও দেহ তালে তালে ওঠে পড়ে। দেহের কত রেখা···স্বপন একদৃষ্টে দেখে চেয়ে। কিন্তু সে-দৃষ্টিতে আর গ্লানি নেই একটুও। সে তার সমগ্র চেতনা দিয়ে একটি ছবি দেখছিল।—সত্যিই ছবি।—একটি

নির্ভরশীলা অসহায়া চিত্রার্পিতা সুন্দরী তরুণী। তার বুকের মধ্যে তৃপ্তি উপ্‌ছে পড়ে একটা গর্ব…আবেশ…মাদকতা…

* *
*

আনার চিবুক অবধি কম্বলটা ভালো ক'রে সন্তর্পণে টেনে দিয়ে সে চারধার গুঁজে দিলো তোষকের নিচে। তারপর সবুজ ছোট আলোটি দিলো নিবিয়ে।

গাড়ী দুলতে দুলতে চলে। পাশে আনার নিয়মিত ছন্দে দীর্ঘনিশ্বাস ওঠে পড়ে…

গ্রাস

স্বপন নীসে আনাকে নিয়ে গেল না। নীসে এ-সময়ে এত ভিড়! সোজা গিয়ে উঠল গ্রাসে Hotel Beau Sejour-এ।

ছোট্ট হোটেলটি,—কিন্তু যেমন সুন্দর তেম্‌নি নিরালা! গ্রাসের প্রায় শেষ প্রান্তে। এখানে লোকচলাচলও বিরল হ'য়ে এসেছে একটু। সামনের সৈকত ধপধপে সাদা। সকালে ঝিকমিক ঝিকমিক করে এমন! …আনা দেখে জ্বরের তাড়সেও খুসি হ'য়ে ওঠে। স্বপন তাতে এমন এক গৌরবের হিল্লোল বোধ করে যেন এ-হোটেলের আবেষ্টনী তার নিজেরই সৃষ্টি!…

ঠিক্ সমুদ্রের সামনেই ওদের দুটি ঘর—পাশাপাশি। প্রতি ঘরের সামনে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যালকনি। আনা জ্বরের বেদনাও যেন ভুলে যায় সামনের শ্যামল আস্তরণের দৃশ্যে। স্বপনকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে: "কী সুন্দর হোটেলটি!"

পুলক-উদ্বেলচিত্তে আনাকে তার বিছানায় বেশ পরিপাটি ক'রে শুইয়ে দিয়ে ও ডাক্তার ডাকতে পাঠালো। তার শেষরাত্রের দিকে জ্বরটা একটু কমলেও—এখনো মুখচোখ বেশ রাঙা।

—"ডাক্তার না-আসা পর্যন্ত কাছে বোসো স্বপন।"

স্বপনের এত ভালো লাগে এ সহজ দাবির সুর। এ তো অনুরোধ নয়—আদেশ। আদেশও সময়ে সময়ে কী মধুর লাগে!···স্বপন তার পায়ের উপর নিজের মোটা সীলস্কিন কম্বলটা বিছিয়ে দিলো।

হঠাৎ আনা বলল: "আহা বেচারি! একটা পথের মেয়ের জন্যে—"

—"থামবে একটু? কেমন বোধ করছ?"

—"বুকের মধ্যে কি রকম যেন ক'রে উঠছে থেকে থেকে। ভারি ভারি লাগছে—ব্যথার মতন। নইলে আর সব ভালোই।"

স্বপন আরও ভয় পেয়ে গেল।

ডাক্তার সিয়েরা যখন এলেন তখন সন্ধ্যা প্রায় ছটা। আনার আধ ঘণ্টা ধরে নানা ভাবে পরীক্ষা ক'রে তার সামনে হেসে বললেন: "কিছু না—একটু ইনফ্লুয়েঞ্জা মতন। তার ওপর এতটা পথ দুর্বল শরীরে ট্রেনে আসা—ওঠা নামা"—ইত্যাদি! বাইরে এসে স্বপনকে বললেন: ওঁকে জানাবেন না—তবে আপনার জেনে রাখা দরকার যে যদিও এ-জ্বরটা বিশেষ কিছু নয়—কিন্তু হঠাৎ কোনো আঘাত বা মানসিক উৎকণ্ঠা বা প্রবল উত্তেজনায় খুবই খারাপ দিকে বেঁক নিতে পারে।"

স্বপন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল: "ফের প্লুরিসি বা নিউমোনিয়ার ভয় নেই তো?"

—"সে ভয় তত নেই। আসল ভয় ওঁর স্নায়বিক অবস্থার জন্যে। শুনলাম মেনিঞ্জাইটিস হয়েছিল। মনঃকষ্টও—না ?"

—"খুব বেশিই গেছে"—স্বপন মুখ একটু নিচু ক'রে বলে।

—"সেইটেতেই ঘা খেয়েছেন খুব জখম হ'য়ে গিয়েছে তাতে ওঁর স্নায়ুমণ্ডলী। কোনোরকম উত্তেজনা যাতে না হয়। হ'লে হঠাৎ মূর্ছা হ'তে পারে—আর হৃৎপিণ্ডও দুর্বল আছে। তাই বিশেষ ক'রে দরকার ওঁকে সাধ্যমত প্রফুল্ল রাখা—উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকে যতদূর সম্ভব বাঁচিয়ে রাখা।—কিন্তু অত ভয় পাবার কিছু নেই। রোগিণীর দেহযন্ত্রও বিকল হয়নি, রক্তেরও জোর আছে। তা ছাড়া এখানকার হাওয়াও খুব ভালো। শুধু দেখবেন খুব শান্তি—মনের শান্তি যাতে মাদাম পান। মনটাকে যতটা পারেন প্রফুল্ল রাখবেন। জ্বর—ও কিছুই না। কালই ছেড়ে যাবে।"

দায়িত্ব

আনার জ্বর সত্যিই তার পরদিন ছেড়ে গেল।

কিন্তু স্বপন তাকে বেরুতে দিল না তার বেরুতে চাওয়া সত্ত্বেও ; এমন কি বাইরে বাগানেও না। আনা হেসে বলে : "যাকে তোমাদের গুরুজাতির ভাষায় বলে চান্স অফ ইয়োর লাইফ টাইম—না স্বপন ? নাও খাটিয়ে নাও গুরুগিরি।"

আনার সঙ্গে কত আজে-বাজে গল্পই না হয়! মাঝে মাঝে সে নিজেই আশ্চর্য হ'য়ে ওঠে যে এত সহজে এত বাজে মেয়েলি গল্পের মধ্যে মশগুল হ'য়ে যেতে পারে সে।...সময়ের যেন পাখা উঠেছে। দেখতে দেখতে তিন-চার দিন কেটে যায়।

সমুদ্রের হাওয়ায় ও গল্পালাপে আনার মহা আনন্দ। একটু একটু ক'রে তারা ক্রমে মোটরে এধারে ওধারে বেরুতে আরম্ভ করে। কারণ আনা এখনও বেশিক্ষণ হাঁটতে পারে না। ডাক্তার সিয়েরাও বলেন হাঁটা বেশি ভালো নয়—কারণ ওর স্নায়ু, ফুসফুস, মাথা সবই এখনো দুর্বল—জেনারাল প্রসটেশনের পরে অনেকদিন সাবধানে থাকতে হয়।

আনার পরিচর্যা করতেও তার এত ভালো লাগে!...সে সময়ে মনে হয় আনাকে একলা পেয়ে ভালোই হয়েছে, তৃতীয় ব্যক্তির সান্নিধ্যে কুণ্ঠা বাড়ত বই কমত না। আনাকে যখন তখন বেড়াতে নিয়ে যাওয়া; প্রাতঃসৈকতে পাশাপাশি দুটি মাথা ছাতার নিচে রেখে দেহ রৌদ্রে মেলে দিয়ে বিশ্রম্ভালাপ; কোনো দ্রষ্টব্য স্থান আনার দেখার ইচ্ছে হ'তে না হ'তে বাঞ্ছাকল্পতরুর মতন পূর্ণ করা---আরও কত কী ছোটখাট রম্য ফাইফরমাস খাটা।

—কিন্তু তবু সে অস্বস্তির ভাবটা কেটেও কাটে না যেন, আসে না শান্তি বরং সময়ে সময়ে আনার কৃতজ্ঞ চাহনি, চলতে চলতে বাহুর বা করতলের মৃদু চাপ, ধন্যবাদ, নীরব আবেগ, মিষ্ট হাসি —তাকে বেশ একটু চঞ্চলই ক'রে তোলে।

কতরকম আলোচনাই বা···কতরকম আচম্‌কা অসাবধানতায় উষ্ণতা!···

একদিন হঠাৎ আলোচনাটা নরম রাখা গেল না কোনো মতেই: গরম হ'য়ে উঠল:

আনা জিজ্ঞাসা করল: "বলেছিলাম না—চমৎকার বই—টলস্টয়ের War and Peace? না পড়লে খেদ থেকে যেত না? বলো তো? নাতাশার ছবিটা? কী অপূর্ব? না?"

স্বপন বইটার খুব উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করে বটে কিন্তু শেষে বলে:

নাতাশার ছবিও চমৎকার বটে, তবে ঐ প্রিন্স আঁদ্রেকে অত ভালোবাসতে না বাসতে—তাঁর বাগ্‌দত্তা হওয়া সত্ত্বেও থিয়েটারে লম্পট আনাতোলকে দেখতে না দেখতে নাতাশার মনে হওয়া যে ও দুজনকেই ভালোবাসে—"

আনার মুখে ওর অভ্যস্ত বিদ্রূপের হাসি ফোটে : "হয় না?"

স্বপন কুণ্ঠিত সুরে বলে: "হবে না কেন? তবে—এত অল্প সময়ের মোহে—"

—"মোহ যে প্রকৃতিতে বিদ্যুতের মতনই—একথাও কি আনার মতন ক'রে জানো নি বন্ধু! তার ঝিলিক যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কি অন্য স্থায়ী আলো চোখে পড়ে?"

—"পড়ে কি না জানিনে। তবে মোহের দীপ্তি বিদ্যুৎপ্রভ হ'লেও—অর্থাৎ নাতাশার অত অল্প সময়ে—চার পাঁচবার মাত্র আনাতোলের সঙ্গে দেখা হ'তে না হ'তে তার পরম প্রেমাস্পদ প্রিন্স আঁদ্রেকে বরখাস্ত ক'রে দেওয়াটা,—বিশেষ যখন ঐ প্রিন্সকেই সে ভালোবেসেছিল গভীরভাবে এটাই দেখানো হচ্ছে—তখন 'এ-ধরণের অঘটন ঘটানো নভেল হিসেবে হয়তো উৎরেছে, কিন্তু—"

—"জীবনের বিচারে নামঞ্জুর, এই তো?" আনার ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যঙ্গ হাসি ফুটে : "মনামি, ইসাবেলার সঙ্গে তোমার নৌকোর ঘটনাটা কি ছিল নভেলিয়ানা না বাস্তবিয়ানা?—না, ক্ষমা কোরো স্বপন—" আনার মুখে পরিতাপের চিহ্ন প্রকট হ'য়ে ওঠে। "আমার মুখ বরাবরই এমনি আলগা জানোই তো।—আমি ইসাবেলার দৃষ্টান্ত দিয়ে শুধু বলতে চেয়েছিলাম—মেয়েদের জীবনে অনেক কিছু ঘটে যা আমরা—মেয়েরা—নিত্য লুকোই—ঠাট বজায় রাখতে। তাই নাতাশার মতন ভালো মেয়েকে নিছক ভালো ভাবতে পারলে হ'য়ে উঠি দারুণ খুসি, ভুলতে চাই যে দারুণ

সাধ্বী মেয়ের মধ্যেও এমন সব মূর্তি প্রচ্ছন্ন থাকেন যাঁরা নিজমূর্তিতে প্রকাশ হ'লে সতী সাধ্বীর ঝাঁক যান যে কোথায় ভেসে—বুঝলে গো আদর্শবাদী !" —আনা কটাক্ষ ক'রেই হাসে মৃদু মৃদু।

স্বপন কুণ্ঠা দমন ক'রে জোর ক'রেই হেসে বলে: "অত বাঁকা না হাসলেও চলবে আনা। জীবনে আদর্শবাদ মেনে অপরাধী হ'লেও আমি নিশ্চয়ই এতটা নির্বোধ বা ভণ্ড নই যে সাধুর মধ্যে লম্পট থাকতে পারে না এমন কথা প্রচার করব। তাই সতীর মধ্যে অসতীর স্থান আছে একথা মানতেও আমি নারাজ নই।"

আনা বাধা দিয়ে ব'লে: "কিন্তু সম্ভব অসম্ভবেরই কি কোনো বিশ্বজনীন মাপকাটি আছে? ধরো না কেন নাতাশার মধ্যে স্বতোবিরোধ আত্মবিরোধ এতই সম্ভব মনে হয় আমাদের, এত মুগ্ধ হই আমরা তার চরিত্র-চিত্রণ উপভোগ করতে করতে যে টলস্টয়কে বলতে ইচ্ছে হয়: তোমায় নমস্কার হে ঋষিদ্রষ্টা!—রোসো রোসো, আমার কথা শেষ হয়নি: নাতাশার মধ্যে মোহ ও প্রেমের যে-দ্বন্দ্ব টলস্টয় ফুটিয়েছেন তার মধ্যে কোন্‌টা তোমার অসম্ভব ঠেকল বলো দেখি? প্রিন্স আঁদ্রের মহত্বে চরিত্র-মাধুর্যে আদর্শবাদে নাতাশার মধ্যে সাধ্বী নাতাশা মহৎ নাতাশা সর্বত্যাগিনী নাতাশা জেগেছিল, বটে তো? বেশ। তার পরই অনাতোলকে দেখে জাগল তার মধ্যেকার অসতী নাতাশা উচ্ছ্বাসিনী নাতাশা বিদ্যুৎচঞ্চলা কিন্তু ক্ষণস্থায়িনী নাতাশা। টলস্টয় ছিলেন ঋষি তাই দুজনকেই করলেন স্বীকার। সমাজের ভয়ে কি সাধুতার প্ররোচনায় সতীর খাতিরে অসতীর গলা টিপে ধরতে পারতেন না। রাগ কোরো না স্বপন, কিন্তু এ আমি জোর ক'রেই বলতে পারি তোমার মধ্যে সমাজের ভয় না থাকলে এমন নিপুণ ছবি-আঁকাতে তুমি মর্মাহত হ'তে না—বা লেবেল দিতে না—'অসম্ভব'।"

সন্ধ্যার নবমূর্তি

এরকম কত আলোচনায়ই যে ও ঘা খায়…কিন্তু সব চেয়ে ঘা খায় যখন আনা ওকে আঘাত করে সতী-অসতী সম্বন্ধে নানান্ তর্কে সতীর সতীত্বকে সংস্কার ব'লে উড়িয়ে দিতে চেয়ে।

সেদিন সন্ধ্যায় ওর মন খারাপ হ'য়ে গেল এই কথা ভাবতে ভাবতে। মনে পড়ে কেবল সন্ধ্যার কথা।

বাইরের ব্যালকনিতে স্বপন আরামকেদারা টেনে বসে। একটু শীত শীত করে—তবু আকাশের পানে চেয়ে থাকে—ড্রেসিং গাউনটা জড়িয়ে। সেখানে ছেঁড়া মেঘ জড়ো হয়েছে কত যে।…ভাবে যদি সে থাকত তবে আনা বুঝতই সতীত্বের মহিমা।

* *

স্বপনের মনের কোণে গুন্‌গুনিয়ে ওঠে: "মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ"। কালিদাস সময়ে সময়ে এমন বিষাদই টেনে আনেন মেঘের সহযোগিতায়!

হঠাৎ স্বপন কলম ধরে:

"সন্ধ্যারাণী আমার!

তোমাকে দশ-বার দিন আগে যে-চিঠি লিখেছি এ মেলের আগেই পেয়ে থাকবে। তার পর? আচ্ছা শোনো।"

লিখে আনার অসুখের ও এখানকার জীবনের একটা মোটামুটি বিবৃতি দিয়ে লিখল:

"আমার ওপর ডাক্তারের আদেশ শুনবে? আনাকে প্রফুল্ল রাখা কিন্তু তার দরুণ আমার প্রাণশক্তি কতখানি নিয়োগ করতে হচ্ছে হঠাৎ আজ সকালে অনুভব করলাম। কাল শেষ রাতে স্বপ্ন দেখেছি যেন তুমি এই নিয়ে আমাকে ভারি খোঁটা দিচ্ছ...তারপর থেকেই মনটা কি জানি কেন..."

হঠাৎ ঘরের দোরে আঘাত। স্বপন চম্‌কে উঠে বলে: "কে?" চিঠিটা লুকোয় সঙ্গে সঙ্গে।

—"আমি মসিয়ে—একটা চিঠি।"...

* ●

স্বপন চিঠি অসমাপ্ত রেখে পড়া সুরু করে:

"ওগো স্বপ্নরাজ,

গত মেলে তোমাকে খুব এক চোট ঠেশ দিয়ে চিঠি লিখে অনুতাপ হয়েছিল। মাঝের মেলে তার প্রায়শ্চিত্ত করব ইচ্ছে ছিল—কিন্তু বাবার হঠাৎ সন্ন্যাস রোগের মতন হওয়ায় পিত্রালয়ে যেতে হয়েছিল—সেখানে সত্যিই নিশ্বাস ফেলবারও অবকাশ ছিল না, বিশ্বাস কোরো।

"কিন্তু তাতে ভালোই হ'ল একদিক দিয়ে। মাঝের মেলে তোমার নীস-পালানোর খবর পেলাম। এ-মেলে নবতনার। যাক্ এতদিনের সখী-দুর্ভিক্ষের ক্ষতিপূরণ মিলছে এবার—ধারাসারে। ফসল যখন ফলে এম্‌নিই ফলে, না? শুধু তুষ্ট সরস্বতীই নন,—লক্ষ্মীর চেলাচামুণ্ডারাও তো আসেন দল বেঁধে। জীবন-দেবতার বুভুক্ষা জাগানোর ভঙ্গিটিও যেন বরদানের ভঙ্গির মতনই রহস্যময়, না? ইন্দ্রদেব মাটিকে যখন রৌদ্রে পুড়িয়ে খাক্ ক'রে দিতে থাকেন তখন সাধ্য কি কেউ সন্দেহ করে সাম্‌নে 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতে' সুধাসমুদ্র ভেঙে পড়বার অপেক্ষায়

আছে। দিশা দিয়েও দিশারি লুকিয়ে থাকেন যে কোথায়!...বিশেষ যখন দিশা চায় প্রেমিকা।

"সত্যি না? দর্শনে বঞ্চিত রাখতে না পারলে পুরুষের পৌরুষ থাকে কোথায়? বেণু রাধার হাতে বাজেনি—বেজেছিল কৃষ্ণেরই হাতে। বংশীবট থেকে সুরের দিশাটুকু মাত্র পাঠিয়েই শ্যামসুন্দরের দায়মুক্তি। বেদনা-পাথার লঙ্ঘন ক'রে সাড়া দেয়ার ভার রাধার। কাঁটাবন বিছাবার ভার বঁধুর—কাঁটাপথ তুচ্ছ ক'রে ছোটার ভার নারীর।

"কয়েকটা মৃদুগুঞ্জন কাল কথা হ'য়ে দিল ধরা।

যদি বাজে বাঁশরী,—
কেন দিশা ফুটে না?
যদি রহিবে সুদূরে—কেন আশা টুটে না?
যদি ঢালিলে প্রাণে
সাঁঝে স্বপন-তানে
তব আফোটা স্মরণখানি গন্ধে গানে,—
তবে কেন না স্মরি'
থাকো দূরে পাসরি'?
আছে পথ—তবু পাথেয় গো কেন জুটে না?

ইতি—

তোমার ধূসরায়মানা
সন্ধ্যারাণী"

বিমনা

সন্ধ্যার এ কী মূর্তি? ওর গত চিঠির সঙ্গে এর তুলনা করলে কী চোখে ঠেকে সব-আগে? ওর গত এ-সংযতবাক্‌ রূপ এর-আগে তো সে কখনো দেখেনি? ওর চিঠির সঙ্গে এ চিঠির মিল কতটুকু? অথচ কোথাও এতটুকু অনুযোগ নেই, উপরোধ নেই, শঙ্কার নামগন্ধও না।

হেলানো কেদারায় ব'সে স্বপন তখনো সমুদ্রের দিকে চেয়ে। খণ্ড খণ্ড মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। সূর্যের দেখা এখনো মেলেনি। তবে ঈষৎ উর্ধ্বে একটা দীপ্যমান চক্রাকৃতি অর্ধমণ্ডল—তার যেন ঠিক কেন্দ্রে মেঘের চাঁদোয়ার একটা দুর্বল রন্ধ্র দিয়ে এক ঝলক রূপালি আভা! ঠিক যেন ওর মনের ছবি: আলো থেকেও নেই! ভাবতে ভাবতে মন ওর কালো হ'য়ে ওঠে। অকপটে সব-কিছু বলতে-পারাই এযাবৎ ছিল যে তার সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব—তার চরিত্রের। আর সেইটেই কিনা সে খোয়াতে বসেছে?—না। সোজা মিথ্যাও যে ভালো এর চেয়ে। নয়? —নিশ্চয় ভালো। সজাগ ভাবে মিথ্যা বলা—মিথ্যার দায়িত্ব নিয়ে। তাতে চরিত্রের মধ্যে গতির স্রোত অন্ততঃ বজায় থাকে। সত্যের স্রোত যায় একদিকে—মিথ্যার অন্য দিকে। কিন্তু দুটোর মধ্যেই একটা স্রোত আছে। তাই মিথ্যার মোড় কখনো কখনো মুহূর্তে বিপ্লবের মতন সত্যের দিকে ফেরানো যায়। কিন্তু অর্ধসত্য যে নিস্রোত—পঙ্গু। ওকে গতি দেয় সাধ্য কার? ধিক্‌! এ আত্মপ্রতারণা আর না। সন্ধ্যাকে আর সে চিঠিই দেবে না। তার বাবাকে যা লিখবে তা-থেকেই ও যা

খবর পায় পাবে। মন স্থির ক'রে অনৈশ্চিত্যের দোলার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে একটু খালি খালি লাগে বটে, মনটা কিন্তু একটু সুস্থ হ'য়ে ওঠে তবু!...

* *
*

হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি সুরু হয়। সমুদ্রের বক্ষ পাটল হ'য়ে ওঠে। সে রশ্মি-পিরামিড কখন ডুবে গেছে। কেবল একটা চাপা আলোর সভা ম্লান মুখে পরামর্শ করছে মেঘচমুর তলায়—কী ক'রে তাদের হৃতরাজ্য ফিরে পায় ঐ নির্জিত আকাশে।

তার মনটা আরও ম্লান হ'য়ে আসে। আলোবঞ্চিত জগৎ কী ম্লান! আর সন্ধ্যাকে সে তার চিঠি থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখবে? কিছুই লিখবে না? দুর্। হয় কখনো—কিন্তু লেখেই বা কোন্ মুখে? কত গোপন করবে তার কাছে? তার চেয়ে নিষ্ঠুরের মতন চুপ ক'রে যাওয়াই কি শ্রেয় নয়?

না, আজকের চিঠিটা অন্ততঃ শেষ করবে সে। রফা হ'ল। এর পর আর না। আনার সম্বন্ধে দু-চারটে খবর দিল। কয়েকটা সত্য খবরও দিয়ে ফেলল। লেখার ঝোঁকে কুণ্ঠা কেটে যায় বৈ কি খানিকটা। আনাকে তার ভালো লাগছে—দুজনের মধ্যে আড়ষ্টভাবের একটা পাতলা পরদা—আনার সন্ধ্যা-সম্বন্ধে তীব্র ঔৎসুক্য—তাকে এয়ারোপ্লেনে উড়ে আসতে লেখার জন্য পীড়াপীড়ি—অসম্বদ্ধভাবে লিখে গেল প্রায় পাঁচ পাতা। পরে লিখ্‌ল নতুন পাতায়:

"তোমার দিশা ও দিশারির গবেষণা ভালো লাগল—কিন্তু এত শঙ্কা কেন?—

"ভয় নেই গো ভয় নেই। বাঁশি বাজিয়ে আড়ালে যে-থাকে—"

দূর্ একটুও ভালো লাগে না !—এপাতাটা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে আরও কয়েকটা লৌকিক ধরণের বাজে কথা লিখে তৎক্ষণাৎ ডাকে পাঠিয়ে দেয় চিঠিটা।

মরিসের পত্র

সন্ধ্যার চিঠিটা নিয়ে স্বপন আনার শোবার ঘরের দোরে টোকা মারে। তখন বেলা ন'টা : সূর্যদেব মেঘলা ঘোমটার মধ্যে দিয়ে সবে একটু উঁকি দিচ্ছেন। আনা একটা নীল কিমোনো প'রে বিছানায় শুয়ে একটা চিঠি পড়ছিল।

স্বপন উদ্বিগ্নমুখে বলে: "কী—এখনো বিছানায়? শরীর ফের খারাপ মনে হচ্ছে না কি?"

আনা জোর ক'রে হাসবার চেষ্টা ক'রে বলে: "ও কিছু না। একটু মাথা ধরেছে মাত্র। বিছানা থেকে উঠিনি—কি রকম কুড়েমি লাগছিল বলে।"

—"কেন ঢাকছ আনা? ও কার চিঠি? মসিয়ে বেনারের?"

—"না।"

—"তবে?"

আনা হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে "মরিসের।" ব'লেই চিঠিটা তার হাতে ছুঁড়ে দিয়ে উপুড় হ'য়ে বালিশে মুখ লুকোয়।

স্বপন ভয় পেয়ে বলে: "ও কি আনা? মনে নেই ডাক্তারের কথা—"

আনা মুখ না তুলেই বলে: "ভয় নেই। আমি মূর্ছা যাব না। তুমি পড় না আগে চিঠিটা।"

স্বপন পড়ে :

"'প্রিয় আনা,

ফিরে এসো। মিনতি করছি। নীরার সঙ্গ আমি একেবারে পরিত্যাগ করেছি, ডাইভোর্সের কেসও তুলে নিতে রাজি—যদি তুমি শুধু ফিরে এসো। ভার্সেই-এ আমি অন্যায় আচরণ করেছিলাম। কিন্তু তুমি তো জান আমি কি-রকম বদরাগী? তবু আমার সে-রাগের পরেও মঁসিয়ে বেনারের ওখানে তো কত অনুতপ্ত হ'য়েই তোমাকে সাধতে গিয়েছিলাম! কিন্তু পাষাণী তুমি: আমার কাতর মিনতিকে প্রত্যাখ্যান করলে। আমি উষ্ণ কথায় উত্তপ্ত হ'য়ে সাড়া দেই—জানোই তো।

"কিন্তু এ-সব আত্মসমর্থনের পালা থাক এখন। আমার কেবল একটা অনুযোগ আছে। এ পথ তুমি কী বলে বেছে নিলে আনা? তোমার অতবড় অসুখটার পরেও কি আমাকে একবার জানাতে নেই?—কোথাকার কে একটা ভারতীয় বন্ধুকে নিয়ে গেলে বায়ু-পরিবর্তন করতে?"

স্বপনের ওষ্ঠ-উপান্তে একটা জ্বালামিশ্রিত হাসি ফুটে ওঠে : ধিক, লজ্জা করে না? এখনো—এ কাকুতি-মিনতি—অধিকারের দাবি খাটানো? —যেখানে ভালবাসাই নেই?

"তোমাকে তিরস্কার করছি ভেবে খোসো না যেন। কিন্তু বলো তো, এ কি তোমার যোগ্য কাজ হয়েছে?

"হয়তো বলবে আমার ঈর্ষা। কিন্তু ঈর্ষা কি ভালোবাসারই উলটো পিঠ নয়?—কিন্তু যাক্ এ-সব প্রসঙ্গও। আমার এ-চিঠির উদ্দেশ্য ঈর্ষা জানানো নয়—মিনতি জানানো। তুমি ফিরে এসো। অতীতের কথা আমি মন থেকে মুছে ফেলে দেব,.কথা দিচ্ছি। কেবল তুমি তোমার ঐ বিদেশী বন্ধুটিকে বরখাস্ত করো। আমাকে 'তার' করলেই আমি তোমাকে নিয়ে সিসিলি যাব। এট্না পাহাড় দেখবার তো তোমার কতদিন

থেকেই আগ্রহ ছিল। তার পরে ত্যুনিস হ'য়ে কায়রো। পিরামিড তো তুমি স্বপ্নে দেখতে—বলতে না বরাবর? কায়রোতে আমার এক বেলজিয়ান বন্ধু আছেন তিনি আমাদের দুজনকেই পরশু নিমন্ত্রণ ক'রে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছেন। তিনি খবর পাননি—আজ কোথায় তুমি আর কোথায় আমি।

"হ্যাঁ, তাঁর কথা বলতে মনে হ'ল, তিনি এ-পত্রে লিখেছেন ভারতীয়দের সম্বন্ধে নানা কথা। ইনি কুড়ি বছর ভারতবর্ষে ছিলেন। লিখেছেন, ওরা অতি ইতর জাত—এমন কি মেয়েদের সঙ্গে মিশতেও জানে না। লিখেছেন, শুধু ভারতীয় না—ওরিয়েণ্টালরা ভিতরে ভিতরে এখনও আধা-সভ্য মাত্র। মেয়েদের তৈজসপত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে শিখবে কোত্থেকে? হবে কেমন ক'রে বলো? মেয়েদের সঙ্গে কি ওরা কোনোদিন মিশেছে যে মেয়েদের মর্যাদা দিতে জানবে? বন্ধুবর বেশ লিখেছেন যে, কোথায় তিনি শুনেছিলেন: La conscience est un juge intègre qui ne tourmente que les bons et qui laisse courrir les mauvais." * তিনি লিখেছেন এ ব্যঙ্গোক্তিটির মধ্যে 'সুশীলে'র স্থলে 'পাশ্চাত্য' ও 'দুঃশীলে'র স্থলে 'প্রাচ্য' বসালে এটি হ'য়ে দাঁড়ায় শুধু ব্যঙ্গোক্তি নয়—একটি গভীর সত্য আপ্তবাক্য।"

স্বপন টের পেল তার দুই রগ ও কণ্ঠমূল ব'য়ে এক ঝলক তপ্ত রক্ত মাথায় উঠছে। তার রাগ খুব বেশী হ'লে সে এটা খুব স্পষ্ট বুঝতে পারত। যা হোক্ আত্মসংবরণ ক'রে প'ড়ে চলে:

"ভেবোনা আনা, এ কথা বলছি আমি ঈর্ষা-পরবশ হ'য়ে। এ-কথা যে সত্য তা যে-কোনো ওরিয়েণ্টালিষ্ট বা ইংরাজকে জিজ্ঞাসা করলেই জানবে

* বিবেক?—সে ভাই মহান্যায়বান বিচারক, যার এই রীতি—
সুশীলকে চেপে ধরে আপ্রাণ—দুঃশীলে দিয়ে নিষ্কৃতি।

পারবে। ওদের বড় বড় দার্শনিক কথার ফাঁদে ভুলেও পা দিও না। জেনো ওরিয়েণ্টালের কাছে সততা আর সাপের দাঁতে মধু আশা করা—সমান। যে-মুহূর্তে নারীকে নিয়ে এতটুকু অসুবিধেয় পড়তে হয় সে-মুহূর্তে ওরা তাকে পথের ধূলোয় লুটিয়ে হয় গা-ঢাকা! তাই বলছি ওদের বাইরের চটকে বা শীলতায় ভুলো না। আশা করি এ-কথাগুলো ঠিক ভাবেই নেবে। আর আমাকে পত্রপাঠ তার ক'রে দেবে—আমি নীস থেকে তোমায় নিয়ে সটাং কায়রো পাড়ি দেব। লক্ষ্মীটি—আর অমত কোরো না। এ-রকম উড়ো-উড়ো জীবন ছাড়ে। দেখছ তো—তোমাকে দেখবার কেউ নেই? নইলে শরীর সারবার জন্যে একজন ওরিয়েণ্টালের দ্বারস্থ হ'তে হয়? এ-অসম্মানও কি তোমার গায়ে বাজে না? ইতি—

তোমার

অনুতপ্ত মরিস"

স্বপনের চোখ কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। মাথার মধ্যে কেমন ক'রে উঠ্ল—রাগে। একবার ডিব্রুগড়ে একটি চা-বাগানে একজন সাহেবকে একটি কুলি-রমণীকে মারতে দেখে সে এইরকম রেগে উঠেছিল। তার মনে হ'ল যদি মরিস সামনে থাকত তবে সেই সাহেবটার মতনই বেদম মার খেত তার হাতে। সে ঘুসি খেলা জানত—কল্পনা করতে লাগল কী ভাবে মরিসকে আক্রমণ করত—ও কী নিষ্করুণ হ'য়েই না জখম করত তার নাক মুখ চোখ। উঃ! অপূর্ব সে দৃশ্য!! মরিস আর্তনাদ করছে, মুখে ফেনা উঠছে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, দুটো সামনের দাঁত ভেঙে গেছে!!!—

হঠাৎ কেমন একটু হাসিও পায় আনাতোল ফ্রাঁসের একটা কথা মনে প'ড়ে: যে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা খুনে লুকিয়ে আছে—

নইলে খুন-জখমের খবরে মানুষ সর্বদেশেই এত উল্লসিত হ'য়ে উঠত না। চম্‌কে ওঠে আনার কণ্ঠস্বরে—এ-সব রক্তবিহ্বল জল্পনা-কল্পনার মাঝে।

—"কী স্বপন? ঠোঁট কাঁপছে যে?—খুব রাগ?—না?" আনা হাসে।

—"না—ঠিক্—অর্থাৎ—" লজ্জাও হয় কেমন। অন্য দিকে চেয়ে থাকে। আনা বাধা দিয়ে বলে: "আমি কী 'তার' ক'রে দিয়েছি জানো?"

—"কী?" ওর কান, মাথা, মুখের সব রক্ত মুহূর্তে যেন পায়ে নেমে গেছে!

—"অপরিচিত নিস্বার্থ ভদ্রলোককে যে-লোক গায়ে প'ড়ে এমন জঘন্য গালাগালি করতে পারে তার কাছে ফিরে যাওয়া তো দূরের কথা, তার সঙ্গে দেখা করাও আমার পক্ষে অসম্ভব, এমন কি চিঠি লেখাও।"

স্বপনের বুকের রক্ত দ্রুত বয়। সে আনার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে গভীর চাপ দিয়ে বলে: "ধন্যবাদ আনা।"

আনা হঠাৎ এক হাতে তার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে বলে: "এতে ধন্যবাদের কী আছে বলো? তোমার কাছে ঋণ আমার যে কতখানি তা কি তুমিই জানো?"

স্বপন আনার কটিবেষ্টন ক'রে তাকে কাছে টেনে এনে ঈষৎ গাঢ়স্বরে বলে: "আনা—"

এমন সময় ঘরের দোরে আঘাত হয়। আমার মেডের হাতে একটা চিঠি।

বেনারের প্রস্তাব

এত বিরক্ত লাগে! ঠিক এই সময়েই কি চিঠি আসতে হয়!... একটু ভদ্র হেসে স'রে বসে। আনা বলে: "ও কি?—শোনো। মসিয়ে বেনারের চিঠি যে।" ব'লে তার একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রে তার কাছ ঘেঁষে ব'সে মৃদুস্বরে পড়ে:

"প্রিয় আনা,

পরশু মরিস এসে তোমার ঠিকানা নিয়ে যায়। প্রথমে তো আমার ওপরে তম্বিই সুরু করে যে আমি এক অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশীর চার্জে তোমায় নীসে শরীর সারতে পাঠিয়েছি। কিন্তু আমি তার উদ্দেশে দু-একটি চোখা-চোখা অন্তর-টিপুনির লক্ষ্যভেদী বাণ ছাড়তেই সে থেমে গিয়ে অন্য সুর ধরে। বলে: আমি যেন তোমাকে বুঝিয়ে তার কাছে ফিরে যেতে বলি, সে তোমাকে ভালবাসে, ডাইভোর্স কেস—যেটা আগামী সপ্তাহে কোর্টে উঠবার কথা—উঠিয়ে নিতে চায়, তোমাকে নিয়ে কে ওর বেল্‌জিয়ান বন্ধুর কাছে কায়রোতে বেড়াতে নিয়ে যেতে চায় ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর সিসিলিতে—সেখানকার জল-হাওয়া তোমার শরীরের পক্ষে সব চেয়ে ভাল হবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। সে-সব কথা তোমাকে সে নিজেই লিখে থাকবে।

"আমার এ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বক্তব্য নেই। এ-বিষয়ে তোমার যা ভালো মনে হয় তাই করবে—বটেই তো। কেবল একটা কথা আমার মনে হয় যে, মরিস যে তোমায় এখনো ভালোবাসে বলছে সে কথাটা হয়তো সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। দাম্পত্যস্রোতে এমন জোয়ার-ভাঁটা তো প্রায় একটা প্রাত্যহিক ব্যাপার, জানোই! অন্ততঃ নীরাকে যে সে ভালবাসে না

এ নিশ্চয়। এমন কি নীরা যে এখন কোথায় তাও সে জানে না। ফ্রান্সে হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু পারিসে নেই। এরূপ ক্ষেত্রে যদি তুমি মরিসের কাছে ফিরতে চাও তো তোমার হয়তো খুব অন্যায় হবে না।

"তবে একটা কথা। যদি মরিসের কাছে না-ফেরাই স্থির করো তা হ'লে হয়তো তোমাদের ঠিকানা বদলানোই ভাল। কারণ সেনের ওপরে তার বিষম আক্রোশ মনে হ'ল। আমি বলি কি, তোমরা গ্রাস ছেড়ে অন্য কোথাও যাও না কেন? স্পেনের সান সেবাষ্টিয়ান কি ইতালির গার্দা হ্রদে এখন সময় খুব ভালো। যদি যাও তা হ'লে পত্রপাঠ আমাকে 'তার' কোরো—আমি কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব। **J'embrasse ta main ma petite.** * ইতি—

পিয়ের বেনার

পুঃ। সেনকে বোলো না এ-কথা—কিন্তু তার জন্যে আমি একটু ভাবিতই হ'য়ে পড়েছি। কি জানি—ঈর্ষাবশে মরিস কী ক'রে বসে? এ-সব ক্ষেত্রে বলা তো যায় না। তাই তোমাদের একটু সাবধান হ'তে বলছি। একটু গা-ঢাকা দেওয়ায় কাপুরুষতার প্রশ্নই আসে না অবশ্য। তা ছাড়া তোমার শান্তির পক্ষেও সেটা ভালো।"

* আমার চুম্বন নাও তোমার হাতের উপর, ছোট্টটি।

নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে

চিঠির শেষের দিকটা পড়তে পড়তে আনার মুখে উদ্বেগের ছায়া এল ঘনিয়ে, কিন্তু সে জোর ক'রে হেসে বলল : "ও যাঃ। তোমাকে দেখানো হ'য়ে গেল যে!"

স্বপন হেসে বলল : "ভালোই তো হ'ল।"

আনা জোর ক'রে কণ্ঠস্বরের মধ্যে সহজসুর টেনে এনে বলল : "কিন্তু শোনো স্বপন। একটা কথা ক'দিন থেকে বলব বলব ভাবছিলাম : এ-চিঠির পরে বলা হয়তো সহজও হবে।"

স্বপন প্রশ্নোৎসুক নেত্রে তার দিকে তাকালো—কোনো কথা বলল না।

আনা মুখ নিচু ক'রে মৃদুস্বরে বলল : "আমি বলি কি—তুমি পারিসে ফিরে যাও। আমি তো এখন বেশ ভালোই হ'য়ে উঠেছি। সব দিক দিয়েই সেটা ভালো।" তার কণ্ঠস্বর খুব সহজ শোনালেও স্বপনের কানে এড়ালো না তার ভিতরকার চাপা স্পন্দন!...খানিকক্ষণ দুজনের কেউই কথা বলল না।

আনাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল : "কী বলো মনামি?"

স্বপন শুষ্কস্বরে বলল : "যদি তোমার দিক দিয়ে ভালো হয় আনা, তবে সে অন্য কথা—কিন্তু যদি মরিসের ভয়ে আমাকে পারিসে ফেরত পাঠাতে চাও তাহ'লে আমি এক পা-ও নড়ব না।" ওর বুকের মধ্যে কোথায় যেন বেদনার রসাল মূল ওঠে মোচড় দিয়ে...একটা দুর্জয় অভিমানও...সঙ্গে আহত আত্মসম্মান!...

আনা বুঝল কোথায় ঘা লেগেছে। কিন্তু কথাটাকে সেদিকে বেঁক নিতে না দিয়ে শুধু হেসে বলল :

"আচ্ছা, কথাটাকে ও-ভাবেই বা নিলে কেন? চাং-ও তো কাপুরুষ ছিল না। বাস্তব বিপদকে যদি এড়িয়ে চলতে পারা যায় তবে সেটা না করাই যে দাঁড়ায় গোঁয়ারতুমি। তা ছাড়া আমার পক্ষে তোমাদের যুদ্ধের দৃশ্য তো ভালো না হ'তেও পারে। ধরো যদি মরিস এসেই পড়ে দু-একদিনের মধ্যে? আমার স্নায়ুমণ্ডলী তো এখনো দুর্বল। তুমিই তো বলো ও-কথা অষ্টপ্রহর।"

স্বপন মুখ নিচু ক'রে বলল : "যদি তোমার স্বাস্থ্যের জন্যে হয় তবে রাজি আছি। কোথায় যাবে বলো? গার্দা—না সিসিলি?"

—"কোথাও না।"

—"সে কি?" স্বপন আশ্চর্য হ'য়ে ওর দিকে তাকালো।

—"আমি এখানেই থাকব স্বপন। কিছু মনে কোরো না—আমি বলি কি, তুমি যাও পারিসে ফিরে। কেন মিথ্যে বোঝা ব'য়ে বেড়াবে? আর বেড়ালেই বা—" আনার স্বর গাঢ় হ'য়ে এলো কিন্তু সে আত্মসংবরণ ক'রে বলল : "আমি কেমন ক'রে তোমাকে বিপন্ন করতে রাজি হই বলো দেখি?" ব'লে ওর হাত ছেড়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসল।

স্বপন তার চিবুক ধ'রে জোর ক'রে তার রক্তিম মুখ ফিরিয়ে নিজের দিকে ধরল : "ওরিয়েণ্টালের বিবেক আছে কি না পরখই করো না আনা।"

আনার চোখ চিক্ চিক্ ক'রে উঠল, আহত সুরে বলল : "ছি, ও-কথা ঠাট্টা ক'রেও বলতে নেই স্বপন।"

স্বপন ঈষৎ অপ্রতিভ হ'য়ে সুর বদলে বলল : "আমায় মাপ কোরো আনা।—কিন্তু না, শোনো ও-সব পাগলামি রেখে একটু

গম্ভীরভাবে কথা কওয়া যাক। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তোমার ভাবনা এখন থেকে আমি ভাবব—কিন্তু আমার ভাবনা তুমি ভাবতে পাবে না।"

আনা তার করতলের 'পরে স্নেহসিক্ত চাপ দিয়ে বলল: "কিন্তু তা হ'লে আমারও একটা পাল্‌টা শর্ত আছে।"

—যথা?"

—"মিথ্যে সাহসিকতার বড়াই তোমাকে ছাড়তে হবে। চলো এখনি অন্যত্র—যেখানে মরিস আমাদের সন্ধান পাবে না। সত্যিকার বিপদ না থাকলে মসিয়ে বেনার বলতেন না।"

স্বপন চুপ করে ভাবে।

আনা প্রফুল্ল স্বরে বলে: "আমি বলি কি, চলো পাশেরই ম-পেলিয়ে কিম্বা বোলিয়োতে কোনো ছোট্ট হোটেলে।"

স্বপনের মন একটু খুঁৎ খুঁৎ করে, কিন্তু মুখে ইচ্ছুক ভাব দেখিয়ে বলে: "তথাস্তু। কালই তা'হলে?—ম-পেলিয়েতে একটা ভালো হোটেলও জানি।"

—"তা হ'লে এখুনি বেরোও ট্যাক্সি ক'রে; দুটি ঘর ঠিক করে এসো। আজই সন্ধ্যায় রওনা দেব।"

অনিবার্য

মানুষের জীবনে এমন যোগাযোগ কত সময়েই না ঘটে যখন সে তার ঈপ্সিত কর্মের দায়িত্ব বাইরের ঘটনা-চক্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পরম আরামের নিশ্বাস ফেলে। স্বপন এযাত্রা যে-আরাম পেল সে এই জাতের। এর পর কি আর আনাকে একলা ফেলে যাওয়া যায় কখনো?

—একে আনার এই অসুস্থ দেহ তার উপর ঐ পাষণ্ড মরিসটার—'স্কাউণ্ড্রেল' কথাটা তার রসনাগ্রে এমন তৃপ্তির স্বাদে প্রায়ই উপচে ওঠে! —ওরিয়েণ্টালরা মেয়েদের সঙ্গে মিশতে জানে না!—Deep-dyed villain কোথাকার! সে দেখিয়ে দেবে এবার—ওরিয়েণ্টালরা কী বস্তু!

কিন্তু সন্ধ্যা? ভাবতেই বুকের মধ্যে কোথায় খচ্ ক'রে ওঠে। তাকে কী বলবে ও? মরিসের হৃদয়হীনতা যে অমেয় তা মেপে দেখাবে কেমন করে? বোঝাবে কেমন ক'রে যে এ-ক্ষেত্রে আনার ভার নেওয়া ছাড়া তার গতিই ছিল না? হায় রে প্রণয়ী-প্রণয়িনী!

ভেবে-চিন্তে সে সন্ধ্যাকে একটা চিঠি লিখে দিল মপেলিয়ের ঠিকানা দিয়ে ও মরিসের ভয়-দেখানোর বিশেষ ক'রে উল্লেখ ক'রে। আরও অনেক কথা লিখল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—কেবল একটা কথা বাদ: যে, সে আনার সংস্পর্শ কাটাতে চেয়েছিল। লিখল: পরের মেলে বড় ক'রে লিখবে। কেন যে প্রতি মেলে এ-ধরণের প্রবোধ দেয় সে!...কোথায় যে একটা সূক্ষ্ম কুণ্ঠা বাজে এ-সব ছোটোখাটো—মিথ্যা আচরণের জন্যে?

মপেলিয়েতে এসে তার এ-কুণ্ঠার ভাব একটু একটু ক'রে কেটে যায়। ওরা দুজনে একটু একটু ক'রে পরস্পরের কাছে না এসেই পারে না। এতে থেকে থেকে স্বপনের কোথায় যে বেঁধে...সময়ে সময়ে সে একটু পাশ কাটাতে যায়—ছবি-আঁকার অছিলায়। আনাও বলে চমৎকার একটা নভেল জুটে গেছে। কিন্তু উভয়ের অজুহাতেই উভয়ের কাছে ধরা প'ড়ে যায় প্রথম থেকেই যে।...তা ছাড়া দুদিন বাদে এই-জোর-ক'রে-টেনে-আনা দূরত্ব কেটে যায়ই যায় ও ক্ষণিক ব্যবধানের পর ওরা দেখে ওরা পরস্পরের আরো কাছেই স'রে এসেছে! হায় নিয়তি!

বৈলক্ষণ্য

কিন্তু দিন পাঁচ-সাত যেতে না যেতে সে নিজের মধ্যে একটা ভাব-বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করল। আনার মধ্যেও। সেটা হয়তো নিজেরই বৈলক্ষণ্যের ছায়া। বলা কঠিন,—এ-সব জিনিষ এমন পরস্পর-সংসক্ত যে বলা ভার হয় অনেক সময়েই—কোনটা কার্য কোন্‌টা কারণ। কেবল একটা জিনিষ বলা যায়: যে, ছায়ার পিছনে যখন বাস্তব থাকে তখন তার কৃষ্ণতাকে আর ছায়াময় ব'লে কোনোমতেই উড়িয়ে দেওয়া যায়না—হাজার অস্বীকার করতে ইচ্ছে হ'লেও কোনমতেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না।

দুজনের মধ্যেই কী রকম একটা প্রত্যাশার ভাব জ'মে উঠছে যেন—অথচ উভয়েই আকারে-ইঙ্গিতে পরস্পরকে বোঝাতে চায়: যেন এ সেই-শ্রেণীর সহজ প্রীতি-বসন্ত যার আকাশে মন-কষাকষির টুকরো মেঘেরও নেই স্থান। কত রকম মনোমালিন্য সে!—হয়তো কোনোদিন স্বপনকে আনা বলল নাচতে—স্বপন না-ও বলতে পারে না—অথচ ওর এতটুকু অনিচ্ছার আভাষেই আনার মুখ যায় মেঘে ছেয়ে।

এ ধরণের প্রত্যাশা সন্ধ্যার মধ্যেও ছিল অবশ্য (কোন্ মেয়ের মধ্যে না থাকে?) কিন্তু এত স্থূলভাবে নয়। না, বুঝি ঠিক তা-ও নয়। সন্ধ্যার মধ্যে নিজেকে পিছনে রাখার অন্তত একটা অমুক্ত অনুমোদনও ছিল। কিন্তু আনা মনে-প্রাণে য়ুরোপীয়া ঠিক এই এইখানেই—এ-ধরণের আত্মবিলোপে বিশ্বাসই করে না আদবে। সবচেয়ে মুস্কিল—এ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা অসম্ভব। কিন্তু ইসাবেলার সঙ্গে তো করা যেত? তবে আনার সঙ্গে যায় না কেন?

স্বপন থেকে থেকে ভাবে: এইখানে বুঝি ইসাবেলার সঙ্গে আমার মূলগত একটু প্রভেদ আছে।…

কিন্তু তাই কি আছে? ইসাবেলার ক্ষেত্রে খোলাখুলি কথাবার্তা সহজ ছিল কি শুধু চাঙের মধ্যবর্তিতার জন্যেই নয়?

সে ভাবে চাঙের সঙ্গে ইসাবেলার কি এই শ্রেণীর মন-কষাকষি কখনো হ'ত না আগে আগে?—তার হঠাৎ জানতে ইচ্ছে হয়। সে চাংকে এক দীর্ঘ পত্র লেখে—সব খোলাখুলি জানিয়ে। সন্ধ্যাকে এ-সব লিখতে পারে না—তাই বুঝি চাংকে লিখে তার মনটা এত হালকা বোধ করে? চিঠিটা ডাকে দিতে গিয়ে তার মনে পড়ে চাং একদিন তাকে বলেছিল: "এক-একজন লোক আছে স্বপন যারা প্রকৃতিতে কথক—নিজের কথা কাউকে না বলতে পারলে যেন মনমরা হ'য়ে থাকে।" স্বপন পালটে বলেছিল: "আবার এক-একজন লোক থাকে যাদের মনের অতলে অন্তহীন সুতোয় বেঁধে বিপুল ডুবুরি নামালেও তল মেলে না। কোন্‌টা ভালো?"

কেউ কি জানে?—চাংকে লিখে স্বপন ভাবে।

মাঝিটা

আকাশ নির্মল। সকালবেলা ওদের খেয়াল চাপল নৌকোতেই করবে পিকনিক।

স্বপন একটু আপত্তি ক'রেই সামলে নেয়। আনা ভুল বোঝে আর কি। সেই মেঘ—আর একটু হ'লেই এসেছিল আর কি সমস্ত আকাশ-ভরা আলো ডুবিয়ে দিতে!…অনেক কাকুতি মিনতি সাধ্য-সাধনা ক'রে তবে বোঝাতে পারে যে ওরই শরীরের জন্যে…ডাক্তারে ইত্যাদি।

আনার মেঘলা মুখে হাসির অরুণোদয় হয় বটে কিন্তু ছেঁড়া মেঘের একটা আবছা পর্দা থেকে যায়।

* *
*

বেরুবার সময় একখণ্ড আয়ত মেঘের জাহাজ পাল তুলে আকাশ দিলো ঢেকে। ওরা ভারি অখুসি হ'য়ে ওঠে। অন্তরের মেঘের টাল সামলানোই দায়! কিন্তু হঠাৎ প্রকৃতিদেবীর দয়া হ'ল: প্রথমতঃ সূর্যদেব একটু বাদেই মেঘের আড়ালে থেকে আলোর তীরন্দাজি করলেন শুরু, তার ওপর—সাথে এল একদল দম্‌কা হাওয়ার বল্লম। দেখতে দেখতে জমাট মেঘের জাহাজ টর্পিডো হ'য়ে কোথায় যে গেল ভেসে!··· স্বপন আশ্বস্ত হ'য়ে আনার মাথার উপর থেকে জাপান। সান্‌শেডটি ধ'রে ষ্টোভ ধরানোর সহায়তা করতে বসে আর কি।

আনা হেসে বলে: "দুর্‌—সরো, ও কি তোমার কাজ?—আহা নৌকো উলটে যাবে—কী যে করো?" হোটেলের মাঝি মুখ টিপে হেসে অন্য দিকে চায়। স্বপন একটু অপ্রস্তুত বোধ করে। লোকটা বুঝি ভাবল—স্বপন মেয়েটির তর্জনী-সঙ্কেতে ওঠে-বসে! আনা সময়ে সময়ে এমন তীক্ষ্ণ টোন ধরে হঠাৎ! সে উঠে বাইরে গিয়ে বসে বিরস মনে প্রফুল্লতার ভঙ্গি করে।

আনা মুখ টিপে হেসে বলে: "ফের রাগ হ'ল? এসো এসো। হঠাৎ স্পিরিট ফেলে পাছে দুর্বিপাকে ফেলো—তখন একদিকে জল একদিকে আগুন—কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ কি? লক্ষ্মীটি ভেতরে এসো —শোনো।"

মাঝিটা আরও হাসে। স্বপনের কোথায় আরও খচ্‌ ক'রে বাজে: কেন এত চেঁচিয়ে বলে ও এ-সব কথা? মুখে কিন্তু সে একটি কথাও না ব'লে সুড়সুড় ক'রে ছত্‌রির মধ্যে এসে বসে। মাঝিটার সামনে 'আসব না' ব'লে 'সীন' করতেও বাধে যে!

আনা ষ্টোভ ধরিয়ে একটা সসপ্যানে কি-একটা চড়িয়ে—ষ্টোভের আঁচ একটু কমিয়ে স্বপনের খুব কাছ ঘেসে ব'সে ওর একটা হাত ধরে থপ্ ক'রে।

স্বপন হাত টেনে নেয়।

—"কী করো আনা? মাঝিটা লক্ষ্য করছে হুঁশ আছে?"

আনা ফিক্ ক'রে হাসে: "ইসাবেলার সময় ছিল তোমারই কি?"

স্বপনের এমন রাগ হয়!...বলে: "কী যে কথায় কথায়—" ব'লেই থেমে যায়।

আনা চটুল সুরে বলে: "আহা—কথাটা শেষই করো।" ব'লে ফের ওর হাত ধরতে যায়।

স্বপন তৎক্ষণাৎ নিজের হাত সরিয়ে নেয়। মুহূর্তে আনার মুখে মেঘ জমে ওঠে। সে তৎক্ষণাৎ স'রে ষ্টোভের সসপ্যানের 'পরে মনঃসংযোগ করে। তার চোখ দুটি চিক্ চিক্ ক'রে ওঠে।

স্বপনের রাগ প'ড়ে যায়। খানিকক্ষণ উশ্‌খুশ্ ক'রে শেষটায় উঠে আনার পাশে এসে বসে। আনা ফিরেও তাকায় না। স্বপন তার পিঠের উপর একটা হাত রাখে।

আনা সুমেরুবৎ অটল অচল। সসপ্যানে একটা চামচ নিয়ে খুব জোরে নাড়তে থাকে—যেন এ দক্ষতার 'পরেই ওর জীবন-মরণ।

—"আনা!"

আনা উত্তর দেয় না।

—"রাগ করলে?"

—"রাগ করব আবার কার উপর?"

—"আচ্ছা ভেবে দেখ—মাঝিটার সামনে ও রকম ব্যবহার করলে, আর তাতে ও হাসল, কী ভাবল বলো দেখি?"

—"কিচ্ছু ভাবেনি ও।"

—"বাঃ! মুখ টিপে স্পষ্ট ব্যঙ্গের হাসি হাসল, তার কি?"

—"আর তুমি যখন আমার হাত ছুঁড়ে ফেলে দিলে তখন যে দুঃখের কান্না কঁদেল—তার?

স্বপন হেসে ফেলেঃ "আমার হার হয়েছে গো হয়েছে রোজকার মতনই। এই নাও ঘাট মানছি। হ'ল? কিন্তু নৌকোর মধ্যে জানু পাতি কি ক'রে বলো দেখি?"

আনার মুখ নরম হ'য়ে গেল এক মুহূর্তে। কী আশ্চর্য! স্বপন ওর একটা হাত একেবারে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে মুগ্ধ নেত্রে ওর মুখের পানে চেয়ে থাকে।

আনা ফিক্ করে হেসে বলেঃ "কী এত দেখছ হাঁ ক'রে বললে না-হয়।"

স্বপন তার গালের 'পরে টোকা মেরে বলেঃ "ইন্দ্রধনু।"

আনা মাথা ঝাঁকি দিয়ে হেসে বলে: "এবার? ও-লোকটা হঠাৎ শূন্যে মিলিয়ে গেছে বুঝি? দেখছে না?"

—"হার হয়েছে আনা, বললামই তো—রোজকার মতন।"

—"আ—হা—হা। তেমনি শিষ্ট শান্ত ছেলেই বটে;—সাক্ষাৎ দেবদূতের ডানাকাটা সংস্করণ। আর আমি যদি যদি একটুও কিছু বলি—এমন মুখ করবে যেন আমি বলছি তোমাকে দুনিয়া ছেড়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে আমার জন্যে।"

স্বপন হাত ছেড়ে দিয়ে বলল: "প্রায় তাই যে বলো মাঝে মাঝে আনা, কেবল হুঁশ নেই এই যা।"

আনা চকিতে ওর মুখের দিকে তাকালো: "বলি?"

—"ঠিক তা না"—স্বপন কাষ্ঠহাসি হাসে—কিন্তু কথাটা মুখ ফস্কে

বেরিয়ে গেছে যে ধনুকভ্রষ্ট বাণের মতন।

—"তবে ঠিক কী শুনি?"

—"ফের জেরা?"

হঠাৎ আনা গম্ভীর হ'য়ে বলল: "আমার সব আবদারই তোমার কাছে আজকাল ভার মনে হয় স্বপন—আমি কি বুঝি না ভাবো?"

—"সে কি!"

—"নইলে জেরা বললে কেন?"

—"ওই ভেবেই বললাম বুঝি?

—"নইলে কী ভেবে বললে জানতে পারি কি?"

—"সাধে বলে মেয়েরা কল্পনাময়ী?"

স্বপন হাসবার চেষ্টা করে নটের মতন।

—"কল্পনা?—সত্যি বলো তো?"

সংলাপ আবার এমন অকস্মাৎ তুফানের দিকে মোড় নিচ্ছে! স্বপন শঙ্কিত মুখে চুপ ক'রে যায়।

আনা চেপে ধরে: "বলো—বলতেই হবে।"

—"ভালো জ্বালা! কী বলব বলো দেখি?"

—"জ্বালা?—বে—শ।" আনা ফের মুখ ফিরিয়ে বসল।

—"কী মুস্কিল? কী করব বলো দেখি তোমায় নিয়ে?"

—"আমায় ছেড়ে দাও স্বপন—ছেড়ে দাও—আর কিছুই করতে হবে না তা হ'লে।—যাকে ব'য়ে বেড়ানো এতই দুঃসহ হয়েছে—যার একটা কথাও সইতে—" আনার কথা শেষ হ'ল না। তার ব্লাউসের হাতায় সে চোখ ঢাকল। সসপ্যানের মধ্যে যাই থাক পুড়ে যা হ'য়ে গেছে তা নির্বিশেষ।

স্বপন ষ্টোভের জল নামিয়ে শুধু চা করল একাই। আনা সেই যে মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইল আর তার খেয়ালই নেই কিছুর। ডিম ভাজা আর হ'ল না। রুটিতে মাখম মাখিয়ে স্বপন ওর সামনে ধরল। আনা ফিরে তাকালোও না।

স্বপনের মনের কোণে ফের ক্ষোভ জ'মে ওঠে। এততেও রাগ পড়ল না ওর? কী করেছে সে শুনি? নিজের চা-ও সশব্দে ঠেলে সরিয়ে আনার দিকে পিঠ ক'রে ও উলটো দিকে রইল চেয়ে।

আনা ফিরে বলল: "খেলে না?"

—"নাঃ।"

—"কেন?"

কথা নেই।

আনা একটু কাছে স'রে এসে বসে। এবার স্বপনের পালা। সে একদৃষ্টে একটা জাহাজের পানে ত্রাটক করছে প্রাণকে বাজি রেখে···

আনা খানিক উশ্‌খুশ্‌ ক'রে হঠাৎ কি ভেবে স্বপনের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল টেনে। স্বপন একটু টানাটানি করতেও ছাড়বার নাম করে না। তখন ও মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইল: যেন ওটা ওর হাতই না—ধরুক গে।

—"খাবে না?"

—"নাঃ।"

—"তোমাদের টোন বুঝি কোমলতার পরাকাষ্ঠা?"

স্বপন শুষ্ক সুরে বলল: "আমরা তো ওরিয়েণ্টাল! ভদ্রতা জানব কোত্থেকে বলো?"

—"আমি কি তাই বলেছি ?"

স্বপন চুপ ক'রে থাকে।

—"আমার দোষ হয়েছে স্বপন—এসো—চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।"

—"নাঃ।"

আনার চোখের কোণে দু'বিন্দু জল টলটল ক'রে ওঠে। শত চেষ্টা সত্বেও স্বপনের মন উদাসীন থাকতে পারে না আর। ফিরল। কিন্তু তখন আবার আনার পালা যে—নাগাল পাবে কোত্থেকে ?

স্বপন একটু চুপ ক'রে থাকে···কী করবে ঠিক ভেবে পায় না।

হঠাৎ বলে : "আনা !"

উত্তর নেই।

—"আনা !"

—"কি ?"

—"কী হয়েছে ?"

—"কই ?"

—"বাঃ। কী সত্যবাদিনী ?"

নিশ্চুপ।

—"আনা !"

আনা ফিরে চাইলো এবার, কিন্তু কিছু বলল না।

—"তোমার চা কই ?"

—"কে জানে।"—আনা ফের মুখ ফেরালো।

—"কেন অমন করছ আনা ?"

—"কী রকম আবার ?"

—"ও-রকম।"

আনা হঠাৎ একটু হাসে—সামান্য চাপা হাসির ছটা···কিন্তু তাতেই

তার সমস্ত মুখের ব্যঞ্জনা যায় কি একবারে বদলে!…ছ'চোখের উপান্তে সেই ছুটি মুক্তাবিন্দু তখনও টলটল করছে…কানে ছুটি রুবির ছুলও ছ্যতি ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে সে-নৃত্যের সাথে করছে সঙ্গত….হেলে ছুলে·· ছু-একটি চূর্ণালক ঈষৎসিক্ত কপোলে একটু একটু কাঁপছে…সর্বোপরি ঠোঁটের আশেপাশে উৎসুক হাসির ঝিকিমিকি!…কী সুন্দর!—স্বপন স্থির-নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখে—সব ভুলে।

হঠাৎ আনা মুখ তোলে। ওদের দৃষ্টি বিনিময় হয়…মুখে এক ঝলক ফাগ ছড়িয়ে দেয় কে, বলে: "কী দেখছ এত শুনি?"

—"মেঘ ও রৌদ্রের কিয়ারস্কুরো।'' *

আনার সস্মিত হাসি এবার প্রফুল্ল হাসিতে রূপান্তরিত হয়, বলে: "আর ভাবছ?''

—"যে-মেঘ দেখতে স্নিগ্ধতম তার অন্তরেই কঠিন বাজ গ'ড়ে ওঠে কেমন ক'রে?"

—"আ—হা—কঠিন আমিই বটে!"

—"তবে কে শুনি?"

—"চা না খেয়ে মুখ ফেরায় কে? ডাকাডাকি ক'রে সারা হ'লেও উত্তর দেয় না কে? কাকুতি-মিনতি সাধাসাধি করলেও গোঙায় কে?"

—"আর মাঝির সাম্‌নে ভদ্রসন্তানকে অপদস্থ করে কে? রেগে টং হ'য়ে সোনালি অমলেটকে পুড়িয়ে কয়লা করে কে? ঠাট্টাকে গায় মেখে কুরুক্ষেত্র বাধায় কে?"

আনা ফিক ক'রে হেসে ফিশ ফিশ ক'রে বলল: "যদি বলি সব নষ্টের মূল—" ব'লে মাঝিটার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করে। স্বপন একটু আশ্চর্য হ'য়ে লোকটার দিকে তাকায়। সে ফের হাসে!…

* Chiaroscuro—ধূপছায়া।

স্বপনের বুকের মধ্যে কি-একটা তার ওঠে বেজে। সত্যিই তো। এতদিনকার এতবড় সংযমের পণ ভেঙে এতবড় একটা অসংযমের দিকে ওদের দুজনকে ঠেলে দিলো কে? না, একটা অসভ্য অভদ্র দুষ্টু মিস্তরা চকিত হাসি!—একটা সামান্য, অজ্ঞাত, অবান্তর অর্থহীন মাঝির!...

QUI S'EXCUSE S'ACCUSE.*

স্বপন হোটেলে ফিরে এসেই নিজের শোবার ঘরে গিয়ে উপুড় হ'য়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। মনটা এমন খারাপ হ'য়ে গেছে! কী করল সে। সত্য বটে আজকাল তার বিবেক একটু বেশি স্থিতিস্থাপক হ'তে শিখেছে—কিন্তু এতটা!...অবশ্য "এতটা" কথাটা এ-টোনে বলা হয়তো একটু বাড়াবাড়ি—কেননা বেশি গড়ায়নি ব্যাপারটা...কিন্তু ইসাবেলার সঙ্গে দেখা হবার আগে এটুকুও কি তার অকল্পনীয় ছিল না? শুয়ে শুয়ে কত রকম যে মনে হয়।...এক-একবার নানা দিক দিয়ে নানা যুক্তি দিয়ে নিজের আচরণকে সে সমর্থনও করে: এরা এ-সবকে তেমন মারাত্মক তো মনে করে না; সে রোমে এসে রোমানদের ব্যবহারকে এড়িয়ে চলতে যেয়েই এত দুঃখ পাচ্ছ হয়তো; ভারতীয়রা তিলকে তাল ক'রে দুঃখ পেতে বড্ড ভালবাসে—ইসাবেলা সেদিনও তো বলেছিলো—এম্‌নি কত সান্ত্বনা প্রবোধ!....

আর এ-সবে যে মনটা স্বস্তি একেবারেই পায় না তা-ও নয়। কিন্তু সে-স্বস্তির পথেও কাঁটা হ'য়ে দাঁড়ায় যে আবার কোথাকার একটা সূক্ষ্ম অশ্রুতপ্রায় বিষণ্ণ স্বর—যে বলে: "এসবে মারাত্মক কোনো ভরাডুবি নেই হ'তে পারে, এ-সবে ওরা কিছু মনে করে না এ'ও হয়তো হ'তে পারে—কিন্তু এ-রকম ঢালু পথের শেষ কোথায়?

* যে মানে না সে জানে।

এক-একবার ভাবে কেন এত তুচ্ছকে নিয়ে মাথা ঘামানো? আবার এক একবার মনে হয় যে, আজ যে-কুণ্ঠা ও গ্লানি সে বোধ করছে তাকে তুচ্ছ মনে করাই হয়তো ভুল হবে—হয়তো এই প্রতিক্রিয়াই তার আসল স্বরূপের খবরদারি···হয়তো এ সূক্ষ্ম গ্লানি-বোধ লুপ্ত হ'লে তার অন্তরতম শুভ্র সত্তার কোথায় আর-একটা অনপনেয় দাগ প'ড়ে যাবে—যেমন ধাপে ধাপে নিচে নামার সময় ক্রিমিনালদের হ'য়ে থাকে।···অনুভবের ধার ক্ষ'য়ে যাওয়া কি পরিতাপের বিষয় নয়? না, কোনো রকম ক'রে একটা স্বস্তি ও আরামের আশ্রয় পাওয়াটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হ'তে পারে?···'

কিন্তু আবার অপর দিকেও বেশ দু'চারটে কথা বলবাব রয়েছে যে। এ-সব ছোটখাটো স্খলন থেকে কোনো মতে বেঁচে ফিরে যাওয়াটাই কি এমনই মস্ত একটা-কিছু? এ-সব স্খলনের মধ্য দিয়ে নিজের নানা নতুন পরিচয় কি সে নিত্যই পাচ্ছে না? আর এ-সব এড়িয়ে গেলেই বা ওর কী এমন মস্ত লাভ হ'তো শুনি! দেশে এমন ছেলে তো কত আছে যাদের আচরণে কদাপি পান থেকে চুনটি পর্যন্ত খসে নি। কিন্তু তারা —how dull!

চাঁদের পত্র

দোরে টোকা দিয়ে আনা ঢুকল্। তার মুখ এত চিন্তালেশহীন—উজ্জ্বল হাসিভরা! তার মনেও সে ছোঁয়াচ লাগে, বলে: "এসো আনা। হাতে ও কার চিঠি?"

—"দেখি, দেখি।"

আনা চিঠিটা তার হাতে দিতে গিয়েই টেনে নিয়ে হেসে বলল: 'কিন্তু বৃথা আগ্রহ মনামি, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি—এর মধ্যে একজনেরই চিঠি আছে—ও তার জন্মস্থান মাদ্রিদ নয়—ক্যাণ্টন।"

স্বপন ওকে এত প্রফুল্ল কখনো দেখেনি এসে অবধি। ওর মুখ-চোখে ভোরের আলোর ঝলমলানি। একটু অবাক হ'য়ে ভাবে। কই, ওর মনে তো চুম্বন-পর্বের পরে দ্বন্দ্বের চিহ্নও নেই? ভাবানুসঙ্গে মনে প'ড়ে যায় ইসাবেলার কথা। তারও তো ছিল না। মেয়েরা কি সবই এই রকম নাকি? হঠাৎ কোথায় ব্যথা বাজে। দূর, সব মেয়েরা এমন হ'তে পারে কখনো? সঙ্গে সঙ্গে আচম্বিতে বাঙালি মেয়ের 'পরে জাগে যেন একটা নতুন ধরণের শ্রদ্ধা।

—"আঃ—কোনো বান্ধবীকে যদি কখনো বন্ধু করতেই হয়—যেন দার্শনিককে ভুলেও না করে। এই মন ছিল এখানে—এক লহমায় একশো মাইল দূরে—ক্যালে পেরিয়ে লণ্ডনে, কিম্বা সুয়েজ পেরিয়ে—"

—"না গো না"—স্বপন হেসে ফেলে। "কিন্তু দেবে চিঠিটা এখন, না ব'কেই চলবে?"

কথাটা ব'লেই স্বপনের আক্ষেপ জাগে। আনা "আচ্ছা আর বকব না"—ব'লে চিঠিটা তার বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আর কি—স্বপন তার হাত চেপে ধ'রে বলে: "শুনবে না চিঠিটা?"

—"আমার অধিকার? আমি তো কেবল ব'কে—"

—"কী যে করো আনা! প্রতি ঠাট্টায় এমন শিরপা তুললে—" আমার বন্ধুর চিঠি, শোনাচ্ছি আমি, অধিকারের প্রশ্ন ওঠে কী করে?

আনার মুখের মেঘ কেটে যায়, বলে: "বন্ধুর হ'লে আপত্তি ছিল না—কিন্তু বান্ধবীর হ'লে—"

—"আহা—হা—বোসো—এইখানে আমার পাশে ডাইভানে, ছুজনেই পড়ি।"

আনা একটু দূরত্ব রেখে বসল, কিন্তু স্বপন শোনে না, স'রে খুব কাছ ঘেঁসে এসে বসে। আনার মুখের মেঘটা এবার সম্পূর্ণ কেটে যায়। ওর হাতের উপর বাহুর ভর দেয়—একান্ত বান্ধবী ভাবেই। কিন্তু সে-সংলগ্নতায় চিঠির খামটা খুলতে খুলতে স্বপন ফের অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে আর কি। খুব জোর ক'রে গাত্র-সংলগ্ন সুডৌল বাহুলতা থেকে মনকে ছিনিয়ে নিয়ে পড়ে মৃদুস্বরে :

"প্রিয় স্বপন,

তোমার চিঠি পেয়েই জবাব দিতে বসেছি। ঠিক যে সময়ে তোমার কথা সব চেয়ে বেশি মনে হচ্ছিল সেই সময়েই কি না তোমার চিঠি এসে হাজির!

"ক'দিনই বা এখানে এসেছি! তোমার ওখান থেকে খুব দূরেও না ;—কিন্তু তবু মনে হয় কত দূরে আমরা! তোমার হয় না? আমার কিন্তু সময়ে সময়ে মনে হয় যে, যতই কেন না অধ্যাত্মিকতার বা আত্মিক-সামীপ্যের স্তবগান করি—সময় ও আকাশের ব্যবধান বড় নিষ্করুণ বাস্তব। মনকে ওরা এত বদলে দিতে পারে, না?

"একটা বড় চিঠিই লিখব আজ। কারণ লেখবার উপাদান জ'মে উঠেছে বিস্তর। আর তোমাকে সেদিন অত কথা ব'লে ফেলার দরুণ ফের বলার পথ একটু সুগমও হ'য়ে উঠেছে বৈ কি। কোনো অর্গল বহুদিন না খুললে প্রথমটায় খুলতে বেগ পেতে হয়। কিন্তু একবার খোলার পর দ্বিতীয়বার খোলা অনেকটা সহজ হ'য়ে যায়ই, নয়? কিম্বা হয়তো তোমার দীর্ঘ পত্রে তোমার নানা খোলাখুলি চিত্তাকর্ষক প্রশ্নের উত্তরেই দীর্ঘচ্ছন্দে নানা কথা বলতে ইচ্ছে করছে? কে জানে! কিন্তু

কারণ যাই হোক বলার মেজাজ ফের এসে গেছে। তাই সাবধান!

"তুমি করেছ কিন্তু বড় শক্ত প্রশ্ন। হার্মনি না শান্তি—কোন্‌টা চায় আমাদের অন্তরাত্মা?

"আশ্চর্য, এই প্রশ্ন নিয়ে আমাকেও বড় বেশি ভাবতে হয়েছে য়ুরোপে! দেশে আমার মনে হ'ত যে দুঃখ ব্যথা চিরন্তন নয়—ক্ষণিক, ওরা আসে যাবার জন্যে। দুঃখ পেলে তাই মনে জপ্‌তাম লাওৎসের একটা কথা:

'প্রবল ঝড় বহে কি সারা সকাল ধরি'?
প্রবল বারি সারাটি দিন পড়ে কি ঝরি'?'

কিন্তু এখানে এসে অবধি আমার কেবল মনে হয় সুইনবার্ণের

'কল্প যবে সৃজিল নর ধরা
ধরিল নব বক্ষে হায় তার—
কালের দান অশ্রুরাশি-ভরা—
বেদন-পুট উপছি' বার বার।' *

"সত্যি, যতই দিন যাচ্ছে, য়ুরোপের অফুরান প্রাণ-চাঞ্চল্যের পিছনকার এই অশ্রুসম্পুটই আমাকে আঘাত করছে ক্রমশই বেশি ক'রে। রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের ক্ষণিকের রংচঙে দীপালি-উৎসব নয়—তার পেছনের স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার।

"বলবে হয়তো—ইসাকে পেতে না পেতে এ-শ্রান্তির সুর কেন?—তাই বলতেই আজ কলম ধরা। এ-শান্তির একটা প্রধান কারণই যে ও;—যদিও ও সেকথা জানে না।"

* Before the beginning of years
There came to the making of man
Time with a gift of tears
Grief with a glass that ran

ওদের চোখোচোখি হয়—স্বপন চোখ নামিয়ে নেয়।

"ইসার মধ্যে কিন্তু ক্লান্তির অগ্রদূতেরও কোনো চিহ্ন নেই আজ পর্যন্ত। প্রাণশক্তি ওকে এত উচ্ছলা এত চঞ্চলা ক'রে গড়েছে যে ক্লান্তি ভিৎ পাবে কোত্থেকে? প্রজাপতি কি ক্লান্ত হয়?

"কেন এ-ধরণের কথা বলছি? শোনো। মনটা আমার ভারাক্রান্ত আছে কাল থেকে। নইলে এ-চিঠি লিখতাম না হয়তো। আশ্চর্য! সময়ে সময়ে আমার মনে হয় বুঝি মানুষে শুধু একরাশি আশা আকাঙ্ক্ষা হর্ষ বিষাদের জটলা নিয়েছে জীবন্তরূপ! নইলে কালকের কয়েকমিনিট-ব্যাপী একটা ঘটনার জন্যে আমার মনের রঙ এত বদলে গেল কেন? পরশুই তো কী রকম উল্লাসের মধ্যে কেটেছে—এক পিকনিকে! আর আজ! মনে হয় কেবলি গেটের গভীর অবসাদ:

সকল কর্ম সকল নর্ম হিয়াকূলে বহি' শ্রান্তি আনে
ভাগ্যবান্ সে—জীবন বেলায় শ্রান্তি-অন্ত যে নাহি জানে!*

"যাক বলি ব্যাপারটা:

"লণ্ডনে আমরা প্রথমে উঠেছিলাম ইষ্ট এণ্ডে জানোই তো। একটা ফ্ল্যাটে আমি, ওমো, উয়েদা ও ইসা—একত্রেই।

"কিন্তু সে মলিন পাড়ায় থাকতে ওর বড় কষ্ট হচ্ছিল। ভাগ্যক্রমে মোটা টাকাটা এসে গেল। আমরা হ্যাম্পষ্টেডে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট নিলাম—হীথের সামনেই।

* 'Alles, was wir treiben and thun, ist ein
Abmüden ; wohl dem, der nicht müde wird.'

"পাঁচ-ছ দিন ভারি আনন্দেই কাটল : নির্মেঘ জ্যোৎস্না। তার পরই এলো রাহু।

"আমাদের নিচের ফ্ল্যাটে ছিল বার্টন ব'লে একটি মস্ত খেলোয়াড়। আমার ছবি দেখে সে ভারি খুসি। ভাব হ'য়ে গেল।

"বয়স বছর আটাশ। বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ—স্পোর্টসম্যান যাকে বলে। গত বছর ক্রিকেটে ও টেনিসে কেমব্রিজ থেকে ব্লু পেয়ে এসেই উইম্বলডনে সেমি-ফাইন্যালে কে একটি বিখ্যাত ফরাসী খেলোয়াড়ের কাছে হেরে যায়। কিন্তু তাকে আর একটু হ'লেই হারিয়ে দিয়েছিল।

"এ বছর সে উঠে-প'ড়ে প্র্যাক্‌টিস করছে প্রাণপণে। বলে এবার অন্ততঃ ফাইন্যাল পর্যন্ত যাবেই যাবে।

"ইসা টেনিস খেলে খুব ভালো। বার্টন তাকে নিমন্ত্রণ করল ওদের ক্লাবে। ইসা যেতে সুরু করল, এবং দু' দিনেই 'cynosure of neighbouring eyes' হ'য়ে উঠ্‌ল—বুঝতেই পারছ। ইংলণ্ডে একেই সুন্দরী 'ব্রুনেত্‌' নেই—তার উপর সাক্ষাৎ ইসাবেলা। নিমন্ত্রণের অশ্রান্ত আবর্তে প'ড়ে গেল ও দেখতে দেখতে।

"ওর খাতিরে আমারো পসার হ'ল বৈ কি। বার্টন কত যায়গায় যে নিয়ে যেতে সুরু করল আমাকে আমার ছবি-সমেত।...হ'য়ে উঠলাম আমিও এক সচল প্রদর্শনী।

"কিন্তু দিন সাত-আটের মধ্যেই আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম একটা জিনিষ : যে, বার্টন ও তার বন্ধু-বান্ধব আমাকে নিমন্ত্রণ করে যেন একটু দায়ে প'ড়েই। আমি তৎক্ষণাৎ ইসাকে বললাম : আমার দু-একটা ছবি আঁকা পড়েছে, সে যেন এখন থেকে পার্টি-টার্টিতে একলাই যায়।

"ভেবেছিলাম ইসা আপত্তি করবে। কিন্তু করল না। বরং একটু যেন খুসিই হ'ল। ওকে দোষ দেই না। জানো তো ইংলণ্ড ফ্রান্স নয়।

এখানে অমন nymphএর এ-রকম পীতাভ Satyr প্রণয়ী—বড় কেউ ভালো চোখে দেখে না। তার ওপর আমি খুব মিশুকও নই। এখানেও দেখ, ওর সঙ্গে আমার কী ভয়ঙ্কর তফাৎ। পার্টি-টার্টিতে ওর রূপের ঝরণা বয় উচ্ছল হ'য়ে—কথার হাসির ঠমকের স্রোতস্বিনী চলে গান গেয়ে। আর আমি হ'য়ে যাই আড়ষ্ট—খুঁজি আওতা অন্তরালের আশ্রয়, তাছাড়া আমি ওকে ধ'রে রাখতে চাইনে—বেচারী আমার জন্যে কমতো ছাড়েনি। শুধু ওর নয়—ছেলেদের জন্যে মেয়েদের ত্যাগের কথা ভাবলে আমার সম্ভ্রম আসে—সত্যিই। আমরা দাম্পত্য-সম্বন্ধে নিজেদের চার আনা মাত্র চাঁদা দিই—ওরা দেয় বারো আনা।—কিন্তু তবু মানুষের বাসনা এমনি যে, আঁকড়ে ধরতে একবার পারলে তার মুঠো আর আলগা হয় কই? তার উপর আমি পুরুষমানুষ। ভালোবাসতে হ'লে একটু রক্ষণাবেক্ষণের ভার, কর্তৃত্বের আত্মপ্রসাদ আমার কাছে শুধু বিলাস নয়—নেসেসিটি—যদিও বিদগ্ধ-সমাজে এ-কথা প্রাণপণে অস্বীকার করব, বলব: 'দাম্পত্য-প্রেমে আজকাল নরনারী কি স্বাধীন—একবার চেয়ে দেখ!'

* *

*

আনা হেসে বলল: "লেখে বড় ভালো।"

—"হ্যাঁ—এ-সবের বেলা ভালো তো বটেই।"

—"কিন্তু সত্যি বলেনি? বুকে হাত দিয়ে বলো তো। তোমার এত কাছে আমাকে আসতে দিতে—যদি না আমি একটু অসহায় হ'য়ে পড়তাম?"

"অসহায়" কথাটা আনা এমন মিশ্র সুরে বলে!…স্বপন হেসে উড়িয়ে দেয় বটে, কিন্তু ভিতরটা হ'য়ে ওঠে এমন আর্দ্র!…সে ওর কটি-বেষ্টন ক'রে কাছে টেনে আনে। আনার দেহ তৎক্ষণাৎ এত শ্লথ হ'য়ে বিশ্রব্ধ-

ভাবে দেয় সাড়া !....স্বপনের হঠাৎ বুকের মধ্যে কোথায় দুলে ওঠে—সে তার বাহুবন্ধন একটু আলগা ক'রে দেয়—একটু সন্ত্রস্তভাবেই।

* *

*

"কিন্তু স্বপন, মানুষের কাছে কোনো কিছু নেসেসিটি হবামাত্র সে তাতে বঞ্চিত হয়,—অন্তত আমার নিজের ক্ষেত্রে এ যে আমি কতবার দেখেছি! তুমি দেখনি? বিধাতা যদি থাকেন তবে তাঁর দানের এমনিই একটা বিদ্রূপী ভঙ্গি আছে—না?—যে, যে যা চাইবে তা কেবল ততক্ষণ অবধি পাবে যতক্ষণ অবধি পাওয়ার কামনা দুর্বার হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু যেই উঠবে অমনি আয়ত্ত যাবে ফসকে—মুঠোর মধ্যেকার জলেরই মতন। তখন সে কী করবে?—না, না-পাওয়ার মধ্য দিয়ে পাওয়ার স্বাদ সংগ্রহ করবে—রচনা করবে—সৃষ্টি করবে—শিল্প দিয়ে হোক, সত্য দিয়ে হোক, স্বপ্ন দিয়ে হোক, মৌতাত দিয়ে হোক। এইজন্যেই বুঝি দার্শনিক হেসে বলেছেন রোমে যেমন একটা statue-র জগৎ আছে, তেমনি মানুষেরও একটা মায়াময় জগৎ আছে—কল্পনার। যাক। যা বলছিলাম।

"ইসাবেলার মধ্যেও দেখলাম একটা দ্বন্দ্বের জোয়ার-ভাঁটা খেলছে। কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছুই বলে না। এতেও আমাকে বাজল। ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রেও আমাদের দেখার ভঙ্গি কত তফাৎ দেখ। ও বলে: প্রতি মানুষের মধ্যে একটা প্রাইভেট জগৎ থাকা দরকার—বলে: আড়ালেরও দরকার প্রেমকে নিবিড় করতে।"

*

আনা বলল: "ইসাবেলার এ-কথা কিন্তু সত্য নয়। তোমার মনে হয় না স্বপন?"

স্বপন একটু বিব্রত বোধ করে, কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

* *
*

"আমি বলি প্রেমের ক্ষেত্রে খুব একটা বড় তাগিদ প্রেমাস্পদকে গোপন কথা বলা—যা অপরকে বলা যায় না তা তার কাছে ব'লে যে-তৃপ্তি তাতেই যে প্রেমের একটা মস্ত খোরাক "

আনা মৃদু স্বরে বলল : "এই-ই হচ্ছে সত্যি কথা।"

* *
*

"কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও—যাক গে। আর এ নিয়ে এত বেশি লিখিই বা কেন? বোধ হয় প্রেমাস্পদও যে আসলে আমাদের কত অচেনা এটা বিশ্লেষণ ক'রে জানার মধ্যে একটা বিস্ময়ের তৃপ্তি আছে ব'লে, না? আর সে-বিস্ময়ের সঙ্গে বেদনার দোলা আছে ব'লেও,—না? যাক, শোনো অঙ্কটার শেষ গর্ভাঙ্ক।

"বুঝলাম : ও চায়—আমি ওর 'পরে একটু জোর করি—বলি পার্টি-টার্টিতে যাওয়া একটু কমাতে। মেয়েরা প্রণয়ীর অধিকার জাহির করাটা সত্যিই চায়—জানো তো? যারা বড় বেশি স্বাধীনতার জয়গান করে তারা প্রেমের এই স্বেচ্ছাকৃত বশ্যতার মাধুর্যটুকুর কী জানে স্বপন? য়ুরোপের স্ত্রী-স্বাধীনতার এই একটা ভারি অসার দিক আছে। এ-কথা সত্যি যে, বাইরের চাপে আসে দাসত্ব। কিন্তু স্বেচ্ছার দাসত্ব তো দাসত্ব

নয়—সে-ই যে মুক্তি।—কোনো আদর্শের জন্যে দারিদ্র্য-বরণ যেমন। বন্ধন? বন্ধন যখন প্রভু হয় তখনই সে বিষ—যখন তাকে ভৃত্য বাহাল করতে পারি তখন সে সুধা। আর বন্ধন মানে কী বলো তো? ভেবে দেখতে গেলে রেখা ছন্দ সুর সবই তো নিগড় স্বপন, নয়? কিন্তু সেইজন্যেই তো শিল্পের বন্ধন শিল্পীর কণ্ঠে মালা হয়ে দোলে কিন্তু বন্ধনকে বৈজয়ন্তী করবার জন্যে চাই স্বেচ্ছা-বরণ। বাইরের চাপে যে রিক্ততা তাতে গৌরব নেই—কিন্তু স্বেচ্ছায় যে প্রাসাদ ছেড়ে গাছতলায় দাঁড়ায় তার মধ্যে প্রবুদ্ধ বুদ্ধ না হোক সুপ্ত বুদ্ধ কোনো না কোনো বেশে লুকিয়ে আছেন জানবে।

"এ-কথা আমি বুঝি। কিন্তু আমারও যে আবার গোঁ ব'লে এক বিষম রোগ আছে, জানো তো? যে-মুহূর্তে দেখলাম ও বাইরের সাহচর্যে খুসি, সে মুহূর্তে আমার গোঁ চাপল ওকে একেবারেই দেব ছেড়ে। একটুও দাবি রাখা নয়। ও বুঝল—এ অভিমান। কিন্তু অভিমান বড় সর্বনেশে জিনিষ ভাই। সারল্যের মতনই সংক্রামক ও লোভনীয়—অথচ সারল্যে যে কালোমেঘ কাটে—অভিমানের কাজ তাকেই ফের জড়ো করা। কিন্তু আর না ফেনিয়ে বলি শেষের অঙ্কের কথা।

"শেষ অঙ্কটা হয়তো এত শীঘ্র ঘনিয়ে আসত না—যদি না ও ক্রমেই বেশি রাত ক'রে বাড়ি ফেরা সুরু ক'রেদিত নানান্ সামাজিকতার অজুহাতে। না, 'অজুহাত' বললে অন্যায় হবে। নিমন্ত্রণের প্লাবন ওকে যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করল সত্যিই। করবে না? ও যে কী রকম মিশুক ও নৃত্যপটু তা তো নীসেই দেখেছ—তার ওপর এ লণ্ডন, আর ওর জুড়ি স্বয়ং ব্যর্টন—যে নাচে, খেলায়, গল্পে—ওস্তাদ। ওরা দুজনা এক একদিন করত রাত দুটো তিনটায়। ফলে ভুল-বোঝার এবং মনান্তরের মেঘ গুমরে গুমরে জমেই উঠতে লাগল একটু একটু ক'রে।

"দাম্পত্য সম্বন্ধে ভুল বোঝা সব সময়ে অবাঞ্ছনীয় নয়—কত ক্ষেত্রেই ঠোকাঠুকির ফলেই পরিচয় নিবিড়তর হয়—কে না জানে বলো? মনান্তরও দম্পতীকে পরস্পরের কাছে টেনে আনে, দাম্পত্য-মিলনের সোহাগের দিকটাকে মধুরতর ক'রে তোলে বৈ কি। কিন্তু এ-মিলন মধুরতর হ'য়ে ওঠে কেবল তখনই—যখন দেহও সহযোগিতা করে। কিন্তু যদি দেহকেও মনের সঙ্গে উপবাসী থাকতে হয় তবে দেহের অভিমান মনের অভিমানের সঙ্গে যোগ দিয়ে বেদনাকে ক'রে তোলে দুঃসহ।

"এই দুই অভিমানে শেষটায় এমনই দাঁড়াল যে, ওর সঙ্গে প্রায় আমার দেখা-শোনা-কথাবার্তাও বন্ধ হবার যোগাড়। ভাবছ অতিরঞ্জন? মোটেই না। সত্যিই গত সপ্তাহে দেখা আমাদের প্রায় হয়নি বললেই চলে। চার-পাঁচদিনে চার-পাঁচটার বেশি কথা হয়েছে কিনা সন্দেহ। এ-সপ্তাহে দুদিন এমন কি প্রায় চোখের দেখাও হ'ল না বললেইহয়। দিনে আমি বীরপুরুষের মতন থাকি ষ্টুডিয়োতে আরও রোখ ক'রে; ও শোধ নেয় রাতে—পার্টিতে পার্টিতে রাত ভোর ক'রে—বীর-নারীর মতন। সঙ্গে সঙ্গে এক জোটে দুজনেরই কেমন একটা রোখ চেপে যায়।

"রাতে প্রায়ই ঘুম হ'ত না, ছটফট ক'রে কাটাতাম। কিন্তু ও ফিরে এলে ঘুমের ভাণ ক'রে থাকতাম প'ড়ে। দম্পতীর মধ্যে এক শয্যায় শয়ন ক'রেও যে দিনের পর দিন প্রায় অপরিচিতের মতন আচরণ করা সম্ভবপর—এ অভাবনীয় অভিজ্ঞতা আমার এ-সূত্রে হ'ল।"

* *
*

আনা স্বপনের বাহুর উপর চাপ দিয়ে বলল: "তোমার বন্ধুটির কিন্তু জোর আছে। উঃ গোঁ। বটে!"

—"কী বলতে চাচ্ছ?"

—"সুন্দরী প্রণয়িনী—শয্যাসঙ্গিনী—'দেহের অভিমান'—ও কি একটা কথা হ'ল মনামি? অন্ততঃ পাশ্চাত্য প্রণয়ী এ-জিনিষ বোঝে না।"

—"কিন্তু ইসাবেলা—"

—"আহা সে কি আর দেহের দিক দিয়ে বার্টনের কাছে কিছু খোরাকও পাচ্ছিল না? কিন্তু চাং যে ছিল নিরম্বু উপবাসে।" ব'লে আনা কেমন এক ধরণের হাসে। স্বপন ওর দিকে একবার তাকালো। ওর চোখে কি রকম একটা অস্বাভাবিক দ্যুতি যেন! সে চোখ ফিরিয়ে নিজের বক্ষ-স্পন্দনকে শান্ত করবার কত চেষ্টাই যে করে!...

"যাক এবার শেষ গর্ভাঙ্কটির কথা বলি।

"কাল রাত্রে ওমো ও উয়েদার ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। আমি কিছু না বললেও ওরা খানিকটা এঁচেছিল যে, আমাদের পা ঠিক তালে তালে পড়ছে না—তাই আমাকে একলা নিমন্ত্রণ করেছিল।

"বেরুচ্ছি এমন সময় আমাদের পরিচারিকা বলল: 'মাদাম জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কখন ফিরবেন খেতে?' আমি আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম: 'এ কথা তিনি জিজ্ঞাসা করছেন কেন হঠাৎ? তিনি তো ক্লাবেই খান আজকাল, না?'

"সে বলল:—'মাদাম আজ থেকে রোজ সন্ধ্যায় বাড়িতে খাবেন—তাই আমাকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন।' আমি বললাম: 'আমার আজ নিমন্ত্রণ আছে, ফিরতে রাত হবে।' বলেই হন হন ক'রে বেরিয়ে গেলাম।

"পথে বেরিয়ে একটা তীব্র আনন্দ ও বেদনার জ্বালা অনুভব করলাম বুকের মধ্যে। বেশ হয়েছে, এখন থেকে রোজই কোনো না কোনো

ছুতোয় বাইরে থাব ভাবতে ভাবতে বাসে চড়লাম। ইসা বাড়িতে একা থাবে ভেবে মাথাটা গরম হয়ে উঠল বর্বর গর্বে!

"কিন্তু বাসের উপরতলায় কনকনে হাওয়ায় মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হ'তে না হ'তে—জ্বালার আনন্দ কেমন যেন একটা বিষাদে রূপান্তরিত হ'ল, মনের মধ্যে ধিক্কার উঠল ঘনিয়ে।

"হঠাৎ বাস থেকে নেমে পড়লাম। ওমোকে একটা টিউব ষ্টেশনের টেলিফোনে ব'লে দিলাম—শরীর অসুস্থ, যেতে পারব না।

"ফিরতি পথে বাসের তর সইল না। একটা ট্যাক্সি নিলাম। মনের মধ্যে সব জ্বালা কখন যে নিবিড় অনুকম্পায় কারুণ্যে প্রেমে ভিজে উঠেছে ...ওকে আদরে আদরে আজ দেব ডুবিয়ে...দেহের মধ্যে একটা হিল্লোল রোমাঞ্চ হ'তে লাগল। বিদ্যুতের প্রবাহ...অথচ এমন স্থায়ী...স্নিগ্ধ!....

"আমাদের বাড়িটার নিচের তলায় বার্টন থাকত—বলেছি। বাড়ির সিংহদ্বারের পাশেই ওর ঘর। সেই দোর ল্যাচ্-কী দিয়ে খুলতে যাব এমন সময়ে ইসার হাসি শুনতে পেলাম বার্টনের শয়নকক্ষে! দোর আর খুললাম না। দেহের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ যেন এক মুহূর্তে জমাট বরফ হ'য়ে গেল। মাথার মধ্যে কেমন ক'রে উঠল।

"পরিষ্কার ক'রে ভাববার অবস্থা ছিল না আর তখন। চক্ষের নিমেষে ডানদিকে লাফ দিয়ে বার্টনের একটা জানালার নিচেই গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনেই একটা ঝাউগাছ—তার আড়ালে। জ্বালার মাথায় অসঙ্কোচে তার ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর নীল পরদা ঈষৎ ফাঁক ক'রে দেখতে লাগলাম সাবধানে। যা দেখলাম তা না দেখলে আজ ঢের বেশি মনের শান্তিতে থাকতাম বৈ কি—কিন্তু সে অনুশোচনায় এখন আর ফল কি? কী দেখলাম? বলি শোনো।"

* *
*

স্বপনের হাতের 'পরে আনার আঙুলের চাপ ঈষৎ কাঁপছিল। স্বপনের কান গরম হ'য়ে ওঠে।

"ইসা একটা কৌচে হেলান দিয়ে—আর বার্টন সে কৌচের হাতার উপর ব'সে ঝুঁকে ওর মুখের পানে চেয়ে। ইসার এক হাত তার উরুর 'পরে ন্যস্ত, অপর হাত তার মুঠোর মধ্যে বন্দী। আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল ফের!...

"ওদের হাতের কাছেই একটা তেপায়াতে একটা সবুজ ঝিলিমিলি দেওয়া টেবিল ল্যাম্প—পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল সবই—বিশেষ ক'রে ইসার মুখ—সমস্ত আলোটাই সংহত হ'য়ে পড়েছিল ওর মুখে ও বুকে। দেখলাম ওর ব্লাউসটা দ্রুত উঠছে নামছে—কিন্তু মুখে একটা ভাণ করা বেপরোয়া নিশ্চিন্ত ভাব। ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি—কিন্তু চিনি তো ওকে—একটা ইতস্ততঃ ভাবও ছিল সে-মুখের রেখায়-রেখায়। তবু একটু সান্ত্বনা পেলাম। ইসার কোথায় একটা অশান্তিও আছে—মুখের হাসির মুখোষ তাকে ঢাকতে পারেনি সম্পূর্ণ।

"বার্টন বলল: 'নয় কেন ইসাবেল?' এমন আদরের টোনে 'ইসাবেল' উচ্চারণ করল যে আমার বুকে তীরের মতন বিঁধল এসে। ইসাবেলা একটু চুপ ক'রে থেকে শুধু মাথা নাড়ল। বার্টন উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল: 'কিন্তু কেন—কেন?' ইসাবেলা মুখ একটু ফিরিয়ে নিয়ে বলল: 'অন্য কথা পাড়ো জেরাল্ড।' বার্টন বলল: 'আমার কি ও ছাড়া আর অন্য কথা

আছে ইসাবেল? জানো না কি?' ইসার মুখে ফের হাসির ঝলক খেলে গেল। তবু তার হাসির মধ্যে একটা স্নায়বিক অসংলগ্নতা প্রকাশ পেল: 'এত মিষ্ট কথাও জানো—তোমরা পুরুষেরা!' বার্টন বলল: 'ভাবছ এ আমার তুষণের—' ইসা বাধা দিয়ে বলল: 'না ভেবে করি কী বলো? কিন্তু ও-প্রসঙ্গ এখন চাপা দাও জেরাল্ড যখন—যখন তা অসম্ভব।' বার্টন বলল: 'অসম্ভব কেন? তোমরা তো বিবাহিত নও।' ইসার মুখে এবার ফুটল ম্লান হাসি: 'না—তবু—' বার্টন বলল: 'ওকে ভালোবাসো?' ইসা বলল: 'বাসি।' বার্টন বলল: 'তোমাকে নানা সূত্রে এত অবজ্ঞা এত অপমান এত—ইয়ে করার পরেও?' ইসাবেলার মুখে ম্লানিমা এবার আরও স্পষ্ট ফুটে উঠল: 'কিন্তু ওকেও তো আমি তাচ্ছিল্য দেখিয়েছি কম না? তোমার প্ররোচনায় পরখ করতে গিয়ে গত সপ্তাহে প্রায় অপরিচিতের মতন ব্যবহার করেছি বললেই হয়—তার ওপর—' ব'লেই থেমে গেল। বার্টন বলল: 'তার ওপর কি?' ইসা বলল: 'আমি তোমার কথা শুনে ভালো করিনি জেরাল্ড—কিন্তু যেতে দাও—আমার ভালো লাগছে না এ-প্রসঙ্গ। ও-চিন্তা তোমার মন থেকে দাও দূরে ক'রে।' বার্টন তিক্ত হেসে বলল: 'যা আমি পারি নে তা করতে বলো কেন বার বার? জানো না কি প্রেমের ক্ষেত্রে মানুষ কত নিঃসহায়?' ব'লেই বার্টন টপ ক'রে ওর কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে আনত মুখ জোর ক'রে ধরল তুলে। ইসা মৃদু আপত্তি করল: 'কী করো জেরাল্ড?' বার্টন উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলল: 'যে আমার তাকে আমার ব'লে দাবি করি—শুধু এই।' ব'লে আরও ঝুঁকে ওকে জড়িয়ে ধরল, এক হাত ওর কণ্ঠে বাড়িয়ে, অপর হাত ওর গালের 'পরে রেখে। ইসা একটু আপত্তি ক'রেই ছেড়ে দিল নিমেষে। সে থরথর ক'রে কেঁপে উঠল স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ওদের ওষ্ঠাধর মিলিত হ'ল। আমি ভাবলাম জানালা টপকে ঘরের মধ্যে

পড়ি লাফিয়ে। বহুকষ্টে নিজেকে নিবৃত্ত করলাম সে-পাগলামি থেকে। ফের দেখতে লাগলাম। একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম স্বপন, শুনলে হয়তো একটু আশ্চর্য লাগবে তোমায়: এ-সব দেখার মধ্যে ঠিক যেমন জ্বালা তেমনি এক অনির্দেশ্য আনন্দও আছে। হঠাৎ মনে হ'ল যে জ্বালার মধ্যে এ-ধরণের আনন্দ আছে ব'লেই বোধ হয় প্রণয়ীর কাছে ঈর্ষার এত বেশি আদর, নয়? যাক শোনো।

"খানিক পরে ইসা জোর ক'রে ওর বেষ্টনী থেকে নিজেকে একটু আলগা ক'রে নিয়ে বলল: 'কী করলে জেরাল্ড?' বার্টন ওর গালে হাত বুলিয়ে আদর ক'রে লঘু হেসে বলল: 'বিখ্যাত রোমান কবি ওভিড দুহাজার বছর আগে এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রেখেছেন:

'অবাধ্য শাখা নমিতে চাহে কি?—ধীরে···অতি ধীরে···নোয়াতে হয়
রুখে শক্তিরে যে-মোহিনী—সে কি ছলাকলা বিনা আজ্ঞা সয়?' *

ইসাবেলার মুখের ম্লানভাব হঠাৎ কেটে গেছে, সে হেসে তর্জনী তুলে শাসিয়ে বলল: 'কিন্তু এ যে জবরদস্তি জেরাল্ড।' বার্টন তার দুই গণ্ড নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে তার ওষ্ঠে ফের চুম্বন ক'রে বলল: 'ত্রিকালদর্শী ওভিড এ-কথারও উত্তর তোমারই উদ্দেশে লিখে গিয়েছিলেন সেই সুদূর রোমে:

'প্রেম কারে কহি? রণ যার নাম,—হীন অলসতা কেহ না সহে
দ্বৈরথ, দুখ, পাহারার বোঝা—শুধু কি সেনানী—প্রেমিকও বহে।' *

"ব'লেই ইসাকে বাহুবন্ধনের মধ্যে নিলো টেনে। এবার সে আর একটুও আপত্তি করল না—হেসে তার বুকে মুখ লুকোলো।

"আমি আর থাকতে পারলাম না—পরদাটা ছিঁড়ে ফেলে চেঁচিয়ে

* By slow degrees we bend the stubborn bough
What force resists with art will pliant grow.

বলে উঠলাম : 'ইসা!' ব'লেই এমন লজ্জা হ'ল—কিন্তু তখন আর উপায় নেই।

"বার্টন তড়িৎস্পৃষ্টবৎ লাফিয়ে উঠল। আমি খুব সংযত সুরেই বললাম : 'ইসা, কথা আছে।' ইসার মুখে রক্তের চিহ্নও নেই আর। সে বিস্রস্ত ব্লাউসের উপর তার শালটা ফেলে উঠে দোরের দিকে এগুলো। তার পা কাঁপছিল স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

"বার্টন মুহূর্তকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ়র মতন দাঁড়িয়ে রইল, তার পরেই জানালার মুখে ছুটে এলো। আমি শান্তভাবে ল্যাচ-কী দিয়ে দোর খুলে বাড়ি ঢুকলাম। ঠিক তখনই ইসা তার প্রণয়ীর ঘর থেকে বেরুলো। ওর পিছনেই সে। আমার সংযম তখন ফিরে এসেছে. মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম এ-ধরণের সীন আর কোনো অজুহাতেই হ'তে দেব না। ইসাকে একটি কথাও বললাম না. সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। সে-ও সিঁড়িতে পা দিল।

"হঠাৎ বার্টন এসে তার হাতে চেপে ধরল, বলল : 'যেও না ইসাবেল। আমি শপথ করছি'—ইসা তীব্র সুরে 'আঃ' ব'লে ঝাঁকুনি দিয়ে তার হাত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার দিকে চাইল। কিন্তু আমি আর একটি কথাও না ব'লে দোতলায় আমাদের ফ্লাটের দরজা খুললাম ল্যাচ-কী দিয়ে। বার্টন ফ্যাকাশে মুখে চেঁচিয়ে বলল : 'ইসাবেল, শুধু একটি কথা।' আমি খুব শান্ত মুখে শুধু বললাম : 'ইসা!' সে বার্টনের দিকে আর ফিরেও তাকালো না। আমার পিছনে পিছনে যন্ত্রচালিতবৎ

* Love ss a warfare, and ignoble sloth
Seems equally contemptible in both :
In both are watchings, duels, anxious cares,
The soldiers thus, and thus the lover fares.

ঘরে ঢুকল। আমি জানতাম এ-সময়ে আমার গাম্ভীর্যে এই রকম ফলই ফলবে। ও স্বভাব-অসংযমী—আমার সংযমের 'পরে সমীহের সীমা ছিল না। কেবল একটা কথা মনে হ'য়ে আমার একটু আশ্চর্য লাগে স্বপন: সে-জ্বালার সময়েও—প্রতিশোধ দেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষার সময়েও—আমার সহজবোধ আমাকে আত্মবিস্মৃত হ'তে দেয়নি, অভিনয়ে এতটুকুও বেচাল হইনি। হ'লে হয়তো ইসাকে সেদিনই হারাতাম। আরও আশ্চর্য এই যে সে-সময়েও আমার মন বেশ বুঝছিল যে এ-সংযম আমার অভিনয়। তবে কোন্ সংযমই বা নয় বলো?

"তারপর? কী আর বলব? আর কী এমন আছেই বা বলবার? ইসাবেলাকে তো জানো। ও মিথ্যাবাদিনী নয়—কোনোদিন শপথো করেনি যে, নিজের সব আচরণই আমাকে বলবে। আমাকে কিন্তু সেদিন বলল স—ব। বলল আমাকে বার্টনের চেয়ে ঢের বেশি ভালোবাসে বটে, কিন্তু তাই ব'লে বার্টনও যে ওকে আকৃষ্ট করেনি বা বার্টনের আনুগত্য ওর ভালো লাগেনি তাও নয়। এ-কথা বলতে বলতে আমার বুকে মুখ লুকিয়ে ওর সে কী কান্না—প্রলাপ—উচ্ছ্বাস! 'কেন আমায় ছেড়ে দাও চাং—যখন জানো আমি কত দুর্বহ—আমার চরিত্রের মেরুদণ্ড এতটুকুও নেই? ভালোবাসার ধর্ম কি এই?' সব ভুলে গেলাম আমি। ঘটল পুনর্মিলন। ও-বাড়ি ছেড়ে আমরা পরদিনই ভোরবেলা ঈলিঙে একটা হোটেলে এলাম উঠে।

"পুনর্মিলন হ'ল বটে, কিন্তু যা যায় তা কি আর ফেরে স্বপন? আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ও মাধুর্য আগে ছিল তার কোথাও যেন একটা বড় রকমের নড়চড় হ'য়ে গেছে মনে হয়, অথচ ঠিক কোন্‌খানে যে জোড়টা আলগা হ'য়ে গেছে বুঝতে পারা ভার। তবে মনে হয়: ও আমার 'এসো' বলার দরুণ আত্মপ্রসাদ বোধ করলেও সে-শ্রদ্ধা বুঝি

আর বোধ করতে পারছে না আমার উদার অনাসক্তির প্রতি। যতই পৌরুষের গর্ব করি না কেন স্বপন, তাকে খাটানোর মধ্যে কেমন একটা আত্মগ্লানি নেই কি? উভয়েরই বেজেছে এ-গ্লানি। ও মনে মনে হেসে বুঝেছে: পুরুষ যতই বড়াই করুক না কেন, কর্তা না হ'য়েই পারে না— আমিও মনে মনে কেঁদে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি যে, এটা আমার একটা বড় রকমের পরাজয় বৈ কি: শেষে কিনা ফিরিয়ে বেঁধে আনতে হ'ল! ধিক্। বলবে হয়তো: প্রেমের বন্ধন তো আর নিগড় নয়— মুক্তি। মানি। কিন্তু কখন? যখন এ-বন্ধনের পায়ে অপর পক্ষ আপনা থেকেই আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু প্রেমাস্পদকে আমি তো তাই ব'লে বলতে পারি না: 'এসো আমার প্রেমের শিকলে বাঁধি তোমায় আষ্টেপিষ্টে।' কাজেই একে একটা বড় আদর্শ থেকে চ্যুতি ছাড়া আর কী নাম দেব? কিন্তু সেজন্যেই বা আক্ষেপ কেন? আমার কোন্ আদর্শ জীবনের ধাক্কায় একটুও ঘা খায়নি বলো? আদর্শ পথই দেখায়, ধরা তো দেয় না ভাই!

"কত রকমই যে মনে হয় আজকাল!...সে-সব এখনো বিশৃঙ্খল অবস্থায় মনের মধ্যে ধুলো উড়োচ্ছে—থিতোয়নি। তাই থাক সে-সব বর্ণনা। কেবল একটা বড় উপলব্ধি বুঝি পেয়েছি আভাষে: আজকাল কেবলই মনে হয়, ঠিক যে-ধরণের উন্মুখতা প্রেমের স্বর্ণপীঠ, শান্তির প্রতিষ্ঠাভূমি,—দাম্পত্য-প্রত্যাশা—বিশেষ ক'রে যৌনতৃষ্ণা—বুঝি তার মহা অন্তরায়। মনে হয়: শান্তি আনে কৃতজ্ঞতা—নির্মলতা;—অমিশ্র টলটলে পরিপূর্ণ তৃপ্তি এরা দিতে না পারুক—সার্থকতার একটা থিতিয়ে-যাওয়া সুষমা দেয়—নিশ্চয়ই। কিন্তু কামনা বাসনার ঝড় বহন ক'রে আনে—শুধু প্রত্যাশা আশঙ্কা উৎকণ্ঠা বেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। আর প্রতি পদেই একটা আর-একটার সঙ্গে জড়িয়ে মনটাকে হিজিবিজি চাঞ্চল্যে

কুশ্রী ক'রে তোলে। তাই বোধ হয় বুদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে দিশারীই তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনাতে সব আগে তৃষ্ণাকে জয় করার উপর এত জোর দিয়েছেন, তোমার মনে হয় না? বিশেষ ক'রে নরনারীর সম্বন্ধে? কেন না এ-সম্বন্ধে লুব্ধতার, প্রত্যাশার, পূর্ণ-প্রতিদান-কামনার দিকটাই যে আনে জ্বালা, আনে শঙ্কা, আনে বেদনা—আনে উত্তপ্ত উদগ্র বহির্মুখিতা। তাই হয়তো মনে শান্তির স্নিগ্ধ রস থিতুতে পায় না—যদি কামনার বিক্ষোভ বেশি প্রশ্রয় পায়। তাই কি?

"জানি না ঠিক। আধ্যাত্মিক শান্তির একটা দুর্নিবার ক্ষুধা আছে আমার। অথচ নারীকে বাদ দিয়ে, বা গায়ের জোরে অস্বীকার ক'রে কাঁটাছাঁটা প্রবৃত্তি-নিরোধের কথা ভাবতেও ভয় হয়—বিতৃষ্ণা জাগে। মনে হয় সেই sphinx-এর প্রশ্ন—জন্ম কি শুধু আর না-জন্মাবার সাধনারই জন্যে।

"মনে হয়—না,—তা হ'তেই পারে না। অথচ নরনারীর এই আবিল উত্তেজনার সম্বন্ধের ভিতর যে কোনো বড় নির্ম্মল সার্থকতা থাকতে পারে এ-ও তো মন বলে না। ইসা স্বাধীনতার কথা বলে প্রায়ই। কিন্তু ও-ও এবার খানিকটা অন্ততঃ মেনেছে যে, প্রবৃত্তিকে নিচু দিকে রাশ ছেড়ে দেওয়ার নামই স্বাধীনতা নয়: ওতে ক'রে খতিয়ে লাভ হয় শুধু পরাধীনতাই। নইলে ও পড়ে বার্টনের মতন একজন অতি-সাধারণ প্রমোদবিলাসী মানুষের কবলে—যে-লোক উন্মাদনার বশে এক মুহূর্ত্তে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারায়! কি জানি কেন—সেদিনকার দুর্বলতার গ্লানিও কোনোমতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। এতে কোথায় একটা বড় রকমের ঘা খেয়েছে ও স্নায়ুমণ্ডলী। এক একটা ঘটনা মনকে এমনই অভিভূত করে—না? এ-হেন বার্টনের জন্য আমাকেও ছাড়ার কথা যে ওর মনে হয়েছিল—এটা ও ভুলতে পারছে না কোনোমতেই।

চিঠিটা মস্ত হ'য়ে গেল ভাই, তবে মনটা এত ভার হ'য়ে আছে যে ক্ষমা চাইতেও পারছিনে, কারণ লিখে একটু হালকা মনে হচ্ছে। কেবল একটা কথা : আমার খেদ আমারি। তোমার পথ তোমারি থাক—যদি আলাদা পথেও চলি শেষে মিলব কোথাও না কোথাও যেহেতু লক্ষ্য আমাদের এক। ইতি—

স্নেহার্থী চাং।

অদৃশ্য বাধা

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ ক'রে থাকে।.......

হঠাৎ আনা উঠে সমুদ্রমুখী ব্যালকনির রেলিঙে হেলান দিয়ে চেয়ে থাকে ধু-ধু জলরাশির দিকে। স্বপন একটু ইতস্তত ক'রে উঠে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

* *
*

স্বপন কি ভেবে আনার পিঠে হাত রাখে।

আনা চম্‌কে তার দিকে তাকায়। ওর মুখে রক্তের লেশও নেই। স্বপন ঈষৎ উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে : "কী আনা, শরীর খারাপ মনে হচ্ছে না কি?"

"না তো"—ব'লে আনা মুখ ফেরায়।

স্বপন তার কটি-বেষ্টন ক'রে নিজের দিকে টানল।

আনা কোনো কথা না ব'লে শুধু তার বেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নেয়। পরে হঠাৎ বলে : "আমার একটা প্রশ্নের সত্য উত্তর দেবে স্বপন?"

স্বপনের বুকের মধ্যে যুগপৎ একটা আশা ও ভয়ের স্পন্দন উঠে বেজে ...বলে: "কী?"

—"আমরা কি সত্যি সত্যি প্রেমের কাছে এখন উদ্ভট কিছু চাই যা সে দিতেই পারে না?"

আনা চকিতে তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে কোমলকণ্ঠে বলল: "বলো তবে।"

—"ওটা চাণ্ডের কথা, মনে রেখো।"

—"জানি। আর তাই তো আমি শুনতে চাই তোমার কথা। এক কথায়, নরনারীর প্রেমের শাখায় চিরদিন কি কেবল বিষফলই ফলেছে—আনন্দের কোনো মর্মরই জাগে নি?"

স্বপন বিপন্ন বোধ করে ফের: "প্রশ্নটা কঠিন আনা—"

আনার মুখের উজ্জ্বলতা মুহূর্তে মেঘে যায় ঢেকে, সে স্বপনের হাত ছেড়ে দেয়: "স্বপন, যাও তুমি পারিসে ফিরে—আজই—এখুনি।"

স্বপন আহত সুরে বলে: "সে কি আনা?"

আনা কঠিন সুরে বলে: "হৃদয়ের সহজ সম্বন্ধকে এতটুকু কৃতজ্ঞতা জানাতেও যে-দার্শনিকের এত কুণ্ঠা তার কেন এ-সব প্রেমিক সাজার বিড়ম্বনা?"

স্বপন কশাহতের মতন একটু স'রে দাঁড়াল—মুখ ফিরিয়ে। এ-রকম তীব্র ভর্ৎসনা সে কখনো শোনেনি কারুর কাছে—আর এত অকারণ!...

সমুদ্রের বুকের উপর একটা আলোছায়ার নটলোৎসব—সমুজ্জ্বল! কাছে সাদা পাখা মেলে এক ঝাঁক পাখী পরিক্রমা করছে একটা নৌকোকে। জলের তিনটে অংশে তিনটে স্পষ্ট রঙের দীর্ঘায়ত, ফালি চলেছে ভেসে। কাছেরটা পাটল, তার পরেরটা নীলাভ, তার পরেরটা

সবুজ। সবার পরে একটি দিগন্তবিস্তৃত রক্তাভ উত্তরীয় বিকীর্ণ করছে।…কিন্তু আলোর এ অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্যসত্ত্বেও স্বপনের মনে হয় যেন একটা কল্প্র পরিমণ্ডল তার আবছা ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে—এ-উজ্জ্বল ছবিটির সম্মুখে। কিসের? বেদনার? বৈরাগ্যের?…

আনা হঠাৎ কাছে এসে স্বপনের হাত ধরে: "ক্ষমা করো স্বপন।"

স্বপন তার পিঠে হাত দিতেই সে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে—দুহাতে লুকোয় মুখ।

দোমনা

হঠাৎ তার আসে! এ কী! স্বপনের বুক ওঠে দুলে! সন্ধ্যার তার। কায়রো থেকে। এ যে অভাবনীয়। তরশুই সে পৌঁছবে মার্সেল্সে! আর কী লম্বা টেলিগ্রাম! ঘটা ক'রে টেলিগ্রামে কল্প যাকে বলে। বোধ করি টাকা চল্লিশ লেগেছে। চিঠি বিশেষ যে!… চমকে দিল বৈ কি—মানতেই হবে। কোথাকার কে এক ফরাসিনী কাকীমা—তাঁকে সহযাত্রিণী পেয়ে—রাতারাতি উড়্ক্কু—আর অমন গোঁড়া শ্বশুরকে রাজি করিয়ে, তাঁকে কাশী পাঠিয়ে! টেলিগ্রামে আরও অনেক কথা ছিল…কিন্তু স্বপন মন দিয়ে পড়তে পারল না সে-সব। একদৃষ্টে চেয়ে রইল সমুদ্রের পানে।

* * * *
* *

তরশুই মার্সেল্সে সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা হবে!

তার বাঁ ভুরুর তিলটা মনে প'ড়ে যায়—হঠাৎ! তার পুর্ণায়তা দেহলতা! কী সুন্দরী সে! তার এলো চুলের গন্ধ!…তার বুকের

সমস্ত রক্ত আছড়ে ভেঙে পড়ে তার বাসনার উপকূলে। সন্ধ্যাকে এত কাছে পেতে ইচ্ছে হয়…এই মুহূর্তে !…তর যেন আর সয় না। কিন্তু ওই ওই…সে বাসনার তীব্রতায় ভঁাটা পড়ে—আনার মূর্তি এসে পথ আগ্‌লে দাঁড়ায়…

—"কে ?"

—"আমি।"

—"এসো আনা।"

নীরার পত্র

বিজ্‌লি বাতির ঝাড় ওঠে জ্ব'লে। আনাকে এত পাণ্ডুর দেখায় ! ওকে এত রক্তহীন তো সম্প্রতি কথনো দেখিনি ! মনটা আর্দ্র হ'য়ে ওঠে নিবিড় কারুণ্যে। একটু উৎকণ্ঠাও আসে।

—"বোসো আনা," ব'লে উঠে দাঁড়ায় সে। তার কণ্ঠস্বরে যেন কোমলতার ঢল নামে।

—"ব্যস্ত ছিলে ?"

—"না।—কেন ? বোসো না। ওখানে না, এই সোফটায় বসি এসো।"

—"না থাক। আমি একটা দরকারি কথা বলতে এসেছিলাম।"

—"বেশ তো—কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন ?"

—আনা নিশ্চুপ।

স্বপনের হঠাৎ মনে হয় ইসাবেলার কথা। এরা কি সবাই কথায় কথায় অভিনয় করতে চায় ?—কই, সন্ধ্যা তো এ রকম করে না কথ্‌খনো !

আনা মুখ নিচু ক'রে মৃদুকণ্ঠে বলে: "আমি কালই নীরার কাছে যেতে চাই।"

স্বপনের বুকের মধ্যে কোথায় মোচড় দিয়ে ওঠে। বাক্‌স্ফূর্তি হয় না খানিকক্ষণ। রাগ হঠাৎ শঙ্কায় রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে—মুহূর্তে! আনার মুখের 'পরে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেয়, পরে বলে: "সে কি?"

আনা তার বুকের মধ্যে থেকে একটা চিঠি তার হাতে দিয়ে বলে: "নীরার চিঠি, পড়ো চেঁচিয়ে, আমি ভালো পড়তে পারিনি—চোখের—জলে।"

* *
*

"প্রিয় আনা,

আমি এখন তোমার খুবই কাছে মার্সে'ল্‌সের উপকণ্ঠে একটি প্রাইভেট maison de sante-তে * আমার একটি মেয়ে—আনেৎ হয়েছে—হয়ত মসিয়ে বেনারের মুখে শুনে থাকবে।"

মুখ তুলে স্বপন জিজ্ঞাসা করে: "সে কি? তুমি তো আমাকে বলোনি এ-খবর?"

আনা সমুদ্রের দিকেই চেয়ে বলল: আমি জানতাম না এর বিন্দুবিসর্গও। মসিয়ে বেনার বোধ হয় ইচ্ছে ক'রেই গোপন করেছিলেন। কিন্তু পড়ো।"

* অসুস্থ হ'লে ধনী অনেকেও এ-রকম প্রাইভেট আরোগ্যালয়ে থাকেন ফ্রান্সে—টাকা দিয়ে। ঘরের চেয়েও শুশ্রূষার ব্যবস্থা এ-সব স্থলে বেশি ভালো।

* *

"আমার শরীর খুবই খারাপ। আনেৎও বাঁচে কিনা সন্দেহ। এখানে মসিয়ে বেনারই এক রকম আমাকে জোর ক'রে পাঠিয়েছেন। নইলে এত ভালো ষ্টাইলে থাকা আমার সাধ্যায়ত্ত হ'ত না।"

* *
*

আনা বলল: "এ-কথাও মসিয়ে বেনার আমাকে গোপন করেছিলেন।"

—"কিন্তু কেন?"

—"ঐ তাঁর স্বভাব। কত লোককে যে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন, অথচ চান বাইরে তাঁর কৃপণ নামই রটে।"

* *
*

"এখানে আছি আমি খুবই ভালো জায়গায়—সামনেই সুন্দর বাগান, তার পরেই বিছিয়ে—সমুদ্র—কী নীল! যথেষ্ট অর্থ দিচ্ছি ব'লে নার্সরা অপর্যাপ্ত যত্নও করছে; কিন্তু আমার মনে শান্তি নেই। আমার নিজের জন্যে নয়। তোমাদের জন্যে। কী যে ধূমকেতুর মতন তোমাদের দাম্পত্য সুখের মধ্যে এসে প'ড়ে সব ছারখারে দিলাম!...

"কিন্তু আক্ষেপ জানাতে এ-পত্র লেখা নয়। মসিয়ে বেনারের কাছে তোমার ঠিকানা নিয়েছিও অনেক কষ্টে—তোমাকে অকারণ নিজের দুঃখ জানাব না অঙ্গীকার ক'রে—তবে। কিন্তু এ-শপথ করিয়ে নেওয়ার তাঁর দরকার ছিল না...দুঃখ জানিয়ে কবে কার দুঃখের নিরসন

হয়েছে বলো ? যা হয়েছে তা তো আর ফিরবে না। অতীত স্থাণু... স্থির !...

"আমি বলি শুধু একটা কথা। মরিস তোমাকে সত্যিই ভালোবাসে। তার চিঠি পেয়েছি আজই। যদি আমি ম'রে যাই তবে সে আমাদের শিশু কন্যারো ভার নেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—যদি কেবল তুমি ফিরে যাও তার কাছে। সে যে আমাকে ভালোবাসে না, তার চরম প্রমাণ তো এ-প্রতিশ্রুতি থেকেই পাচ্ছ ?—কিন্তু এর চেয়েও বড় প্রমাণ আছে : আমাকে সে কাতরভাবে অনুরোধ করেছে তোমাকে বোঝাতে। সে লিখেছে—আমি বললে তুমি বিশ্বাস করবেই।

"আমি তাই বলছি—অকুণ্ঠেই—তুমি ফিরে যাও। আমি নিশ্চয় জানি মরিস কোনদিন আমাকে ভালোবাসেনি, যদিও আমি তাকে সমগ্র প্রাণ মন দিয়ে ভালোবেসেছিলাম—নারী পুরুষকে যতখানি ভালোবাসতে পারে। কিন্তু আমার দেহকে পেতে না পেতেই তার ক্ষুধা মিটে যায়। অসামান্য কবি যে! আমার মতন সামান্যার মধ্যে কী পাবে বলো ? তাই তাকে আমি একটুও দোষ দেই না।

সত্যিই এ-ক্ষোভের কথা নয়, বিশ্বাস কোরো। সাধারণ মানুষের মমতা কবিদের জাতের মধ্যে আশা করাই যে বিড়ম্বনা। ক্ষণিকতার জন্যে বিদ্যুৎকে অভিসম্পাত দেবে কে ? ক্ষণিক ব'লেই না সে চোখ-ধাঁধানো তাই না সে বিদ্যুৎ !

"না—সত্যি বলছি, দুঃখ আমার আছে, কিন্তু ক্ষোভ নেই আর। তবু আমি বলব এ-ক্ষণিকের পাওয়াও সার্থক। এ-হেন মানুষ আত্মকেন্দ্র হয় হোক্—সুন্দর তো। আর ভেবে দেখলে আত্মকেন্দ্র ব'লেই বা দুঃখ কেন ? আত্মকেন্দ্র না হ'লে কি তারা পারত কবি হ'তে ? বাইরের শুষ্কতম সমিধ্‌কেও তারা নিজেদের দীপ্তির খোরাক ক'রে নেয় ;

তাই এরা কাউকে না-ই ভালোবাসল। অপরের ভালোবাসার হবি দিয়ে তাদের সৃষ্টিযজ্ঞের হোমকুণ্ড তো রচনা করে।

"আর এ-কুণ্ডকে জ্বালিয়ে রাখতে অনেক প্রাণহবিরই দরকার। আমরা সেই হবি। রাগ কোরো না আনা—তুমিও। কারণ তুমি যতই তেজস্বিনী হওনা কেন—সৃষ্টিপ্রতিভা তোমার নেই—তুমি যে নারী। পুরুষকে তুমি পৌরুষ গৌরব দেবে এইতেই তোমার চরম সার্থকতা। এটা অগৌরবের কাজও নয়। জল বীজ নয় বটে, ফলও না—কিন্তু জল নইলে বীজে গাছ হয় না, গাছে ফল। তোমার তেজস্বীতা যদি মরিসকে আকৃষ্ট ক'রে থাকে, তোমার আত্মদানের সিঞ্চনে যদি তার শাখায় ফলফুলের প্রেরণা জোগায় তবে সেই তো তোমার চরম আত্মোৎসর্গ। মরিসদের সংস্পর্শে আমাদের মতন মেয়েরা দুঃখ পায় অহরহ—তবু ওরাই হচ্ছে সভ্যতার পুরোধা—বৈদগ্ধ্যের হোতা। কারণ ওরা স্রষ্টা। আর ভেবে দেখ, যারা স্রষ্টার জাতি নয় তাদের পক্ষে সৃষ্টির এত বড় আনুকূল্য করার মতন গৌরব আর কী হ'তে পারে? ইসাডোরা ডান্‌কানও বলেছিল শিশুর জন্ম দিয়ে সে যত আনন্দ পেয়েছে হাজারটা শ্রেষ্ঠ নাচ নেচেও তেমন আনন্দ পায়নি। এ-কথা পুরুষ কখনো বলবে না। নারীর সৃষ্টি?—স্বাতন্ত্র্য?—ও হয় না আনা। সৃষ্টিকে ধারণ করবে, সৃষ্টির প্রেরণা দেবে, সৃষ্টিকে পালন করবে আত্মাহুতি দিয়ে—এই-ই যে তার কাজ। তাই না সে নারী।

"আমার অদৃষ্টে এ-গৌরব যদি বিধাতা লিখতেন তবে জন্ম জন্ম দিতাম আমি আত্মাহুতি—যতই দুঃখ পাই তবু মরিসকেই চাইতাম। কিন্তু হায়, সে সুখ বিধাতা আমার অদৃষ্টে লেখেননি। কিন্তু তোমার ললাটে এ অমরী-ঈর্ষিত সৌভাগ্যতিলক রইল আঁকা। তুমি প'রো: ওর কাছে ফিরে যাও। কেবল এক প্রার্থনা: যদি কয়েক দিনের মধ্যে তার পাণ্ড

—যে আমার শেষ মুহূর্ত, তবে একবার এসো। একবার। তোমাকে শেষবার দেখতে চাই এ আলোছায়ার পৃথিবীকে বিদায় দেবার আগে। মরিস এসেছিল আমার জীবনে ছায়ার মতন; শুধু একা তুমি. বাল্যসখী, আজো আমার জীবনে—আলোর অক্ষয় স্মৃতি হ'য়ে বিরাজ করছ। সেই তোমাকে এত দুঃখ দিয়েছি!—কিন্তু না, এ-পরিতাপেই বা ফল কী? মানুষ কতটুকু স্বাধীন বলো—বিশেষ প্রেমের ক্ষেত্রে? তা ছাড়া কে বলবে মানুষের হৃদয়ে আলোর তৃষাই বেশি, না ছায়ার সার্থকতার শিখর বেশি ঈপ্সিত, না বার্থতার গহ্বর? আর ব্যর্থতাই বা বলি কেন? শূন্যতার মধ্যে, দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে অশ্রুর মধ্যে, এত মোহ কেনই বা—যদি মর্ম্মন্তুদ বেদনা শুধু ব্যর্থ, বন্ধ্যাই হবে? সব শেষে, এই জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে আমার কেমন যেন মনে হয় যে, যে-কোনো অনুভূতি তীব্রতম হওয়াই জীবনের একটা পরম সাধনা। ব্যর্থতার অনুভূতিও নিবিড় ক'রে পাওয়া কি কম কথা? বিষ যদি পানই করি—আকণ্ঠ পান করতে পারলে অমৃত হব। তবে হয়তো তুমি এ-কথা বুঝবে না। মানুষ কবে মানুষকে বোঝে আনা?

ইতি—নীরা"

খানিকক্ষণ কেউ কথা কইল না। স্বপন বাইরের দিকে থাকে একদৃষ্টে চেয়ে। বাইরের প্রদোষ-নিরালো আরও ঘোরালো হ'য়ে এসেছে। সে তারা তিনটি গেছে ঢেকে। একটা ঝোড়ো মতন হাওয়া উতলা হ'য়ে উঠেছে। সমুদ্রের বাষ্পোচ্ছ্বাস দীর্ঘনিঃশ্বাসের গমকে গুমরে গুমরে উঠছে। দূরে একটা জাহাজ। তার একটা সিঁড়িতে একসার নানারঙা-

আলো, ডেকে দুসার। ওখানে বুঝি নাচ গান হচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হয় সকলেই যেন সকলের কাছ-ছাড়া…কেউ কারুর নয়। ঐ জাহাজ হয়তো কালই নীরার আরোগ্যালয়ের পাশ দিয়েই যাবে। তখন হয়তো নীরা আর এ-জগতে থাকবে না। কিন্তু ওর যাত্রীরা তেমনিই নাচবে গাইবে—যতদিন এ-পৃথিবীর বুকে তাদের একটুখানি আনন্দের উদ্বৃত্ত থাকবে—যতদিন তাদের চঞ্চল চরণে গতির এক কণা পাথেয় থাকবে। তারপর? সব শেষ! জীবনের এ-অবসানের দিকটার কথা এ-ভাবে কখনো ভাবেনি তো সে!

* *

*

আনা জিজ্ঞাসা করল: "কী বলো?"

স্বপন মৃদুস্বরে বলে: "আমি কী বলব?"

আনা পরিহাসের সুরে বলে: "তুমি না আমার অভিভাবক?" ব'লেই ভুল বোঝে। ওরা যে সে চটুল চপল হাসি ঠাট্টার সম্বন্ধ থেকে কতখানি দূরে স'রে গেছে এ-পরিহাসের আকস্মিক বিসদৃশ বেসুরে দুজনেই একযোগে বুঝতে পারে যেন। আনা তার ব্যর্থ হাসির জের টেনে বলে: "কিন্তু অভিভাবকের আর দরকার নেই—আমি যেতে পারি, কেন না আমার শরীর ভালো হ'য়ে গেছে।"

স্বপন এবার মুখ তুলে বলে: "এ-কথা তো সত্যি নয় আনা। তোমার চেহারা গত দুসপ্তাহে ফের কত ম্লান হ'য়ে গেছে আয়নায় দেখতে পাওনি কি?"

আনা ফের জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে এনে বলল: "ছাৎ। ও একটু সামান্য ঠাণ্ডা লেগেছে—তাই! কিন্তু তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম দেখেছিলাম নিচে—"

—"পেয়েছি।"

—"কার ?"

স্বপন বিপন্ন কণ্ঠে হঠাৎ ব'লে ফেলে : "চাঙের।"

আনা ওর মুখের দিকে চেয়ে বলে : "চাঙের ? দেখি।"

—"এমন কিছু নেই দেখবার—সে লিখেছে—"

আনা রূপালি হাসির ঝর্ণা বইয়ে দিয়ে বলে : "মিথ্যা যদি বলোই বন্ধু হাতে হাতে ধরা পোড়ো না।" ব'লে লঘু সুরে বলে : আমি জানি গো জানি, ও-তার ক্যাণ্টনবাসীর নয়—স্পেনবাসিনীর। দাও—" ব'লেই তার বুক পকেট থেকে "এই যে" ব'লেই ছোঁ মেরে তারটা কেড়ে নিল।

—"আহা কী করো আনা ?"

—"বলিনি—এখন থেকে পূর্ণ মৈত্রী ? সুতরাং এ-তার দেখার অধিকার আমার মারে কে ? দেখি রাজকন্যা কী বলেন ?

স্বপন টেলিগ্রামটা ঠিক অমনি ছোঁ মেরে কেড়ে নিতে যায়। কিন্তু আনা সতর্ক ছিল, চক্ষের নিমেষে লাফিয়ে ব্যালকনির উপর গিয়ে দাঁড়ায়। স্বপন তাকে ছুটে ধরতে যাবে এমন সময়ে ও শার্সিটা দড়াম ক'রে বন্ধ ক'রেই ছিটকিনিটা দেয় ফেলে। স্বপনের এমন অসম্ভব রাগ হয়!... সঙ্গে সঙ্গে একটা অনির্দ্দেশ্য অথচ নিশ্চিত আশঙ্কায় তার সমস্ত মনটা হ'য়ে ওঠে কালো! সে আনাকে একদৃষ্টে দেখতে থাকে শার্সির মধ্যে দিয়ে। কেন যে টেলিগ্রামটা লুকিয়ে রাখেনি ছাই!...

লাফালাফিতে আনার মুখ ঈষৎ রাঙিয়ে উঠেছিল, টেলিগ্রামটা পড়তে পড়তে সে-মুখ ছাইয়ের মত বিবর্ণ হ'য়ে গেল। সে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে পাশের রেলিঙ চেপে ধরে। স্বপন সজোরে ধাক্কা মারতেই ছিটকিনিটা যায় ভেঙে। আনার কণ্ঠবেষ্টন করে ও।

—"অমন করছ যে ? আনা!"

—"ও কিছু না, মাথাটা কেমন হঠাৎ ঘুরে উঠল এক্ষুনি ঠিক হ'য়ে" —কথা জড়িয়ে আসে ওর—

আনাকে স্বপন ধ'রে ফেলে।...পরে ধীরে ধীরে নিজের বিছানায় এনে শোয়ায়।

বিপর্যয়

আনা চোখ বুঁজে বলে: "ভয় নেই, একটু মাথা ঘুরে উঠেছিল হঠাৎ।" ব'লে চোখ চাইবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না।

স্বপনের বুকের মধ্যে কে যেন ডমরু বাজায়!...ছি ছি...কেন মিথ্যা বলতে গেলে? অথচ ভেবেচিন্তে বলে নি তো! কেমন যেন আপনা আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে গেল! মুখ চোখ কান ওর গরম হ'য়ে উঠেছিল। আনার কপালের উপর ল্যাভেণ্ডার পটি লেপে দিয়ে আস্তে আস্তে ওকে পাখা করতে করতে বলে: "ডাক্তার সিয়েরাকে ফোন করব, আনা?"

আনা মাথা নেড়ে জানায়—"না"।

মিনিট পাঁচেক বাদে আনা চোখ খুলল। ডাকল মৃদু স্বরে: "স্বপন!"

—"এই যে!"

—"আমি একটু ভালো বোধ করছি, আমাকে আমার ঘরে শুইয়ে দেবে? একটু ধরলেই যেতে পারব।"

—"কাজ কি আনা? থাকো না এখানেই।" ব'লে স্বপন ওর পাণ্ডুর গালে হাত রাখল।

আনা মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল: "আমি একটু ঘুমবো।"

—"বেশ তো আনা, আমি এ ঘরেরই নীল পর্দাগুলো টেনে আরও অন্ধকার ক'রে দিচ্ছি।"

—"না না—আমার ঘরেই যাই। একটু একলা থাকতে চাই।"

স্বপনের বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে ওঠে! অথচ কী বলবে সে? —বলবার আছে কী?

—"কী? কথা কচ্ছ না যে?"

স্বপনের চমক ভাঙে: "ও—হ্যাঁ। তা চলো।"

ও আনাকে অতি সন্তর্পণে ধ'রে ওঠায়। অতি স্নেহের সঙ্গেই ওকে ধরে বটে কিন্তু অবসন্না বাহুলগ্নার কোমল দেহের উত্তাপ যখন তার পঞ্জরে লাগে তখন তার স্নেহের মধ্যেও হঠাৎ ফেটে পড়ে ফের সেই আবিলতা। ও চঞ্চল হ'য়ে উঠে ডানহাতে আনার কটীবেষ্টন ক'রে নিয়ে চলে। আনার মাথা ঠিক ওর কাঁধের 'পরে, আর বাঁ হাত ওর গলা জড়িয়ে। পা টলছে, ওর উন্মুক্ত কণ্ঠ দপ্ দপ্ করছে এত জোরে যে, স্বপন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে!…ওর ইচ্ছা হয়…কিন্তু না। এ-সব ভাবনা আর কেন?

* *
*

—"তা হ'লে আমি যাই আনা?"—যতখানি কোমলতার সম্পদ ওর ছিল ওর এ-স্বরভঙ্গীর সূক্ষ্মতম রেশের মধ্যেও নিঙ্ড়ে শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত ও ঢেলে দেয়—উজাড় ক'রে।

আনা স্তিমিতকণ্ঠে বলে: "ধন্যবাদ মনামি। কেবল ঐ সবুজ আলোটা জ্বেলে দাও—সঙ্গে ওর ঘোমটাটা—হ্যাঁ, ওটাও আর একটু টেনে দাও —ধন্যবাদ। চাপা সবুজ আলোয় অনেক সময় আমার স্নায়ুগুলো আরাম পায়।"…

স্বপন অতঃপর ওর কাছে এসে দুই গালে দুই করতলের নিবিড় চাপ দিয়ে বলল : "ঘুমোও শেরি !"

চক্ষের নিমেষে আনা দুহাতে ওর গলা জড়িয়ে ওর মুখ নিজের বুকের মধ্যে টেনে ধরল চেপে। স্বপনের দেহে বিদ্যুৎ ওঠে জেগে। কিন্তু কী কোমল বিদ্যুৎ !...

হঠাৎ আনার কান্নার শব্দ। স্বপন ওর বুক থেকে মুখ তুলল।—"কী আনা ?"

আনা পাশ ফিরে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে থাকে।

—"ছি আনা। অমন করে কি ?"

কোনো শব্দ নেই। কেবল রুদ্ধ-ক্রন্দনে ওর দেহ থর থর ক'রে কাঁপছে।

স্বপন ওর মুখের খুব কাছে ঝুঁকে বলল : "ছি আনা, তোমার শরীর—"

কিন্তু এমন খাপছাড়া শোনায় !...

স্বপন কী যে বলবে ? অথচ ওর দেহে মনে তখন আধফোটা গোলাপের ভিতরকার মখমলের-মতন-কোমলতা !...তার মনে জেগে ওঠে বিষাদ !...মানুষ কী নিঃসহায় ! একটা সামান্য টেলিগ্রামের কয়েকটি শব্দ পড়া...আর কী বিপ্লব ঘ'টে গেল ?

কতক্ষণ এ-রকম অসহায় ভাবে কাটে ওরা কেউ জানে না। হঠাৎ আনা ওর দিকে ফিরতেই স্বপন ওর গণ্ডে হাত রাখল। তৎক্ষণাৎ আনা আবার ওর গলা জড়িয়ে ধরল। ওদের ওষ্ঠাধর হ'ল মিলিত—বিলম্বিত চুম্বনে।...

স্বপনের দেহ আবেশে স্নিগ্ধ হ'য়ে আসে। সব সে ভুলে যায় আর কি... হঠাৎ ঐ আবার আনার কান্না।...এ কী ! এ যে প্রায় হিষ্টিরিয়া !

স্বপন সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে।...ওকে এত বিবশ সে তো দেখেনি কখনো।

হঠাৎ আনা বলল: "আমার মাথা বড্ড ঘুরছে স্বপন—চোখে অন্ধকার—কাছে এসো।"

স্বপন তার পাশে অর্ধশায়িত ভাবে শুয়ে তাকে বাহুপাশে টেনে নিয়ে হাওয়া করতে লাগল।...হঠাৎ মনে হ'ল আনার যেন সাড় নেই। ও ভয় পেয়ে গেল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম...হাত শক্ত। একটু ভরসা পেলে। মূর্ছা।...বাঁচা গেল। টেলিফোন ধরল।...

—"ডাক্তার সিয়েরা।"

—"এক্ষুণি আসুন একবার। মাদমোয়াসেল দ্যুপঁ মূর্ছা গেছেন।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডাক্তার সিয়েরার মোটর-হর্ণ শোনা গেল।...

পাখা রেখে স্বপন উঠে দাঁড়াল। টর্চটা আনার মুখের কাছে ধরল।

মূর্ছা কেটে গেছে। এখন ঘুমচ্ছেন, থাক। ঘুমতে দিন। এখানে কথা না। বাইরে চলুন।"

স্বপন বাইরে এল।

—"ব্যাপারটা কী?"

স্বপন নতমুখে বলল: কী আর? পারিবারিক দুর্ঘটনা—একটি তার।"।

—"ঐ তো।" ডাক্তারের মুখে বিচক্ষণ হাসির চকিত আভা খেলে গেল।

—"কী করব বলুন?" স্বপন মুখ নিচু করল।

ডাক্তার হাসলেন: "আপনি আর কি করতে পারেন? শুধু এইটুকু জেনে রাখবেন যে—ভয় পাবেন না, এখনো তেমন ভয়ের কিছু ঘটেনি—তবু সাবধান হ'তেই হবে। কেবল—"

—"কী? বলুন নিঃসঙ্কোচে।"

—"এমন কিছু না। এ সময়ে সেক্স-সংক্রান্ত কোনো উত্তেজনাও—কিছু মনে করবেন না মসিয়ে—"

"না না। আপনার ফী।"

ছি ছি!—শেষে ডাক্তার সিয়েরাও তাকে ভাবলেন—? লজ্জায় তার শরীর শির্ শির্ ক'রে উঠল!···অথচ কে না ঐ কথাই ভাববে—? আর এমন যোগাযোগ—যে, সব চেয়ে নিষ্ফল—প্রতিবাদ।·· ভাগো আজই সন্ধ্যা আসেনি!···

লকেট

স্বপন সমুদ্রের ধারে একলা একলা খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ায়।—কতক্ষণ?—ও নিজেই জানে না। যখন ফিরল—হোটেলের ডিনার সমাধা হ'য়ে গেছে। ওর পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করল খাওয়া হয়েছে কি না? ও অন্যমনস্ক ভাবে বলল: "হয়েছে।"

কিন্তু দোতলায় উঠে নিজের শয়নকক্ষে ঢুকল না, ঢুকল পাশে আনার ঘরে—নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে। আনা ঘুমচ্ছে। সবুজ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে স্তিমিত আলোও ঘুমিয়ে পড়েছে ওর মুখে। কী সুন্দর!···ও মুগ্ধ-নেত্রে চেয়ে থাকে!···আনার মুখে একটুকরো ছিন্ন হাসি লেগে যেন!·· থেকে থেকে ঠোঁট দুটো সামান্য কেঁপে কেঁপে উঠছে! সবুজ আলোয় 'মোভ' রঙের ব্লাউসটা এত অপূর্ব দেখাচ্ছে!···দু-একটা চূর্ণ-কুন্তল অল্প নড়ছে—পাশের জানালার একটা ছোট পাখী দিয়ে সামান্য ঝিরঝিরে হাওয়া

আসছে কি না। সেই লকেটওয়ালা সরু সোনার হারটা ওর উন্মুক্ত কণ্ঠে দীর্ঘচ্ছন্দ নিঃশ্বাসের তালে তালে উঠছে পড়ছে। স্বপনের হঠাৎ বাসনা ওঠে জেগে!…আর একটু কাছে স’রে যায়।—সত্যিই ওর ম্লান মুখে স্তিমিত হাসির রেশ। ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছেই বটে। কী সুন্দর! চোখ ওর আর ফেরাতে ইচ্ছে করে না। ইসাবেলা, সন্ধ্যা কেউই বুঝি এত মায়াময়ী নয়। রূপে হ’তে পারে, কিন্তু লাবণ্যে নয়। সন্ধ্যা? সুন্দরী নিশ্চয়ই। কিন্তু এমন বিষাদময়ী মাধুরী তার মুখে ফুটে উঠবে কী ক’রে? ইসাবেলা? তার রূপ চোখ ঝল্‌সে দেয়—সত্য, কিন্তু মনকে এমন ক’রে ডাকতে পারে কখনো?…ভাবতে তার অন্তরের নিভৃতে কেমন একটা গর্ব জাগে…এমন যে আনা—সে একান্ত ক’রে তাকেই চায়!…কিন্তু সে হিল্লোল ক্ষণিকের…তার পরেই গর্ব বিষাদে ভেঙে পড়ে! এত কাছে ও…তবু কত দূরে!

কত দূরে! কথাটা উচ্চারণ করতে ব্যথা বাজে!…

সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে সেই আকাঙ্খা ওঠে জেগে! সুদূরকে সমীপে-ডাকার সেই চিরন্তন আকুতি!…এত ইচ্ছা করে আনাকে জাগাতে!‥কাছে পেতে!…বাধা?—কেন? একরাত্রির জন্যেও কি ও সব ভুলতে পারে না? বলতে পারে না: ভুলবে কর্ত্তব্য, ভুলবে সমাজ—ভুলবে সব? নিজের ’পরেও জাগে দয়া: এখানে এসে অবধি শুধুই কুণ্ঠা ও দ্বন্দ্বের দোলা! এই-ই কি তার ভাগ্য-বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান: এই অশ্রান্ত দোলা—দোলা—দোলা?…বিধাতার প্রতি ক্ষোভে তার মনটা ওঠে বিরস হ’য়ে: কেন? কী জন্যে এত শত বিড়ম্বনা? কী ক্ষতি হ’ত কার শুনি, যদি…

না—এ চিন্তাও পিছল! তা ছাড়া আনার দেহ মন এত অসুস্থ! তার উপর ডাক্তার গ্রিয়েরার অর্থপূর্ণ মৃদু হাসি! সব চেয়ে বড় কথা:

তাঁর সাবধান-বাক্য!…অসম্ভব! ও না এসেছে আনার অভিভাবক হ'য়ে?

স্বপন প্রাণপণে মুখ ফেরায়। ওর মনের মধ্যে একটা স্বর বলে: "করছ কী? জীবনে এ-হেন সুযোগ দুবার আসে না, মনে রেখো।" অন্য স্বরটা মৃদু কিন্তু গভীর, স্বপন স্পষ্ট শোনে: "পালাও, পালাও।"

প্রথম স্বর তখন বলে যেন ব্যঙ্গের সুরে: "মূঢ়! পালিয়ে আত্মরক্ষা।"

দ্বিতীয় স্বর অমনি বলে: নয় কেন? তখন প্রলোভন বড়ই প্রবল হয়ে ওঠে…"

না। ও ফিরবেই। কেবল…কেবল আর একবার—একটিবার মাত্র দুচোখ ভ'রে দেখে নেবে আনার অসম্বৃতা রূপ। এসে দাঁড়ায় ওর শিয়রে। ঠিক সেই মুহূর্তেই শোনে আনা ঘুমের ঘোরে কী বলছে। কার নাম?—ওর সমস্ত বুকের রক্ত মাথায় শিম্ শিম্ ক'রে উঠছে!… ওর মুখের খুব কাছে কান নিয়ে গেল। "স্বপন"—বলেই আনা একটু চুপ করে। খানিক পরে: Que tu es cruel mon cheri!"*

স্বপন? স্বপন "নিষ্ঠুর"! এ-কথা তো কোনোদিনই কেউ বলেনি। লোকে তো ওকে উচ্ছ্বাসীই বরাবর ব'লে এসেছে। আনার মনে এই ধারণাই থেকে যাবে ছাড়াছাড়ির সময়েও?—নিষ্ঠুর ও? বটে! ও আরো ঝোঁকে ঘুমন্ত আনার কথা শুনতে—

আনার ঘুম ভাঙল না—কিন্তু আশ্চর্য!—ওর হাত দুটি স্বপনের গলা জড়িয়ে ধরল। ঘুমের ঘোরেই? হাঁ, নিদ্রিতা আনা জাগ্রত স্বপনকে বুকে টেনে নিল। আর ঠিক সেই স্পর্শেই ওর ঘুম গেল ভেঙে। স্বপন মাথা তুলল। শুভদৃষ্টি!

* তুমি কী নিষ্ঠুর প্রিয়। † এসো প্রিয়!

আনা মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল হ'য়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে ; পরে হঠাৎ ওর পাংশু গণ্ডে জাগে রং, ঠোঁটের প্রান্তে হাসি : "Veins cheri" † ব'লেই ওর মুখ নিজের মুখের কাছে টেনে নেয় : বিচ্ছেদ আর বুঝি আসবে না সে-চুম্বনে।

আনার বাহুবন্ধন আরও নিবিড় হ'ল...আরও...আরও...

স্বপনের বুকের মধ্যে সেইস্বর শেষবার বলে : "এখনো সময় আছে।"

কিন্তু এমন সময় জীবনে কি আসে না—যখন সময় আর থাকে না ?

আনা অস্ফুটস্বরে বলে : "এসো।"

স্বপন প্রাণপণে সংযতসুরে বলে : "কিন্তু"—

আনা মৃদু হাসে : "একটা রাতের জন্মেও ? ছী ! Que tu es cruel caro mio !"

ওর মুখে তো কই, বিষাদের বা আশঙ্কার বাষ্পও নেই ! বাঁধভাঙা আবেগের স্রোতে সব কি গেছে ধুয়ে মুছে উধাও হ'য়ে ভেসে ?

সত্যি, এমন সময় জীবনে আসে—যখন আর সময় থাকে না।...

সহসা

পূবের আকাশে একটা সরু সোনার রেখা...তার উপরেই একটি পাতলা ছাইরঙের মেঘের ভিতর দিয়ে ম্লান একটিমাত্র তারা !...

স্বপনের মন অবসাদে গেছে ভ'রে !..."কী করলে আনা ?"

আনার মুখে শুধু ঝিকিমিকি ? "কেন শেরি ?" ব'লেই ও স্বপনকে বাহুপাশে টেনে নিল।

—"যখন জানতে—যে—"

—"কী ?"

—"এ-সময়ে মানে...পুরুষেরা কত দুর্বল ! তাছাড়া—

আনা হাসে এবার : "তাছাড়া—কী ?"

—"যখন জানতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া—মানে—আমার পক্ষে"—ব'লেই সে থামল।

—"অসম্ভব ?"

স্বপন বালিশে মুখ লুকোলো। তার বুকের মধ্যেটা এত ভারি হ'য়ে ওঠে !...

আনা জোর ক'রে তার মুখ তুলে ধরে : "ক্ষতিপূরণের কথা মনে হ'ল কেন স্বপন ? কে চেয়েছে ক্ষতিপূরণ :"

স্বপন কথা খুঁজে পায় না।

আনা স্বপনের মাথা তার বুকের মধ্যে ডুবিয়ে ধ'রে বলে : "আমার কাছে যে এইটেই সবচেয়ে বড় লাভ স্বপন। ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারো এক তুমি—কেন না ক্ষতি যদি কারুর হ'য়ে থাকে সে এক তোমার।"

—"আমার ?"

—"নয় ? তোমাদের কাছে এর চেয়ে পাপ কি আর আছে ?—পরকীয়ার দেহ !...বাপরে !"

স্বপনের বেঁধে...কী বলবে সে ?

—"আচ্ছা স্বপন ! তুমি অস্পৃশ্যতা মানো না ?"

—"না ! কাটিয়ে উঠেছি।" হঠাৎ এ কী প্রশ্ন ?

—"ভুল কারো মিয়ো, ভুল। অস্পৃশ্যতার অশুচিবোধ মিশে তোমার প্রতি রক্তকণিকায়। শুধু খাওয়া-ছোঁওয়া ছেড়ে সে একটু—সামান্য একটু উঁচুতে উঠেছে মাত্র।"

—"কিন্তু"—স্বপন ফের মাঝপথে থেমে যায়।

—"এতে পাপ কোথায় স্বপন?" আনা হাসে…সেই ম্লান হাসি… আরও ম্লান।

নিরুত্তর।

আনার মুখের হাসি যায় মিলিয়ে: "স্বপন, তুমি না আর্টিষ্ট?"

স্বপন প্রশ্নোৎসুক ভাবে তাকায় ওর মুখের পানে। আনার সুর আরও গাঢ়, আরও মৃদু হ'য়ে আসে: "একটা কথা কল্পনা করতে পারো স্বপন?"

"—কী?"

—"যদি কোনো মেয়ে ছেলেবেলা থেকে শিক্ষা পেয়ে এসে থাকে… শুধু শিক্ষাই নয়, অনুভব ক'রে এসে থাকে যে, মন যখন মনকে সব চেয়ে বেশি টানে তখন তার দেহও সে-আকর্ষণকে প্রতি দেহকণা দিয়ে করতে চায় অনুভব; যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সে রাতের পর রাত এই অনুভব, এই আকাঙ্ক্ষারই স্বপ্ন দেখে, যদি সে দিনের পর দিন, কেবল তার সেই স্বপ্ন-পূরণেই কামনা করে তা হ'লে—"

আনার স্বর গাঢ় হ'য়ে আসে…সে আত্মসংবরণ ক'রে গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলে: "তা হ'লে সেই আশা-পূরণকে বিধাতার আশীর্বাদ ছাড়া সে আর কি কিছুই ভাবতে পারে?— পারো কি কোনো নারী-হৃদয়ের এ-ভাষা বুঝতে?"

স্বপনের বুকের ভিতর জ'মে ওঠে বেদনার মেঘ!

আনা ওকে চুম্বন ক'রে বলে: "না, অনুতাপের কুজ্ঝটিকায় এ-ভাষার আলো-কে মনে হয় আঁধার?"

স্বপনের স্বর ভারি হ'য়ে ওঠে: "তোমার কি সত্যিই এর জন্যে কোনোদিন পরিতাপ…"

কথাটা অসমাপ্তই থেকে যায়।

আনা ম্লান হাসে: "তাই তো বলছিলাম স্বপন, অস্পৃশ্যতা—অশুচিবোধ তোমাদের মজ্জাগত—তোমাদের কাছে আনন্দের চেয়ে আইন বড়, মিলনের চেয়ে মন্ত্র।"

স্বপনের কর্ণমূল উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে: তোমার তিরস্কারের আমি অযোগ্য নই আনা—"

আনা হঠাৎ ওর মুখ নিজের কাছে টেনে নিয়ে গাঢ়স্বরে বলে: "মাফ করো আমাকে স্বপন।"

—"কেন আনা?"

—"তুমি আমার জন্যে এত করেছ—এত দিয়েছ কিন্তু আমি তোমাকে তিরস্কার করতে সাহসী হয়েছি—বিশেষ করে দোষ যেখানে আমারই। আমি অতি…" তার পরে রুদ্ধপ্রায় স্বরের মধ্যে শুধু শোনা যায়: "হীন"।

—"এ কথা কেন ভাবছ আনা?" স্বপন ব্যগ্রভাবে ঝুঁকে পড়ে ওর মুখের পানে।

আনা হঠাৎ ওকে ঠেলে দিয়ে বালিশে মুখ লুকিয়ে বলে: "সত্যিই আমি হীন, স্বপন। আমি জেনেশুনে দিনের পর দিন ফন্দি এঁটেছি, অভিনয় করেছি তোমার সঙ্গে।"

স্বপন ওকে আদর ক'রে কাছে টেনে নিয়ে বলে: "না আনা, তুমি তা পারো না।"

—"পারি স্বপন—তুমি জানো না মেয়েরা কতখানি অভিনয় করতে পারে। মেয়েরা নিজেরাই জানে না অনেক সময়।" ব'লে একটু থেমে: "বলবই আজ।" চোখের জল আর ওর বাধা মানে না।

—"কী এমন কথা?" স্বপনের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে।

—"আমি আজও অভিনয় করেছি—

—"কখন !!"

—"এইমাত্র—যখন তুমি আমার খাটের ধারে ব'সে আমায় বিস্রস্ত—আমাকে দেখছিলে।"

—"সে কি ! তুমি জেগে ছিলে ?"

—'আমি কি সারারাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছি ভাবো ? কেবলই কামনা করেছি যদি তুমি একটিবার আসো !"

স্বপনের বুকের স্পন্দন দ্রুত হয় !..."সত্যি ?"

—"সত্যি, স্বপন। আমি সব করতে পারি—এমন কি—" বলতে বলতে আবার ওর স্বর অশ্রুতে আবিল হয়ে আসে..."এমন কি... আমার...ঘুমের ঘোরে তোমার নাম করাও...ভাণ। আমার সবই ভাণ—ভাণ—ভাণ ? ভাণ ছাড়া আমার কিছুই নেই।"

ব'লেই ও কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

স্বপনের মন গভীর করুণায় ছেয়ে যায়। সেখানে শুধু একটি মিড়ই বেজে উঠতে থাকে নানা রাগে, নানা তালে, নানা অনুকম্পার গমকে : "আহা !"

আনাকে ও কাছে টেনে নেয়। হঠাৎ আনা তড়িৎস্পৃষ্টের মত ওকে প্রাণপণে চেপে ধরে। তার পরে জেগে ওঠে কান্না—সে কী কান্না !—

স্বপন আকুল কণ্ঠে বলে : "ছি আনা, শোনো, লক্ষ্মীটি ! আমি তো—শোনো কথা একবারটি—আমি শপথ ক'রে বলছি আমি একটুও কিছু মনে করিনি এ-কথায়। আনা, ওঠো—শোনো—অমন করে না—আমি কথা দিচ্ছি"—কিন্তু কী কথা দেবে ? প্রতিশ্রুতি অর্ধপথে রেখেই ও থেমে যায়।

আনার কান্নার উচ্ছ্বাস একটু কমে, অশ্রুরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলে : "কেবল এইটুকু জেনে আমাকে ক্ষমা কোরো স্বপন, যে, সত্যিই বড় শূন্যতার মাঝখানে এ অভিনয় করতে হয়েছে আমাকে—নইলে—তোমার বিবেকবুদ্ধিকে ধূলিসাৎ করতে কি আমায় বাজেনি ভাবো? যাকে এত ভালোবাসি"—ওর কণ্ঠ আবার বাষ্পরুদ্ধ হ'য়ে আসে—বলে: "আমি অত হীন নই স্বপন, সত্যি বলছি, বিশ্বাস করবে না? করবে না?"

—"কেন করব না আনা? নিশ্চয়ই করবো—"

আনার চোখ জলে ভ'রে আসে। স্বপন ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে কোমলতম কণ্ঠে বলে: "ছি আনা! অমন আকুল হোয়ো না লক্ষ্মীটি! তোমাকে আমি কখনো বিচার করব না—"

—"সে তোমার উদারতা স্বপন, আমি তো আমার চোখে ছোট হ'য়েই রইলাম। তা ছাড়া এ তো দয়া—যা বাজে সব চেয়ে—"

স্বপন বাধা দিয়ে বলে: "দয়া কেন আনা? তোমাকে আমি কি কোনোদিনও ভুল বুঝতে পারি মনে করো?"

আনা এর উত্তর না দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল: "কেবল এইটুকু বুঝতে চেষ্টা কোরো স্বপন"—ব'লেই থেমে: "কিন্তু কেনই বা তোমার কাছে এ-কাঙালপনা। পরশু যখন সন্—সে আসবে···যখন আমি আর এখানে থাকব না...হয়তো চ'লে যাব দূরে···ক—ত দূরে··· তখন হয়তো তোমরা আমার কথা ভেবে বড় জোর একটুখানি 'আহা' ব'লেই তোমাদের কর্তব্য শেষ ক'রে যাবে...আর আমি চলব একলা-পথে—শুধু সেই করুণার হাসিকে পাথেয় ক'রে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করব—"

আনা একেবারে ভেঙে পড়ে। কান্নার শব্দ একেবারে রুদ্ধ···শুধু থর-থর ক'রে উঠতে থাকে···

স্বপন ব্যস্ত হ'য়ে ওর মুখ তুলে ধরতে যাবে এমন সময় আনার কম্পনও থেমে যায়—স—ব স্থির!—

স্বপন ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে যায়—ডাক্তারের কথা মনে পড়ে—কী হবে? আনার বুকের উপরে কান রাখে—কিন্তু হৃৎস্পন্দন কই? বিহ্বল হ'য়ে কিছুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে থাকে।—তারপর বিদ্যুদ্বেগে উঠে আশপাশের নানা ডেস্ক ড্রয়ার টানে—ল্যাভেণ্ডার স্মেলিং সল্টের শিশি খুঁজতে। কিন্তু—কই?—হাত কাঁপতে থাকে—হঠাৎ মনে হ'ল তার নিজের একটা স্মেলিং সল্ট্ আছে সুটকেসে। ত্বরিতপদে দরজা খুলতেই সমস্ত রক্তের প্রবাহ যেন জমাট হ'য়ে যায়: ওরই শয়নকক্ষ থেকে বেরুচ্ছে - সন্ধ্যা !!!

করিডোরে উজ্জ্বল বিজুলি আলোয় সন্ধ্যার মুখের প্রতিটি রেখা দেখতে পায় সে। বাঁকা ভ্রু দুটির নিচে চোখ দুটিতে হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি দেখতে পায় স্বপন। মুখোমুখি হওয়ামাত্র ওর মুখের রঙ যেন ফুৎকারে নিবে যায়!—স্বপনের বক্ষপঞ্জরের কবাটে যেন কোন্ এক ক্ষিপ্ত কয়েদী মাথা ঠুকছে। সে এমন কি—এগুতেও পারে না এক পা।

সন্ধ্যার চোখের হাল্কা হরষ গুরুভার বেদনায় রূপান্তরিত হয়!... কপালে কয়েকটা রেখা মুহূর্তকালের জন্তে তরঙ্গায়িত হ'য়ে ওঠে...কিন্তু অব্যবহিত পরেই যায় মিলিয়ে। ওর উদ্যত দক্ষিণ চরণ যায় থম্‌কে। বুকের কাপড়টা ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে টেনে ও একটু হাসবার চেষ্টা করে—

কিন্তু চোখের চকিত উৎকণ্ঠা আনন্দ বিস্ময়...বুঝি একটা ছায়া সন্দেহের মেঘলা আলোও বা আসে ছেয়ে···সে হাসির রেশকে দেয় ডুবিয়ে।

প্রায় এক মিনিট এই অনৈশ্চিত্যের মধ্যে কাটে।

স্বপনের মনে হয় বুঝি এ এক মিনিটের নিস্তব্ধতার মধ্যে কয়কাল আত্মগোপন ক'রে আছে সঙ্গে সঙ্গে তার কি জানি কেন মনে হয় এ যেন একটা নাটকীয় দৃশ্য বা···

—"সন্ধ্যা! এ-সময়ে!! তোমার না পরশু রওনা হবার কথা ছিল?"

কুণ্ঠিত হেসে সন্ধ্যা বলল: "হাঁ, কিন্তু কায়রোতে একটু সুবিধে হ'য়ে গেল—একটা আগেকার প্লেন লেট ছিল—সেইটে ধরলাম দুদিন আগে পৌঁছতে চেয়ে।

—"আণ্ট গ্রেস কোথায়?"

—"আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে নীসে গেলেন তাঁর সেই ভাগ্নির কাছে। বলে গেছেন: বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।"

—"কিন্তু আমার ঘর"—স্বপন কী যে বলবে—!···

—"ম্যানেজারের হাতে আণ্টি আমাকে তোমার স্ত্রী ব'লে সঁপে দিয়েই গেলেন চ'লে। তোমার ভ্যালেট পৌঁছে দিয়ে গেল তোমার ঘরে।" ব'লে জোর করে ক'রে মুখে হাসি টেনে বলল: "কিন্তু তোমার শোবার ঘরে—তুমিই নেই—তা আবার শেষ রাতে!"

স্বপন লজ্জা চেপে কাঠ হাসি হেসে বলে: "বাঃ—রাতে বুঝি কেউ ওঠে না?"

সন্ধ্যা হঠাৎ ব'লে বসে: "ওঠে…কিন্তু পাশের কোনো শোবার ঘর থেকে বেরোয় কি?"

স্বপনের মুখ রাঙা হ'য়ে ওঠে। সন্ধ্যা সামলে নেয়: "আনার আবার অসুখ করেছে বুঝি?"

নিমজ্জমান সাঁতারু যেমন সাগ্রহে তৃণখণ্ড চেপে ধরে বাঁচবার চেষ্টা করে স্বপনও সেইভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, বলে: "হাঁ, সারারাত হাওয়া করতে হয়েছে। কিন্তু তবু—"

—"ঘুম এল না?"

—"ঘুম ত দূরের কথা—যা ছটফটানি!"

—"অসুখটা কী—বলো তো?"

—"খানিকটা হিস্টিরিয়াই বলতে হবে—এইমাত্র মূর্ছা গেল ফের।"

সন্ধ্যা অস্ফুটস্বরে চীৎকার ক'রে উঠে বলে: মূর্ছা! চলো তো দেখি।" ব'লেই এগোয় দু'পা।

স্বপনও এক পা এগিয়ে ওর কাঁধের উপর হাত রেখে বলে: "একটু দাঁড়াও, আগে আমার ঘর থেকে স্মেলিং সল্ট…"

সন্ধ্যা ত্বরিতগতিতে স্বপনের শোবার ঘরে ঢুকে ওর একটা ছোট্ট মরোক্কো-মোড়া হাতবাক্স ও একটা জাপানী হাতপাখা ছোঁ মেরে তুলে নিয়েই এগোয়।

রঙ্গমঞ্চ

প্রায় দশ মিনিট গেছে কেটে।

সন্ধ্যা আনার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে ক্রমাগত হাওয়া করছে। মাঝে মাঝে স্বপনকে এটা-ওটা ফরমাশ করছে: কপালের পটিটা ও-ডি-কলোনে ভিজিয়ে দিতে, স্মেলিং সল্টটা ধরতে, নাড়ীটা দেখতে—

স্বপন একবার একটা প্রশ্নের অবতারণা করেছিল, কিন্তু সন্ধ্যা মৃদু সুরে "শ্—শ্—শ্" বলাতে থেমে যায়। ও খাটের কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আলগোছে ব'সে। প্রায়ই পটিটা ভিজাতে ঝুঁকতে হচ্ছে যে।

আরও পাঁচ-সাত মিনিট এইভাবে কাটে ওদের।

* *
*

"মনামি—শেরি—"* ব'লে আনা চোখ মেলতেই দৃষ্টি পড়ে বীজনরতা সন্ধ্যার আনত মুখের 'পরে।

দৃষ্টি ঘোলাটে...কপালে কয়েকটা রেখা ঢেউ খেলে যায় চকিতে। কিন্তু ভাবনারও যেন স্থিতিশক্তি নেই আর: রেখায়িত ললাট আবার হ'য়ে ওঠে নিস্তরঙ্গ। আনা স্তিমিত-নেত্রে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বিহ্বল সুরে বলে: "স্বপন?"

সন্ধ্যা ওর রেশমী রুমালের পটিতে আরও একটু ও-ডি-কলোন ছিটিয়ে ইংরাজিতে বলে: "না, আমি সন্ধ্যা। আমার কথা হয়তো শুনে থাকবে।" তার মুখে স্মিত ঔৎসুক্যের স্নিগ্ধতা।

আনার অর্থহীন দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে যেন প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—কিন্তু

* বন্ধু আমার, প্রিয়!

তক্ষুনি আবার এলোমেলো হয়ে যায়: "স-ন্-দা ? Vous ?"* .

সন্ধ্যা ইংরাজিতে কোমল সুরে বলে: "হাঁ। কিন্তু এ-সমস্যা নিয়ে এখন মাথা-ঘামানোর দরকার নেই। এখন চোখ দুটি বুঁজে একটু ঘুমও তো।"

আনা বিবশভাবে চোখ বোজে।—হঠাৎ কেঁপে ওঠে।—

স্বপন উৎকণ্ঠিত সুরে বলে: "আবার মূর্ছা না কি ?"

সন্ধ্যাও চাপা সুরে বলে: "না মূর্ছা কেটে গেছে— একটু ঘুমুতে দাও।"

স্বপন বাক্যমূঢ় ভঙ্গিতে একবার আনার মুখের 'পরে চোরা চাউনি রেখেই সরিয়ে নেয়। নিজেকে এতখানি অকেজো বুঝি ওর কোনোদিন মনে হয়নি। যেন এ-অর্থ-স্পন্দিত জগতে কেবল ও-ই একলা নিঃসঙ্গ, নিস্পন্দ নিরর্থক। যেন...

সন্ধ্যা ফিশ্ ফিশ্ ক'রে বলে: "পায়ের কাছের জানালাটা খুলে দাও তো। হাওয়া চলাচল যত হয় ততই ভালো।"

সন্ধ্যার আদেশ ম'ত জানলাটা খুলে দিয়ে স্বপন আবার এসে দাঁড়ায় আনার শিয়রে। কিন্তু এবার আর বসতেও যেন ভরসা পায় না। মাথার মধ্যে চিন্তাগুলো কেমন যেন এলোমেলো হ'য়ে গেছে।—ধারণার পারম্পর্য লুপ্তপ্রায়। কার্য-কারণ যেন জগতে সবই আল্‌গা হ'য়ে হঠাৎ ভেঙে গেছে একটা নাম-না-জানা প্রবল ঝাঁকুনিতে!—ঐ কি আনা? আর এই কি সন্ধ্যা—যার খোঁপার উপর রাঙা সূর্যালোক প'ড়ে এমন অপরূপ দেখাচ্ছে?

সন্ধ্যা বলে: "ও-ডি-কলোনের পেয়ালাতে একটু ঠাণ্ডা জল ঢালো তো এবার। একটু ডাইলিউট করা দরকার এখন—গন্ধটাকে ফিকে করতে। ঘুমবে কি না!"

* তুমি?

স্বপন যন্ত্রচালিতবৎ আদেশ-পালন করে।—সন্ধ্যা আনার কপাল থেকে পটিটা তুলে নিয়ে পেয়ালার জলে ভিজিয়ে আবার সযত্নে আনার কপালে লাগিয়ে দেয়।—কী সহজ নৈপুণ্য!—স্বপন ভাবে! এতটুকু আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নেই তো! এত নতুন লাগে সন্ধ্যার এ-রূপ!—কই দেখে তো এ-গৃহিণীপনা ওর মধ্যে কোনোদিনও ফুটে ওঠেনি? আনা ওর চেয়ে বয়সে দু এক বছর বড়ই হবে, কিন্তু আজ যেন ওর কাছে অসহায় সন্তানের ম'তই লুটিয়ে পড়েছে ওর কোলে, আর ও তাকে তুলে নিয়েছে ঠিক অসহায় শিশুটিরই মতই। হঠাৎ স্বপনের মনে পুঞ্জীভূত হ'য়ে ওঠে অবিশ্বাস। এ কখ না হয়!—বুঝি সবই স্বপ্ন—যেমনি হঠাৎ ঘনিয়ে উঠেছে তেমনি হঠাৎই যাবে উবে।··কি ভেবে ও নিজের চোখের পাতায় হাত দেয়। ফের চোখ খোলে। কই, সামনের দৃশ্য তো সমানই বাস্তব রয়েছে। হঠাৎ আনা চোখ মেলে তাকায়, তারপর ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করে: "Est ce que je me suis evanouie alors que vous me consoliez?" *

স্বপন ঘামতে থাকে। ঠিক এই সময়েই কি এমন প্রশ্ন করতে আছে? রুমালে কপাল মুছে ঘাড় নেড়ে জানায়—হাঁ।

সন্ধ্যা স্বপনকে বাংলায় জিজ্ঞাসা করে: "কী জানতে চাইছে?"

স্বপন বিপন্নমুখে হাসি টেনে বলে: "এই—অর্থাৎ—মানে—তোমার নাম আর কি।"

···সন্ধ্যা ওর কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে স্নেহভরে বলে: "স-ন্-ধ্যা।"

আনা চমকে ওঠে! মুহূর্তে ওর পূর্ণ সম্বিৎ ফিরে আসে। কী একটা

* যখন তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলে আমি বুঝি মূর্ছা গিয়েছিলাম?

ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যার চোখের'পরে চোখ রাখে খানিকক্ষণ। পরে স্বপনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে: "Votre femme, n'est ce pas ?" *

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসু নেত্রে স্বপনের পানে চাইতে না চাইতে সে বলে: "বলছে তুমি আমার স্ত্রী বটে তো ?" সত্য কথাটা বলতে পেরে ও সহজ ভাবে হাসার চেষ্টা করে। পারেও—এবার।

সন্ধ্যা বাংলায় জিজ্ঞাসা করে: "ও কি ইংরাজি বোঝে না ?"

স্বপন ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দেয়—বোঝে। আনা তক্ষুণি জিজ্ঞাসা করে: "Qu'est ce qu'elle demande ?" †

স্বপন এবার খুব স্পষ্ট সুরে ইংরাজিতেই উত্তর দেয়: "আমার স্ত্রী ইংরাজি জানে, ফরাসী জানে না তো। তাই জিজ্ঞাসা করছিল তুমি ইংরাজি বোঝো কি না ?"

আনা ধীরে ধীরে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল: "হ্যাঁ, আমি ইংরেজি বুঝি সন্ধ্যা। তবু যে এতক্ষণ ফরাসী ভাষায় কথা কইছিলাম সেজন্যে আমাকে ক্ষমা কোরো। আমার মাথার মধ্যে এখনোও কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।" শেষ কথাগুলোর মধ্যে বিষাদের রেশ যেন নিবিড় হ'য়ে উঠে !—

সন্ধ্যা সস্নেহে বলল: "ক্ষমা চাওয়ার কিছু দরকার নেই বোন—তুমি কেবল বেশি কথা বোলো না।" এই ব'লে ওর সেই মরোক্কো মোড়া হাত বাক্সটি থেকে একটি ছোট থার্মস ফ্লাস্ক বের ক'রে তার ঢাকনিটা খুলে ফেলে। সেটার মধ্যে একটি ছোট পেয়ালা উলটে বসানো।

আনা জিজ্ঞাসা করল: "ওটা কী ?"

* তোমার স্ত্রী, না ?

† ও কী জিজ্ঞাসা করছে ?

—"একটু গরম চা মাত্র।" ব'লে সেই বাক্স থেকেই একটা চামচ বের ক'রে আনার মুখে শিশুর মতন পাঁ-সাত চামচ দিল।

—"আরও একটু—"

আনা হাত তুলে নিরস্ত করে: "ধন্যবাদ। আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করছি।"

সন্ধ্যা খুব বিজ্ঞ তৃপ্তির সুরে বলে: "এই-ই তো চাই। এখন একটু ঘুমোলেই একেবারে সুস্থ হ'য়ে উঠবে।"

—"আমি কি এতক্ষণ তোমার কোলে মাথা দিয়েই—"

—"হ্যা, কিন্তু সেজন্যে একটুও লজ্জিত হবার দরকার নেই। এখন দরকার শুধু বিশ্রাম—ঘুম।"

আনা ক্ষীণ হেসে বলে: "অনেক ধন্যবাদ; কিন্তু এখন ঘুমোবারও সত্যিই দরকার নেই। চা খেয়ে বেশ ভালো বোধ করছি। থাক, আর হাওয়া করতে হবে না। তুমি এত ভালো শেরি।"

সন্ধ্যা আপত্তি ক'রে কি একটা বলতে যেতেই ও হেসে বলে: "বাঃ, আমার প্রাণদাত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাতেও পারব না?"

ঘরের গুরুগম্ভীর আবহাওয়া একটু যেন পাতলা হ'য়ে আসে।—আনা কিন্তু—বোধ হয় অজ্ঞাতসারেই—চোখ বোঁজে।

* *
*

আনা চোখ মেলে বলে: "এ কি! এখনো হাওয়া করছ? কের ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝি?"

সন্ধ্যা হেসে বলে: "ওকে কি আর ঘুম বলে ভাই? পনের মিনিটও হয়নি যে।"

—"তা হোক! এবার তুমি বালিশের ওপর আমার মাথাটা নামিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করতে যাও তো!"

স্বপন কথা কইল: "কিন্তু আর একটু—"

আনা এবার বেশ পরিষ্কার কণ্ঠে বলে: "না, আর ঘুমবার দরকার নেই। আর ঘুম হবেও না এখন। তা ছাড়া মাথাটাও বেশ হাল্কা মনে হচ্ছে।" ব'লে সন্ধ্যার পানে চেয়ে বলে: "লক্ষ্মীটি, আর হাওয়া নয়। আমাকে বালিশে শুইয়ে দাও।"

সন্ধ্যা কিন্তু ওর কথায় কান না দিয়ে ওর চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে আরম্ভ করে।

আনা আরামের সুরে অর্ধনিমীলিত নেত্রে "আঃ" ব'লে ওর হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে: "থাক, অত সেবা সইবে না ভাই আমার।"

সন্ধ্যা হেসে বলল: "কেন শুনি?"

আনাও হাসল: "শোনবার পালা এবার যে আমার। বলো তো, তুমি কি আজই এলে?"

—"নইলে কি কাল এসে লুকিয়ে বসেছিলাম?"

—"পৌঁছুলে কখন?"

—"ভোরবেলা—ঠিক যখন তুমি মূর্ছা গেছিলে।"

আনার চোখে অভিনিবেশের আভা ঘন হ'য়ে উঠল, হঠাৎ স্বপনের দিকে ফিরে প্রশ্ন ক'রে বস্‌ল: "Est ce qu'elle m'a vue dans vos bras?" *

স্বপন সন্ত্রস্ত সুরে বলল: "Mais non, restez tranquille. Il n'y etait personne ici alors." †

স্বপনের দিকে সন্ধ্যা প্রশ্নোৎসুক মুখে চাইতেই ও অম্লানবদনে

* ও কি আমাকে তোমার বাহুবন্ধনে দেখেছিল?

† না গো না. ওখানে কি তখন কেউ ছিল যে দেখবে?

বাংলায় বলল : "ও জিজ্ঞাসা করছে : এতটা উড়ে এসে তোমার তো তা হ'লে বড় ক্লান্ত লাগছে !

সন্ধ্যা ইংরাজিতে বলল : "একটুও নয় ভাই।"

আনার চোখে না-বোঝার ভাব ফুটে উঠল দেখে সন্ধ্যা একটু আশ্চর্য হ'য়ে বলল : "তুমি ওকে বলেছিলে না আমি বড় ক্লান্ত হ'য়ে এসেছি ?"

আনা তখনও যেন ঠিক বুঝতে পারে না—স্বপন তাড়াতাড়ি ইংরাজিতে বলল : "বাঃ, বললে না এইমাত্র যে," সন্ধ্যা এতটা পথ এরোপ্লেনে এসে নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ? দেখ দেখি, এখনও কী ভুল বক্‌ছ—তবু বলো যে, বিশ্রামের আর দরকার নাই।"

আনার চোখের বিহ্বল ভাবটা কেটে গেল,সে বলল : হাঁ হাঁ—বলছিলাম বটে।" ব'লেই চোখ বুঁজল। স্বপনের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে যেন।

সন্ধ্যা নতমুখে বাতাস করতে থাকে।···ওর মসৃণ ললাটে কেবল থেকে থেকে দু-একটা রেখা স্ফুট হ'য়ে ওঠে যেন···আবার যায় মিলিয়ে।

হঠাৎ আনা চোখ মেলে। স্বপন বেশ ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে...চোখে সে স্বচ্ছতা যে আবার ঢেকে গেছে ! যেখানে বাঘের ভয়···আনা ব'লে বসে : "Vous etes sur qu'elle ne le sait point ?" *

স্বপন বিব্রত বোধ করে। আনা করছে কী ? বার বার এ-রকমকরলে···

সন্ধ্যা বলে : "কী বলছে ?"

স্বপন হেসে বলে : "বলছে তুমি খুব বাহাদুর মেয়ে।"

আনা বলে : Qu'est ce que vous luidites ? J'espere que mon evanouissement—" †

* তুমি নিশ্চয় জানো তো যে ও এ-সবের বিন্দুবিসর্গও জানে না ?

† তুমি কী বলছ ? আশা করি আমার মূর্ছার—

স্বপন এবার ঈষৎ উষ্মার সুরেই বাধা দিয়ে ব'লে বসে: "Parlez anglais' je vous en prie, et ne posez pas de telles questions embarrassantes." * ব'লেই ফিরে হাসিমুখে সন্ধ্যার পানে চেয়ে বাংলায় বলল: "আনা বলছে কি জানো? বলছে ওর নাক এরোপ্লেনে চড়লেই মাথা ঘোরে।"

কিন্তু সন্ধ্যার মুখের উপর কখন যে মেঘের ছায়া এসে গেছে!...সে আনার দিকে চেয়ে একটু হেসেই বিমনা হ'য়ে কী ভাবতে ভাবতে পাখা করতে থাকে। স্বপনের মনে এমন উৎকণ্ঠা আসে ঘনিয়ে!...তাড়াতাড়ি ইংরাজিতে বলে: "আনা, সত্যিই তোমার একটু ঘুমোনো দরকার এখন। ডাক্তার সিয়েরা তো বলছেন জানোই যে, তোমার সব চেয়ে বেশি দরকার এখন বিশ্রামের।"

সন্ধ্যার মুখের শুষ্ক ভাব কোমল হ'য়ে এল: "হ্যাঁ, সত্যি। তুমি একটু ঘুমও তো দেখি। লক্ষ্মীটি!"

আনা নিমীলিত নেত্রে বলল: "না—না।"

স্বপন বলল: "না না বললে শুনব না। ঘুমতেই হবে।"

আনা ফের চোখ মেলল: "কী?"

সন্ধ্যা বলল: "কিছু না। একটু ঘুমও দেখি এখন।"

আনার চোখে হঠাৎ জল উপচে পড়ল: "তুমি এত ভালো, বোন!"

সন্ধ্যা "ছি" ব'লে ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে স্নেহানতমুখে হাওয়া করতে থাকে।

* দয়া ক'রে ইংরাজিতে কথা বলো এখন, দোহাই, বার বার এ-ধরণের প্রশ্ন করো না—যাতে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে হয়।

আনা ওর হাত চেপে ধরে : "আর হাওয়া করতে হবে না।"

সন্ধ্যা আদর ক'রে ওর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে : "না ঘুমলে করবই হওয়া।"

—"তা হ'লে আমার বালিশের ওপর—"

—"আচ্ছা" ব'লে সন্ধ্যা সন্তর্পণে ওর মাথাটা নিজের কোল থেকে নামিয়ে বালিশের খাঁজের মধ্যে ন্যস্ত ক'রে দেয়। আনা চোখ বোঁজে।...

ধীরে ধীরে ওর নিশ্বাস দীর্ঘচ্ছন্দ হ'য়ে ওঠে...দেহ এলিয়ে পড়ে পরিপূর্ণ নিদ্রার ভঙ্গিমায়।

সন্ধ্যা হাত-পাখা রেখে দেয়।...স্বপনের সাথে ওর দৃষ্টি বিনিময় হয়।—দুজনেই তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বাইরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে। সেখানে সবুজ ঢেউ আলোর তালে তালে নেচে চলেছে : খেলা খেলা খেলা !—স্বপন ভাবে !—The world is but a stage—রঙ্গমঞ্চই বটে !

আর সন্ধ্যা ? সে কী ভাবছিল ?—সে উঠে দাঁড়ায়।—স্বপনও।

সন্ধ্যা প্রসাধনকক্ষে। স্বপন তার ঘরের সামনেকার অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়।

সামনের সবুজ-নীল জলরাশি চলেছে শ্রান্তিহীন সীমাহীন কল্লোলে—উচ্ছল নৃত্যভঙ্গে। একটা প্রকাণ্ড জাহাজ মন্থরগতিতে ভেসে চলেছে। কয়েকজন যাত্রী উদাসভাবে ডেকে ব'সে। সূর্যদেব অনেকখানি উঁচুতে উঠে পড়েছেন—অলক্ষ্যে। একটা প্রকাণ্ড মেঘ তবু আশা ছাড়েনি : ধরণীর রূপালি বক্ষকে ধূসরাভ করবে এই তার পণ।—দেখতে দেখতে সে

আশাপাশের শুভ্র পদাতিকদের জড়ো ক'রে দল গড়ে।—সূর্যের হাসি যায় নিভে।—সমুদ্রের বুকও কালো হ'য়ে আসে। অবেলায় নামে অস্ত-আভা! ও চেয়ে চেয়ে ভাবে।··· এইই বুঝি জীবনের রূপ: একটুখানি আলোর বিরুদ্ধে বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারের অভিযান। একটুখানি সত্যের পিছনে পর্বতপ্রমাণ মিথ্যার মাধ্যাকর্ষণ!···নইলে···ছি! সন্ধ্যা এসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই সুরু হয় অভিনয়!···ও কি বুঝতে পেরেছে?

কিন্তু যদি না-ও পেরে থাকে তা হ'লেই বা কী? সন্ধ্যার সঙ্গে যে মিথ্যা অভিনয় ওদের দুজনকে আজ প্রথমেই করতে হ'ল—বিশেষ ক'রে ওর শুশ্রূষার প্রতিদানে—সে তো মিথ্যেই হ'য়ে রইল!

কেন এমন হয়? কেন যত মিথ্যা, যত ভাণ, যত ভয় এই এক সম্বন্ধের বেলায়ই আসে ভিড় ক'রে? যদি প্রেমের দান-প্রতিদানে দূষ্য বা লজ্জাকর কিছুই না থাকবে তবে শুধু এই সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই বা এত ঢাকাঢাকি কেন?

তার মন রুষ্ট হ'য়ে ওঠে প্রথমটায়: ঢাকাঢাকিটা তো মায়া।—কিন্তু এ মায়ায় দুষ্য হ'ল কেন সম্বন্ধটা?—সমাজ যে দুষ্য ক'রে দাঁড় করিয়েছে।

নইলে প্রেমে লজ্জা পেত কে?—স্বপন জোর ক'রে বলে।

কিন্তু তাই কি সত্য? সমাজ অন্য কোনো সম্বন্ধকে দুষ্য করে দাঁড় করাতে পারল না শুধু এই সম্বন্ধকেই পারল? ঘোড়ার পিঠের এমন কিছু গুণ আছে যাতে সওয়ার চড়তে পারে। চড়ুক তো দেখি সে বাঘের পিঠে?···যৌন-সম্বন্ধের মধ্যেও তাই এমন কিছু আছে আছে যা কলুষিত হয় সব চেয়ে সহজে। যৌন-সম্বন্ধের গোড়ায় কোথায় একটা গলদ আছে লুকিয়ে—যার জন্যে সভ্য, সত্যনিষ্ঠ মানুষও খোলাখুলি ব্যবহার করতে পারে না। অথচ মানুষ চায় সরল সহজ খোলাখুলি ব্যবহার!

তাই বিবাহের প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিয়ে পঞ্চশরের গুপ্তচর-বৃত্তিকে খানিকটা নিরস্ত করার যত কিছু প্রয়াস সব দেশেই। তাই কি?

হবেও বা। কিন্তু হ'লে হবে কী…এই যৌন-প্রবৃত্তিটা এমনই গোলমেলে, এমনই বিশৃঙ্খল যে, ওর এলাকায় এলে মানুষ কোনো রকম সরল ব্যবস্থায়ই সায় দেয় না। মিথ্যা, অর্দ্ধসত্য, ভয়, ভাণ, আতিশয্য অভিনয়—এ-সবের ওঠাপড়ায় চায় সে একটা ড্রামার রস। প্রেমের তৃপ্তি? —চিরন্তনতা? ওর ওষ্ঠ কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে।—দুস্। একটা টোপ বই আর কী? তৃপ্তি ওতে আছে কি? আছে একটু হয়তো—প্রথমটায়—একটু "পয়োমুখ," কিন্তু পরে?—এর দলগুলি জল-থেকে-তোলা-পদ্মপাতারই মত দেখতে না দেখতে যায় না বিবর্ণ হ'য়ে। কত কবিত্ব, কত রঙ্‌চঙ্‌ কত চালচিত্র—কিন্তু হায়রে!—প্রেমের বিজয়া দশমী আসেই একদিন না হোক, দুদিন না হোক, তিনদিনের দিনে। জীবনের অন্যসব দুঃখ সওয়া যায় স্বপ্ন-জগতের অদৃশ্য সান্ত্বনায়। কিন্তু স্বপ্নের জগৎ যখন বাস্তবের টিট্‌কিরির চাপে হার মানে—তখন? তখন হাত পাতবে মানুষ কার কাছে? তার মনে পড়ে, চাং-ও একদিন এই কথাই দুঃখ ক'রে বলেছিল। বলেছিল যে মহাকবি দান্তে তাঁর স্বর্গোচ্ছ্বাসে বলেছেন বটে যে:

> সুগভীর সত্য যত রাজে চির-গহন-কন্দরে
> ভূলোক-নয়নাতীত, তাই শুধু শ্রদ্ধা অপ্রমাদ
> ঘোষে অহর্নিশ: তারা আছে—আছে:—নিষ্ঠার নির্ভরে
> ভিত্তি করি তুঙ্গ স্বপ্ন রচে তারি দ্যুলোক প্রাসাদ।

> **Le profonde cose**
> **(Che mi largiscon qui la lor parvenza,)**
> **Agli occhi bi laggiu son si nascose**
> **Che l'esser lor v'e in sola credenza**
> **Sovra la qual si fonda l'alta spene,**

কিন্তু চাং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—এ নির্ভরের ভিত্তিই যে এ-যুক্তিজর্জর যুগে টলমল ক'রে ওঠেছে। নিষ্ঠা দাঁড়াবে আর কোথায়?....

তাই তো আজ ওর এত ব্যথা বেজেছে! সন্ধ্যাকে অভ্যর্থনা করতে হ'ল ওকে মিথ্যার উপচার দিয়ে! যে সন্ধ্যা এত আশা ক'রে সাগর-পার থেকে ছুটে এল ওর কাছে—তাকে কিনা সুরুতেই করতে হ'ল প্রবঞ্চনা! —আর কখন? না, যখন ও আনারই শুশ্রূষারতা!—ওর মন ওঠে ভারি হ'য়ে। কেন এল সন্ধ্যা এভাবে—না জানিয়ে?

* *

*

হঠাৎ একটা খস্‌খস্‌ শব্দে ও চম্‌কে ওঠে। ঠিক ওর পিছনে সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে—ব্যালকনির রেলিঙে ভর দিয়ে! বাঃ শাড়ী বদলেছে যে!—কী সুন্দর নীলাম্বরী! আর কী মধুর এ চিরপরিচিত বেনারসী শাড়ীর খস্‌ খস্‌ ধ্বনি! মনটা একটু হাল্কা হ'য়ে আসে।

দোঁহে

সন্ধ্যা অস্ফুট স্বরে চীৎকার ক'রে ওঠে: "এ কী?"

—"কী?"

—"একটা গরম গেঞ্জিও পরোনি, অথচ ড্রেসিং গাউনটির বুকের কাছটা একেবারে খোলা!"

—"তাতে কী?"

—"তাতে কী—মানে? জোলো হাওয়া বইছে না? মেঘ ছেয়ে আসেনি? ঐ দেখ—"

সত্যিই টপ্‌ টপ্‌ ক'রে বড় বড় কয়েকটা ফোঁটা পড়ল। গাছের পাতায় পাতায় ঝর্ঝর শব্দ উঠল জেগে।

—"শীগ্‌গির ভেতরে এসো—" স্বরে সেই বয়স্কাদের পরিচিত সত্রাস আদেশ।

—"আহা—এ সামান্য বৃষ্টি।"

—"ফে—র সেই বাহাদুরি চাল? বুকে ঠাণ্ডা ব'সে যদি নিউমোনিয়া হয়"—বলতে বলতে সন্ধ্যা ওকে হাত ধ'রে জোর ক'রে ঘরের মধ্যে টেনে এনে দড়াম ক'রে শার্শি বন্ধ ক'রে দেয়।

—"করো কী? অত জোরে শার্শি বন্ধ করে?"

—"আমার ইচ্ছে।"

—"তা হ'লে ঠাণ্ডা লাগানোও আমার ইচ্ছে।"

—"নামঞ্জুর।"

—"আর শার্শি জখম করা-রূপ পাপের বেলা?"

—"হোটেল ম্যানেজারকে কিছু দণ্ড দেবো না হয়।"

—"নিউমোনিয়া হ'লে ডাক্তারকে কিছু দণ্ড দেবো না হয়।"

সন্ধ্যা হাসল: "তা বটেই তো। এখন যে বিনি-মাইনের নার্স আছে—ভাবনা কি?"

স্বপন ওর গালে টোকা মেরে বলল: "ঈশ্‌, বড় নার্সিং বিদ্যার অহঙ্কার—না?"

—"না হবে কেন শুনি? বিদ্যা কবে হয় আত্ম-অচেতন?"

স্বপন হাল্কা সুরে বলে: "হয় বৈকি সময়ে সময়ে।"

—"কিন্তু এ-ক্ষেত্রে হয় নি।"

স্বপন ভয় পায়, বলে: "মানে?"

সন্ধ্যা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে: "মানে—আমি জানি।"

স্বপনের সুর কেঁপে ওঠে: "কী ?"

—"আনার শেষের দু-একটা কথা আমি একটু বুঝতে পেরেছিলাম। আসবার আগে আণ্ট গ্রেসের কাছে মাস কয়েক খুব ক'ষে ফরাসী পড়েছিলাম যে।"

স্বপন কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল: "তাই নাকি!—কিন্তু যদি বলি অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী—তাই উল্টো বুঝেছ, বা ভুল শুনেছ ?"

সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: শুধু অল্পবিদ্যায় বা শ্রুতির সম্বল থাকলেও বা সেটা সম্ভব হ'তে পারত। কিন্তু তারোপরে ছিল চোখের সাক্ষ্য।"

স্বপন শুষ্ক কণ্ঠকে প্রাণপণে সরস করবার চেষ্টা ক'রে বলল: "চোখের সাক্ষ্য—মানে ?"

—"যে-মুহূর্তে আনার শোবার ঘর থেকে তুমি বেরিয়েছিলে সে-মুহূর্তে—মুখের 'পরে কোনো মুখোষই ছিল না—এই।"

স্বপন বিপন্নমুখে বলল: "সত্যিই আমি—মানে তোমার আনার অসুখ—অর্থাৎ ও মূর্ছা গিয়েছিল ব'লেই ওর ঘরে গিয়েছিলাম।"

সন্ধ্যার চোখ দুটিতে অশ্রু উথলে উঠল, সে তাড়াতাড়ি মুখ নিচু ক'রে বলল: "আমি কি তোমার কৈফিয়ৎ চেয়েছি সিসি যে—মিথ্যের পর মিথ্যে—" ব'লেই ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল।

স্বপন ওর কাছে স'রে এসে ওর দুটো হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: "আমায় ক্ষমা কোরো সন্ধ্যা! কিন্তু হয়তো তুমি জানো না যে—যে, মিথ্যার আবর্তে একবার পড়লে আর পায়ের নিচে সহজে সত্যের মাটি খুঁজে পাওয়া যায় না—এক মিথ্যের পাক থেকে আর এক মিথ্যের পাকে হাবুডুবু খেতে খেতে উধাও চলতেই হয়।"

সন্ধ্যা ওর কাঁধে মাথা এলিয়ে দেয়। রুদ্ধ কান্নায় ওর দেহ থর থর ক'রে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। স্বপন ওকে বুকে টেনে নেয়।

ঘরের দুয়ারে টোকা।

—"কে ?"

—"চা দিয়ে যাব মসিয়ে, না কফি ?"

—"কী, সন্ধ্যা ?"

—"কফি আমার অভ্যাস আছে।"

—"কফি। আর অমেলেট্—s'il vous plait।" বাইরে সঙ্গে গাছের পাতার সঙ্গত অশ্রান্ত রাগিণীতে মর্মরিত হ'য়ে উঠেছে।

—"বাঃ, ও ডিমটা ?"

—"এর ওপর ?" সন্ধ্যা চোখ কপালে তোলে।

—"তা হ'লে ঐ গরম দুধটুকু ?"

—"না, লক্ষীটি সিসি। কফির সঙ্গে কতখানি দুধ খেয়েছি তার খবর রাখো ?"

—"তা হ'লে ঐ মার্মালেড—"

* *

সন্ধ্যা হঠাৎ ব'লে বসল: "সিসি একটা কথার খোলাখুলি জবাব দেবে ?"

—"কী যে বলো তার ঠিক নেই।"

—"আচ্ছা তা হ'লে নির্ভেজাল সত্যি উত্তর দাও : আমি আসায় তুমি খুসি হয়েছ—না, না ?"

—"কী যে প্রশ্নের ভঙ্গি ! তবু যদি—"

—"না, এড়িয়ে গেলে চলবে না। আণ্ট গ্রেস কন্টিনেণ্টে বেড়াবেন ছ'মাস।" বলতে বলতে ওর গলা ধ'রে এল : "তিনি আমাকে সঙ্গে নেবেন—বললেই। তাই যদি সত্যিই আমার অনধিকার-প্রবেশ হ'য়ে থাকে—"

—"তুমি কি পাগল হ'য়ে গেছ সন্ধ্যা ? চলো বসবে নিচের লাউঞ্জে।"

লাউঞ্জে দুজনে ছুটো পাশাপাশি কাউচে বসল। কিন্তু ওদের মুখের মেঘ তেমনি ঘনিয়েই রইল। ভাগ্যে এ-সময়ে লাউঞ্জে কেউ থাকে না !

হঠাৎ সন্ধ্যা উঠে দাঁড়াল : "আনাকে দেখে আসি একবার।"

স্বপন ওর হাত ধরে টেনে বসাল : "আজ না হয় একটু আমার কাছেই বসলে দুদণ্ড।"

সন্ধ্যা বাঁকা হাসে : "তবু যা হোক একটুখানি ভরসা দিলে। Merci."

—"ভরসার কথা কেন ?"

—"আজকের দিনে পাবলিক লাউঞ্জে বসার অর্থ কী নইলে ? খুব কাছে কি আমাকে চাও ?"

স্বপন ওর মুখ চেপে ধরল, তারপর মুখ ছেড়ে দিয়ে বলল : "এ-সব বাঁকা বাণ ছাড়ো আজ সন্ধ্যা, লক্ষ্মীটি। চলো ঘরে যাই। আমাদের ঘরটা সকালবেলায় এই সময়টাই পরিষ্কার করে, তাই লাউঞ্জে ডেকে এনেছিলাম।

সন্ধ্যার মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল : "সত্যি ?"

—"সেন্ট্ পার্সেন্ট,—তামা তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে হলফ ক'রে বলতে পারি।"

—আচ্ছা, তা হ'লে বসা যাক এখানেই আর একটু।" এতক্ষণে ওর মুখের হাসি শুভ্র হ'য়ে ওঠে।

—"কাজ নেই। চলো ঘরেই যাই—মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে থাকি সারাটা দিন।"

মুহূর্তে সন্ধ্যার মুখ ফের মেঘে ছেয়ে গেল, সে ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল : "কাজ কি গো উদার প্রেমিক ?—যখন একটু নিরিবিলি থাকতে হ'লেই এতটা দুঃসহ মনে হয়।"

—"তোমার আজ হ'য়েছে কী বলো তো ?"

সন্ধ্যা ব্লাউজের হাতায় চোখ মুছল : "সে তুমি বুঝবে না সিসি! যা বুঝবে বলি, শোনো।" ব'লে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলল : "আমি বুঝেছি আমি ভুল করেছি। যার সঙ্গে সারাটা দিন মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে থাকলে সময়ের পাখা ওঠে সে যখন আমি নই তখন কেন মিছে এ-কাড়াকাড়ির বিড়ম্বনা ?"

স্বপন ওর দুই হাত কোলের 'পরে গুটিয়ে নিয়ে বলল : "সন্ধ্যা!

ও চোখে চোখ রেখেই দৃষ্টি নিল ফিরিয়ে।

—"তুমি কেন আমার ওপর রাগ করছ বলো তো ? আমি কী করলে তুমি খুসি হও ?"

সন্ধ্যা ব'লে বসল : "সত্যি কথা বললে।"

স্বপন এবার ওর চোখের দিকে স্থিরভাবে চেয়ে বলল : "কী জানতে চাও ?"

—"আনার সঙ্গে—" ব'লেই সন্ধ্যার জিভ আর এগুলো না—কোনোমতেই।

স্বপন মুখ নিচু ক'রে বলল : "হ্যাঁ—। ওকেও আমি ভালোবেসেছি। এই অপরাধে কি তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে? বলবে, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা ব্যর্থ হ'য়ে গেছে?" ওর মুখ এমন ম্লান দেখায়!

সন্ধ্যা ওর কাঁধে হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বলল : "ঘরে চলো সিসি· পাবলিক লাউঞ্জে কি সত্যিকার কোনো কথাবার্তা কওয়া যায়?"

একটু ধরেছে সবে মাত্র। জানালা দিয়ে পাম ও ফার্ণদের মাথা নাড়া দেখা যাচ্ছে শুধু।—

স্বপন ও সন্ধ্যা সোফায় বসল। স্বপনের একটি হাত সন্ধ্যার কোলে ওর নরম হাতের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বন্দী। সন্ধ্যার আর একটি হাত ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রে। বাইরের ক্ষান্তবর্ষণ মেঘের চাপা আলোয় সন্ধ্যার মুখ এমন মায়াময় দেখায়!—

—"আমায় ক্ষমা করো সিসি!"

—"ক্ষমা?"

—"আমি স্বভাবে অসহিষ্ণু···তাই·"

স্বপন ওর এলো চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলল : "তোমার দোষ কী বলো!"

—"খু—ব দোষ। কিন্তু আমি মুখে হিরোইন সাজতে চাইলে হবে কী বলো, আমার অন্তরের সব প্রতিক্রিয়াই যে অতি সাধারণ—" কণ্ঠ ওর রুদ্ধ হ'য়ে আসে প্রায়।

স্বপন ওর মাথা নিজের বুকে টেনে নিয়ে বলল : "কেন কঠিন কথা ব'লে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করবার চেষ্টা পাচ্ছ সন্ধ্যা? আমাদের প্রকৃতির এ-সব দিকের প্রতিক্রিয়ার ওপরে কি কারুর হাত আছে?"

সন্ধ্যা ওর বুকে মুখ লুকিয়েই বলল: "তবু সংযমের একটা সান্ত্বনা তো আছেই।"

—"কী সংযম বলছ?"

—"প্রকৃতির ছোট দিকটার নানারকম ফোঁসফোঁসানিদের দাবিয়ে রাখা।"

—"তাতে কতটুকু সান্ত্বনা?"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বলল: "আছে বৈ কি। তাদের গর্জানি কাৎরানি প্রকৃতির কুশ্রী উদ্দামতাকে তবু তো ইচ্ছাশক্তির লাগাম দিয়ে বাগ মানানো গেল।"

—"কিন্তু তারা বদলালো না তো।"

—"না; কিন্তু তাদের অসভ্যতার, রুক্ষতার গ্লানি তো খানিকটা কাটল।" ব'লে একটু থেমে বলল: "বিশেষ ক'রে যখন সুকুমার মানুষ এই ছোট প্রকৃতিকেই দেয় রাশ ছেড়ে, তখন গ্লানি কি উগ্র হ'য়েই বাজে না সিসি?"

স্বপন ওর মাথায় চুম্বন ক'রে বলল: "এ-কথা মানি সন্ধ্যা। কিন্তু এটা বুঝতে পারাই যে তাকে বশে আনার প্রথম ধাপ।—আর—আর এই দিকটাই যে তোমার একমাত্র দিক নয় তা-ও তো সমান সত্যি। আমাকে যা সেবাটা করলে—"

সন্ধ্যা মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে সজোরে মাথা নেড়ে বলল: "ছাই; ও ছাড়া ও তো অভিনয়।"

স্বপন উজ্জ্বল সুরে বলে: "না সন্ধ্যা। এ হ'ল নিজেকে আঘাত করার সেই চিরপরিচিত বিলাস। ও তোমার অভিনয় ছিল না। ভাণ করা স্নেহে এতটা নিখুঁৎ কোমলতা আসে না।" ব'লে একটু থেমে হাসে: "আমার সত্যি কী মনে হচ্ছিল জানো—যখন আমাকে তুমি কোলে নিয়ে—"

সন্ধ্যা সলজ্জ সুরে বলল: "যা—ও, ও-সব আমি শুনতে চাইনে। কিন্তু বলো—আমাকে তা হ'লে কি—কি এখনো—" ব'লেই ও থেমে গেল।

—"ভালোবাসি কি না? ওগো অভিমানিনি! আমার ভালো-বাসার পুঁজি কি এতই অল্প যে, একজন বিদেশিনীকে তার থেকে একটু-খানি দিতে না দিতে যাব ফতুর হ'য়ে? শেলি বলেছিলেন কী?—

True love in this differs from gold and clay,

That to divide is not to take away?"

—"শেলি রাখো। সত্যি বলো, আমার প্রতি ভালোবাসা তোমার সমান আছে? একটুও বদলায়নি?"

—"বদলায়নি এ-কথা বলি কী ক'রে বলো?—তবে অসত্য হ'য়ে যে যায়নি তা যখনই তোমাকে বুকের কাছে এমনি ক'রে পাই তখনই বুঝতে পারি।" ব'লেই ওর ওষ্ঠে চুম্বন ক'রে: "আর এখন? তুমি কি সত্যিই বুঝতে পারো না—যে, হলফ করিয়ে নেওয়ার এত আগ্রহ?"

সন্ধ্যা ব্যাকুল হ'য়ে ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রে ওর কাঁধে মুখ ডুবিয়ে থাকে।

স্বপন ধীরে ধীরে ওর বাহুতে—চুলে—পিঠে হাত বুলোতে থাকে—মাধুর্য-রসে ওর মন আসে সিক্ত হ'য়ে। যেন ধরে না এ কোমলতা ওর হৃদয়ের ক্ষুদ্র সম্পুটে। হঠাৎ মনে পড়ে ওর সেই প্রিয় গানটি যা এক সময়ে রোজই সন্ধ্যার মুখে একবার ক'রে না শুনলে ওর তৃপ্তি হ'ত না:

"এ ক্ষুদ্র জীবন মোর   এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর

হেথা কি দিব এ-ভালোবাসা?

যত ভালোবাসি তাই   আরও যে বাসিতে চাই

দিয়া প্রেম মিটে না কো আশা।"—

না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে এত নিষ্ঠুর তিনি ন'ন। ভগবানকে ধন্যবাদ যে সন্ধ্যার দেহসান্নিধ্যে তার দেহ মন আজও পুলকিত হ'য়ে ওঠে। সব শেষে ভগবানকে ধন্যবাদ যে আনাকে ইসাবেলাকে তীব্রভাবে কামনা করার পরেও সন্ধ্যার প্রতি ভালোবাসা তার কর্পূরের মতন উবে যায়নি। কিন্তু যদি যেত!—উঃ! ভাবতেও তার গায়ে কাঁটা দেয়! সন্ধ্যাকে সে আরো বুকের করে টেনে আনে—আরো—আরো।

ডায়ারি

চেম্বার মেড দোরের বাইরে থেকেই হেঁকে ভাঙা ইংরাজিতে বলে: "স্নানের ঘরে টবে গরম জল প্রস্তুত মাদাম।"

সন্ধ্যা ওর বাহুবন্ধন থেকে ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ল। স্বপন হেসে বলল: "ব্যস্ত হবার দরকার নেই, এ আমাদের দেশ নয়: 'এসো' না বললে কাইজার বা জারের চোদ্দ পুরুষের সাধ্যি নেই ঘরে ঢোকেন।" সন্ধ্যা অপ্রতিভ হেসে বলল: "যা-ও।" ব'লেই প্রসঙ্গ বদলাতে বলল: "উঃ, দেখ তো! কানের দুলটা এমন দুমড়ে দিয়েছ!"

স্বপন হেসে বলে: "এখনো পার্থিব কানের দুলের ভাবনা? Woman! Toilette is thy name."

সন্ধ্যা সভ্রূভঙ্গে বলে: "আ-হা। যেন নিজেদের মতি-গতি সবই অপার্থিব—সেই মান্ধাতার আমল থেকে। তবু যদি না জানতাম একদিন দাড়িটা ভালো কামানো না হ'লে—"

—"ছি ছি, ও-সব গদ্যময় কথা এখন! কবিত্বের এ মাহেন্দ্র-লগ্নে!"

—"তবে রূঢ় কথা বলো কেন? রাগিয়ে দাও কেন?"

স্বপন বলে: "এ কথার উত্তর তোমায় একশো একবার দিয়েছি কল্‌কাতায়: রসিকরাজ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়:

কহিলেন পিতামহী:	'হ'য়ে থাকে বটে:
আমদের সময়েও	এইরূপ হ'ত সে-ও
স্বামী-স্ত্রীতে চিরকাল	—পুরাণেও রটে
তবে যেই রূঢ় কহে	তার তত দোষ নহে;
বেশি দোষ তার ভাই,	যে তাহাতে চটে।'"

কাজেই আমি বলি কি—রাগ রেখে এবার স্নানটা সেরে নাও—তারপর বেড়াতে বেরুনো যাবে।"

স্বপন কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইল স্নানের ঘরের দুয়ারের চকচকে হতলটার পানে।—হঠাৎ ওর চমক ভাঙল। পরে একটা আরাম-কেদারা সমুদ্রের দিকে ব্যালকনির দুয়ারটার কাছে টেনে নিয়ে ব'সে পড়ল। ব'সেই কিন্তু উঠে পড়তে হ'ল তাকে। সন্ধ্যার ছোট্ট একটি জাপানী হাতবাক্স আরাম কেদারাটির ওপর ছিল। ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে সন্তর্পণে বাক্সটি হাতে তুলে নিল—আহা, কোথও ভেঙে যায়নি তো সুন্দর বাক্সটির? নাঃ, কোনো ক্ষতি হয়নি। আশ্বস্ত হ'য়ে ডালাটির হাতল ধ'রে পাশের টেবিলের ওপর রাখতে যেতেই, ঝরঝর ক'রে ওর ভিতরকার জিনিসগুলি ধারাপ্রপাতের মত টেবিলে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।—নিজের অসাবধানতায় নিজের পরেই বিরক্ত হ'য়ে স্বপন আস্তে আস্তে তুলে রাখতে লাগল সে গুলিকে। আয়না চিরুণি ছোটখাটো হরেক রকমের পুঁতি, রঙিন একটুকরো সুতো, ছুঁচ, সেপটিপিন স্নো, ক্রীম, সাবান—আরও কত কি! আশ্চর্য! এত রকম টয়লেটের চিড়িয়াখানা ও ধরে ঐ আলাদীনের হাতবাক্সে!—

হঠাৎ—এ কী? ডায়েরিটা? স্বপনেরই উপহার যে। ক—কে

দিয়েছিল ও—সেই ফুলশয্যার রাতে। মরোক্কো-বাঁধানো—উপরে সোনার জলে লেখা : "প্রদোষবালাকে—ইন্দ্রধনু।"

কী সুন্দর রেখেছে ও। প্রায় চার বৎসর হ'তে চলল এখনো ঝকঝক করছে যেন! পাতলা রেশমী প্রচ্ছদে কত না যত্নে মুড়ে-রাখা!—সন্ধ্যা রাখতে জানে বটে জিনিষপত্র!—সন্তর্পণে ডায়েরিটাকে তার রেশমি ঢাকনি থেকে খুলে বের করে স্বপন। খসখসের স্নিগ্ধ সুবাস।—মনটা ভিজে ওঠে স্বপনের—কত সন্তর্পণেই না সন্ধ্যা রেখেছে ওর কতদিনের আগের উপহারটিকে!—ডায়েরিটা হাতে নিয়ে কয়েকটা পাতা ওলটোতেই—এ কী লিখেছে ও। স্বপন পড়ে :

"কিন্তু তবু কোথায় একটা অদৃশ্য কাঁটা!—নড়তে চড়তে খচ্‌খচ্‌ করে বেঁধে—অস্বীকার ক'রে লাভ নেই? না, দুর্বলতাকে দমন করতেই হবে। সিসিকে যাবার সময়ে বলিনি যে বিদেশিনীদের শুধু দেউড়ির নয় অন্দর-মহলের খবরও মন্থন ক'রে এনে দিতে হবে আমাকে! ও হেসে বলেছিল : 'যদি বিষ ওঠে তবে কি শিবের দোসরা হবে না কি গো?'—আহা—! বিষ যেন শুধু পুরুষেই পরিপাক করতে পারে—নারী যেন শুধুই মধুবিলাসিনী। এ-অগৌরব দূর করতেই হবে আধুনিকাদের।

"কিন্তু জয় না হয় করলামই একে। তবু প্রশ্নটা যে থেকেই গেল। কিন্তু খারাপটাই বা মনে করতে ইচ্ছে হয় কেন? আনা তো ভালো হ'তেও পারে। অভিযুক্ত আসামী আইনেও ডাউটের বেনিফিট পায়—কিন্তু প্রণয়ের আদালতের আসামীর দেখাই সন্দেহের অভিযোগ থেকে মুক্তি নেই। কেন এমন হয়?

"নাঃ। ও নিশ্চয়ই ভালো মেয়ে। ক'দিন আগেই নীলিমাকে লিখেছি সিসির বিচক্ষণতার কত তারিফ ক'রে। আর আজই তাকে করছি সন্দেহ? না, ওকে আমি অবিশ্বাস করব না। না না না না।

না। তা ছাড়া সত্যিই তো ওরা ধর্মে ছন্নছাড়া। ওদের বেঁধে রাখতে চাওয়া—সেটাই যে অত্যাচার। স্নেহও ওদের সয় না—যদি লালন বড় বেশি সজাগ হয়। উপায় কি?

"আনার সঙ্গে মিশছে ঘনিষ্ঠভাবে? মিশলই বা! যদি এতে—দূর্, ও-কথা মনে স্থান-দেওয়াও হীনতা। ছিঃ। বিশেষ ক'রে যখন মেয়েটি এতবড় আঘাত পেয়েছে। আহা! কিন্তু আশ্চর্য! আহা বলছে কে?—আমার মন? প্রাণ না তো! এ-সব ক্ষেত্রে বুদ্ধি বড্ড বেশি বেপরোয়া, নয়? প্রাণ কত বেশি বশ—বাসনার, প্রবৃত্তির, প্রকৃতির। আচ্ছা, সত্যিই কি মেয়েরা বেশি প্রাণধর্মী ব'লেই এত বেশি প্রকৃতির তাঁবে? কিন্তু বিস্ময় লাগে! আনা যদি সিসির সঙ্গে না মিশে মলয়, অতনু, পল্লব বা নিলয়ের সঙ্গে মিশত, তা হ'লে ওর দুঃখের জন্যে আমার দরদ উঠত উথলে। অথচ এক্ষেত্রে সিসি দরদী হ'ল ব'লেই আমি হ'য়ে উঠছি বেদরদী! না—এ অসহ্য: প্রকৃতির হাতের খেলার পুতুল হ'য়ে থাকা আমাদের আর চলবে না—কোনোমতেই না। অতীত যুগের মেয়েদের এ-অপযশ—অবলা-ব'লে-এ-দুর্নাম কাটিয়ে উঠতেই হবে এ-যুগের মেয়েদের। অবলা! পুরুষের কাণে ও-নাম যতই কেন মধু-বর্ষণ করুক—এ অপলকা লাবণ্যের রং ঢঙে মেয়েদের আর প্রসাধন করা চলবে না—তাতে যতই তাদের রূপশ্রী-বৃদ্ধি হোক না কেন। এক্ষেত্রে আনার সঙ্গে আমার একমত। ওর স্বামীকে ছেড়ে আসাকেও তাই আমি শ্রদ্ধা করি। নারী থাকবে শুধু পুরুষের প্রেরণাদাত্রী হ'য়েই? না না না। তাকেও আগে হ'তে হবে মানুষ—পরে নারী। নারীর নারীত্ব! না, তা ছাড়ব কেন? যা সুন্দর সুকুমার মধুর তাতে যদি নারীর জন্মস্বত্ব বেশি থাকে তবে পুরুষালি বর্বরতার অনুকরণ ক'রে তাকে খোয়ানো হবে মূঢ়তা। এ-বিষয়ে বিলিতি মেয়েদের মতন বোকা হবো কেন আমরা?

কিন্তু তাই ব'লে, সহকারকে অবলম্বন ক'রে তবেই মাধবীলতা আকাশের পানে উঠবে, নইলে ধুলোয় লুটোবে—এ-কথাটাও মেনে নিতে পারব না। এ তো সম্বল নয়—এ হ'ল শূন্যতার পরাসক্তি, মিথ্যার আলপনা।"

তার পরের কয় পাতা ফাঁকা। পৃষ্ঠাগুলো ওলটোতে ওলটোতে কত কথাই মনে হয় স্বপনের!—সন্ধ্যা এত তলিয়ে ভাবে!

"কিন্তু সিসির এ আড়ষ্ট ভাব কেন? কী দরকার ছিল এর। ওর সব ঠাট্টা সব লঘু সুরই এমন বেসুরো বাজে কেন?—আমার এ-ভ্রান্তি? আহা, তাই যেন হয়! অথচ অবুঝ মন মানে না, বলে—অনেক কিছু প্রমাণ করা না গেলেও তো সত্য হয়। তবে?

পরের কয়েকটা পাতা আবার ফাঁকা। তার পরে:

"হৃদয়ের কোথায় একটা কালো মেঘ ধীরে ধীরে আসে ছেয়ে—ভরসার আলো যায় নিবে। আনার 'পরে শ্রদ্ধা যে-পরিমাণে বাড়ছে, তার ব্যথার জন্যে দুঃখ দরদ যে-পরিমাণে নিবিড় হ'য়ে উঠছে—ঠিক সেই পরিমাণেই যে আবার হৃদয়টা উঠছে টন টন ক'রে। কেন এমন হয়?

"এর উত্তর আমি জানি, কিন্তু মানি না। না—না—না: কিছুতেই এ-কথা আমি স্বীকার করব না যে, এর কারণ শুধু মেয়েদের মাধবীলতা-প্রবৃত্তি। আঁকড়ে থাকতে চাওয়ার প্রবৃত্তি কার নেই? পুরুষেরাও কি রোগে শোকে মেয়েদের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে না? বলে না—তোমরা স্বভাবেই অন্নপূর্ণা—তোমাদের কাছে আমরা পাতব হাত, আর তোমরা আমাদের সব রিক্ততা, সব অভাব, সব শুষ্কতা সে-রসধারার দানে ক'রে তুলবে সবুজ? নাঃ। ও একটা কথাই নয়। ভালোবাসায় প্রতিদান-কামনা থাকতে পারে, কিন্তু তার মানেই কি প্রেমাস্পদকে শুধু গ্রাস করার ইচ্ছে? তবে সিসি এ রকম অসুন্দর ঠাট্টা করে কেন? না, না, না—আজকের যুগের মেয়েরাই এ-কথা প্রমাণ

করবে যে, মেয়েরাও অনাসক্তির মধ্যে দিয়ে ভালোবাসতে জানে—যেমন ভালবাসতে জানে, শিল্পী তার শিল্পকে।"

হঠাৎ স্নানের ঘরের দোরের কাছে কী-একটা শব্দ হ'ল। স্বপন তাড়াতাড়ি ডায়েরিটা সন্ধ্যার হাতবাক্সে রেখে ভালোমানুষের মতন সমুদ্রের দিকে চেয়ে নিশ্চুপ। ওর বুকের মধ্যে কী একটা তার যেন উঠেছিল বেজে।....সন্ধ্যার প্রতি এত শ্রদ্ধা এত সম্ভ্রম বুঝি ও জীবনে আর কোনোদিন বোধ করেনি। এত পড়তে ইচ্ছে করে ওর মনের লাজুক কথাগুলি।—এমন কি লুকিয়ে এ-সব পড়া যে অন্যায় তা মনেও হয় না আর।....

কিন্তু কই, দোর তো খুলল না। বিপদ জেনেও সে লোভ সামলাতে পারল না। দেখা যাক ফের দুর্গা ব'লে!

টেনে নিয়ে আবার পড়তে লাগল:

"কিন্তু আঁকড়ে থাকার গূঢ় প্রবৃত্তি যদি প্রেমের মূলে লুকিয়ে না থাকে, তবে এ-কথা ভাবতে কেনই বা এত ব্যথা পাই যে সিসি আমাদের দুজনকেই একসঙ্গে ভালোবাসতে পারে? প্রেমে যতটা দেব ঠিক ততটাই ফিরে চাই, এ-দরদস্তুরের ভাব যদি না-ই থাকবে—তবে আনার সঙ্গে সিসি এখন হয়তো প্রেমালাপ করছে ভাবতেও এমন বেঁধে কেন?

"এ-স্বীকারে ব্যথা বাজে? বাজুক। সত্য যা—তাকে সত্য ব'লে না মানলে সত্যের সাধনা হবে কেমন ক'রে? আর তা-ই যদি না হয় তবে প্রেম বড় হবে কী ক'রে? প্রেমের ভিত্তি টেঁকে কখনো—যদি না তার সত্যে ভর করে দাঁড়ানোর সাহস থাকে? 'বাস্তবতা' কথাটা শুনতে আমার কী খারাপই না লাগত এক সময়ে! কিন্তু বাস্তবিক ও তো আদর্শের শত্রু নয়—বন্ধুই। ও-ই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—আদর্শের পথে কাঁটা কোথায়। ফুলের স্বপ্ন কখনো জাগ্রতে ধরা দেয় কি—যদি কাঁটার সম্বন্ধে পূর্ণ সজাগ হ'তে না শিখি?"

হঠাৎ স্নানের ঘরের দোরে ফের শব্দ হয়। স্বপন চট্ করে সন্ধ্যার ডায়ারিটা হাতবাক্সে রেখে দিয়ে সমুদ্রের দিকে থাকে চেয়ে।

—"কি গো ভাবুকরাজ? এতক্ষণ হচ্ছিল কি?"

—"দূরের ঐ পালতোলা নৌকাটা কী সুন্দর!"

—"ঐটে দেখছিলে বুঝি?" সন্ধ্যার এমন ভালোমানুষি টোন!

—"এমন সোনা-ছড়ানো দিনে কি আর কোনো দিকে মন যায়?

—"যায় গো যায়—কারুর হাতবাক্সে মরোক্কোবাঁধা কিছু থাকলে বাইরের সোনা তো সোনা—হীরে জহরতের মেলা বসলেও এসে যায় না।"

স্বপন সত্রাসে ওর দিকে তাকায়।

সন্ধ্যা খিল খিল ক'রে হেসে বলে: "এতদিন এদেশে আছ ঠাকুর তবু জানো না 'কী-হোল' কাকে বলে? এ কি আমাদের দেশের দোর?"

কথার লহরীভঙ্গ

সাত আট দিন কেটে গেছে। কী রকম ক'রে যে কেটেছে ত স্বপনই জানে। এ যে অভাবনীয়!—জীবনটা গন্ধময় এই-ই তার জানা ছিল বরাবর। প্রথম আনা, ইসাবেলা ও চাঙের সংস্পর্শে এসে সে টের পায় যে জীবনের অতি গন্ধময় রঙ্গপীঠেও সময় সময় কে যেন অলক্ষ্যে থেকে জোগান দিয়েই চলে নানান নাট্য রঙ্গের উপাদান—মালমসলা; কে যেন তাকে খেলার পুতুল করে, অথচ যে খেলে সে টেরও পায় না যে নিজের ইচ্ছেয় সে খেলছে না।

কত রকম সূক্ষ্ম ঘটনায়ই যে সে বোঝে এ-কথা! না বুঝে উপায় আছে? ধরো না কেন সেদিনই—সন্ধ্যা আসার দুদিন পরে:

ওরা তিনজনে এক টেবিলে বসেছে—প্রাতরাশে। আগের দিন আনা প্রায় সারা দিনটাই ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। সন্ধ্যা ও স্বপন দুজনেই বোঝে যে এত ঘুম একটা অছিলা মাত্র।

আজও সকালে আনা একটু আপত্তি করতে যায় "ক্লান্তির" অজুহাতে। কিন্তু সন্ধ্যা শোনে না, বলে: "সে হচ্ছে না আনা, কেবলই আমাকে এড়িয়ে চললে শুনব না।" আনা ঈষৎ রক্তিম হ'য়ে ওঠে, আর একবার না-না-ও করে, কিন্তু শেষে রাজি হয়। সন্ধ্যাও ভারি বিব্রত বোধ করে। স্বপনও বিমর্ষ হ'য়ে ভাবে: কেন এ-ঢাকাঢাকির বিড়ম্বনা?

আর শুধু ঢাকাঢাকির সমস্যাই তো নয়। উকীলের মতন নয়কে-হয়-করার ভারও যে ওদের তিন জনারই ওপর! আইনজ্ঞের তবু বাঁচোয়া যে, যুক্তির এলাকায়ই তাঁর প্রমাণের ভার—কিন্তু প্রণয়জ্ঞের? প্রতি পদে যৌক্তিকতাকেই চলতে হবে পাশ কাটিয়ে, অথচ দেখাতে হবে যে অন্যায় আচরণ কেউই করছে না। সাধে কি স্বপনের আজকাল এত মনে হয় খেলার পুতুলের কথা!

বিভ্রাট

সেদিন আনার মুখভার। কী ভাবছে কে জানে? স্বপন খানিকক্ষণ একটু উশখুশ উশখুশ ক'রে শেষটায় বলে: "কী ভাবছ আনা?" আনা জবাব দেয় না। স্বপন হঠাৎ ব'লে ব'সে: "কিছু মনে কোরো না আনা, ও তোমাকে সত্যিই ভালবাসে।"

ব'লেই কথাটা এমন বেসুরো লাগে!—এমন ছেলে-ভুলোনো কথা, এমন নির্ভেজাল মিথ্যে কথা—যা কেবল নভেলের পাতেই পড়া যায় ও

সভেলেই বিশ্বাসযোগ্য করা যায়—বাস্তবের নিষ্করুণ আলোক কোকাসে মনে হয় ফাটলধরা কঙ্কালসার...এ-কপটতা যেচে করার কা দরকার ছিল ওর? বালসুলভ রোমান্স করবার জন্ম ব্যর্থ মিথ্যার এ-বিড়ম্বনা...ছি!...

আনা হাতের মাথন-মাথানো রুটিটার উপর যন্ত্রচালিতের মত মার্মালেড মাথাতে মাথাতে যেন ভুলেই যায় নিজেকে...স্বপনকে...দৃষ্টি হ'য়ে যায় ওর দৃষ্টিহীন—মার্বেল পাথরের মতন স্থির।

—"ও কি আনা, ছি!"

দুফোঁটা জল ওর গাল বেয়ে পড়ে। আনা চম্‌কে ওঠে। ওর গাল দুটি রক্তিম হ'য়ে ওঠে ফের...কাঁদল কী বলে?—উঠে সোজা সামনের ব্যালকনির উপর গিয়ে দাঁড়ায়।

স্বপন একটু ইতস্ততঃ ক'রে দোরের দিকে চায় তারপর ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে, ওর কাঁধে হাত রাখে। কিন্তু ওর কান থাকে দোরের হাতলের দিকে।

—"ছাড়ো ছাড়ো—যদি—"

—"না, ওর পায়ের শব্দ আমি চিনি।"

—"তা হোক—অত কাছে না।"

—"আঃ অত ভয়ের কী আছে?"

—"ভয়?" আনার মুখচোখ প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে।

হঠাৎ এ কি টোন আবার? স্বপন কী যে করবে! যা-ই করতে যায় ও,—বাধে বিভ্রাট।

—"না—ঠিক ভয় বলিনি—তবে—"

—"ভাবো কি স্বপন —" বলেই আনা আত্মসংবরণ করে।

—"কী বলছিলে?"

—"না যাক।"

—"বলো না আনা—লক্ষ্মীটি!"

হঠাৎ দোরে আঘাত। এত খারাপ লাগে! স্বপনের ভয়ও হয় পাছে—না, সর্বরক্ষে: মেড। বলল: "মাদাম এই প্লেটে মিষ্টি পাঠিয়ে দিলেন আপনাদের জন্যে।"

—"তিনি আসবেন না?" আনা ও স্বপন প্রায় একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে।

—"না। বললেন তাঁর মাথা ধরেছে—তিনি একটু ঘুমবেন—ঘণ্টা খানেক।"

মেড চ'লে যায়।

আনা স্বপনের চোখের পরে চোখ রেখে কী ভাবল। তারপর বলল: "এল না কেন আমাদের কাছে?"

স্বপন উত্তর দিতে গিয়ে থেমে যায়।

—"কী বলতে যাচ্ছিলে?"

—"আগে বলো তোমার কী মনে হয়?"

আনা দুহাতে মুখ ঢাকে।

স্বপন বিব্রত হ'য়ে ওর দুই কাঁধে হাত রেখে বলে "ছি আনা!"

হঠাৎ সন্ধ্যা ঘরে ঢোকে। স্বপন ওকে ছেড়ে দেয়। আনা কিন্তু তেমনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

সন্ধ্যার হাতে একটা প্লেট। খানিকক্ষণ বাক্যমূঢ়ের মতন চুপ ক'রে থাকে, পরে বাংলায় বলে—"কিছু চন্দ্রপুলি ছিল—আনতে ভুলে গিয়েছিলাম।—ও কি?" ব'লেই আনাকে গিয়ে ধরে।

আনার কান্না হিস্‌টিরিয়ার রূপ নিয়েছে। ওর সমস্ত দেহে উঠেছে ঢেউ।

সন্ধ্যা ওর মাথাটা বুকের 'পরে টেনে নিয়ে বলে—"ছি বোন, কেঁদ না—ফের হয়তো মূর্ছা হবে—অসুখ করবে—"

বলতে বলতে আনার দেহ কাঠের মতন শক্ত হ'য়ে যায়। পতনোন্মুখ অবস্থায় ওকে ধ'রে দুজনে কোনো মতে এনে শোফায় শুইয়ে দেয়!

সন্ধ্যা বলে : "তুমি যাও—ডাক্তারকে টেলিফোন করো—এদিকে আমি সব ব্যবস্থা করছি।"

স্বপনের মনের মধ্যে তখন উড়ছে আঁধি—শুধুই অর্থহীন আঁধি.. দুঃখের ...আক্ষেপের.. বেদনার...নাটুকেপনার 'পরে একটা বিতৃষ্ণার ..অথচ এ-ধরণের জিনিষ উপন্যাসে পড়লে ওর যে কী ভালোই লাগত!

বাঁকা

ডাক্তারের মুখ ফের মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে গেল।...

ফল হ'ল এমন অস্বস্তিকর!...

ঘরের আবহাওয়া হয়ে ওঠে অস্বস্তিকর!

চাই পুরো বিশ্রাম—ডাক্তার সন্ধ্যার কাছে ভাঙা ইংরাজিতে দুতিনবার উচ্চারণ করলেন "রেস্ট্" কথাটি, পরে বললেন : কোনো রকম তর্কাতর্কি না, বেশি পরিশ্রমের কাজ না, অল্প-স্বল্প গল্পালাপ—তাও বেশি না, এমন কি বেশি হাসিও না, তাতেও স্নায়ু উত্তেজিত হয়। শেষে বললেন : জেনারাল প্রস্ট্রেশন্ বড় বেশি রকম হয়েছে।

সব লেন-দেনই প্রায় বন্ধ হ'য়ে যাবার দাখিল। আনাকে ওরা কেবল দুপুরে ওদের টেবিলে ডাকে মধ্যাহ্নভোজনে। তাও এত মৃদু ও সন্ত্রস্তভাবে

যে, একত্রে আহারের সব আনন্দই যায় মাটি হ'য়ে। সন্ধ্যা ইচ্ছে ক'রেই কম কথা বলে—অথচ হাসি-গল্পে অভিনয় করতে হয় তো তাকেই সব চেয়ে বেশি। অদৃশ্য নাট্যকারের কলমের একটি টানে সমস্ত ড্রামার কেন্দ্রীয় চরিত্র হ'য়ে ওঠে সে-ই। এ-ভূমিকা যে ও উপভোগ করে না—এ দোলা থেকে ও যে অব্যাহতি চায় মনে প্রাণে, তা আনা বা স্বপন কারুরই চোখ এড়ায় না, অথচ সেটাকে আমল না দিয়েই চলতে হয় উভয়কেই। আরও মুস্কিল এই যে, আনার ভাব-ভঙ্গিতে বেশ বোঝা যায় যে সন্ধ্যার করুণার বাষ্পও সে সইতে অক্ষম, অথচ তবু সন্ধ্যাকে বেশি ক'রেই ভদ্র হ'তে হয় এ অতিথির প্রতি—বেশি ক'রে মনোযোগ—হাসির প্রফুল্লতার হৃদ্যতার ঠাট বেশি ক'রেই বজায় রাখতে হয় যখন ওর সামনে থাকে। স্বপনের এ-সব ভালো লাগে না, কিন্তু কী করবে ও?

অনেক ভেবে-চিন্তে স্বপন মসিয়ে বেনারকে সব খুলে এক দীর্ঘপত্র লিখল—তাঁকে আসতে এ-অকূলের কাণ্ডারী হ'য়ে।

চাং ও নীরা

মসিয়ে বেনার স্বপনের চিঠি পেয়েই তার করলেন যে চাং প্যারিসে একা—একটা হাঁসপাতালে বিশেষ অসুস্থ. তাই তাঁর নীস রওনা হ'তে দিন দুই দেরি হ'তে পারে—ওরা যেন কিছু মনে না করে—ইত্যাদি।

যখন তারটা এল তখন ওরা মধ্যাহ্নভোজনে বসেছে। স্বপনের মুখ অন্ধকার দেখে আনা ও সন্ধ্যা উঠল উদ্বিগ্ন হ'য়ে।

স্বপন পড়ল তারটি।

আনা আশ্চর্য হ'য়ে বলল: "কিন্তু চাং পারিসে? একা?"

স্বপন বলল: "তাইতো লিখেছেন মসিয়ে বেনার।"

সন্ধ্যা বলল: "ইসাবেলাকে তার বাবার গুণ্ডারা ধ'রে নিয়ে গেছে নাকি?"

স্বপন বলল: "কী ক'রে জানব? ওদের কাছ থেকে কোনো চিঠিপত্রই তো সম্প্রতি পাইনি।"

খানিকক্ষণ কেউই কথা কইল না।

আনা প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল, বলল: "তুমি যদি পারিসে থাকতে এ-সময়ে—চাং কত খুসি হ'ত!"

সন্ধ্যা প্রতিধ্বনি ক'রে বলল: "সত্যি! যাবে?"

স্বপন একটু আশ্চর্য হ'য়ে বলল: "কেমন ক'রে যাব?"

আনা বলল: "যাওনা স্বপন তোমরা দুজনে। আমি তো বেশ ভালো হ'য়ে উঠেছি এখন।"

সন্ধ্যা বলল: "দূর! তা কথনো হয়? তুমি যে দুর্বল।" ব'লেই স্বপনের দিকে চেয়ে বলল: "আমি বলি কি, তুমি একলাই যাওনা কেন?"

স্বপন বলল: "সে কি!" বলতেই আনার সঙ্গে ওর দৃষ্টি-বিনিময় হয়।

সন্ধ্যা রাগত সুরে বলে: "আ—হা, আকাশ থেকে পড়লেন যেন একেবারে। কেন? ওকে কি আমি দেখতে পারি না—না, ওকে প্রাণ ধ'রে আমার হাতে সঁপে দিয়ে যেতে পারো না?"

আবার সেই পাক। আনার মুখ লাল হ'য়ে ওঠে কিন্তু সে স্বপনকে যেন বাঁচাবার জন্তেই হেসে বলে: "পারে সন্ধ্যা। পুরুষরা বড্ড

জন্যে বান্ধবীদের এককথায় ছেড়ে দিতে পারে জেনো—আর সেটা এমন পৌরুষের সঙ্গে !—"

স্বপন বলে : "আ-হা, যেন নীরার জন্যে তোমারই তোমার বন্ধুকে ডিশমিশ করতে এতটুকু বাধত। যদি সে লিখত একবার 'এসো'—তবে দেখতাম।"

আনার মুখ গম্ভীর হ'য়ে ওঠে : "কথাটা তোমার কাছে ভাঙিনি স্বপন, ভয়েই। আমাকে হয়ত দু-একদিনের মধ্যে তার কাছে যেতে হবে।"

স্বপন উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করে : "কি ?"

আনা বলে : "কালই সন্ধ্যায় তার একটা ছোট চিঠি পেয়েছি। তার দিন বুঝি ফুরিয়ে এসেছে।" বলতে বলতে ওর কণ্ঠস্বর ঈষৎ গাঢ় হ'য়ে এল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলল : "লিখেছে তার মেয়েকে আমাকেই দিয়ে যেতে চায়—আর...আর যদি সম্ভব হয় তবে একবার শেষ দেখা—"

ওর চোখে জল উপছে পড়ে ফের। আজকাল ওর কথায় কথায় চোখ জলে ভ'রে আসে !...

স্বপন সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে—"ছি আনা—"

আনা চোখের জলের মধ্যে দিয়ে হাসে : "ভয় নেই, হিস্টিরিয়ার কবল থেকে মুক্তি পেয়েছি বোধ হয়। তবে বুঝতেই তো পারো—আজকাল—" বলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে একটু থেমে : "কী যে ছাই হয় কথায় কথায় এই দুটো পোড়া চোখে—" বলেই সন্ধ্যার দিকে চেয়ে খুব চেষ্টা ক'রে লঘু হেসে : "ভাবছ, নব্যাদের বড়াই যত সব মুখে, কাজের বেলায় ওরা যে-অবলা সেই অবলা ?"

সন্ধ্যা হেসে বলে : "ঠিক তা ভাবিনি। তবে মনে হচ্ছিল—" ব'লেই থেমে যায়।

আনা ধ'রে পড়ে : "না, বলতেই হবে।"

সন্ধ্যা বলে : "থাক ও সব কথা আনা।"

ওর মুখ কেমন যেন দেখায়। স্বপন ফের ভয় পেয়ে যায়। ঘরপোড়া জীব সেই সিঁদুরে—

হঠাৎ মেড আনাকে একটি ট্রেতে ক'রে একটি তার এনে দেয়।

আনা ত্রস্ত হস্তে খোলে। এবং খুলেই ওর মুখ অন্ধকার হ'য়ে যায়।

স্বপনের উদ্বেগ কানায় কানায় ভ'রে ওঠে, খুব মৃদু স্বরে বলে : "নীরার বুঝি?"

—"হাঁ—এই দেখ"—ব'লে তারটা ওর হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই আনা ব্যালকনির উপর গিয়ে দাঁড়ায়। স্বপন ও সন্ধ্যা পড়ে একত্রে :

"একবার আসবে আনা? কাল রাত পর্যন্ত হয়ত এ-জীবনের তেলটুকু থাকবে। তবে যদি ক্ষমা করতে পারো তবেই এসো—"

ওরা দুজনে একযোগে আনার দিকে তাকায়। ব্যালকনির কাছে একটা ছোট থামে মাথা ঠেশ দিয়ে ও দাঁড়িয়ে বাম বাহুর 'পরে গাল রেখে। শরীর ওর স্পষ্ট কাঁপছে থর থর ক'রে।

ওলট-পালট

সন্ধ্যা আনার কাছে গিয়ে একহাতে তার কটিবেষ্টন ক'রে আর একহাত দিয়ে তার মুখখানি নিজের কাঁধের 'পরে করে আদরে টেনে নেয়! স্বপন প্রতীক্ষমান ভঙ্গিতে চেয়ে থাকে।

সন্ধ্যা বলল : "অত কাঁদে না, লক্ষীটি!"

আনা ওর কাঁধে মুখ লুকিয়ে ওর গলা ধরে জড়িয়ে। এভাবে সে

কখনো সন্ধ্যার কাছে এগোয়নি। কিন্তু আজ ওর প্রিয়তমা বাল্যসখীর কথা মনে ক'রে মনের সব বিমুখতা গ'লে জল হ'য়ে গেছে! স্বপন একটা স্বস্তি বোধ করে...বুকের অনেকখানি অনপনেয় ভার ওর হালকা হ'য়ে যায়।

তিনজনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েই থাকে কিন্তু। তার পরে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ওকে টেনে সোফায় বসায়। আনা ওর কাঁধে মুখ দেয় আরও ডুবিয়ে। সন্ধ্যার খোলা চুল আনার গণ্ডে, অংসে, প্রকোষ্ঠে, বুকে এলিয়ে পড়ে নানা ভাবে। সন্ধ্যা বার বার দেয় সরিয়ে, কিন্তু ফের হাওয়াতে সে-সব গুচ্ছ ফিরে ফিরে আনার দেহের উপর ঢেউ খেলে যায়। স্বপন সোফাটিতে একটু ব্যবধান রেখে সন্ধ্যার পাশে বসে ও মুগ্ধনেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখে: সন্ধ্যার মধ্যে ফুটে উঠেছে ঠিক যেন একটি মাদোনার মূর্তি আর আনা যেন একটি শিশু।

এইভাবে কতক্ষণ কাটে কেউ জানে না।

* *
*

আনা মুখ তোলে। স্বপন ও সন্ধ্যা একটু আশ্বস্ত হয়: আনার মূর্ছা ফের আসবে না।

আনা "কি বলো তোমরা?" ব'লে চায় সন্ধ্যার দিকে।

এই প্রথম ও সন্ধ্যাকে গণনার মধ্যে আনল। সন্ধ্যার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। বলে: "কিন্তু এ দুর্বল শরীরে নীরাকে দেখতে যাবে কী ক'রে?"

আনা বলে: "কিন্তু ও যে মৃত্যুশয্যায়!"

এ-কথার উত্তর কী? মৃত্যু—জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রু যে, সব চেয়ে বড় বিদ্রোহী যে...সব ব্যবস্থাই দেয় সে উলটে। অথচ তার চেয়ে বড় বন্ধুই বা কে?

স্বপন বলে: "একটা ভাল মোটর বোটে ক'রে অবিশ্যি মার্সেল্‌সে যাওয়া যায় সবাই মিলে—"

আনা বলে: "পাগল—আমার জন্তে তোমাদের কষ্ট দিতে পারি ?"

সন্ধ্যা দৃঢ়কণ্ঠে বলে: "ভদ্রতার সময় এ নয় আনা। আমারও মনে হচ্ছিল যে এক যদি তিনজনে মিলে যাই তবে হয়তো এ সমস্যার মীমাংসা হ'লেও হ'তে পারে বা।"

স্বপন খুসি হ'য়ে ওঠে। যাহোক একটা কাজ তো পাওয়া গেল। উঠে দাঁড়ায়: "তা হ'লে আমি মোটর বোটটা—"

সন্ধ্যা বাধা দেয়: "কিন্তু তার আগে একবার ডাক্তার সাহেবের পরামর্শ নিতে হয় না কি ?"

আনা শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলে: "না হয় না। আমাকে যেমন ক'রে হোক আজ যেতেই হবে নীরার কাছে। কিন্তু সে কথা নয়। শোনো স্বপন, আমি বলি কি, মোটর বোটে ক'রে আমি একাই যাই —তুমি বরং চাংকে দেখতে যাও। অর্থাৎ আমি যাই আমার বান্ধবীকে দেখতে, তুমি—তোমার বন্ধুকে !"

সন্ধ্যা সাভিমানে বলে: "আর আমি এখানে ব'সে ব'সে ঢেউ গুণি —বে—শ।"

আনা স্নিগ্ধ হেসে বলে: "জায়া তো যাবেই ভাই ছায়ার মতন কায়ার পিছু—ঐ পারিসেরই পথে।"

সন্ধ্যা "কিন্তু"—ব'লে একটু ভেবেই, জুড়ে দেয়: "আমি ঠিক করেছি। —সিসি যাক পারিসে। আমি কী করবই বা সেখানে গিয়ে—যখন ও ব্যস্ত থাকবে ওর পীড়িত বন্ধুকে নিয়ে ? ও যদি পারে তবে চাং ও মসিয়ে বেনারকে নিয়ে ফিরে আসুক এখানেই; ইতিমধ্যে আমি যাই তোমার বডিগার্ড হ'য়ে মার্সেল্‌সে। নীরার কাছ থেকে তার মেয়েটির ভার নিতেও হবে তো—সে তুমি পারবে কেন ?"

আনা হেসে বলে: "আহা-হা যেন উনি কত শিশুরই গর্ভধারিণী!"

সন্ধ্যা একটু লজ্জা পেয়ে বলে: "তা না হ'তে পারি. কিন্তু দু-একটি শিশু আমি মানুষ করেছি—যা তুমি করোনি।"

আনা হাসিমুখে বলে: "কবুল করছি না হয় যে, আজ অবধি কোনো শিশুকে মধু দিই নি। কিন্তু তা ব'লে তোমাকে বঁধুছাড়া করতে পারি?"

স্বপন হেসে বলে: "তা বটে। আর কোন্ স্বত্বেই বা করবে বলো?" কিন্তু হাসিটা জোর ক'রে।

সন্ধ্যা টপ্ ক'রে বলে: "সখিত্বের স্বত্বে।—না আনা, ঠাট্টা নয়। যদি নীরার কাছে যাওই—তবে আমি সঙ্গে যাবই—তা সিসি যাক বা না যাক—এই-ই আমার শেষ কথা।"

ঔদার্যে, মাধুর্যে, সহজ সম্ভ্রমে ওর মুখ হ'য়ে ওঠে স্বচ্ছ! স্বপন গর্ব অনুভব করে। সন্ধ্যার আচরণে আনার প্রতি বিমুখতার বাষ্পও নেই আর।

হঠাৎ মেড আর একটা টেলিগ্রাম নিয়ে এসে হাজির। স্বপনের নামে। স্বপন খুলতে খুলতে বলে: "নিশ্চয় মসিয়ে বেনারের তার।"

আনা বলে: "বোধ হয় চাঙের অবস্থা—"

স্বপন চোখ বিস্ফারিত ক'রে বলে: "কী আশ্চর্য!"

ওরা, দুজনে প্রায় একসঙ্গে বলে: "কার তার?"

স্বপন বলে: "ইসাবেলার। সে ইজিপ্টে একটা বোর্ডিং হাউসে।" ব'লে পড়তে থাকে ফের।

সন্ধ্যা বলে: "ইসাবেলা! একা! ইজিপ্টে?—কোথায়?"

আনা বলে: "কায়রোতে। বোর্ডিং হাউসে! এ যে প্রায় নভেলের মতন শোনাচ্ছে! ব্যাপার কী?"

স্বপন পড়ে মৃদুস্বরে: "স্বপন, আমি ইংলণ্ড থেকে পালিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছি। কেউ জানে না। বড় বিপন্ন—চাং কোথায় জানি না। তুমি কি একবার আসতে পারো? সেমিরামিস হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলে আমি যেখানে আছি নিয়ে আসবেন তোমাকে। তোমার উপর এমন কোনো অধিকারই আমার নেই যার জোরে তোমাকে আসতে বলতে পারি। তবে তোমাকে যেটুকু জানি তাতে মনে হয় অধিকার নেই ব'লেই তোমার হৃদয় ঝুঁকবে তার প্রতি—যে একদিন তোমাকে সত্যি বন্ধু ব'লে বরণ করেছিল। যদি আসো—সেমিরামিস—কায়রো এই ঠিকানায় তার কোরো। ইসাবেলা।" ওরা তিনজনে বাস্তুভূতের মতন পরস্পরের দিকে তাকায়।

স্বপন তার ক'রে দিল: "মার্সেল্‌স্‌ থেকে উড়ে যাচ্ছি। নিশ্চিন্ত থেকো—আমি যত তাড়াতাড়ি পারি পৌঁছুতে চেষ্টা করব।"

* *
*

একঘণ্টার মধ্যেই ওরা তিনজনে রওনা হ'ল মার্সেল্‌স্‌। কিন্তু মোটর বোটে নয়—হোটেলেরই এক সেডান কারে। নইলে কায়রোর প্লেন ধরবার সময় থাকে না।

* *
*

নীরার আরোগ্যালয়ের নিচের বৈঠকখানায় ওদেরকে বসিয়ে, আনা গেল নীরার কাছে।

সন্ধ্যা বলল: "মাথার দিব্যি রইল সিসি—কায়রো পৌঁছেই লম্বা তার কোরো।"

স্বপন ওর মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে বলল: "করব গো শঙ্কিনি! করব। পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রে তার করব সব ইতিহাস দিয়ে।"

—সন্ধ্যা হঠাৎ ওর গলা জড়িয়ে ধরল।

—"একি? ছি সন্ধ্যা? কাঁদছ? কেন?"

—"আমি মানুষ তো সিসি। তোমাকে কতদিন বাদে পেতে না পেতে এমন ভাবে—বোঝো না কি—এ ক'দিন—"

—"শ্—শ্। ঐ আনা আসছে বুঝি।"

—"না,—প্রধানা নার্স।"

সন্ধ্যা বলল: "কেমন আছেন তিনি?

নার্স বলল: "মন্দের ভালো—শ্বাসের কষ্টটা একটু কম।"

স্বপন বলল: "বাঁচার—"

নার্স ঘাড় নাড়ল: "বড় জোর আজকের রাতটা। কিন্তু মাদাম দ্যুপঁ বলছিলেন আপনি নাকি আজ রাতের প্লেনেই কায়রো যেতে চান?"

—"চাই। কিন্তু এয়ারোপ্লেনের খোঁজ করার এখনো সময় পাইনি, সোজা নীস থেকে এখানে এসেছি ট্যাক্সিতে। খোঁজ করতে চাই এবার। এয়ারোড্রোমটা কোথায় জানেন?

—"কাছেই। কিন্তু খোঁজ করতে হবে না—দু'ঘণ্টার মধ্যেই মেল নিয়ে এয়ারোপ্লেন রওনা হবে—রাত বারটার আগেই কায়রো পৌঁছে দেবে। আমার ভাই-ই পাইলট।"

স্বপন খুসি হ'য়ে বলল: বিশেষ ধন্যবাদ মাদাম, আমি এই-ই চাইছিলাম।"

—"Pas de quoi Monsieur," * ব'লে স্নিগ্ধ হেসে প্রধানা নার্স বিদায় নিলেন।

* কিছু না।

* *

*

সন্ধ্যা স্বপনের দুই কাঁধে দুই হাত রেখে বলল: "পারো তো এয়ারোপ্লেনেই ফিরো কিন্তু—কালই।"

স্বপন দোরের দিকে চেয়েই আলগোছে ওর মুখ-চুম্বন ক'রে বলে: "কালই? বাপরে:

'নয়নের মণি আমার সজনী, তিলেক আড়ালে রাখিতে—' "

—"ঠাট্টা রাখো, ও-সব এখন ভাল লাগছে না একটুও। শোনো। কালই ফিরবে তো?"

—"যদি পুষ্পকরথ পাই।"

—"পাবে। সাধ্বীর ভবিষ্যদ্বাণী।"

—"তবে সাধুও ফিরবেন।"

—"তিন সত্যি?"

—"সত্যি, সত্যি, সত্যি, সত্যি, সত্যি—তিন ছেড়ে তিপ্পান্ন।"

সন্ধ্যা হাসল—কিন্তু সে নামে-মাত্র হাসি।

ইস্পাতেবলা

কায়রো

শুধু দুচোখ দেখা যাচ্ছে—নাক অবধি কালো বোরখা টানা—গায়ে কী এক রসুনের সগোত্র তীব্র গন্ধ—এ-হেন রহস্যময়ী দোর দিলেন খুলে। সেমিরামিস হোটেল থেকে একজন আলখেল্লাধারী স্বপনকে ট্যাক্সি ক'রে ইসাবেলার বোর্ডিং হাউসে নিয়ে এসেছিল। বোরখাময়ীকে আরব ভাষায় সে কী বলল স্বপন কিছুই বুঝল না তবে বার দুই আল্লা ও তিনবার বিসমিল্লা শুনে একটু শঙ্কিত না হ'য়েই বা ক'রে কী? ইসাবেলার কি কোনো সাংঘাতিক অসুখ, নাগু ওয়ারা ফের—চিন্তাস্রোতে তার বাধা পড়ল, আলখেল্লাধারী তাকে বললেন: "Monsieur, Madame veut vous voir." * মিসর দেশে এরা সব কী পরিষ্কার ফরাসী বলে!—স্বপন এ-উদ্‌ভ্রান্ত মুহূর্তেও আশ্চর্য হ'য়ে ভাবে!

* *

এ কী চেহারা! স্বপন চম্‌কে ওঠে!...সেই ইসাবেলা! শীর্ণ দেহ দুটি—চোখের পাতা ফোলা। রং বিবর্ণ। চুল কতদিন যেন অযত্নে অযত্নে জট-পাকানো মতন, পরণে মলিন চন্দন-রঙের একটি ব্লাউস।

ঘরটিও—উঃ এমন গরম! হাওয়া-চলাচল নেই। দুটো ভাঙা মতন চেয়ার...একটা পুরোনো শত-তালি-দেওয়া শতরঞ্চি....তার উপরে একটা টেবিলে এঁটো একটা থালা মতন ও দুটো কানা-ভাঙা বাটি—আরও কী কী। চম্‌কে ওঠে—পায়ের কাছ দিয়ে ও কী!—ইসাবেলা ম্লান হেসে...

* মাদাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বলে : "ও কিছু না—ইঁদুর, এসো বন্ধু!" ব'লেই দু'হাত দেয় বাড়িয়ে।

স্বপনের গা-র মধ্যে জুগুপ্সায় শিস্ শিস্ ক'রে ওঠে। সন্তর্পণে পা ফেলে।...ইসাবেলা একটা লম্বা মতন বাক্সে না কিসে বসেছিল—সেটি ঘরের দোরের গায়ে এসে শেষ হয়েছে; তার অর্ধেকটা দেয়ালে ঢোকানো। ইসাবেলা বলল : "বোসো—এখানে।"

—"ভার সইবে!" ঘরের মধ্যে এমন রেলওয়ে বাক্স সে কখনো দেখেনি।

—"সইবে—এটা কাঠ নয় লোহা।"

লোহা? ঘরের মধ্যে দেয়ালে প্রোথিত লোহার বেঞ্চি! স্বপনের কী রকম যেন মনে হয়!...শুধু নিজের বিস্ময়ই নয়—ইসাবেলা-হেন কুবের-কন্যা এখানে, এ-সময়ে, এ-ভাবে?...চক্রবৎ পরিবর্তন্তে—

—"দাঁড়াও—ও জানলাটা একটু খুলে দিয়ে বসবে? আমি উঠতে পারি না।"

স্বপনের বুকের মধ্যে কোথায় ধ্বক্ ক'রে উঠল : "উঠতে পারো না?"

—"পারি—কিন্তু কষ্ট হয় বড়, বাঁ-পায়ের হাড়টা এখনো জখম আছে।"

—"হা-ড়—জখম?—" স্বপনের যেন বিশ্বাসই হয় না!...

—"বলছি সব। কিন্তু জানলাটা খুলে দাও—একটু হওয়া আসুক।" স্বপন খুলে দিল।

—"কিন্তু—না—ঐ দেখ—আলোটা বড়ই কাঁপছে—"

ঘরের মধ্যে একটা পিল্‌সুজ মতন—ঠিক পিল্‌সুজও না, একটা মাটির লম্বা হরতন আকৃতির বারকোষ মতন জিনিষ—একটা বামন ইষ্টকখণ্ডের উপর ন্যস্ত—তার ওপরে একটা টেবিল ল্যাম্প—কেরোসিনের। ভারতবর্ষ

ছেড়ে এই প্রথম স্বপন কেরোসিনের আলো দেখল। ঘরের মধ্যে এ-রকম কাঠের থামও অভাবনীয়!...

স্বপন ফের জানলাটা বন্ধ ক'রে দেয়।

কিন্তু কী অসহ্য গরম! কপালের ঘাম মোছে।

ইসাবেলা ম্লান হেসে বলে: "আমাদের স'য়ে গেছে—দেখছ? কিন্তু তোমার জন্যে কী করি ভাই? এই নাও আমার হাতপাখাটা!"

স্বপনের বুকের মধ্যে কোথায় ফের একটা স্মৃতির তার ওঠে বেজে··· এটা তার অতি পরিচিত জাপানী হাতপাখা···সেই ওকে উপহার দিয়েছিল—একটা বাজিতে হেরে···এ নিয়ে চাং ওদের কী ঠাট্টাই না করত!—

ইসাবেলা টপ্‌ ক'রে ধরেছে: "সেই পাখাটাই বটে!"

আশ্চর্য! মেয়েরা কী ক'রে টের পায়?

স্বপন ওর পাশে ব'সে বলল: "পাখার দরকার নেই ইসাবেল, কিন্তু এ কী ব্যাপার?"

—"চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না, না?"

—"ধরেছ।" ব'লেই ওর একটি হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে চেপে ধ'রে কোমল সুরে বলল: "কী ব্যাপার ইসা?"

ইসাবেলা মুখ নিচু ক'রে থাকে।···কোথেকে ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজে। রাত দুটো! ভদ্রমহিলার সঙ্গে!···দেখা করবার সময় বটে স্বপনের মনের কোণে জাগে অবিশ্বাসের আমেজ!···এ-সব কি বাস্তব, না নিছক্ স্বপ্ন—হঠাৎ জেগে উঠে দেখবে সব মিলিয়ে গেছে? দেশে ফিরে এ-সব—ধরো যদি কোনো উপন্যাসে লেখে কোনোদিন—কেউ কি বিশ্বাস করবে?—বলবেই নভেলিয়ানা।

হঠাৎ ইসাবেলার দীর্ঘশ্বাসের শব্দে ওর চমক ভাঙে: মনে প'ড়ে

যায়—ইসাবেলা ওর শেষ প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। ইসার কাঁধে হাত রেখে গাঢ় স্নেহে প্রশ্নটি করে ফের: "কথা কইছ না যে?"

তবু ও কথা কয় না, মুখ নিচু ক'রেই থাকে। স্বপনের সন্দেহ হয়... বুঝি ও—ওর মুখ তুলে পরীক্ষা করতে ওর চিবুক স্পর্শ করে: সেই মুহূর্তেই ও স্বপনের কোলে ভেঙে পড়ে।

—"ছি ইসা। শোনো—লক্ষ্মীটি—আহা—আমি বলছি—"

* *

*

ইসা ম্লান হেসে বলে: "আশ্চর্য লাগে, না?—আমার এ-দশা ভাবতে?"

স্বপন সান্ত্বনার সুরে বলে: "না। বোধ হয় বড় ক্লান্ত, না?"

ইসাবেলা চোখ দুহাতে ঢেকে বলে: "কাল রাতেও ঘুমতে পারিনি —মর্ফিয়া ইঞ্জেক্ট করেছিল কি না। থেকে থেকে কেমন যেন ঘোর লাগে...আচ্ছন্ন মতন..."

—"পায়ের ব্যথার জন্যে ইঞ্জেক্‌শন!"

—"না। পায়ের হাড়ে মাত্র একটু চোট লেগেছে। কি রকম ভয় ভয় করে...মনে হয় বুঝি পাগল হ'য়ে যাব। আর ভাবতেই বুকের মধ্যে কি রকম একটা...সে বর্ণনা করাও মুস্কিল...অসহ্য...তাই কেবলই চাই চেতনা হারাতে...অথচ পারি না—তাই তো এমন যন্ত্রণা। দেহ নিঃসাড়, অথচ চেতনা এমন তীক্ষ্ণ...থেকে থেকে স্নায়ুগুলো হ'য়ে ওঠে যেন বালিশভরা...উঃ—"

স্বপন কী বলবে ভেবে পায় না...ওর চুলে কপালে গালে গাঢ় স্নেহে হাত বুলোতে থাকে। ইসাবেলা এমন কাটাকাটা ভাবে থেমে থেমে যেন দম নিতে নিতে কথা বলছে!—সেই মেয়ে—যার কথার ধারা-

প্রপাতের তোড়ে টাল-সামলানো ছিল এক দায়!...ইসাবেলা সাড়া দেয় —ওর হাতটাকে চুম্বন ক'রে।

—"তুমি এত ভালো কারো মিয়ো! তুমি যে এ-সময়ে আসবে ভাবিনি সত্যি।"

—"কেন?"

—"পুরুষ মানুষ ব'লে।"

স্বপন ওর চোখের 'পরে চোখ রেখে বলে: "তুদিনে হ'ল কি তোমার, ইসাবেল?"

—"আমিই কি জানি? যেন একটা ছায়াবাজি ঘটে গেল—একটা বিপ্লব।" ব'লেই দু'হাতে মুখ লুকোয়।

স্বপন ফের ওর চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলে: "ছী ইসাবেল এত অধীর হ'লে চলে?—শোনো, আমি বলি কি, চলো তোমায় নিয়ে যাই এখান থেকে—এ-ঘরের দূষিত হাওয়ায় আমারই মন যায় বিবর্ণ হ'য়ে যে।"

—"আমার হাতে একটি পিয়াস্তাও * নেই স্বপন।"

—"সে সব হবে 'খন। বলি একটা ট্যাক্সি ডাকতে? পারবে উঠতে?"

ওর মুখ একটু হালকা হ'য়ে ওঠে: "পারব মনামি—কেউ ধরলে চলতে পারি কোনোমতে।"

স্বপন বাইরে গিয়ে ডাকাডাকি করতে সেই অর্ধাবগুণ্ঠিতার পুনরাবির্ভাব। স্বপন বলল: "Taxi—auto—"

* *

* ইজিপ্টের মুদ্রা।

এক বৃদ্ধ এসে হাজির: "মাদামের বিল—"

স্বপন তার মুখে থাবা দিয়ে তৎক্ষণাৎ চুকিয়ে দিল, চেঞ্জ নিল না। মোটা চেঞ্জ।

বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে ইসাবেলার জন্তে কোত্থেকে এক স্ট্রেচার নিয়ে এসে হাজির।

স্বপন মনে মনে হাসল: রূপচাঁদ!—

ওরা ইসাকে সেই স্ট্রেচারে বসিয়ে ট্যাক্সিতে নিয়ে ওঠাল। বৃদ্ধ কুর্নিস ক'রে বলল: "Ou voulez-vous—"‡

* *

*

বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ইসাবেলা একটু সুস্থ বোধ করে। স্বপনের হাত ওর মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে: "স্বপন!"

—"কী ইসাবেল?"

—"আমাকে নিয়ে চলো—লক্ষ্মীটি!"

—"কোথায় যাবে—বলো?"

ও দুহাতে মুখ লুকোয় ফের: "আমার যাবার জায়গা কোথায় স্বপন?"

স্বপন বিপন্ন হ'য়ে একটু ভাবে, তারপরে বলে: "নীসে যাবে? আমার স্ত্রী দেখবে শুনবে তোমায়।"

—"তোমার স্ত্রী! সেই সন্—দা?"

স্বপন হাসে: "নইলে আর কে!"

ইসাবেলার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে: "সত্যি যাবে আমাকে নিয়ে?"

‡ কোথায় যাবেন আপনি —?

ব'লেই ওর মুখের সমস্ত আলো যায় দপ্ ক'রে নিভে। বলে ম্লান কণ্ঠে, "না—তা হয় না স্বপন—আমি যে অপয়া···যেখানেই যাই আমি অলক্ষণার ছোঁয়াচ।"

স্বপন ওর মুখ চেপে ধরে: "থামো:। তুমি যাবে যাবে যাবে আমার সঙ্গে।"

ইসাবেলা মুখের ওপরে রাখা ওর হাতটায় চুম্বন ক'রে বলল: "না স্বপন—" ব'লেই স্বর বদলে বলে: "তবে যেতে পারি তোমার সঙ্গে যদি কথা দাও—" ব'লেই যায় থেমে।

—"কী?"

—"না, তা-ও হয় না। তোমাকে এত কষ্ট করতে বলি কী ক'রে এখন—বিশেষ সন্ধ্যা তোমার অপেক্ষা করছে নীসে?"

—"পাগলামি কোরো না ইসাবেল। বলো কী করতে হবে।"

—"যদি—যদি মসিয়ে বেনারের কাছে পৌঁছে দিতে পারতে।"

—"তিনি দু-তিন দিনের মধ্যেই নীসে আসছেন—ভয় কি?"

—"বেড়াতে?"

—"ঠিক না।"

—"তবে?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে স্বপন বলল—কী ভাবে সন্ধ্যা এল হঠাৎ উড়ে তার পরে যা যা ঘটেছিল বলল সংক্ষেপেই।

সেমিরামিসে

স্বপন ইসাবেলার জন্যে কফি ও রুটি মাখন আনতে বলল।...খাওয়া শেষ হ'লে ইসাবেলা একটু সুস্থ হ'য়ে। স্বপন বলে: "এখন একটু ঘুমিয়ে নাও—বেলা দশটার সময়ে প্লেন।"

ইসাবেলা হাসল: "ব্যস্ একেবারে স—ব ঠিক্—তোমার হুকুম!"

স্বপন বলল: "একশোবার। যে নিজেকে দেখতে পারে না তার ঘাড়ে অভিভাবক চাপে। আমি মসিয়ে বেনারকে তার ক'রে দিতে ব'লে দিয়েছি—যদি সম্ভব হয় চাংকে নিয়ে নীসে চ'লে আসতে।

ইসাবেলার মুখ চা-খড়ির মতন শাদা হ'য়ে গেল: "চাং! কোথায় সে?"

"হাঁসপাতাল" কথাটা স্বপনের মুখে এসেছিল কিন্তু সে সামলে নিল "পারিসে. জানো না তুমি?"

ইসাবেলার মথ বিস্ময়ে উৎসাহে মুহূর্তের জন্যে দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠেই যায় নিভে। কম্পিতকণ্ঠে বলে: "পারিসে? সে কি? আমি তো জানি সে চীন রওনা হয়েছে!"

—"তুমি এমন ঢঙে কথা কইছ যেন আমি—"

ইসাবেলা অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল, এ-কথা কানে না তুলে বলল: "পারিসে? কী করছে? কোথায় সে? মসিয়ে বেনারের সঙ্গে? সঙ্গে এঞ্জেলা আছে?"

"এঞ্জেলা!"

একথার উত্তর না দিয়ে ইসাবেলা বলে: "চাং আরিসে কেন স্বপন—বলো বলো—তোমার পায়ে পড়ি। কিছু গোপন কোরো না। তার কোনো বিপদ হয়নি তো?"

স্বপন অগত্যা বলল: "মসিয়ে বেনার কাল তার করেছিলেন সে হাঁসপাতালে।"

ইসাবেলার মুখ চা-খড়ির মতন শাদা হ'লে গেল: "হাঁসপাতালে? কী অসুখ? সীরিয়াস?"

—"না না"—স্বপন ভরসার সুরে বলে।

—"তুমি লুকোচ্ছো।"

—"সত্যি কথা বলতে কি ইসাবেল, আমি জানি না।" সংক্ষেপে বলল মসিয়ে বেনারের চাংকে হাঁসপাতালে দেখতে শুনতে হচ্ছে।"

ইসাবেলা একটু চুপ ক'রে থেকে থপ্‌ ক'রে স্বপনের হাত চেপে ধ'রে বলল: "স্বপন—এতই যখন করলে—আর একটু করো। লক্ষীটি!"

—"কী!"

—"আমাকে প্যারিসে পৌঁছে দাও—নীসে না।" ব'লেই ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল।

—"কাঁদছ কেন ইসাবেল! এ আর বেশি কথা কি?

* *
*

—"ইসাবেল!" ব'লে ওর মুখ তুলে ধ'রে বলল: "সব ঠিক হ'য়ে যাবে—শোনো। ছি। তবু এত কান্না?"

ইসাবেলা চোখ মুছে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলল: "না। আর কাঁদব না স্বপন। কিন্তু—না কেঁদে পারে মানুষ? ভাবো তো—আমি পঙ্গু—চাং হাসপাতালে, যদি তুমি আজ না থাকতে—" ওর কণ্ঠ ফের বাষ্পরুদ্ধ হ'য়ে আসে।

—"আহা! আমার কথা যেতে দাও না।"

—"কেমন ক'রে দেই বলো তো ? তুমিই যে আমাকে প্রথম চাঁদের খবর এনে দিলে। কত ঋণী যে আমি—"

—"তা হ'লে সে-ঋণ শুধতে একটু চেষ্টা করলেই বা।"

—"আমি যে একেবারে নিঃস্ব ভাই ! কী ক'রে শুধব তোমার ঋণ বলো দেখি ?"

—"তোমার কাহিনী ব'লে।—যদি অবশ্য আপত্তি না থাকে—"

—"শুনতে সত্যি চাও ? কিন্তু বড় করুণ কাহিনী বন্ধু !"

—"অমনি কাহিনীই তো বন্ধু বন্ধুর কাছ থেকে সব আগে শুনতে চায় ইসাবেল।"

ইসাবেলা একটু চুপ ক'রে থাকে। পরে ওর মুখের 'পরে অচঞ্চল দৃষ্টি রেখে ম্লান হাসে। তারপরে বলে : "শোনো তবে—"

চতুষ্টয়ী

ইসাবেলাকে স্বপন খুব উঁচু বালিশের দেয়ালে ঠেশ দিয়ে শুইয়ে দিল। সামনেই রবিকরোজ্জ্বল বিশাল নীল নদী ব'য়ে চলেছে গৈরিক রঙে রঙিন ! ঘরটা যে কী চমৎকার মনে হয় স্বপনের !…হোটেল কখনো ওর অত ভালো লাগেনি। "নীল মসজিদের" কাছে সে গলিটার মধ্যে সে-স্যাঁৎস্তেতে ঘরটার কথা কেবল মনের পটভূমিতে কালো প্রেতচ্ছায়ার স্মৃতির মতন দাঁড়িয়ে থাকে।…

ইসাবেলা বলল : "খুব কাছ ঘেঁষে বোসো স্বপন— যেমন নীলে বসতে, মনে আছে ?"

—"নেই ? বাঃ, সঙ্গে-সঙ্গে তোমার হাতটা হ'ত আমার খেল্‌না—দেখ, তা-ও মনে আছে।" ব'লেই ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে হাসে।

* *
*

—"কী ভাবছ ?"

ইসাবেলা সোজা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল: "বার্টনকে এড়াতে আমরা হ্যাম্পস্‌টেড ছেড়ে ঈলিঙে উঠে এলাম এ-অবধি তোমায় চাং নিশ্চয়ই লিখেছিল, লেখেনি ?"

—"লিখেছিল।" এখন আর গোপন ক'রে ফল কী ?—তেবে ও একটু সান্ত্বনা পায়।

—"তারপরে ? এঞ্জেলার কথা ? সত্যি বলো।"

—"তারপরে কোনো চিঠিই পাইনি আজ অবধি।"

—"আর একটু কফি আনতে বলবে স্বপন ! রক্তের মধ্যে এখনো কেমন যেন ঠাণ্ডা মনে হয় থেকে থেকে।"

* *
*

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ইসাবেলা বলতে লাগল:

"ঈলিঙে আসার পর আমার নিজের মধ্যে কোথায় একটা নড়চড় হ'য়ে গেছে মনে হ'ল। প্রথম প্রথম ভাবতাম—বুঝি আমার কল্পনা। কিন্তু পরে যখন একদিন চাংও এ-কথা বলল, তখন মনে হ'ল—তবে তো কল্পনা নয়।"

—"চাং এ-কথা আমাকেও লিখেছিল। কিন্তু ঠিক কী ধরণের নড়চড় ?"

ইসাবেলা চিন্তাক্লিষ্ট স্বরে বলল: "ব'লে বোঝানো মুস্কিল। কেমন

জানো ? জাগরণ থেকে তন্দ্রার সীমান্ত যখন আমরা ছুঁই তখন যেমন খানিকটা বুঝি এটা জাগ্রত অবস্থা নয়, অথচ তন্দ্রার অবস্থা ব'লেও সনাক্ত করতে পারি না—খানিকটা সেই রকম। চেতনার একটা মোড় বদলানো আর কি, অথচ ঠিক কখন যে মোড় বদলে গেছে ঠাহর করতে পারি না—নয় ?"

স্বপন ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

ইসাবেলা ব'লে চলে: "আমিও বুঝি ও কোথায় ঘা খেয়ে ঘুরে গেছে খানিকটা, ও-ও বোঝে আমার মন কোথায় একটা ছোট্ট বেঁক নিয়েছে। দুজনের মনের কিনারার ঢেউ গেছে খানিকটা উলটো পালটা হ'য়ে, অথচ এর ফলে দুজনের মনের-মিলের-স্রোত যে একটু মন্দা হ'য়ে আসতে বাধ্য এ-কথা স্বীকার করতেও বাধছে—কী ঝাপসা ঠেকছে ?—"

—"না ইসাবেল।" স্বপন ওর হাতের 'পরে চাপ দেয়। "আমি বেশ কল্পনা করতে পারছি।"

—"এক এক সময়ে আমার কী মনে হ'ত জানো ?"

—"কী ?"

—"প্রণয়ি-প্রণয়িণীর জীবন বুঝি নদীর মতন চলে. সময়ে সময়ে। খানিকটা পথ এমনিই মিলে-মিশে চলে যে মনে হয় বুঝি ওদের দেহে-মনে একই স্রোতের ধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলেছে। কিন্তু—" ওর একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে: "দেখা যায় পরে যে, মিলন-নদীর বুকেই লুকিয়ে ছিল দুটো আলাদা ধারা—তারা চলে আপন গতিতে—আলাদা আলাদা পথ কেটে নিয়ে। আরো কিছুদিন গেলে দেখা যায়—সঙ্গমের মুখে যতই গাঢ় মিলন-চিহ্নের ছাপ থাক না কেন – হয়ে দাঁড়ায় অতীতের ইতিহাস।"

স্বপন চুপ ক'রে থাকে।

—"রাগ কোরো না স্বপন। সকলের অভিজ্ঞতা হয়তো এমন তিক্ত

নয়। কিন্তু য়ুরোপে কত দম্পতীর মিলনের মধ্যেই যে আমি এ-প্রচ্ছন্ন বিরহের, বিরোধের সুর দিনে দিনে করুণ হ'য়ে, তিক্ত হ'য়ে, উগ্র হ'য়ে বেজে উঠতে শুনেছি—" ব'লেই থেমে বলে: "কিন্তু শোনো আমাদের ব্যাপারটা, তা হ'লেই বুঝবে।"

ইসাবেলা কফিতে ফের চুমুক দিয়ে ব'লে চলে:

"আমি প্রাণপণে চেষ্টা করতাম প্রথমটায় চাং-কে আমার মনের এ আশঙ্কার কথা না বলতে—এ-আসন্ন বিচ্ছেদের সুর বুঝতে না দিতে। ও-ও ঠিক ঐ চেষ্টাই করত। অথচ আমরা উভয়েই বুঝতাম। শেষে একদিন যখন চাং ব'লে ফেলল একথা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—তখন কী কান্নাই যে কাঁদলাম স্বপন—"

ইসাবেলা বলতে লাগল: "কিন্তু এ-কথা আমরা দুজনে প্রকাশ্যে স্বীকার করার পর থেকে মনের ভার আমাদের কেমন যেন একটু ক'মে গেল, একটু হালকা বোধ হ'ল দুজনারই—যদিও ব্যবধান তাতে ঘুচল না, শুধু আমরা পরস্পরকে একটু ছেড়ে ছেড়ে থাকতে আরম্ভ করলাম।"

—"কিন্তু তোমার সময় কাটত কী ক'রে? ওর না হয় ছবি ছিল।"

—"আমি কীউ গার্ডেন, মিউজিয়াম, থিয়েটার, আর্টগ্যালারি—এই সব ক'রে বেড়াতাম। জানোই তো—আমি কি রকম চঞ্চল! এ-সব করতাম যে ভালো লাগত ব'লে তা নয়—এক-এক সময়ে থিয়েটারের টিকিট কিনে মাঝামাঝি উঠে চ'লে আসতাম—এক-এক সময়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তায় রাস্তায় রেস্তরাঁয় রেস্তরাঁয় ঘুরে বেড়াতাম—"

—"একা?"

—"না। এঞ্জেলা ব'লে একটি মেয়ে প্রথম প্রথম কখনো কখনো সঙ্গে থাকত। সে ছিল আমাদের বাড়িওয়ালীর গৃহবর্ত্রীর একমাত্র মেয়ে। তখন কি জানতাম—"

—"যদি বলতে কষ্ট হয়—"

—"না না—শোনো—সবই বলব। আর কফি আছে?"

স্বপন কফি ঢেলে দিল।

—"ধন্যবাদ। এঞ্জেলার বয়স হবে সাতাশ আঠাশ। অত্যন্ত চাপা মেয়ে। দেখতে সুশ্রী—কিন্তু সুন্দরী বলা চলে না। তাকে দেখলে মন টানত, আবার সঙ্গে-সঙ্গে কেমন যেন ভয়-ভয়ও করত!

—"ভয়?"

—"ঠিক ভয় না। সমীহ বলতে পারো। মনে হ'ত ও যেন সবই বোঝে। তাই তাকে বিশ্বাস ক'রে মনের কথা বলা ছিল সহজ—এমন কি না ব'লে উপায় ছিল না—চুম্বকের মতন ও যেন মনের কথাকে টানত—অথচ ব'লে স্বস্তি ছিল না। বলার পরেই মনে হ'ত কেন বলতে গেলাম।

"একদিন এ-কথা চাংকে বললাম। চাং হঠাৎ কেমন যেন শুষ্ক স্বরে বলল: "মেয়েদের মন বোঝা ভার—কারণ মেয়েরা মেয়েদের কিছুতেই দেখতে পারে না।"

"বেশ মনে আছে এই সামান্য একটা কথায় সেদিন সারা রাত ঘুমতে পারিনি। কী কান্না!"

—"এই কথায়?"

—"শুধু এই কথায় নয়। মাঝ রাত্রে কান্নার মাঝে চাং জেগে উঠল—বুঝল আমি কাঁদছি—কিন্তু না করল কারণ জিজ্ঞাসা, না করল একটু আদর। পাশ ফিরে ঘুমতে লাগল—অকাতরে।"

—"সে কি? বিরক্ত হওয়া বুঝতে পারি কিন্তু—" স্বপন কথাটা শেষ করল না।

—"রাগ? সত্যিই তাই। সেদিন ও খুব রাগ করেছিল।"

—"না না। এ তোমার কল্পনা।"

—"শোনো না স্বপন, তা হ'লেই বুঝবে কল্পনা কি না।" ব'লে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলতে লাগল : "চাংকে সন্ধ্যাবেলা যখন বলছিলাম যে, এঞ্জেলাকে আমার মনের কথা বলা সত্ত্বেও কেমন যেন বিশ্বাস হয় না, ঠিক সেই সময়ে আমার একবার যেন মনে হ'ল দোরের ওপাশ দিয়ে কে গেল চ'লে। ভাবলাম মনের ভুল। কিন্তু পরদিন যেই এঞ্জেলাকে বললাম ওল্ডভিক্-এ ম্যাক্‌বেথের জন্যে দুটো টিকিট কিনেছি সেই ও বলল : না, ওর মাথা ধরেছে।

"আমার বুঝতে দেরি হ'ল না যে কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু ভাবতেই পারিনি যে এ-বিষয়ে চাং ওকে কিছু ব'লে থাকতে পারে।"

—"চাং! কখনো হয়?"

—"শোনোই না ভাই।" ব'লে কফির পেয়ালায় আর একটু কফি ঢেলে নিয়ে বলতে লাগল :

"এঞ্জেলা যখন গেল না তখন আমি চাংকে বললাম : তুমি যাবে? একটা টিকিট রয়েছে। চাং বলল : ওর কাজ আছে। কাজেই আমি একাই বেরুলাম। গর্বী মেয়ে আমি—দু-দুজনকে নিমন্ত্রণ ক'রে প্রতিদানে পেলাম শুধু 'না', বুঝতেই পারছ মনটা কেমন থিয়েটার দেখার অবস্থায় ছিল!

"পথে যেতে যেতে মনের মধ্যে ধ্বক্ ক'রে কী একটা আগুন উঠল জ'লে। যত তাকে চাপা দেই তত সে ধোঁয়ায়। চুপি-চুপি ফিরলাম। পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে আমাদের বাসাটার সামনের উইকেট গেটটি টপ্‌কে নিঃশব্দে ঢুকলাম। ওরা জানে আমি তো বহু দূরে ওল্ডভিক্ থিয়েটারে।"

—"এক কথায় ধ'রে নিলে—"

—"সারা রাত কেঁদেছিলাম যে—ভুলছ কেন। কিন্তু শোনো।

"সন্তর্পণে ঢুকবামাত্র মনে হ'ল চাং সেই যে লুকিয়ে বার্টন ও আমাকে দেখেছিল তার শোধ তুলব। দরজার কী-হোলে চোখ লাগালাম। ওরা জানত যে, আমি থিয়েটারে - খুব নিশ্চিন্ত হ'য়েই একটি সোফার ব'সে গল্প করছিল।

"প্রথমটায় ওদের কথাবার্তার মর্ম ভালো ধরতে পারিনি। কিন্তু একটু পরেই উঠল আমার কথা! চাং ওকে বলল আমি যে এঞ্জেলাকে খুব বিশ্বাসের চোখে দেখি না এটা ওর জেনে রাখা ভালো।"

—"বলল!"

—"হ্যাঁ।"

—"তার পর?"

—"খানিকক্ষণ বিমর্ষ তর্কাতর্কি চলল ওদের। সে অনেক কথা— শেষটায় ওরা দুজনেই প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল।"

ইসাবেলা একটু থেমে বলতে লাগল: "স্বভাব-গম্ভীর এঞ্জেলা যে এত হাসতে পারে কে জানত? চাং-এর প্রতি কথায় ও হেসে গড়িয়ে পড়ে।"

—"আর কিছু দেখলে?"

—"দেখলে হয়তো ভালোই হ'ত—অনেক যন্ত্রণা ও ইতস্ততঃ করার হাত থেকে বেঁচে যেতাম—কিন্তু দেখিনি দুষ্ট কিছুই। এমন কি, ওরা এক সোফায় খুব কাছাকাছি বসা-সত্ত্বেও ও এঞ্জেলা পরিষ্কার চাওয়া সত্ত্বেও চাং ওকে ছোঁয়ওনি একবারও।"

—"কতক্ষণের মধ্যে?"

—"প্রায় এক ঘণ্টা।"

—"ঠা-য় এ-ক-ঘণ্টা কী-হোলে চোখ দিয়ে ছিলে তুমি?"

—"মেয়েরা এক যুগ পায়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে যদি আড়ি পাততে বলো। জানো না এ-কথা?"

স্বপন মৃদু হেসে বলে: "এতটা জানতাম না।—কিন্তু সে-কথা থাক, কী দেখলে—কী শুনলে বলো।"

—"প্রথমটায় বিশেষ কিছু শুনতে পাইনি—জ্বালায় আমার দেহের মধ্যে রিম-ঝিম করছিল—এঞ্জেলাকে ওর অত কাছে ব'সে থাকতে দেখে।"

—"কিন্তু কাছে-বসাটাকে দুষ্ট ভাবলে কেন?"

—"মনামি, আমি নিজে মেয়ে যে—জানি না—কে কাছে বসে কী মৎলবে? যেখানে তারা কিছু চায় সেখানে তারা যে-ভাবে বসে—যে-বোবা ভঙ্গিতে ডাকে—নৌকায় ইসাবেলার কথা মনে নেই? কিন্তু শোনোই না আর—একটু তাহলেই মালুম হবে।"

—"কিসের গল্প চলছিল?"

—"ও জিজ্ঞাসা করছিল নানান্ কথা, কিন্তু কেবলই ওর ইচ্ছে দেখছিলাম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চাংকে আমার কথা বলাতে—pour etre sa confidante." *

—"কী ভাবে?"

—"ধরো, বলল একবার: 'আচ্ছা চাং, তোমরা আজকাল আর এক সঙ্গে থিয়েটারে যাও না কেন?' আর একবার অনেক অবান্তর কথার পরে: 'তোমার নয়নতারাকে এ-ভাবে একলা ছেড়ে দিতে চাও কোন্ প্রাণে?' বেশ একটু ঠেশ ছিল ওর এ-ধরণের প্রতি প্রশ্নেই। আর একবার: 'তোমার কথাটা ঠিকই, আমার ওর সঙ্গে অতটা ঘনিষ্ঠতা না করাই ভালো।' এ রকম যে কত ইঙ্গিত! গা জ্বালা করে ভাবতে—এখনও।"

—"চাং কী ভাবে সাড়া দিচ্ছিল এ-সব ইঙ্গিতে?"

* ওর বিশ্বাসপাত্রী হ'তে।

—"সহজে কি ওর মুখ ফোটে ? ও বেশি শুনছিল এঞ্জেলার অর্থহীন কথা পুরুষেরা যে কী শোনবার পায় এ-জাতের মেয়ের আগড়ম বাগড়ম কথার মধ্যে—আর সে কী প্রফুল্ল মুখে !"

—"এ তোমার আবদার ইসা। তোমার অদর্শনে কি চাং পেঁচার মতন মুখ ক'রে কথা কইবে নাকি ?

ইসাবেলা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে : "পেঁচার মতন মুখ করতে বলছে কে ? কিন্তু ওর মুখের প্রতি প্রসন্ন ভঙ্গিমায় আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে এঞ্জেলার সাহচর্য ওর ভালো লাগছে।"

—"তা-ও লাগতে পাবে না ?"

ইসাবেলা রাগ করল এবার : "যা-ও, তোমাকে কিছু বলব না আর। এ-সব তুমি বুঝবে না—মিথ্যে মিথ্যে—"

স্বপন ওর মাথাটা দুই হাতের মধ্যে নিয়ে আদর ক'রে বলল : "রাগ কোরো না ইসাবেল! কিন্তু চাঙের কথাটাও একটু ভাবো। তুমি বার্টনের ব্যাপারে ওকে যে-আঘাত দিয়েছিলে তার ফলে যদি ওর মনে একটু নিঃসঙ্গতার ভাব এসে থাকে তবে ওকে কি তোমারও একটু অনুকম্পার চোখে দেখা উচিত নয় ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এঞ্জেলা ওর একটু কাছে আসতে পেরেছিল তার এই দরদের জন্যেই। যদি তোমার কাছে এ-দরদ ও পেত তবে এঞ্জেলা তোমাদের মধ্যবর্তিনী হ'য়ে দুদণ্ডও টিকতে পারত কি ?"

ইসাবেলা একটু ভাবল : "তোমার এ-কথাটা বোধ হয় সত্যি, স্বপন। —কিন্তু কী জানো ? এ-ভাবে কেউ তো আমায় বোঝায়নি। চাং যদি একটুও বোঝাতো আদর ক'রে—তা হ'লে যে আমি গ'লে যেতাম—ওর কেনা হ'য়ে থাকতাম।"

স্বপন ওর কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বলে : "ইসাবেল এ-সব

'খদিরা' যে জীবনে কেন আমাদের ইচ্ছামত আসে না কে বলবে বলো? তাই চাঙের ওপর রাগ কোরো না ভাই। জেনো, ও-ও চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি।"

"—কেমন ক'রে জানলে?"

"—ও আমায় বলেছিল একটা কথা মার্সেল্‌সে—যা আমার মনে গাঁথা হ'য়ে আছে।"

—"কী?"

—"প্রেমের মণিকোঠার চাবি আমরা আজও খুঁজে পাইনি; তাই পরীপ্রাসাদের প্রমোদ কক্ষকেই প্রেমের গোপন অন্তঃপুর ব'লে ভুল করি। এ-সব কথা যে অনুভব করে এমন ক'রে – জেনো সে জন্ম-অন্বেষু।"

ইসাবেলা যেন চমকে উঠল, ওর চোখের পানে চেয়ে বলল: "এ-সব কথা তোমাকে চাং কবে বলেছিল? আমার প্রসঙ্গে?"

স্বপন একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল: "না। বলেছিল মারিয়ার প্রসঙ্গে।"

—"মারিয়া! তার কথা বলেছিল ও তোমাকে!"

—"হাঁ, কেন?"

—"আমাকে সে কখনো ভুলেও মারিয়ার কথা বলেনি যে! তা হ'লেই দেখ স্বপন, আমাকে সে কত কম বিশ্বাস করত।"

স্বপন ওর কপোলে হাত বুলোতে বুলোতে বলে: "ছি ইসাবেল, এটুকুও কি তুমি বুঝতে পারো নি যে ও তোমাকে শুধু বেদনা থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল ব'লেই বলে নি মারিয়ার কথা? ও তোমাকে ভালোবেসেছিল ব'লেই সত্যগোপন করেছিল।"

—"কিন্তু সত্য যে সইতে পারে না সে বাঁচবে কেমন ক'রে এ-জগতে?"

স্বপন মৃদু হাসল: "মিথ্যার অন্ধকূপে মানুষ শুধু যে বাঁচে তাই নয়—কূপমণ্ডুকের মতনই বেশ গোলগাল নধরকান্তি হ'য়ে ওঠে—সর্বযুগে—সর্বদেশে।"

—"অন্যসব ক্ষেত্রে এ-কথা সত্য হ'তে পারে, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে নয় নয় নয়।" ইসাবেলা রুখে ওঠে।

—"প্রেমের ক্ষেত্রেই এ-সব চেয়ে বেশি সত্য ইসা।" স্বপন হাসে।

—"কেন শুনি?"

—"কেন না, মানুষের বাসনা সব চেয়ে উদ্দাম এই প্রেমেরই ক্ষেত্রে, আত্মাদর সব চেয়ে প্রবল এই প্রেমেরই ক্ষেত্রে; কাজেই, কবিরা যা-ই বলুন না কেন, স্পর্শকাতরতা ব্যথা হাহাকার সব চেয়ে বাজবেই বাজবে এই প্রেমের ক্ষেত্রেই। তাইতো যে যত বেশি ভালোবাসে সে তত সহজে ওথেলো বনতে পারে।"

* * * *

* *

খানিকক্ষণ ওরা কেউ কথা কয় না।

স্বপন অন্যমনস্ক নেত্রে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। দেখে পিরামিডের পাহাড়।

হঠাৎ ইসাবেলার দীর্ঘনিশ্বাসে স্বপন ওর মুখের দিকে চাইল।

ইসাবেলা উদ্‌গত অশ্রু গোপন ক'রে বলে: "না। আর কাঁদব না। কী হবে বলো কেঁদে?" ব'লে স্বপনের দিকে চেয়ে বলে: "আজ এত দুঃখ হচ্ছে কী ভেবে—জানো?"

—"কী?"

—"যদি আগে এটা জানতাম। যদি আমার একটু কল্পনা থাকত!

যদি আমি স্বার্থপর হ'য়ে কেবল নিজেরই দাবি দাওয়ার কথা না ভেবে ওর অভাবের কথাটাও একটু বুঝবার চেষ্টা করতাম !"

—"এজন্যে দুঃখ কোরো না ভাই। অক্ষমতার মধ্যে দিয়েই আমরা বুঝি প্রেমে আমাদের কত খাদ, কত আত্মপরতা লুকিয়ে থাকে। চাং একবার বলেছিল : লোকে প্রেমকে অপমান করে বড় বেশি তাকে রোমান্স নাম দিয়ে নামঞ্জুর ক'রে। কারা রোমান্স মানেই হ'ল অপলকা আবেগ।

ইসাবেলার মুখ গম্ভীর হ'য়ে গেল।

—"যাক, বলো ইসা। এ-সব যাক ! কিছু মনে কোরো না—লক্ষীটি।"

—"কতদূর বলেছিলাম ?"

—"ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাটা স্বচক্ষে দেখলে।"

—"হ্যাঁ, আর সেই থেকে আমাদের মধ্যে ব্যবধানটা যেন আরও বেড়ে গেল। চাঙের কী মনে হ'ত জানি না—তবে বুঝতে পেরেছিলাম যে ও খানিকটা টের পেয়েছে। অথচ এমনি ভাব দেখাত যেন ও সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

—"হয়তো ছিল নির্দোষ—মানে, দেহের দিক দিয়ে।"

—"হয়তো ছিল। কিন্তু ছিল না ভাবতেই আমার মন চাইত।"

—"চাইত ?"

—"হ্যাঁ। তাতে বুকের কোথায় উঠত জ্ব'লে, কিন্তু জাগত—একটা অসহ্য উত্তেজনা—একটা মাদকতা।" ব'লেই থেমে বলল : "আমাকে তোমার খুব খারাপ মেয়ে মনে হচ্ছে, না ? সত্যি বলো তো ?"

স্বপন ওর হাতের 'পরে একটা হাত রেখে বলে : "ছি ইসা। এ-রকম অবস্থায় আমি পড়িনি তো কখনো—কাজেই কী ক'রে বলব যে তোমার মতন পরীক্ষায় পড়লে আমিও অমনি বোধ করতাম না ?"

ইসাবেলা আর্দ্রকণ্ঠে বলে : "ধন্যবাদ, মনামি। কিন্তু আমার মনটা সত্যিই বড় মলিন স্বপন, উপায় কী বলো? মানুষের ভালোটা বিশ্বাস করার চেয়ে আগে খারাপটা বিশ্বাস করবার দিকেই তার প্রবণতা। তোমাদের ভা তা নয়।"

স্বপন বলে : "এ-ও তো তোমার অনুমান। কিন্তু যাক, বলো তারপর কী হ'ল।"

ইসাবেলা অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে : "সে বড় বিচিত্র ব্যাপার স্বপন, একরাত্রে ব'লে শেষ করা যাবে না। কত কী। কখনো মনে হ'ত চাংকে আমি ঘৃণা করি, কখনো মনে হ'ত বুঝি এত ভালো ওকে কোনোদিন বাসিনি। কখনো মনে হ'ত ওর সমস্তটাই মুখোষ : ও আর এঞ্জেলা—বুঝতেই পারছ—কিন্তু পরেই আবার মনে জাগত ধিক্কার—অকারণ কেন এ-সব ভেবে কষ্ট পাই? কেন এ-আত্মনির্যাতনে এমন উল্লাস আসে আমাদের—কে বলবে ..."

স্বপন কি-একটা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ ক'রে যায়। ইসাবেলা ব'লে চলে :

"আমার বাহ্য ব্যবহারে এ-অন্তর্দ্বন্দ্বে খানিকটা বদলে গেলেও আমি বাইরে চেষ্টা করতাম কোনো ভাব-বৈলক্ষণ্য না দেখাতে, কিন্তু চাং আন্দাজ করতে পারত। অপর পক্ষে, ওর যে এঞ্জেলার সাহচর্য ভালো লাগছে এটা বুঝতে পেরে আমি সাধ্যমত দেখাতে চেষ্টা পেতাম যেন আমার ভাবান্তর হয়নি এক তিলও।"

—"অভিমান?"

—"না হ'য়ে পারে? যে আমাকে চায় না—"

—"তারপর?"

—"মনো মেরো, এ-সময়ে আমার মনের মাহ চলছিল একটা

গোপনে—আর এমন কেউ ছিল না যার পরামর্শ চাইতে পারি, বা যাকে সব ব'লে হাল্কা হ'তে পারি। তাছাড়া যে-কোনো ঈর্ষা একলা লালন করতে হ'লে এমন বিপর্যয় ফুলে ওঠে যে, তখন আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। তাই তো শেষটায় আমি এই উত্তেজনাবশে মরীয়া হ'য়ে উঠে চাংকে চেষ্টা করলাম আঘাত করতে: ডাকলাম ফের বার্টনকে।"

—"বার্টনকে!"

—"হ্যাঁ। ফোন করলাম যে, চাং নানা কাজে ব্যস্ত ও আমি একলা বোধ করছি—যদি বার্টন রাজি থাকে তবে তার বন্ধুত্ব ফিরে পেতে চাই।"।

স্বপন চুপ ক'রে রইল।

ইসাবেলা বলতে লাগল: "বার্টনকে অবশ্য এমনভাবে ব্যাপারটা ঘটাতে বললাম যাতে চাং বুঝতে না পারে যে, ওকে আমি ডেকেছি। ও একটি মহিলার বাড়িতে মাঝে মাঝে যেত; আমি হঠাৎ স্থির করলাম সেখানেই যাব—যখন বার্টন থাকবে।

"ফিরে এসে বললাম চাংকে যে, বার্টনের সঙ্গে আচম্কা দেখা হ'য়ে গেল। মুহূর্তের জন্তে ওর চোখ উঠল জ্ব'লে—কিন্তু ও যে কি-রকম স্বভাব-সংযমী জানোই তো—পর মুহূর্তেই এমন সহজভাবে কথা কইল যেন—কিন্তু যাক এ-সব খুঁটিনাটি।"

—"না না বলো। এ-সব শুনতে আমার অত্যন্ত—"

—না স্বপন, তা হ'লে সমস্ত দিনেও কথা শেষ হবে না। শোনো।" ব'লে একটু থেমে ফের বলতে লাগল: "চার-পাঁচ দিন ধ'রে ওর মন যে বার্টনের কথা ভেবে জ্বলছিল একটু টের পেতে আমার দেরি হয়নি। ও-ও জানত সেটা। এবং তাই আরও মন দিচ্ছিল এস্রেলার দিকে। আর এইটেই আমার কাছে হ'য়ে উঠল আমার অসহ্য। বুঝছ?"

—"এটা বোঝা খুব কঠিন নয়: আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত —এই তো?"

—"শুধু তাই নয়, আরও একটা বিচিত্র উপাদান থাকে এ-সব ক্ষেত্রে : কেমন যেন একটা রোখ চেপে যায়—দেখি, কতটা যন্ত্রণায় আনন্দ পাই। ভাবতে পারো ?"

—"অন্ততঃ কল্পনা করতে পারি! একেই সাডিস্‌ম্‌ বলে—বইয়ে পড়েছি—মানে, এদেশে এস।"

—"তোমাদের হয়তো প'ড়ে জানতে হয়। আমাদের কাছে এ তেমনি স্বাভাবিক যেমন স্বাভাবিক তোমার কাছে স্নেহ বা উদারতা।"

—"তোমার কথাই বলো ইসাবেল। আমি অতটা উচ্ছ্বাসের যোগ্য নই।"

—"যোগ্য স্বপন। তোমরাই যোগ্য। এশিয়ার মানুষের মধ্যে আজও একটা স্থৈর্য আছে—চোখে দৃষ্টি আছে—প্রাণে স্বপ্ন। আমাদের মধ্যে—শুধুই নাটুকেপনা ও অস্থিরতা।"

—"চাণ্ডের কথা বলো, বুঝি। সে স্বভাব-সংযমী। আমি তো তা নই ইসাবেল—জানোই তো।" স্বপন মুখ নিচু করে।

ইসাবেলা বলল : "সে মুহূর্তের উন্মাদনা—"

—"শুধু সে উন্মাদনাই তো নয় ইসা।" ইসাবেলা ওর চোখের 'পরে চোখ রেখে বলল : "কী ? আনা—?"

—"হাঁ।" ইসাবেলার দিকে ও তাকাতে পারে না।

ইসাবেলা ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে জোর ক'রে চেপে ধ'রে বলল : "অভিনন্দন, স্বপন ত হ'লে জীবনকে হয়তো একটু বুঝবে এখন থেকে।"

—"বুঝি ইসাবেল। শুধু তোমরাই আমাকে স্বভাব-উদার স্বভাব-সরল ভাবো—কিন্তু যাক আমার কথা। তোমার কাহিনীটা ঢের বেশি শোনার মতন। বলো।"

-"বলব। কিন্তু পরে তোমার কাহিনী বলবে বলো ?"

-"বলব—সব। পরামর্শ চাইতেও বটে।"

-"শোনো তা হ'লে।" ওর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

* *

—"একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি—এঞ্জেলার মাঝে একদিন খুব মাথা ধরায় চাং আমাকে বলে ওকে কিউ গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়, আমি যাব কি না। আমি শুষ্ক স্বরে বলি : না।

"সেদিন ওরা একটু রাত ক'রে ফেরে। আমার মনে হয় যেন এঞ্জেলার চোখের পাতা লাল। কিন্তু ও আলো এড়িয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে যায় ব'লে দেখতে পাইনি ভালো ক'রে।"

—"তারপর ?"

—"তারপর থেকে আমি আরও জ্বলতে লাগলাম। কিন্তু বাইরে উঠলাম আরো দৃঢ় হ'য়ে। চাঙের সঙ্গে খুব ভালো মৌখিক ব্যবহার বজায় রেখে শুষ্ক দূর দূর ব্যবহার আরম্ভ করলাম। খুঁজে খুঁজে যেখানে ওর বাজবে আঘাত করতে সুরু করলাম। এঞ্জেলাকে তো ওর সামনেই নানাভাবে অপমান করতে লাগলাম—আরও কত কী। সে এক ইতিহাস।"

—"তারপর।"

—"তারপর আর কি ? যা হবার তাই : প্রায় ছাড়াছাড়ি মতন হ'য়ে এল ভেতরে। শুধু বাইরে একটা একত্র থাকার ঠাট।"

—"যেমন বার্টনের দরুণ হয়েছিল হ্যাম্পস্টেডে ?"

—"প্রায়। তবে এবার ব্যাপারটা আরও একটু জটিল হ'য়ে উঠেছিল। কারণ, প্রথমতঃ, এঞ্জেলা চাঙের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এ-সম্বন্ধে

আমার সন্দেহ না থাকলেও চাং ওর প্রতি ঠিক কী ভাব পোষণ করে সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত ধারণায় আমি পৌঁছতে পারিনি। দ্বিতীয়তঃ, বার্টন আমার জন্যে পাগল হ'লেও আমি বার্টনের প্রতি কেন্ন আকৃষ্ট হচ্ছি কি না এটাও চাং নিশ্চিত ক'রে বুঝতে পারেনি।"

—"একটা প্রশ্ন কেবল: বার্টনের সঙ্গে মেলামেশা কি তোমার দস্তুর মতন সুরু হয়েছিল নাকি?"

—"না। সে চেষ্টা করত ক্রমাগত আমাকে একলা পেতে—কিন্তু চাং যেখানে দর্শক নেই সেখানে তাকে একলা পেয়ে কী হবে আমার?"

—"কিন্তু উপলক্ষ্য বার্টন বেচারার কথা কি একটুও মনে হত না?"

—"আমার কেবল এক নিশানা ছিল এক ক্ষুধা—চাংকে যে ক'রে পারি আমার দিকে ফেরাব। তাইতো ওকে দেখাতে চাইতাম যে, ওর এঞ্জেলার দিকে নেকনজরকে আমি গ্রাহ্যও করি না।"

—"তাহ'লে তুমি ধ'রেই নিয়েছিলে যে এঞ্জেলার সঙ্গে—"

—"ঠিক ধ'রে নিইনি, তবে মনে হ'ত বৈকি যে কিছু একটা ঘটেছে।"

—"কেন?"

—"সেও অনেক খুঁটিনাটি ঘটনা, কিন্তু সে-সবের সাক্ষ্য-সূত্র নেই এই যা মুস্কিল। তাই বলা কঠিন।"

—"তবু—।"

—"একটা মাত্র ঘটনা বলি।"

—"একদিন নোএল কাওয়ার্ডের দুর্দান্ত নাটক "This Was a Man" দেখতে গিয়ে মাঝামাঝি তিষ্টুতে না পেয়ে উঠে আসি। টিউব থেকে উঠেই দেখি আমাদের রাস্তার মোড়ে চাং ও এঞ্জেলা বেড়াচ্ছে। ওরা বেশ নিশ্চিন্তভাবে কথা বলছিল। আমি খুব কাছে এসে হঠাৎ ইচ্ছে ক'রেই পিছন থেকে চাংকে ডাক দিয়ে ওদের চমকে দিলাম।"

—"তারপর ?"

—"এঞ্জেলা বিদ্যুদ্বেগে ফিরে দাঁড়াল—ওর মুখে সে-ভয়ের চিহ্ন আমি ভুলব না।—মনে হ'ল এ হচ্ছে দোষীর হাতে হাতে ধরা পড়ার চেহারা।"

—"আর চাং ?"

—"হেসে বলল: 'হঠাৎ ফিরে এলে যে ? অমন রসাল জিনিষও ভালো লাগল না ? বা!' ওর সংযম জানোই তো।"

—"জানি। তারপর কী স্থির করলে শেষটায় ?

—"প্রথমটায় নানারকম উলটো-পালটা উদ্ভট মতলব আঁটতাম। কখনো ভাবতাম—সব ছেড়ে ফিরে যাই স্পেনে, কখনো ভাবতাম—চাঙের সামনে এঞ্জেলাকে খুব চুটিয়ে অপমান করি। কখনো বা ভাবতাম—কয়েক দিনের জন্যে অন্য কোথাও যাচ্ছি ব'লে হঠাৎ ফিরে এসে ওদের হাতে-নাতে ধ'রে অপদস্থ করি—সে কত কী। শেষটায় হঠাৎ একটা মৎলব মাথায় এলো: স্থির করলাম বার্টন, আমি ও আমার সেই ধনী বান্ধবী চাঙের ঠিক পিছনের সীটেই বসব শ-র একটা নাটকে।"

—"কেমন ক'রে ?"

—"চাং ও এঞ্জেলাকে আমি নিমন্ত্রণ করি এই নাটকে। বলি একটা পার্টি সেরে আমি সোজা থিয়েটারে আসব। কিন্তু পথে আমার টিকিট হারিয়ে ফেলে বসি যে-সীটে আমাদের বান্ধবীটির বসবার কথা। অবশ্য এ-কথাটা মিথ্যা সাজানো বুঝতেই পেরেছ—আমি চাংকে বললাম টিকিট হারিয়ে ফেলেছিলাম ও অভিনয় আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছিল ব'লে গোল না ক'রে পিছনের সীটে টিকিট পেয়ে সন্তর্পণে বসতে হ'ল, ও গিয়েই দেখি বার্টনের পাশেই বসতে হবে। সমস্তটা যাকে বলে ষ্টেজ ম্যানেজ্‌ড্‌, অথচ চাং এটা প্রমাণ করতে পারে না, বুঝলে না ?"

—"এটা বোঝা শক্ত নয়, কিন্তু সে যাক। কী করলে তুমি—বলো শুনি। এ প্রায় নাটকের মতন লাগছে।"

—"আশ্চর্য, ব'সে যখন সামনে ওদের আমি লক্ষ্য করছিলাম তখন ঠিক এই কথাই আমারো মনে হচ্ছিল।"

—"ওরা তোমায় দেখতে পায়নি বুঝি?"

—"না, ওরা আশা করছিল আমি ওদের পাশেই এসে বসব। আমি যে পিছনে ব'সে জানবে কী করে?"

—"কি দেখলে?"

—"দেখলাম—যা দেখতে চাইছিলাম, যে, ওরা বেশ অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠেছে। আর জ্বলতে লাগলাম দেখে।"

—"তারপর!"

—"প্রথম অঙ্কের শেষে আমি চাঙের কাঁধে টোকা মারলাম।"

—"একটা কথা। তুমি ওদের কী-রকম অন্তরঙ্গ ব্যবহার করতে দেখলে—যার জন্যে এত চাতুরী?"

—"দুষ্ট কিচ্ছুই না। খুব স্বাভাবিক ব্যবহার। আমি জানতাম যে চাং প্রকাশ্যে কখনো এতটুকু দুষ্ট ব্যবহার করবে না—করতে পারে না। তবু অন্তরঙ্গ ব্যবহার তো।"

—"তবে এটা করলে কেন—যখন বেশ জানতে যে ওরা বেশ অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠেছে?"

—"বুঝতে পারছ না?"

—"ঠিক না।"

—"বার্টন আমার পাশে ব'সে—এ-দৃশ্যে ওর মুখচোখ কেমন হয় দেখতে।"

—"ও—।"

—ভাবছ আমরা বড় কুটিলা, না স্বপন?

—"কুটিলা হওবা না হও, জটিলা বটে করণ সত্যের খাতিরে

আমাকে মানতেই হবে যে এ-ধরণের মৎলব আমাদের মাথায় স্বপ্নেও আসত না। কিন্তু সে-কথা যাক, তারপর? চাং কী করল তোমাদের দেখে?"

—"চাং বার্টনকে দেখে কথা কইল না অবশ্য, শুধু সামান্য একটু মাথা হেলালো। আর আমি মত্ত উল্লাসে ফিশ্‌ ফিশ্‌ ক'রে কথা বলতে লাগলাম।"

—"তারপর?"

—"একটু পরেই ও বিনা বাক্যব্যয়ে এঞ্জেলাকে নিয়ে উঠে গেল।"

—"তুমি রইলে?"

—"না, ওদের চ'লে যেতে দেখে আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল। ভয় হ'ল, অনুতাপও। বুঝলাম বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেছে।

—"রোসো। বার্টনকে কি চাং ও এঞ্জেলার ব্যাপার কিছু বলেছিলে এর আগে?"

—"একদিন একটু আভাস দিয়েছিলাম মাত্র—একটা সার্দা পার্টিতে। সেই সময়েই ও বলেছিল যদি ও আমার কোনো কাজে আসে যেন ডাকি।"

—কিছু পেত না, তবু বলল ডাকতে?"

ইসাবেলা হাসে: "পোষা কুকুরকে যদি একটুকরো মাংস পঞ্চাশ বার দেখিয়েও না দাও, একান্নোবারের বার সেটা দেখিয়ে ডেকেছ কখনো?"

স্বপন মুখ নিচু করল। এত ধাঁধা এখনো!...

ইসাবেলা ওর কাঁধে হাত রেখে বলল: "রাগ কোরো না স্বপন, সব পুরুষদের আমি কুকুরের সঙ্গে তুলনা করিনি—তবে মোহে পড়লে অনেক পুরুষকে কুকুরের চেয়েও বেশি পো । হ'য়ে পড়তে এত দেখা যায়..."

—"বুঝেছি ইসা। অত অ্যাপলজির দর র নেই। আমি মানি—"

এক্ষেত্রে পুরুষরা সত্যিই অমনি দুর্বল। আমি একটি বন্ধুকে জানি, তিনি অতি আত্মসম্মানী মানুষ ছিলেন কিন্তু একটি মেয়ের প্রেমে প'ড়ে যা হ্যাংলামি করতেন দেখে আমার মনে হ'ত—ধরণী দ্বিধা হও। অথচ আমার সে-বন্ধুটি মোটেই স্বভাব-হ্যাংলা ছিলেন না, হঠাৎ গেলেন বদলে।"

—"স্বভাব কেবল এইসব ক্ষেত্রেই বদলায় স্বপন—আর মুহূর্তে। দুঃখ এই যে, নিচু দিকের ডাকে সে বিদ্যুদ্বেগে সাড়া দেয়—কিন্তু উঁচু দিকের আহ্বানে জাগে তার লাখো সংশয়।" বলতে বলতে ওর স্বরের মধ্যে বেজে ওঠে ফের সেই উদাস করুণ সুর। ও বলতে লাগল: "এক একবার আমার অন্তর মথিত ক'রে কান্না উপ্‌চে পড়ে স্বপন—এ-কথা ভেবে। সব জেনে সব বুঝেও ধুলোয়, পাঁকে লুটিয়ে আত্মগ্লানির কশাঘাতে যে মানুষ কী আনন্দ পায়—কিন্তু যাক্ এ আক্ষেপ, শোনো।" ব'লে একটু থেমে বলতে লাগল: "ফিরে দেখলাম—চাং ফেরেনি। বুকের মধ্যে স্ফুলিঙ্গ ধ্বক্ ক'রে হ'য়ে উঠল চিতা। ক্ষিপ্তের মতন ঘর-বার করতে লাগলাম। কোথায় গেল ওরা? গিয়েছিলাম ওকে যন্ত্রণা দিতে বার্টনকে উপলক্ষ্য ক'রে, কিন্তু যদি শোধ তুলতে ও এঞ্জেলাকে নিয়ে কোনো হোটেলে—উঃ, সে কথা ভাবতে আজও বুকের ভিতরটা মুচড়ে ওঠে যেন।"

স্বপন চুপ ক'রে হাতের 'পরে সেই ভাবেই হাত বুলোতে থাকে।

ঈসাবেলা ব'লে চলল: "ওরা যখন ফিরল তখন রাত দেড়টা। আমি চাংকে দেখে হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। অথচ অভিমান ভয় লজ্জা—ছী ছী—ঝোঁকের মাথায় কী ক'রে বসেছি—ওকে ঈর্ষান্বিত করতেই বার্টনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছি!"

স্বপন কথাটা ঘুরিয়ে নিতে বলল: "চাঙের সঙ্গে কোনো কথা হ'ল না কি—সে-রাত্রে?"

—"সামান্য। আমি বললাম: 'কোথায় গিয়েছিলে!' ও বলল: 'একটা কাবারে-তে।' আমার বুকেরমধ্যে জ্ব'লে উঠল। লণ্ডনের কাবারে—নাইট ক্লাবে যে কী সব কাণ্ড হয় জানি তো। আমি হঠাৎ বললাম: 'টিকিটটা হারিয়ে গেল রাস্তায়। অন্য একটা টিকিট কিনে বসতে গিয়েই দেখি বার্টন পাশে ব'সে—আশ্চর্য, না?' চাং আমার দিকে চকিত কটাক্ষ ক'রেই মুখ ফিরিয়ে কলার টাই সব খুলতে খুলতে বলল: 'হুঁ।' আমি ভেবেছিলাম ও কিছু জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু ও ধরা দিল না। চুপ ক'রে পায়জামা প'রে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। রক্তের মধ্যে অপমানের প্রবাহ আমাকে ধিক্ ধিক্ করতে লাগল। ছি ছি, যেচে কেন ফের মিথ্যা বললাম? কেন কৈফিয়ৎ দিতে গেলাম? বার্টন যে আমার ষড়যন্ত্রেই এসেছল—টিকিট হারানোর অছিলা যে আমার ষোলো আনাই মিথ্যে, বুঝেছিল ও এক আঁচড়েই। বুঝবে—জানতামও। কিন্তু ভেবেছিলাম, যখন বুঝবে তখন ও জ্বলবে আর আমার হবে উল্লাস। কিন্তু হ'ল কই? কেবল এই কথাই মনে হ'তে লাগল যে, ওর চোখে ছোট হ'য়ে গেলাম চিরদিনের জন্যে।"

স্বপন বলল: "আজ থাক এ-সব গল্প ইসাবেল।"

—"না বাকিটুকু ব'লে ফেলি আর বেশি নেই। তোমার ক্লান্তি লাগছে না তো?"

—"না ইসা। তবে তুমি অসুস্থ…"

—"তা হোক। যখন আরম্ভ করেছি—"

ইসাবেলা বলতে লাগল: "তার পরে সাত-আট দিনের মধ্যে আমাদের অন্তর্জগতে ঘটে গেল বিপ্লব অথচ ঘটনার জগৎ রইল পাথরের মতন থম্‌কে।"

—"ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেল একেবারে?"

—"না, সেই তো মজা। দুজনেই অতি ভদ্র ব্যবহার করতে

লাগলাম, দুজনেই উন্মুখ পরস্পরের কাছে আসতে. অথচ কত রকমের শক্তি যে টেনে রাখে—কত রকম নিরুৎসাহের যুক্তি, ভয়ের যুক্তি, অভিমানের যুক্তি···সে ব'লে বোঝাবার নয় স্বপন। শেষে দুজনের উন্মুখতা কোমলতা জ'মে পাথরের মত কঠিন হ'য়ে গেল।"

ব'লে একটু থেমে ইসাবেলা ফের বলতে লাগল: "কিন্তু কঠিনতার প্রতিযোগিতায় ওর সঙ্গে আমি পারব কেন বলো? এ-সব ক্ষেত্রে সংযমীর সঙ্গে উচ্ছ্বাসিনী পারে কখনো?"

ওর গলা ধ'রে এসেছিল, পরিষ্কার ক'রে নিয়ে ও বলতে লাগল: "এ অন্তঃশীলা যন্ত্রণার কথা আর বর্ণনা করব না। এর পরে ছোটখাটো ঘটনা আরও কয়েকটা ঘটেছিল যার ফলে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম। তার মধ্যে একটা ঘটনা প্রায়ই ঘটত: ও এঞ্জেলাকে মাঝে মাঝে থিয়েটারে নিয়ে যেত—যখন আমি যেতাম পার্টিতে। ফিরে এসে আমি বলতাম বার্টন এই এই:কথা বলল। ও সে-বিষয়ে আদৌ কোনো প্রশ্ন না ক'রে শুধু শান্তভাবে পালটে বলত—এঞ্জেলার আজ খুব ভালো লাগল অমুকের অভিনয়, আজ অমুক নাচ—ইত্যাদি। আমার মনে যেন লাখো ছুঁচ ফুটত, জ্বলত তুষানল—ক্ষিপ্ত হ'য়ে দাঁতে দাঁত দিয়ে মুখে হেসে বার্টনের কথা আরও তুলতে চাইতাম, কিন্তু ও কানেই তুলত না সে সব।"

—"প্রতিশোধ দিল তা হ'লে ওই?"

—"তা ছাড়া কী বলব? অথচ এ-ও আমার মনে হ'ত যে ও গায়ে প'ড়ে প্রতিশোধ দিতে যায় নি—একবারো না।

—"কেমন করে জানলে?"

—"অনেক সময়েই যে ওর চোখে বেদনা-ভরা করুণার আভা উঠত ফুটে—কিন্তু তক্ষনি নিভে যেত আমার ঠেস-দেওয়া কথায়। এক এক

সময়ে মনে হ'ত বুঝি আমাদের যুগল প্রাণ গায়ে গায়ে ঠেকল ব'লে—একটা কথার মতন কথা জিভে ফুটল ব'লে—যাতে পর্বত-প্রমাণ বাধাও যায় স'রে। কিন্তু ঠিক ফুটবার আগেই কি একটা না একটা অদৃশ্য বাধা আড়াল হয়ে এসে দাঁড়াবেই! কথনো বা অভিমানের, কথনো বা কুণ্ঠার কথনো 'ও আগে বলুক' এই প্রত্যাশার....আরও কত রকমের। সে একটা অপরূপ সুক্ষবোধের জগৎ—যার রং গন্ধ রূপ রস সবের ভঙ্গিই আলাদা—যার অলুনির স্বাদ আছে কিন্তু বোঝাবার ভাষা নেই। যাক্, এবার শেষ অঙ্কটা বলি শোনো।

"চাং আমেরিকা রওনা হবার বন্দোবস্ত করছিল—বলেছি। ও লণ্ডনে ওর আরও কয়েকটা ছবি বিক্রি করার জন্যে ঘোরাঘুরি করছিল এ-কথাও বলেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে ও আর-একটা কিছু করছিল যা বলিনি।"

—"কী?"

—"আমার অজান্তে ও ওর স্টুডিয়োতে এঞ্জেলার অনাবৃত দেহ আঁকছিল।

—"কিন্তু চাঙের স্টুডিয়োতে দিনের পর দিনে ওকে চাং আঁকত অথচ তুমি ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারোনি—এ কী:ক'রে সম্ভব হ'ল?"

—"ভুলে যাচ্ছ কেন যে, আমাদের মধ্যে প্রায় ছাড়াছাড়ি হ'য়ে এসেছিল? আমি কি চাঙের স্টুডিয়োতে ঢুকতাম—ভুলেও?"

—"ঢুকলে কেন তবে: সন্দেহ ক'রে?"

—"না, এ-সন্দেহ আমার একবারও হয়নি—কেন জানি না। হ'লে চাঙের স্টুডিয়ো কী—ওর যেখানে যা আছে তন্ন-তন্ন ক'রে দেখতাম। কিন্তু হবি তো হ', একদিন মসিয়ে বেনার হঠাৎ এসে হাজির প্যারিস থেকে। আমি তাঁকে চাঙের স্টুডিয়োতে নিয়ে যেতে বাধ্য হলাম। চাং ছিল না। মসিয়ে বেনার বললেন: স্টুডিয়োতেই এক কাপ চা

খেয়ে বিদায় নেবেন। জানালাটা যেই খুলে দিয়েছি অমনি একটা দমকা হাওয়া এসে একটা ক্যানভাসের পর্দা গেল পড়ে : দেখলাম, নগ্ন এঞ্জেলার মুখ থেকে প্রায় কোমর অবধি আঁকা একটা ছবি।"

—"তারপর?"

—"মসিয়ে বেনার 'ব্রাভো' ব'লে উঠলেন—মুগ্ধ দৃষ্টিতে, বললেন: 'বুকটাই হয়েছে সব চেয়ে ভালো, দেখেছ ইসা?' আমি বললাম: 'হুঁ'।' হঠাৎ আমাদের দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। বৃদ্ধ আমার ভিতর পর্যন্ত দেখে নিলেন বোধ হয়—তাঁর শাণিত দৃষ্টি দিয়ে। পরে এ-কথা সে-কথা। এঞ্জেলার কথা আর একটিবারও না। শুধু যাবার সময়ে আমার গালে চুমো দিয়ে বললেন : যদি কখনো কিছুর দরকার হয়—যে-রকম দরকারই হোক্ না কেন—তাঁকে জানাতে যেন একটুও সঙ্কোচ না করি—বিশ্বাস করি যেন।"

—"তোমাদের মনান্তরের কথা চাং ওকে কিছু লিখেছিল নাকি?"

—"চাং সেই পাত্র? তবে বৃদ্ধ আমার মুখের ভাবগতিক দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, একটা ঝড় আসন্ন। তা ছাড়া তাঁকে সে-সময়ে বোধ হয় তুমি বার্টন-সংক্রান্ত ঘটনা লিখেছিলে—লেখোনি?"

স্বপন কুণ্ঠিত ভাবে বলল : "এম্‌নি উল্লেখ করেছিলাম।"

—"তা-ই যথেষ্ট—চতুর বৃদ্ধের পক্ষে। ওঁরা হলেন কল্পনার খাস-তালুকের বনেদি জমিদার, ওঁদের অজানা কিছু থাকতে পারে?"

স্বপন মুখ নিচু ক'রে রইল।

—"তুমি কিছুই অন্যায় করোনি স্বপন, মিছে কুণ্ঠিত হচ্ছ। বৃদ্ধ আমাকে ভালো ক'রেই জানতেন—আমার এ-স্খলনকে তিনি তেমন কিছু দুষ্ট মনে করেননি। কেবল তিনি পারিসে ফিরে আমাকে এইটুকু লিখেছিলেন যে, তিনি আমার যে-শুভার্থী সেই শুভার্থীই আছেন ও থাকবেন চিরদিন।"

বৃদ্ধের সদাপ্রসন্ন, স্নেহকোমল মুখ স্বপনের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে।...

ইসাবেলা বলতে লাগল : "বেশ মনে আছে, তাঁর এ-চিঠিটি পড়তে পড়তে কেমন যেন ক'রে উঠল বুকের মধ্যে। তবে কি আমার আশঙ্কাই সত্য?—একটা বড় ফাঁড়া সত্যিই আসন্ন? আমি ঈলিঙে এসে অবধি এটা যেন আকাশে বাতাসে বোধ করছিলাম। যাক্, চাঙের কথাটা শেষ করি।

"মসিয়ে বেনার চেষ্টায় ছিলেন চাংকে সাহায্য করতে। পরদিনই চাং ছবিটি পারিসে পাঠায় তাঁর কাছে ও তার দুদিন পরে তিনি একটা মোটা টাকার চেক পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন যে, ব্রেজিলের কে এক সৌখীন কোটিপতি এঞ্জেলার ছবিটি দেখে মুগ্ধ হ'য়ে ভীষণ বদান্য হ'য়ে পড়েছেন ও বাঁকা হেসে বলেছেন এ-মেয়েটির বাকি সবটুকুর ছবি যদি এ-আর্টিস্ট পাঠান তবে ডবল দেবেন।"

—"এ-খবর তোমাকে দিল কে?"

—"বার্টন। এঞ্জেলা তাকে এ-কথা হেসে বলেছিল ইচ্ছে ক'রেই—অর্থাৎ আমার কানে উঠবে জেনে।"

—"হুঁ। এইটি বুঝি হ'ল তোমার 'শেষ খড়'?"

—"হ্যাঁ। সব সহ্য করতে পারতাম, কিন্তু এঞ্জেলার আড়াল-থেকে ছোড়া-বাণ আর সইল না। আমি সেদিন রাতেই ঝোঁকের মাথায় ইজিপ্ট রওনা হলাম ও জাহাজে উঠে চাংকে 'তার' করলাম যে, আমি বিদায় নিলাম, কায়রো হ'য়ে হয়তো ভারতবর্ষ বেড়াতে যাব।"

—"হঠাৎ ভারতবর্ষে?"

—"মসিয়ে বেনার বলেছিলেন তুমি হয়তো শীঘ্র ভারতবর্ষে ফিরবে। ইচ্ছে ছিল যদি তোমাকে সঙ্গী পাই তবে একত্রে পাড়ি দেব। তা ছাড়া —কায়রো থেকে নীস কিছু বেশি দূর নয়। ইচ্ছে ছিল হয়তো তোমার কাছে খুপ ক'রে তর করতেও পারি। আর কে-ই বা আছে বলো আমার?"

স্বপন ওর দুটি হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চুপ ক'রে রইল খানিকক্ষণ। পরে বলল: "কেবল যত কুণ্ঠা বুঝি ছুটো টাকা চাইবার বেলায়ই ?"

ইসাবেলা ওর হাত চুম্বন ক'রে বলল: "রাগ কোরো না স্বপন, যে-নৌকোকে ভর ক'রে জাহাজকে বিদায় দিলাম সে-ই যখন বানচাল হ'ল তখন একটা ভাসন্ত তক্তার 'পরে কতটুকু ভরসা রাখা যায় বলো ?"

স্বপন মুখ নিচু ক'রে রইল। একটু বাদে মুখ তুলে বলল: "তারপর ?"

ইসাবেলা বলতে লাগল: "চাংকে 'তার' ক'রে জানালাম শুধু আলেকসান্দ্রিয়ার কোন্ হোটেলে উঠব। শেষটায় লিখলাম: যেন এঞ্জেলাকে নিয়ে ও সুখী হয়, আমি ওর অযোগ্য—বেশ মেলো-ড্রামার সুরে অবশ্য।"

স্বপনের মন ব্যথিয়ে ওঠে, বলে: "এখন থাক এ-গল্প ইসা কেমন ?"

ইসাবেলা মাথা নেড়ে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলতে লাগল: "তিন দিনের দিন হঠাৎ দেখি বার্টন এসে হাজির।"

—বার্টন—আলেকসান্দ্রিয়ায় !!"

—"হ্যাঁ। বলল: এঞ্জেলা ওকে বলেছে সব, আর আমাকে জানাতে বলেছে যে সে অত্যন্ত অনুতপ্ত।

"আমি জ্ব'লে উঠলাম ভেবে—চাং এঞ্জেলাকে সব বলল—আমার কথা! হয়তো বেশি কিছু বলেনি, কিন্তু আমার মনে দৃঢ় ধারণা হ'ল এঞ্জেলা সবই জানে। বার্টনের সঙ্গে কায়রো রওনা হলাম। তবু কোথায় আশা ছিল—এক কণামাত্র, তবু সেটাও তো আশা—যে, চাঙের চিঠি পাব হয়তো একখানা—এখনো হয়তো পুনর্মিলন ঘটতে পারে। তাই আলেকসান্দ্রিয়ার হোটেল-ম্যানেজারকে বললাম: কোনো চিঠিপত্র এলে যেন কায়রোতে সেমিরামিস হোটেলে রেজিস্ট্রি ক'রে পাঠিয়ে দেন।"

—"তারপর ?"

—"কায়রোতে এসে দেখলাম বার্টনের এক নতুন মূর্তি। আমি হ্যাম্প্‌স্টেডে তাকে ছেড়ে চ'লে আসার পর থেকে ও মদ খাওয়া ধরেছিল —খেলা-টেলা প্রায় সবই দিয়েছিল ছেড়ে। কায়রোতে প্রায় রোজই মাতাল হ'য়ে পড়ত সন্ধ্যাবেলায়।"

ইসাবেলা একটু থেমে ব'লে চলল : "মাতালের প্রতি আমার কেমন একটা বিপর্যয় বিতৃষ্ণা আছে। অথচ ভাবতাম : আহা, ওর আমার জন্তেই তো এ-অধঃপতন—কারণ আগে ও সিগারেটটি অবধি খেত না, অত বড় খেলোয়াড় খুব সংযমে থাকতে হ'ত তো!—মনে হ'ত আমার প্রেমে না পড়লে তো এ-দশা ওর হ'ত না। এই ধরণের সাত পাঁচ ভেবে না বলতে পারতাম ওকে চ'লে যেতে, না পারতাম ওকে ছেড়ে যেতে।"

—"তার পর ?"

—"ও আমার করুণাকে ভুল বুঝে আমার উপর একটু একটু ক'রে ফের জোর-জুলুম সুরু করল। আমি বারণ করতাম—কিন্তু ও ছাড়ত না। বেশি কঠিন হওয়াও মুস্কিল ছিল—মত্ত অবস্থায় একদিন ওকে ধাকা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম ব'লে ও নীল নদীতে ডুবতে গিয়েছিল। এ হ'ল আবার এক নতুন সমস্যা : অনাদৃত অতিথি নয়—অনাহূত প্রণয়প্রার্থী! ও কিছুতেই ভুলতে পারত না যে, একদিন ও আর-একটু হ'লেই আমার প্রণয়ীর পদবী পুরোপুরি পেয়েছিল্ আর কি। ওর খুব দোষও ছিল না। পুরুষেরা জানবে কেমন ক'রে বলো, যে, মেয়েদের প্রেমের মেজাজ নদীর জলের মতন—দাঁড়িয়ে থাকতে জানে না। হয় ছুটবে জোয়ারে, নয় পেছুবে ভাঁটায়।

"কিন্তু ও-ও ছাড়ে না। এ আবার এক নতুন ব্যাপার! হোটেল ম্যানেজারকে হঠাৎ কিছু বখশিস দিয়ে বললাম : আমাকে কোথাও লুকোতে পারেন ?"

—"রোসো। অন্ত কোথাও হঠাৎ চ'লে গেলে না কেন?"

—"ঐ যে বললাম; চাঙের একটা চিঠি পাব আশা ছিল। রোজই ভাবতাম আজ আসবে—অনুরোধ। আলেক্‌সাণ্ড্রিয়ার হোটেলে রোজ 'তার' করতাম কোনো চিঠিপত্র এলেই যেন রেজিষ্ট্রি ডাকে কায়রো পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাই খুব গোপনে কোথাও লুকিয়ে থেকে—যদি চাঙের চিঠি না আসে তবে—নীসে যাব যাব ভাবছিলাম।

"এদিকে আমার হাতে টাকাও এল ফুরিয়ে--কাজেই কোনো হোটেলে না গিয়ে ঠিক করলাম সস্তা বোর্ডিং-হাউস মতন কোথাও থাকি, কিছুদিন চাঙের চিঠির অপেক্ষায়।

"উঠে এলাম এম্‌নি একটা ছোট বাসায়। অন্ততঃ বার্টনের হাত এড়িয়ে একটু স্বস্তি পেলাম। কিন্তু ওমা, একদিন ও আমার ঘরে এসে হাজির। বলল: ম্যানেজারের ভ্যালেট জানত, তাকে ঘুষ দিয়ে বার ক'রে নিয়েছে আমার ঠিকানা। আমি ওকে ছেড়ে এসেছি ব'লে ওর সে কী রাগ! চোখ রক্তবর্ণ—মাতাল অবস্থা। যা মুখে আসে তাই ব'লে গাল দিতে লাগল। শেষটায় বলল: আমিই ওর এই দুর্দশা করেছি গণিকার মতন লোভ দেখিয়ে।

"আমি দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠলাম: ওর গালে শপাং ক'রে মারলাম আমার একটা বেত ছিল তাই দিয়ে। ওর মত্ত অবস্থা তো ছিলই—এবারে ক্ষেপে গিয়ে আমাকে চেপে ধরল। বেতটা কেড়ে নিয়ে চিৎকার করবার আগেই আমার গলা টিপে ধরল। ধস্তাধস্তি করবার সময়ে পাথরের টেবিলে লেগে আমার পায়ের একটা হাড়ে লাগল চোট, মাথায় ঠোক্কর—তার পর আর মনে নেই।"

ইলাবেলা একটু দম নিয়ে বলতে লাগল: "যখন চেতনা ফিরে এল—বুঝতে পারলাম কী ঘ'টে গেছে। রক্তস্রাবে মেহ ঘর সব ভেসে যাচ্ছে।

শুনলাম বার্টনকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেছে। কিন্তু অচেতন অবস্থায়. আমার টাকাকড়ি সমস্ত গেছে অদৃশ্য হ'য়ে। হাতে মাত্র একটি আংটি ছিল, বেচে ঐ অখণ্ড গুপ্ত পল্লীতে আশ্রয় নিতে হ'ল—খানিকটা বার্টনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে। কী জানি কবে ছাড়া পেয়ে ফের আসে ও ? টেলিফোন ক'রে সেমিরামিসের কর্তাকে বললাম : আমার ঠিকানা কাউকে না বলতে, তাঁর ভ্যালেটকেও না—কেবল আমার কোনো চিঠিপত্র এলে, আমাকে এনে দিতে আর তোমাকে একটি তার ক'রে দিতে।"

ইসাবেলা ক্লান্ত হ'য়ে স্বপনের কোলে মাথা রাখল।

স্বপন গাঢ়স্নেহে ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল : "জীবনে এই প্রথম বুদ্ধির কাজ করেছ ইসা!—কেবল যদি একটু আগে করতে!… হ্যাঁ, একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা করবার আছে : চাং যে চীনে রওনা হয়েছিল বলছিলে—সেকথা শুনলে কার কাছে ?"

—"বার্টনের। কিন্তু ও যখন একা পারিসের হাঁসপাতালে—তখন বুঝেছি।"

—"কী ?"

—"যে বার্টন মিথ্যে বলেছিল ইচ্ছে ক'রেই।—কারণ অবশ্য স্বচ্ছ। যদিও আমি তখন আধা বিশ্বাস করেছিলাম।"

স্বপন একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ বলল : "কিন্তু তুমি চ'লে আসার পর চাং আমেরিকা রওনা হ'ল না কেন ?—আর হঠাৎ পারিসের হাঁসপাতালেই বা কেন ?"

ইসাবেলার চোখে জল ভ'রে এল : "কী ক'রে জানবো বলো ? হয়তো গুণ্ডা—কিম্বা হয়তো—আমি চ'লে এলাম ব'লেই ভেঙে পড়েছে।"

স্বপন ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল: "না না ইসাবেল। ও নিশ্চয় সেরে উঠবে তুমি ফিরে যেতে না যেতে।"

"কিন্তু তুমি ঠিক জানো ও একলা? লক্ষ্মীটি স্বপন, আমাকে লুকিয়ো না এখন।"

—"আমি ঠিক জানি ইসাবেল। কারণ ওর কাছে কেউ থাকলে মসিয়ে বেনার আনাকে দেখতে কালই রওনা হ'তে পারতেন।"

ইসাবেলার মুখে হাসি ফুটে ওঠে: "হয়তো.. ও এঞ্জেলাকে ভালোবাসেনি তা হ'লে।"

—না, বাসেনি। চাংকে আমি জানি। সে অত চপলচিত্ত নয়। তবে তোমার অকারণ সন্দেহ যে তাকে ক্ষিপ্তপ্রায় ক'রে তুলিছিল এ-কথা আমার খুবই মনে হয়। নইলে ও এঞ্জেলার প্রতি প্রকাশ্যে অতটা ঝুঁকে পালটে তোমাকে আঘাত করত না কখনই।"

—"তোমার কি মনে হয় যে, ও এ-সব করেছিল শোধ তুলতে চেয়ে?"

—"হয়। ও চাপা হ'লেও প্রচণ্ড রাগী, জানি তো।"

—"কিন্তু এঞ্জেলাকে—"

—"না ইসাবেল, না। পড়ো তার চিঠি—এ থেকে বুঝবে তোমাকে সে কত ভালোবাসে—এখনো ভালোবাসে।" ব'লে স্বপন ওর হাতে চাঙের দীর্ঘ পত্রটি দিল।

* *

*

ওর কোলে মাথা রেখে ইসাবেলা কাঁদে—নিঃশব্দে।

—"কেঁদো না ইসা—ছী! সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে ইসাবেলা কাতরকণ্ঠে বলে: "যাবে স্বপন— যাবে? সত্যি বলছ?"

ঘরের দোরে আঘাত হ'ল।...

ম্যানেজার বললেন: "এয়ারোপ্লেনে কি আজই রওনা হবেন?"

ইসাবেলা সাগ্রহে বলল: "হাঁ হাঁ আজই—এক্ষুনি—যদি সম্ভব হয়।"

—"ইচ্ছে করলে সম্ভব। আটটায় পারিসের এয়ারোপ্লেন ছাড়বে।"

স্বপন উঠে নিচে গেল। তার ক'রে দিল সন্ধ্যাকে: "পারিসেই যাচ্ছি সোজা ইসাবেলাকে নিয়ে। ও বড় অসুস্থ। সিসি।"

আশ্চর্য এই দেহমনের সম্বন্ধ আমাদের।—স্বপন ভাবে। মন আনন্দ বা আশার আস্বাদ পেলে কি দেহের স্নায়ুতন্ত্রীও রাতারাতি যায় বদলে! এরোপ্লেন যখন ওরা ধরাধরি ক'রে ইসাবেলাকে তুলতে গেল তখন স্বপন আশ্চর্য হ'য়ে গেল ইসাবেলার "না" বলাতে; ও বলল: "শুধু তুমি আমাকে একটু ধরলেই হবে স্বপন।"

প্রাচ্যের শুভ্র সূর্যালোক···নির্মল আকাশ···হেলিয়োট্রোপ রঙের ব্লাউসে ওকে কী সুন্দরই দেখায়! আর কাল রাত্রে! কী ঘরে ও ছিল! স্বপনের হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে ওঠে!···এমন অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ সে কত দিন বোধ করেনি যে! উভয়েরই মনের উপর থেকে একটা গ্লানির মেঘ যায় স'রে···ওর মনে হয় যেন অকস্মাৎ ও মুক্তি পেল এই স্নিগ্ধ উষ্ণ অথচ দুর্নিরোধ্য আকর্ষণের ঘূর্ণি থেকে।

এয়ারোপ্লেন আকাশে উড়ে চলে, পায়ের তলায় দূরবিসর্পিনী নীল নদী দেখায় যেন ঠিক চিত্রার্পিত একটি স্বপ্ন। এখানে ওখানে কতগুলো পিরামিড! গুনতে যায়···এক দুই তিন চার পাঁচ—কিন্তু গোনা বড় শক্ত। যে দোলে পুষ্পকরথখানি!···ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে ওরা। বাড়ি দেখায় কোথাও বা ঝিকমিকে পারার মতন—কোথাও বা নানারঙা পাথরের মতন। সবুজ ক্ষেতগুলি—যদিও মিসরে ক্ষেত বড়ই কম—দেখায় ঠিক সবুজ মখমলের শতরঞ্চের মতন। আর মরুভূমি? কী চকচকই করে! সময়ে সময়ে চাওয়া যায় না যেন! ইসাবেলার হাত ধ'রে ও চেয়ে থাকে বাইরের দিকে—আর মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখে ওর উদ্ভাসিত কমনীয় মুখের পানে। ক্লান্ত, শীর্ণ—তবু এখনো কী সুন্দর!

সাসী. স্ব বেনার

পারিস

মসিয়ে বেনার ইসাবেলার জন্যে তাঁর মোটর নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন এয়ারোড্রোমের বাইরেই। ইসাবেলার চেহারা দেখে স্পষ্ট শিউরে উঠলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

ইসাবেলা ছুটে গিয়ে তাঁর কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে বলল: "কেমন আছে চাং—বলুন। কী হয়েছে?"

মসিয়ে বেনার ওর শিরশ্চুম্বন ক'রে বললেন: "কাল রাতে ডাক্তার ব'লে গেছে বিপদ কেটে গেছে শেরি, ভয় নেই।" ব'লে ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে বললেন: "তুমি এ-সময়ে নিজে থেকে এসে পড়েছ ব'লে কত খুসি হয়েছি, বলতে পারিনে।"

মোটরে ওঠে ওরা।

* *

*

স্বপন বলল: "চাঙের অসুখটা কী?"

মসিয়ে বেনার গম্ভীর মুখে বললেন: "অসুখ না। হয়েছিল কি, ওরা কেমন ক'রে খোঁজ পেয়েছিল ও পারিস আসছে। ওদের চর পারিসের ষ্টেশনে ষ্টেশনে ওঁৎ পেতে ছিল। নামতেই—"

ইসাবেলা অস্ফুট চীৎকার ক'রে ওঠে।

—"ভয় আর তো নেই শেরি, ওর ভাঙা হাতটাও জুড়ে যাবে বলেছে ডাক্তারে।"

স্বপন সত্রাসে বলল: "হাতটা ভেঙে গিয়েছিল? কোন্ হাত?"

—"ভাগ্য ভালো, বাঁ হাত। আর ভাঙা ব'লে ভাঙা—কব্জির কাছে দু'খানা হাড়ই জখম।"

ইসাবেলা কেঁদে ওঠে।

—"ছি শেরি। এখনো ভয়? আর তুমি কি না—" ব'লেই থেমে গেলেন।

ইসাবেলা প্রাণপণ বলে আত্মসংবরণ ক'রে বলল: "আর অমন করব না মসিয়ে।"

* —"Brave demoiselle!"

* *

*

মসিয়ে বেনারের সুন্দর লাল কাঁকর বিছানো গেটে মোটর বেঁক নেয়।...ইসাবেলা বলে: "আমি নামব না এখানে—সোজা আমায় নিয়ে চলুন হাসপাতালে।"

মসিয়ে বেনার দুষ্টুমিভরা হেসে বললেন: "কী দুঃখে?"

—"বাঃ—ইসাবেলার গালে রক্তিমাভা দেখা দেয়।

মসিয়ে বেনার মাথা দিয়ে ওর গালে ঠোনা মেরে বলেন: "তোমারই সুবিধের জন্যে শেরি, ওকে কাল রাতে আমার বাসায় এনে রেখেছি। হাসপাতালে তো চুটিয়ে প্রেম করতে দিত না। আর আমি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে চাংকে বলছিলাম যে, তুমি আসবে নিরামিষাশিনী হ'য়ে না।"

ইসাবেলা হেসে বলে: এ-কলিযুগেও তাহ'লে ভেলকির অন্তেষ্ট বেজে ওঠে দেখছি!"

ওরা তিনজনেই হেসে ওঠে।

* তেজস্বিনী কুমারী।

যাযাবর

নানেৎ ইসাবেলাকে চাঙের ঘরে ধ'রে নিয়ে যায় স্বপনের হাতে একটি তার দিয়ে।

মসিয়ে বেনার বলেন: "আহা ব'সেই তারটা পড়োনা ছাই।" ব'লেই একটি স্প্রিঙের কাউচে ধপ্ করে ব'সে বললেন: "আঃ! এঁরা করবেন প্রেম, আর ঝকি বইতে হবে এই বুড়োকে—কী? মুখ-যে অন্ধকার? ওখানে দুই সতীনের বেধেছে বুঝি?

স্বপন অপ্রতিভ হেসে বলল: "না মসিয়ে, তবে আনার একটি শিশুকন্যা লাভ হয়েছে।"

—"সে কি হে? তুমি সময়কে ব'য়ে যেতে দেওয়ার বিশ্বাস কর্তো না জানতাম বটে, কিন্তু সে-অবিশ্বাস এত শীঘ্র ফলপ্রসূ হবে ভাবিনি তো।"

—"যান্, আপনি ভারি দুষ্টু। নীরার মেয়ে।"

মুহূর্তে বৃদ্ধের মুখ ম্লান হ'য়ে গেল: "আহা—সে আর নেই বুঝি?

—"না। কালই রাত্রে শেষ হ'য়ে গেছে। সন্ধ্যা আমাকে মার্সেল্‌সে ফিরতে লিখেছে—নইলে আনাকে সামলানো যাচ্ছে না।"

মসিয়ে বেনারই প্রথম কথা কইলেন, বললেন: "আমি বলি কি, চলো তুমি আমি আজই উড়ে চ'লে যাই মার্সেল্‌সে।"

—"চাঙের সঙ্গে একবার দেখাও করব না?"

—"এখন না স্বপন। ওদের ছেড়ে দাও একত্রে। তা ছাড়া ওর বেশি কথাবার্তা কইবারও হুকুম নেই—যেটুকু উদ্বৃত্ত শক্তি আছে

ইসাবেলাকেই দিক না। জানোই তো একরত্তি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতেও কতখানি শক্তির দরকার করে?"

স্বপন চেষ্টা-সত্ত্বেও অপ্রতিভ না হ'য়ে পারে না, বলে: "জানি। কেবল—"

—"বলো নিঃসঙ্কোচে।"

—"ওদের মিল হবে তো ফের?"

মসিয়ে বেনার চিন্তাবিষ্ট স্বরে বললেন: "এখন হবে—কেন না ঘা খেয়ে, দুঃখ পেয়ে, জ্ব'লে-পুড়ে, বিরহে দুজনেই এসেছে নরম হ'য়ে। কিন্তু—" ব'লে অন্যমনস্কভাবে পাইপ টানতে লাগলেন।

—"কিন্তু?"

—"বুঝছই তো, ওদের মধ্যে প্রকৃতিগত এমন কোনো সত্য মিলের বনেদ নেই যার উপরে ভরসা ক'রে দাম্পত্যের ইমারত তোলা যেতে পারে। একটু ঝড়-ঝাপ্‌টায়ই কাঁচা গাঁথুনি ফের উঠবে টলমল ক'রে।

স্বপনের মনে কোথায় আক্ষেপের সুর ঘনিয়ে আসে, কথাটাকে উলটে পালটে নানা দিক দিয়ে ভাবে, কিন্তু কোনো কূলই যেন পায় না। হঠাৎ দেখে: বৃদ্ধের চোখ দুটি তার মুখের 'পরে সংবদ্ধ!

দৃষ্টি-বিনিময় হ'তেই তিনি মৃদু হেসে বললেন: "কী ভাবছ এত?"

স্বপন মৃদু স্বরে বলে: "ভাবছিলাম…এমন হয় কেন…দাম্পত্য রোমান্সে? যার মাদকতা এমন নিবিড় তার মধুরতা এমন পলাতক কেন?"

"মাতালকে আঘাত দিতে না দিতে তার মত্ততা কেটে যায় জানো না? রাজ্যের কল্পনার ছায়া-পরাগ দিয়ে আমরা রোমান্সের নীড় বাঁধি। তাই তো এতটুকু ঝড়ঝাপটাও সয় না।"

স্বপন চুপ ক'রে থাকে…বুকের মধ্যে কোথায় একটা অনির্দেশ্য অথচ অতি-পরিচিত ভার ওঠে রনিয়ে।

বৃদ্ধ সেই ভাবেই ব'লে চলেন : "এক সময়ে মনে হ'ত—বুঝি সমাজ-ব্যবস্থার কোনো ভুলচুকেই দাম্পত্য-সমস্যা এমন দুর্ভেদ্য র'য়ে গেল। কিন্তু আজকাল মন মাথা নেড়ে বলে : উঁ হুঃ, এ-অমিলের মূল আমাদের প্রকৃতির গহনতম স্তরে আছে গাঢাকা হ'য়ে। চাং ঠিকই বলে : যত দিন সেখানে আমাদের দৃষ্টি না পড়ছে ততদিন দেহতত্ত্ব, যৌনতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব, কিছুতেই সমাধান মিলবে না, মধুমিলনো দুদিনেই যাবে মিইয়ে, যেমন হ'য়ে এসেছে আবহমানকাল।"

—"কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে, এ-সব সন্ধানের মধ্যে দিয়েই কিছু-না-কিছু আলো মিলেছে?"

—"কি রকম?"

—"এই ইসাবেলার সঙ্গে চাঙের রোমান্সই দেখুন না। যতই বলি না কেন—এই যে বলিষ্ঠ স্বাধীনতার আদর্শ—আগেকার যুগের প্রেমে কি এ-জিনিষ ছিল?"

—"না। কিন্তু চাং বলে—গাছকে যদি তার ফল দিয়ে বিচার করি?"

—"কী বলতে চাচ্ছেন?"

—"চাং বলে—আমি উত্তর দিতে পারিনি তার কথায়, তাই তার কথাই উদ্ধৃত করছি—বলে : বর্তমান সভ্যতার এই স্বাধীনতার বুলিটা লোককে এত বেশি পেয়ে বসেছে ব'লেই দাম্পত্যসম্বন্ধ এখন এত অপল্কা হয়ে উঠেছে, কেন না এতে যে-প্রত্যাশা জাগানো হয় সে-প্রত্যাশা আজকের মানবচরিত্র পূর্ণ করতে পারে না।"

—"কী বলছেন আপনি মসিয়ে? একেবারে যে মূল নিয়ে টানাটানি? প্রেম স্বাধীন না হওয়াই ভালো বলতে চান নাকি শেষটায়?"

—"স্বাধীনতার দায়িত্ব কত বেশি সেন, ক'টা লোক বোঝে বলো তো?"

যারা 'ফ্রী-লাভ' 'ফ্রী-লাভ' ক'রে এত দাপাদাপি করে বেড়ায় ভাবো কি তারা জানে তারা কী বলছে? তোমাদের শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উপমা পড়ছিলাম: সবার পেটে কি সব সয়? আমরা হলাম জন্ম-পেটরোগা—বিশেষ করে এই প্রেমের ক্ষেত্রে—অথচ হজম করতে চাই স্বাধীনতার পোলাও-কালিয়া।"

—"ঠিক কী বলতে—"

বৃদ্ধ এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হেসে বললেন: "ধৃষ্টতা মাফ কোরো সেন, তুমি আমাকে যে-চিঠি লিখেছিলে সে-কথা মনে করো একবার, তাতে অবশ্য তুমি সমস্যাটাই খুলে লিখেছ,—সে সম্বন্ধে তোমার মন্তব্যটুকু গেছ চেপে। কিন্তু মনামি, সন্ধ্যা আসার পর থেকে কী মনে হচ্ছে তোমার সত্যি ক'রে বলো তো—সব বুলি-টুলি রেখে? বুকে হাত দিয়ে বলো তো, মনে হচ্ছে কি যে, স্বাধীনতার মধ্যে তোমাদের তিন জনের প্রেম-বৃক্ষ ফলে ফুলে ভ'রে উঠেছে,না কাঁটায়-আগাছায় চাপা পাড়বার জোগাড় হয়েছে?"

স্বপন মুখ নিচু করল, বৃদ্ধ তার কাঁধে হাত রেখে বললেন: "মাফ কোরো সেন, এজন্যে আমি খানিকটা দায়ী। কিন্তু চাং ও ইসাবেলা আমার চোখ অনেকখানি খুলে দিয়েছে। যত দিন যাচ্ছে ততই আমার মনে হচ্ছে যে মানুষের প্রকৃতির খানিকটা মূলগত পরিবর্তন না হ'লে শুধু শিক্ষা বা সমাজব্যবস্থায় প্রেম কৃতার্থ হয়ে উঠতেই পারে না। ভেতরে ভেতরে-যে আমরা আজও প্রায় আমাদেব গুহাবাসী পূর্বপুরুষদের ম'তই বর্বর আছি এ-কথা ভুলে শুধু মুখে বড়বড় আদর্শের কথা বলা বিড়ম্বনা বৈ আর কি? ওতে ভোলানো যায় শুধু এমন লোককে যারা সত্যি কখনো না প্রেমে পড়েনি।

বৃদ্ধ আপন মনেই ব'লে চলেন: "কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, প্রেম শব্দটা উচ্চারণ করতে না করতে আমাদের কণ্ঠ হ'য়ে পড়ে গদ গদ, চক্ষে বয় ধারা, বুদ্ধি যায় উবে। চাং ঠিকই বলেছিল হেসে যে, এজন্যে দায়ী সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আর্টিস্টরা—যারা একটুখানি রংমাখা চশমার মধ্যে দিয়ে প্রেমের

উপরকার ঝিকিমিকি দেখে মনে করে ঐ বুঝি ওর চরম দান; কিন্তু যদি আমরা শান্ত নেত্রে খোলা চোখে মানুষের হৃদয় ও প্রকৃতিকে দেখতে শিখতাম, যদি সত্যিই একটু মানুষ চিনতাম, তা হ'লে দেখতাম—সচরাচর আদর্শ প্রণয়ী প্রণয়িণীরা প্রেমের নামে যার স্তব গান করেন তার নাম আত্মদান নয়—আত্মাদর। আমরা প্রেমাস্পদের কাছে নিজেকে ধরে দিই কই?—শুধু তো চেয়েই মরি। চাং বলছিল বেশ: আমরা দেহ-মনের অজস্র স্বার্থ গ্লানি ধুয়ে মুছে ফেলতে প্রেমের নদীতে নামি না—নামি সে-জলে নিজের মোহন মলিন রূপের প্রতিবিম্ব নানা ভাবে দেখে বলতে—'বা রে আমি'!" ব'লেই স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন: "চাং বড় চমৎকার বলে এক একটা কথা, না?"

—"সত্যি। ওর কাছে কত-যে শিখেছি।

—"শুধু শেখা না—আমার কয়েকটা গোড়াকার ধারণার 'পরে ও এমন ঘা দিয়েছে—!"

—"কী রকম?"

—"যেমন—ও বলে—কিছু মনে কোরো না—আমি ভারি একটা ভুল করেছিলাম আনাকে তোমার স্কন্ধে চাপিয়ে। বলে: এ রকম বেপরোয়া ভাবে পাকের পর পাকের সৃষ্টি ক'রে কোনো সুফলই ফলে না। বলে: প্রেমের পথে কঠিন পরীক্ষা এম্‌নিই এত বেশি যে, সাধ ক'রে নতুন পরীক্ষার আবর্তে ঝাঁপ দিতে যাওয়া মূঢ়তা।"

স্বপন মুখ নিচু করে। হঠাৎ কেমন যেন বিষাদ ছেয়ে আসে ওর মনে।—এ তো হ'ল সেই ভয়েরই কথা! তা হ'লে নির্ভীকতার আদর্শের হবে কী?

* *

—"সেন !"

ও মুখ তুলে চায় তাঁর দিকে।

—"আমার ভুল হয়েছিল—মানছি।

—"সে কি মসিয়ে !"

—"চাং ঠিকই বলেছে : প্রেম জিনিষটা এত মহার্ঘ যে, তাকে বাঁচতে হ'লে সে দীপশিখার মতন একটু আড়ালের অপেক্ষা রাখে।"

স্বপন মাটির দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইল।

মসিয়ে বেনার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাইপটা পকেটে পুরে বললেন : "যাক্—যা হ'য়ে গেছে তার তো আর চারা নেই, এখন বেয়ে-ছেয়ে দেখি—বিষবৃক্ষটিকে তার আসন্ন ফল-প্রসব করা থেকে ঠেকানো যায় কি না ?"

স্বপন চোখ নিচু ক'রে জিজ্ঞাসা করে : "কী করবেন কিছু স্থির করেছেন ?"

—"খানিকটা করেছি, বৈ কি। সে সব পরে। আপাতত চলো তো যাওয়া যাক মার্সেল্সে।"

—"সেখানে গিয়ে ?"

—"প্রথম কাজ হবে আনাকে আশ্বাস দেওয়া।"

—"তার পর ?"

—সবাই মিলে এখানে ফেরা।"

স্বপন একটু ইতস্তত: ক'রে জিজ্ঞাসা করে : "আমাদের দুজনকেও ?"

"বাঃ। তোমরা না এলে পঞ্চম অঙ্ক জমবে কেন মনামি ?"

—"তা হ'লে আমায় ও ফ্ল্যাট্‌টা ছেড়ে একটা বড় ফ্ল্যাট্ আগে—"

—"সে পরে নিলেই চলবে। তোমাদের দুই দম্পতীকে দেব আমার তেতলাটা ছেড়ে। আমি ও আনা থাকব দোতলায়। সে হবে অথন।"

স্বপন হাসল : অতিথির বোঝা ব'য়ে ব'য়ে কাঁধে চড়া প'ড়ে গেছে বুঝি ?—না, এ-সবকে ঝঞ্ঝাট ব'লে চিনতেই পারেন না ?"

—"মনামি—তা যদি বলো, তবে জীবনটাই তো একটানা ঝঞ্ঝাট।— কিন্তু শোনো হে কুষ্ঠিত, শুধু ঝঞ্ঝাট বইতেই তোমাদের ডাকছিনা এখানে।"

স্বপন হাসিভরা মুখে চাইল: "তবে?"

—"একটা পরখ করতে।"

…"কী পরখ?"

—"দেখতে চাই রোমান্সে টেক্কা দেয় কে?—স্পেন, না চীন, না ফ্রান্স না সনাতন ভারতবর্ষ? আর পাশাপাশি তুলনা করতে না পারলে এ-মহতী সমস্যার নিষ্পত্তি হবে কেমন ক'রে বলো?" ব'লে হেসে উঠেই প্রায় জিভ কেটে বললেন: "ঐ দেখ, স্বভাব কি শুধরোয়? চাং ওপরে অসুস্থ ভুলেই গিয়েছিলাম—বেমালুম।"

সাক্ষকথা

স্বপন ও মসিয়ে বেনার যখন মার্সেল্‌সের হোটেলে পৌঁছলেন তখন প্রদোষের নীললোহিতাভ ছায়া প'ড়ে সমুদ্রের বুক এক অপরূপ রঙে উঠেছে রঙিয়ে। পূর্বদিগন্তে একটি মাত্র তারা স্থির পাণ্ডুর চোখে চেয়ে!…

স্বপন তার ক'রে দিয়েছিল মসিয়ে বেনারের জন্য দুটি ঘর রিজার্ভ ক'রে রাখতে: একটি শয়নকক্ষ, একটি বৈঠকখানা। স্বপন তাঁকে বৈঠকখানা নিয়ে গিয়ে সন্তর্পণে বসাল। বৈঠকখানাটির সামনেই বেশ বড় একটি গাড়ি-বারান্দা।

মসিয়ে বেনার ঢুকেই ঘরটির তারিফ ক'রে বললেন—গাড়ি বারান্দার দোরটা খুলে দিতে। স্বপন তাঁর বাতের জন্যে একটু আপত্তি

করতেই হেসে বললেন: "অত বিজ্ঞতা করতে হবে না গো বন্ধু, বাত আমার—অস্থিতে, যৌবন ফুঁসছে—মজ্জায়। আরো—একেবারে খুলে দাও—যাতে সমুদ্রটা ভালো ক'রে দেখা যায়। এইবার হয়েছে। হাঁ—এবার ডাক দাও ওদের। স্বপন ভ্যালেটের ঘণ্টা টিপল।

দোরে টোকা মেরে ভ্যালেটের আবির্ভাব।

স্বপন বলল: "মাদামদের খবর দাও। বলো, আমরা দুজনে মসিয়ের ড্রয়িং-রুমে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছি।"

—"তাঁরা এখনো ফেরেননি মসিয়ে। ঘণ্টাখানেক হ'ল বেরিয়ে গেছেন।"

—"কোথায় জানো?"

"ছোট্ট মেয়েটির জন্যে কি-সব কিনতে বুঝি।"

স্বপন মসিয়ে বেনারের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করল। ভ্যালেটকে সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মসিয়ে বেনার বললেন: "আচ্ছা—ধন্যবাদ। তুমি এখন যেতে পারো।—হ্যাঁ, তাঁরা ফিরলে এ-ঘরে একবার আসতে বোলো—কেমন?"

ভ্যালেট অভিবাদন ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মসিয়ে বেনার অন্যমনস্ক ভাবে বাইরের সমুদ্রের দিকে চেয়ে পাইপ টানতে থাকেন।

স্বপন অন্যমনস্ক হ'য়ে ভাবে আথাল পাথাল...কত কী?

হঠাৎ দোরে আঘাত।

মসিয়ে বেনার বললেন: "Entrez." *

* আসতে পারো।

সপ্রতিভা

সন্ধ্যা। মসিয়ে বেনার তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মাথা হেলালেন স্বপনও উঠে ইংরাজিতে বলল: "মসিয়ে—আমার তিনি—যাঁর সঙ্গে পরিচয় করতে আপনি এত ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছিলেন।"

মসিয়ে বেনার দুই হাত বাড়িয়ে সন্ধ্যার দুটি হাত টেনে নিয়ে অতি-পরিচিতের মতনই বললেন: Bon soir, Madame. ‡"

সন্ধ্যাও সপ্রতিভ সুরেই বলে: "Bon soir Monsieur, comment vous portez-vous ?" *

বৃদ্ধ একগাল হেসে বললেন: "Eh bien, vous parlez francais, chere Madame! D'ailleurs, vous avez un accent charmant—vraiment!" §

স্বপন হেসে ইংরাজিতে বলল: "ওঁকে ঠাওরান কী মসিয়ে? প্রতি পরীক্ষায় ফার্স্ট হ'ন, সামান্য ফরাসী ভাষার উচ্চারণ দোরস্ত করা তো কোন্ কথা?"

সন্ধ্যা বাংলায় "থামোঃ" ব'লেই মসিয়ে বেনারের দিকে তাকিয়ে ইংরাজিতে বলল: "মাফ করবেন মসিয়ে, আমার ফরাসী ভাষার দৌড় ঐ অবধি। তবে যেটুকু জানি সেটুকু জাহির করতে কার না লোভ হয় বলুন?"

মসিয়ে বেনার হেসে ইংরাজীতে বললেন: "সটেই তো। তবে

* শুভরাত্রি মসিয়ে, কেমন আছেন?

§ বাঃ—আপনি ফরাসী বলতে পারেন! আর চমৎকার উচ্চারণ তো—সত্যি!

আমাকে অতি সলজ্জবদনে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, ইংরাজি ভাষাটা আমার অজানা না হ'লেও আমার উচ্চারণটা খুব—"

সন্ধ্যা টপ ক'রে বলল: "Mais vous avez un accent charmant." *

বৃদ্ধ হো হো ক'রে হেসে স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন: "Vous avez une femme bien spirituelle mon cher, je vous en felicite." ‡

হাসি থামলে মসিয়ে বেনার সন্ধ্যাকে শুধোন: "আনা কোথায়?"

সন্ধ্যার মুখ ঈষৎ লাল হ'য়ে উঠল, কিন্তু সে সামলে নিয়ে সহজ স্বরেই বলল: আনেৎকে দুধ খাইয়ে আসছে। ওহো আমাকে সে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল, আপনি আনেৎকে এখন দেখতে চান কি না? তা হ'লে সে তাকে ঘুমপাড়াবার আগে এখানে নিয়ে আসবে।"

—"এর মধ্যেই উৎসাহ যে বেশ ফেঁপে উঠেছে দেখছি। বেশ তো, আসুক না— যদিও সদ্যোজাত শিশুর মতন কিম্ভূতকিমাকার জীব জগতে মেলা ভার—

সন্ধ্যা রাগ ক'রে বলল: "তা হ'লে আর এনে কাজ নেই।"

মসিয়ে বেনার ঈষৎ করুণার হাসি হেসে স্বপনের দিকে কৌতুকোজ্জ্বল চোখে চেয়ে বললেন: "দেখেছ তো সেন, ঠিক বলেছিলাম কি না? মেয়েরা যদি শিশুকে পুরুষের মতন সহজ চোখেই দেখতে পারবে তবে তাদের মেয়ে বলেছে কেন?"

* কিন্তু আপনার উচ্চারণ ত চমৎকার।

‡ তোমার স্ত্রী তো খাসা রসিকা—অভিনন্দনও নাও আমার।

সন্ধ্যা আরও রাগ ক'রে বলল: "কিন্তু যোগ্যতম পুরুষকেও জন্মাবার সময়ে ঐ অযোগ্য জাতটির কাছেই শরণাপন্ন হ'তে হয় এ-যুগেও—সেটা ভুলবেন না তাই ব'লে।"

মসিয়ে রেনার করুণ স্বরে বললেন: "অত রাগ কোরো না সন্ধ্যা—তা হ'লে আমার গতি কী হবে বলো?"

স্বপন বলল: "সামলান এখন ঠেলা!—পেলেন তো খানিকটা স্বাদ বালিকা-বধূর প্রতাপের?"

—"এটুকু স্বাদে কি আশ মোটে বন্ধু, না প্রাণ ভরে? অন্ততঃ তোমাদের প্রেমালাপটা একদিন আড়ি পেতে না শুনলে ওঁর প্রতাপের দৌড়-সম্বন্ধে ধারণাটা যে আবছাই থেকে যাবে।"

সন্ধ্যা বলল: "তা হ'লে সেটাকে স্পষ্ট ক'রে তোলবার জন্যেই না হয় একবার চলুন না আমাদের দেশে?"

স্বপন সোৎসাহে বলল: "সত্যি মসিয়ে, যাবেন? নেহাৎ পক্ষে এয়ারোপ্লেনেই পাড়ি দিন না একবার আমাদের সঙ্গে।"

বৃদ্ধ করুণভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন: "এ-বয়সে এয়ারোপ্লেনের দুন্দুভিও যদি ধাতে সয়, তোমাদের দেশের অন্তঃপুরিকাদের চাহনি ও বাক্যবাণের দাপট সইবে না কথনোই—কিন্তু ঠাট্টা যাক—আমার সত্যি ভারতবর্ষে যেতে ভারি ইচ্ছে করে আজকাল—জানো? তাই বেশি পীড়াপীড়ি কোরো না যেন—হঠাৎ তোমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রেও ফেলতে পারি।"

স্বপন ও সন্ধ্যা প্রায় একসঙ্গেই ব'লে বসল: "বেশ তো।"

মসিয়ে রেনারের সুর গম্ভীর হ'য়ে গেল, বললেন; "হয়তো সত্যিই যেতাম এবার—যদি না শীঘ্রই একবার আমেরিকায় যাওয়ার দরকার থাকত আনাকে নিয়ে।"

স্বপন বিস্মিত হ'য়ে বলল: "সে কি? আপনার আনাকে নিয়ে আমেরিকা যাবার এ-প্ল্যান তো—"

—"আরে বন্ধু—সব প্ল্যানই কি হাটে বাজারে অসময়ে ফাঁস করতে আছে? আমি দু-একটা তারও করেছি কাল—দু-একজনকে। দেখি। এখনো নিশ্চিত ক'রে বলতে পারিনে—আমার তারের উত্তরের ওপর অনেকটা নির্ভর করছে। বিশেষ ক'রে চাঙের মনস্থির করার ওপর। সে যদি যায় তবে আমরাও যাব—এইরকমই ভাবছি।"

খানিকক্ষণ কেউ কথা কইল না। ঘরের মধ্যেকার সহজ হাওয়া যেন একটু জমাট হয়ে উঠছিল।

সন্ধ্যা প্রথম কথা কইল: "শুধু দেশ দেখতে?"

—"তা-ও বটে—আর আনাকে জগৎটা দেখাতেও বটে। তা ছাড়া আমেরিকায় আমার একটি যৌবনের বান্ধবী আছেন—কাজেই একটু সুবিধে আছে!"

স্বপন হঠাৎ বলল: "তা হ'লে আমাদের দেশ দিয়েই সুরু ক'রে ঘুরে ওদেশে যান না কেন? আপনি যদি যান তবে আমরাও সঙ্গ নিই।"

মসিয়ে বেনার একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন: "এ-যাত্রা বোধ হয় তা হবে না। তবে আমেরিকা হ'য়ে ভূ-প্রদক্ষিণ করার একটা বাসনাও আছে। হয়তো সে-সময়ে জাপান হ'য়ে তোমাদের ওখানে অতিথি হ'তে পারি—যদি ভরসা দাও অবিশ্যি।

সন্ধ্যা বলল: "ভরসা খুবই দিতে পারি—যদি আপনিও ভরসা দেন যে, নিমন্ত্রণের মর্যাদা রাখবেন। উড়ো-কথার বেসাতিতে আমার শ্রদ্ধা নেই।"

মসিয়ে বেনার সন্ধ্যার দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন: "অত ঘটা ক'রে কথা আদায় করতে হবে না সন্ধ্যা! কারণ এ-কথা অন্ততঃ এখন অসঙ্কোচে বিশ্বাস করতে পারো যে, তোমাদের দেশে যাবার লোভ আমার দশগুণ বেড়ে গেছে। সেন জানে, সমস্ত দিনরাতের মধ্যে

সন্ধ্যাদেবীর সোনালি সন্ধিলগ্ন আমার কত প্রিয়—তার ওপর আবার তোমাদের দেশের বাসন্তী সন্ধ্যা। কাজেই এক্ষেত্রে কথা দেওয়াটাই কি বাহুল্য নয়?"

সন্ধ্যা সস্মিত সুরে বলল: "করাসী কম্‌প্লিমেণ্টের প্রকৃতি-সম্বন্ধে আমাকে যতটা অজ্ঞ ভাবছেন আমি কিন্তু ঠিক ততটা অজ্ঞ নই মসিয়ে—"

মসিয়ে বেনার তার একখানি হাত নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন: "কম্‌প্লিমেণ্ট নয় শেরি, চাঁদের আলো প্রথম দেখা দেয় কি সন্ধ্যাবেলায়ই নয়? তাছাড়া দিনের আলোয় কি ফোটে রঙিন স্বপ্ন?"

সন্ধ্যার গালে প্রথম রক্তিমাভা দেখা দিল। সে লজ্জা চেপে তাড়াতাড়ি বলল: "ওহো—আনাকে যে আমার ব'লে আসার কথা। সে হয়তো আমার দেরি দেখে ভেবে বসেছে আপনি তার আদরিণীটিকে দেখতে মোটেই উৎসুক নন। হয়তো সে অভিমানে তাকে এতক্ষণ ঘুম-পাড়িয়েই ফেলেছে। তবু দেখি।" ব'লে সে উঠে দাঁড়াল।

মসিয়ে বেনার বললেন: "আরে করো কি শেরি? তুমি এসময়ে গেলে চলে? বোসো বোসো। আমিই তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।" ব'লে তিনি হাত বাড়িয়ে পাশে চেম্বার মেডের ঘণ্টার বোতাম টিপলেন।

* *
*

চেম্বার মেড এসে হাজির হ'তে তিনি বললেন: "মাদামকে বলবে—যদি তাঁর মেয়েটি ঘুমিয়ে প'ড়ে না থাকে তবে তাকে নিয়ে এ ঘরে এলে ভারি খুসি হব? কিন্তু যদি ঘুমিয়ে প'ড়ে থাকে তবে বোলো: আমিই গিয়ে দেখে আসব।···Merci."

চেম্বার মেড অভিবাদন ক'রে নিষ্ক্রান্ত হ'লে মসিয়ে বেনার তাঁর পাইপটি যেন অন্যমনস্ক ভাবেই ধরালেন। স্বপন ও সন্ধ্যা সামনের নীল-

ঝিলিমিলি ঝাড়টার নীল-পীতাভ বিজ্‌লি বাতির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। স্বপনের দৃষ্টি পড়ল বাইরের সমুদ্রের দিকে। একখণ্ড ছাই-পাণ্ডুর মেঘ চাঁদকে চোখ ঠারছে। নিচে তাদের পানে চেয়ে—একখণ্ড ছায়াদ্বীপ। ঠিক ডিমের মতন আকার···দ্বীপটিকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে চলেছে যেন দিগন্তের এক মেঘলা নেয়ে অদৃশ্য হাওয়ার গুণ টেনে।···

সে গতির সঙ্গে সাগর-বক্ষের ঝিকিমিকি যেন সাথে সাথে চলে পাল তুলে—শান্ত কল্লোলের মন্দাক্রান্তা তালে তালে।...

* *

নিস্তব্ধতা ভাঙল স্বপন: "আমেরিকা যাওয়া-সম্বন্ধে চাঙের সঙ্গে কথাবার্তা হ'ল কবে?"

প্রশ্নটা স্বপনের নিজের কানেই কেমন যেন অসংলগ্ন মতন শোনায়। মসিয়ে বেনার তার দিকে চেয়ে বললেন: "হঠাৎ এ-প্রশ্ন?"

—"এম্‌নিই।"

মসিয়ে বেনার একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন: "চাং বলছিল যে, ইসাবেলাকে নিয়ে আমেরিকা গেলে হয়তো···বার্টনের হাত থেকে ওকে —কী? সন্ধ্যাকে সব বলেছ তো?"

স্বপন মৃদুস্বরে বলল: "বলেছি।"

মসিয়ে বেনার একটু চুপ করে করে থেকে বললেন "তবে শোনো খোলাখুলি কথা বলা এখন একটু সহজ হবে।

"চাং বলছিল আমাকে যে ও নিজে প্রথম ইসাবেলাকে বুঝতে শেখে—এভেলার প্রতি একটু আকৃষ্ট হওয়ার পরে। আর তাইতো ওদের আজ পুনর্মিলন একটু সহজ হ'য়ে এসেছে।"

স্বপন বলল: "সে কি? তবে কি চাংও—" ব'লেই থেমে গেল।

মসিয়ে বেনার একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন : "ঠিক তোমার মতন অতটা নয়।" ব'লে আর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন : "তার একটা সুবিধে হ'য়ে গিয়েছিল—ওদের টানটা দেহের চৌকাঠেই গিয়েছিল থেমে —নানা কারণে। তাই ওকে সে-ঘূর্নির মধ্যে পড়তে হয়নি—যা—" ব'লেই থেমে নিয়ে তাঁর অভ্যস্ত বিদ্রূপী ভঙ্গিতে বললেন : "নিমেষে জেগে ওঠে ঐ একটুখানি দেহ-মলয়ের কল্যাণে! সভ্যতার প্রসাদে আমাদের প্রকৃতি এম্‌নি হ'য়েই গ'ড়ে উঠেছে যে, প্রেমের ক্ষেত্রে আমরা সবকেই হজম করতে পারি—কেবল যদি সে সত্যি প্রেমের কোঠায় এসে না পড়ে। অর্থাৎ যদি উদ্ভট প্লেটনিক হয় তবে উদারতার সীমা থাকে না—"

দোরে হঠাৎ আঘাত।...

আনা।

তিনজনেই উঠে দাঁড়ায়।

* *

কী পাণ্ডুর যে দেখায় ওকে!....স্বপনের বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে।...আনার সঙ্গে হয় চোখোচোখি। ওর মুখে এক ঝলক রক্ত দীপ্ত হ'য়ে উঠেই যায় নিভে। স্বপন চোখ ফিরিয়ে নিতে যেতেই চোখে পড়ে সন্ধ্যা একদৃষ্টে তারই দিকে চেয়ে! ওদের দৃষ্টি-বিনিময় হ'তেই সে-ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। স্বপনের মনে হয় তার নিজের বুকে বুঝি আর রক্ত নেই : সবটুকু যেন ঘাড়ের পাশ দিয়ে...কানের পাশ দিয়ে...কপাল বেয়ে শির্ শির্ ক'রে মাথায় উঠছে।...এত তুচ্ছ ঘটনায় এত উত্তেজনা যে কেন আসে?...বললেই কি কেউ বিশ্বাস করবে?—বলবে গল্প—কল্পনা...। হায়রে!—স্বপন ভাবে।

তর্কালোচনা

আনা মসিয়ে বেনারকে ধরে জড়িয়ে। তিনি তার দুই গালে দুটি চুম্বন দিয়ে তার কটিবেষ্টন ক'রে বললেন: "Tu as bonne mine, ma petite !" *

"—হ্যাঁ—আমার শরীর খুব সেরেছে।"

মসিয়ে বেনার অতর্কিতে প্রফুল্ল স্বরে ব'লে ফেললেন: "তা তো সারবেই শেরি, বেড়াতে এসে রাতারাতি মা হ'য়ে পড়লেও যদি শরীর না সারে তবে সারবে কিসে ?"

স্বপনের কর্ণমূল ঈষৎ রক্তিমাভ হ'য়ে ওঠে। সন্ধ্যা ব্যালকনির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়—সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে। আনার গালে কপালে কে যেন ফাগ মাখিয়ে দিয়েছে···সে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে: "শ্—শ্।"

বৃদ্ধ কথাটা ব'লেই ভারি অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছিলেন। থতমত খেয়ে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বললেন: "Pardon—Madame—c'est que" † ব'লেই থেমে গেলেন। ক্ষমা চাওয়ায় ব্যাপারটা কেমন যেন আরও ঘোরালো হ'য়ে ওঠে !···

সমস্ত ব্যাপারটা যেন বিজ্‌লির ম'তই নিমেষে ঝলকে ওঠে···এই একটা কথায় প্রত্যেকেই ঘরের অপর কয়জনার অস্বস্তিকর উপস্থিতি সম্বন্ধে যেন পূর্ণভাবে সচেতন হ'য়ে ওঠে !···কী গুরুভার সচেতনতা সে ! ···একটা মাত্র সহজ কথার অপেক্ষা—অথচ কারুর মুখ দিয়েই সেটা বেরোয় না !···

* তোমার চেহারা যে ভারি ভালো দেখছি লক্ষ্মী মেয়ে !

† ক্ষমা কোরো মাদাম—এটা শুধু—

শেষটায় আনা মুখ তুলে যেন জোর ক'রেই বলে: "আনেৎ ভারি কাঁদছিল তাই আনতে পারলাম না—ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলাম।" ব'লেই একটু কান পেতে বলল: "ও কী—জেগে উঠছে ফের—" ব'লে মসিয়ে বেনারের দিকে তাকিয়ে: "চলুন না—দেখে আসবেন কেমন সুন্দর মেয়ে।"

বৃদ্ধ বললেন: "তা মন্দ কি? ব'সে ব'সে পা-টাও গেছে ধ'রে দেখেই আসা যাক তোমার নয়নতারাকে।" ব'লে উঠে ঘরের দোরের কাছে গিয়ে দোর খুলেই মুখ ফিরিয়ে: "এই অবসরে—বুঝলে কি না? আমি কথা দিচ্ছি যে দোরে আঘাত না ক'রে ঢুকব না।"

ওরা সবাই হেসে ওঠে এক জোটে।

স্বপন সন্ধ্যার দিকে তাকায়। ও চোখ নেয় ফিরিয়ে। তিন দিন বাদে ওরা মুখোমুখি—এই প্রথম। তাই কি ফের সেই কুণ্ঠা ওঠে ঘন হ'য়ে? আশ্চর্য...যে দুটি মানুষ অন্তরঙ্গতার দিক থেকে পরস্পরের সব চেয়ে কাছে ব'লে কবির কাব্য রটিয়ে এসেছে যুগ যুগ ধ'রে, সে-দুজন যে-মুহূর্তে সব চেয়ে কাছে আসতে চায়—কে দেয় বাধা?

হঠাৎ একটা মাণ্ডোলিনের ঝঙ্কার ভেসে আসে। ওরা দুজনেই এক মনে শোনে কান পেতে! আরম্ভ হয়েছিল সুরটা—ওদের অর্থহীন লাফাঝাঁপির স্বরবিন্যাসে নাম দেয়—মেলডি—কিন্তু হঠাৎ ফুটে ওঠে যেন একটা জানা স্বরবিন্যাস...ঠিক যেন—স্বপনের এত চেনা রাগ মনে হয়?....কী রাগ যেন? ঐ-ঐ! স্বপন বলে: "পূরবীর মতন না অনেকটা?" সন্ধ্যা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কান পেতে আর একটু শুনে বলে "হ্যাঁ—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু ভৈরোঁর ছোঁওয়াও আছে—ঐ—ঐ, দেখেছ?—আশ্চর্য, যেখানে রাগজ্ঞানের বালাই নেই সেখানে পূরবীর সঙ্গে ভৈরোঁরও বিয়ে দেয় জবরদস্তি

সুর-ঘটক। আমি জাহাজে শুনেছিলাম স্পষ্ট বেহাগের সঙ্গে ভৈরবীর সহবাস। ভাবতে পারো?"

স্বপন হেসে বলে: "আমি কি অত শত বুঝি না কি তাই ব'লে?" হঠাৎ ম্যাণ্ডোলিনটা মাঝপথে থেমে যায়। কিন্তু সন্ধ্যা সেইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে জানালার কাছে—বাইরের দিকে চেয়ে। স্বপনের দৃষ্টি ওর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে পড়ে তিনটি সুন্দর তারার 'পরে।...কী ম্লান অথচ কী স্তব্ধ ..শান্ত . মুগ্ধ!

হঠাৎ সন্ধ্যা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। স্বপনের মনের মধ্যে কী একটা ব্যথা ওঠে দুলে!...সে ধীরে ধীরে পিছন থেকে এসে হঠাৎ সন্ধ্যার গলা জড়িয়ে ধরে। সন্ধ্যা চম্‌কে ওঠে।

স্বপন কোমল কণ্ঠে বলে: "বলো না, কী ভাবছিলে অমন করুণভাবে তারার দিকে তাকিয়ে?"

—"কী আবার ভাবব?"

"তাহ'লে অমন ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে কেন?"

সন্ধ্যা হঠাৎ ওর দিকে সোজা তাকালো: "বলব খোলাখুলি? —কিছু মনে করবে না?"

"না।"

"ভাবছিলাম"—সন্ধ্যার গলার স্বর গাঢ় হ'য়ে আসে—জোর ক'রে সামলে নিয়ে বলে: "ভাবছিলাম আনাকে যদি আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে কলকাতায় ফিরি তা হ'লে তুমি খুসি হও?"

—"বঙ্কিমচন্দ্রের সূর্যমুখী?"

সন্ধ্যা রাগ ক'রে বলে: "যা—ও। তোমার মনের কোণে আমার প্রতি একটা ভারি তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। তোমার সঙ্গে আড়ি—আড়ি—আড়ি।"

স্বপন এবার তাকে বুকের কাছে টেনে এনে বলে : "তা হ'লে আমাকে বলতে হবে : স্মরগরল খণ্ড—" সহসা দোরের কাছে কী শব্দ মতন হয়।

সন্ধ্যা নিজেকে নক্ষত্রবেগে ওর বাহুপাশ থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বলে : "আঃ—কী করো বলো দিথিন ? এটা অপরের ঘর তার হুঁশ আছে ?"

—"তুমি অমন রোম্যাণ্টিক টোনে কথা বললে যদি মানুষ বেহুঁশই হ'য়ে পড়ে তবে সে অপরাধ কি হুঁশের ?"

—"রোম্যাণ্টিক আবার কি ? আমি ঠিক করেছি সত্যিই— আনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাদের ওখানে নিয়ে যাবই—অন্তত কিছুদিনের জন্যে তো বটেই। বেশ তো, আমি তার কাছে ফরাসী শিখব। বাবা মা তো বৃন্দাবনে চ'লে গেছেন। অত বড় বাড়িতে আনা থাকলে বাড়িটা খাঁ খাঁ করবে না আর। মসিয়ে বেনারকে ব'লে রাজি করাবই করাব।"

স্বপন সন্ধ্যার কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কীর্তনের মৃদুগুঞ্জনে বলল :

"কানু কহে রাই, নিতি তোর ঠাঁই কত না শিথিনু মুই"—

—"আঃ কী করো ? ছাড়ো—ব'লে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা ক'রেও না পেরে সন্ধ্যা হেসে ফেলে বলল : "তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না—"

স্বপন সন্ধ্যাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে সেই সুরেই বলল :

"(আমি) রাখালী অমতি করি পায়ে নতি যদি না পারিবি তুই
(তবে) আর কেবা বল্ পারবে ও রাই
তুই না পারিলে আর কেবা বল্—"

এমন সময়ে দোরে আঘাত হয় : "Est-ce que vous avez fini ?" *

* তোমাদের পালা সাজ হয়েছে কি ?

সন্ধ্যা স্বপনের বাহুপাশ থেকে ছিট্‌কে গিয়ে দশহাত দূরে দাঁড়াল ও তার শ্লথ কেশপাশ বিন্যস্ত করতে করতে চাপা স্বরে বলল: "দেখলে তো? দেখ তো, ক্লচটাও খুলে গেছে! কী যে তুমি—"

স্বপন হাসি চেপে দোরের উদ্দেশে বলে: "Oui, on a fini—entrez done." ‡

কথা-কাটাকাটি

মসিয়ে বেনার দুহাতে চোখ ঢেকে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন: "ভয় নেই যুগলবন্ধু! পুরো এক মিনিট আরো সময় দিচ্ছি উপসংহারটাকে সেরে নিতে।"

ঘরের মধ্যে হাসির বান যায় ডেকে।

হাসি থামলে মসিয়ে বেনার তাঁর সোফাটিতে বসতে বসতে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন: "বাঃ—যা ভেবেছি তাই। একটু নির্জনতার অনুকূল বাতাস পেতে না পেতে গাল দুটিতে চেরির রাঙা আভা দেখা দিয়েছে, চোখে ফুটেছে আলো, মুখের মেঘ গেছে কেটে।"

স্বপন হাসিমুখে বলল: "কেমন ক'রে জানলেন যে, সেটা নতুন মেঘের সূচনা নয়?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "যারা মিটিরিয়লজিষ্ট তারা জানে।"

স্বপন বলে: "যদি বলি মেয়েদের চোখ মুখ হৃদয়ের বাষ্পতত্ত্ব জানা একটু বেশি শক্ত!"

‡ হ্যাঁ — সারা হয়েছে, আসতে পারেন।

মসিয়ে বেনারের কটাক্ষে বিজলি খেলে গেল: "ওহে বন্ধুবর! কামিনীর কমলানন থেকে যখন মেঘের ছায়া স'রে যায় তখন কমলাকান্তের কি বুঝতে দেরি হয়? না, মানিনীর মান কখন ভেঙেছে সেটা চিনতে পারবার মতন অধরচর্চাও কখনো করিনি বলতে চাও?

সন্ধ্যার মুখ রাঙা হ'য়ে ওঠে, বলে: "চাই। কারণ মানটা আমার মোটেই ভাঙেনি—মানে, আপনার উপর।"

—"সর্বনাশ! অধীনের অপরাধ?"

—"আপনি পদে পদে আমাদের এড়িয়ে চলতে চাইছেন।"

ঘরেরদোরে টোকা পড়ে।

—"Enfrez."

খোলাখুলি

আনাকে দেখে স্বপন ও সন্ধ্যা দুজনেই ওঠে চমকে। অশ্রুর ইতিহাস এতই স্পষ্ট!...পাউডার-প্রসাধনে লুকোবার বৃথা প্রয়াস!...

আনা সোজা এসে মসিয়ে বেনারের পাশেই বসল সোফাটিতে। মসিয়ে বেনার একটু উঠে বসলেন। সন্ধ্যা ওর অপর পাশে ব'সে ওর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল টেনে। স্বপন একটু ইতস্ততঃ করে সোফার সামনেই একটি কৌচে বসল।

খানিকক্ষণ কেউই কথা বলে না। ঘরের হালকা হাওয়া ভারি হ'য়ে ওঠে ...একটা জাহাজের বিষণ্ণ গম্ভীর বাঁশি অনেকক্ষণ ধ'রে বাজে...ঘরের হাওয়া যেন থমকে যায়।...

সন্ধ্যা জোর ক'রেই তার কণ্ঠের মধ্যে সহজ সুরে টেনে এনে বলল: "জানো আনা, তোমার আসবার একটু আগেই মসিয়ে বেনারের সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল?"

আনো জিজ্ঞাসুভাবে শুধু তার মুকের দিকে তাকাল, কিন্তু কোনো কথাই বলল না।

বাধ্য হ'য়ে সন্ধ্যাই ফের বল্ল: "মসিয়ে আমাদের সঙ্গে ভারতবর্ষে যেতে নিমরাজি। এখন শুধু তোমার হ্যাঁ বলার অপেক্ষা।···কিন্তু এমন বিসদৃশ শোনায় এ-ধরণের লঘুভঙ্গি কথা!

আনার সঙ্গে চকিতে স্বপনের দৃষ্টি-বিনিময়ে দুজনেই চোখ নেয় ফিরিয়ে। ঘরের মধ্যে অস্বস্তির ভাবটা যেন আরো ঘন হ'য়ে ওঠে!···

সন্ধ্যা পরপর স্বপন, মসিয়ে বেনার ও আনার মুখের দিকে তাকায়। পরে যেন অনেকটা কি বলবে ভেবে না পেয়েই বলে: "কি বলো আনা? রাজি তো?"

আনা তবু কোনো কথা কয় না।

মসিয়ে বেনার আনার দিকে চকিত কটাক্ষ ক'রেই সন্ধ্যার মুখের 'পরে দৃষ্টি রেখে বলেন: "তোমার সাদর নিমন্ত্রণের জন্যে তোমাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি মা শেরি, কিন্তু এখন তো আর হয় না"

—"কেন?"

—"এইমাত্র চাঙের তার পেয়েছি: সে সামনের শুক্রবারেই আমেরিকার জাহাজ ধরবে। তাতে আমাদের জন্যে দুটো 'সেলুন' রিজার্ভ করেছে। এই দেখ তার। ক্যালে থেকে জাহাজ ছাড়বে"

সন্ধ্যা সেটা না পড়েই বলে: "তাতে কি? রিজার্ভ যে আর নাকচ করা যায় না তা তো নয়।"

—জানি। কিন্তু সত্যিই চাং ও ইসাবেলার পক্ষে পারিস এখন নিরাপদ নয়: ওরা যত শীঘ্র এ-দেশে ছাড়ে ততই ভালো। আর ওদের সঙ্গেও একজনের থাকা দরকার।" ব'লে সন্ধ্যার পানে চেয়ে আরও কোমল কণ্ঠে বললেন: "তাই কিছু মনে কোরো না শেরি, তোমাদের জিজ্ঞাসা না ক'রেই এইমাত্র ওদের তার ক'রে দিয়েছি যে, কাল ভোরের গাড়িতেই আমি ও আনা পারিস রওনা হচ্ছি, সেখানে বুধবারের মধ্যে সব গুছিয়ে নিয়ে ওদের সঙ্গে একত্রে 'ক্যালে' রওনা হব!"

ব'লে বললেন: "একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে যে এই ব্যবস্থাই ভালো—আর সকলের পক্ষেই।"

সন্ধ্যা তাঁর মুখের পরে অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপন ক'রে বলল: "আনাকে নিয়ে চ'লে যাচ্ছেন যে আপনি প্রধানত আমার ভালোর জন্যে সেট বুঝতে পারি। কিন্তু এটা সকলের পক্ষেই ভালো না-ও তো হ'তে পারে?"

মসিয়ে বেনার উত্তর দিতে গিয়ে কি ভেবে থেমে গেলেন। আনা হঠাৎ উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।...সন্ধ্যা তাকে উঠে যেতে দেখে তার দিকে একবার চেয়েই মসিয়ে বেনারের দিকে ফিরে বলল: "এর উত্তর দিতে এতই কী সঙ্কোচ?"

মসিয়ে বেনার একটু হেসে মৃদু স্বরে বললেন: "ঠিক সঙ্কোচ নয় শেরি, তবে...এ-সব আলোচনায় বিশেষ লাভ আছে কি?"

সন্ধ্যা রূঢ়স্বরে বলল: "আছে।"

মসিয়ে বেনার উত্তর না দিয়ে তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে রইলেন তাকিয়ে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি কি সন্ধ্যাকে দেখছিল, না দেখছিল আর একটা কিছু—তার মধ্যে দিয়ে? হঠাৎ তাঁর শূন্য-দৃষ্টির মধ্যে একটা কারুণ্য ধীরে ধীরে উঠল ফুটে। তিনি শান্তস্বরে বললেন: "তা হ'লে

শোনো সন্ধ্যা। আর হয়তো—একটা খোলাখুলি আলোচনা হওয়া ভালোই।" ব'লে আনার দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে স্বর নামিয়ে নিয়ে বললেন: "ওর আসলে আমেরিকা যাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। আমি মত করলে ও আমেরিকা না গিয়ে তোমাদের নিমন্ত্রণই গ্রহণ করত।" ব'লে একটু ইতস্তত: ক'রে: "কিন্তু · কথা হচ্ছে তোমাদের দুজনের ....একত্রে থাকা···অসম্ভব।"

সন্ধ্যা মুখ নিচু ক'রে একটু লাল হ'য়ে ওঠে, কিন্তু জোর ক'রে মুখ তুলে বলে: "কেন অসম্ভব? সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর চাই।"

মসিয়ে বেনার একটু চুপ ক'রে রইলেন, পরে বললেন: "প্রশ্নটি তোমার সহজ হ'তে পারে শেরি, কিন্তু উত্তরটা তাই ব'লে সহজ নয়। কারণ সমস্যাটা তাল-পাকিয়ে উঠেছে মানুষের সংস্কার, বুদ্ধি, হৃদয় প্রভৃতি নানা বস্তুর জটলায়। এমন ধাঁধার এক কথায় কোনো সমাধান নির্দেশ ক'রে দেওয়া—বুঝলে না?"—ব'লে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন: "তার চেয়ে এক কাজ করি। আমার জীবনের একটা অনুরূপ ঘটনার কথা বলি। তা থেকে আর কিছু না হোক, অন্ততঃ এটা বুঝতে পারবে যে আনাকে আমি সরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছি অনেক ভেবে-চিন্তেই। শুনবে সে-কাহিনী?"

সন্ধ্যা সাগ্রহে বলল: "কেবল একটা কথা। কী ধরণের কাহিনী আপনার, বলবেন আগে?"

মসিয়ে বেনার ঈষৎ ম্লান হেসে বললেন: "কাহিনীটা যে খুব অসাধারণ তা নয়। হৃদয়ের সেই চিরন্তন বিয়োগ-নাট্য। একসঙ্গে বিপরীত আকর্ষণের ফলে সমাজ ও হৃদয়ের ঠোকাঠুকি। শুনবে?"

সন্ধ্যা মৃদু হেসে বলে: "এ না শুনবে কে মসিয়ে? কেবল—" ব'লে থেমে: "না আগে শুনি।"

আত্মকাহিনী

ভ্যালেট কফি দিয়ে গেল

মসিয়ে বেনার চুমুক দিয়ে বললেন :

"তখন আমি সবে এঞ্জিনিয়ারিং পড়া সুরু করেছি—"

আনা: "এঞ্জিনিয়ারিং ?"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন : "শুনে এখন আশ্চর্য লাগে না ? কিন্তু সে সময়ে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকত না যদি আকাশবাণী হ'ত যে আমার স্বধর্ম এঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া আর কিছু। কিন্তু—না শোনো আগে যথাপর্যায়ে।"

ব'লে আর একটু কফি ঢেলে নিয়ে : "উঃ সে আজ কত বৎসরের কথা ! চল্লিশ—প্রায় তেতাল্লিশ বৎসর হ'তে চলল—যখন আমার বাবা-মা একটা ট্রেনের কলিশনে মারা যান।"

আনা ও সন্ধ্যা প্রায় একসঙ্গে ব'লে উঠল : "কলিশন্ !"

মসিয়ে বেনারের মুখে একটা ম্লান হাসি দেখা দিল : "হাঁ। সেই আমার প্রথম গভীর শোক পাওয়া। মনে আছে চারদিক যেন অন্ধকার মনে হয়েছিল—যেন দাঁড়াবার মতন মাটি নেই পায়ের নিচে !—

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন : "আমার বয়স তখন আঠার কি উনিশ। ফ্রান্সে আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না বললেই হয়। এক কাকা ছিলেন—বাবার উইলের তিনিই ছিলেন এক্‌সিকিউটর ও আমার অভিভাবক। তিনি লিড্‌স্-এ একটি বণিক্-কন্যাকে বিয়ে ক'রে শ্বশুরের লোহার কারখানার ম্যানেজার হ'য়ে ইংলণ্ডেই করেছিলেন বসবাস। তাঁর কাছে গিয়ে আমি এঞ্জিনিয়ারিং পড়া সুরু করি; তাঁর জানাশোনাও ছিল, কাজেই পড়াশুনোর সুবিধেও হ'য়ে যায়।

"কিন্তু আমার ভারি একটা মুস্কিল হ'ল সেখানে এই যে, ইংরেজদের ভাষায় আমি ভারি ভক্ত হ'য়ে ওঠা সত্বেও কোনো মতেই ওদের জাতটার অনুরাগী হ'তে পারলাম না। কলেজে আমার ইংরাজ বন্ধুবান্ধব একটিও ছিল না, তাদের ধরণধারণ দেখে কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেও ইচ্ছে হ'ত না।

"সেখানে আমি নিশ্চয়ই অত্যন্ত অসুখী হ'য়ে পড়তাম ও সম্ভবতঃ কয়েক মাসের মধ্যেই ফ্রান্সে ফেরার বায়না নিতাম যদি না ঠিক এই সময়ে কলেজে ডেনিস ম্যাক্‌ডুগাল ব'লে একটি আইরিশ ছেলের সহসা আবির্ভাব হ'ত। তার সঙ্গে ভাব হ'য়ে গেল দুদিনে। ইংরেজদের সেও দুচক্ষে দেখতে পারত না। সে-ও আর একটা কারণ তার সঙ্গে সৌহার্দ্যের। ওরা সপরিবারেই এসেছিল। ওদের বাড়িতে প্রায়ই যেতাম ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতাম।

"যদি বলি যে ডেনিসের বন্ধুত্বের জন্যেই ওদের ওখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতাম তা'হলে তোমরা নিশ্চয়ই অবিশ্বাসের কুটিল হাসি হাসবে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়ই বন্ধুর একটি ক'রে বোন থাকে। ডেনিসেরও ছিল: সারা।"

সন্ধ্যা সহাস্যে বলল: "আর নিশ্চয়ই সারা দেখতে—"

মসিয়ে বেনার বাধা দিয়ে বললেন: "ঐ তুমি আবার একটা ভারি অন্যায় কটাক্ষ করছ সন্ধ্যা। এক্ষুনি বললাম না যে, তখন আমি কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে? তখন বন্ধুর বোনের বা অন্য কারুর বোনের কি অপ্সরা হবার দরকার করে? উদার কল্পনা তা হ'লে বলেছে কেন? সারারও সুন্দরী হবার কি গুণবতী হবার এতটুকুও দরকার হয়নি।"

সন্ধ্যা স্মিতহাস্যে বলল: "তবু সে দেখতে তো খারাপ ছিল না?"

—"না তা ছিল না। কিন্তু সে তা-ও ছিল না যা আমার চোখ

তার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই আবিষ্কার করত—এবং এইসব আবিষ্কারের ফলে সে দেখতে যেমনই হোক্ না কেন আমি ডুব্‌তাম—এই-ই আমার বলবার কথা।"

সন্ধ্যা রাগ ক'রে বলল: "তা হোক্, আপনাকে বলতে হবে সে কি রকম দেখতে শুনতে ছিল।"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন: "ভালোই ছিল গো ভালোই ছিল। অবশ্য তার যে 'ভিনাস ডি মিলো'র মতন অঙ্গসৌষ্ঠব ছিল না বা 'মনা-লিসা'-র মতন হাসি ছিল না এ-কথা না বললেও চলবে বোধ হয়? কিন্তু তার সুডৌল দেহলতার মধ্যে এমন একটা গতিভঙ্গি ছিল—যা পুরুষের কামনাকে উদ্দীপ্ত না ক'রেই পারত না। আর তার মুখশ্রীর মধ্যে চমকপ্রদ সৌন্দর্য ফুটে না উঠলেও একটা স্নিগ্ধ সুষমা ছিল…অর্থাৎ যাকে লোকে কথায় বলে 'মিষ্টি মেয়ে'—সে ছিল তাই। খুব যে মিশুক ছিল তা নয়, কিন্তু যে দু-চারজনকে তার একবার ভালো লেগে যেত তাদের সঙ্গে সে সখিত্ব করতে পারত খুবই।"

ব'লে একটু থেমে স্মিতহাস্যে বললেন: "কিন্তু সত্যি বলছি: এ-সব বর্ণনা বর্তমান ক্ষেত্রে একেবারেই অবান্তর। যেটা প্রাসঙ্গিক সেটা এই যে, সে ছিল আমার প্রথম যৌবনের প্রথম স্বপ্নদেবী যাকে আমি রঙিয়ে তুলেছিলাম আমার কৈশোরের কল্পনা ও উন্মাদনা দিয়ে। আর সে রংটি এমনই অপূর্ব যে তাকে খুসি করতে গিয়েই আমি চিত্রী হ'য়ে উঠি—তারই জন্যে আমি লীড্‌সের এঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে লণ্ডনে একটা আর্ট স্কুলে ভর্তি হই।"

স্বপন বলল: "সে কি তাই চেয়েছিল নাকি?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "ঠিক যে মুখ ফুটে চেয়েছিল তা নয়। তবে প্রথম যৌবনের প্রথম উন্মাদনায় প্রেমিক অনেক কিছুই বুঝে নেবার

শক্তি ধরে জানো তো? এ সহজবোধ বয়সের, বিজ্ঞতার, অভিজ্ঞতার চাপে আসে ঝাপ্‌সা হ'য়ে। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে যৌবন হ'ল সব চেয়ে বড় স্রষ্টা—যদিও প্রকাশে নয়—অনুভবে। কিন্তু যাক সে কথা, যা বলছিলাম "

মসিয়ে বেনার ব'লে চললেন: "ডেনিস ও সারার মা ওদের শৈশবেই পালিয়ে যান আর একজনের সঙ্গে। তারপরে যথাকালে ঘরে বিমাতার আবির্ভাব। ইনি ছিলেন আবার গোঁড়া ক্যাথলিক। কাজেই শুধু পাপিষ্ঠা মা-কেই নয়, তার পুত্রকন্যাকেও দেখতেন বিষচক্ষে। ধার্মিকা কি না!—কিন্তু সে যাক্।

"ডেনিসের অবশ্য এতে তত আসত যেত না—কেন না তার বারো আনা সময় কাটত বাড়ির বাইরেই। অসুখী হ'ল—সারা। শুধু অসুখী—না—অবজ্ঞাত, অনাদৃত এমন কি উৎপীড়িত বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। সারা লীড্‌স্ সহরে তার আপনার বলতে ছিল—এই প্রগল্‌ভ বৃদ্ধ চিত্রকর।" বলেই সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন: "অবশ্য তখন এ-চিত্রকর না ছিল বৃদ্ধ, না প্রগল্‌ভ; এবং চেহারাখানাও নেহাৎ ফেল্‌না ছিল না এটা সবিনয়ে ব'লে রাখি। নইলে কি জানি, হয়তো সন্ধ্যা ভেবে বসবে যে, আমি শুক্‌নো আপেলের মতন এই চেহারা নিয়েই বরাবর প্রেমের আড্ডা সরগরম রেখে এসেছি।" সন্ধ্যা হাসল কিন্তু কিছু বলল না। বৃদ্ধ গম্ভীর হ'য়ে বলতে লাগলেন:

"সুতরাং তোমরা কল্পনা ক'রে নিতে পারবে যে, এ-কন্দর্পকান্তি রসজ্ঞকে সে কী ভাবে আঁকড়ে ধরেছিল—তার সমগ্র স্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয় দিয়ে। আমি ছিলাম তার খেলার সাথী বলতে খেলার সাথী, ব্যথার ব্যথী বলতে ব্যথার ব্যথী—তার একমাত্র দরদী—সারা বিশ্বে। আর প্রথম যৌবনে এ-রকম দরদের বাড়াবাড়ির পরিণতি যে একই

রকম ছাড়া দুরকম হয় না সেটা অনুমেয়। ফলে আমরা গোপনে বাগ্‌দত্ত হই।"

স্বপন বলল: "কিন্তু গোপনে কেন?"

—"বলিনি সারার বাপ মা ছিলেন ঘোর ক্যাথলিক, অথচ এদিকে আমার কাকা—ঘোর প্রটেস্টান্ট। তা ছাড়া আমাকে সারার বাবা ঠিক অপছন্দ না করলেও আমার কাকার প্রতি তিনি, ধর্মের জন্যেও বটে, কারখানার প্রতিযোগিতার জন্যেও বটে, বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। হ্যাঁ—বলতে ভুলে গেছি, সারার বাবা ও আমার কাকা একই কারখানার কাজ করতেন ব'লে তাঁদের মধ্যে একটা ভারি রেষারেষি চলত সর্বদাই।...কিন্তু এ-সব গদ্যময় অংশ বাদ দিয়ে আমার আর্টের দিকে চ'লে আসার রোমান্সে আসি।

"কী ক'রে আমার আঁকা দু-একটি নক্সা লণ্ডনের একটি প্রদর্শনীতে জোগাড়-যন্ত্র ক'রে পাঠিয়ে বিক্রি ক'রে সে-টাকায় কাকাকে তাঁর এক জন্মদিনে একটি সাইকেল উপহার দিয়ে, খবরের কাগজের সুখ্যাতি দেখিয়ে তাঁর মনে বিশ্বাস জন্মাই যে, এঞ্জিনিয়ারিং আমার লাইন নয়—সে-সব বর্ণনার দরকার নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কাকা তাঁর দু-একটি বন্ধুর অনুমোদন পেয়ে আমাকে লণ্ডনে রয়াল আকাডেমি অব আর্টস্‌-এ পেন্টিং শিখতে পাঠান।"

আনা বলল: "পেন্টিং শিখতে ফরাসী ছেলেকে লণ্ডনে পাঠানো—পারিসে না পাঠিয়ে?"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন: "তাঁর অবশ্য ইচ্ছে ছিল পারিসেই আমাকে ফিরিয়ে পাঠানো—কিন্তু আমি অনেক ক'রে তাঁকে বোঝাই যে আগে লণ্ডনে কিছু শিখে তার পর পারিসে ফেরা ভালো। কাকা এ-সব বিষয় বেশি বুঝতেন না। তাই তিনি বেশি আপত্তি করলেন না।

'তা ছাড়া কাকিমা ইংরেজের মেয়ে—কাজেই ইংরেজদের জাকালো রয়াল অ্যাকাডেমির ভক্ত, বুঝলে না ?

সন্ধ্যা স্মিতস্বরে বলল : "কিন্তু সারা রইল লীড্‌সে' আর আপনি রইলেন লণ্ডনে—"

মসিয়ে বেনার চোখ মিট্‌ মিট্‌ ক'রে বললেন : "আহা কথাটা শেষ করতেই দাও।—ঠিক সেই সময়ে যে সারাও হঠাৎ তার বাপমাকে বোঝালো : লণ্ডনের পিসিমার গৃহে থেকে স্কুলে না পড়লে ঠিক্ বিত্তে হবে না—এ-ও বুঝে নিতে পারলে না ?"

সন্ধ্যা হাসিমুখে বলল : "এতক্ষণে পেরেছি।—কেবল আর একটা প্রশ্ন : পিসিমার গৃহে আপনাদের দেখাসাক্ষাতের সুবিধেও বেড়ে গেল নিশ্চয় ?"

—"বাঃ, তা না গেলে লণ্ডনের পড়া লীড্‌সের চেয়ে ভালো হবে কেমন ক'রে ? অ্যাভনের কবি বলেছেন বটে :

'প্রেমের পথে বাধাই লয় পিছু :
তাই তো আঁকা-বাঁকা সে—উঁচু-নিচু।'

কিন্তু বাধা সত্ত্বেও অন্ধ দেবতা পথটি র প্রথম দিকটা ঢালুও তো করেছেন সেই সঙ্গে। যোগাযোগ হ'য়ে গেল এই যে, সারার পিসিমাকে আমি জানতাম ও আমার ওপর তাঁর একটা অপত্যস্নেহ প'ড়ে যাওয়ার দরুণ তাঁর গৃহে আমার ছিল অবাধ গতিবিধি। তাই যদি না থাকবে তবে লীড্‌সের এঞ্জিনিয়ারিং পড়া কী এমন দোষ করেছিল ?"

সকলের অনুচ্চ হাসির মৃদু ঢেউ খেলে গেলে মসিয়ে বেনার পুনরায় গম্ভীর হ'য়ে সুরু করলেন : "সারা যখন লণ্ডনে আসে তখন সে সবে সতেরোয় পা দিয়েছে, আমি—কুড়িতে।" ব'লে স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন : "লণ্ডনে আমরা অবশ্য নানা অছিলায় লুকিয়ে হ্যাম্পস্টেড হীথে,

কিউ গার্ডেনে, হ্যামডেন কোর্টে, টেম্‌সের নৌকায় আরও নানা যায়গায় দেখা করতাম, লী-অন্‌-সী-তে স্নান করতে ছুটতাম ট্রেন ধ'রে—চিড়িয়াখানায় হৈ চৈ—কখনো বা কলিসিয়মের মাটিনি-শো-তে বিহার—কখনো বা কাছাকাছি গ্রামের নির্জন কোনো কুঞ্জে পিকনিক—বা কোনো পুরোনো রোমান্টিক সরাইতে আতিথ্যগ্রহণ—এ-পথ আঁকাবাঁকা, উঁচুনিচু বটে, কিন্তু সবকিছুরি অন্ধি সন্ধি জানলে ফন্দিও তো বেরোয়।"

আবার ঘরটা ওদের মিলিত হাস্য গুঞ্জনে ভরে ওঠে।

হাসি থামলে মসিয়ে বেনার বললেন: "কিন্তু যাক্—এ-সব বাজে কথা রেখে এবার আমার আসল প্রথম রোমান্সের কথাই পাড়ি—যার অবতারণার জন্যে এতখানি বিষ্কম্ভক।" বলতে বলতে তাঁর লঘু সুরের যায়গায় একটা সম্পূর্ণ আলাদা সুর বেজে ওঠে।...তিনি বলতে লাগলেন: "ধরতে গেলে সত্যিকার দুঃখের সঙ্গে সেই আমার প্রথম মুখোমুখি। সে-পরিচয় আজও তার জের টেনে চলেছে। কিন্তু যাক্—শোনো।

"আমাদের ঠিক ছিল যে, দু'বছর বাদে—সারা সাবালিকা হ'লেই—আমারা বিবাহ করব ও সারাকে নিয়ে গিয়ে পারিসে আমি একটি ষ্টুডিয়ো খুলে বসব। কিন্তু হায়রে, প্রথম যৌবনের উন্মাদনা!" ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন: "সব জল্পনা-কল্পনাই গেল আমাদের ভেস্তে—সারার সন্তান-সম্ভাবনায়।"

ওরা যেন একযোগে চম্‌কে উঠল।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "আমাদের মাথায় তো বাজ ভেঙে পড়ল। বুঝতেই পারছ—আমরা তখন দুজনেই ছেলেমানুষ—সারা তো সাবালিকাও নয়—কাজেই ইংলণ্ডে বিবাহও অসম্ভব। এক সাগর ডিঙিয়ে পারিসে গিয়ে পড়তে পারলে—কিন্তু সেদিকেও বাধা—কাকা ছিলেন বাবার উইলের একৃসিকিউটর, আমার পৈতৃক টাকা সবই তাঁর

হাতে। তাঁর কাছে সব স্বীকার ক'রে টাকা চাওয়াও সম্ভব নয়, অথচ অন্ত কী অজুহাতেই বা সারাকে নিয়ে পারিস যাবার কথা পাড়তে পারি ?

"সব চেয়ে আমার ভয় হ'ল সারার মানসিক অবস্থার জন্তে। আর দুতিন মাসের মধ্যে অবস্থাটা চেপে রাখা যাবে না—অথচ এ-সময়ের মধ্যে কোনো দৈববাণী শোনা না গেলে অকূলে কূল মেলা—আকাশকুসুম। সারাকে ভরসা দিতাম নানা রকম বাজে কথা ব'লে। কিন্তু তাতে না ভুলত সে—না ভরসা পেতাম আমি নিজে।"

স্বপন বলল : "কী রকম ভরসা ?"

—"ভরসা আর কী—মাথামুণ্ডু ! একমাত্র ভরসা : যদি সারার সন্দেহটা ভুল হয়। আমি শুনেছিলাম এ-রকমও নাকি কখনো কখনো ঘটে।"

ব'লে আবার একটু থেমে বলতে লাগলেন : "কিন্তু আমাদের সন্দেহ আর মাস খানেকের মধ্যেই পুরোপুরি ভঞ্জন হ'ল। ভুল হয়নি। সারা তো আতঙ্কে প্রায় পাগলের মতন হ'য়ে পড়ল। সব চেয়ে বিপদ হ'ল এই যে, ঠিক এই সময়েই তার শিক্ষাগত ক্যাথলিক কুসংস্কার সব উঠল জেগে। সে চারিদিকে পাপের বিভীষিকা দেখতে সুরু করল। আর এ-বিভীষিকা দেখা শেষটায় এমন বেড়ে উঠল যে, তার ফিট আরম্ভ হ'ল।"

সন্ধ্যা রুদ্ধস্বরে বলল : "তারপর ?"

—"আমি আমার এ দীর্ঘ জীবনে অনেকবার দেখেছি সন্ধ্যা যে, অন্ধকার যখন সব চেয়ে গাঢ় হ'য়ে ওঠে তখনই আসে আলোর দূতী।—যখন অকূল পাথারে মনে হয় তরী না ডুবেই পারে না, ঠিক তখনই মেলে কূলের দিশা। আমাদের ক্ষেত্রেও হ'ল তাই। ঠিক কি এই সময়েই

প্যারিস থেকে আমার এক বন্ধু আমায় একটি চেক পাঠাল পঁচিশ পাউণ্ডের !"

মসিয়ে বেনার বললেন : "তার নাম ভালের। সে ছিল আমার 'লিসে'র বাল্যবন্ধু। 'লিসে' * থেকে বেরিয়ে আমি যখন লীড্‌সে যাই তখন সে পারিসে স্টুডিয়ো খোলে। জীবনে তার কাছে আমার যত ঋণ জমা হ'য়ে আছে এমন আর কারুর কাছেই না। তাই তার কথা এখানে একটু বলা অবান্তর হবে না হয়তো। সে-সময়ও এসেছে।"

ব'লে কফির পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন :

"ভালের ছিল আমাদের মধ্যে মূর্তিমান প্রতিভা—যুবক-হিসেবেও 'আদর্শ' যাকে বলে। 'লিসে'তে সে প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করত। শ্রেষ্ঠ স্কলার্শিপগুলো তো ছিল তার একচেটে সম্পত্তি। অথচ কি আড্ডায়, কি বনভোজনে; কি হৈ-হৈ-য়ে কিছুতেই সে পেছপাও ছিল না। আমাদের দলের সে ছিল সর্ববাদিসম্মত দলপতি। কিন্তু শুধু আমাদের দলেরই বা বলি কেন ?—যেখানেই সে যেত সেখানেই যে তাকে কেন্দ্র ক'রে দল গ'ড়ে উঠত। দলপতি হবার জন্যেই এক-একজনের জন্ম—বুঝি আঁতুড় ঘর থেকেই তারা দল গড়ে।"

"আমি যখন প্যারিস ছেড়ে লীড্‌সে আসি তখন সে ভারি ক্ষুব্ধ হয়। তার ইচ্ছে ছিল : আমি তার পাশেই একটা স্টুডিয়ো নিই। আমাকে সে এত ভালোবাসত যে, আমি লীড্‌সে চ'লে যাওয়ার দরুণ সে রাগ ক'রে আমাকে চিঠিপত্র লেখা একদম বন্ধ ক'রে দেয়। লীড্‌সে একবছরে পাঁচ-ছয়টি চিঠির উত্তরে একদিন মাত্র তার একটি চিঠি পেয়েছিলাম আমার জন্মদিনে তার আঁকা একটি সুন্দর ছবির সঙ্গে। তাতে শুধু

* Lycee—ফরাসী স্কুল

লেখা ছিল—'আশা করি আমাদের ছাত্রজীবনের এই ঘটনাটি তোমার মনে আছে ?' "

স্বপন বলল : "কী ঘটনা ?"

—"ঘটনাটি এমন বিশেষ কিছুই নয়। আমি মলিয়েরের বিখ্যাত Bourgeois Gentil omme-এ Monsieur Jourdain-র ভূমিকা নিয়ে নিজেদের মধ্যে একদিন অভিনয় করি। আমার সে সাজ-সজ্জা ও অভিনয় ভালেরের ভারি ভালো লাগে. সেটি সে আঁকতে আরম্ভ করে আমি থাকতে থাকতেই।

"আমি এই ছবিটি পাই আমার লণ্ডনে পাড়ি দেবার মুখে। এত চমৎকার সে এঁকেছিল ছবিটি যে—কিন্তু যাক্ সে-কথা। ভালেরের ছবি —প্রশংসা করাই বিড়ম্বনা।

"আমি ছবিটি পেয়ে তাকে উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জানাই যে, সে আমার ওপর আর যেন রাগ না রাখে, আমি লণ্ডনে আর্ট শিখতে যাচ্ছি ও কিছুদিন বাদেই পারিসে যাব স্টুডিয়ো খুলতে। সঙ্গে সঙ্গে সারার ও আমার বাগ্‌দানের সংবাদও দিই অবশ্য।

"লণ্ডনে আর্ট শিখতে যাবার প্রস্তাবে ভালের মনে-মনে হেসেই খুন হয়েছিল কিনা জানি না—কিন্তু চিঠিতে সামান্য একটু ব্যঙ্গ করা ছাড়া আর কিছু করেনি : লিখেছিল যে, এঞ্জিনিয়ারিং পড়ার চেয়ে লণ্ডনের আকাডেমিতে আর্ট শেখাও ভালো। যাক্।

"এই সময় থেকে তার সঙ্গে আমার চিঠি লেখা ফের হয় সুরু। আমি তাকে আমার এক-আধটা ছবি পাঠাতে আরম্ভ করি। ভাবটা: যদি পারিসেও বিক্রির কিছু সুবিধে ক'রে দিতে পারে তো মন্দ কি ?—লিখেছিলাম টাকার বড়ই দরকার।

"সুবিধে হ'লও বড় সময়ে. অর্থাৎ ঠিক যে-সময়ে, টাকার দরকার

আমার সব চেয়ে বেশি। ভালের লিখল আমার তিন-তিনটি ছবি একজন আমেরিকান কোটীপতি পুত্র আড়াইশো ডলার দিয়ে কিনে নিয়ে গেছেন তার স্টুডিও থেকে। তার মধ্য অর্ধেক আমাকে ও পাঠায় বাকি অর্ধেক পারিসে আমার নামে ব্যাঙ্কে জমা দেয়। পরে জেনেছিলাম: এ-আমেরিকান কোটীপতিটি ছদ্মবেশে ভালেরই নিজে—আমার অভাব বুঝে সে—কিন্তু সে-সব যথাস্থানে।

"আমি তো স্বর্গ হাতে পেলাম, বুঝতেই পারছ। বিবাহ করব ব'লে সারাকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ পারিসে দে চম্পট। ভাগ্যে যে-সময়ে পাস-পোর্টের হাঙ্গামা ছিল না!

ব'লে থেমে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন: "অবশ্য পারিসে রওনা দেবার আগে ভালেরকে সারার সন্তান-সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলাম। কারণ এ অকূলে ও-ই ছিল আমাদের একমাত্র কাণ্ডারী। ও আমায় ওর স্বভাবসিদ্ধ বেপরোয়া চালে ভরসা দিয়ে চিঠি লেখে যে, কোনো ভয় নেই—সারাকে নিয়ে যেন সটাং চলে আসি—সব ঠিক হয়ে যাবে, এমন কি সারার বাপমা যদি পুলিশও লাগান তা হ'লেও কুছ পরোয়া নেই। কারণ অনন্তঃ সারার সাবালিকা হওয়া অবধি পারিসের কার্তিয়ে লাতাঁা (Quartier Latin)-তে ও তাকে কোনো মতে লুকিয়ে রাখতে পারবেই।"

সন্ধ্যা বলল: "কোথায়?"

মসিয়ে বেনার তার দিকে চেয়ে বললেন: "ও—তুমি বুঝি কার্তিয়ে লাতাঁার ব্যাপার জানো না?"

—"শুনেছি সেখানে ছাত্ররা থাকে।"

—"মিথ্যা শোনোনি—কেবল তার ওপর আরও একটু শুনতে পারতে—ছাত্রদের অবিবাহিতা দয়িতারাও থাকে অনেক সময় দয়িতদের

সঙ্গে। আমি সারাকে নিয়ে এইভাবেই ছাত্র সেজে কার্তিয়ে লাতাঁায় এসে উঠলাম ভালেরের বাসার কাছেই।"

সন্ধ্যা একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল: "মানে?—একত্র—বিয়ে না ক'রে?"

মসিয়ে বেনার স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন: সেন. তুমি সন্ধ্যাকে চিঠিতে পারিসের ছাত্র-মহলের এদিকটার কথাই যদি না লিখলে, তবে এত দিন কী সব ছাই ভস্ম দিয়ে চিঠি ভরাতে শুনি?"

স্বপন সসঙ্কোচে বলল: "আমি লিখেছিলাম—তবে খুব বেশি খোলাখুলি লিখিনি—ওসব লেখার কোনো সুযোগ ঘটেনি ব'লে।"

সন্ধ্যা প্রশ্নোৎসুকভাবে একবার মসিয়ে বেনারের মুখের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেরই স্বপনের মুখের দিকে তাকাল, পরে জিজ্ঞাসা করল: "এমন কী কথা যে লিখতে এত ইতস্ততঃ করতে হয়েছিল?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "কথা এমন কিছু নয় অবিশ্যি—যদি নিছক যুক্তি ও সততার দিক দিয়ে সরলভাবে দেখা যায়। তবে সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায় যদি ধর্ম, নীতি বা কুসংস্কারের বেড়াজালে আটক প'ড়ে তির্যক্‌ভাবে দেখা হয়। অত্যন্ত সহজ জিনিষও তখন তেড়াবেঁকা দেখায় কি না। যেমন ধরো না কেন, সারার ও আমার প্রেম ও তার সন্তান-সম্ভাবনা। খোলা মন নিয়ে দেখলে এর মধ্যে এমন কিছুই তো ছিল না যার মধ্যে এতটুকু দোষের কথা ওঠে? সন্তান হচ্ছে নরনারীর সেই আদমের সময় থেকে। অথচ পুরুতের দুটো মন্ত্র আওড়ানো হয়নি ব'লে এ-ধরনের ব্যাপারটা কী সঙিনই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বলো দেখি! কার্তিয়ে ল্যাতাঁায় ফরাসী ছাত্র ও শিল্পীদের রীতিনীতি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। আমি নিজে তাদের এ-রীতির খুবই পক্ষপাতী, এবং সব সুস্থমস্তিষ্ক লোকই পক্ষপাতী হ'তে বাধ্য—"

আনা বলল: "আপনি কিন্তু সন্ধ্যাকে ব্যাপারটা খুলে না ব'লেই যদি এ-ভাবে মন্তব্য ঝাড়তে থাকেন—"

মসিয়ে বেনার সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন: "ও হোঃ—আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, ফ্রান্সের একদল তরুণ বোহেমিয়ানদের এ-অত্যন্ত আদৃত প্রথাটির কথা তুমি জানো না। প্রথাটা অবশ্য এমন কিছুই নয়—ছাত্র বা শিল্পীরা অনেক সময়েই তাদের প্রণয়িনীদের নিয়ে একসঙ্গে থাকে ও পড়াশুনাও করে—এ-ই।"

সন্ধ্যা বলল: "কিন্তু তা হ'লে বিবাহ করে না কেন?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "তার হাজারো বাধা। অবশ্য কেউ কেউ করেও। কিন্তু তারা মনে করে যে, বিবাহের চিরদিনের দায়িত্ব এত তরুণ-বয়সে প্রণয়ি-যুগলের ঘাড়ে না করাই ভালো। দুজনেই জানে যে, যতদিন আকর্ষণ তাজা থাকবে ততদিনই তাদের সম্বন্ধ। পরে যে-যার পথ নেবে খুঁজে। এক কথায় বিবাহিতদের ম'তই থাকবে, অথচ একের ওপর অপরের কোনো দাবি-দাওয়াই হইল না আর কি। বুঝলে না?"

সন্ধ্যা বলল: "বুঝেছি। তারপর?"

—"আমি তো ভালেরের কথামত বিবাহ-উচ্ছেদ-বাদী হ'য়ে তার বাসার কাছেই একটা স্টুডিয়ো নিলাম—সঙ্গে একটি শোবার ঘর ও রান্না ঘর। সারাকে নিয়ে সেখানেই পাতলাম কৈশোরে—ঘরকন্না।"

সন্ধ্যা বলল: "কিন্তু বিবাহ না ক'রে তার ম'ত ক্যাথলিক মেয়ে এ-ভাবে থাকতে রাজি হ'ল? ক্ষমা করবেন এ-প্রশ্ন করছি ব'লে। আমি শুধু সারার দিকে দিয়েই প্রশ্নটি করছি মনে রাখবেন। কারণ আপনার বা ভালেরের মতে সে সায় তো না দিতেও পারত?"

—"পারতই তো। আর সায় দিয়েছিল কি সহজে? এ-ভাবে সে থাকতে রাজি হয় দুটি কারণে। প্রথম: সে সময়ে সে নাবালিকা—এ

না ক'রে তার উপায় ছিল না। দ্বিতীয়ঃ ভালের তাকে ক্রমে ক্রমে বোঝায় যে, বিবাহ জিনিষটা কুসংস্কার মাত্র।"

স্বপন বলল: "অমনি সারা বুঝল?"

—"ভালেরের বোঝাবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। বিশেষতঃ মেয়েদের ওপর তার এমনই আশ্চর্য প্রভাব ছিল যে—সে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। সারাকে বোঝাতে তার কম বেগ পেতে হয়নি তাই ব'লে, মানে প্রথম দিকে—কিন্তু শেষটায় সে পেরেছিল বোঝাতে।—অবশ্য কাতিয়ে লার্তাার পারিপার্শ্বিক ও আবহাওয়ার একেবারে কেন্দ্রে প'ড়ে যাওয়ার দরুন সারাকে বোঝানো একটু সুসাধ্যও হয়েছিল যেটা লণ্ডনের আবহাওয়ার মধ্যে হ'ত অসম্ভব। কারণ সারা দেখল চোখের সামনে যে, অনেকেই এ-ভাবে বিবাহ না ক'রে একসঙ্গে ঘরকন্না করছে—এবং যেটা সব চেয়ে বড় কথা: ভালেরও একটি মেয়ের সঙ্গে এইভাবে একত্র রয়েছে। এসব দেখে শুনে তার মাথার সুস্থ বুদ্ধিই শেষটা জয়ী হ'ল—ধর্মের কুসংস্কার হ'ল পরাস্ত।"

ব'লে একটু থেমে ব'লে চললেন: "পারিসে ভালের না থাকলে আমাদর যে কী গতি হ'ত আজো ভাবতে পারি না। তবে আমাদের জীবনের গতি যে সম্পূর্ণ অন্য এক খাতে চলত এ নিশ্চয়। কারণ সে তো শুধু আমাদের দলপতিই ছিল না—ছিল রক্ষক, সহায়, মন্ত্রী। লীড্‌সে গিয়ে কাকাকে ব'লে ক'য়ে আমাকে মাসে মাসে আমার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বরাদ্দ মাসোয়ারা পাঠাতে রাজি করাতেও সে, আমাকে ছবি আঁকতে শেখাতেও সে, নানা শিল্পি-মহলে সুপারিস দিতেও সে, এক কথায় সে ছিল, ঐ যে বললাম, আমার অকূলের কাণ্ডারী—"

সন্ধ্যা বলল: "একটু বাধা দিচ্ছি ক্ষমা করবেন। আপনার মাসোয়ারার যোগাড় না হয় তিনি করলেন। কিন্তু সারার বাপ মা?

তাঁদের ক্রোধ থেকে তিনি আপনাদের বাঁচালেন কেমন ক'রে ?"

—"সেখানে একটা ভারি সুবিধে হ'য়ে গিয়েছিল। সারা আমার সঙ্গে পালিয়ে গেছে শুনেই তাঁরা ক্যাথলিক-সম্ভব ধার্মিক ক্রোধে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠে তাকে ত্যাগ করেন। সারার সঙ্গে তাঁদের আর কখনো দেখাই হয়নি। এটা হয়েছিল সব দিক দিয়েই শুভ—তাঁদের দিক দিয়েও—সারার দিক দিয়ে তো বটেই। It is an ill wind that blows nobody any good ব'লে একটা কথা আছে না ইংরাজিতে ? এ-গোঁড়ামির বেলা য়ও হ'ল তাই—শাপে বর আর কি। নইলে হয়তো তাঁরা পুলিশ লাগিয়ে সারাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা পেতেন—যেমন জুলিয়ার ক্ষেত্রে ঘটেছিল।"

আনা বলল : "জুলিয়া কে ?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "ওহো তার কথা বলতেই ভুল হ'য়ে গেছে এতক্ষণ, দেখ দেখি ! অথচ কত আজে-বাজেই না বকছি—এ-অধ্যায়ের প্রধানা নায়িকাকেই বাদ দিয়ে !—" ব'লে বৃদ্ধ একটু থেমে বললেন : "জুলিয়া ছিল ভালেরের প্রথম প্রণয়িনী—যদিও ভালের ছিল তার ধরতে গেলে দ্বিতীয় বল্লভ, অর্থাৎ দেহদানের দিক দিয়ে।—কিন্তু রোসো—"

ব'লে বৃদ্ধ পকেট থেকে একটি খাম অতি সন্তর্পণে বার করলেন। আরো ধীরে ধীরে খুললেন মধ্যেকার চিঠিটি···কত যে যত্নে···বার্ধক্যে চিঠির পাতাগুলো হলদে হ'য়ে গেছে।

সন্ধ্যা বলল : "ও কী ?"

বৃদ্ধ বললেন : "ভালেরের একটি চিঠি। তোমাদের দেখাব ব'লেই এনেছি—এটি ও অ র-একটি। তার কথা যথাস্থানে। এটি সব আগেই আজ পড়তে চাইছি কেন না এথেকে ভালেরের বিচিত্র ব্যক্তিরূপের একটা পরিচয় পাবে প্রথমেই।"

বৃদ্ধ পড়তে লাগলেন থেমে :

"তোকে কতদিন ক্ষুণ্ণ করেছি আমি কি জানি নে, ভাবিস পিয়ের? জানি। কিন্তু তবু জুলিয়ার কথা তোকে বলতে পারিনি। কেন পারিনি জানাতেই এ-চিঠি।

"চিঠিতে এ-সব লেখা আমার পক্ষে অনেকটা সোজা। কারণ এ-চিঠি যখন পড়বি তখন আমি তো আর নেই—এ-কথা যখন ভাবি তখনই মন খুলে লিখতে জোর পাই। আমার মনে, জানিসই তো, এক বিষম অস্বস্তি ও আশঙ্কা আছে—পাছে যা বলি তা-ই হ'য়ে দাঁড়ায় ঢং। চেষ্টা করি যাতে না হয়—কিন্তু তবু হয়ই যে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার Montaigne-এর কথা যে, আমাদের

'এ-জীবন এক মহাপ্রহসনঃ পরজপ্রদর্শনী,
সম্রাট্, শাসক যত—যুগ যুগ ধরি' তুলে ধ্বনি'
হাস্যের তরঙ্গলীলা—ঠমক চমক ঢঙ কত!
বিশ্ব এ-ব্যঙ্গের চিররঙ্গমঞ্চ—দিগন্তবিস্তৃত। *

"হায় রে সরলতা! এ-যুগে কোনোকাজই কি আমরা করতে পারি সরলভাবে—সে-কথা অপরের মনে কী সুর গুনগুনিয়ে তুলবে arrière-pensée-কে কাটিয়ে? কবিতা লিখি, তখনও মনের একটা অংশ হয় বোদ্ধা—বিচারক। গান গাই—নিজের কান হয় অপরের: কত

* "Une noble farce, de laquelle les rois, choses publiques et les empereurs vont jouant leur personnages tant de siecles, et a laquele tout ce grand univers sert de theatre."

সময়েই সে উৎকণ্ঠা বোধ করে : অপরের ভালো লাগছে না ? শেষ পর্যন্ত নিজেকে আমরা ভুলতে পারি কই ?

"তবে ? এ-গুঁটি কাটার পথ নেই এই-ই কি জ্ঞানের শেষ সাক্ষ্য ? না, ভাই, না। পূর্ণতার পথ আছে—কিন্তু শুধু একটি সাধনায় : ভালোবাসায়। একমাত্র প্রেমেই এ অসম্ভব সম্ভব হয়, খোলে এই পাকের-পর-পাক, গ্রন্থির পর গ্রন্থি। তখন মুহূর্তে হই আমরা আত্মভোলা ও আত্মপূর্ণ। তখন আর বিশ্বের বাঁধন বাঁধে না—খোলে : প্রেমাস্পদের মধ্যে দেখে মানুষ নিজের পূর্ণরূপ—অখণ্ড মূর্তি।

"তাই আমি চাইতাম এ-ভালোবাসা। পেলামও। কিন্তু এ-অপ্রাপ্য আশাতীত মহৎ লাভের ইতিহাস বলতে বাধ্‌ত—এতই পবিত্র এ-প্রাপ্তি। তাই তো এ—কথা বলতে চাইনি কাউকে। বলতে গেলেই মনে হয়েছে : জীবনে প্রতি কাজেই তো ঢং হয়েছে আমার সর্বেসর্বা, একটা ক্ষেত্র থাক্ না যেখানে আমি খাঁটি—পুরো খাঁটি। সেটা হোক জুলিয়া ও আমার সম্বন্ধ। এই-ই ছিল আমার অভিপ্রায়। তাই তোকে দিয়েছি দুঃখ—কিছু না ব'লে। তুই ভাবতিস আমি তোকে বিশ্বাস করিনি!

"বুঝলি কি! না-ও যদি বুঝতে পারিস পুরোপুরি—ক্ষমা করিস ভাই এই ভেবে যে, তোর জ্ঞানের তোকেও যে বলেনি, সে পারেনি ব'লেই। আর সে-অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপই সে এ-চিঠি লিখে রেখে গেল—সে যখন থাকবে না তখন তুই পড়বি ব'লে। প'ড়ে তাকে ক্ষমা করবি ব'লে। অন্ততঃ বুঝতে চেষ্টা করবি—তোর অভিমানী বন্ধুর অভিমানের কথা ভেবে। লোকে তাকে বুঝুক এ ছিল তার যে কত দিনের কামনা···জানিস তো আমার দুর্বলতা।

"কিন্তু বেঁচে থাকতে মানুষকে বোঝা যায় না যে পুরোপুরি। তাই তো পূর্ণচ্ছেদের অপেক্ষা ক'রে আছি। আমার কিন্তু বিশ্বাস—বেশি অপেক্ষা

করতে হবে না। কি জানি কেন, আমার ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন মনে হয় আমার আয়ু অল্প। কত কী যেন আমাকে ডাকে: নানা রকম মূর্তি, রং, আলো নানা সময়ে আমি দেখি—যাদের ভাষা আমি বুঝি না, অথচ মনে হয় আধো-চেনা। মনে হয় তাদের সঙ্গে পুরো চেনা হবে দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গে। এ-কথা আমি প্রমাণ করতে পারি না। কিন্তু প্রমাণ করা যায় কী-ই বা—এ-জীবনে? যা আমার কাছে সব চেয়ে অন্তরঙ্গ সব চেয়ে অগস্ত সে যে সত্য একথা বোঝাতে গেলেই না পাই খুঁজে সাক্ষ্য, না যুক্তি। আমার কাছে যা অতি প্রত্যক্ষ তাকে আর কারুর কাছে পেশ করতে গেলেই দেখি সে হ'য়ে দাঁড়ায় হেঁয়ালি না হোক—ঝাপ্‌সা নিভন্ত। ধর্, আমার এই গভীর প্রত্যয়—যে আছে আমার অতল অনুভূতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে জড়িয়ে—যে, ভালোবাসার দান মরে না—কী করে প্রমাণ করব একে? মনে জানি, কিন্তু ভাষায় জানাব কী ক'রে বল্ যে, প্রেমের পাপড়ি ঝরলেও পরাগ থাকে বেঁচে? এক আধার থেকে আর আধারে বোনা হলে সে-পরাগে নব গন্ধ ফুটে উঠতে পারে, নব সুষমা ফ'লে উঠতে পারে—কিন্তু তার অন্তরতম নির্যাসের নির্বাণ নেই, না অবসান। তাই ভাবিস নে তোকে আমি ভুলব দেহান্তের পরে।

"না। জুলিয়াকে ভালোবেসেছি তোকে আপনার মানুষ ব'লে চিনেছি। যেখানেই যাই তাদের মুখ পড়বে মনে। যা চাই তা পাব কি না জানিনা—কী যে চাই তাই কি জানি রে? তবে চাইলে যদি পাওয়া যেত তবে চিরচলার পথে সাথী চাইতাম তোদের দুজনকে। আর বোধ হয় কোনোদিনই ক্লান্ত হতাম না তাদের সাহচর্যে—কেবল এক সর্তে:—আমরা তিনজন চলতাম চলতাম চলতাম—অশ্রান্ত গতিতে।

"কেন এতসব বকছি? বোধ হয় মৃত্যুর ছায়া যখন কাছে আসে তখন এমনিই হয়। বোধ হয় যখন জীবনের অনেক দীপ্ত মুখরতা

ছায়ামৌন হয়ে আসে, তখন মানুষ ঝাপ্‌সা অনুভব ঝাপ্‌সা কথার মধ্যে দিয়ে আপনাকে ফুটিয়ে তুলতে চায় কারুর কাছে—কোনো দরদীর কাছে—আলো ঝিক্‌মিকিয়ে। জানিস তো, মাইকেল এঞ্জেলো ভাসারিকে লিখেছিলেন :

'যতই বাঁচি—মরণ মনে মম
আলিয়া রহে চিন্তা-তারা সম।'*

"কিন্তু এবার বলি। বলা এখন সহজ হবে জীবনের মুখরতার অনুরণন নিভন্ত হয়ে আসছে ব'লে। ঐ—শুনতে পাই এক নিথরতার জয়ধ্বনি যেন—রথচক্রের রোলের সঙ্গে উঠছে। এই গভীর কল্লোলের পটভূমিকার 'পরে ফুটিয়ে তুলতে পারব হয়তো : কেমন করে জুলিয়াকে ভালো-বেসেছিলাম।—যা জীবনের উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের আলোয় ছিল মুদিত—অন্ধকারের আদরে হয়তো মেলবে দল।"

বৃদ্ধ কণ্ঠ একটু পরিষ্কার করে নিয়ে ফের পড়তে লাগলেন :

"তোর সঙ্গে আমার দেখা সেই কবে : দশবছর বয়সে ইস্কুলে। প্রথম দেখায়ই তোকে ভালোবেসেছিলাম। পরে পড়েছিলাম—তোরই প্রসাদে—মার্লোর Hero and Leander নাটকে—যেটা তুই ইংলণ্ড থেকে আমার ও জুলিয়ার বাগ্‌দানের সময় পাঠিয়েছিলি উপহার :

'Who ever loved that loved not at first sight ?'

প'ড়েই মনে হয়েছিল—কত সত্যি। অন্তত আমার জীবনে। কারণ আমার

* "Non nasce in me pensier che non vi sia dentro scolpita la Morte."

প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রেই এ-কথা বরাবর খেটেছে। যাকে প্রথম দর্শনেই ভালোবাসতে পারিনি তার সঙ্গে পরে হাজার মিশেও কি কখনও মনে হয়েছে একটুও বেশি চিনলাম ? কিন্তু প্রথম মুখোমুখির সময়ে সেই অদৃশ্য দেবতার আলো যার নয়নে প'ড়ে তার হৃদয়ের তল অবধি স্বচ্ছ ক'রে দেয়, তার আঁখিতারা কি আর ঝাপসা হয় ভাই কোনোদিন ? বলিনি, মানুষ ভোলে নিজেকে কেবল তখনই যখন সে ভালোবাসে ! তোকে যেদিন দেখি : তোর চোখের মধ্যে দেখি আমারই ছায়া। সে-ছায়া এত সুন্দর যে, চ আত্মহারা—আপনাকে ভুলি সত্যই—'আমি এত সুন্দর !'—ভেবে। সেই সেই না ভালোবাসা—নিজের সুন্দরতম রূপচ্ছা প্রেমাস্পদের হৃদয়-দর্পণে দেখে নিজেকে পূর্ণ ক'রে ফিরে পাওয়া—চেনা—ভোগ করা !

"কিন্তু তারও আগে আমার চোখের পর্দা যায় খুলে। জুলিয়ার সঙ্গে দেখা হয় আমার ন'বছর বয়সে। ওর বয়স তখন আট।

"সে কথা ভুলবার নয় পিয়ের। বাবা নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে নেপল্‌সে। নেপল্‌সের রাস্তা উঁচুনিচু জানিসই তো। চঞ্চল চরণে চলেছি, এমন সময়ে বাতাসের মতন ছুটে গেল একটি ছোট মেয়ে পাশ দিয়ে: ঠিক আমার সামনে এসেই কী ক'রে ঠোকর খেয়ে পড়ে আর কি ! টপ ক'রে ধরলাম চেপে। সে বেঁচে গেল, কিন্তু টাল সামলাতে না-পেরে আমি প'ড়ে গেলাম। ঢালু রাস্তার নিচে গড়িয়ে।

"মনে আছে জুলিয়া চিৎকার ক'রে উঠেছিল। তারপর মনে নেই।

"যখন জ্ঞান হ'ল দেখি শিয়রে—একটি মাতৃমূর্তি. আর পাশে ছবির মতন—জুলিয়া : আট বছরের মেয়ে—ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুল মাথায় —চোখ দুটি অশ্রুস্ফীত, সে-ছবি কি ভুলবার ? মানুষের মুখ যে এত সুন্দর হয় কখনও জানিনি এর আগে।

"হ'ল শুভদৃষ্টি বালকের সঙ্গে বালিকার। সে কি যে-সে রোমান্স

রে। প্রবীণরা বলে—ছেলেমানুষি! যেন প্রবীণরা ভালোবাসার কিছু জানে। ভালোবাসার চরম ও পরম রূপই যে ছেলেমানুষি! মনে যখন গ্রন্থির পর গ্রন্থি উঠেছে শক্ত হ'য়ে ফুলে—তখত কি আর ভালোবাসা হয় রে পিয়ের? ভালোবাসতে হ'লে সত্যিকার রোমান্স করতে হ'লে হ'তে হবে—সব আগে কাঁচা—সবুজ।

"জুলিয়ার বাবা—সিন্ডোর জিনোনি—ছিলেন খাঁটি ইতালিয়ান ক্যাথলিক—এক সময়ে পাদ্রী হবেন প্রায় স্থির করেছিলেন। সেই প্রবণতার কুফল তাঁর সারা জীবনকে করেছিল প্রভাবিত। আমি খোলাখুলিই বলতাম: আমি নাস্তিক। তার ওপর আমার যে-কারণেই হোক, একটা দল-গড়ার ক্ষমতা ছিল জানিসই তো! আমাকে কেন্দ্র ক'রে একদল যুবক রোখালো হ'য়ে শপথ করেছিল ভগবান্ মানবে না, না বিবাহ, না সমাজের চলতি কোনো অনুশাসন—যদি না মনেপ্রাণে এ-সবের সায় পায়। কাজেই হাজারো দুর্নাম রটেছিল আমার নামে। তাই জুলিয়ার বাবা সিন্ডোর জিনোনি আমাকে দেখতে পারতেন না।

"কিন্তু নিয়তি মানুষকে পাকে ফেলতে ভালোবাসেন—কে না জানে? সিন্ডোর জিনোনি জুলিয়াকে এত ভালোবাসতেন যে, তার মনে পারতপক্ষে কষ্ট দিলে ঘুমতে পারতেন না রাতে, হাসতে-চলতে-খেতে পারতেন না দিনে, কত চেষ্টাই করতেন যাতে মেয়ে তাঁর আমার সঙ্গে মেশা ছেড়ে দেয়। কিন্তু সেই এতটুকু বয়েস থেকেই ও যে-একগুঁয়ে! তা ছাড়া আদুরে মেয়ে তো! জানত: এক্ষেত্রে বাপ খানিকটা বেহাত তো বটেই। তাই আমাদের মেলামেশা চলত সিন্ডোর জিনোনির নাকের সামনে যাকে বলে।

"এদিকে কিন্তু জুলিয়াও আবার অত্যন্ত ভালোবাসত তার বাপকে। কাজেই বিবাহ না ক'রে আমার সঙ্গে ঘর করবে এ-প্রস্তাব ওর বাপের

কাছে করতে পারত না। জীবন আপোষ-পন্থী—পদে পদে। সুতরাং থেকেই হ'ল রফা। জুলিয়া তাঁকে বলল না খোলাখুলি যে, আমাকেই করেছে সে চিরবরণ। তাই বাগ্‌দান হ'ল নিতান্ত গোপনে। ঠিক হ'ল কিছুদিন পরে ধীরে ধীরে ভাঙা হবে ব্যাপারটা—যখন জুলিয়া অন্য কয়েকজন পাণিপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান ক'রে প্রমাণ করবে যে ও একান্তিকা—তখন। তখন কন্যার মতে পিতা সায় না দিয়ে করবেনই বা কী?

"আমি গোপনতার পক্ষপাতী ছিলাম না কোনোদিনই। তবু প্রেমের জন্যে তা-ও মানলাম। ফের রফা—আদর্শের সঙ্গে। তোরা বলতিস আমি আদর্শ থেকে একচুল সরি না। কথাটা সত্যি নয়। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত আদর্শ আমাদের ডাকে, আমরা ছুটি পিছনে—সে-ও যায় স'রে। রফা না ক'রে উপায় আছে? তবু ছুটি কেন আদর্শের পিছনে?—কোথাও না কোথাও মিলব ব'লে—যেমন ছোটে দুটো সমান্তরাল রেখা—অন্তিমে এক হবে ব'লে।

"কেবল এইটুকু সাফাই আমার আছে যে, রফাকে আমি খোলা চোখে রফা ব'লেই মেনে নিতাম—বলতাম না—এটা ভালো বা উচিত। আর প্রাণপণে চেষ্টা করতাম-যাতে ক্রমেই রফাকে বিসর্জন দিয়ে অসহিষ্ণুতাকে করতে পারি বরণ—সেই অসহিষ্ণুতা যে নিজেকে মারে চাবুক যদি আদর্শের-দিকে-ধাওয়ার গতি হয় তার শ্লথ।

"তাই আমি চাইতাম যেন জুলিয়া জোর পায় তার বাবাকে সব খুলে বলতে। কিন্তু জোর করতাম না। সময়ে সময়ে মুস্কিল হ'ত ঠিক করতে: কোন্ আদর্শটা বড়? প্রেমের? না সত্যের? সত্যপথে চলব ব'লে কি প্রেমাস্পদকে নিজের প্রভাবের পাকে ফেলে দুঃখ দিয়ে তার পিতার স্নেহনীড় থেকে ছিনিয়ে নিলেই ভালো হবে? মনস্থির করতে পারতাম না।

"জুলিয়া ছিল আমার প্রভাবে মুগ্ধ—আচ্ছন্ন। কিন্তু তবু 'ও ওর বাবার প্রভাবও কাটাতে পারেনি। তা ছাড়া ও প্রশংসা ভালবাসত ছেলেবেলা থেকেই—তাই অন্য প্রণয়িদের ঠেলতে পারেনি।

"ওর মধ্যে কোথায় ছিল একটা ভয়ও। সব মনোভাব ও আমাকে বলতে পারত না। যদি ওর অন্য কোনো প্রণয়ীকে ওর ভালো লাগত, গোপন করতে চেষ্টা করত। ওর আনাচে-কানাচে সর্বদা ঘুরত ওর আলন্‌জো ব'লে এক স্পানিশ প্রণয়ী—এর কথা বলছি পরে—সে ওর চেয়ে বয়সে ছিল চার বৎসরের ছোট। কী চমৎকার যে তার কণ্ঠ! কিন্তু জুলিয়া কখনো মন খুলে তার গানের একটু সুখ্যাতিও করতে পারত না আমার সামনে। ওর অনুভবও ছিল-যে অতি সূক্ষ্ম পাছে আমি এতটুকু দুঃখ পাই ভেবে ও একদিনও আমার কাছে বলেনি আলন্‌জো কী সুন্দর গায়! এ মাত্র একটা দৃষ্টান্ত। কিন্তু এ থেকে বুঝতে পারবি আমাদের কৈশোর প্রণয়েই কত রকম সাবধানতার দুঃখ ব্যথা উভয়কেই বাজত পদে পদে। যাদের অনুভব-জগৎ সূক্ষ্ম তাদের আনন্দ বেশি না দুঃখ পিয়ের? দুঃখ? হয়তো সংখ্যায় বেশি। কিন্তু অপরদিকে মিলনের যে-তীব্র শিহরণ, সার্থকতার যে-দীপ্ত উল্লাস, নানা অনুভবের যে-স্নিগ্ধ পলাতক হিল্লোল, একটু স্পর্শ, একটি কটাক্ষেও ইন্দ্রধনুর যে রং-আহরণ, হাসিতে যে বসন্তোৎসব, অশ্রুতেও গ্রীষ্মের পরে বর্ষার যে-স্নিগ্ধতা– সর্বোপরি প্রতি পদক্ষেপে প্রেমাস্পদের হৃদয়-মুকুরে নিজের নানা অবর্ণ্য রূপ সুষমার আলো ছায়ার যে উপভোগ—এ সবের? ফুলের বুক জগদ্দল পাষাণের চাপে দুঃখ পায়—মানি। দুদণ্ডের শিশিরে তার পাপড়ি হয় অধোমুখী—মানি। কিন্তু দেখতে না দেখতে সে-যে সমস্ত আকাশকে টেনে নেয় বুকে, এ কাজ পারে পাথরে? যাক।

"তুই যে বছর চ'লে গেলি লীড্‌সে, তার একবছর পরেই ওর সঙ্গে আমার হয় বাগ্‌দান। কিন্তু বাগ্‌দানের পরেই ওর বাবার কানে পৌঁছয় কথাটা।

"হয়েছিল কি, এ-বাগদানের কথা ও ব'লে ফেলেছিল একমাত্র আলন্‌জোকে। কেন? সে অনেক কথা। সব খুলে বলবার প্রবৃত্তিও নেই, সময়ও না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে, আলন্‌জো কথা টেনে বের করতে জানত। তা ছাড়া আলন্‌জোকে ও বিশ্বাস করত, ভালোও বাসত বৈ কি। তাই আমার বারণ সত্ত্বেও ব'লে ফেলে। শোধ তুলতে আলন্‌জো ব'লে দেয় সিন্যোর জিনোনিকে গোপনে। এ-কথা আমিও তখন জানতাম না—জেনেছিলাম পরে।

"সিন্যোর জিনোনি ওকে নিয়ে যখন সে-বছর নেপল্‌সে যান তখন আমরা দুজনেই জানতাম—যেমন বছর বছর দু-এক মাসের জন্যে যান এ তেম্‌নি যাওয়া। কিন্তু একমাস দুমাস যখন সাত আট মাস হ'য়ে দাঁড়ালো তখন মনের মধ্যে আমার একটা আবছা আতঙ্ক উঠল ঘনিয়ে।

"প্রথম প্রথম জুলিয়া চিঠি লিখত বড় বড়। ক্রমে সে চিঠির বহর এল ছোট হ'য়ে। শেষে একেবারে বন্ধ—মাস চারেকের মধ্যেই।

"আমি ব্যস্ত হ'য়ে উঠলাম। কিন্তু আমার তখন পরীক্ষা কাছে, নেপল্‌সে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। কাজেই আমি বড় বড় চিঠি লিখে উত্তর না পেয়ে উদ্বেগে আকুল্‌ হ'য়ে করলাম তার। উত্তর এলো টেলিগ্রামেই—জুলিয়ে এখানে নেই, তাকে বিরক্ত কোরো না আর।

"আমার মনের অবস্থা কল্পনাই ক'রে নে। সব কাজ ফেলে ছুটলাম নেপল্‌সে। সেখানে সিন্যোর জিনোনি গম্ভীর মুখে আমায় বললেন জুলিয়া নেপল্‌সে নেই। কোথায় গেছে কোনোমতেই বার করতে পারলাম না—আপ্রাণ অনুসন্ধান ক'রেও না।

"বলেছি : আমার বরাবরই ধারণা ছিল আমার হঠাৎ মৃত্যু হবে, ও তরুণ বয়সে। কত সময়ে কত স্বরই যে ডাকত আমায়! আমি প্রায় স্থির ক'রে বসলাম—এই সেই সময়। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ একটা খবর পেলাম—তাতে রোখ উঠল চেপে, মৃত্যুচিন্তা গেল ভেসে।

"ব্যাপারটা এই যে, এক ইংরাজ বন্ধু লণ্ডন থেকে এই সময়ে আমাকে লেখেন যে, তিনি আলন্‌জো ও জুলিয়াকে দেখেছেন কি এক থিয়েটারে। তাঁকে দেখেই আলন্‌জো জুলিয়াকে নিয়ে উঠে যায় ও একটা ট্যাক্‌সি ক'রে হয় উধাও। বন্ধুর সন্দেহ হয়—তার ভাবগতিক দেখে। কারণ তার সঙ্গে চোখাচোখি হবার পরই সে যে-ভাবে গা-ঢাকা দিল তাতে তাঁর সন্দেহ রইল না যে, তাঁকে এড়াতেই তার অন্তর্ধান এ-ভাবে। কিন্তু কেন? বন্ধু আমায় অত্যন্ত সন্তর্পণেই এ-কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কেননা তিনি জানতেন জুলিয়ার আমি অনুরাগী—যদিও আমাদের বাগ্‌দানের সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানতেন না।

"আমি পরীক্ষা ছেড়ে গেলাম লণ্ডনে। কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও জুলিয়ার আর কোন খবর পেলাম না। আমার মাথায় খুন চেপে গেল। কারণ বুঝতে আমার বাকি রইল না যে, এর তলে ষড়যন্ত্র আছেই আছে আলন্‌জোর। কিন্তু পাষাণের গায়ে ছোবল মারে যে-সাপ তারই মতন ব্যর্থ জ্বালায় জ্বলতে লাগলাম—নিজেরই বিষে—নিরুপায়, সব দিক দিয়েই।

"এই সময়ে আমার চোখে পড়ে: আমাদের মধ্যে কত অন্ধকার বর্বরতা থাকে লুকিয়ে। কারণ আমি অসঙ্কোচে বলতে পারি এ-সময়ে আলন্‌জোর সঙ্গে দেখা হ'লে ডুয়েলে তার আলন্‌জো-লীলা সাঙ্গ হ'তই হ'ত। ডুয়েলে রাজি না হ'লে পশুর মতন হত্যা। অথচ আমি স্বভাবে একটি পিঁপড়েও মারতে পারি না। আমাদের কোমলতার পিছনেই কী রৌদ্ররূপই না আমাদের থাকে লুকিয়ে! নয় পিয়ের?

"কিন্তু নিয়তি আমাদের অনেক সময়ে যেমন ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে দেন—অনেক সময়ে আবার তেমনি নিশ্চিত নরক থেকে বাঁচানও। কারণ আলন্জোর সঙ্গে এ-সময়ে যদি দেখা হ'ত তা হ'লে আমার জীবন হ'ত ব্যর্থ—কারণ স্বপ্ন হ'ত সাঙ্গ। ভগবানে আমি বিশ্বাস করি কি না জানি না—তবে সব চেয়ে বিশ্বাস করার কাছে এসেছি এই কথা ভেবেই —যে, ভাগ্যে দেখা হয়নি আমার ও আলন্জোর। দৈব দুর্ঘটনায় মানুষ মরে বৈ কি। কিন্তু আবার বাঁচেও তো। আর যখন বাঁচাটা হয় প্রায় অবিশ্বাস্য তখনই মনে হয় এই করুণার কথা। কিন্তু যাক এ-সব বাজে কথা।

"জ্বালায় যন্ত্রণায় নিরাশায় যখন চারদিকে অন্ধকার দেখছি ঠিক তখন লণ্ডন থেকে এলো সিঞোর জিনোনির তার; এসো যদি জুলিয়াকে বাঁচাতে চাও—এক মুহূর্তও না বিলম্ব ক'রে।'

"গেলাম ছুটে লণ্ডনে। শুনলাম সব কথা।

"সব বলবার ইচ্ছাও নেই প্রবৃত্তিও না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে—আলন্জো আমার নাম জাল ক'রে আমাকে অসচ্চরিত্র প্রমাণ করেছিল—ফটোগ্রাফের চাতুর্যে—যেমন ভাবে ভুতুড়ে মীডিয়ামরা করে—আমার একটা ফটোগ্রাফের সঙ্গে আর একটা মেয়ের স-কটাক্ষ ফটোগ্রাফ জুড়ে ওকে দেখিয়েছিল।

"আমার চিঠিপত্র জুলিয়ার হাতে পৌছত না ওরই কারসাজিতে। ও সিঞোর জিনোনিকে প্রথমে কথা দেয়—জুলিয়াকে বিবাহ করবে—পরে ওকে নানাভাবে ভজিয়ে শেষটায় লণ্ডনে নিয়ে যায়। ও ছিল পেট্রোল ব্যবসায়ী কোটিপতি পিতার একমাত্র পুত্র—তার উপর 'আলা ক্যাথলিক' বকধার্মিক। সিঞোর জিনোনি তো হাতে স্বর্গ পেলেন—ওর হাতে মেয়েকে ছেড়ে দিতে ও জুলিয়াকে লণ্ডনে নিয়ে গেল সেখানে গিয়েই

বিবাহ করবে বলে। কিন্তু সেখানে হল ওদের সাজানো বিবাহ—কেন না ও চায়নি বিবাহের ফাঁদে পড়তে। বেচারি জুলিয়া টের পেল অনেক পরে—কিন্তু তখন ও তাকে ছেড়ে চলে গেছে এক আমেরিকান অভিনেত্রীর পিছনে। আমেরিকায় গিয়ে আলন্‌জো তাকেই বিবাহ করে। তখন জুলিয়ার সন্তান সম্ভাবনা ও টেম্‌স নদীতে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু কে একজন ওকে তোলে ডুববার একটু আগেই।"

সন্ধ্যা ও স্বপন মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। আনা অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে।

মসিয়ে:বেনার কণ্ঠ পরিষ্কার করে নিয়ে পড়ে চলেন :

"সব শুনে সিঞোর জিনোনিকে বললাম আমি ওকে বিবাহ করব। আহা, বৃদ্ধের সে কান্না ভুলবার নয় : 'তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম ভালের ক্ষমা কোরো—আমার শাস্তি ঠিকই হয়েছে—' ইত্যাদি। উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাস জেগে ওঠে। আমি বললাম এ আমার শুধু কর্তব্য নয় যদি জুলিয়াকে সুখী করতে আমাকে এমন কি ছবি আঁকাও ছাড়তে হয় তবে তাতেও আমি রাজি।

শুনে জুলিয়ার সে কী কান্না! বলল—আমার জীবন, আমার আদর্শ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারেনা। তাছাড়া নিষ্কলঙ্ক যে সে কেন বিয়ে করবে পতিতাকে। আমি কোনো মতেই ওকে রাজি করাতে পারলাম না বিবাহে। ও বলল—ও আমার সঙ্গে থাকতে রাজি কিন্তু বিবাহ না ক'রে। তাছাড়া ওর শিশুর ভারও ও আমায় হাতে দিতে রাজি হ'ল না কিছুতেই। বলল : ওর গ্লানিমলিন জীবন আমার হ'তে সঁপে দিচ্ছে নৈলে ও বাঁচবে না ব'লে, কিন্তু তাই ব'লে অপরের সন্তানের ভারও যে আমাকে নিতে হবে এ হ'তেই পারে না, না, না, না।

"কী করি! অগত্যা সদ্যোজাতা লিলিকে জিনোনির হাতে দিয়ে

জুলিয়াকে নিয়ে এলাম ফিরে পারিসে—রইলাম 'কার্তিয়ে লাতাঁ্যা'য় যেখানে তোর ও সারার সঙ্গে আমাদের ফের দেখা হয় ঠিক পাঁচবৎসর অদেখার পরে। এর বছর খানেক বাদে লিলি আসে আমাদের কাছে—কারণ তখন লিলির জন্তেই লিলিকে ভালবেসেছিলাম।

"এ-চিঠি আমার ব্যাঙ্কে রেখে গেলাম সীল করে। জুলিয়াকে দেখাস। কারণ এ-চিঠি দেখলে হয়ত সে বিশ্বাস করবে যে ও আমার কাছে যতটা কৃতজ্ঞ আমি ওর কাছে তার চেয়ে অনেক বেশি ঋণী। আমি ওকে লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছি এই কথাই ও বার বার বলে—ভুলতে পারে না। কিন্তু ওর কাছে আমি পেয়েছি যে নবজীবন—তার কি? আমাকে পেয়ে ও একটা ঠাঁই পেয়েছিল, কিন্তু ওকে পেয়ে যে আমার জীবন ফলে ফুলে ভরে উঠেছিল। কিন্তু হায়রে, একথা ও বিশ্বাস করে না—নিজের কী এক কল্পিত অযোগ্যতার ভারে সর্বদাই থাকে নুয়ে।

"আর একটি মাত্র কথা বলব।

"শুনি—প্রেম ঝ'রে যায় দুদিনে—ফুলের ম'তই। বলেছি এ-রটনা অসত্য ব'লেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু মনের দুর্বল মুহূর্তে সময়ে সময়ে ভয়ও হয় যে হ'তেও পারে সত্য। যদি তাই হয় তবে প্রেমের ফুল ঝরবার আগেই যেন আমার দেহে প্রাণের আলো যায় নিভে। ইতি। ভালের"

সন্ধ্যা মৃদু সুরে বলল: "সত্যি, কী সম্পদ—অন্তরের!"

বৃদ্ধ বললেন: "কিন্তু ওর চিঠির মধ্যে ওর অন্তর-সম্পদের কতটুকুই বা প্রকাশ পেয়েছে সন্ধ্যা?...মনে পড়ে জুলিয়ার প্রতি ওর ভালোবাসা!" ব'লে থেমে যেন আপন মনেই ব'লে চললেন: "সত্যি, সে না দেখলে যেন বিশ্বাসই হয় না। কল্পনার প্রেমকে রক্ত-মাংসের কাঠামোয় ফুটিয়ে তোল —অসাধ্যসাধন নয়?"

* * *

খানিকক্ষণ নিঃঝুম। কেবল বাইরের সমুদ্র-গমকের সঙ্গে মৃদু পবন-মর্মর রাগিণীর সঙ্গত শোনা যায়।—বৃদ্ধের কণ্ঠে সুর ফোটে যেন আপনিইঃ

"তবে এ-জীবনে অসাধ্যকে সুসাধ্য করার জন্যেই কচিৎ যারা আসে ভালের যে তাদেরই একজন। তাই ওর কাছে এ অসাধ্য ছিল না তো। প্রেমে যে কৃতজ্ঞতাও সত্যিই পীড়া দেয় এ এক ওর মুখেই সাজ্‌ত—অন্যের মুখে মনে হ'ত ঢং।...

ব'লে আপন মনেই, যেন স্মৃতিচারণ সুরে, বললেন: "সত্যি সে একটা দেখবার জিনিষ ছিল—জুলিয়ার প্রতি ওর ভালোবাসা।... এতটুকু জাহির করা নেই, নেই আশ্রয়দাতার গর্ব, নেই অনুকম্পা, এমন কি এতটুকু দাবিও না—শুধু আপনাকে বিলিয়ে দেওয়া।..."

বলতে বলতে তাঁর স্বরের মধ্যে ফোটে উদ্দীপ্তি: "আর কী বস্তু বিলিয়ে দেওয়া—যে-সে বস্তু তো নয়—সাক্ষাৎ ভালেরের হৃদয়-সম্পদ—ভাবো তো!—"

হঠাৎ যেন একটু আত্মসচেতন হ'য়ে ওঠেন বৃদ্ধ। সন্ধ্যার সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হয়। পাণ্ডুর ওষ্ঠপ্রান্তে আবৃছা একটুকরো হাসি ওঠে ঝিকমিক ক'রে। পরে বলতে লাগলেন ফের—ঠোঁটের কোনের হাসিটা যেন আপনাআপনিই যায় মিলিয়েঃ

"ভাবছো এ-ও উচ্ছ্বাসের গা-ঘেঁষা? সত্যিই না। সারার প্রতি আমার ভালোবাসার সঙ্গে জুলিয়ার প্রতি ওর ভালোবাসার যখনই তুলনা করতাম তখনই মনে হ'ত আমাদের চেয়ে ও মাথায় কতবড় ছিল। ও গেটের একটি কবিতা প্রায়ই উদ্ধৃত করত—শুধু মুখে উদ্ধৃত করা নয়—ওর প্রতি রক্তবিন্দুটির সায় ছিল এতে—

'প্রেমের তরে যে মরণে বরিতে নারে
রাঙা চুম্বন চায় সে কী অধিকারে? *

সারার জন্যে আমাকে কিছু ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল, কিন্তু শত চেষ্টায়ও সে-কথা যে আমি ভুলতে পারিনি এজন্যে বড় ধিক্কার বোধ হ'ত সময়ে সময়ে। মনকে তখন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সান্ত্বনা দিতাম শুধু এই ব'লে যে মনের নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তো প্রায় একটা প'ড়ে-পাওয়া জিনিষ—শরীরের গঠনের মতন, তার ওপর তো আর হাত নেই, উপায় কি? মুখে এ-কথা কখনো বলিনি অবশ্য। কিন্তু তার দাম কতটুকু বলো—যদি না-বলার দরুণও জাগে গর্ব—জাগে আত্মশ্লাঘা? স্পষ্ট ছন্দে না হোক, কত সূক্ষ্ম রেশেই যে আক্ষেপ উঠত বেজে যে, সারার জন্যে কত রকমের স্বাধীনতাই না খুইয়ে বসেছি! কিন্তু ভালের—যে জুলিয়ার জন্যে অপরের ঔরসজাত সন্তানকেও গ্রহণ করল অকুণ্ঠে, তার মুখে বা মনে এ-মহত্ত্বের কথা উদয়ই হ'ত না—" বলে হঠাৎ থেমে গিয়ে বৃদ্ধ পর পর ওদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন··· অন্যমনস্ক হাসি। পরে বললেন: "উচ্ছ্বাস এসে গেল তবু, দেখলে?"

কেউ কথা কয় না। বৃদ্ধ বললেন: "কিন্তু মুস্কিল কি জানো? মুস্কিল এই যে, ভালেরকে যে একবার জেনেছে—শুধু জানা নয়—তার স্নেহ সৌহার্দ্য সহায়তার পরিমণ্ডলে দিনে দিনে নিজের জীবনের আলোর পাথেয় সঞ্চয় করেছে—তার পক্ষে উচ্ছ্বাসকে সংযত করা—কিন্তু যাক, ভালেরের পরিচয় খানিকটা দেওয়া হ'ল—এবার হারানো খেই ধরি—বলি আমাদের কথা।

"বলা বাহুল্য, আসন্নপ্রসবা সারাকে নিয়ে আমার খরচ ক্রমশই বেড়ে চলেছিল। এর ওপর একটি শিশুর অভ্যাগম হ'তে তিনজনের খরচের সংস্থান করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হ'ত যদি ভালের না থাকত। আমার মনে পড়ে একদিন ভালেরকে বলি যে ধরতে গেলে

Wer nur sein Lieb nicht sterben kann,
Ist keines kusses wert

আমরা যে ক্রমে ক্রমে তার গলগ্রহই হ'য়ে পড়ছি। তাতে তার সে কী রাগ! বলল: ফের ও-রকম কথা বললে আর কখনো আমার মুখদর্শন করবে না। আমি তবু মরীয়া হ'য়ে বললাম যে পেন্টিং রেখে আপাততঃ একটা চাকরির চেষ্টা দেখলে হয় না? তাতে সে রাগ করে তিনদিন আমাদের বাড়ি আসেনি—শেষটা সারা গিয়ে ক্ষমা চেয়ে তাকে গ্রেপ্তার ক'রে আনে। সে এল বটে, কিন্তু এই সর্তে যে আমাদের সংসার যে খানিকটা তারও—এটা এখন থেকে আমাদের মনে রাখতে হবে।... যৌবনের বদান্যতা এম্‌নিই হয়। পরিণত বয়সে মানুষের দিতেও যত কুণ্ঠা নিতেও তত।"

স্বপন বলল: "ভালেরের সঙ্গতি ছিল কি-রকম?"

—"কিছু সম্পত্তি ছিল—কিন্তু সে-সম্পত্তির আয় ছিল আমার চেয়েও কম। সে রোজগার করত ছবি এঁকে, ও আঁক শিখিয়ে। কিন্তু তাতে করে কোনোমতে তাদের তিনটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন সঙ্কুলান হ'ত মাত্র।"

সন্ধ্যা বলল: "তা হলে কোন্ ভরসায় সে আপনাদের সংসারকেও এমনভাবে তার নিজের সংসার ব'লে ঘাড়ে তুলে নিতে পারল?"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন: "যৌবন যখন দিতে চায়—তখন এ-সব কি সে ভাবে সন্ধ্যা? না, সঙ্গতি ভেবে যে দেওয়ার হিসাব করে সে দিতে পারে?" ব'লে আবার একটু থেমে যেন আপন মনেই ব'লে চললেন: "সে একটা রোমান্সের সময় ছিল বটে। কী দিনই গিয়েছে! এমন অবস্থায়ও দিন কেটেছে যখন দেনার দায়ে তৈজসপত্র● বিক্রি করতে হয়েছে আমাদের। অথচ আবার সেই সময়েই হাতে দুটো টাকা আসতে না আসতেই সে কী অতিথি-সৎকারের বদান্যতা—দুঃস্থ সহশিল্পীকে সাহায্য করবার ব্যগ্রতা—পিক্‌নিক্, হৈ-চৈ, হররা—উঃ সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার—সত্যি!"

স্বপন বলল: "হাতে তা হ'লে মাঝে মাঝে উদ্বৃত্ত কিছু থাকত ?"

—"ঐ যে বললাম—আমার ছবি মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবেই বিক্রি হ'য়ে যেত। বেশির ভাগ সময়েই অবিশ্যি খারাপ দাম পেতাম, কখনো বা একটু ভালো। তবে ভালেরের একটু নাম হয়েছিল ইতিমধ্যেই —অনেক সার্লঁতেই তার ছবি নিত, ও সময়ে সময়ে এক-আধজন রসজ্ঞ বেশ মোটা দাম দিয়েই কিনতেন বিশেষ ক'রে তার ফুলের ছবি। আর ভালের আমাদের সংসার-খরচের ভার জোর ক'রে গ্রহণ করার পর আরও বেশি ক'রে ছবি আঁকায় মন দিয়েছিল। তাই এক এক সময়ে হয়তো তার দু-তিন খানা ছবি একসঙ্গেই বিক্রি করত—দু-তিনটে সার্লঁ'র প্রদর্শনীতে। আর সময়ে সময়ে—আমাদের অর্থাভাব বেশি হ'লে—তার উৎসাহ উঠত যেন আরও বেড়ে। এক এক সময় এমনও গেছে যখন সে বার চোদ্দ ঘণ্টা করে খাটত দিনের পর দিন—যতদিন না আমাদের পাওনাদারের ঋণ শোধ হ'ত।"

আনা বলল: "আর আপনি ?"

—"আমি ভালেরের মতন অত খাটতে পারতাম না। আমার শরীরটাও বরাবরই একটু দুর্বল ছিল কি না। তাই আমার উপরি খাটুনিটুকু যেন সে-ই দিত খেটে। আমি ও সারা এতে অবশ্য কুণ্ঠাবোধ করতাম খুবই—কিন্তু কিছু বলার কি উপায় ছিল ? না জো ছিল আপত্তি করার, না—কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ?"

স্বপন বলল: "কেন ? বন্ধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেও সে চটত বুঝি ?"

—"চটার বাড়া। তার ক্ষুরধার ব্যঙ্গ ও কৃপাতীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে টগ্‌বগে কৃতজ্ঞতাও হিম হয়ে যেত যে। বলিনি—সে সব সইতে পারত, পারত না কেবল মুখে উচ্ছ্বাস ? মনে আছে এক এক সময়ে সারা

তাকে ঠাট্টা করে বলত : সে কি জুলিয়ার সঙ্গে প্রেম করেও শুধু এই ব্যাঙ্কের মূলধনে ?"

সন্ধ্যা খুশি হয়ে বলল : "তাতে সে কী বলত ?"

—"বলত হেসে : মেয়েদের প্রেম পেতে হয় উচ্ছ্বাসের বায়না দিয়ে কিন্তু বজায় রাখবার একমাত্র অস্ত্র ঐ ব্যাঙ্কের মূলধন, যেহেতু মেয়েদের অশ্রুর উত্তরে পুরুষের অন্য সব অস্ত্র মেকি টাকার ম'তই অচল।"

ব'লে একটু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে বলতে লাগলেন : "কিন্তু তার ক্ষুরধার শ্লেষও অনেক সময়ে আমাকে নিরস্ত করতে পারত না—আমি ঠিক তার উপাদানে তৈরি ছিলাম না তো—চিরদিনই ছিলাম একটু উচ্ছ্বাসপ্রবণ। তাই সময়ে সময়ে তার কাছে আমার অশেষ ঋণের কথা না ব'লেও থাকতে পারতাম না। অমনি সে গায়ে না মেখে একগাল হেসে বলত : 'সংসারে ধার দেওয়ার চেয়ে সুবিধের ব্যবসা আর কি আছেরে পিয়ের ? কে না জানে বড়মানুষ হবার একটা শ্রেষ্ঠ উপায় টাকা ইন্‌ভেস্ট্ করা। আর সব চেয়ে বড় ইন্‌ভেস্ট্‌মেণ্ট হচ্ছে বন্ধুকে বাধ্য-বাধকতার ফেরে ফেলা—তাকে জানতে না দিয়ে—বুঝলি না ? তুই যখন পরে বড় চিত্রকর হবি, তখন বুঝবি এর তাৎপর্য, এখন ও-কথা থাক্।' এই ভাবে হরেক রকম আজে-বাজে কথা ব'লে, সে অধমর্ণ বেচারির ঋণের বোঝাটা ক'রে দিত হালকা।" ব'লে হঠাৎ আবার একটু হেসে স্বপনের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ বললেন : "অথচ এম্‌নিই মানুষের অহমিকা যেন যে, সময়ে সময়ে আমিও সত্যিই ভাবতাম : হবেও বা, হয়তো আমার মধ্যে বড় শিল্পী হবার শক্তি দেখেছে ব'লেই বুঝি তার এত গরজ।"

স্বপন বলল : "এ সময়ে সারার মনোভাব কি রকম ছিল ভালেরের এই ধরণের সাহায্য সম্বন্ধে ?"

—"সে-বিষয়ে একটা সুবিধে হ'য়ে গিয়েছিল এই যে সারাও প্রথম

থেকেই ভালেরের প্রভাবে প'ড়ে গিয়েছিল। ফলে ক্রমে ক্রমে সে তাকে এমন গভীর শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করল যে, সময়ে সময়ে আমারও হিংসে হয় বুঝি, প্রায়। কারণ বিপদ আপদ সঙ্কট সমস্যায় ভালেরের পরামর্শ নইলে তার মনের খুঁৎখুঁতে ভাব যেন কাটতেই চাইত না।

"তার অপরাধও ছিল না। কোনো বিপর্যয়েই ভালেরের মুখ তো কেউ কখনো মেঘাচ্ছন্ন দেখেনি। ডাক্তারের প্রসন্নমূর্তি যেমন মুমূর্ষুর প্রাণেও দেয় বল, জাগায় আশা—তার হাসিভরা মুখ ও সৌম্য ললাট আমাদের ত্রস্ত প্রাণে বিছিয়ে দিত তেম্‌নিই ভরসা। গভীর নিরাশার সময়েও তার বেপরোয়া ঢং, স্নিগ্ধ ব্যঙ্গ, প্রশান্ত চাউনি ছিল যেন আমাদের সব চেয়ে বড় সম্বল। নেহাৎ যখন তার আশ্বাসেও কুলোতো না, তখন সে রেগে উঠত, আর সে-রাগের দমকা ঝড়ে সব হতাশার কালো মেঘ ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যেত উড়ে, আবার ফুটত আলো। এক কথায়, বিপদ, হতাশা, সেন্টিমেন্টালিটি, কৃতজ্ঞতা—এই সবই তাকে যেন ভয় ক'রে চলত।"

সন্ধ্যা অনুযোগের সুরে বলল: "আপনি কিন্তু সারার সম্বন্ধে কিছু না ব'লে ভালেরের কথাই শোনাচ্ছেন মসিয়ে। যে-সারা আপনার জন্যে তার আবাল্য ধর্মের সংস্কারও ছাড়ল তার কাছেও না হয় খানিকটা ঋণ স্বীকার করলেন। বিবাহ করার মতন না-করাটাও তো একতরফা নয়।"

মসিয়ে বেনার একটু অপ্রতিভ সুরে বললেন: "বটে বটে। সারার কথাও আমার কিছু বলা উচিত, নয়? কিন্তু কি জানো সন্ধ্যা? ঐ যে বলছিলাম ভালেরের সম্বন্ধে কথা উঠলে এখনো আমার প্রায়ই মাত্রাজ্ঞান থাকে না—করি কী বলো?—কিন্তু"—ব'লে বৃদ্ধ সুর খাদে নামিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন: "এতক্ষণ কেবল ভালেরের ভালোবাসার কথাই বলছিলাম ব'লে মনে কোরো না যে, এ-সময়ে আমার কাছে সারার

ভালোবাসার দাম এতটুকুও কম ছিল। কারণ এ কথা বলাই বেশি যে, সারার কাছে আমি যা পেতাম ভালেরের কাছে তা পাওয়া সম্ভব ছিল না। আমার জীবনে যে দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবী চিরদিনের জন্যে আলো ছড়িয়ে গেছে, সারা তাদের মধ্যে কারুর চেয়েই কম নয়।" বৃদ্ধ আরও কোমল কণ্ঠে বলতে লাগলেন :

"তা ছাড়া সে শুধু প্রথম যৌবনের ভালোবাসাই তো নয়—তার ওপর এত দুঃখের মধ্যে গ'ড়ে-ওঠা ভালোবাসা। তার কি তুলনা হয়? একসঙ্গে থাকা, নানা ছোটখাট দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে দিয়ে পরস্পরকে কাছে পাওয়া—নানা ভুলবোঝাবুঝি মনান্তর মতান্তরের মধ্যে দিয়েও প্রেমকে নিত্য নতুন ক'রে পাওয়া—কিন্তু না—আর একটু বলতে হবে।

"এক শ্রেণীর মহত্ত্ব আছে যা মহত্ত্ব বটে, কিন্তু তার মধ্যে চমক আছে, বিস্ময় আছে—দীপ্তিও—যেমন, ভালেরের। এ-মহত্ত্বের মধ্যে সবটুকু না হ'লেও অনেকখানিই থাকে কীর্তির মহত্ত্ব। কাজেই এ-ধরণের মহত্ত্বের মধ্যে মূল গভীরতাটুকুকে লোকের সামনে ধরা না গেলেও কীর্তিটুকুকে আঙুল দিয়ে দেখানো যায়। কিন্তু আর এক শ্রেণীর মহত্ত্ব আছে—যা মৌন,—অথচ তার স্পর্শে আমাদের হৃদয়ের অতলে নানান সৃষ্টিশক্তিই হ'য়ে ওঠে সক্রিয়।

"সারার মহত্ত্ব—এই শ্রেণীর। শুধু সারার কেন! নারীমাত্রেরই প্রেম যখন সত্য হয়—তখন তার মধ্যে এই শ্রেণীর রসই বোধ হয় সব চেয়ে উপচিত হ'য়ে ওঠে। সে কিছু জাহির করে না—শেখায় না কিছু—কোনো কীর্তির স্তম্ভ যায় না রেখে—শুধু মৌন স্পর্শে আমাদের চিরদিনের জন্য বড় ক'রে রেখে যায়।"

ব'লে একটু থেমে বলতে লাগলেন: "সারার গৌরব ছিল এই শ্রেণীর যথার্থ নারীত্বের গৌরব। নইলে সে জুলিয়ার মতন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতীও

ছিল না, ভালেরের মতন দৃশ্যতঃ অসাধারণও না। বরং বাইরে থেকে দেখতে গেলে তাকে অত্যন্ত সামান্য—এমন কি নগণ্যই মনে হ'ত অনেকের। অথচ তা সত্ত্বেও আমি বলব যে সে বস্তুতঃ সামান্য ছিল না। কারণ তার মধ্যে ছিল ছুটি অসামান্য শক্তি: ভালোবাসার ও শ্রদ্ধা করবার। সে আমাকে বড় ক'রে রেখে গেছে তার নারী-হৃদয়ের উন্মুখ সব-ঢালা ভালোবাসা দিয়ে, ভালেরকে বড় করেছিল তার কিশোরী-হৃদয়ের উজাড় করা শ্রদ্ধা দিয়ে। আর এ যে সে পেয়েছিল তার প্রধান কারণ—তার ছিল সাড়া দেবার অসামান্য ক্ষমতা। সে খরচ করত হাতে না রেখে, পথ চলত আখের না ভেবে।"

ব'লে একটু থেমে কণ্ঠে ঈষৎ উদাস স্বরের রেশ টেনে এনে বলতে লাগলেন: "আমি এ-কথা বলি না যে তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি পরে আর ভালোবাসিনি, বা এ-কথাও বলব না যে সে-ই ছিল আমার নারীত্বের আদর্শ। আমার মনে হয় কোনো একজন নারীই কোনো নানামুখী সজাগ পুরুষের কাছে জীবনে নারীত্বের আদর্শ-রূপিণী হ'তে পারে না—সে সম্ভব কেবল কাব্যে, যেমন পেত্রার্কা'র কাছে লরা বা দান্তের কাছে বিয়াত্রিচে। কিন্তু তবু এ-কথা আমি বোধ হয় অকুণ্ঠে বলতে পারি যে, তার প্রেমের সংস্পর্শে না এলে আমি অনেক কিছু হারাতাম। তার সংস্পর্শে এসেছিলাম ব'লেই আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম নারী কী ভাবে পুরুষকে চিরদিনের মতন বড় ক'রে রেখে যায়। তার সঙ্গে পরিচয় না হ'লে হয়তো আমি আজকালকার পুরুষ-পন্থী নারীদের সুরে সুর মিলিয়ে বলতাম যে, মেয়েদের পুরুষ হ'তে সুযোগ না দিলে মুক্তি নৈব নৈব চ। আর যেটা সব চেয়ে বড় কথা সেটা এই যে, তার অকুণ্ঠ আত্মনিবেদনের অপূর্ব স্বাদ না পেলে হয়তো নারীর নারীত্ব সম্বন্ধে কোন সত্য অন্তর্দৃষ্টিই আমার লাভ হ'ত না।"

সন্ধ্যা বলল: "আচ্ছা মসিয়ে, সে-সময়কার স্মৃতি এখন কী সুরে বাজে আপনার মনে, বলবেন? মানে সব-জড়িয়ে?"

বৃদ্ধ একটু চেয়ে রইলেন ওর দিকে, পরে বললেন: "তুমি যা ভাবছ তা নয়। কোনো কাঁটাই আর নেই আজ। আজ সে সময়ের কথা মনে হয় যেন একটা মধু-স্বপ্নের মতন। কারণ সে-সময়কার দুঃখ কষ্ট উদ্বেগ উৎকণ্ঠার স্মৃতি এ দূরত্বের ব্যবধানে ঐ তারাদের মতনই ছোট্ট সঙ্কুচিত হ'য়ে গেছে—আছে শুধু তাদের তৃপ্তির স্বাদের রেশ ঐ চাঁদেরই মতন স্নিগ্ধ নিটোল হ'য়ে।"

বলতে বলতে তাঁর অধরপ্রান্তে একটা ছোট্ট হাসির টুকরো উঠল ফুটে: "উঃ, সে কী কাণ্ড! কত সময়ে রাতভোর তর্ক হাসি আড্ডা হররা—আবার পরদিনই ছবি-আঁকার বিপর্যয় শ্রম। কত সময়ে কত দুঃখ, অথচ সে-দুঃখের মধ্যেও ভালেরের সাহায্য, মৌন সমবেদনা জুলিয়ার নাচগান, সারার অক্লান্ত সেবা, আমাদের দুটি শিশুর খেলা ঝগড়া ও আধ আধ কথা নিয়ে আমাদের মধ্যে নানা হাসি গল্প, মন্তব্য, আমার ও ভালেরের সতীর্থদের কত-শত সাহচর্যের স্মৃতি, কত থিয়েটার দেখা, নিজেদের ঘরেই কোনো মতে স্টেজ বানিয়ে থিয়েটার করা, দল বেঁধে সীন নদীতে স্নান, আচম্‌কা এ-বন্ধু সে-বন্ধুর ওখানে চড়াও হ'য়ে তাদের প্রণয়িনীদের নিয়ে দলবেঁধে ফঁতেনব্লো, ভার্সেল্‌স্‌ প্রভৃতিতে গিয়ে বন-ভোজন করা—কত কী—সে কি একটা? সে এক দিন গিয়েছে আনা, সত্যি। মাঝে মাঝে এখন মনে হয় মানুষ কত কম মূলধনে কত বড় আনন্দের হাটই না বসাতে পারে ঐ যৌবন-দেবতার মায়ায়—যখন উপকরণের অভাবও হ'য়ে ওঠে ঐশ্বর্য—প্রাণশক্তির স্পর্শমণিতে। সত্যি আজ এ-সব মায়ার মতনই মনে হয়।"

স্বপন বলল: "কিন্তু আপনি জুলিয়ার কথা প্রায় কিছুই বলেন নি—মানে কার্তিয়ে লাত্যাঁর আসার পরে।"

মসিয়ে বেনার বললেন: "এই বলতে যাচ্ছিলাম। কারণ ধরতে গেলে প্রাক্-জুলিয়া অঙ্কটুকু হ'ল আমার এ-জীবন-নাট্যের প্রস্তাবনা মাত্র। আসল নাট্যরস এল ওর প্রবেশের পরে। কাজেই ও উপেক্ষিতা থাববে না, মাভৈঃ"—ব'লেই যেন কথাটা শুধরে নেবার জন্যে বলেন: "অবশ্য, এতক্ষণ জুলিয়া এ-জীবন-নাট্যে ঠিকমতন প্রবেশ করেনি, কারণ ভালেরের জীবদ্দশায় তার সঙ্গ ও সাহচর্য আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিলেও, তার পাশে জুলিয়া ঠিক্ তেমনই পাণ্ডুর হ'য়ে থাকত যেমন পাণ্ডুর—চাঁদের পাশে ঐ তারাটি।" ব'লে একটু থেমে বললেন: "সে ফুটে ওঠে ভালেরের জলে-ডুবে মরার পরে।"

আনা ও সন্ধ্যা প্রায় একসঙ্গে অস্ফুট চিৎকার ক'রে উঠল: "জলে ডুবে!"

মসিয়ে বেনার বললেন: "হ্যাঁ, একটি পনের বছরের মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে। সীন নদীতে সে পাঁচ মাইল সাঁতার কেটে উঠতে যাবে এমন সময়ে মেয়েটি কি কারণে ডুবে যায় নৌকো উলটে। ভালের ক্লান্ত দেহে তাকে উদ্ধার করতে ফের ঝাঁপ দেয় ও সে ভয় পেয়ে তাকে এমনভাবে জাপ্‌টে ধরে যে দুজনেই যায় ডুবে।"

খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে একটা আর্দ্র নীরবতা এসে ছায়া বিস্তার করে।

মসিয়ে বেনার উদাস-কণ্ঠে বলতে লাগলেন: "ভালেরের এ-আকস্মিক মৃত্যুতে আমাদের মনের অবস্থা যে কী হ'ল তা বর্ণনা করতে যাব না—তোমরা কল্পনাই ক'রে নিয়ো। কেবল এর মধ্যে একটা তৃপ্তির কথা না ব'লে থাকতে পারছি না। সেটা এই যে আমি কেমন যেন আগে থেকেই জানতাম যে, রোগে ভুগে বিছানায় শুয়ে ভালেরের মৃত্যু হবে না;—তার অসাধারণ জীবনের মধ্যঅঙ্কেই কোথাও এমনি

ক'রে হঠাৎ যবনিকা পড়বে। আর আশ্চর্য এইযে, তার মৃত্যুর দু-তিন দিন আগে দুপুরবেলা সারা স্বপ্ন দেখেছিল যে, তার মৃতদেহ সীন নদী থেকে টেনে তোলা হচ্ছে। ঘুম থেকে উঠেই সে আমাকে বলে। আমি তক্ষুনি তার বাসায় গিয়ে তাকে পরদিন পাঁচ মাইল সাঁতারের প্রতিযোগিতায় যেতে মানা করি; সে হেসে আমার পিঠে চড় মেরে বলে: "Et tu Brute? তুইও শেষটায় যা তা বিশ্বাস করা সুরু করলি?" আমি অপ্রতিভ স্বরে বললাম যে, আমি শুনেছি যে এ-রকম স্বপ্ন নাকি কখনও কখনও সত্যিও হয়। তাতে সে হেসে শুধু বলে: যদি হয় তো মন্দ কি রে? ধীরে ধীরে মৃত্যুর নাভিশ্বাসের জন্যে অপেক্ষা না ক'রে একটু এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধ'রে ডেকে আনাই কি ভালো নয়? যা এখন, আজ সারা রাতভোর ওখানে আড্ডার হয়রা মনে আছে তো? অফুরন্ত কফি ও বোর্দোর * যোগাড় রাখিস। অনেককে আসতে বলেছি। জুলিয়া একটা নতুন নাচ নাচবে—আমার নতুন গানের সঙ্গে। কাজেই তোর ষ্টুডিয়োর মাঝখানে একটু উঁচু প্ল্যাটফর্মের বন্দোবস্ত রাখিস।"

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর এমন মৃদু হ'য়ে আসে···যেন আপনা-আপনি···"মনে আছে শেষ গানটি তার—যার সঙ্গে জুলিয়া নেচেচিল—সে যেন-অন্তিম দিনে—সন্ধ্যায়···আর ভালের গেয়েছিল—"ব'লে গুন্ গুন্ ক'রে গান:

„চাঁদের বাঁশি বাজলো আকাশ ছেয়ে!
নিশামেঘে সাজ্‌লো দিশারি নেয়ে!
তারি খেয়ায় আয় আয় হব আজ উধাও
ছেড়ে ভয় গেয়ে জয় ভরসা বেয়ে।

* একরকম ফরাসী মদ।

বলে হেসে চাঁদ : "ওরে ছাড়ে যারা ভয়,
ভয়ে পায় অভয় তারা, পরাজয়ে—জয়।
যার নেই—সুখী সে-ই, সবই আছে তার
হারায় সে—যে চায় রে শুধু সঞ্চয়।'

আলো ঐ বিছালো, ওঠে ঝঙ্কার!
সুর দেয় ভালোবাসারি দোয়ার।
বেসুরা যে সাধে—বাজে তাকেই বাঁধন
সুরেলা যে ফুলেলা সে, কাঁটা কোথা তার?"

* *
*

নিস্তব্ধতা ভাঙল সন্ধ্যা—অতি মৃদুস্বরে : "তারপর?"

বৃদ্ধের চমক ভাঙল না তবু। ব'লে চললেন যেন আপন মনেই : "কত কথাই মনে পড়ে!…কী যেন একটা ছায়া পড়েছিল সেদিন সবারই মনে। ভালেরকে এত উদাস কখনো কেউ দেখেনি বোধ হয়। মনে আছে হঠাৎ সে-রাতে—আসর ভাঙে রাত দুটোয়—সারা আমার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে বলে ভালেরকে যেন পরদিন সাঁতারে যেতে না দেই।… শেষ রাতে হঠাৎ উঠে দেখি, সারা জানালার কাছে একটা ছোট্ট টেবিলে বাহুতে মাথা রেখে কাঁদছে।

"বললাম : 'কী সারা?'

"ও বলল : 'কিছু না—এম্‌নিই।'…আমি খানিক চুপ ক'রে রইলাম। ভালেরের গানের দুটো চরণ কানে বাজছিল যেন তখনও :

'তারি খেয়ায় আয় আয় হব আজ উধাও
ছেড়ে ভয়, গেয়ে জয় ভরসা বেয়ে।' "

*

এবার নিস্তব্ধতা ভাঙল আনা, বলল :

"জুলিয়াও কি বুঝতে পেরেছিল আসন্ন কোনো দুর্যোগের কথা ?"

বৃদ্ধ বললেন : "না। কেবল সে-ই পারেনি। পারলে হয়তো সেদিন সে-নাচ নাচতে পারত না। আর পারেনি ব'লেই এক রকম আমাদের বাঁচিয়ে দিল সে।"

আনা বলল : "কি রকম ?"

বৃদ্ধ বললেন : "ওর কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল ব'লে ভালেরের মৃত্যুর পরে ও কেমন যেন বিহ্বল মতন হ'য়ে রইল দুদিন। তিন দিনের দিন হঠাৎ বেহুঁশ। তখন ওকে দেখতেই আমাদের এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়তে হ'ল যে—"

সন্ধ্যা বলল : "অসুখটা কী ?"

বৃদ্ধ বললেন : "কোনো ডাক্তারেই বলতে পারল না। জ্বরও নেই, ভুল-বকাও নেউ, পাগলও না—অথচ কেমন যেন সম্বিৎহারা ভাব। আর সে-ই হ'ল সব চেয়ে মুস্কিল। কারণ ও কখন কী ক'রে বসে ভেবে সদাসর্বদা ওকে চোখে-চোখে রাখতে হ'ত আমাদের। কেমন যেন শিশু মতন হ'য়ে পড়ল। এক রকম জোর ক'রেই ওকে খাওয়াতে হ'ত, রাতে কারুর না কারুর পাশে শুতে হ'ত—নইলে যদি ভয় পায় হঠাৎ, আরও সে কত রকম বিপদ। শেষটায় বিপদ চরমে উঠল যখন একদিন কাঁদতে কাঁদতে তার মাথার রক্তকোষের একটা স্নায়ু গেল ছিঁড়ে। তারপর তিন-তিনটে মাস তার এখন-যায়-তখন-যায় অবস্থা।"

আনা রুদ্ধ-স্বরে বলল : "তারপর ?"

—"তারপর আর কি ? তার সমস্ত ভার পড়ল আমার ও সারার

ওপর। আমরা পালা ক'রে ওকে শুশ্রূষা করতে লাগলাম। একেই আমাদের অবস্থা ভালো না—তার ওপর এই বিপদে ছবি-আঁকাও এক রকম বন্ধ। ফল—যা হবার: অর্থকষ্ট। তার ওপর ডাক্তারের ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ—জুলিয়ার শিশু-কন্যাটির দেখাশুনো।" ব'লে ঈষৎ ম্লান হেসে বললেন: "অথচ আশ্চর্য এই যে, যে-আমি ভালেরের জীবদ্দশায় আমাদের নিজেদেরই জীবিকার সংস্থান করতে পারতাম না—সেই-আমিই ভালেরের মৃত্যুর পরে শুধু নিজেদের নয় আরও দুটি প্রাণীর খরচ কোনোমতে চালিতে চালিয়ে তো এলাম—হোক না ঘটিবাটি বাঁধা দিয়ে—কিন্তু আটকে তো রইল না?—আজো আমার ভাবতে অবাক লাগে—কেমন ক'রে এ-অঘটন ঘটল!" ব'লে একটু থেমে: আর সারারই বা কী এক নূতন রূপ সে-সময়ে ফুটে উঠল! ভাবতে এখনো মনটা ভ'রে ওঠে। শুধু অক্লান্ত সেবার ক্ষমতাই নয়! কী সাহস, নির্ভর, ধৈর্য—হাসিমুখে সব কষ্ট সওয়া!...আর তা আবার কার জন্যে! এমন এক জনের জন্যে যার সম্বন্ধে তার সখিত্বের ভাব পোষণ করা তো দূরের কথা, ভালো ধারণাও কোন দিনই ছিল না।"

সন্ধ্যা বলল: "কেন?"

—"ভালেরকে সে যে-পরিমাণে শ্রদ্ধা করত—জুলিয়াকে করত ঠিক সেই পরিমাণেই ঠিক অশ্রদ্ধা না হোক অনাদর—কিম্বা কী বলব? বলা যেতে পারে খানিকটা শ্রেণীগত অবজ্ঞা...অর্থাৎ ওর যত গুণই থাক না কেন ও সতীত্বে ছোট—এই ভাব আর কি।"

স্বপন বলল: "এটা আপনার অনুমান নয় তো?"

—"না। কারণ এই নিয়ে ভালের বেঁচে থাকতে অনেক সময়েই সারার সঙ্গে আমার তর্ক হ'ত। ও আমাকে মাঝে মাঝেই বলত যে, জুলিয়ার যত গুণপনাই থাকুক না কেন—ভালেরের পায়ের ক'ড়ে

আঙুলেরও সে যোগ্য নয়। আমার যে জুলিয়াকে খুবই ভালো লাগত এ-ও ছিল তার মনক্ষোভের কারণ—যে ধরণের আবছা মনক্ষোভ এক মেয়েদেরই মনে জন্মানো সম্ভব। আমরা—পুরুষেরাও—অবশ্য কারুর কারুর প্রতি বিমুখ হই, কিন্তু আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যদি কাউকে তার প্রতি বিমুখ না দেখি তা হ'লে তার প্রতি ঠিক এ-রকম ক্ষোভ পোষণ করি না। কিন্তু সারার মনের গোপন কোণে যেন সূক্ষ্ম কাঁটার মতন কি-একটা সর্বদাই বিঁধে থাকত এজন্যে। ভাবটা: জুলিয়ার মতন মেয়েকে ভালের বা আমার মতন মানুষ কেমন ক'রে সুনজরে দেখতে পারে? আমি তার এ-অহেতুক বিমুখতার বিরুদ্ধে শান্তভাবে তর্ক করেছি কত সময়ে—কিন্তু কখনো সুফল ফলেনি—বরং উল্‌টো উৎপত্তিই হয়েছে।"

আনা দুষ্টুমির সুরে বলল: "অত শত চুলচেরা বিশ্লেষণ ছেড়ে না হয় সোজাসুজিই বলুন না—ঈর্ষা?"

—"না, তা বললে সারার প্রতি ঠিক সুবিচার করা হবে না যে। ঈর্ষা যখন তার এসেছিল তখন তাকে ঈর্ষা বলতে আমার বাধেনি। কিন্তু ভালের বেঁচে থাকতে তার এ- ঈর্ষা আসেনি। অন্ততঃ ঈর্ষা বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি তা নয়। কারণ ভালেরের জীবদ্দশায় আমার সঙ্গে যে জুলিয়ার কোনো-কিছু ঘটা অসম্ভব ছিল সেটা সারা বিলক্ষণ জানত। সে-সময়ে যে জুলিয়া ভালেরের মধ্যে একেবারে ডুবে থাকত, সেটা তার প্রতি চাহনি প্রতি ভঙ্গি প্রতি আচরণে বোঝা যেত যে—"

আনা বাঁকা হেসে বলল: "কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই যে সারার ঈর্ষা আসতে পারত। তার ঈর্ষার একমাত্র নিশানা যে আপনি এইটাই বা ভাবছেন কেন?"

মসিয়ে বেনার ঈষৎ অপ্রতিভ সুরে বললেন: "তোমরা আজ সকলেই দেখছি উঠে প'ড়ে লেগেছ।" ব'লেই হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে: "কিন্তু

কথাটা যখন তুললে তখন জবাবও আমাকে দিতেই হয়। জুলিয়ার প্রতি সারার অকারণ বিমুখতার জন্তে যে এ-সন্দেহের কথাও কখনো আমার মনে উদয় হয়নি তা নয়—বিশ্বাস করতে পারো। কারণ আমি যতই অহঙ্কারী হই না কেন, ভালেরের প্রতি যে সারা ভিতরে ভিতরে আসক্ত হ'তে পারে এ সত্যটির প্রতি আমি পূর্ণভাবে সচেতন ছিলাম।"

স্বপন বলল: "আপনা থেকেই সচেতন ছিলেন, না সচেতন হ'য়ে পড়তে হয়েছিল?"

—"পড়তে হয়েছিল। কারণ ভালেরের সঙ্গে মিশলে আর কিছু না হোক একটা জিনিষ অসম্ভব হ'য়ে উঠতই উঠত। সেটার নাম: মনকে চোখ-ঠারা—বা খানিকদূর ভেবে বাকিটুকুকে ভয়ে চাপা-দেওয়া। তার নিরঙ্কুশ জিভের তাড়নায় মুমূর্ষুর জড়দেহেও যে বইত বিদ্যুৎ। কাজেই তার জীবন, দৃষ্টান্ত ও আলোচনার তোড়ের সামনে মামুলি স্বস্তির প্রতিষ্ঠা টলমল ক'রে না উঠেই পারত না। তা ছাড়া ভালেরের শুধু কথাই তো নয়। আমাদের সে-সমাজটা মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া সমাজ ছিল না—এটা ভুলো না। সে-সমাজের নিত্য অভাবনীয় যোগাযোগের মাঝে এ-কুসংস্কার বজায় রাখা সম্ভব ছিল না যে, একজন ছেলে বা মেয়ে একসঙ্গে একাধিক মেয়ে বা ছেলেকে ভালোবাসতেই পারে না।"

সন্ধ্যা বলল: "কেন ভালের বুঝি—"

—"উঃ, সে আর ব'লে কাজ কি? তোমাদের বলিনি কি যে, সব রকম উচ্ছ্বাস ও সেন্টিমেন্টালিটির ছিল সে যম-বিশেষ? আর সে-ব্যঙ্গ কী তীব্রই না হ'য়ে উঠত যখন প্রেমের সম্বন্ধে কোনো উচ্ছ্বাস আমাদের কারুর মুখ ফসকে বেরিয়ে যেত। একনিষ্ঠতার কথা উঠলে তো আর কথাই ছিল না। কখনো-বা সে হো হো ক'রে হেসেই উড়িয়ে দিত। কখনো-বা বলত: 'প্রেম—বুঝি,—কিন্তু তার আগে একনিষ্ঠ কথাটা

জুড়ে অমন বৎসহারা গাভীর মতন গদগদ হ'য়ে উঠিস কেন বল্ তো?' ব'লে বাঁকা হাসি চেপে সময়ে সময়ে গম্ভীর হ'য়ে বলত: 'মানুষের হৃদয়টাকে সদাসর্বদা আঁকড়ে ধ'রে থেকে আমরা ওকে এমনিই ছোট ক'রে দিয়েছি যে এখন একটু এদিক ওদিক চাইলেও দিতে হয় কৈফিয়ৎ'।"

সন্ধ্যা বলল: "সারা বলত না কিছু—উত্তরে?"

—"সময়ে সময়ে মৃদু প্রতিবাদ না ক'রে থাকতে পারত না, আর তাকে সমর্থন করার জন্যে আমাকেও আসরে নামতে হ'ত। কিন্তু ঘুরে ফিরে বলতে হ'ত সেই মামুলি কথাটাই—যে, একজনের মধ্যেই প্রেমিক নানারূপে নিজের প্রেমকে উপলব্ধি করতেও পারে। বুঝলে না?"

সন্ধ্যা প্রীত হ'য়ে বলল: "বুঝলাম, কিন্তু উত্তরে আপনার বন্ধু কী বলতেন?"

—"বলত: 'দেখ্, পিয়ের, যখনি কাউকে এমনধারা কথা বলতে শুনবি তখনি বুঝবি—হয় বেচারির 'দ্রাক্ষাফল-বিস্বাদ'-গোছের অবস্থা, না হয় প্রেমে বৈচিত্র্যরূপ দ্রাক্ষাফল যে কী বস্তু সে কখনো জানেনি। নইলে স্বাধীনতা পেলে ও নির্বাচনের ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত হ'লে যে-কোনো স্বয়ংবরা স্বেচ্ছায় একবরা থাকেন এ অত্যন্ত গাঁজাখুরি কথা'।"

সন্ধ্যা ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে ব'লে বসল: "কিন্তু ক্ষমা করবেন, এটা কি একটু গা-জোয়ারি কথার মতনই শোনাল না?"

তার কণ্ঠে ঈষৎ তীব্রতার আভাষ পেয়ে মসিয়ে বেনার তার দিকে তাকালেন। স্বপনও। কেবল আনা রইল মুখ নিচু ক'রে। সন্ধ্যা অপ্রতিভ হ'য়ে চোখ নামিয়ে নিতেই মসিয়ে বেনার স্নিগ্ধ স্বরে বললেন: "প্রথম প্রথম আমারও তাই মনে হ'ত—কিন্তু হ'লে হবে কি, পরে যখন আমার অভিজ্ঞতার পরিসর বিস্তৃত হ'ল তখন দেখতে পেলাম যে, যে মানুষ

একজনকে ভালোবেসে পূর্ণ সার্থকতা কখনোই পেতে পারে না। বৈচিত্র্য যদি জীবনকে সমৃদ্ধ করে—প্রেমকে কেন করবে না বলো? অথচ প্রেম সম্বন্ধে আমরা সাময়িক প্রথা ও সংস্কারের নির্দেশকেই একান্ত ক'রে দেখি। ভুলে যাই যে একনিষ্ঠতার আইডিয়া মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের একটা বিশেষ অবস্থা মাত্র—একটা সাময়িক ক্রমপরিণতি মাত্র—তার বেশি কিছু নয়।"

সন্ধ্যা খোঁচা দিল: "কিন্তু তা হ'লে সারাই বা ভালেরের প্রতি আসক্ত হ'ল না কেন—রূপে গুণে ব্যক্তিত্বে—সব তাতে অত বড় বীরশ্রেষ্ঠকে এত কাছে পেয়েও?"

মসিয়ে বেনার হেসে বললেন: "কিন্তু এ কি তোমার আবদার নয় সন্ধ্যা? নারী একাধিক পুরুষকে ভালোবাসতে পারে বলার সদর্থ কি এই যে, যে-কোনো সুযোগ্য পুরুষকে দেখবামাত্রই সে আসক্ত হ'তে বাধ্য? একটা হৃদয় যে কি-কি যোগাযোগে ক্ষেত্রবিশেষে আকৃষ্ট হয় আর ক্ষেত্রবিশেষ হয় না—কেউ কি জানে? সারা ভালেরকে শ্রদ্ধা ভক্তি ক'রেও তার প্রতি আসক্ত হয়নি'—মানি। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয় যে প্রেমের গতি একমুখী? না, বলা চলে যে, বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র বেনার নামধারী অদ্বিতীয় পুরুষের মধ্যেই সে-সব অনুকূল যোগাযোগ ছিল যার দরুণ সারা নাম্নী একটি অদ্বিতীয়া ঝুঁকতে পারত?"

সন্ধ্যা একটু বিপন্নমুখে বলল: "কিন্তু—তবু—"

স্বপন বলল: "সন্ধ্যা, এবার গল্পের যায়গায় তর্কের অবতারণার জন্যে দায়ী কিন্তু তুমি—মনে রেখো।"

মসিয়ে বেনার ঘরের ঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন: "বাস্তবিক—আর তর্ক নয়—গল্পটাকে এবার শেষ করতেই হবে। তবে ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না সন্ধ্যা—যেহেতু অন্তত জুলিয়ার ক্ষেত্রে তোমার প্রশ্নের একটা উত্তর এখুনি পাবে।"

আনা বলল : "আর কফি আনতে বলব ?"

—"না আনা, ধন্যবাদ। প্রায় চার-পাঁচ পেয়ালা কফি খেয়েছি, হিসেব আছে ? বরং ঐ তামাকের থলেটা সরিয়ে দাও—পাইপটা ধরাই।"

জুলিয়া

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মসিয়ে বেনার খানিক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর সুরু করলেন : "ভালেরের মৃত্যুর পরে পাঁচ বছর চ'লে গেছে। তার পরে আরম্ভ—আমাদের জীবন-নাট্যের সেই অঙ্ক যা কাহিনীতে চিরপুরাতন অথচ অনুভবে চিরনূতন—অর্থাৎ যেখানে নায়িকা দুই ও নায়ক এক।"

ব'লে পাইপে একটি দীর্ঘ টান দিয়ে বলতে লাগলেন : "এ পাঁচ বছরের মধ্যে আমার, সারার ও জুলিয়ার জীবনে অনেক কিছুই ঘটেছিল। যথা, আমার ছবি-আঁকায় উন্নতি করা ও নানা প্রদর্শনীতে ছবি পাঠাতে পারা, একটু একটু ক'রে খ্যাতিলাভ করা ও অর্থাগম হওয়া, "ওত্যই" (Auteuil) পল্লীতে আমাদের একটি ছোট বাড়ি নেওয়া, নানা নতুন বন্ধুলাভ ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর ঘটল দুটি ঘটনা : এক, আমাদের সন্তানের মৃত্যু ও সারার মনঃকষ্ট ; দুই, জুলিয়ার রোম, ভিয়েনা ও বার্লিন ঘুরে পারিসে ফিরে একটি কাবারে-র (cabaret) প্রধানা নর্তকী হওয়া।"

স্বপন ব'লে উঠল : "জুলিয়া ! শেষে কাবারের নর্তকী ! !"

সন্ধ্যা ক্লিষ্টকণ্ঠে বলল : "কেন ঘটল এমন অঘটন ?"

—"সে অনেক কাহিনী। বেচারি এ-পাঁচবছরে অনেক দুঃখই পেয়েছিল

—কিন্তু কোথাও কোনো চাকরিতে টিঁকে থাকতে পারেনি। যেখানেই গেছে তার রূপই সেধেছে বাধ। অবশ্য কয়েকটি ধনিপুত্র তাকে বিবাহ করতেও চেয়েছিল: কিন্তু বলা বাহুল্য' ভালেরের পরে মামুলি ধনিপুত্রের স্বাদ তার ঠিক মুখরোচক লাগেনি। ফলে তারা ওকে নানা সূক্ষ্ম উপায়ে উৎপীড়ন করতে সুরু করে—সে এক দীর্ঘ কাহিনী। কাজেই চিত্তাকর্ষক হওয়া সত্ত্বেও এসবের বর্ণনা আপাততঃ স্থগিত রাখতেই হ'ল। এ-সূত্রে কেবল এইটুকু জেনে রাখো যে, এ-পাঁচ বছরে তার জীবনের অভিজ্ঞতা ও মনের গভীরতা দুইই এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তাকে আর সে-জুলিয়া ব'লে চিনবারই উপায় ছিল না।"

সন্ধ্যা সন্দিগ্ধস্বরে বলল: "স্বভাব কি বদলায় মসিয়ে?"

বৃদ্ধ বললেন: "বদলায় না! কে বলে? নিজের প্রতি অভিজ্ঞতাই তো পরিবর্তনের সঙ্গে কষ্টিবদল!"

সন্ধ্যা কি-একটা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

মসিয়ে বেনার বললেন: "জানি শেরি, তুমি কি বলতে যাচ্ছিলে। কিন্তু, শোনো আগে। তা হ'লেই বুঝবে যে, জুলিয়ার যে পরিবর্তন হয়েছিল সেটা সত্যিই স্বভাবের।" ব'লে একটু থেমে বলতে লাগলেন: "কিন্তু অনেক বদলালেও আমাকে সে ভোলেনি। তাই বিপন্ন হ'য়ে শেষটায় আমার এখানেই ওঠে। বলে: কোনো স্থায়ী নাচের চাকরি চায়—ভালো যায়গায়।

"আমি ওকে খুব একটি ভদ্র কাবারের ম্যানেজারের কাছে পেশ করি। যে-কারণেই হোক আমাকে তিনি একটু খাতির করতেন। তাই শুধু আমার সুপারিশে ওকে ভালো মাইনে দিয়েই রাখেন। সেই থেকে জুলিয়ার কৃতজ্ঞতার সুরু।" ব'লেই তাড়াতাড়ি বললেন: "কৃতজ্ঞতার কারণ ছিল না, কেননা দুদিনেই ওর নাচগানের খ্যাতি এত ছড়িয়ে পড়ল যে ম্যানেজারই হয়ে উঠলেন ওর কাছে কৃতজ্ঞ—দেখতে দেখতে।

"কিন্তু হ'লে হবে কি—এক মহা মুস্কিল হ'ল : কাবারেতে রিহার্সাল প্রভৃতিও যখন তখন, লিলিকে দেখে কে ? সাত-আট বছরের মেয়ে, একটু না দেখলেও চলে না, অথচ ওর না ছিল দেখাশুনোর সময়, না গভর্নেস রাখার সঙ্গতি। এক কোনো বোর্ডিঙে রাখতে পারত, কিন্তু তা হলে আবার ইচ্ছামত মেয়েটিকে দেখতে পায় না। আপনার বলতে তো তার শুধু ঐ মেয়েটি—নীড়ও ঐ মেয়ে, আকাশও ঐ মেয়ে। বাঁধা পড়তেও ঐখানে, ছাড়া পেতেও ঐখানেই।

"বলেছি, আমাদের শিশু কন্যাটি জুলিয়া আসার কিছুদিন আগেই মারা যায়। সারা পাগলের মতন হ'য়ে যায় ও শক্ত অসুখেও পড়ে। অনেক কষ্টে তাকে সারিয়ে তোলা গেলেও তার হৃদয়টাকে কেমন যেন বৈরাগী হ'য়েই থাকত। ঠিক এই সময়ে জুলিয়া ও লিলি পারিসে আসে—যখন সারার বৈরাগ্য গভীর হ'য়ে উঠেছে।

"লিলিকে দেখেই তাই তার সুপ্ত মাতৃস্নেহ ওঠে জেগে—এক মুহূর্তে। জুলিয়ার লিলিকে কোথাও রাখার অসুবিধে দেখে সে তো হাতে স্বর্গ পেল ও প্রস্তাব করল ওকে সে-ই দেখবে শুনবে। জুলিয়ার দুর্ভাবনা দূর হ'ল।

"আমাদের গৃহদ্বার ছিল জুলিয়ার জন্যে সর্বদাই খোলা। সে ইচ্ছামত লিলিকে দেখতে আমাদের ওখানে যখন তখন আসত যেত ও যখনই ছুটি পেত সব ছেড়ে অনেক রাত অবধি আমাদের সঙ্গেই গল্পালাপে কাটাত, বাইরের দিকে ফিরেও না তাকিয়ে, যে কারণেই হোক।"

"এই রকম ক'রে কয়েক মাসের মধ্যেই তার সঙ্গে আমাদের হ'ল আবার যেন একটা নতুন ক'রে ঘনিষ্ঠতা। এ-ঘনিষ্ঠতাটা গ'ড়ে উঠলও আবার বিচিত্রভাবে। আমার সঙ্গে তার বেশির ভাগ কথা হ'ত হয় নাচ গান আর্ট সম্বন্ধে, না হয় ভালেরের সম্বন্ধে। আর সারার সঙ্গে তার

কথাবার্তা হ'ত, হয় গৃহস্থালী সম্বন্ধে, না হয় লিলির সম্বন্ধে। ফলে আমি ও সারা দুইজনেই জুলিয়াকে লক্ষ্য করলাম বলতে গেলে প্রথম।"

সন্ধ্যা বলল: "প্রথম কেন?"

—"বলি নি—জুলিয়ার রূপ গুণ বুদ্ধি যতই থাকুক না কেন, ভালেরের অসামান্যতা তাকে একটু ম্লান ক'রে রাখতই? হয়তো সেইজন্যেই সে ভালেরের জীবদ্দশায় নিজেকে খুঁজে পায়নি। অসামান্য প্রতিভাকে ভালোবাসার একটু অসুবিধেও আছে তো।"

আনা জিজ্ঞাসা করল: "ঠিক কী অসুবিধে বলতে চাইছেন?"

—"আওতা। জুলিয়া ভালেরের দিকে চেয়ে থাকত—যেমন সূর্যমুখী থাকে সূর্যের দিকে চেয়ে। ভালের তাকে অনেক সময়ে বলত অবশ্য একটু কম অনুগত হ'তে—কিন্তু তার পাশে আনুগত্য আমাদেরই স্বাভাবিক মনে হ'ত—প্রেমমুগ্ধা জুলিয়া তো জুলিয়া। তা ছাড়া ভালেরের ছায়ার মধ্যে তার নারীত্বের নানা পাপড়ি, স্তবক বিনম্র হ'য়ে থাকতেই যেন ভালোবাসত, বাইরের আলোয় স্বাধীনভাবে ফুটবার উচ্চাশা দেখা দেবে কেমন ক'রে বলো?"

সন্ধ্যা বলল: "আপনার কথা যদি সত্যি হয় তা হ'লে কি দাঁড়ায় না যে, ভালেরের সংস্পর্শে এসে জুলিয়ার মোটের ওপর ক্ষতি বৈ লাভ হয়নি? কারণ ভালের যত বড়ই হোক না কেন—তার আওতায় যদি কোনো নারীর নারীত্ব বা স্বাতন্ত্র্যটুকু যায় শুকিয়ে—"

—"আহা—হা—শুকিয়ে গিয়েছিল কে বলছে? শেষ পর্যন্ত শোনোই আগে। তা হ'লে বুঝবে জুলিয়ার মধ্যে নারীত্বের যে-বিকাশ, যে-পূর্ণতা হয়েছিল—সে-পূর্ণতা লাভ করা তার পক্ষে অসম্ভব হ'ত যদি না ভালের তার জীবন-পথে উদয় হ'ত। প্রেমের আত্মদানের মুহূর্তগুলি বাইরে থেকেই দেখতে স্তব্ধ। আসলে তো তা নয়। আসলে যে ঐ মাহেন্দ্র

লগ্নেই নারীর সুপ্ত নারীত্বের জড়িমা কেটে ভিতরে ভিতরে সে দলের-পর-দল মেলতে থাকে। ভালেরের কিরণে তার নারীত্বের বা স্বাতন্ত্র্যের এ-রকম অনেকগুলি কুঁড়িই ভিতরে ভিতরে অঙ্কুরিত হয়েছিল। কিংবা এ-ভাবেও বলতে পারো যে, ভালেরের জীবদ্দশায় তার অঙ্কুরগুলিতে তাপের ছোঁয়াচ লাগছিল, তার মৃত্যুর পরে ফলল ফসল। এ-রকম ভাবে বললে হয়তো তুমি তুষ্ট হবে সন্ধ্যা, কি বলো?"

সন্ধ্যা খুশি হ'য়ে হেসে বলল: "তুষ্ট না রুষ্ট—সেটা নির্ভর করে যা বলছেন সেটা তুষ্ট করতে চেয়ে কি না। তাই ও-মাথাব্যথা থাক—ব'লে চলুন আপনি।"

আনা বলল: "কিন্তু আগে বলুন—জুলিয়ার মধ্যে নারীত্বের বিকাশ ভালেরের জীবদ্দশায় হয়নি কেন?"

স্বপন বলল: "না, থিওরি নিয়ে কী হবে? বরং বলুন তার পরিবর্তন হ'ল কী ভাবে ও দাঁড়াল কেমন।"

বৃদ্ধ চিন্তাবিষ্ট সুরে বললেন: "মানুষের সবচেয়ে তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হয়—দুঃখ পেলে। ভালেরের মৃত্যুর পরে জুলিয়া পেয়েছিল শুধু দুঃখ নয়—আঘাতও নানা দিক থেকে। কাজেই সে বদলে গিয়েছিল খুবই—কেন না এই সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে তাকে দাঁড়াতে হয়েছিল নিজের পায়ে ভর ক'রে—মানে, ডাক দিতে হয়েছিল তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সহায়কে। ফলে এ পাঁচবৎসরে তার হাসির মধ্যে ফুটে উঠেছিল স্তব্ধতা কথার মধ্যে—প্রশান্তি, গতিভঙ্গির মধ্যে আত্মপ্রত্যয়। ভালেরের পাশে তাকে মনে হ'ত এটা ঝরণার কাকলি, প্রবাহিণীর নৃত্য. অথচ লতার মতন কাউকে অবলম্বন করেই সার্থক হ'তে যায় যেন। কিন্তু শুধু বাইরের দিকেই নয়—ভিতর দিকেও তাকে যেন ঢেলে সাজানো হয়েছিল: শুধু যে বুদ্ধির ধৈর্য ও চিন্তার শান্তি এসে তার হাজারো অপূর্ণতাকে পূর্ণ ক'রে

দিয়েছিল তাই নয়—বিশ্বাসে সে হ'য়ে উঠেছিল নিটোল—দরদে কোমল, জিজ্ঞাসায় সহিষ্ণু ও সবার উপর—জীবনের নানা অসঙ্গতি সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন।"

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "কিন্তু সব চেয়ে মনোহর করে তুলেছিল তাকে ভালেরের বিরহ। সর্বদাই যে সে ভালেরের স্মৃতি-চারণে মগ্ন থাকত বলব না—কোন প্রেমই অনন্তকাল ধরে শোক করতে পারে না—তবে ভালেরের স্মৃতি যে তার নিভৃত হৃদয়কে একটা গভীর স্নিগ্ধতায় ভ'রে রাখত—এ-কথা বললে আশা করি তুমি খুসি হবে সন্ধ্যা ?"

আনা বলল: "কাবারে-জীবন জুলিয়ার কেমন লাগছিল।"

বৃদ্ধ বললেন: "মন্দ না। তাকে দেখলে অবশ্য মনে হ'ত কিসের একটা আবছা বুভুক্ষাকে যেন সে লালন করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার নর্তকী-জীবনের পরিমণ্ডলের মধ্যে সে নিজেকে যেন অনেকটা খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। তার একটা মস্ত কারণ ছিল এই যে, তার নাচ গানে ও কাবারের নানা উদ্ভাবন পরিকল্পনায় সে শুধু প্রশংসা না, সৃষ্টি করার কিছু তৃপ্তিও পেত। তার ওপর লিলি ছিল, আমরা ছিলাম ও আমাদের গৃহ ছিল তার জন্যে খোলা। এ-সবে ভালেরের অভাব না মিটালেও একটা নীড় মতন সে পেয়েছিল বৈকি লিলিকে উপলক্ষ্য ক'রে।"

সন্ধ্যা বলল: "লিলিকে উপলক্ষ্য ক'রে—মানে ?"

বৃদ্ধ বললেন: "তার জন্যেই তো ও যখন তখন আমাদের বাসায় আসত, এমন কি অসময়েও এসে প'ড়ে করত উপদ্রব, না ব'লে-ক'য়েই ব'সে যেত আমাদের সঙ্গে অনিমন্ত্রিত হ'য়েই খেতে, করত লিলির সঙ্গে কত খেলা—কখনো বা রাত্রেও থেকে যেত লিলির ছোট্ট ঘরে। কিন্তু যাক সে-সব খুটিনাটির অধ্যায়। মোটের ওপর জেনে রাখো যে একটা গৃহ গ'ড়ে উঠেছিল আমাদের তিনজন বয়স্ক, একটি শিশু ও একটি

প্রকাণ্ড টেরিয়ার কুকুরকে নিয়ে। গৃহ যাকে বলে—সে বোহেমিয়ান ক্লাবের নামগন্ধও আর ছিল না। শিল্পীর ডেরার সে 'ভালেরীয়' অগোছালো ভাবও গিয়েছিল উবে। খ্যাতি, অর্থাগম, অভিজ্ঞতা, নানা প্রবীণ শুভার্থী ও রাশভারি বন্ধুবান্ধব—সব জড়িয়ে একটা সম্পত্তিপন্ন মধ্যবিত্তের —বুর্জোয়ার —সুশৃঙ্খল ঘরকন্না। তার মধ্যে আগেকার সে নিত্যনূতন হল্লা, আড্ডা, তর্কাতর্কির রস ছিল না, কিন্তু একটা একটানা আরাম ও স্নিগ্ধতার অভাব ছিল না। ঠিক এই সময়েই আমাদের ড্রামার সূত্রপাত।" ব'লে একটু থেমে বললেন: "কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এ ড্রামাকে কথায় ফুটিয়ে তোলা—বিশেষ ক'রে মুখের কথায়।"

আনা বলল: "মুস্কিল কেন?

মসিয়ে বেনার বললেন: "কি জানো আনা? জীবনে যা অসংখ্য ছোটবড় ঘটনা ও নিত্যনূতন আকস্মিকতার মধ্যে দিয়ে তিলে তিলে পলে পলে গ'ড়ে ওঠে—ঘণ্টাখানেকের কথাচিত্রে তাকে ফুটিয়ে তোলা বড় কঠিন। আর আমি তো কথাশিল্পীও নই যে—"

স্বপন বলল: "ভনিতা রেখে গল্পটাই বলুন। আপনি যে বাক্‌চাতুর্যে ফরাসী নামের কলঙ্ক নন তা আপনি বেশ ভাল ক'রেই জানেন।"

মসিয়ে বেনার একটু হেসে বললেন: "তোমরা ভাবছ আমি নম্রতা করছি? সত্যি না। জীবনে এমন ঘটনা কি দেখনি যা ঘটে অতি সহজে, অথচ কেমন ক'রে ঘটল ব'লে বোঝানো দায়? কিন্তু তবু বলি যেমন ক'রে পারি, উপায় কি?"

ব'লে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ধূমপানে মনোনিবেশ করলেন। পরে বললেন: "তোমাদের বলেছি মনে আছে বোধ হয় যে, ভালেরের মৃত্যুর পর থেকে জুলিয়ার প্রতি সারার সে-আগেকার বিমুখতা প্রায় উবে গিয়েছিল। কারণ এ-ধরণের বিমুখতা 'সম্পূর্ণ' উবে কখনই যায় না—কেবল অবস্থা বিশেষে কমে বাড়ে মাত্র।"

সন্ধ্যা বলল : "কেন ?"

—"কারণ, ঐ যে বলছিলাম না, সব রকম বিমুখতাকে জয় করা যায়, যায় না কেবল বর্ণগত বংশগত বিমুখতাকে যাকে বলে জাতপনা বা 'কাস্‌ট্‌' ।"

—"কিন্তু য়ুরোপে তো ঠিক এ-ধরণের 'জাতপনা' নেই, শুনি ?"

মসিয়ে বেনার ব্যঙ্গ হেসে বললেন : "ও-কথা তোমাদের বুঝিয়েছে কে ? তোমাদের গুরু ইংরেজ তো !"

—"মানে, এখানেও জাত-টাত আছে বলতে চাচ্ছেন ?"

—"না থেকে পারে ? ভেদজ্ঞান যে মানুষের মনের পরতে পরতে গাঁথা সন্ধ্যা ! তোমাদের জাতিভেদের সঙ্গে আমাদের সত্যিকার তফাৎ যদি কিছু থাকে সেটা বাহ্য নিয়ে, ভিতরটা নিয়ে না। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি খাওয়া-ছোঁয়ার মধ্যে দিয়ে নিজেকে জানান দেয় না—একটু সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে এইমাত্র। তাই ব'লে আমাদের মধ্যে জাতিভেদই নেই ? বাপ্‌ রে ! কোন্‌দিন শুনব আমাদের দেশে গতানুগতিকতাও নেই !"

স্বপন বলল : "এ-জাতিভেদের ফল কী ধরণের হ'ল বলছিলেন ?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "বলতে যাচ্ছিলাম যে, জুলিয়া নাচে গায় তার এ-অপরাধও হয়তো সারা ক্ষমা করতে পারত যদি তার জন্মটা ঠিক মতন হ'ত।"

আনা বলল : "মানে ?"

বৃদ্ধ বললেন : "অর্থাৎ জুলিয়ার বাবা ছিলেন petit bourgeois —যাদের স্থান মধ্যবিত্তের একটু নিচে এ-কথা সারা তার জীবনের শেষ দিন অবধিও বোধ হয় ভুলতে পারিনি। সে বুঝত অবশ্য যে এ-বিমুখতাটা কুশ্রী, কাজেই সাধ্যমত একে খুব ঢেকেঢুকেই চলত। কিন্তু তবু

তার নানান্ ছোটখাট কথায় আকারে-ইঙ্গিতে অতর্কিতে বেরিয়ে পড়তই যে, জুলিয়া যে এত সহজে কাবারের নর্তকী হ'তে পারল সেও মূলতঃ ঐ বংশকৌলীন্যেরই অভাবে।"

স্বপন সন্দিগ্ধ সুরে বলল: "সত্যিই কি বংশকৌলীন্য বলতে সারা কুলগৌরব বুঝত বলতে চান ?"

বৃদ্ধ বললেন: "ভাবতে প্রথমে যে আমারও একটু বাধেনি, বলি না। কিন্তু তার কারণ সে সময়ে সংসারটাকে তত কাছ থেকে দেখিনি। পরে দেখেছি যে মানুষের-প্রতি-মানুষের বিমুখতার মূল খুব বেশির ভাগ সময়েই লুকিয়ে থাকে এই জাতিগত অভিমানের অবচেতন লোকে।"

আনা বলল: "অবচেতন কেন ?"

বৃদ্ধ বললেন: "চেতন মনে মনে এ-স্বীকৃতি সহজে ঠাঁই পায় না ব'লে। ধরো না কেন, জুলিয়া যে ভালো না বেসেও একসময়ে আলন্‌জোকে তার দেহ দান করেছিল এজন্যেও সারা দায়ী করত প্রধানত তার ঐ বংশ-কৌলীন্যের অভাবকে, যদিও এ-কথা সে মুখে স্বীকার করত না।"

স্বপন বলল: "তা হ'লে ভালেরের উদার মতামত তার মনের ওপর তেমন কোনো গভীর ছাপ ফেলতে পারেনি বলুন ?"

বৃদ্ধ বললেন: "বলেছিলাম না, এ হ'ল খানিকটা অবচেতনের রাজ্য ? ভালেরের কিরণ চুঁইয়ে চুঁইয়ে সে-রাজ্যে পৌঁছবার যথেষ্ট সময়ই যে পায়নি। তা ছাড়া য়ুরোপীয় বুর্জোয়াদের মনটির সবিশেষ পরিচয় তো পাওনি মনামি। অপরকে তারা অম্লানবদনে বিচার করে যে কতরকম সূক্ষ্ম জাতিভেদের কলঙ্ক চাপিয়ে!" ব'লে ঈষৎ ব্যঙ্গের সুর ধরলেন: "তাই তো যখন শুনি তোমাদের জাতিভেদের জন্যে কেউ তোমাদের দুষে হাঁকে—এ-বিষয়ে য়ুরোপের মানুষ এত উদার—তখন আমি মনে মনে হো-হো ক'রেই হাসি। কারণ এ-কদাচার বা ছোঁওয়া-ছুঁয়িতে কতটুকু

যায় আসে বলো দেখি—যদি ভিতরে থাকে উঁচুর অবজ্ঞা নিচুর প্রতি ও নিচুর সমীহ উঁচুর প্রতি ?"

আনা বলল: "জুলিয়াও বুঝি সারাকে এম্‌নি ধরণের সমীহ করত—?"

বৃদ্ধ বললেন: "হাঁ। আর যখন সংসারের হালচাল বিশেষ বুঝতাম না, তখন, এতে আমার সত্যিই আশ্চর্য লাগত। কেননা সারার চেয়ে সে নানাদিকেই ছিল শ্রেষ্ঠ: রূপে, গুণে, হাব ভাবে, বুদ্ধির লাবণ্যে—এক কথায় তার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণী শক্তিতে। কিন্তু তবু মনে মনে তার ছিল একটা অনপনেয় ঈষৎ ত্রস্ত সম্ভ্রমের ভাব সারার প্রতি—যাকে ভয় বললেও হয়ত খুব বেশি ভুল হবে না।"

সন্ধ্যা বলল: "ভয় ?"

ক্রিং-ক্রিং-ক্রি—

ঘরের মধ্যে টেলিফোন বেজে ওঠে।

টেলিফোন

স্বপন তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ধরল।

—"কে ?"

—"মসিয়ে বেনার আছেন ?"

—"আছেন। আপনি কে ?"

—"তাঁকে বলবেন তাঁর চীন বন্ধু—"

—"চাং ?"

—"কে ? স্বপন ?"

—"ধরেছ।"

—"ভালই হয়েছে। আমি ইসাবেলা।"

—"মনে হচ্ছিল বটে স্বর শুনে। এত মিষ্ট কণ্ঠ নইলে—"

—"তামাশা রাখো।"

—"তামাশা?—"

—"শোনো দুষ্টুমি রেখে। দয়া ক'রে মসিয়ে বেনারকে এখুনি বলো—"

—"তাঁকে ডেকে দেব?—এই ঘরেই আছেন।"

মসিয়ে বেনার উঠে গেলেন।

—"ইসা"

*

"কবে?"

*

"রিজার্ভ হয়ে গেছে?"

*

"কখন ছাড়বে?"

*

"তরশু?"

*

"চাং পারবে তো?"

*

"ডাক্তারকে ধন্যবাদ। আনন্দের সংবাদ বৈকি!"

*

"কাল ভোরেই রওনা হব তা হ'লে। কী বলো?"

"হাঁ। দুটো প্রথম শ্রেণীর বার্থ—আমার ও আনার এক ঘরেই। কিন্তু একটি ছোট শিশুও।"

*

"খরচের জন্যে আটকাবে না। দরকার হ'লে একটা নার্স ও নিয়ে যেতে পারব।"

*

"বহু ধন্যবাদ শেরি।"

*

"নিশ্চয়। আমারই নামে। আমাদের কেবিনটা তোমাদের কাছে হ'লেই ভালো হয়।"

*

"হ'য়ে গেছে ? ধন্যি মেয়ে তুমি শেরি। এর মধ্যে এমন ত্বরিৎকর্মা হ'লে কী ক'রে ?"

জুলিয়া ও সারা

স্বপন জোর ক'রে হেসে জিজ্ঞাসা করল : "কী ? আমেরিকা ?"

বৃদ্ধ বললেন : "হাঁ। ওরা চারটে বার্থ রিজার্ভ করেছে। আজ কালই এখান থেকে পাড়ি দিতে হবে।

খানিকক্ষণ কেউই কথা কয় না। শেষে সন্ধ্যা ক্ষুব্ধ সুরে বলল : "কালই রওনা হ'তে কিছুতেই দেব না !"

বৃদ্ধ কোমলকণ্ঠে বললেন : "করি কী শেরি ? শুনলে তো তরশুই

জাহাজ ছাড়ছে। তাই কাল সন্ধ্যে অবধিও তর সইবে না, ভোরের গাড়িতেই দিতে হবে পাড়ি।"

আনা শুকমুখে জিজ্ঞাসা করল: "কোথেকে ছাড়ছে?

বৃদ্ধ অন্যমনস্ক ছিলেন, এ-কথাটা কানেই যায়নি। একটু পরে সন্ধ্যার দিকে ফিরে বললেন: "কাজেই গল্পটা শেষ ক'রে নিতেই হ'ল আরও তাড়াতাড়ি।"

সন্ধ্যা রাগ ক'রে বলল: "সে হবে না। এত তাড়া কী! না হয় দুটো দিন দেরিই হ'ত।"

মসিয়ে বেনার তার হাতের 'পরে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন: "বোঝো তো সবই সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যা তাঁর চোখের পানে চেয়েই চোখ নামিয়ে নেয়। স্বপন মুখ নিচু ক'রে থাকা সত্ত্বেও অতর্কিতে চোখ তুলতেই আনার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়। সন্ধ্যার চোখে প'ড়ে যায়।

বৃদ্ধ কণ্ঠে প্রফুল্ল সুর টেনে এনে বললেন: "কি বলছিলাম যেন?—ঐ দেখ—সব গেছি ভুলে!"

সন্ধ্যা বলল: "সারা ও জুলিয়ার মধ্যে অকথিত বিমুখতা।"

বৃদ্ধ বললেন: "বিমুখতা বললে একটু ভুল বলা হবে কিন্তু। দরদের অভাব বলাই বেশি সঙ্গত। আর তার মূল কারণ ছিল ঐ সারার কুলগৌরব ও তারই প্রতিক্রিয়ায় জুলিয়ার নিরুদ্ধ ক্ষোভ। এই ক্ষোভ-বশেই সে যেন আরও জোর ক'রেই আমার কাছে বলত যে, গৃহজীবন স্রষ্টা মেয়েদের জন্যে নয়। বলত: শিল্পীর সার্থকতা নীড়-বাঁধায় নয়, রূপকারের বৈকুণ্ঠ হ'ল মানুষের আনন্দলোক—এই রকম আরও কত

কথাই যে!—আর এ-সব যে তার কাছে কথার কথা ছিল না, এ-সবের পিছনে যে তার উপলব্ধির, প্রত্যয়ের সায় ছিল তা-ও উঠত প্রত্যক্ষ হ'য়ে। অথচ গোপন মনের কোণে সারার সম্বন্ধে কী যে একটা কাঁটা তাকে অনুক্ষণই বিঁধত—ঐ যাকে বলছিলাম শ্রেষ্ঠের প্রতি হীনের আক্রোশ—যে-আক্রোশের জন্যেই হ'ত তার নিজের 'পরে ধিক্কার ও ফলে এ-আক্রোশও উঠত আরও দুরপনেয় হ'য়ে। যেখানে কারো প্রতি কোনো শ্রীহীন বিতৃষ্ণা জাগে, সেখানে সে বিতৃষ্ণার কুশ্রীতার জন্যেই আবার বিতৃষ্ণা ওঠে বেড়ে, আর দায়ী করে মানুষ নিজেকে না—উপলক্ষ্যকে।"

খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে শুধু টিক টিক টিক···স্বপন প্রথম শান্তিভঙ্গ করল: "কি জানি কেন, য়ুরোপের জাতিভেদ সম্বন্ধে কথাটাকে এদিক দিয়ে এমন ক'রে ভেবে দেখিনি কখনো, ধন্যবাদ মসিয়ে।"

সন্ধ্যা সায় দিল: "বিশেষ ক'রে এতে আমাদের জাতিভেদের কলঙ্কের বোঝাও একটু লাঘব হ'ল ব'লে।"

মসিয়ে বেনার প্রীত সুরে বললেন: "সারা ও জুলিয়ার মধ্যে সূক্ষ্ম অন্তর্দাহের একটা মস্ত প্রতিষ্ঠা যে এই জাতিভেদের ওপরে ছিল—এ-কথাটা এত বেশি ক'রে বললাম শুধু তোমাদের দুজনেরই জন্যে। যদি শুধু আনাকে বলতে হ'ত তবে এত টীকাটিপ্পনির প্রয়োজন হ'ত না—কেননা এর মূলে আছে যে-স্ববারি তার সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ পরিচয় আছে।"

ব'লে একটু থেমে স্বপনের দিকে চেয়ে বললেন: "তাই তো আমি অলাবিক্ষু সাম্যবাদী একাকার-পন্থীদের কথায় না হেসে থাকতে পারি না হে। আরে—এ কি মুখের কথা নাকি যে, সব ভেঙেচুরে দাও সমান ক'রে কলাবাজার বাইবুলের পোষা আলোর মতন আঁধারে সূর্য দেখা দেবে? বৈষম্যের যে একটা মস্ত সত্যভিত্তি রয়েছে তুমি-আমি

সেটাকে নেই বললেই সে শুনবে? বা রে বা! হীনকে মাথা নিচু করতে বাধ্য করার দিকে যে স্বয়ং প্রকৃতিদেবীরই ইসারা রয়েছে হে। নইলে মাথা যার স্বভাবতঃই সোজা তাকে নিচু করতে পারে কেউ?"

সন্ধ্যা বলল: "একটা কথা: সারার সঙ্গে জুলিয়ার এজন্যে মন-কষাকষি হ'ত নাকি প্রায়ই?"

—"বাইরে না। মুখে তাদের মধ্যে একটা সখীত্ব ছিল, পরস্পরের প্রতি একটা মৃদু সহানুভূতিও—এমন কি প্রত্যেকে অপরকে তার কয়েকটা বিশেষ বিশেষ গুণের জন্যে শ্রদ্ধাও করত—সত্যিই। কিন্তু তবু ঐ যে বলছিলাম: একটা অতি সূক্ষ্ম আক্রোশও ছিল সেই সঙ্গে এড়িয়ে—আবছা-আলোর-সঙ্গী ছায়ার মতন। ভাবটা: কেন ওরা বাধ্য হচ্ছে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে, বুঝলে না?"

সন্ধ্যা বলল: "বুঝেছি। কেবল—মাফ করবেন মসিয়ে—সত্যিই কি এ-ধরণের রেষারেষি ঘটত?"

বৃদ্ধ সূক্ষ্ম ভ্রূভঙ্গে বললেন: "নইলে কি আমি বলছি এ-সব বানিয়ে?"

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে নিল: "আমার জিজ্ঞাস্য ছিল—অর্থাৎ ওদের বাইরের ব্যবহার থেকে কি এটা ধরা পড়ত? না, এর মধ্যে আপনার মনস্তাত্ত্বিক অনুমানও আছে মিশে?"

বৃদ্ধ বললেন: "না। প্রমাণের অভাব নেই আমার এ-কথার—যদিও ঠিক এ-সময়ে ওদের বাইরের ব্যবহারের মধ্যে মেঘলা ছায়া নামেনি। কারণ এ-সময়ে ওদের পনের আনা কথাবার্তা হ'ত প্রধানত লিলিকে নিয়ে: অর্থাৎ কী ক'রে ওর শিক্ষা ভালো হবে, স্বাস্থ্য অটুট থাকবে, নাচ-গান শেখার সুবিধে হবে—এইসব আর কি—যদিও এখানেও একটা মজা ছিল।"

সন্ধ্যা বলল: "কি?

বৃদ্ধ বললেন : "লিলিকে নিয়ে আলোচনায় উৎসাহ কারুর কম না হ'লেও এ-কথাবার্তায় সারা যতটা তৃপ্তি পেত জুলিয়া ততটা পেত না— লিলি তার নিজের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও।"

সন্ধ্যা বলল : "তবে যে বললেন লিলিকে সে ভালোবাসত?"

—"ভালো তো বাসতই। খুবই ভালোবাসত। কিন্তু কি জানো? জাতিভেদের ফলে ঘটে যে-প্রকৃতিভেদ তারই কথা এসে পড়ে যে আবার। জুলিয়ার সঙ্গে সারার প্রকৃতির একটা মস্ত প্রভেদ ছিল। সারা ছিল মনে প্রাণে সেই প্রকৃতির মেয়ে যে বাইরে হ'য়ে পড়েই খানিকটা পথহারার মতন। জুলিয়া ঠিক উল্‌টো—মানে, সেই শ্রেণীর নারী যারা গৃহের মধ্যে কখনো পূর্ণ সার্থকতা পেতে পারে না, সমাজের উদারতার প্রাঙ্গণেই চায় ঘর বাঁধতে। ঘরকে তারা ভালোবাসে না, এমন কথা বলি না— কিন্তু বাইরেকেও ভালোবাসে—বাইরেকেও তাদের নারী-লাবণ্যের সুবাস খানিকটা বিলোতে না পারলে ব্যর্থতা বোধ করে। মনে আছে ভালেরও বলত যে, সারাকে দেখে তার মনে হ'ত ইতালীর 'মাদনা'র কথা জুলিয়াকে দেখে— গ্রীকদের সৈরিণীদের কথা—হেটা-এরা।"

ব'লে একটু থেমে পুনরায় বলতে লাগলেন : "কাজেই তাদের স্নেহ-বন্ধনটা একটু একটু ক'রে ক্রমশঃ—হ'য়ে এল আলগা। ফল হ'ল— যা হবার : জুলিয়ার সারার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা যে-পরিমাণে ফিকে হ'য়ে এল আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে এল ঠিক সেই অনুপাতেই গাঢ়।"

সন্ধ্যা বলল : "আর সারার প্রতি আপনার মনোভাব?"

মসিয়ে বেনার একটু চুপ ক'রে রইলেন, পরে বললেন : "জানি তুমি আমাকে দিয়ে কী বলিয়ে নিতে চাইছ। কিন্তু দাম্পত্য প্রেম তো শুধু একটা ফাঁকা ভাববিলাসিতার রঙিন বেলুন নয় যে দেখতে দেখতে আকাশ থেকে ঢলে পড়বে ধুলোবালিতে। অবশ্য একথা বলি না যে তার আমার

সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম যৌবনের নেশায় সে-আবেশ বা সে-হারাই-হারাই ভাব একটুও ফিকে হয় নি। কিন্তু অন্য দিকে আবার এ-বনি১ বন্ধন নানাভাবেই আরো বিচিত্র হ'য়ে উঠেছিল বৈকি। একসঙ্গে অনেক সুখ দুঃখের মধ্যে দিয়ে নানান্ মেলামেশা, হাসিকান্না, আপদ-বিপদ, ঝড়-ঝাপটের মধ্যে দিয়ে হাত-ধরাধরি ক'রে চলা, নিত্য নূতন রূপে পরস্পরের পরিচয় পাওয়া, একের জন্যে অপরকে ছোট-বড় অনেক প্রাত্যহিক স্বার্থ ছাড়তে বাধ্য হ'য়ে পরিশুদ্ধি লাভ করা—এক কথায় প্রতি পদক্ষেপে নিজের চারধারে অহমিকার বেড়া-জালকে ছিন্ন করতে শেখা—এর ফলে উভয়ের মধ্যে যে-নিকট-পরিচয়টি গ'ড়ে ওঠে তাতে উন্মাদনা অজস্র না থাকলেও তার মূল্য কমে না। বরং হৃদয় ঢের বেশি সার্থকতা পায়—সত্যিই পায়।"

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন:

"অবশ্য সারার প্রতি প্রেম আমার মন্দা হ'য়ে আসতে পারত—যদি সে হ'ত হীন-চরিত্র বা স্বার্থপর, কিম্বা যদি সে আগেকার মতন আমাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকত। কিন্তু ভালেরের সংস্পর্শে আসার ফলে যে-কোনো মেয়ের মধ্যেই নারীত্বকে ছাপিয়ে মনুষ্যত্ব খানিকটা ফুটে উঠতে বাধ্য,—বিশেষ ক'রে সারার মতন গ্রহণশীল মেয়ের মধ্যে—যে স্বভাবতই বরণীয়কে গ্রহণ করত স্নেহে, শ্রদ্ধায়, সেবায়। শুধু তাই নয়,—মাতৃস্নেহ, গৃহকর্ম-নৈপুণ্য, সংসারে নানা ছোটখাট বিষয়ে পরের জন্যে নিজের সুবিধা ছাড়া, সংযম, নিষ্ঠা—এ-সবে জুলিয়া তার কাছে দাঁড়াতেই পারত না। কাজেই রোমান্সের ঝিকিমিকি একটু নিষ্প্রভ হ'য়ে এলেও তার প্রতি আমার মনের শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভালোবাসা শিথিল হয়নি মোটেই"—ব'লে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন:

"কিন্তু তবু এম্‌নিই আমাদের প্রকৃতি সন্ধ্যা—বিশেষ ক'রে আমাদের

মতন অসংযমী শিল্পী-প্রকৃতির মানুষের—যে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই চায় সে অভিনবত্ব, খোঁজে বৈচিত্র্য—নিত্য নতুন রসে মেতে উঠতে। ফলে আমি ধীরে ধীরে খানিকটা অজান্তে, খানিকটা জেনেশুনে, জুলিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হ'তে লাগলাম—জুলিয়াও আমার সঙ্গের জন্যে একটু একটু ক'রে বেশ স্পষ্ট ঔৎসুক্য দেখাতে আরম্ভ করল।

"ফল যে কী হ'ল তা হয়তো তোমরা খানিকটা কল্পনা ক'রে নিতে পারবে: সারার বেদনা সত্ত্বেও আমি জুলিয়ার সাহচর্যে বেশি-বেশি সময় কাটাতে বাধ্য হলাম। এর দরুণ সময়ে-সময়ে যে একটু-আধটু উত্তাপের বা স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হ'ত না তা বলতে পারি না—কিন্তু ঐ পর্যন্ত, স্ফুলিঙ্গের বেশি না। স্ফুলিঙ্গ শিখায় পরিণত হ'ত হয়তো—যদি সারা ঠিক সেই আগেকার ক্যাথলিক সারাই থাকত। কিন্তু বলেছি: কালপাতে তারও পরিবর্তন তো কম হয়নি। ভালেরের একটা কথা তার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল: যে, মানুষের মনুষ্যত্বের সব চেয়ে পরাভব ঘটে তখন—যখন সে রাখতে না পেরেও চায় আগলাতে। এ-কথা ভেবে সে প্রতি অন্তর্দাহের ক্ষেত্রেই নিজেকে রাখত ঠেকিয়ে—বিসদৃশ কিছুই ঘটতে দিত না।

"কিন্তু বাইরে বেশি কিছু না ঘটলেই তো আর অন্তর্বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। বরং বাইরে খোলাপথ একটুও না পেয়ে তাপটা অন্তরে জমতে জমতে হ'য়ে ওঠে দুঃসহ। সারার ক্ষেত্রেও হ'ল তাই। জুলিয়াকে বা আমাকে মুখে কিছু বলতে-না পারার দরুণ ওর ভিতরে সুরু হ'ল দাহ। অর্থাৎ যাকে তোমরা বলো ঈর্ষা—তার কালো মেঘ ঘনিয়ে এল ওর মনের সমস্ত আকাশ ছেয়ে।"

স্বপন বলল: "আর জুলিয়া?"

—"জুলিয়া একেবারে চুপ ক'রে রইল—যেন এ-সব তার মনে উদয়ই

হয়নি। অর্থাৎ সারার বিমুখতার আঁচ তার গায়ে লাগলেও সে যেন সঙ্কল্প করেছিল—অস্বীকার ক'রেই তাকে আমল দেবে না।"

সন্ধ্যা বলল: "কিন্তু আমল দেব না সঙ্কল্প করলেই কি তাতে সফল হওয়া যায় মসিয়ে?"

মসিয়ে বেনার তার দিকে স্থির নেত্রে চেয়ে রইলেন। সন্ধ্যা মুখ নিচু করল।

বৃদ্ধ ওর একটি চূর্ণালক সরিয়ে দিয়ে চিন্তাবিষ্ট সুরে বললেন: "যায় না—এ-কথা কে না জানে শেরি? কিন্তু তবু মানুষ চেষ্টা করে তো। আমরাও করতাম—বিশেষ ক'রে যা কুশ্রী তাকে দূরে রাখতে।"

সন্ধ্যা চুপ ক'রে রইল।

স্বপন জিজ্ঞাসা করল: "দূরে রাখতেন কী উপায়ে একটু বলবেন?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "অভাবনীয় কোনো উপায়ে নয় অবিশ্যি। ভেবেচিন্তে চ'লে, ঠেকে শিখে, যেটুকু পাচ্ছি তার জন্যে যতটা পারা যায় আত্মগ্লানি এড়িয়ে। তাই সারার প্রসঙ্গ আমরা দুজনেই চাইতাম খানিকটা এড়িয়ে যেতে।"

স্বপন বলল: "চাইতেন শুধু—না, পারতেনও?—"

বৃদ্ধ বললেন: "সব সময়েই কি আর পারতাম?"

আনা বলল: "যখন পারতেন না তখন করতেন কি?"

—"তখন দুজনে মিলেই সুরু করতাম সারার গুণগান।" ব'লে একটু থেমে পাইপটা ফের ধরিয়ে মসিয়ে বেনার ব'লে চললেন: "কিন্তু আমি এ-সূত্রে একটা জিনিষ প্রায়ই লক্ষ্য করতাম যার জন্যে আমার মনের মধ্যে কোথায় নিরন্তরই খচ খচ করত। সেটা হচ্ছে এই যে, সারার কাছে আমি নিজের যে-মূর্তি প্রকট করতাম তা ছাড়া যে আমার অন্য একটা মূর্তিও আছে সেটা স্বীকার করতাম না। এক কথায়, করতাম

মিথ্যাচরণ। ঠিক তেমনিই জুলিয়ার কাছে আমার যে-মূর্তি মেলে ধরতাম তাকে প্রকারান্তে বোঝাতাম যে, সে-ই আমার সত্যতম মূর্তি।"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করল: "আর দু'জনেই বিশ্বাস করত?

মসিয়ে বেনার বললেন: "সে-ও এক বিচিত্র যোগাযোগ। আমার মনের এক অবস্থায় সারা হয়তো বিশ্বাস করত ও ক'রে ভাবত জুলিয়ার ওপর সে হ'ল জয়ী—কিন্তু অন্য এক অবস্থায়—যখন আমার মন অন্য সুরে বাঁধা থাকত তখন—পড়ত মুহ্যমান হ'য়ে, কেননা সংসারে যে-সম্বন্ধের মধ্যে কামনা সব চেয়ে উগ্র অথচ সব চেয়ে অস্ফুট সেখানেই আশাভঙ্গ সব চেয়ে বেশি জোগায় অভিমানের ইন্ধন। এ-হেন আদান-প্রদানে যা চাই তা না পেলে 'দাও' বলার মতন বিড়ম্বনা আর কী আছে বলো?"

স্বপন বলল: "আর জুলিয়া?"

বৃদ্ধ বললেন: "জুলিয়া হারলে অত মুহ্যমান হ'ত না—যদিও জিৎলে খুবই উজিয়ে উঠত—মানে, যখন আমার জুলিয়ামুখী মুডে আমাকে সে সারার চেয়ে বেশি কাছে পেত।"

সন্ধ্যা বলল: "মুহ্যমান সে হ'ত না কেন?"

বৃদ্ধ বললেন: "তার সমাজ-স্বীকৃত কোনো দাবিই ছিল না যে, কাজেই না পেলে ক্ষোভ সত্ত্বেও সারার মতন ব্যথায় নুয়ে পড়বে সে কী ক'রে? কিন্তু অপর পক্ষে সারার কাছ থেকে আমাকে নানা সূত্রে নিজের বেশি কাছে টেনে আনতে পারলে তার মধ্যেও খানিকটা যেন—কি বলব?—শোধবোধের ভাব উঠত ফুটে। কেমন জানো?" ব'লে স্বপনের দিকে তাকিয়ে বললেন: "এ-টানাহেঁচড়ায় একটা জিনিষ আমি প্রায়ই লক্ষ্য করতাম: দু'জনার প্রত্যেকেই চাইত যেন এমন একটা অন্তরঙ্গতার আশ্রয় পেতে—যেখানে অপরের ছায়াও না আসে। তাই প্রত্যেকে অনেক সময়ে খুব সামান্য কথাও আমাকে ব'লে পই-পই ক'রে

বলত প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে সেটা বলা চলবেই না। সে কত দিব্যির ঘটা!—কিন্তু পুরুষে যে এ-ধরণের অকারণ সামান্য কথাকে গোপন রাখার মানে খুঁজে পায় না কোনোদিনই। ফলে অনেক সময়েই এ-সব অতি-অগোপনীয় অতি-গোপনকথা হয়তো মুখ ফসকে ব'লে ফেলতাম প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও। ফলে বাধত যে কী সাংঘাতিক গণ্ডগোল!" ব'লে সন্ধ্যার মুখের দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে বললেন: "প্রথম প্রথম সত্যিই মনে হ'ত এ-সবকে—যাকে ইংরেজরা বলে 'চায়ের পেয়ালায় ঝড়'। কিন্তু পরে বুঝতাম—ঝড় ওঠে-যে কথাটা ফাঁশ ক'রে দেওয়ার দরুণ তা নয়—ওঠে—ঐ একজনের অন্তরঙ্গতার পেয়ালায় অপরার অধরস্পর্শ হয় ব'লে। প্রত্যেকেই ভাবে: এ বুঝি এক ধরণের বিশ্বাসঘাতকতা—তার গচ্ছিত কথার গোপনিকতার মর্যাদা না-দেওয়া। অন্যভাষায়, গোপন কথাটা ছিল অবান্তর, তাকে গোপন রাখার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকেই পেত যে সম্পত্তিজ্ঞানের-চরিতার্থতা সেইটাই ছিল আসল।—কিন্তু কথাটা বোঝাতে পারছি কি? না ঝাপসা থেকে যাচ্ছে?"

ব'লে বৃদ্ধ পর পর তিনজনের মুখের পানেই তাকালেন। সন্ধ্যা ও স্বপন কথা কইল না, কেবল হঠাৎ আনা মুখ নিচু ক'রে বলল: "না, বেশ বিশদ হয়েছে।" ব'লেই তার মুখ উঠল আবীর-রাঙা হ'য়ে।

বৃদ্ধ তার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন:

"অত লজ্জার কারণ নেই শেরি। এইসব ক্ষেত্রেই যে মানুষ সব চেয়ে চেষ্টা করে দোসর পেতে।"

স্বপন প্রসঙ্গ বদলাতে চেয়ে বলে: "আপনি যে খানিক আগে বললেন কয়েকটা ঘটনা বলবেন ওঁদের সম্বন্ধে?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "ঐ তো মুস্কিল সেন। এ তো কল্পনার নভেল নয়—এ যে বাস্তবের ড্রামা। এখানে ঘটনাগুলো এতই তুচ্ছ যে,

বলার ভার সয় না, অথচ অনুভবে ওঠে বিপর্যয় রকম কেঁপে। তবু একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে পড়ে একদিন সারাকে বললাম—সারামুখী মুডে—'চলো থিয়েটারে।' লণ্ডন থেকে বিরভম ট্রী এক দল নিয়ে পারিসে এসেছেন, হ্যামলেট অভিনয় হবে। সারার মুখ খুসিতে উঠল উজ্জল হ'য়ে। কিন্তু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল: 'কটা টিকিট কিনেছ?' আমি কিনেছিলাম তিনটে টিকিট ও জুলিয়াকে ব'লেও ছিলাম কিন্তু সারার কাছে ব'লে বসলাম: 'তুখানা মাত্র'। সারা আমার গলা জড়িয়ে ধরল ও কী আদরই যে করল অনেকদিন বাদে!"

ব'লে বৃদ্ধ একটু থেমে বলতে লাগলেন: "কিন্তু এদিকে ওর আদরের উচ্ছ্বাসের মধ্যেও আমি হ'য়ে উঠছিলাম বিমনা। মনে মনে মতলব আঁটছিলাম—জুলিয়াকে গিয়ে এ-যাত্রা কী নতুন মিথ্যা কথা ব'লে কুল-মান বজায় রাখব।"

সন্ধ্যা হেসে বলল: "মিথ্যা-কথায় বুঝি এ-সময়ে পোক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন?"

বৃদ্ধ বললেন: "উঃ, সে আর বলো কেন?" ব'লে তার দিকে স্থিরনেত্রে চেয়ে বললেন: "আশা করি এটা তোমার অভিজ্ঞতার এলাকার মধ্যে আসেনি সন্ধ্যা—এসেও কাজ নেই—কিন্তু যার এসেছে সে-ভুক্তভোগী জানে যে, জীবনে সত্যকথার বাঁধের ঠিক ওপারেই থমকে থাকে যেন একটা মিথ্যাকথার রুদ্ধ প্লাবন। একবার এ-বাঁধের কোথাও এতটুকু চিড় খেয়েছে কি, দেখতে দেখতে বাঁধ হয় লুপ্ত—আর নিরুদ্ধ মিথ্যার বন্যা ভেঙে পড়ে—ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে।—কিন্তু এ-ও গা-সওয়া হ'য়ে যায়—জানো?"

স্বপন বলল: "জানি মসিয়ে।"

বৃদ্ধ হেসে বললেন: "জানবে বৈ কি। কিন্তু কি বলছিলাম যেন?—ঐ

দেখ ভুলেই গেছি—না না,—মনে পড়েছে। সারার উচ্ছলতা দেখে মনে মনে ভাবছি—জুলিয়ার কাছে কী ধরণের নির্জলা মিথ্যা বললে দু'কূলই বজায় থাকে—আর আমার অন্যমনস্কতাকে গ্রাহ্যের মধ্যেও না এনে সারা খুসি হ'য়ে অনর্গল ব'কে যাচ্ছে—যেমন মেয়েরা বকেই উজিয়ে উঠলে—এমন সময়ে হঠাৎ টেলিফোন উঠল বেজে। সারা উঠে ধরল। টেলিফোন করছিল জুলিয়া। সারা হাঁ হুঁ ক'রে সেরে আমার পাশে ব'সেই ঝর-ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল। আমি তাকে কী ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতেই বলল: 'আমি থিয়েটারে যাব না—যাও তুমি জুলিয়াকে নিয়ে—মিথ্যাবাদী!' ব'লেই নিজের ঘরে ছুটে গিয়ে দোর দিল।

"আমি ছুটলাম জুলিয়ার কাছে। সে শুনে সত্যিই দুঃখিত হ'ল। বলল: 'আমি কী ক'রে জানব পিয়ের যে, তুমি আমার কাছে তিনখানা টিকিট কিনেছ ব'লে ওর কাছে গিয়ে বলবে দু'খানা? তাই আমি সারাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম আমার এখানে সান্ধ্য-ভোজন সমাধা ক'রে থিয়েটারে যাব—মানে আমরা তিনজনে। তুমি যদি আগে থেকে আমাকে একটু সাবধান ক'রে দিতে'!"

* *

নিস্তব্ধতা ভাঙল স্বপন: "এ-ত্রুটি সারা কি পরে ক্ষমা করেছিল?"

মসিয়ে বেনার বললেন: অনেকদিন পর্যন্ত করেনি।—কিন্তু মেয়েদের ভালোবাসা এম্‌নিই মনামি, যে, তাদের মন ক্ষমা না করলেও হৃদয় ক্ষমা করেই। না ক'রেই পারে না।"

ব'লে একটু থেমে সুরু করলেন: "কিন্তু ক্ষমা করলে ক্ষত শুকোতে পারে—দাগ শুকিয়েও শুকোতে চায় না। এমন কি, সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা

করলেও যে-জিনিষটা ছিল আর ফেরে না। দার্শনিক হেরাক্লিটাস বলেছেন না, যে, এক নদীতে মানুষ দু'বার স্নান করতে পারে না—নদী প্রতি মুহূর্তেই স্রোতের গুণে বদ্‌লে যায় ব'লে। জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির তরঙ্গের বেলায়ও ঐ কথা। যা যায় তা চিরদিনের জন্তই যায়। আর এ-রকম ছোট-খাটো ঘটনা বা ঘটনা-বিপর্যয় কি ছিল একটা? নিত্যই নতুন বিপত্তি দেখা দিত তিল পরিমাণ মেঘ হ'য়ে ও ত্রয়ীর মনের দমকা হাওয়ায় ফুলে হ'য়ে উঠত ঘনঘটা—ইতালির আঁধির মতন।"

বলতে বলতে তাঁর স্বরের মধ্যে একটা আকস্মিক বিষাদের ছায়া এল ঘনিয়ে। একটু চুপ ক'রে থেকে পরে ফের সহজ স্বরে বলতে লাগলেন: "সময়ে সময়ে অবশ্য অনুতাপ হ'ত এই ভেবে যে, সারা দুঃখ পাচ্ছে সবচেয়ে বেশি, অথচ মুখে কিছু বলতেও পাচ্ছে না। সময়ে সময়ে এমনো মনে হ'ত যে, জুলিয়ার নিজে থেকেই বোঝা উচিত। অথচ জুলিয়া যদি বুঝে নিজে থেকে স'রে যেতেই চাইত তা হ'লেও আমাকে চক্ষে অন্ধকার দেখতে হ'ত, কেননা এ-ধরণের শান্তির কল্পনাতেও জাগত সব চেয়ে অশান্তি আমার মনের মধ্যে।" ব'লে সন্ধ্যার পানে চেয়ে একটু ম্লান হেসে বললেন: "এম্‌নিই বিচিত্র বিরুদ্ধ উপাদানে আমরা তৈরি—করব কি বলো? কিন্তু যাক এ-সব খুঁটিনাটির বিচার—"

সন্ধ্যা ব্যস্ত হয়ে বলল: "না যাবে না। বলুন। কেবলই সংক্ষেপ করবেন আপনি কোন্‌ অধিকারে শুনি—আমাদের কৌতূহলকে চাগিয়ে দিয়ে?"

উদ্দীপন

মসিয়ে বেনার বললেন : "আর বলবার বড় বেশি নেই সন্ধ্যা। আমার কথাটি ফুরিয়ে এসেছে। এবার শেষ অকটুকু বলেই দাঁড়ি টানব।"

সন্ধ্যা সজোরে ঘাড় নেড়ে বললে : "দাঁড়ি টানবেন বৈ কি! জুলিয়ার কথা কতটুকু হ'ল বলুন তো? সে হচ্ছে না। আগে বলুন তার কথা। স—ব।"

মসিয়ে বেনার তার চোখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে। পরে বললেন : "শোনো তবে।"

'বলে আবার একটু চুপ ক'রে কি ভাবলেন, পরে সুরু করলেন : "জুলিয়ার সঙ্গে এ-সময়ে আমার সারা সম্বন্ধে খোলাখুলি কথা প্রায় হ'তই না এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু তার আকারে ইঙ্গিতে এ-কথা বুঝতে একটুও বেগ পেতে হ'ত না আমাকে যে, দ্বন্দ্ব তার মনে কারুর চেয়েই কম ছিল না। হয়তো এক দিক দিয়ে আমাদের মধ্যে ভিতরকার সংঘর্ষ ছিল তারই সব চেয়ে বেশি। কারণ সে ছিল গৃহহীনা—আর গৃহহীনা যখন কারুর কাছে আশ্রয় পায় তখন এক দিকে তার যেমন কৃতজ্ঞতা ওঠে ফুলে, অন্য দিকে সেই কৃতজ্ঞতাই তাকে সব চেয়ে বেশি বাজে।" ব'লে একটু থেমে ব'লে চললেন : "খুব কম মানুষই সংসারে কৃতজ্ঞতার ঋণকে ভার মনে না ক'রে কৃতজ্ঞচিত্তে বইতে পারে। ফলে প্রথমটায় ক্ষোভ জাগে কৃতজ্ঞতারই 'পরে,—তারপর—যার প্রতি কৃতজ্ঞ হচ্ছে তারই 'পরে।

"তাই জুলিয়ার মনে নানা রকম উলটোপালটা ভাব বাসা বাঁধত নিত্যই। এক দিকে আশ্রয় পেয়ে আনন্দ, অপর দিকে ঠিক সেইজন্যেই

আক্ষেপ। এক দিকে লিলির জন্মে নিশ্চিন্ততা, অপর দিকে তাকে অপরের হাতে খানিকটা সঁপে দিতে বাধ্য হওয়ার বেদনা। এক দিকে আমার আসক্তির ফলে সারার কথা ভেবে দুঃখ বোধ করা—অপর দিকে একটা যেন শোধবোধের আনন্দ।"

সন্ধ্যা বলল: "সারার ও জুলিয়ার মৌখিক আচরণে কখনও কোনো বিসদৃশ কিছু ঘটত না?"

মসিয়ে বেনার চিন্তিত সুরে বললেন: "ঠিক বিসদৃশ যাকে বলে—তা বড় একটা ঘটত না এ-সময়ে—কিন্তু অবস্থাটা ক্রমেই যে ঘোরালো হ'য়ে আসছিল এ নিশ্চয়। আর এই গুমটের ফলেই সারা ইচ্ছে না ক'রেও—এমন কি অনেক সময় আত্মসংযমের চেষ্টা করা সত্ত্বেও—নানা ছদ্মবেশে তার সঙ্গে একটু-আধটু অশোভন আচরণ ক'রে বসত। তারপরেই অবশ্য বেশি ক'রেই আপ্যায়নে ব্রতী হ'ত—কিন্তু"—ব'লে মৃদু হেসে বললেন: "জানো তো এরূপ ক্ষেত্রে পরেকার সদাচরণে কখনো আগেকার রূঢ়তার ক্ষতিপূরণ হয় না। অনেকদিনের প্রীতি স্নিগ্ধতা ভোলা সহজ, কিন্তু সূক্ষ্ম রূঢ়তার কাঁটাকে মন থেকে উপ্‌ড়ে ফেলতে পারে ক'জন?"

ব'লে একটু থেমে বললেন: "কিন্তু এ-রকম চাপাচুপি দিয়ে কি মৌখিক শীলতা ও সৌষ্ঠবের ঠাটে নিহিত মনোভাবকে বেশিদিন গোপন রাখা যায়? তাই সারার ও জুলিয়ার শত চেষ্টা সত্ত্বেও শেষে একদিন একটা 'সীন' হ'য়ে গেল।"

সকলে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল। বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: সেদিন জুলিয়া একটা নূতন নাচ দেখাচ্ছিল আমাদের ড্রয়িংরুমে এক সান্ধ্য-আসরে। হঠাৎ মাঝপথে সারা উঠে চ'লে গেল। ঘটনাটা অবশ্য অতি সামান্য। কিন্তু সে সময়ের পরিবেশে সব জড়িয়ে ব্যাপারটা এমনই বিশ্রী দেখাল

যে বলা যায় না। বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে, সারাই গৃহকর্ত্রী—হোস্‌টেস। জুলিয়া নানা সময়ে সারাকে অবজ্ঞাই ক'রে চলত ইচ্ছে ক'রে—কিন্তু সেদিন আর পারল না। তার মুখ ক্রোধে, ক্ষোভে রাঙা হ'য়ে উঠেই ছাইয়ের মতন সাদা হ'য়ে গেল। সে নাচ থামিয়ে সোজা দোর খুলে বাইরের আলনা থেকে টুপি নিয়ে বলল: 'পিয়ের, আমি চললাম। আর আসব না। আমার মতন অজ্ঞাতকুলশীলা নর্ত্তকীর সঙ্গে তোমাদের মতন সম্ভ্রান্ত পরিবারের না-মেশাই ভালো। লিলিকে নিতে কালই লোক পাঠিয়ে দেব।'

আনা কম্পিতকণ্ঠে বলল: "তারপর?"

মসিয়ে বেনার বললেন: "তারপর আর কি? আমি সারাকে নিয়ে জুলিয়ার ওখানে ছুটলাম। জুলিয়া লিলিকে নিয়ে যাবে শুনে তো সারা কেঁদেই আকুল। তার গলা জড়িয়ে ধ'রে বলল সে ইচ্ছে ক'রে জেনেশুনে তাকে অপমান করেনি—তার শরীর ও মেজাজ সেদিন নানা কারণে—ইত্যাদি। মিটমাট হ'য়ে গেল—বিশেষতঃ লিলির জন্যে সারার কান্নায় জুলিয়ার রাগ জল হ'য়ে গেল। দুই মা-র একটি শিশুকে সে যে কী অপরূপ ভালোবাসা—" ব'লে বৃদ্ধ একটু থেমে বললেন: "আহা!"—অন্যমনস্ক সুরে।—সকলেই তাঁর দিকে উৎসুক নেত্রে চেয়ে।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন তেমনি স্মৃতিচারণী সুরেই: "সত্যিই সে-দৃশ্য এত মধুর!" ব'লে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বললেন: "জানো, আমার কি মনে হয় সন্ধ্যা?—আমার মনে হয় যে, এই একটা ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এমন একটা সত্য সখিত্বের বন্ধন ছিল যে-বন্ধন কেবল এক মেয়েদের মধ্যেই গ'ড়ে উঠতে পারে।"

সন্ধ্যা খুসি হ'য়ে বলল: "মানে, পুরুষদের মধ্যে পারে না?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "না। তাদের বন্ধুত্ব এই ধরণের নীড়-বাঁধার ক্ষেত্রে হ'তে পারে না—যদিও নীড়-ভাঙার ক্ষেত্রে—যেমন দূর-অভিযান বিপ্লব, সন্ন্যাস, সদাব্রত এ-সবে—পারে।"

আনা বলল : "তাদের মধ্যে একটা স্থায়ী স্নেহ গ'ড়ে উঠেছিল লিলিকে কেন্দ্র ক'রে—শুধু এইজন্যেই কি সারা তাকে কাছে আসতে দিত বলতে চাইছেন ?"

মসিয়ে বেনার বললেন : "খানিকটা, যদিও সম্পূর্ণ নয়। কারণ—বলেছি : ওরা পরস্পরের বিশিষ্ট গুণের সম্বন্ধে সচেতনও ছিল যে। জুলিয়াও সারার শান্ত নিপুণ ঘরকন্নার আবহাওয়ায় জুড়োত অনেকটা, সারাও তার নাচগানে অসামান্য সৃষ্টি-প্রতিভা দেখে নারীত্বের একটা অভিনব মহিমার আভাসে মুগ্ধ হ'ত বৈকি। কিন্তু তবু আমি বলব যে, মেয়েদের কাছে এ-ধরণের নৈর্ব্যক্তিক রস খানিকটা গৌণ—অন্তত সারার মতন মেয়ের কাছে তো বটেই।—তাই ওদের সত্যতম বন্ধন ছিল ছোট্ট লিলি। দু'টি নারী হৃদয়ের নদী মিশেছিল এসে বিশাল কোনো সমুদ্রে নয়—ছোট্ট একটি তড়াগে। অথচ আশ্চর্য এই যে, এ-পরিণতিতে এ-যুগ্ম স্নেহ-স্রোতস্বিনী এমন অপূর্ব ভাবেই সার্থক হ'য়ে উঠত যে শত বাধা সত্ত্বেও ওরা পরস্পরকে ভালোবাসতে শিখেছিল এই একমুখী ধারার পথে।"

ব'লে একটু থেমে বললেন : "কিন্তু এ-কথা বলার মানে নয় যে, বাধা গুলোর জন্যে গ্লানি জমত না ওদের দুজনার মনে। সত্যি বলতে কি, ওদের মধ্যে সখিত্ব-বন্ধন সত্ত্বেও ওরা পরস্পরের নানা বিসদৃশ ব্যবহার ভুলতে পারেনি কোনোদিনই। বিশেষ ক'রে এই সীনটার জন্যে জুলিয়া কোনোদিনই সারাকে মন থেকে ক্ষমা করতে পারেনি। আর অল্প অল্প ক'রে এর দরুণ চাপা মনোমালিন্যেই ওদের সখিত্বের মধ্যে চিড় ধরল।"

স্বপন বলল : "তার মানে ?"

—"মানে সে নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠল আর কি। এতদিন যে-অনুক্ত বিমুখতাটুকুকে ঢাকাঢুকি দিয়ে চলছিল সেটাকে ক'রে দিল বে-আব্রু।"

—"কি উপায়ে ?"

—"নানা উপায়ে। এতদিন সারার সামনে সে আমার সঙ্গে একটু কম অন্তরঙ্গতা দেখাত। এখন থেকে সুরু করল অত্যন্ত সহজ আচরণ : আমাদের ওখানে আরও বেশি ক'রে হাসতে, নাচতে, গাইতে সুরু ক'রে দিল, যখন তখন আমাকে তার কাবারেতে তার নতুন নতুন নাচ দেখাতে টেনে নিয়ে যেতে লাগল—সারার প্রতি নিষ্ঠুর হবার পদ্ধতি ছিল কি তার একটা ?"

সন্ধ্যা ধরা গলায় বলল : "তারপর ?"

মসিয়ে বেনার ম্লান হাসি টেনে বললেন : "তারপর আর কি ? এ-সবের মধ্যে বোবা বিষণ্ণ সারা আমার চোখের ওপর শুকিয়ে যেতে লাগল—অথচ আমি একটা কথাও বলতে পারতাম না।"

সন্ধ্যা বলল : "কেন পারতেন না ?" অজ্ঞাতসারে তার কণ্ঠে তীক্ষ্ণতা ফুটে ওঠে।...

বৃদ্ধ বললেন : "সেটা আমার অবস্থায় না পড়লে হয়তো ঠিক বুঝতে পারবে না। সময়ে সময়ে গ্লানি আসত না—বলি না। কিন্তু দিন দিন নানান্ সূক্ষ্ম মিথ্যাচারে আমি যেন অসহায়—নির্বিবেক হ'য়ে পড়ছিলাম। মিথ্যার ফলে অনুভবের ধার ক্ষ'য়ে যায়—কে না জানে বলো ? তা ছাড়া ব্যাপারটা নানারকম যোগাযোগে এমনই জটিল হ'য়ে পড়েছিল যে বর্ণনা ক'রে বোঝানোও শক্ত। এক দিকে জুলিয়ার রূপের মোহ, অপর দিকে সারার প্রতি ভালোবাসার কর্তব্য; এক দিকে লিলিকেও ছাড়া যায় না, অপর দিকে জুলিয়াকে সংযত হ'তেও বলা যায় না,—কেন না সে বিলক্ষণ

অসংযমও কিছু করত না; একদিকে আমাদের গৃহে জুলিয়ার নাচ-গান হাসি-গল্পের দেয়ালিকে নিভিয়ে দিতে মন চায় না, অপর দিকে গৃহের শান্তি ও মনের স্বস্তিরও যায়-যায় অবস্থা।"

স্বপন ও সন্ধ্যা প্রায় একত্রেই ব'লে উঠল: "তারপর?"

মসিয়ে বেনার দম নিয়ে শান্তস্বরে বলতে লাগলেন: "এই সময়ে হঠাৎ লিলির সাংঘাতিক অসুখ হ'ল—টায়ফয়েড। সারার ও জুলিয়ার মুখ শুকিয়ে গেল। ডাক্তারের মুখ মেঘাচ্ছন্ন। বললেন: খুব নিখুঁৎ শুশ্রূষা দরকার, নইলে ইত্যাদি।

"আমি-যে-আমি,—আমারই বুক উঠলো কেঁপে। অমন ফুলের মতন মেয়ে! আর কথায় সুধা-ঝরা যাকে বলে। যে তাকে দেখতো মুগ্ধ হ'য়ে যেত। ঐ ন-দশ বছর বয়সেই কী সুন্দরই যে নাচত—শুধু জুলিয়ার নাচ দেখে দেখে! জুলিয়া সগর্বে হেসে বলত: এ-মেয়ে পুরুষের বুকে বুকে জাগাবে হাহাকার। গর্বের কারণ ছিল বৈ কি।

"সারা জুলিয়াকে আমাদের ওখানেই থাকতে বলল। জুলিয়া ছুটি নিল কাবারে থেকে। আমরা তিনজন পালা করে লিলির শুশ্রূষা আরম্ভ করলাম। আমাদের মধ্যে আবার মিলন হ'ল। দুঃসময়ের এই একটা মস্ত দান।

"কিন্তু লিলি বাঁচল না! চুয়াল্লিশ দিন ভুগে আফোটা ফুলটি গেল ঝ'রে। এবার সারার দেহও বইল না। একেই অন্তর্দ্বন্দ্বে তার স্নায়ু দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল, তার উপরে মাস দেড়েক ধ'রে লিলির জন্যে অক্লান্ত রাতজাগা ও উৎকণ্ঠা। জুলিয়ার অসুখের মধ্যেই সে-ও পড়ল: ব্রেনফিভার মতন। একটু সেরে উঠতেই ডাক্তার বললেন—সমুদ্রতীরে পাঠানো দরকার। সারাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে 'দিয়েপ'-এ পাঠালাম একটি ভালো স্যানিটেরিয়ামে। আমাকে

সে একলা ফেলে যেতে চায়নি, কিন্তু এ-সময়ে বায়ু-পরিবর্তন দরকার ব'লে অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে ওকে পাঠাই দিয়েপে।

"সারা চ'লে গেল জুলিয়ার জন্তে নার্সের ব্যবস্থা ক'রে। আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে গেল যেন জুলিয়ার জন্তে অনর্থক রাত জেগে নিজের শরীর খারাপ না করি—নার্স যখন রইলই। সারার সঙ্গে আমার যাওয়ার উপায় ছিল না—কেন না সারা তবু অনেকটা সেরে উঠেছিল কিন্তু জুলিয়া শয্যাগত। তবু আমি যেতে চেয়েছিলাম—কিন্তু সারা রাজি হ'ল না—আমাকে জুলিয়ার শিয়রে রেখে একটি পরিচারিকা সঙ্গে ক'রে চ'লে গেল দিয়েপে।

"সারা নার্সের ব্যবস্থা ক'রে যাওয়া সত্বেও জুলিয়া অসুখের সময়ে কেবলই আমাকে চাইত। তার জ্বরের সঙ্কট অবস্থা সতের দিনের দিনই কেটে গেল বটে, কিন্তু লিলির বিয়োগ-ব্যথা তো কাটেনি। কাজেই আমাকে সব কাজ ফেলে তার পাশে-পাশেই থাকতে হ'ত, নানান্ সান্ত্বনা দিতে হ'ত, রকমারি গল্প ক'রে তাকে প্রফুল্ল ক'রে তোলার চেষ্টা করতে হ'ত ইত্যাদি ইত্যাদি।

"ফল—অসুখের। একেই আমাদের আকর্ষণের তখন ভরা জোয়ার—দ্বিতীয়তঃ সারা পাশে নেই—আর সবার ওপর লিলির মৃত্যু। দুজনের মধ্যে টানটা দেখতে দেখতে প্রবল আকর্ষণের দিকে মোড় নিল। আর আশ্চর্য এই যে, আমাদের এই আসক্তির জন্তে এমন কি আর তেমন অনুতাপও হ'ত না। সারার কথা বড় একটা কেউই ভুলতাম না।

"কিন্তু সারা মাঝে মাঝে চিঠি লিখত ও জুলিয়াকে নিয়ে দিয়েপে আসতে প্রায়ই অনুরোধ করত। ডাক্তারও এ-প্রস্তাবে সায় দিলেন, সে-সময়ে দিয়েপে চমৎকার সময় ব'লেও বটে—বায়ু-পরিবর্তন দরকার ব'লেও বটে। কাজেই জুলিয়ার বা আমার দিয়েপে যাবার খুব ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হ'ল। এখন ভাবি হায়,—যদি না যেতাম!"

ব'লে কণ্ঠের ম্লানাভ সুরকে যেন জোর ক'রেই ঈষৎ সহজ ক'রে ব'লে চললেন : "দিয়েপে আমরা তিনজনে ছমাসের জন্যে একটা ছো নিলাম। দু'তলা। উপরের তলায় দুটি শোবার ঘর। একটিতে শুত, অপরটিতে আমরা। নিচে দুটি ঘর। একটিতে খাওয়া একটিতে বসা। এছাড়া একটি ছোট বহির্বাটি মতন ছিল— আমার স্টুডিয়ো ক'রে নিয়েছিলাম।

আশ্চর্য এই যে, জুলিয়া ঢের শক্ত অসুখে পড়া সত্ত্বেও সেরে তাড়াতাড়ি, কিন্তু সারা যেন সেরেও সারতে চায় না। তার দেহটা রকম সুস্থ হ'য়ে উঠলেও মনে হ'ত—মনটার মধ্যে কোথায় যেন কি বিকল হ'য়ে গেছে। কেবল আমি দিয়েপে আসার দিন তার গাল বোধ হয় মুহূর্তকালের জন্যে একটু রাঙা আভার মতন দেখা গিয়ে তারপরে তার মুখের সেই মৃত্যুপাণ্ডুরতা আর কাটেনি।

"আমি বুঝতাম অবশ্য—ব্যাপার কি। আমাকে দেখলে চোখ-মুখ যে-ভাবে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত—আমার কথাবার্তা সে উৎকর্ণ হ'য়ে শুনত—আমার রসিকতায় সে যে-রকমভাবে হাসত সবের কিছুই যে সারার চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি তা আমার পড়তে বাকি ছিল না। জুলিয়ারও না। অথচ তার এ-বিমর্ষ ভাব যেন দেখেও দেখতাম না, বা নিভৃত আলোচনায় তার সম্বন্ধে কোন পাড়তাম না। শেষে যখন এ-কথা না-পেড়েই পারা তখন বলাবলি করতাম যে, এ সারার বাড়াবাড়ি। দু-একদিন প্রকাশ্যেও বললাম। মেয়ে কি কারুর মারা যায় না! সারাকে দিয়ে নিজেরা কোথায় যেন একটু স্বস্তিও পেতাম। আর মজা সারার বিমর্ষতার কারণ যে লিলির শোক ছাড়া আর কিছুই ন ক্রমাগত ব'লে ব'লে শেষটায় প্রায় নিজেরাও বিশ্বাস ক'রে বসেছি বলতে বলতে মসিয়ে বেনারের ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যঙ্গের আভা ফুটে উঠ

একটু থেমে আবার পূর্ববৎ একটানা ক্লান্ত স্বরে বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "কিন্তু শেষটায় এমনি হ'য়ে উঠল যে আমরা তিনজনেই কেমন যেন ভারি বাধ-বাধ বোধ করতে লাগলাম। সারার উপস্থিতিকে মনে হ'ত যেন অনেকটা মৃত্যুর ছায়ার মতনই—যেন একটা মেঘলা গুমটের ভ্রুকুটির মতন—বর্ষায়ও না, অথচ ঘনিয়ে উঠে মনের উপরে অস্বাচ্ছন্দ্য আনে বহন ক'রে। আমাদের হাসি-গল্প করতে ইচ্ছা হ'ত—কিন্তু সারা থাকলে হাসি-গল্প জমে কই? গান-বাজনা করতে ইচ্ছা হ'ত কিন্তু সারা থাকলে গলাই খোলে না—নাচতে, থিয়েটারে যেতে ইচ্ছা হ'ত—কিন্তু ঐ এক বাধা —সারা। তার বিষণ্ণতার অন্ধকার যেন আমাদের সব আনন্দকেই করত গ্রাস। না অন্ধকার নয়—ছায়া—একটা ম্লান অথচ অনপনেয় মেঘের মতন—যে আলোর সঙ্গে ঠিক বাধ সাধে না অথচ তবু আলোর উজ্জ্বলতাকে দেয় যেন নিভিয়ে—ঐ সমুদ্রের বুকে দিগন্তের কাছে কুয়াশার মতন।

"অথচ তাকে বেশি কিছু বলারও উপায় ছিল না। দু-একদিন তাকে একটু প্রফুল্ল হ'তে বলায় তার চোখে এমন জল উপ্‌ছে পড়ে যে তাকে আর পীড়াপীড়ি করতেও সাহস পেতাম না। এ-সময়ে এত সহজে তার চোখে জল আসত—যে, খুব সাবধান হ'য়েই কথা কইতে হ'ত।

"ফলে জুলিয়ার চাল-চলন, ধরণ-ধারণ আমার কাছে আরও কাম্য হ'য়ে উঠল—মরুভূমির অসহ্যতার মাঝে বারিধারার স্নিগ্ধতার মতন। এম্‌নিই দাঁড়িয়ে গেল আপনা-আপনি—যেন সারাকে আমরা দুজনে একটু এড়িয়েই চলতে চাইছি। নিজেদের মধ্যে মুখে এ-কথা স্বীকার করতাম না বটে—কিন্তু মনে মনে স্বীকার না ক'রে উপায়? সারাকে আমাদের সঙ্গে নানা জায়গায় বেড়াতে যাবার জন্যে একবার ক'রে 'চলো সারা' ব'লে খুবই সাগ্রহে অনুরোধ করতাম বটে—কিন্তু বেশ জানতাম—সে আমাদের অতিসাদর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেই আমরা বেশি সোয়াস্তি পাব।

"এ-কথা বুঝতে সারারো সময় লাগেনি। তাই দুচার দিন যেতে না যেতে সে আমাদের মৌখিক অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করতে সুরু করল নানান্ অজুহাতে। আমি ও জুলিয়া তাকে ফেলেই এখানে-সেখানে থিয়েটার, বায়স্কোপ, পিক্‌নিক্ প্রভৃতিতে যেতে আরম্ভ করলাম। সারার ছায়ামূর্তি আরও দূরে স'রে গেল আর আমরাও যেন ভুলেই গেলাম—সে বেচারি কত একলা।"

সন্ধ্যা ধরা গলায় বলল: "তারপর?"

—"তারপর আর কি? যা হবার তাই: জুলিয়ার যে-নেশা এতদিন ছিল আমার আকণ্ঠ পূর্ণ ক'রে—সে চ'ড়ে বসল মস্তিষ্কে। নেশারই বা অপরাধ কী বলো? জুলিয়া সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার এমন সুন্দর হ'য়ে উঠেছিল।...আগেকার চেয়েও সুন্দর। প্রতি হাসিতে যেন তার বিদ্যুৎ পড়ত ঠিক্‌রে—প্রতি কটাক্ষে কামনা। এমন কি সারার সাম্‌নেও সে সর্বদা মাত্রাজ্ঞান বজায় রেখে চলতে পারত না। এক কথায়, আমরা উদ্দাম হ'য়ে উঠলাম। জোয়ারের উপর বৃষ্টির বন্যা—বাঁধ কতক্ষণ টিঁকতে পারে? তবু শেষ পর্যন্ত যুঝেছিলাম একটা নিহিত সঙ্কোচ-বশে। শেষে যে-ঘটনায়—না, শোনো—যথাপর্যায়েই বলি।"

ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে বৃদ্ধ শান্ত উদাসস্বরে বলতে লাগলেন:

"সেদিন নববর্ষ। দিয়েপে আমার একটি ধনী মক্কেল বন্ধুর প্রাসাদে 'বল'। আমাদের তিন জনেরই নিমন্ত্রণ, কিন্তু সারা গেল না। বলল: 'বড় মাথা ধরেছে পিয়ের, তোমরাই যাও। তা ছাড়া আমার সঙ্গ তো!—' বলেই সে থেমে তার শোবার ঘরে গিয়ে দোর দিল। তার কম্পিত ওষ্ঠাধর আমাদের চোখ এড়ায়নি।"

"আমি ও জুলিয়া মুখচাওয়া-চাওয়ি করলাম। একথায়-সেকথায় খানিকটা ভুলেই রইলাম যেন। কিন্তু মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে গেল।

কিসের-যে একটা ছায়া থম্‌কে!—তাকালেই যায় স'রে, অথচ দৃষ্টি ফেরালেই নামে পাখা বিস্তার ক'রে—তির্যকভাবে—একেবারে পাশেই!......

"বল-ডান্সের হলে গিয়েই কিন্তু মন আমার প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল। আমার অপরাধও ছিল না। পাশে জুলিয়া। ফুলের সাজে তাকে কী অপরূপই যে দেখাচ্ছিল...যেন ফুলরাণী!...সকলেই তার দিকে চেয়ে! গর্বে আনন্দে নেশায় বুকের মধ্যে রক্ত আমার উদ্দাম হ'য়ে উঠল। সারার কথা একেবারে ভুলে গেলাম।

"রাত দুটোয় বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু তখনি উপরে গেলাম না। স্টুডিয়ো খুলে ঢুকলাম। তা ছাড়া এ সময়ে সারা শুত প্রায়ই একলা তার ছোট বুদোয়ার-কক্ষে। কাজেই ঠিক করলাম শেষ রাতে ফিরব ঘরে। কেউ তো আর পথ চেয়ে নেই আগেকার মতন। স্টুডিয়োটাও তার ঘর থেকে দেখা যেত না। আমরা বসলাম পাশাপাশি একটা সোফাতে।"

"সেদিনও ছিল এম্‌নিই পূর্ণিমা। বেশ মনে আছে: সামনের সমুদ্রের দিগন্তের কোলে অম্‌নি উদাস রঙেই কয়েকটি তারা করছিল ঝিকিমিকি......অম্‌নিই পাণ্ডুর...মঞ্জুল...বৈরাগী। সমুদ্রের ওপর অম্‌নিই একটি কৌমুদী-স্তম্ভ...নিষণ্ণ......অম্‌নিই স্পন্দিত......উজ্জ্বল...দীর্ঘায়ত। ...আর ঘরের মধ্যেও এম্‌নিই চাঁদের একফালি নরম আলো গাছের পাতার একরাশ ফিকে ছায়ার সাথে করছিল লুকোচুরি।...এক একটা রাত আসে যেন স্বপ্নের মতন...না, স্বপ্ন কথাটার ধার গেছে ক্ষ'য়ে...কিন্তু কী ব'লে বোঝাব? এক একটা রাত আসে যেন আমাদের প্রাণের গানের ছন্দ হ'য়ে...মনের বাগানের আকাশ হ'য়ে...তা-ও না—আমাদের সমস্ত অন্তরের ছবিখানি হ'য়ে।...অথচ"—বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর এমন উদাস শোনায়...“অথচ এ-সবই যে কতবড় মায়া!...আশ্চর্য এই যে, পিছনে যখন

অক্রুর সমুদ্র থমকে—তখনও সামনে হাসির ঝালর চলে শোভাযাত্রার মতন···মানুষের ইন্দ্রিয় ভুল বোঝায় ব'লেই না সে পারে হাসতে—"

খানিকটা সবাই নিশ্চুপ।···

* *
*

সন্ধ্যা কথা কইল প্রথম: "তারপর?"

বৃদ্ধের চমক ভাঙল। ওর দিকে চেয়ে বললেন: "কী? ও—। —না, কতদূর বলেছি?"

আনা বলল: "আপনি ও জুলিয়া পাশাপাশি বসলেন সোফাতে।"

বৃদ্ধ বললেন: "হ্যাঁ। আর আশ্চর্য এই যে যখন বসলাম পাশাপাশি —তখন দুজনকেই যেন কী-এক নেশায় পেয়ে বসেছে। আকাশে চাঁদ, ঘরের মধ্যে ফুলের গন্ধ···ভুলব না কোনোদিন সেই রূপকথার রাত··· সমস্ত বিশ্ব যেন গেছে মুছে।···"

সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বলল: "তারপর?"

বৃদ্ধ বললেন: "জুলিয়া হঠাৎ বলল: 'ঘরের বিজলি বাতি নিভিয়ে দাও না পিয়ের—এমন চাঁদের আলো বাইরে!'···নিভিয়ে দিলাম। চাঁদের আলো···চাঁদের আলো···কোরো-র ছবি মনে প'ড়ে গেল। তুচ্ছও যে কী অসামান্য হ'য়ে ওঠে এ-আলোয়—জানতেন সেই অপরূপ শিল্পী।··· সত্যি." বৃদ্ধের সুর আরও ঘুমেল হ'য়ে আসে..."সত্যি···সংসারে যত রকম রঙের মায়া আছে বোধ হয় নিশীথ রাতে চাঁদের আলোর মতন কেউ নয়। ···মনকে সে যে কী আবেশে ছেয়ে ধরল···রোমে রোমে কী উচ্ছ্বাস.···বললাম: 'জুলিয়া, আস্তে আস্তে গাও না একটা গান।' সে গাইতে সুরু করল। হঠাৎ বাইরে কি একটা শব্দ শুনলাম। ভাবলাম বাতাসের। হয়ত বাইরে গিয়ে দেখতাম তবু—কিন্তু জুলিয়া ধরল এমন একজনের গান যে, নড়বার আর জো ছিল না।"

আনা বলল : "ভালেরের ?"

বৃদ্ধ বললেন : "তারই। জানি না কেন এ-সময়ে তারই গান সে গাইল। গানটির নাম ভালের দিয়েছিল : 'চাঁদিমা-মুকুর' :

স্বপন বলল : "নিশুত রাতে সে গান ধ'রে দিল—যখন উপরতলায় সারা ?"

মসিয়ে বেনার হাসলেন বিষণ্ণ হাসি। বললেন : "সেন, মানুষ যখন একবার সুরু করে নিজের ভুল ভ্রান্তিকে সমর্থন করতে তখন তার গড়িয়ে নামার রেট হ'য়ে ওঠে দ্রুত থেকে দ্রুততর। সারার দুঃখ ভুলতে আমরা চেয়েছিলাম কেন—বলেছি খুলে। তাছাড়া সেদিন রাতে আমাদের শুধু যে দেহ মাতাল হ'য়ে উঠেছিল তাই নয়—মনও হ'য়ে উঠেছিল বেপরোয়া। সবার উপর, জুলিয়া গান ধরতে না ধরতে কেমন যেন সব বদ্‌লে গেল—বিশেষ ক'রে যখন গাইতে গাইতে হঠাৎ উঠে ও ধ'রে দিল নাচ।" ব'লে থেমে : "সত্যিই মনে হ'ল যেন চাঁদের কিরণ ওর প্রতি অঙ্গভঙ্গির দোলায় ছল্‌কে, উপ্‌ছে, ঠিক্‌রে পড়ছে ! ...নগ্ন বাহুতে ফুলের বালা...অনাবৃত কণ্ঠে ফুলের মালা আর পীন বক্ষের মাঝখানে একটি নীলকান্ত মণি করছে ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্—তার প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে তাল রেখে। সে যেন রশ্মির সঙ্গত ধ্বনির সঙ্গে।....জীবনে এক একটা মোহের লগ্ন আসে যাকে ফলাও ক'রে তুলতে যেন সবকিছু করে চক্রান্ত। সে নিশুত রাতে ভালেরের গানও দিল এ-চক্রান্তে যোগ। মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগল জুলিয়া যে আমার—একান্ত ক'রে আমার এটা অনুভব করতে।

"যদি বা নিজেকে রুখতে পারতাম—এই তৃষ্ণা জাগতে না জাগতে আর পারলাম না—গানের শেষ চরণের সঙ্গে সঙ্গে ওর দেহবল্লী ধরা দিল আমার বাহুবন্ধে।...

"হঠাৎ আবার কিসের শব্দ! জুলিয়া বুকে মাথা রেখে বলল: 'ও কিছু না—বাতাস।' "

সন্ধ্যা বলল: "তারপর?"

"শেষ রাতে গেলাম যে যার ঘরে। চিৎকার ক'রে উঠলাম: সারার দেহ বিছানার উপরে, মাথা মাটিতে! জুলিয়া ছুটে এল!

* *

*

"ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে বললেন: স্ট্রাকনিন—ঘণ্টা তিনেক আগে সব শেষ হ'য়ে গেছে'...অর্থাৎ ঠিক যখন আমি ও জুলিয়া স্টুডিয়োতে...." বৃদ্ধের স্বর গাঢ় হ'য়ে আসে···কথার রেশ যায় আপনিই মিলিয়ে···

* *

*

সন্ধ্যা মৃদুকণ্ঠে বলল: "তারপর?" যেন শুধু ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করবার জন্তেই···

বৃদ্ধের মন ছিল আর কোথাও···তিনি চমকে উঠলেন: "তারপর আর কি! তারপর সব শেষ।" বলতে বলতে তাঁর মুখে এক অপরূপ বিষাদ ফুটে ওঠে আবছায়া হাসির বেশে। হঠাৎ বললেন: "ও—না, সব শেষ নয়। তারপর আর-একটু আছে। সারার একটা দীর্ঘ পত্র। বালিশের নিচে রেখে গিয়েছিল।"

* *

*

এবার ঘরের নীরবতা ভাঙল স্বপন। অস্ফুট-স্বরে বলল: "চিঠির ভাবার্থটা কি ছিল শুনতে পারি?—"

বৃদ্ধের মুখে খানিক আগেই সেই ভাসা-ভাসা সুর ফুটে ফের উঠল।
বললেন: "শুধু ভাবার্থ কেন? সবটুকু শুনতে পারো। সেটা আমি
আজ তোমাদের শোনাব ব'লেই সঙ্গে ক'রে এনেছি।" ব'লে পকেট
থেকে সন্তর্পণে একটি লেফাফা বার করলেন।

ভালেরের চিঠির মতনই হলদে হ'য়ে গেছে এরও কাগজ...

স্বপ্নভঙ্গ

বৃদ্ধ শান্ত গাঢ় স্বরে পড়তে লাগলেন:

"পিয়ের,

এ-চিঠি যখন তোমার হাতে পড়বে তখন আমি যে কত দূরে···
কোন্ এক অচিন লোকে...আলোর কি আঁধারের···কেউ কি জানে?···
কিম্বা হয়তো দুয়ের একটাও না ··এক নীরব ধূসর শুদ্ধতার—যেখানে
নেই ঢেউ, নেই রেখা, রূপ, রঙ ..

"কি জানি—এ-কথা ভাবতেও বুকের মধ্যে আমার কেমন ক'রে ওঠে
—কিন্তু যাক সে-কথা—তোমার মন গলাবার জন্তে তো নয় এ-চিঠি—
দু-একটা কথা বলার আছে।

"পিয়ের, তোমরা শিল্পী—উচ্ছ্বাসকে বলো অশিল্প। তবু নারীর
স্বপ্নভঙ্গের যে-উচ্ছ্বাস তাতে কি ব্যথা না পেয়ে পারো তুমি? শিল্পের
নামে যত গদ্‌গদই হ'য়ে ওঠো না কেন তোমরা—সত্যিই কি বিশ্বাস করো
—শিল্প সেখানে পৌঁছয় যেখানে পৌঁছয় দরদ, মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা?
তাই মন আমার কুণ্ঠা সত্ত্বেও ভরসা দেয় ভেবে যে, তুমি জীবনের কথা
এতে পাবে ব্যথা—এ-উচ্ছ্বাস শিল্পের মাপকাটিতে নামঞ্জুর হ'লেও।

হ্যাঁ, একটা আশা রণিয়ে ওঠে আমার গহন মনে যে, ব্যথা পাবে পাবে—যতই কেননা স্টুডিয়োতে ফুলরাণীর ফুলনৃত্য উপভোগ করো। কেন? কারণ—এখনো যে তুমি আমাকে ভালোবাস।

"হয়তো বলবে: 'আমাকে তুমি ভালোবাসো এটা জেনেও কেন তোমায় ছেড়ে গেলাম! উত্তর: কোন্ এক শক্তি আমার কাণ্ডারীহীন তরুণীকে-যে এই দিকেই দিল ঠেলে। নইলে এ-রূপরঙা মায়া-মাটির কোল থেকে সাধ ক'রে বিদায় নিতে কেউ কি পারে? পারে হয়তো নির্মমে। অথচ আশ্চর্য এই যে, আমি নির্মম নই ব'লেই সইতে পারলাম না: তোমাকে ভালোবেসেছিলাম ব'লেই নিতে হ'ল বিদায়।

"সত্যিই তোমাকে আমি ভালোবেসেছিলাম। আর সে যে কী আর্ত ভালোবাসা তুমি জানো না। পুরুষের কল্পনা যতই উদ্দাম হোক না কেন, নারীর হৃদয়কে সে কখনোই পারে না ছুঁতে। আমি জুলিয়ার মতন মেয়ের কথা বলছি না—যারা ছদ্মবেশে পুরুষই। বলছি আমার মতন মেয়ের কথা—সে মনে-প্রাণে, তনুর প্রতি অণুতে, নারী। এমন নারীর বাঞ্ছিত যে-ভালোবাসা, সে-প্রতিদান পুরুষ দেবে কোথা থেকে? তার সে পুঁজিই নেই যে। প্রেমের রাজ্যে নারী যে রইল চিরবুভুক্ষু সে তো এইজন্যেই পিয়ের।

"তাই তোমার বিরুদ্ধে কোনো অনুযোগ করা হয়তো আমার উচিত নয়। কিন্তু উচিতের নির্দেশ মেনে কি চলে নারীর হৃদয়? না: আছে আমার ক্ষোভ তোমার বিরুদ্ধে, আছে গ্লানি। দুর্বলতার চিহ্ন এ? বটেই তো। জীবনে যে ভালোবেসেছে তার চেয়ে দুর্বল আর কে? নিজেকে বলতে যার কিছু রইল না—দেহ মন প্রাণ সব যে নিঃস্ব হ'য়ে উজাড় ক'রে ঢেলে দিল পুরুষের পায়ে—তার চেয়ে নিঃসহায় কে—এ-জগতে? মিথ্যা বলব না: তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ না

হোক—অনুযোগ আমার আছে। কিন্তু সে-অনুযোগ তোমার ব্যক্তিস্বরূপের বিরুদ্ধে নয়, তোমাদের জাতির বিরুদ্ধে : যে-তুমি পিয়ের রূপে ফুটলে তার বিরুদ্ধে নয়—যে-তুমি পুরুষ হ'য়ে নারীকে ভালোবাসতে চাইলে—তারই বিরুদ্ধে। কথাটা বলি যেমন ক'রে পারি, ঝাপসা থেকে গেলে ক্ষমা কোরো এই ভেবে যে, এ-সব কথা পরিষ্কার ক'রে বলার মতন মনের অবস্থা আমার নেই আজ—যে-দৃশ্য এইমাত্র দেখে এলাম তার পরে—যদিও সেজন্যে তোমার দোষ নেই। কোনো পুরুষই ও-সময়ে 'না' বলতে পারত না। আর 'না' বলবেই বা তুমি কী দুঃখে? তোমরা তো ঐকান্তিকতায় বিশ্বাসই করো না। কিন্তু শোনো।

"ভাবতে তুমি : বিবাহ না ক'রেও তোমার সহবাস আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শুধু এইজন্যে যে, ভালেরের কথা আমি ঠেলতে পারিনি, নয়? ভুল পিয়ের, ভুল। ভালেরকে আমি শ্রদ্ধা করতাম—সত্যি। জীবনে কখনো কাউকে করিনি তেমন শ্রদ্ধা—তোমাকেও না। কিন্তু তাই ব'লে তোমাকে বিবাহ না ক'রেও তোমার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার কারণ ভালেরের উপদেশ নয়। কারণ এই যে, নারীকে এ-বিষয়ে তোমরা যতই চিরকুণ্ঠিতা ভাবো না কেন—এই বিষয়েই সে সব চেয়ে বেপরোয়া।—তাই তো বলছিলাম পিয়ের, পুরুষ কখনো নারীর মন জানে না, জানে নি, জানবে না। বলবে হয়তো—তা হ'লে বাইরের বাঁধন চায় কেন সে? —হায়রে, চায় অবান্তর কারণে—নইলে যে-নারী ভালো সত্যি বেসেছে বিবাহ তো তার কাছে তুচ্ছ—অকিঞ্চিৎকর। সে চায় বাঁধন, মানি : কিন্তু আইনের শৃঙ্খল নয়—প্রেমেরই নিগড়। আর এই নিগড়ই তার চরণের নূপুর, তৃষ্ণার জল, নয়নের আলো, বুকের নিশ্বাস—এই প্রেমের প্রতিদান। এ নইলে কি সে বাঁচে পিয়ের?

"হয়তো বলবে : প্রতিদান তুমি আমাকে যে দিয়েছিলে এটা

আমি গেছি ভুলে। ভুলিনি। আমি অকৃতজ্ঞ নই: মানুষ যে, একদিন ছিল—যখন তুমি আমাকে দিয়েছিলে—যতটুকু পুরুষ দিতে পারে নারীকে। সে-স্মৃতি আমার আঁধার বুকে এখনো মণিমালা হয়ে জ্বলছে যেনো। কিন্তু প্রেমের তৃষ্ণা কি মেটে পিয়ের? না, অনন্ত ক্ষুধা স্মৃতিচারণে তৃপ্ত হয়? অতীতের পাওয়া তো বর্তমানের সান্ত্বনা নয়—প্রতিদান-কামনার দাবি যে অফুরন্ত! যে-নারী বলে: প্রেমে সে প্রতিদান চায় না, জেনো—হয় সে নারী নয়, নয় সে মিথ্যাচারিণী। আমি নারী: চাইবই সে পূর্ণ প্রতিদান। দেব সব, কিন্তু প্রতিদানে চাইব পেতে—নারী সব হারায় শুধু সব গ্রাস করতে চেয়ে। তাই তো যাকে সে বরণমালা দেয় তার মালা না পেলে সে হয় বন্ধ্যা। এজন্যে যদি আমাকে দায়ী করতে চাও—কোরো, কেবল করলে ভুল করবে। কেননা সে হবে নারীকে নারী হওয়ার জন্যে দায়ী করা—যেমন আমি ভুল করব তোমাকে পুরুষ হওয়ার জন্যে দায়ী করলে। তোমরা—পুরুষেরা—চাও ধ্বনি প্রতিধ্বনি প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি—প্রেমের রাজ্যে। আমরা—মেয়েরা—চাই এক: ধ্বনিকে।

"হয়তো একটু ভুল হচ্ছে। হয়তো জুলিয়ার মতন মেয়ে চায় না। সে হয়তো ধ্বনির সঙ্গে অনেক কিছু আনুষঙ্গিকও চায় তার অতৃপ্ত পিপাসা মেটাতে। নইলে যে-মেয়ে এক সময়ে ভালেরের মতন মানুষকে ভালোবাসত, সে কি না চায় তারই গান গেয়ে উচ্ছিষ্ট যৌবনের দোরে হাত পাততে! ধিক্! কিন্তু না: এ-ধিক্কার দেওয়ারও হয়তো আমার অধিকার নেই, এর মূলেও হয়তো আছে আমার পরাজয়ের অভিমান। ক্ষোভের-কলঙ্কে-কলঙ্কিনী অপরার কপালে পঙ্কতিলক দেবে কোন্ অধিকারে?

"কিন্তু পরাজয়? প্রেমের ক্ষেত্রেও কি আসে প্রতিযোগিতা?

আসতে পারে সত্যি ? প্রেমও কি অন্য সব কিছুর মতন একটা পণ্য— যাকে জিতে নিতে পারে শুধু সে, যে জানে ছিনিয়ে নিতে ? জানি না। এ-বিষয়ে নারী তার একলা হৃদয়ের স্পন্দন দিয়ে কতটুকুই বা বলতে পারে বলো ?

"তাই বলাই ভালো এ-সমস্যার কোনো কিনারাই পাইনি আমি। কেমন ক'রে যে নারী তার রূপ-লাবণ্যকে অস্ত্র-হিসাবে ব্যবহার ক'রে অপরের মুখের গ্রাস—কিন্তু না, ফের ঐ ক্ষোভ আসছে। তা ছাড়া কাজ কি এ-আলোচনায় ? মেনে নেওয়াই ভালো যে, এ-জগৎ-এম্‌নিই— প্রেমকে বজায় রাখতে চাইলেও সব আগে জানতে হয় এখানে কাড়াকাড়ির মন্ত্র-তন্ত্র—শিখতে হয় নাচগানের ছলাকলা। আমার না আছে সে-সরঞ্জাম, না সে-ধৈর্য—সম্পদকে আগলে রাখার, তাই তো হারাল যে সে আর তোমার পথ আগলে রইল না—গেল স'রে !

"অথচ আমি বুঝি সবই পিয়ের, বিশ্বাস কোরো। বুঝি যে, এ-পরাজয়ের জন্যে ব্যথা বাজে নারীত্বের কোনো গৌরববশে নয়—তার আত্মাদরের লাঞ্ছনার জন্যে। এ-ও বুঝি যে, অনুযোগ এক্ষেত্রে যে করে সে আমার হৃদয়—বুদ্ধি নয়। বুদ্ধি আমার এক্ষেত্রে ভালেরের কথায়ই সায় দিয়ে বলে যে, প্রেম যেখানে শ্লথ হ'য়ে এল সেখানে অনুযোগ অভিযোগ কাকুতি মিনতি মতন বিড়ম্বনা আর কী আছে ত্রিভুবনে ? বুদ্ধি আমাকে এ-ও বলে যে, জুলিয়ার প্রতি এ-বিতৃষ্ণাই বা কেন ?—সে না এলে আসত আর কেউ। পুরুষের প্রণয় চায় নিত্য-নূতন রসকেলি, চায়— ঝাপটা, বিদ্যুৎ চমক। তা ছাড়া প্রেমের মূল বন্ধনই যেখানে গেছে আলগা হ'য়ে সেখানে ছিন্ন করার উপলক্ষ্যের কখনো অভাব হয় ? থাকে সে একটি তুচ্ছ দমকা হাওয়ার অপেক্ষায়—ধুলোয় লুটোতে। আলগা যার গাঁথুনি—ইমারৎ তার অপলকা না হ'য়ে পারে ?

"জানি সবই। কেবল এইটে আমি কোনো মতেই বুঝতে পারিনে পিয়ের, যে, প্রেমের বাঁধন একবার গড়ে ওঠার পরেও আলগা হ'য়ে যায় কেমন ক'রে? ভালের বলত: ক্যাথলিক না হ'লে এটা বুঝতে এত বেগ পেতে হ'ত না আমাকে। হবে। আমি অতশত বুঝিও না, তোমাদের মতন অত তলিয়ে ভাবতেও পারি না। তা ছাড়া ভাবনাও তো আমাদের ওঠে মস্তিষ্ক থেকে নয়—ওঠে হৃদয়বৃত্তিরি তাগিদে। তাইত পুরুষ কখনো নারীর ভাবনাকে পারল না চিনতে। দুজনের চিন্তা অনুভবের উপাদানই যে আলাদা প্রকৃতির, তাই কি? তাই কি পুরুষের প্রেম জুড়িয়ে যায় দুদিনেই?

"জানি না। কেবল এইটুকু জানি: আমি জুলিয়া নই। জানি: সে যা পারল—আমি তা পারতাম না। জানি: আমার প্রেমের গ্রন্থি সারা জীবনের অদর্শনেও শিথিল হ'ত না, তোমাকে-দেওয়া মালা আমি ফিরিয়ে নিতে পারতাম না—অন্য কারুর গলায় দিতে। তবে এ-ও হয়তো আমার ক্যাথলিক শিক্ষাদীক্ষারই দোষ। নইলে হয়তো হৃদয়ের দীপশিখাটুকু সম্বল ক'রে এই হিম জীবনের মরু-পার হ'তে ছুটতাম না: জুলিয়ার মতন নিত্য-নতুন পাথেয়ের পথ চেয়ে জীবনকে ক'রে তুলতাম ফুলেলা।

"হয়তো বলবে: আমি বৃথাই হৃদয়ের জাঁক করি, হৃদয় থাকলে এ-ভাবে তোমাকে ছেড়ে যেতে বাধত। হয়তো বলবে—অবুঝ। কিন্তু বিশ্বাস কোরো পিয়ের, যে, হৃদয়হীন বা অবুঝ আমি ছিলাম না প্রকৃতিতে। তোমাকে বোঝাবো কেমন ক'রে বলো—নিজের সঙ্গে কী অক্লান্ত যুদ্ধ করেছি গত দেড় বৎসর ধ'রে? নিজেকে কত বোঝাবার চেষ্টা করেছি—জপ ক'রে যে, জুলিয়ার প্রতি তোমার এ-মোহ সাময়িক—দুদিনেই যাবে উবে—এ শুধু চোখের নেশা বৈ আর কিছুই না। এমনি

আরও কত···কত...কত—ছেলেমানুষি প্রবোধ! ক্ষোভবশে এমন কথাও বলব না যে, আমার প্রতি তুমি আজও একেবারেই উদাসীন। আমি হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারি না কি—আমার প্রতি এখনো তোমার টান কত সত্য? সত্য ব'লেই তো তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার বিদায়পথে আজও এত বাধা।

"কত যে বাধা তা কি তুমি কল্পনা করতে পার পিয়ের? যে-ক্ষোভ বলে ছুটি নেও, চলো,—সেই ক্ষোভই বাঁধে, জড়ায় পায়ে পায়ে। যে-অভিমান চায় বিদায় নিতে সেই অভিমানই সাধে হাত ধ'রে। এ-ইতিহাস কি বোঝে পুরুষে? বুঝতে পারে কখনো? সে বড় জোর এ নিয়ে নাটক লেখে যাতে পাঁচজনে দেয় হাততালি। কিন্তু অবোধ বোঝে না যে, এ নিয়ে যখনই সে কবিপনা করেছে তখনই যে সে একে উঠেছে ছাড়িয়ে। নারী এ নিয়ে নাটক লিখতে পারেনি কি সাধে? হৃদয়ের নিভৃত বেদনাকে সে চায় না খেলার জিনিষ করতে—চাইলেও পারে কই? অথচ তার এই যে অক্ষমতা—নিজের হৃদয়ের স্পন্দনকে নিয়ে চাল্লামি করতে এই যে মর্মান্তিক বিতৃষ্ণা এর জন্যেও সে তোমাদের কাছে অবজ্ঞাত। কী? না, নারী স্রষ্টা নয়। পিয়ের, এ প্রশ্ন তোমাদের—পুরুষদের—মনে কখনো কি উদয় হয়নি যে, তৃষ্ণায় যার আকণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে সে কি পারে সে-শুষ্কতাকে নিয়ে রামধনু আঁকতে—নটিনী হ'তে? না, নারী এ পারে না তার হৃদয় আছে ব'লেই—তার বুদ্ধি নেই ব'লে না; লজ্জা আছে ব'লেই—সৃষ্টি-প্রতিভা নেই ব'লে না। নটীপনা নারীর নেই—বলি না; আছে: খেলার ক্ষেত্রে, মোহের ক্ষেত্রে, নাচগানের ক্ষেত্রে। কিন্তু যেখানে প্রেম তার চিদাকাশকে তুলেছে রাঙিয়ে সেখানে সে চায় না তার আনন্দ বেদনাকে রঙ্গমঞ্চে দেখাতে। তার মধ্যে নানা নাটরঙ্গ আছে, কেবল নেই

প্রবৃত্তি—প্রেমকে নিয়ে লীলাখেলার। তোমরা লীলাময়, তাই তাকেও ক'রে তুলতে চাও লীলাময়ী। কিন্তু লীলা তার স্বধর্ম তো নয়। জীবনের কেন্দ্র যে তার প্রাণে—মর্মে। তাই তো পুরুষ নারীকে পেয়েছে বড় জোর সহধর্মিণীরূপে—সহমর্মিণীরূপে না।

"অথচ তবু এ-সব না বুঝেই—আমি সত্যিই চেয়েছিলাম তোমার সহমর্মিণী হ'তে। পারিনি—সে দোষ আমার প্রকৃতির—ইচ্ছার নয়, সাধনার নয়। তাই তো তোমাকে ছেড়ে যেতে হ'ল।

"কিন্তু না—হয়তো ব্যথাবশে একটু বাড়িয়ে বলছি। ঐকান্তিক প্রেম না হ'লেও হয়তো আমি তোমার পাশে থাকতে পারতাম, কিন্তু তোমার কাছে আর একজন হবে আমার চেয়ে বেশি তৃষ্ণার বস্তু—সৌখিন খেলানা নয়, হবে প্রেরণাদাত্রী, গৌরবিণী—এ সইব কোন্ প্রাণে বলো দেখি?

"হয়তো এ-কথাটাও ঠিক বুঝবে না। কিন্তু নারী হ'লে বুঝতে যে, নারী সব সইতে পারে, কেবল সইতে পারে না যখন সে দেখে যে তার বল্লভ তারই সামনে অপরাকে করছে প্রেমনিবেদন। মনে কোরো না—এ আমার দেহগত সংস্কার। না। দেহ তুমি যাকে ইচ্ছে দাও না,—তাতে ব্যথা বাজে না বলি না—তবে প্রেম যেখানে মঞ্জুর—সেখানে নারী এ-ও সইতে পারে। কারণ সে জানে: পুরুষ নারী নয়। কিন্তু যেখানে তার প্রেমের মণিকোঠায় অপরার পড়ে দৃষ্টি—চায় সে ভাগ বসাতে—সেখানও সে-অপমান তাকে সইতে বলো তুমি? নারীকে?—যে পুরুষ নয়?

"নারী যে এ পারে না—তার কারণ তার সেন্টিমেন্টালিটি নয় পিয়ের। সে অবুঝও নয়: শুধু, তার অনুভব এত প্রবল যে. তোমরা বুঝতে পারো না তাকে। নিজের সজ্ঞত, নিশ্চিন্ত, স্বচ্ছন্দ, সব-বজায়-রাখা

অনুভবের নিকষে কষো—আর বলো : মিলল কই ? যেন অনুভবের নিবিড়তা এতই সুবোধ্য যে, এমন ভাষা-ভাষা ভাবে বোঝা যাবে—যেন উপরের বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে যেন নিচের উদ্বেলতাকে মিলিয়ে দেখার অধিকার আছে কারো। নেই। তাই তোমরা ভুল করো চিরদি—ন নারীকে বিচার করতে গিয়ে : বলো তাকে সেন্টিমেণ্টাল, উচ্ছ্বাসিনী আরো কত কী। কিন্তু জেনো পিয়ের, এ-বিচার করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় তোমাদের বুদ্ধির ধার বেশি ব'লে নয়—দরদের তল কম ব'লে। তাই দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস আমারই চোখের সামনে তুমি অপরার সঙ্গে প্রেমলীলার জের টেনে চলতে পারলে—আমার সঙ্গে শুধু 'নিখুঁত' ব্যবহার ক'রে। নারী চায় অন্তরের সুর—সুরেলা আলাপিনী। সুরের এ-অবলম্বনও যখন তার কেড়ে নাও তোমরা—তখন তার কী থাকে—বলো তো ? পায়ের তলার মাটি ছিনিয়ে তাকে বলো তোমরা—সোজা হয়ে দাঁড়াতে। নইলে আর পুরুষ—!...

"তবে একটা প্রশ্ন তোমার মনে জাগতে পারে—মানি : আমি কি জগতের কাছে কিছুই পাইনি যে, আর্তিকে দেখছি এত বড় ক'রে ? জীবনের নানা গর্ভাঙ্কে নানা আলো নানা রঙ নানা গন্ধের কোনো তৃপ্তিই কি আমার ইন্দ্রিয়পথে আমার অন্তরলোকে প্রবেশ করেনি ?

"করেছে। জীবন আমার চিরদিনই শুধু অকৃতার্থ ছিল এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। এ-কথা এখনো সকৃতজ্ঞেই অঙ্গীকার করব যে, এক সময়ে আমি অনেক কিছুই পেয়েছি : ভালেরের পৌরুষে, লিলির স্নেহে, প্রিয়জনের প্রীতিতে, বন্ধুর সখ্যে। শুধু তোমার কাছেই হয়েছি বঞ্চিত। কিছুই পাইনি বলি না অবশ্য। তোমার দাক্ষিণ্য, তোমার সরসতা, তোমার বন্ধুবাৎসল্য, তোমার সহজতা, তোমার স্নিগ্ধ-হাসি

—এক কথায়, তোমার মনোরম পরিমণ্ডল আমাকে মুগ্ধ করেছে তো কত সময়েই। কিন্তু তাতে তৃষ্ণা মিটল কই? হৃদয় বহু চেষ্টা ক'রেও শপথ ক'রে বলতে পারল কই যে, যা সে চেয়েছিল তোমার কাছে তা—মিলেছে? রাগ কোরো না পিয়ের!—এজন্যে তোমাকে দোষ দিচ্ছি না না। কেননা আমি বিশ্বাস করি তোমার দাক্ষিণ্যে, তোমার ঔদার্যে, তাই জানি যে পারলে, থাকলে তুমি দিতে। কিম্বা হয়তো ছিল—আমিই পারিনি আহরণ করতে। কারণ যা-ই হোক, শেষ কথা হ'ল এই যে, যা আমি চেয়েছিলাম তা পাইনি তোমার কাছে। আর সেই এক না-পাওয়া আমার সব পাওয়াকেই ক'রে দিয়েছে ব্যর্থ।

"বলতে পারো কি পিয়ের, কেন এমন হয় এ-জগতে? কেন একটা মাত্র অপ্রাপ্তি সব প্রাপ্তিকে ক'রে দেয় ম্লান—কেন একটিমাত্র বঞ্চনার ছায়াপথে সমস্ত জগতের আলো নিভে যায় চোখের সামনে? বলতে পারো, এ-প্রহেলিকার শেষ কোথায়—কিম্বা এর শেষ আছে কি না? বলতে পারো. তৃষ্ণার প্রকৃতি এমন হয় কেন—যাকে আকণ্ঠ পান ক'রেও সে মেটে না—সারা জীবনভোর ইন্ধন জোগালেও অতৃপ্তির শিখা বলে—আরো চাই? পারো কি বলতে—কেন প্রেমের কাছে যা চেয়ে মানুষ এত মাথা খুঁড়েছে তার দেবতা শুধু সেইটি ছাড়া আর সবই তাকে দেন—মিলনের মধুরতম মুহূর্তেও হৃদয়ের মধ্যে কেন এ বিরহ-ব্যথার মিড় রণিয়ে ওঠে সমাপ্তিহীন রেশে? জানো কি?

"কিন্তু হয়তো এরি ছিল আমার প্রয়োজন। কেননা সময়ে সময়ে কিসের যেন ঝিলিক খেলে যায় অন্তর-দিগন্তে যাকে চিনি যেন—যে বলে: মানুষের প্রেমে এই চিরন্তন অতৃপ্তি শাপ নয়—বর। কি একটা সুর এক একটা নিথর মুহূর্তে যেন রণিয়ে ওঠে হৃদয়তন্ত্রীতে—যে বলে: প্রাণের বাসনায় দিশা মেলে না ব'লেই এ-অতৃপ্তির অন্ধকার ছেয়ে আসে—

প্রেমকে যে বরণ করতে শেখে নিষ্কামনার নির্দেশে শুধু তারই পথে সে ধরে অম্লান আলো, নইলে বুঝি সোনামুঠো অহরহই হ'য়ে দাঁড়ায় ধুলোমুঠো !...

"এই কথাই কি প্রেমের চরম-বাণী ?

"জানি না। একদিন ছিল—যখন এ-কথায় সায় দেয়নি মন, যখন বাসনারঙিন জলধনুকেই মনে করতে চাইতাম প্রেমের দোললীলা। কিন্তু আজ কোথায় সে বহুরূপী রাস তার ? কেন মনে হয়: প্রেমের অভিসারে লক্ষ উদ্‌ভ্রান্তি অঙ্কুশ হানে—শুধু বাসনার লক্ষ ঊর্ণাজাল কাটাতে ?

"জানি না এ-ও উদ্‌ভ্রান্তি কি না। জানি না বাসনা-মুক্ত প্রেমের যে-কল্পচ্ছটা হৃদয়ের সীমান্তে আজ উঁকি দিচ্ছে সে ধ্রুবতারার ঊর্ধ্বশিখা—না, আলেয়ার চকিত চাহনি। জানি না 'নিজেকে ছাড়িয়ে তবে প্রেম তার স্ব-স্বরূপটি খুঁজে পায়'—আশার এ-কূজন মায়াধ্বনি কি না। তবে এটা মনে হয় যে, এ-দিশার মধ্যে সবটাই মিথ্যা হ'তে পারে না। যা চেয়েছি তা পাইনি এ হ'তে পারে—তার ব্যথাও হ'তে পারে দুঃসহ। কিন্তু তবু কে যেন বলে যে, প্রতি না-পাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ফুটতে চায় যেন এক গভীরতর পাওয়ার পূর্বাভাস। এই পাওয়ার সাধনাই হয়তো জীবন-সাধনা। জীবনে এ-সাধনার পথ হয়তো তেমন ক'রে খুঁজিনি ব'লেই মেলেনি, ঠিক তালটি শিখতে চাইনি ব'লেই হয়তো নূপুর আমার পদে পদে বেজেছে শৃঙ্খল হ'য়ে।

"তাই তো আমি আজ চিরদিনের তরে কাটলাম এ শৃঙ্খল—সেই মুক্ত পথের পথিক হ'তে—যদি সে থাকে কোথাও। হয়তো জীবনের এ-পরিচিত ঘাটে আরও কিছুদিন খুঁজলে মিলতে পারত ওপার থেকে আসা কোনো ধ্রুব দিশা—পাথেয়। কিন্তু সে-শক্তি আর যে নিজের মধ্যে

খুঁজে পাচ্ছি না পিয়ের! মানুষ ছাড়া কাউকে তেমন ক'রে কোনোদিন চাইনি—তাই হয়তো শেষটায় পেলাম না কোনো দৈব সম্বল। কিন্তু এমন কোনো শক্তি, এমন কোনো সত্তা, এমন কোনো পূর্ণতা যদি থাকেই ওপারে, তবে আমার এই অজ্ঞানের অন্ধতাকে কি সে ক্ষমা করবে না?

"আর যদি এমন কিছু না-ই থাকে কোথাও? যদি ওপারও হয় এপারের মতনই নীরন্ধ্র তমসার রাজ্য—যেখানে নেই আলো, নেই গন্ধ, নেই রূপ, নেই রস, নেই ধ্বনি, নেই তরঙ্গ—তা হ'লে? যদি ওপারের সব দেনা-পাওনার সব হিসেব-নিকেশ এপারেই লভে চিরসমাপ্তি?—তাহ'লেই বা দুঃখ কি পিয়ের? অন্ততঃ তাহ'লে তো আর কাউকে ভালোবাসতে হবে না?—

সারা"

* *
*

জ্যোৎস্নাস্নাত গির্জায় ঢং ঢং ক'রে ক'টা বেজে গেল জানে না কেউই।...

স্বপন চম্‌কে ওঠে,—এমনিই: "আর জুলিয়া?"

মসিয়ে বেনার শুনতে পান নি বোধহয়।

সন্ধ্যা শুধোয়: "জুলিয়ার কি হ'ল?"

বৃদ্ধের চমক ভাঙে এবার: "কে? জুলিয়া? ও হ্যাঁ। সে এর পরেই আমেরিকায় চ'লে যায়। সে তার করেছে গত সপ্তাহে—তার ওখানেই উঠতে, কালিফর্ণিয়াতে। লিখেছে, তার সব চুল হ'য়ে গেছে তুষারের মতন সাদা—অনিদ্রায় অনিদ্রায়।"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করল: "কত বৎসর বাদে দেখা হবে তার সঙ্গে?"

বৃদ্ধ একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন: "প্রায় সাতাশ।"

*

হঠাৎ একটি ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস।...

সবাই তাকায় আনার পানে। কিন্তু তার দৃষ্টি দূর দিগন্তে বদ্ধ—একটি শাড়ী-পরা ম্লান মেঘবালার ছাই রঙের পাড়েরপ'রে।...

.

স্বপন ও সন্ধ্যার দৃষ্টিবিনিময় হয়। সন্ধ্যা চোখ নেয় ফিরিয়ে। দুটি ফোঁটা মুক্তা টলটল করে পক্ষ্মপুটে।

.

সন্ধ্যা ব্লাউসের হাতায় চকিতে অশ্রুগোপন ক'রে মসিয়ে বেনারের পানে তাকিয়ে মুখে হাসি টেনে এনে বলে: "কিন্তু কথা দিন ভূ-প্রদক্ষিণের সময়ে আমেরিকা থেকে জাপান ঘুরে আমাদের নিমন্ত্রণ রাখতে আসবেন বাংলাদেশে?"

বৃদ্ধ তার পানে স্তিমিত-প্রেক্ষণে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকেন কিন্তু একটি কথাও না।

"—কী? দেবেন না কথা?"

বৃদ্ধের শান্ত মুখে হাসি ওঠে ফুটে: "এর পরেও কথা?"

* *

*

শেষ রাত। স্বপন দেখে স্বপ্ন: আনা যেন কী একটা ঘোমটায় মুখ ঢেকে চলেছে। ও খুলতে বলে—খোলে না। হঠাৎ কোথা থেকে সন্ধ্যা এসে টপ্‌ ক'রে খুলে দিল।...এ-কী! চম্‌কে ওঠে স্বপন! এ-মুখ

…আনার তো নয়…খানিকটা সন্ধ্যার, আর খানিকটা যেন কার? মনে পড়ে…পড়ে…পড়ে না…ঐ—পড়েছে—ইসা—ইসাবেলার না? স্বপন শুধোয়: "এ কে তুমি?"

মূর্তি বলে: "চিনতে পারছ না—যুগে যুগে আমাকেই খুঁজেছ—একজনকেই—নানা নারীর মধ্যে দিয়ে তুমিও, চাণ্ডও, মসিয়ে—!"……

ঘুম ভেঙে যায়। স্বপনের বুকের রক্ত দ্রুত বয় যেন…এ কী রকম স্বপ্ন! কই!! সন্ধ্যা!!! বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে। হাত বাড়িয়ে ওকে পাশে তো খুঁজে পায় না? ত্রস্ত হ'য়ে বিছানায় উঠে বসে।

অদূরে খস্ খস্ শব্দ! ঐ না? ব্যালকনির কাছে সোফায়—ঝিক্‌মিক্ করছে চাঁদের আলো কার ব্লাউসের'পরে?….ঐ তো?

ত্বরিতে উঠে গিয়ে বসে সন্ধ্যার পাশে। সে চাঁদের-আলোয়-উচ্ছল সাগর-বক্ষের দিকে স্তিমিতনেত্রে চেয়েছিল, চম্‌কে ওঠে: "মা গো!"

স্বপন ওকে বাহুবন্ধনে টেনে নেয়।…ও স্বপনের বুকে মুখ লুকোয়।…

চাঁদের আলো পড়ে ওর মুখে।

—"এ কী সন্ধ্যা? চোখে জল?"

—"শ্—শ্। পাশেই ঐ দেখ।"—

আনা একটা আরাম-কেদারায় ঊর্ধ্বমুখী হ'য়ে শুয়ে—তার খোলা ব্যালকনিতে।

একটা হাত মাথার পিছনে, একটা কোলে। থেকে থেকে চাঁদের ক্ষণে-নেভা-ক্ষণে-ফোটা আলো পড়ছে ওর গালে, বুকে বাহুমূলে, অংসে।

স্বপনের বুকের রক্ত লাগে দোলা। কিসের বে…

—"কী সুন্দর ও! না, সিসি?"

স্বপন কথা কয় না।

—"সিসি?"

স্বপন তাকায়।

—"ও কী ভাবছে ?"

—"আমি কি জানি ?" স্বপন ম্লান হাসে।

—"জানো। আমিও জানি।"

স্বপন চোখ রাখে ওর চোখের'পরে। সন্ধ্যাই কথা কয় :

"ভাবছে—কেন এমন হয় ?"

—"কেমন ?"

—"তা-ও বলতে হবে ?"

স্বপন মুখ নিচু করে।

—"কেন এমন হয় ?—সিসি ?"

স্বপন আকাশের দিকে তাকায় : "কেউ কি জানে ?" স্বর ওর এত মৃদু···শোনাই যায় না যেন,···সন্ধ্যা ওর পানে চেয়ে থাকে খানিক, পরে তাকায় ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দূর দিগন্তে।

চাঁদ গেছে ঢেকে—ছাই-রঙের মেঘে। এই খানিক আগেই তো হাসছিল! ঐ ঐ ফের দেখা দেয়—নতুন চাঁদ—টলটলে···নিটোল। এ বুঝি আর নিভবে না আকাশের আয়ুষ্কালে।···ভুল আশা : ঐ ঐ ঢেকে গেল······কিন্তু আবার উঁকি দেবে মেঘ স'রে গেলেই।

—শেষ-